অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব

প্রগতি প্রকাশন

১৩৫১

অনুবাদ: প্রফুল্ল রায়
অঙ্গসজ্জা: ব. ই. আন্তাফিয়েভ

শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচি

ভূমিকা ৫

প্রথম পর্ব ১৩

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে

প্রথম অধ্যায়। স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের পরবর্তীকালের পরিস্থিতি ১৫

১। দ্বৈত ক্ষমতার আত্মপ্রকাশ ১৫

২। বিপ্লবের অধিকতর বিকাশসাধনের সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত . . . ২৪

৩। অস্থায়ী সরকারের জনবিরোধী নীতি ৩০

৪। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখে লেনিনবাদী পন্থা ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বৈত ক্ষমতার কালপর্বে বলশেভিকদের জনসমর্থন লাভের প্রয়াস ৫১

১। এপ্রিলের মিছিল ৫১

২। প্রথম কোয়ালিশন সরকার ৫৫

৩। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির (বলশেভিক) এপ্রিল সম্মেলনের পর জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের কাজ ৬১

৪। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস। জুন মাসের মিছিল ৭৩

৫। দ্বৈত ক্ষমতার অবসান ৭৮

তৃতীয় অধ্যায়। বিপ্লবী সংকট ঘনীভূত ৮৫

১। সশস্ত্র অভ্যুত্থান অভিমুখে ৮৫

২। কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান চূর্ণ ৮৯

৩। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ৯৮

৪। ১৯১৭-র হেমন্তকালে উত্তাল বিপ্লবী তরঙ্গ ১০২

৫। সোভিয়েতসমূহে আরও বলশেভিক প্রভাব বৃদ্ধি ১১৪

৬। সংকটের চরম রূপ ১১৮

চতুর্থ অধ্যায়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ১২৩

দ্বিতীয় পর্ব ১৩৯

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়যুক্ত। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

পঞ্চম অধ্যায়। অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ১৪১

১। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জয় ১৪১

২। শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ১৫৩

৩। কেরেনস্কি-ক্রাসনভ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ পরাস্ত ১৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়। মস্কোয় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ১৭৪
সপ্তম অধ্যায়। সেনাবাহিনীতে ও সমগ্র দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত . ১৯৭
১। রণাঙ্গনগুলিতে বিপ্লবের জয় ১৯৭
২। সমগ্র রাশিয়ায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ২১৯

তৃতীয় পর্ব ৩২১

সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ। বৈপ্লবিক পরিবর্তন

অষ্টম অধ্যায়। সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ ৩২৩
১। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন ৩২৩
২। বলপ্রয়োগের বুর্জোয়া সংস্থাগুলির বিলোপ। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র রক্ষার ব্যবস্থা সৃষ্টি ৩৪৪
৩। স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থা নির্মাণ ও তাদের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ ৩৫২
নবম অধ্যায়। প্রথম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারকর্ম ৩৫৮
১। শিল্পে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী প্রবর্তন ৩৫৮
২। জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা রূপায়ণ ৩৭০
৩। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রথম সংস্কারকর্ম ৩৭৯
দশম অধ্যায়। সংবিধান সভা ভঙ্গ। সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ৩৮৮
১। প্রতিবিপ্লবী সংবিধান সভা ভঙ্গ ৩৮৮
২। সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ৩৯৯
একাদশ অধ্যায়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ থেকে সরে-আসার সংগ্রাম। ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি ৪০৬
১। যুদ্ধের অবসানকল্পে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম পদক্ষেপ ৪০৬
২। ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি ৪১০
দ্বাদশ অধ্যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ নির্মাণ ৪২১
ত্রয়োদশ অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আক্রমণ। সোভিয়েতসমূহের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ৪৩২
১। বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ ৪৩২
২। সোভিয়েতসমূহের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ৪৪০
চতুর্দশ অধ্যায়। গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার ৪৫৩
১। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই ৪৫৩
২। গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির কাজ ৪৬৩
পঞ্চদশ অধ্যায়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য . ৪৭১

টীকা ৪৮৫

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর লিপিবদ্ধ হয়নি।

অক্টোবর ১৯১৭-র সেই দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনাবলী যত অতীতের দিকে সরে যাচ্ছে, মানবজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য আমরা তত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। ১৯১৭-র অবিস্মরণীয় সেই দিনগুলির কথা নতুন করে স্মরণ করলে, তা আমাদের শুধু অতীতচারণার দিকেই নিয়ে যায় না, মানবজাতির সুখের জন্য সংগ্রামের এক মহান পাঠশালায় আমাদের দীক্ষা দেয়। অক্টোবর বিপ্লব যে-পথের পথিকৃৎ বহু জাতি আজ সেই পথ অনুসরণ করছে।

সমাজতন্ত্রের দ্বারা পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক স্থানান্তরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' তাঁরা লিখেছিলেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর পতন ও প্রলেতারিয়েতের জয়ও সমানভাবে অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিবাদ হল ইতিহাসে সর্বশেষ শোষণমূলক ব্যবস্থা। তার বিকাশ মানবজীবনের এক উচ্চতর পর্যায়ে — কমিউনিজমে উত্তরণের বিষয়গত অবস্থা তৈরি করে।

পুঁজিবাদ তার বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে — সাম্রাজ্যবাদে — প্রবেশ করেছিল ২০শ শতাব্দীর গোড়ায়।

একচেটিয়া শাসনকে ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন। একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটে উৎপাদনের এক বিপুল কেন্দ্রীভবনের ফলে, যা সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করে; আর সাম্রাজ্যবাদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে মুষ্টিমেয় কিছু একচেটিয়াপতির হাতে শ্রমজীবী জনগণের শোষণ তীব্র হয়ে ওঠে, যার ফলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার বিরোধ বেড়ে যায়। নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী পীড়ন থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে তা শ্রমিকশ্রেণীকে টেনে আনে। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত তার

পক্ষে নিয়ে আসে শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য শোষিত বর্গকে, যাদের কাছে একচেটিয়া শাসনের অর্থ রাজনৈতিক অধিকারহীনতা, দারিদ্র্য আর সর্বনাশ।

রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে শুরু হয়েছিল অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের চাইতে দেরিতে, কিন্তু ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই রাশিয়া কাঠের লাঙল আর শষ্য মাড়াইয়ের লাঠি থেকে, জলস্রোতের সাহায্যে চালিত কল আর হস্তচালিত তাঁত থেকে যেতে শুরু করেছিল লোহার লাঙল আর মাড়াইয়ের যন্ত্রের দিকে, বাষ্পচালিত কল আর যান্ত্রিক তাঁতের দিকে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ — সাম্রাজ্যবাদ — রূপ পরিগ্রহ করেছিল ক্ষুদ্র-পণ্যভিত্তিক অর্থনীতির প্রাধান্যসম্পন্ন একটি দেশে — রাশিয়ায়। সামন্ত-ভূমিদাসপ্রথার জেরগুলি ছিল দৃঢ়মূল, অর্থনীতির উপরে তা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছিল এবং বাধা দিচ্ছিল উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশে। কৃৎকৌশলগতভাবে ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাশিয়া ছিল উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অনেক পিছনে। জারতন্ত্রী স্বৈরশাসন এবং পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের নিপীড়ন শ্রেণীবিরোধকে তীব্র করে তুলছিল। জনগণ সক্রিয় হয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছিল। বিপ্লব ছিল সমাসন্ন এবং তার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বৈরতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করা, ভূসম্পত্তির মালিকানার অবসান ঘটানো ও রাশিয়াকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব চূর্ণ করা হল। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী যে-শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, তা ব্যর্থ হয়নি। এই বিপ্লব সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছিল যে একমাত্র কৃষকদের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েই শ্রমিকরা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে পারে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন প্রথম রুশ বিপ্লবের মূল্যায়ন করে লিখেছিলেন যে ১৯১৭ সালে যারা বিজয়ী হয়েছিল সেই সংগ্রামীদের তা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, (১) আরেকটি বিপ্লব সমাগতপ্রায়, কারণ ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবী ঝঞ্ঝার কারণগুলি দূরীভূত হয়নি। তিনি লিখেছিলেন, 'এই প্রথম বিপ্লব এবং তার পরবর্তী প্রতিবিপ্লবের কালপর্ব (১৯০৭-১৯১৪) জারের রাজতন্ত্রের একেবারে সারমর্মটিকেই অনাবৃত করে দিয়েছিল, তাকে নিয়ে এসেছিল 'চরমতম সীমায়', উদ্ঘাটিত করেছিল সেই দানব রাস্পুতিন আধিপত্যাধীন জার-চক্রের সমস্ত পূতিগন্ধময় জঘন্যতাকে, মনুষ্যবিদ্বেষ আর দুর্নীতিকে। ইহুদি, শ্রমিক ও বিপ্লবীদের রক্তে যারা রাশিয়াকে সিক্ত করেছিল সেই সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের সাধক রমানভ পরিবারের সমস্ত পাশব বর্বরতাকে তা উদ্ঘাটিত করেছিল...' (২)

ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের আধিপত্য শ্রমজীবী জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা বাড়িয়ে তুলছিল। ভূসম্পত্তির মালিকানার বাড়বাড়ন্ত হয়ে চলেছিল। লেনিনের ভাষায়, ২৮ হাজার 'সম্ভ্রান্ত ও ভুঁইফোড় জমিদারের' হাতে ছিল ৬ কোটি ২০ লক্ষ দেসিয়াতিন (এক দেসিয়াতিন — প্রায় ১,০০০ বর্গ মিটার) জমি, আর ১ কোটি কৃষক পরিবারের ছিল মাত্র ৭ কোটি ৩০ লক্ষ দেসিয়াতিন। (৩)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯১৪-১৯১৮), রাশিয়ায় একচেটিয়া সংস্থাগুলি সমস্ত মূল শিল্পের উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল 'প্রোদামেত' সিন্ডিকেট, দেশের উৎপন্ন লোহা ও ইস্পাতের ৮০ শতাংশের বেশি সে-ই বাজারজাত করত। রেল-গাড়ি নির্মাণ শিল্পের প্রায় সম্পূর্ণটাই ছিল 'প্রদ্‌ভাগন' সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে। তেল শিল্পে অবিসংবাদিত আধিপত্য ছিল তিনটি একচেটিয়া সংস্থার — 'অয়েল', 'শেল' ও 'নোবেলের'। রাশিয়ায় শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়াবৃত্তি প্রতিষ্ঠার হার ফ্রান্স ও ব্রিটেনের চাইতে বেশি ছিল, একমাত্র জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ছিল তার স্থান। একই সময়ে গজিয়ে উঠছিল বড় বড় একচেটিয়া ব্যাঙ্ক। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সাতটি ব্যাঙ্কের হাতে ছিল সমস্ত জয়েণ্ট-স্টক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অর্ধেকের বেশি স্থাবর পুঁজি। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের কেন্দ্রীভবনের দিক দিয়ে রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশগুলির চাইতে এগিয়ে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। ১৬০ কোটি রুবলের বেশি পুঁজি সহ ৮৯৭টি নতুন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি সেই কালপর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অধিকন্তু, সেই সময়েই পরিলক্ষিত হয়েছিল বিদ্যমান একচেটিয়া সমিতিগুলির পুনর্বিন্যাস, ব্যাংকগুলির বৃদ্ধি এবং নতুন বড় বড় অর্থপতি-শিল্পপতি গোষ্ঠীর গঠন। যুদ্ধকালীন অতিমুনাফা দ্রুত বাড়িয়ে তুলেছিল একচেটিয়া সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে।

লেনিন লিখেছিলেন: 'বড় বড় শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু তারা যে-ভূমিকা পালন করে, তা তাদের সম্পদের মতোই, **প্রচণ্ড।'** (৪) অপরের শ্রম শোষণ করে যে-সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল তার অধিকাংশের অধিকারী ছিল রাশিয়ার সামান্য কয়েক হাজার (কিংবা হয়তো, এক হাজারেরও বেশি নয়) সবচেয়ে ধনী লোক, এবং তাদের হাতেই ছিল পণ্যসামগ্রীর সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন 'নিয়ন্ত্রণের' চাবিকাঠি। (৫) একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তার রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে বিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছিল যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য অর্থনীতিকে চালিত করার মধ্যে দিয়ে; লেনিন একে গণ্য করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা পরিপক্ক হওয়ার মূল সূচক বলে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, 'সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিপক্ক না হলে কোনো বিদ্রোহই সমাজতন্ত্র আনতে পারে না।' (৬)

যুদ্ধের সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণী অধিকতর অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল এবং রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সংগঠিত হয়েছিল। ১৯১৫ সালের শুরুতে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর তৈরি সামরিক-শিল্প কমিটিগুলি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যুদ্ধের সময়ে গঠিত বহু সরকারি সংস্থা অধিগ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রীয় দুমায় সমস্ত বুর্জোয়া পার্টি — অক্টোবরিস্ট, প্রগতিশীল, কাদেত (নিয়মতান্ত্রিক-গণতন্ত্রী) ও অন্যান্য ছোট গোষ্ঠী যার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই 'প্রগতিশীল ব্লকে' নেতৃত্ব

ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান পার্টি, কাদেতদের হাতে, এরা নিজেদের অভিহিত করত 'গণ-মুক্তি' পার্টি বলে। তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্টি।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাশিয়ায় বিরোধকে নিয়ে এসেছিল চরম অবস্থায় এবং শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিল্পকেন্দ্রগুলিতে খাদ্যসামগ্রীর দোকান ও রুটির দোকানে দেখা দিল দীর্ঘ সারি। কারখানাগুলিতে চালু হল সৈন্যনিবাসসুলভ রীতিনীতি। স্বৈরশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যারা মুখ খোলার দুঃসাহস দেখাত তাদের পাঠানো হত বন্দীশালায় অথবা বন্দুকের সামনে। যুদ্ধ যে সমূহ অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করেছিল, তা বেষ্টন করেছিল শিল্প, পরিবহণ ও কৃষিকে। ৯,৭৫০টি বড় বড় কারখানার মধ্যে যুদ্ধের সময়ে বন্ধ ছিল ৩,৮৮৪টি, অথবা ৩৭·৮ শতাংশ। রেলপথ যাত্রী চলাচল ও মালবহনের কাজ সামলাতে পারেনি।

১৯১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ পুরুষকে সেনাদলে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ফলে গ্রামাঞ্চলে মজুরের অভাব দেখা দেয়। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষক পরিবারের কোনো মজুর ছিল না। ১৯১৬ সালে যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় প্রধানতম দানাশস্যের উৎপাদন ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টন কমে গিয়েছিল। ফসল-বোনা জমির আয়তন হ্রাস পেয়েছিল। ১৯১৩ সালে মোট বহির্দেশীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৪০-৫৬০ কোটি রুবল, তা আরও প্রায় ৫২০ কোটি রুবল বেড়ে গিয়েছিল। বিদেশের উপরে রাশিয়ার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বেড়ে গিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে।

১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হাতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সাধারণ যে-উপায়গুলি থাকে তা দিয়ে দেশকে এই চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। আসন্ন অর্থনৈতিক সর্বনাশ থেকে রাশিয়া রক্ষা পেতে পারত একমাত্র পুঁজির সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সাহায্যেই।

স্বৈরতন্ত্রকে আক্রমণ করার জন্য সমুদ্যত শোষিত জনসাধারণকে একমাত্র যে-শক্তি নেতৃত্ব দিতে পারত তা হল, স্বীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন, লড়াইয়ে পোড়-খাওয়া রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। ১৯১৭ সাল নাগাদ, প্রলেতারিয়েত তখনও জনসমষ্টির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এক অংশ —প্রায় ১০ শতাংশ। কিন্তু, লেনিন বলেছিলেন, যেকোনো পুঁজিবাদী দেশে প্রলেতারিয়েতের শক্তি, মোট জনসংখ্যার যে-অনুপাতের সে প্রতিনিধিত্ব করে তার চাইতে অনেক বেশি। (৭) তিনি লিখেছেন, 'তার কারণ, প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ও স্নায়ুর উপরে অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদের অধীনে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রকৃত স্বার্থ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যক্ত করে।' (৮)

যুদ্ধের সময়ে শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল। ১৯১৭ সালের শুরুতে

কারখানা ও খনি পরিদর্শক-দপ্তরের অধীনস্থ উদ্যোগ ও রাষ্ট্রচালিত উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত ছিল ৩৫ লক্ষ শ্রমিক, যেখানে ১৯১৩ সালে ছিল ৩১ লক্ষ। প্রায় ৩৩ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল পরিবহণ, নির্মাণকর্ম ও যোগাযোগ-ব্যবস্থায়।

অধিকন্তু, বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত ছিল কারিগরি শিল্পে, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতিতে।

রাশিয়ার মতো আর কোনো দেশে শ্রমিকদের এত বেশি কেন্দ্রীভবন ছিল না। ১৯১৫ সালে প্রায় ৬০ শতাংশ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল সেই সব বড় বড় শিল্পে, যেখানে ৫০০-র বেশি শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুউন্নত পুঁজিবাদী দেশেও যুদ্ধের প্রাক্কালে সমস্ত শ্রমিকের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিযুক্ত ছিল বড় বড় কারখানায়। রাশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের এই উচ্চমাত্রায় কেন্দ্রীভবন প্রলেতারীয় চেতনা ও সংগঠন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল এবং শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে বলশেভিকদের কাজকে সহজতর করেছিল।

অধিকন্তু, পুরনো, উন্নত অঞ্চলগুলিতে সামরিক উৎপাদনের সম্প্রসারণের দরুন, যুদ্ধই এই কেন্দ্রীকরণকে আরও বাড়িয়েছিল। শিল্প প্রলেতারিয়েতের অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৬৪ শতাংশ) কাজ করত পেত্রগ্রাদ এবং কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলগুলিতে। শ্রমিকদের বিশাল বিশাল বাহিনী ছিল খারকভ, ওদেসা, কিয়েভ, দন তীরের রস্তভ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ ও বাকুতে; সেসব অঞ্চলে এগুলিই হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী কেন্দ্র। দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান প্রধান বাহিনীর এই বণ্টনের উপরে লেনিন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন 'রাজধানীগুলি কিংবা সাধারণভাবে, বড় বড় বাণিজ্যিক ও শিল্পকেন্দ্রগুলি (রাশিয়ায় দুটোই মিলে গেছে, কিন্তু সর্বত্র তা একত্রে মেলে না), একটি জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্ধারণ করে...' (৯)

যুদ্ধের সেই কষ্টকর বছরগুলিতেও রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বিপ্লবী। পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে অন্য কোনো বাহিনীরই বিভিন্নতম রাজনৈতিক অবস্থায় সংগ্রামের এত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ছিল না। সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত এগিয়ে এল জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরোধী সমস্ত শক্তির নেতা রূপে। লেনিন লিখেছেন, 'একমাত্র প্রলেতারিয়েতই — বৃহদায়তন উৎপাদনে তার অর্থনৈতিক ভূমিকা হেতু — সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের নেতা হতে সক্ষম; বুর্জোয়াশ্রেণী এদের শোষণ, নিপীড়ন ও চূর্ণ করে, প্রায়শই প্রলেতারীয়দের উপরে যতটা করে তার চাইতে কম নয় বরং বেশিই, কিন্তু তারা তাদের মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র সংগ্রাম চালাতে অপারগ।' (১০)

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল এই যে তার এক মিত্র ছিল — কৃষকদের দরিদ্রতম অংশ। অধিকন্তু, শহরের অ-প্রলেতারীয় বর্গের

কাছ থেকে সে পেয়েছিল বিপুল সমর্থন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নাগরিক জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষের বেশি, এর একটা বড় অংশ ছিল কারিগর, ছোট দোকানদার এবং নিম্নতর পদের অফিস কর্মচারী। কিন্তু এদের অধিকাংশই শোষিত হত, তাদের জীবন আরামের ছিল না।

পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী তার দ্বৈত অর্থনৈতিক সত্তার দরুন সততই প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে দোলায়মান ছিল, তারা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও অসংগতিপূর্ণ। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক পার্টি ছিল শহুরে ও গ্রামীণ পেটি-বুর্জোয়া বর্গের এই দোদুল্যমানতার পরিচায়ক রাজনৈতিক আবহ-মানযন্ত্র। অন্যদিকে, পুঁজিবাদের বিকাশ, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা পেটি-বুর্জোয়া বর্গের প্রলেতারিয়েতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পোষণ করেছিল, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিয়ে এসেছিল প্রলেতারিয়েতের অবস্থার কাছাকাছি এবং পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা বড় অংশের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য সূত্রায়িত করতে গিয়ে লেনিন রাশিয়ায় শ্রেণীগত গঠনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়গুলি গণ্য করেন। প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন, প্রলেতারিয়েত সংখ্যালঘিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন, 'একমাত্র যদি আধা-প্রলেতারীয়, আধা-মালিক জনপুঞ্জের সঙ্গে, অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া শহুরে ও গ্রামীণ দরিদ্রজনের সঙ্গে সে মিলিত হয়, তাহলেই সে হয়ে উঠতে পারে বিরাট, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ।' (১১)

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রবাহিনী, লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি ছিল সেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের পরীক্ষিত নেতা। যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবী আন্দোলন রাশিয়ায় বেড়ে চলেছিল। জারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন, ভূমিদাসপ্রথার সমস্ত অবশেষ দূর করা এবং কৃষি সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধান আসন্ন বিপ্লবের আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, রাশিয়ায় বিপ্লব সেখানেই থেমে যেতে পারত না। পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের কুৎসিত পরস্পরবিজড়িত অবস্থাবিশিষ্ট একটি দেশে সাম্রাজ্যবাদের উপরে মারাত্মক আঘাত হানতে না পারলে, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর না হলে ভূমিদাসপ্রথার জেরগুলি দূর করা যেত না। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে শেষোক্ত কাজটি প্রথমোক্তটির অতি কাছাকাছি চলে এসেছে।

বৈপ্লবিক সংকট দ্রুত পরিণতি লাভ করছিল। ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়েছিল প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলে। কিছুটা কম-করে-দেখা হিসাব অনুযায়ী, ১৯১৭ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মঘট করেছিল ৬,৭৬,০০০ শ্রমিক। কৃষকরা জমির জন্য তাদের সংগ্রাম বাড়িয়ে তুলেছিল, ঘৃণিত ভূস্বামীদের খাস-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের দানাশস্য ও উপকরণাদি দখল করে নিয়েছিল। জারের গোয়েন্দা

পুলিস রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী পেত্রগ্রাদে (এখন লেনিনগ্রাদ) খবর পাঠিয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি ১৯০৫ সালের কথা স্মরণ করায়। অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি মধ্য এশীয় অঞ্চলগুলিতে ও কাজাখস্তানে যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাতে জড়িত ছিল হাজার-হাজার মানুষ। সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-র বিপ্লবের প্রাক্কালে এই ছিল পরিস্থিতি।

জার-স্বৈরতন্ত্র ও শাসক-শ্রেণীগুলি অমোঘভাবে সমাসন্ন বিপ্লব এড়াবার উপায় সন্ধান করছিল অস্থিরভাবে।

'আভ্যন্তরিক শত্রুকে' শায়েস্তা করার জন্য হাত খোলা রাখার উদ্দেশ্যে জার সরকার জার্মানির সঙ্গে পৃথক এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসান ঘটানো বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের দিক থেকে স্থির করেছিল প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবকে ঠেকাবে। তারা চেয়েছিল জনগণের ঘৃণার পাত্র দ্বিতীয় নিকোলাই তাঁর তরুণ পুত্র আলেক্সেইয়ের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করুন, আর তাঁর ভাই মিখাইল অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ চালান। তারা মনে করেছিল এতে তারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

কিন্তু, স্বৈরতন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হল না। এক গণবিপ্লব শুরু হল। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ তারিখে আরব্ধ পুতিলভ কারখানার ধর্মঘট প্রলেতারিয়েতের বিরাট বিপ্লবী তৎপরতার সংকেত হিসেবে কাজ করেছিল। পেত্রগ্রাদে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক, কিংবা সমগ্র শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক, কাজ বন্ধ করেছিল।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যুরো ও পিটার্সবুর্গ (পেত্রগ্রাদ) কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) পিটার্সবুর্গ কমিটি এক ইস্তাহার প্রচার করে, তাতে বলা হয়: 'সামনে রয়েছে এক সংগ্রাম, কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে নিশ্চিত বিজয়! বিপ্লবের লাল পতাকার নিচে সমবেত হোন!.. সমস্ত ভূসম্পত্তি যেতে হবে জনগণের হাতে! যুদ্ধ ধ্বংস হোক! পৃথিবীর শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক!' স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের দৃঢ়পণ সংগ্রামের জন্য বলশেভিকদের আহ্বান রণিত হয়েছিল তূর্যধ্বনির মতো। পেত্রগ্রাদের কর্মবিরতি পরিণত হয় এক সাধারণ ধর্মঘটে। 'জার নিপাত যাক!' এবং 'রুটি আর শান্তি চাই!' স্লোগান-সংবলিত পতাকা হাতে নিয়ে সারি সারি বিক্ষোভকারী শহরের কেন্দ্রস্থিত নেভস্কি

প্রথম অধ্যায়

স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের পরবর্তীকালের পরিস্থিতি

১। দ্বৈত ক্ষমতার আত্মপ্রকাশ

গুবের্নিয়াগুলির জারতন্ত্রী প্রশাসন ও রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডাররা বিপ্লবের খবর দমন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও স্বৈরতন্ত্রের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কথা সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ, সভা ও মিছিল। শহরগুলিতে সেনাবাহিনীর অর্কেস্ট্রায় 'মার্সেইয়েজ' সংগীতের সুর বাজিয়ে, লাল পতাকা আন্দোলিত করে অন্তহীনভাবে চলতে থাকে উৎসব-মিছিল। গ্রামাঞ্চলগুলিতেও শোভাযাত্রা হয়েছিল। এটি ছিল জনগণের আনন্দোৎসবের দিন, জারতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারের নিষ্পেষণ শেষ পর্যন্ত তারা দূর করেছে।

বিপ্লব জনগণের সৃষ্টিশীল উদ্যোগ প্রকাশের একটা পথ করে দিয়েছিল। সবচেয়ে জাজ্বল্যমানভাবে তা দেখা গেল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠনের মধ্যে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ রাশিয়ায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯০৫ সালে এবং লেনিন সেগুলিকে শুধু বিপ্লবের সংস্থা বলেই নয়, **'এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের ভ্রূণ'** বলেও গণ্য করেছিলেন। (১২) ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বৃথা যায়নি। সেই অভিজ্ঞতারই ভিত্তিতে পেত্রগ্রাদ ও অন্য কয়েকটি শহরের শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ গঠন করতে শুরু করে। বলশেভিকরা এই সোভিয়েতসমূহের জন্য অভিযান চালায়, এগুলির গঠনে তারা ছিল সহায়ক।

২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে, বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার দিনটিতে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরো একটি ইস্তাহার প্রচার করে শ্রমিকদের আহ্বান জানায়: 'অবিলম্বে কারখানার ধর্মঘট কমিটিগুলিতে নির্বাচন শুরু করুন। তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হবে **শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত,** এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের জন্য সে আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব নেবে।' সেই দিনই, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক

শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) পেত্রগ্রাদ ভিবর্গ জেলা কমিটি শ্রমিক ও সৈনিকদের উদ্দেশে যে আবেদন প্রচার করে তাতে বলা হয়: 'আমাদের শক্তিকে সংহত করার একমাত্র পথ হল সংগঠন। প্রথমত ও প্রধানত, প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুন এবং তাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিন। সৈনিকদের আশ্রয়ে এক **প্রতিনিধিদের সোভিয়েত** অবশ্যই গঠন করতে হবে।'

কিন্তু, প্রলেতারীয় সংগঠন ও চেতনার স্তর যথেষ্ট না-থাকায় এবং জনসমষ্টির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া উপাদানগুলির বিরাট প্রাধান্য থাকার দরুন পেত্রগ্রাদ ও অন্যান্য অধিকাংশ সোভিয়েতের নেতৃত্ব চলে যায় পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির হাতে — মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের হাতে। সেই সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে গঠিত সোভিয়েতগুলির শ্রেণীগত গঠনবিন্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছিলেন যে 'এই সমস্ত সোভিয়েতে, **ঘটনাচক্রে**, প্রাধান্য বিস্তার করছে কৃষকরা, সৈনিকরা, অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী...' (১৩)

২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের সন্ধ্যায় তাউরিদা প্রাসাদে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মার্চ মাসে সোভিয়েতের মধ্যে বলশেভিক গোষ্ঠীতে ছিল প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি। রাষ্ট্রীয় দুমায় মেনশেভিক উপদলের নেতা ন. স. চ্খেইদ্জে সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, এবং মেনশেভিক ম. ই. স্কবেলেভ ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আ. ফ. কেরেনস্কি হন সহ-সভাপতি। ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে তিনজন বলশোভক চত হয়েছিল।

বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুর্জোয়ায় পরিণত ভূস্বামীরা 'শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার' জন্য ক্ষমতার নিজস্ব সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে — এই 'শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার' অর্থ বিপ্লব দমন করা। এই সংস্থা, রাষ্ট্রীয় দুমার অস্থায়ী কমিটি, গঠিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেরেনস্কি এবং মেনশেভিক চ্খেইদ্জেকে কমিটিতে আনা হয় 'গণতান্ত্রিক অংশের' প্রতিনিধি হিসেবে। এই কমিটির শীর্ষে ছিলেন রাষ্ট্রীয় দুমার চেয়ারম্যান রাজতন্ত্রী ও ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল ম. ভ. রদ্জিয়াঙ্কো। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রে অস্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে রদ্জিয়াঙ্কো গ্যারিসনের সৈনিকদের অবিলম্বে ব্যারাকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন এবং অফিসারদের বলেন কঠোর শৃঙ্খলা বলবৎ করতে। সৈনিকরা এই নির্দেশ পালন করবে এমন আশা খুব একটা তাঁদের ছিল না, তাই রদ্জিয়াঙ্কো এবং কমিটির আরও কয়েকজন সদস্য সৈনিকদের বুঝিয়ে অস্ত্রত্যাগ করতে এবং অফিসারদের মান্য করতে রাজী করাবার জন্য সৈন্যদলগুলির কাছে যান।

বলশেভিকরা শ্রমিক ও সৈনিকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রীয় দুমা কমিটির নির্দেশ

অমান্য করার এবং শুধু শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকেই মান্য করার আহ্বান জানায়।

২৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রে অনুষ্ঠিত পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশনেই শহরে বিপ্লবী শৃঙ্খলা বলবৎ করার জন্য শ্রমিকদের এক মিলিশিয়া-বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্রাভদায়' লেখা হয়: 'বিপ্লবী শ্রমিকদের মিলিশিয়ার কল্যাণে, উপকণ্ঠে দৃষ্টান্তসূচক শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া ধুলোর মতো রাস্তা থেকে গুণ্ডামি রাহাজানি অন্তর্হিত হয়েছে।' (৮ মার্চ, ১৯১৭)

নতুন ক্ষমতা সংগঠিত করার জন্য সোভিয়েত পেত্রগ্রাদের সমস্ত মহল্লায় কমিসারদের প্রেরণ করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও টাঁকশালে ফৌজ ও লাল রক্ষীদের মোতায়েন করে। রেল-স্টেশনগুলিতে, টেলিগ্রাফ অফিসে ও ছাপাখানাগুলিতে প্রহরা দেয় বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকরা। শহরের খাদ্য সরবরাহ উন্নত করার জন্য সোভিয়েত এক খাদ্য কমিশন গঠন করে।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিপ্লবী ব্যবস্থা ছিল পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলার সৈনিকদের উদ্দেশে তার ১ মার্চ তারিখের ১ নং বিশেষ নির্দেশ। বলশেভিক আ. ন. পাদেরিন ও আ. দ. সাদোভ্স্কির নেতৃত্বে সোভিয়েতের সৈনিকদের একদল প্রতিনিধির রচিত এই নির্দেশে সমস্ত সামরিক ইউনিটে সৈনিকদের নির্বাচনভিত্তিক কমিটি গঠনের কথা বলা হয় এবং বলা হয় যে সমস্ত অস্ত্র তাদের জিম্মায় রাখতে হবে। সৈনিক ও নাবিকদের অন্যান্য নাগরিকের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়। অফিসারদের পদমর্যাদাসূচক অভিধা বিলোপ করা হয়। এই নির্দেশে সামরিক ইউনিটগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের অধীনে আনা হয়।

সামরিক জেলা কম্যাণ্ড ঘোষণা করে যে এই নির্দেশ যারা গণ্ডগোল বাধাতে চায় তাদেরই জালিয়াতি; এই নির্দেশ পালন করা দূরের কথা, প্রচার করার দুঃসাহস যারা দেখাবে তাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকিও দেওয়া হয়। কিন্তু এই নির্দেশের কথা শুধু পেত্রগ্রাদ জেলার সৈনিকদেরই গোচরে আসেনি। সমগ্র সেনাবাহিনী তার কথা জানতে পারে। কিন্তু পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ছিল অসংগতিপূর্ণ। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা স্বাধীন কর্মতৎপরতা চালাতে অক্ষম ছিল। প্রলেতারিয়েত, না বুর্জোয়াশ্রেণী — কাদের সঙ্গে থাকা দরকার, এই বাছাই করার সম্মুখীন হয়ে তারা শেষোক্তদের পক্ষ অবলম্বন করল। তা ঘটল এমন এক সময়ে যখন এমনকি রাষ্ট্রীয় দুমার চেয়ারম্যান ম. ভ. রদ্‌জিয়াঙ্কো পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সোশ্যালিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে ছিল পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন এবং সে হয়ে উঠেছিল

পরিস্থিতির নিয়ামক।' সোভিয়েতের ক্ষমতা অবিসংবাদী ছিল, কিন্তু তবুও তার নেতারা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে চুক্তি করেন।

১ মার্চ তারিখ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় দুমার অস্থায়ী কমিটি পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক যুক্ত সম্মেলন করে, তাতে তারা একটি সরকার গঠনের বিষয় আলোচনা করে। নতুন সরকারের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে উভয় পক্ষ মতৈক্যে উপনীত হয়। এইভাবে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার দেখা দেয়।

বিপ্লবের আগে, প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য জার যাঁকে তৈরি করছিলেন, সেই বৃহৎ ভূস্বামী, প্রিন্স গ. ইয়ে. ল্ভোভ হলেন মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হল: বৈদেশিক মন্ত্রী — প. ন. মিলিউকভ, কাদেত পার্টির (বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান পার্টি) নেতা; সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মন্ত্রী — আ. ই. গুচ্কোভ, অক্টোব্রিস্টদের (বৃহৎ ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের পার্টি) নেতা; শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী — ম. ই. তেরেশ্চেঙ্কো, শীর্ষস্থানীয় একজন পুঁজিপতি; অর্থমন্ত্রী — প্রগতিশীল আ. ই. কনোভালভ, একজন বিরাট পুঁজিপতি; বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আ. ফ. কেরেনস্কি, সরকারে ইনি 'গণতান্ত্রিক অংশের' প্রতিনিধিত্ব করতেন; কৃষিমন্ত্রী - আ. ই. শিঙ্গারিওভ (কাদেত); যোগাযোগমন্ত্রী — ন. ভ. নেক্রাসভ (কাদেত); শিক্ষামন্ত্রী — আ. আ. মানুইলভ (কাদেত); সিনড বা যাজকীয় বিচারসভার মুখ্য প্রকিউরেটর ভ. ন. ল্ভোভ (মধ্য); এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক মন্ত্রী - ই. ভ. গদনেভ (অক্টোব্রিস্ট)। একথা রীতিমতো স্পষ্ট ছিল যে সোভিয়েতের সমর্থন ছাড়া নতুন সরকারের বয়স একদিন হওয়ার আগেই শ্রমিক ও সৈনিকরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করত। নতুন সরকারকে অনুমোদন করার জন্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেতৃবৃন্দ ২ মার্চ তারিখে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহ্বান করেন। এই সভায় সোভিয়েত ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটি চুক্তির যে খসড়া সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা উপস্থিত করেছিল, বলশেভিকরা তার বিরোধিতা করে।

কিন্তু, বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার গঠন সম্পর্কে সোভিয়েত কার্যনির্বাহী কমিটি ও রাষ্ট্রীয় দুমার অস্থায়ী কমিটির মধ্যে এক চুক্তি অনুমোদন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সোভিয়েত এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির নেতাদের দৃষ্টিতে, যেহেতু একটি বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েছে, সেই হেতু ক্ষমতা যাওয়া উচিত বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। তাঁরা মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারে একমাত্র সেই সব দেশেই যেখানে উৎপাদন-শক্তিসমূহ উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং প্রলেতারিয়েত যেখানে জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক 'তত্ত্ববিদদের' যুক্তি — রাশিয়ায় এই অবস্থা অনুপস্থিত, অতএব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির নেতারা বুর্জোয়া সরকারের কাজকর্ম 'বিপ্লবী নিয়ন্ত্রণাধীনে' আনার উদ্দেশ্যে একটি 'যোগাযোগ কমিশন' গঠনের প্রস্তাব করেন। এই কমিশন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে ''যোগাযোগ কমিশনে' সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকরা আচরণ করেছিল কল্প-কথা, প্রতিশ্রুতি ও আরও প্রতিশ্রুতিতে ভোলা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিদের মতো।' (১৪)

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং তার দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিয়ে এই সরকারকে মদত দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানায়। এই কাজকে লেনিন অভিহিত করেন বিপ্লবের আদর্শ ও প্রলেতারিয়েতের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে। (১৫)

পেত্রগ্রাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শ্রমজীবী জনগণ সারা দেশ জুড়ে, বিশেষ করে প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রে ও বড় বড় শহরে সোভিয়েত গঠন করে।

২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো বিদ্রোহী পেত্রগ্রাদকে সমর্থন করার জন্য মস্কো শহর ও অঞ্চলের শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে আবেদন করে।

আবেদনে বলা হয়: **'কমরেডগণ, কাজ বন্ধ করুন! সৈনিকবৃন্দ, মনে রাখবেন, জনগণের ভাগ্য এখন নির্ধারিত হচ্ছে!** প্রত্যেকে রাস্তায় নামুন! বিপ্লবের লাল পতাকাতলে সমবেত হোন!

'সোভিয়েতসমূহে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুন! এক প্রস্তর-কঠিন বিপ্লবী শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোন!'

এই আবেদনে হাজার হাজার মস্কোবাসী সাড়া দেয়। ২৮ ফেব্রুয়ারির সকালবেলা শোভাযাত্রীরা শহরের রাস্তাগুলি পূর্ণ করে তোলে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত এই সব সভায় বক্তৃতা করেন ভ. প. নগিন, প. গ. স্মিদোভিচ ও অন্যান্য বলশেভিক। ১ মার্চ বিকেলবেলা শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীগুলি ও তাদের সঙ্গে যোগদানকারী সৈনিকেরা কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, অস্ত্রাগার, ক্রেমলিন এবং রেল-স্টেশনগুলি দখল করে নেয়। মেয়র, গভর্নর ও সামরিক জেলা কম্যান্ডারকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়।

১ মার্চ তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো কমিটি শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতে নির্বাচিত তার প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এই মর্মে নির্দেশের খসড়া তৈরি করে যে সোভিয়েতকে অন্যান্য স্থানের বিপ্লবী

সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে যথা শীঘ্র সম্ভব এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের মতোই বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষা-সঞ্জাত শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণের অসীম আস্থা ও সমর্থনের অধিকারী ছিল। কিন্তু, পেত্রগ্রাদের মতো, মস্কো সোভিয়েতেও অধিকাংশ আসন ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দখলে। মেনশেভিক আ. ম. নিকিতিন মস্কো সোভিয়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, কিন্তু অচিরেই তাঁকে স্থানান্তরিত করে সেই পদে আসেন মেনশেভিক ল. ম. খিনচুক। পেত্রগ্রাদের সঙ্গে একটা তফাৎ ছিল এইখানে যে মস্কোয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত থেকে পৃথকভাবে সৈনিক প্রতিনিধিদের এক সোভিয়েত গঠিত হয়েছিল এবং তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের। পেত্রগ্রাদে যেমন ঘটেছিল, তেমনি এই সোভিয়েতগুলির মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের দিকে যান; মস্কোয় বুর্জোয়ারা জন সংগঠনের কমিটি গঠন করেছিল। ২ মার্চ তারিখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অস্থায়ী সরকার যদি একটি সংবিধান সভা আহ্বান করে, তাহলে সরকারকে সমর্থন করা হবে।

অন্যান্য গুবের্নিয়াতে ঘটনাবলী ঘটে একই ধারায়। সর্বত্র সোভিয়েত গঠিত হয় এবং সেখানে প্রাধান্য থাকে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিদের নয়, পেটি-বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রতিনিধিদের।

জার সিংহাসনচ্যুত হয়েছে, সেনাবাহিনীতে এই খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা রণাঙ্গন, সেনাবাহিনী, কোর, রেজিমেণ্টাল, কোম্পানি ও অন্যান্য কমিটি গঠন করে। এর কোনো কোনো কমিটিতে প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের অপসারিত করে তার জায়গায় নতুন কম্যাণ্ডারদের আনা হয় এবং অফিসারদের অস্ত্রশস্ত্রের দায়িত্ব লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের উপরোক্ত ১ মার্চ তারিখের ১ নং বিশেষ নির্দেশ এই কমিটিগুলির প্রধান নির্দেশক নীতি রূপে কাজ করেছিল।

সেনা-কর্তৃপক্ষ অচিরেই দেখতে পেল যে সেনাবাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ তারা থামাতে পারছে না এবং পুরনো রীতিনীতি বজায় রাখতে পারছে না। জেনারেল স্টাফ অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে মিশ্র কমিটি গঠনের আশ্রয় নিল। ১১ মার্চ তারিখের নির্দেশ-সংবলিত টেলিগ্রামে অস্থায়ী সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম. ভ. আলেক্সেয়েভ রণাঙ্গনের ও সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডারদের নির্দেশ দিলেন সৈনিকদের কমিটিগুলির সংগঠন তত্ত্বাবধান করতে এবং তার মধ্যে অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত করতে, যাতে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়। সৈনিকদের কমিটিগুলির

নিয়ন্ত্রণভার লাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত সামরিক জেলার কম্যাণ্ডাররা একই ধারায় কাজ করে। মস্কো সামরিক জেলার সদর দপ্তরে সামরিক কমিশন কর্তৃক মার্চ মাসের মাঝামাঝি গৃহীত 'মস্কোস্থিত সেনা সংগঠনগুলির খসড়া সাময়িক নিয়মাবলীতে' জোর দিয়ে বলা হয় যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ঐক্যের স্বার্থেই অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে সম্মিলিত কমিটি গঠন করা দরকার। মার্চ মাসের শেষাশেষি এই কমিটিগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তৈরি হয় সৈনিক ও অফিসারদের নিয়ে। পার্টিগত সম্পর্কের দিক দিয়ে এগুলি ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক কমিটি।

জারের ক্ষমতাচ্যুতিতে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে দ্রুত সমাবেশ ও সভা শুরু হয়ে গেল। কৃষকরা নির্বাচনমূলক জেলা পরিষদগুলির প্রধানদের ও ভোলস্ত-প্রধানদের, আরক্ষী, পুলিস ও প্রহরীদের গ্রেপ্তার করল। গ্রাম, ভোলস্ত ও উয়েজদ কমিটি অথবা কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠিত হল। এই সোভিয়েতগুলি অন্য জায়গার চাইতে আগে তৈরি হয়েছিল শিল্পসমৃদ্ধ গুবের্নিয়াগুলিতে। যেখানে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ৫২টি গুবের্নিয়ায় কাজ করতে শুরু করেছিল জুলাই মাসের শেষে, সেখানে কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের সবকটি গুবের্নিয়ায় মে মাসেই এই সোভিয়েত গঠিত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়া কিছুটা শ্লথগতি ছিল উয়েজদগুলিতে। ১৯১৭-র জুলাই মাসের মাঝামাঝি রাশিয়ার মাত্র ৪৫·৬ শতাংশ উয়েজদে সোভিয়েতসমূহ ছিল, অথচ কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে তা গঠিত হয়েছিল প্রায় সব উয়েজদে। এই সংস্থাগুলির অধিকাংশেরই শীর্ষস্থানে ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, তারা বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপস করেছিল।

অধিকন্তু, বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করেছিল এবং সেগুলিকে শক্তিশালী করেছিল। পেত্রগ্রাদে অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের সংস্থাগুলি বিভিন্ন কমিটির আকারে বিভিন্ন অঞ্চলে গজিয়ে উঠল, তারপর সমস্ত গুবের্নিয়া ও উয়েজদে কমিসারদের নিযুক্ত করা হল, -- নিযুক্তির ভার ছিল উয়েজদ ও গুবের্নিয়া পরিষদের কর্তাদের হাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছিল সেই সব বুর্জোয়া বা ভূস্বামীদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, স্বৈরতন্ত্রের আমলে যারা গুবের্নিয়া ও উয়েজদগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিল। অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে ১৯১৭-র গোড়ার দিকে ছিল ৫০ জন গুবের্নিয়া ও ৪৩৭ জন উয়েজদ কমিসার।

জারের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে এইভাবে দ্বৈত ক্ষমতা রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তা ছিল দুটি একনায়কতন্ত্রের: বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র যার প্রতিভূ অস্থায়ী সরকার, এবং প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র, যার প্রতিভূ সোভিয়েতসমূহ — এই দুয়ের এক অভূতপূর্ব একত্র-বিজড়িত অবস্থা।

এই দ্বৈত ক্ষমতা উদ্ভূত হয়েছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ থেকে। এতে শুধু

প্রকাশ পেয়েছিল 'বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে এক **উত্তরণকালীন** পর্যায়, যখন তা সাধারণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চাইতে বেশি এগিয়ে গেছে, **অথচ** প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসমাজের 'বিশুদ্ধ' একনায়কতন্ত্রে **এখনও পর্যন্ত** পৌঁছয়নি।' (১৬) ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-র বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ার ইতিহাসে এক প্রচণ্ড দিক্-পরিবর্তন সূচিত করেছিল এবং সমাজের সমস্ত বর্গকে করে তুলেছিল গতিশীল। রাজনীতি থেকে দূরে সরে-থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের অধিকাংশই ছিল পেটি-বুর্জোয়া: কৃষক, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া, নিম্নপদস্থ অফিস কর্মচারী ও কারিগর — এরাই ছিল জনসমষ্টির ৮০ শতাংশের বেশি। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের শামিল করে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী জাত্যভিমানের শরণাপন্ন হল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থন করার জন্য শ্রমজীবী জনসাধারণকে বোঝাতে শুরু করেছিল এই যুক্তি দিয়ে যে 'যুদ্ধ চলছে এবং শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা দরকার'। রাজনীতির অভিজ্ঞতাহীন জনগণ সরলভাবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের এই কথা বিশ্বাস করে যে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার তাদের সযত্নলালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে: দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, জমিদার ভূসম্পত্তিগুলি কৃষকদের হাতে তুলে দেবে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম রূপায়িত করবে। এ বিশ্বাস শুধু সৈনিক আর কৃষকরাই করেনি, করেছিল শ্রমিকদের একাংশও। সেই সময়ে লেনিন লিখেছিলেন: 'শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জঘন্যতম শত্রু — পুঁজিপতিদের উপরে অযৌক্তিক আস্থার এক মনোভাব বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়ায় **জনসাধারণের** রাজনীতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে; সমস্ত ইউরোপীয় দেশের মধ্যে সবচাইতে পেটি-বুর্জোয়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জমিতে বৈপ্লবিক দ্রুততায় এই **ফলটিই ফলেছে।**' (১৭)

সোভিয়েতসমূহে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হল প্রলেতারিয়েতের অনুপযুক্ত সংগঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতা। পুরুষ শিল্প-শ্রমিকদের ২০ শতাংশের বেশিকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল সামরিক কাজে। সশস্ত্র বাহিনীতে সৈন্য সংগ্রহ-ব্যবস্থার ফলে জনসমষ্টির অন্যান্য অংশের চাইতে বেশি আঘাত খেয়েছিল দক্ষ শ্রমিকরা, বিপ্লবী সংগ্রামের শিক্ষায়তনের মধ্যে দিয়ে যারা গিয়েছিল; এই সৈন্যসংগ্রহ ব্যবস্থাকে প্রায়শই দমন-পীড়নের ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা হত। তাদের স্থান গ্রহণ করেছিল অদক্ষ শ্রমিকরা, প্রধানত নারী ও শিশুরা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১ জানুয়ারি ১৯১৪ তারিখে নারী, বালক ও শিশুরা যেখানে ছিল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ৪১·৫ শতাংশ, সেখানে ১ জানুয়ারি ১৯১৭ তারিখে এই অনুপাতটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৪·১ শতাংশে।

যুদ্ধের সময়ে শিল্প প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে পেটি-বুর্জোয়া উপবর্গটি গড়ে উঠেছিল তা তার সমাজিক গঠনবিন্যাসকে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

শ্রমিকদের গণ সংগঠনগুলিকে যুদ্ধ গুরুতর রূপে দুর্বল করে ফেলেছিল। নিপীড়ন চালানো হয়েছিল প্রধানত বলশেভিক পার্টির উপরে; তার প্রায় সবকটি কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি, এমনকি সাংস্কৃতিক সমিতিগুলিও ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। প্রলেতারিয়েতের সংগঠনগুলির এই শক্তিহানি এবং তাদের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া উপাদানের অনুপ্রবেশ শ্রমিকদের মধ্যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করেছিল।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল, মে মাসের শেষ দিক নাগাদ তার সদস্যসংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছিল কয়েক লক্ষে। তার সংগঠন ছিল রাশিয়ার ৬৩টি গুবের্নিয়া ও অঞ্চলে, এবং বলটিক ও কৃষ্ণ সাগরের নৌবহরে, এবং উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও রুমানীয় রণাঙ্গনেও। তাদের সবচেয়ে বেশি সমর্থন ছিল সৈনিক ও কৃষকদের মধ্যে। মে ১৯১৭-তে মেনশেভিক পার্টির ছিল প্রায় ৪৫,০০০ সদস্য, এরা সবাই ২৭টি পুরোপুরি মেনশেভিক ও ২৭টি সংযুক্ত সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেনশেভিক প্রভাব সবচেয়ে জোরালো ছিল প্রধানত শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে।

কাদেত পার্টি বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়ায় পরিণত ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করত: এটিই ছিল নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক পার্টি। মার্চ ১৯১৭-তেই তার শাখা ছিল ৫০টির বেশি গুবের্নিয়া ও অঞ্চলে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম কয়েক দিন কাদেতরা রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার সমস্ত চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল সে কাজ অসম্ভব তখন তারা তাড়াতাড়ি প্রজাতন্ত্রীদের অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মার্চ ১৯১৭-তে তাদের ৭ম কংগ্রেসে তারা পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের আহ্বান জানিয়েছিল।

এটি ছিল সুবিবেচিত এক উদ্যোগ, কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী এবিষয়ে সচেতন ছিল যে এরূপ মৈত্রীবন্ধন ছাড়া তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। যাই হোক. এই উদ্যোগ নেওয়ার পর তারা দক্ষিণপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাদের মৈত্রী জোরদার করল। এই রণকৌশল তাদের ক্ষমতা দখলে রাখতে সক্ষম করে তুলেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী সরকারও তাদের বড় কম সাহায্য করেনি; অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সরকারগুলি তাকে রাশিয়ার একমাত্র বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ৯ মার্চ তারিখে অস্থায়ী সরকার আয়োজিত এক সংবর্ধনানুষ্ঠানে একথা ঘোষণা করেছিলেন রাশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড আর ফ্রান্সিস। স্বীকৃতি ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

অস্থায়ী সরকারকে ৫০ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়; ক্ষমতায় আসা রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতকে তা অনেকখানি মজবুত করেছিল।

২। বিপ্লবের অধিকতর বিকাশসাধনের সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত

প্রলেতারীয় শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল তার অগ্রবাহিনী বলশেভিক পার্টি। রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টিই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন, যে প্রকৃতই জনসমষ্টির ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মৌল স্বার্থের জন্য লড়াই করত। রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী, ১৯১৭ সালের গোড়ায় তার সদস্যসংখ্যা ছিল ২৩,৬০০; তার মধ্যে ৬০·২ শতাংশ ছিল শ্রমিক। তার বৃহত্তম সংগঠনগুলি ছিল পেত্রগ্রাদে (২,০০০ সদস্য), মস্কোয় (৬০০ সদস্য), ইয়েকাতেরিনস্লাভে (৪০০ সদস্য), কিয়েভে (২০০ সদস্য), লুগানস্কে (১০০ সদস্য) এবং খারকভে (১০৫ সদস্য)।

স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের পর নেতৃস্থানীয় বলশেভিকরা কারাগার ও নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রাভদা' ১৯১৩ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেটি ৫ মার্চ তারিখে আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে। পত্রিকাটি একথা পরিষ্কার করে দেয় যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল 'সামাজিক বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়ের দিকে, শ্রমিকশ্রেণীর সার্বিক জয়ের দিকে প্রথম পদক্ষেপ'। (মার্চ ৯, ১৯১৭) প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশে সে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়: 'কমরেড শ্রমিকগণ! কমরেড সৈনিকবৃন্দ! আপনাদের অস্ত্র সমর্পণ করবেন না, বিপ্লবী মিলিশিয়ার নতুন নতুন বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করুন। বিপ্লব শেষ হয়ে যায়নি, বিদ্রোহী জনগণের দাবি পেশ করা হয়েছে, কিন্তু তা পূরণ হয়নি। তা একমাত্র পূরণ হতে পারে আমাদেরই দ্বারা। মিলিশিয়াকে শক্তিশালী করুন! বিপ্লব চলছে!' (মার্চ ৮, ১৯১৭)

'প্রাভদার' পরেই অন্যান্য শহরে প্রকাশিত হয় বলশেভিক সংবাদপত্র: মস্কোয় 'সোৎসিয়াল-দিমোক্রাৎ', কিয়েভে 'গলোস সোৎসিয়াল-দিমোক্রাতা', খারকভে 'প্রলেতারি', সামারায় 'প্রিভল্জ্স্কায়া প্রাভদা', ক্রনস্টাড্টে 'গলোস প্রাভদি', তিফ্লিসে 'কাভকাজ্স্কি রাবোচি', বাকুতে 'বাকিন্স্কি রাবোচি', ইত্যাদি।

রাশিয়ায় বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করে ১৯১২ সালে গঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরো। ব্যুরো তার ৪ মার্চ তারিখের প্রস্তাবে অস্থায়ী সরকারের শ্রেণী-চরিত্র সংজ্ঞায়িত করে বলেছিল যে বর্তমান অস্থায়ী সরকার সারগতভাবে প্রতিবিপ্লবী, কারণ তার মধ্যে

আছে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও অভিজাতদের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুতরাং তার সঙ্গে কোনো রফা হতে পারে না। ৯ মার্চ তারিখের প্রস্তাবে ব্যুরো দেখায় যে ক্ষমতাচ্যুত জারতন্ত্রী সরকার যে লক্ষ্য অনুসরণ করছিল, অস্থায়ী সরকারও এই যুদ্ধে সেই একই বোম্বেটেসুলভ, সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অনুসরণ করছে। এই প্রস্তাবগুলি থেকে দেখা যায় যে অস্থায়ী সরকারকে প্রতিবিপ্লবী বলে ব্যুরো সঠিক মূল্যায়নই করেছিল। কিন্তু, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর রাশিয়ার জটিল পরিস্থিতিতে কিছু কিছু পার্টি সংগঠন এবং ব্যুরোর সদস্যরা কী ঘটছে তা বুঝতে পারেনি এবং নতুন রণকৌশল স্থির করতে সক্ষম হয়নি। অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থনের বিরোধিতা করে এবং তাকে প্রতিবিপ্লবী বলে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেও ব্যুরো এবং কিছু বিশিষ্ট বলশেভিক মনে করেছিল যে সরকারকে সোভিয়েতসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে পরিস্থিতি শোধরানো যাবে। এই ভ্রান্ত মনোভাব পার্টি সংগঠনগুলিকে বিপথগামী করেছিল এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের মনে অলীক আশা জাগিয়েছিল যে বুর্জোয়া সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

নতুন অবস্থার জন্য প্রকৃত বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করেছিলেন ভ. ই. লেনিন। সে সময়ে তিনি ছিলেন সুইজারল্যান্ডে কিন্তু রাশিয়া থেকে আসা টুকরো-টুকরো খবরের ভিত্তিতে তিনি রাশিয়ার পরিস্থিতির এক যথাযথ চিত্র দাঁড় করাতে সক্ষম হন। বিদেশে বসবাসকারী রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করার জন্য আ. ম. কোলোনতাই অস্‌লোতে ছিলেন; তাঁর কাছে লেখা এক চিঠিতে ১৭ মার্চ তারিখে ভ. ই. লেনিন বলশেভিকদের কোন রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন যে জনসাধারণের সংগঠন এবং '**শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দ্বারা** ক্ষমতা দখলের' জন্য তাদের প্রস্তুতি বাড়িয়ে তোলা দরকার। 'একমাত্র এই ক্ষমতাই দিতে **পারে** রুটি, **শান্তি** ও স্বাধীনতা।

'আজ যা দরকার তা হল প্রতিক্রিয়াশীলদের একেবারে শেষ করে দেওয়া, নতুন সরকারের প্রতি আস্থা বা সমর্থনের **লেশমাত্র** নয় (কেরেনস্কি, গ্‌ভোজদিওভ, চ্‌খেন্‌কেলি, চ্‌খেইদ্‌জে ও কোম্পানির প্রতি আস্থার লেশমাত্র নয়) এবং এক **উচ্চতর** স্তরের জন্য এক **ব্যাপকতর** ভিত্তির উদ্দেশ্যে **সশস্ত্র কালহরণ, সশস্ত্র প্রস্তুতি**।' (১৮) পরবর্তী চিঠিগুলিতে লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে প্রলেতারিয়েতকে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য দরকার সোভিয়েতগুলিকে সংগঠিত করা, শ্রমিকদের সশস্ত্র করা এবং সশস্ত্র বাহিনী ও শ্রমজীবী কৃষকদের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে টেনে আনা।

লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে প্রতিরক্ষাবাদীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান বাড়িয়ে তুলতে হবে। এরা ছিল প্রধানত মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা,

জনগণকে যারা বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই, তাই তারা 'মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার' আহ্বান জানাচ্ছিল, যদিও বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার উত্তরণ যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র পরিবর্তিত করেনি। লেনিন তাই দাবি করেছিলেন যে বলশেভিক পার্টির সংগঠনগুলিতে তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে এবং প্রতিরক্ষাবাদী পার্টিগুলির সঙ্গে সমঝোতায় আসার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। তিনি হুঁসিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এই সব পার্টির সঙ্গে ঐক্যের মনোভাবই সবচেয়ে বড় বিপদ, রুশ বিপ্লবকে যা বিপন্ন করে তোলে।

'প্রাভদার' জন্য লিখিত 'দূর থেকে চিঠিপত্রে' তিনি নতুন অবস্থায় পার্টির কর্তব্য সূত্রায়িত করেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা এখন বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে, জারতন্ত্রের সঙ্গে 'মোকাবিলা' থেকে গুচ্‌কোভ-মিলিউকভ, ভূস্বামী ও পুঁজিপতির সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'মোকাবিলায়' **উত্তরণের** অবস্থায় রয়েছি।' (১৯) 'দূর থেকে চিঠিপত্র' ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক অবদান, বলশেভিক পার্টিকে তা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার পরিস্থিতি যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু কিছু বলশেভিক তখনও এই ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত অভিমত প্রচার করে চলেছিল যে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে পরিণত হয়নি।

ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা এবং অসুবিধা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী সোভিয়েতগুলির মধ্যে তার কাজ বাড়িয়ে তুলেছিল। কোনো কোনো জায়গায় বলশেভিকরা সোভিয়েতগুলির মধ্যে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হল।

যে সমস্ত সোভিয়েতে বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিল, সেগুলি গোড়া থেকেই বুর্জোয়া শাসনের সংস্থাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তা অতি প্রকটভাবে দেখা যায় কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি শহরে — ইভানভো-ভজনেসেন্‌স্ক, গুস-খ্রুসতাল্‌নি, কভরোভ এবং ওরেখভো-জুয়েভোতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্চ মাসে ইভানভো-ভজনেসেন্‌স্ক সোভিয়েত 'চের্নোসোতেনেৎস' (কৃষ্ণ-শতকী) সংবাদপত্র 'ইভানভ্‌স্কি লিস্তক'-এর ছাপাখানা অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, পুলিসকে নিরস্ত্র করে এবং জানুয়ারি ১৯১৭-তে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য বরখাস্ত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়ে উদ্যোগপতিদের কাছে চরমপত্র পেশ করে। কিমরি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত (ত্‌ভের গুবেনিয়া) মিলিশিয়া গঠনের কাজ তত্ত্বাবধান করত। বুর্জোয়াদের তৈরি নাগরিক কার্যনির্বাহী কমিটিকে তার কাজের জন্য সোভিয়েতের অনুমোদন নিতে হত। ল্যুদিনোভো কারখানায় (কালুগা গুবেনিয়া) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ অধিগ্রহণ করেছিল সোভিয়েত। সোভিয়েতের তদন্ত কমিশন অর্ডার পূরণ করা হচ্ছে কি না তা দেখত এবং

কারখানাকে কাঁচা মালমশলা সরবরাহ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করত। কমিশনের অজ্ঞাতে কাউকে বরখাস্ত অথবা কাজে নিযুক্ত করা যেত না।

ভিয়াজ্নিকি শহরে (ভ্লাদিমির গুবের্নিয়া) শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সম্মিলিত সোভিয়েতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। সোভিয়েত কারখানা মালিকদের নির্দেশ দিয়েছিল, শ্রমিকরা যে ছ-দিন ধর্মঘট করেছিল সেই ছ-দিনের মজুরি তাদের দিয়ে দিতে হবে। কারখানা মালিকরা শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যে-নালিশ করেছিল, সেটি ইঙ্গিতপূর্ণ। তারা লিখেছিল যে, সোভিয়েত কাজ করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতো, শ্রমিকদের সে এই বিশ্বাস যোগাচ্ছে যে তাদের সমস্ত দাবি কারখানা মালিকদের পক্ষে অবশ্যমান্য; শ্রমিকদের দাবির সামনে আমরা অসহায়, সব ক্ষেত্রেই সে সব দাবি সোভিয়েতের সমর্থন পায়।

ইয়েকাতেরিনবুর্গ (বর্তমানে স্ভের্দলভ্স্ক), ভের্খনায়া তুরা, নেভিয়ান্স্ক, মিনিয়ার, মতোভিলিখা, লিসভা এবং উরাল অঞ্চলের অন্যান্য জায়গায়ও বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েতগুলি ক্ষমতার প্রকৃত সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে। দনবাস অঞ্চলে খনি শ্রমিকদের মধ্যে বলশেভিকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল; দনবাসের গর্লভ্কা-শ্চেরবিনভ্কা অঞ্চলে সোভিয়েতগুলি সমস্ত শিল্পোদ্যোগের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছিল এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো শ্রমিককে বরখাস্ত করা যেত না। তারা আদালতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল এবং বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির পাশাপাশি, বিপ্লবী মনোভাবের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ জন্ম দিল এক নতুন জঙ্গী সংগঠনের — কারখানা কমিটির। গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলশেভিকদের প্রবল প্রভাবে প্রভাবিত বিপ্লবী শ্রেণীর সংগঠন হিসেবে কারখানা কমিটিগুলি ছিল কারখানার জীবনে এবং রাজনীতিতে সবচেয়ে বিপ্লবী ও প্রগতিশীল উদ্যোগের প্রবক্তা।

বৃত্তি নির্বিশেষে সকল শ্রমিক এগুলি নির্বাচিত করত। পেত্রগ্রাদের কারখানা কমিটিগুলির নিয়মাবলীতে বলা হয়েছিল যে একটি উদ্যোগ অথবা তার বিভিন্ন বিভাগ বা কর্মশালাগুলির শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ-বয়স-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রমিকই নির্বাচিত করার ও হওয়ার অধিকারী। নির্বাচন হত গোপন ব্যালটে। নির্বাচন বৈধ হতে হলে, নির্বাচকদের অন্তত অর্ধেককে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হত। নির্বাচকরা কারখানা কমিটির সদস্যদের ও তাদের প্রতিনিধিদের অধিকার থেকে যেকোনো সময়ে বঞ্চিত করতে পারত। পেত্রগ্রাদ ও অন্যান্য শহরের কারখানা কমিটির নিয়মাবলী থেকে প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠনগুলিতে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্চ ও এপ্রিল মাসে সমস্ত শিল্পাঞ্চলে কারখানা কমিটি গড়ে উঠল। আমরা

আগেই যা উল্লেখ করেছি সেই কারণে, এবং প্রধানত, যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর গঠনবিন্যাসে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল তার দরুন, অনেকগুলি কারখানা কমিটির নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রধানত মেনশেভিক পার্টির প্রতিনিধিদের হাতে। কিন্তু সোভিয়েতগুলির সঙ্গে এর প্রভেদ ছিল এইখানে যে কারখানা কমিটিগুলিতে বলশেভিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত করার কাজ এগিয়েছিল অনেক দ্রুতগতিতে। শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুন সেগুলি প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিকীকরণে অনেক বেশি কার্যকরভাবে সাড়া দিতে পারছিল। এগুলি শীঘ্রই বলশেভিক পার্টির নির্ভরযোগ্য মজবুত ঘাঁটি হয়ে উঠল।

শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অন্য জায়গার চাইতে আগে সেগুলি তৈরি হয়েছিল পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয়।

শ্রমিকশ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে মস্কোর বলশেভিকরা বলেছিল যে সমস্ত বৃত্তিতে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে হবে। অনুমতির জন্য অপেক্ষা করবেন না। প্রাথমিক অনুমতি ছাড়াই, আপনাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি চালু করুন। আপনাদের ঘর বেছে দিন. ঠিকানা প্রকাশ করুন, সাময়িক ব্যুরো তৈরি করে সদস্য সংগ্রহ করুন। মস্কো ও পেত্রগ্রাদে ১৩০টি ট্রেড গঠিত হয় মার্চ ও এপ্রিল মাসে। এই সময়ে, অসম্পূর্ণ তথ্য অনুযায়ী. সারা রাশিয়া জুড়ে ২,০০০টির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল। সংগঠনের সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা দেখিয়েছিল প্রলেতারিয়েতের বিশেষ বিশেষ বাহিনী, যেমন ধাতু-শ্রমিক ও সুতাকল-শ্রমিকরা। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেছিল রেল-শ্রমিক, চর্ম-শ্রমিক ও ছাপাখানার কর্মীরা; কারিগর, চৌকিদার ও ভৃত্যরাও বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করেছিল। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং শাখা ইউনিয়নগুলির কাজের সমন্বয়-সাধন করে কতকগুলি শিল্পকেন্দ্রে গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ব্যুরো। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম কয়েক মাসেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার কাজে বলশেভিকরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল, বিশেষ করে ধাতু-শ্রমিক ও সুতাকল-শ্রমিকদের মধ্যে। অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিয়নগুলিতে, যেমন ছাপাখানার কর্মীদের ও রেল-শ্রমিকদের ইউনিয়নে প্রধান অবস্থানগুলি ছিল মেনশেভিকদের দখলে।

বলশেভিকদের সামনে লেনিন জনসাধারণকে সংগঠিত করার এবং শান্তিপূর্ণভাবে সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তর অর্জন করার কর্তব্য স্থির করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তিনি পরিষ্কার করে দেন যে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বলশেভিক নেতৃত্বাধীনে শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে এই কথা বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছিল। এই বাহিনীগুলি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে এবং তাদের সংগঠন উন্নত হয়। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে, পেত্রগ্রাদে বিভিন্ন কারখানার সভায় ২,৬০০ জন নির্বাচিত

হয় শ্রমিকদের মিলিশিয়ায়। খারকভে ১০ মার্চের মধ্যে শ্রমিকদের মিলিশিয়ায় যোদ্ধ‚সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০-তে। শ্রমিকদের মিলিশিয়া* বাহিনী তৈরি হয় মস্কো, মিনস্ক, রেভেল, সারাতভ ও অন্যান্য বড় শহরে। পেত্রগ্রাদে শ্রমিকদের মিলিশিয়ার সংখ্যাগত শক্তির একটা আন্দাজ পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে তার দরকার হয়েছিল ৫৫,০০০ রাইফেল এবং ৩০,০০০ রিভলভার। পেত্রগ্রাদের শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এই অস্ত্র দখল করেছিল সেস্ত্রোরেৎস্ক অস্ত্র কারখানায়। এই মিলিশিয়ার প্রধান দায়িত্ব ছিল কারখানাগুলিকে রক্ষা করা।

শ্রমিকদের মিলিশিয়াকে ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিল লাল রক্ষী বাহিনী। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজেও সংগঠক ছিল বলশেভিকরা। ২২ মার্চ তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো 'সারা দেশ জুড়ে জনগণকে সম্পূর্ণ রূপে সশস্ত্র করে তোলা এবং, বিশেষ করে, অবিলম্বে শ্রমিকদের লাল রক্ষী বাহিনী গঠন-কে' সোভিয়েতসমূহের আশু ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রূপে নির্ধারিত করে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ, কারখানা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির আত্মপ্রকাশ এবং শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী গঠন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ধারার পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং তা শ্রমিকদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আস্থাবান করে তুলেছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর এইসব সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী রূপেই তাদের বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার ও তার সমর্থক পার্টিগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন করেছিল। শ্রমিকদের কাছে তাদের জীবনের উন্নতিবিধান সম্পর্কে সরকারের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট ছিল না। তারা চাইছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম প্রধানত আট-ঘণ্টার কর্মদিবসের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ১০ মার্চ তারিখে, সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া সংস্থা হিসেবে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত এবং পেত্রগ্রাদ শিল্পপতিবৃন্দের সমিতি রাজধানীর কারখানাগুলিতে আট-ঘণ্টার কর্মদিবস চালু করে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামে অর্জিত পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের এই জয় অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আট-ঘণ্টার কর্মদিবসের জন্য সংগ্রাম এক দেশব্যাপী পরিসর লাভ করল, আট-ঘণ্টার কর্মদিবস চালু করা হল কারখানা মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করে অথবা চুক্তি ছাড়াই।

সারা রাশিয়ায় মার্চ ও এপ্রিল মাসের মধ্যে অধিকাংশ কারখানাতেই আট-ঘণ্টার কর্মদিবস চালু হয়। অস্থায়ী সরকার থাকা সত্ত্বেও, শ্রমিকরা এইভাবে বলশেভিক ন্যূনতম কর্মসূচির অন্যতম একটি বড় দাবি পূরণ করতে সক্ষম হয়।

---

* অস্থায়ী সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে 'জনগণের' মিলিশিয়া তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে এগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

কিছু কিছু কারখানা কমিটি প্রাথমিক উপকরণ, জ্বালানি ও খাদ্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করেছিল, কর্তৃপক্ষীয়দের অপসারিত করে কারখানা মালিকদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের সংগঠিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। তারা নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, দর সংক্রান্ত, আর্থিক ও অন্যান্য কমিশন গঠন করেছিল। ক্ষমতা যতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ছিল, শ্রমিকরা অবশ্য ততদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে এমনকি এই আংশিক নিয়ন্ত্রণও বিপ্লবের বিকাশের পক্ষে, উৎপাদনকর্মের ব্যবস্থাপনার জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুত করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত করেছিল পেত্রগ্রাদের ধাতু-শ্রমিকরা ১৩ মার্চ তারিখে এক সম্মেলনে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহের সংগঠন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী গৃহীত হয়; এই সম্মেলনে গুলি-গোলা তৈরির কারখানাগুলির ১ লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই নির্দেশাবলীতে বলা হয় যে এখন থেকে কারখানাগুলি শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক কলেজিয়াম দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে পরিচালিত হবে। শ্রমিকদের সংগঠিত কর্মতৎপরতার সামনে কেন্দ্রীয় গোলন্দাজ-বাহিনী পর্যৎ অসহায় ছিল। কর্তৃপক্ষের বিরূপতা সত্ত্বেও, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শহরেও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। জনসাধারণকে, প্রধানত শ্রমিকদের সমবেত করার ক্ষেত্রে বলশেভিকদের কাজের প্রথম বাস্তব ফল দেখা দিতে শুরু করে।

৩। অস্থায়ী সরকারের জনবিরোধী নীতি

সোভিয়েতসমূহে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপরে নির্ভরশীল অস্থায়ী সরকার একেবারে শুরু থেকেই তার বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরিক নীতি অনুসরণ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদের স্বার্থে — যে শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব সে করত। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে কর্মসূচি সংক্রান্ত বিবৃতিতে এই সরকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে, কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর, আট-ঘণ্টার কর্মদিবস কিংবা শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য দাবি পূরণ সম্পর্কে কিছুই বলেনি। পক্ষান্তরে, আবরণে ঢাকা হলেও, এই সব বিবৃতিতে 'চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত' যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দাবি প্রতিফলিত হত।

অস্থায়ী সরকার মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলিকে কালবিলম্ব না করে আশ্বাস দিয়েছিল যে জারতন্ত্রী সরকারের স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তিগুলির সমস্ত দায়দায়িত্ব সে কঠোরভাবে পালন করবে। তার 'চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত' যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতি

বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করা সংক্রান্ত বাগাড়ম্বর দিয়ে আবৃত করা হয়েছিল। বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছিল যুদ্ধের সময়ে তাদের শ্রেণী-শত্রুতা ভুলে গিয়ে দেশরক্ষার কাজে রক্ত দিতে। তারা ঘোষণা করেছিল যে একমাত্র তার শত্রুদের পরাস্ত করার পরেই 'নতুন, মুক্ত রাশিয়া' ফুলে-ফলে ভরে উঠতে পারবে।

সোভিয়েতসমূহের নেতৃস্থান-অধিকারী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থনের ফলেই অস্থায়ী সরকার এই নীতি অনুসরণ করতে পেরেছিল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও মেনশেভিকরা শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বোঝাতে চেয়েছিল যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের ফলে যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে, তা আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই।

যে 'বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদ' রাশিয়ায় বিপুলসংখ্যক জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করেছিল, সে প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেন যে এ হল, 'এক দিকে, বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক জনসাধারণকে প্রবঞ্চনার ফল, কৃষকদের দিক থেকে, এবং শ্রমিকদের একাংশের দিক থেকে বিচারবুদ্ধির সরলবিশ্বাসপূর্ণ অভাবের ফল; অন্য দিকে, তা হল ছোট মালিকের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি; যে ছোট মালিক কিছুটা পরিমাণে রাজ্য দখল ও ব্যাঙ্কের মুনাফায় আগ্রহী, জারতন্ত্রের পরম্পরাকে যে 'পবিত্রভাবে' রক্ষা করে; জারতন্ত্রের এই পরম্পরাই মহা রুশীয়দের নীতিভ্রষ্ট করেছে অপর জাতির বিরুদ্ধে তাদের জল্লাদের কাজ করিয়ে।' (২০)

নিজেদের জনগণকে প্রবঞ্চিত করতে পারদর্শী, পশ্চিমি দেশগুলির 'সমাজতন্ত্রীরা' রুশ মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সাহায্যার্থে চটপট এগিয়ে আসে। মার্চ মাসের শেষ দিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় এসে পেঁছয় এবং রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। তাদের প্রতি অস্থায়ী সরকার প্রদত্ত এক সংবর্ধনায় বুর্জোয়া কাদেত পার্টির নেতা মিলিউকভ তাদের আশ্বাস দেন যে মিত্র হিসেবে রাশিয়া তার কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হবে না। প্রতিনিধিরা পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক অধিবেশনে যোগ দেয়, সেখানে তারা বলে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রেরই স্বার্থানুগ, এবং শান্তি সম্পাদন করলে তা হবে এই স্বার্থের পরিপন্থী। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের নেতারা এই বক্তব্য সমর্থন করেন। একমাত্র বলশেভিক প্রতিনিধিরাই পশ্চিমি সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের এই সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করে। তারা বলে যে সমাজতন্ত্রীরা জনগণকে প্রবঞ্চিত করার কাজ সহজতর করছে, তাদের সফরের উদ্দেশ্য হল রুশ সেনাবাহিনীকে দিয়ে একটা আক্রমণাভিযান চালানো। সফরাগত সমাজতন্ত্রীরা কতকগুলি সমাবেশ ও সভায় বক্তৃতা করে, সেখানে তারা শ্রমিক ও সৈনিকদের একথা বোঝাতে চেষ্টা করে যে ইউরোপকে রাজতন্ত্রী জার্মানির বন্ধনদশায় পড়া থেকে রক্ষা করা যায়, একমাত্র

যদি রুশ সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক তৎপরতা আরম্ভ করে। সৈনিকদের লড়াই চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে তারা উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গন সফর করে। আপসপন্থী পার্টিগুলির নীতির সঙ্গে মিলিয়ে তাদের প্রচেষ্টায় কিছু ফল হয়।

কৃষক ও সৈনিকরা এবং শ্রমিকদের পশ্চাৎপদ অংশ রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং রুশ ও পশ্চিমি আপসকারীদেরও আপাত-সুন্দর প্রচারের শিকার হয় এবং 'বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদের' তরঙ্গে ভেসে যায়। বিপ্লব রক্ষা করা সংক্রান্ত বাগাড়ম্বর তারা বিশ্বাস করে, যদিও যুদ্ধে না ছিল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ, না অর্থনৈতিক স্বার্থ। লেনিন এদের অভিহিত করেছিলেন 'সৎ প্রতিরক্ষাবাদী' বলে।

অস্থায়ী সরকার রাজতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল। জার ছিলেন মুক্ত অবস্থায়, আর বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেরেনস্কি তাঁর ব্রিটেনে পলায়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। কাদেত ও অক্টোব্রিস্টদের নেতা মিলিউকভ ও গুচ্‌কোভ জারের ভাই মিখাইলকে 'সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণে' রাজী করাতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রীয় দুমার চেয়ারম্যান ম. ভ. রদ্‌জিয়াঙ্কো এবং উত্তর রণাঙ্গনের কম্যান্ডার, জেনারেল ন. ভ. রুজস্কির মধ্যে এক নথীবদ্ধ কথোপকথন এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারে। 'রাজবংশের সমস্যার সমাধান আপনার মতে কী?' শেষোক্ত ব্যক্তির এই প্রশ্নে রদ্‌জিয়াঙ্কো উত্তর দেন যে, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে রেখে, ছেলের অনুকূলে নিকোলাইয়ের সিংহাসন ত্যাগই এখনকার দাবি হয়ে উঠছে। রাজতন্ত্রের সঙ্গে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর বন্ধন তাদের পক্ষে এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে তারা তা ছিন্ন করতে চাইছিল না। যাই হোক, জনগণের মনোভাব বিবেচনা করে মিখাইল সিংহাসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বিপ্লবী জনগণের দাবি অনুযায়ী পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বিতীয় নিকোলাইকে গ্রেপ্তার করার এবং পিটার ও পল দুর্গে তাঁকে বন্দী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু অস্থায়ী সরকার তাঁকে নিয়ে যায় ত্‌সারস্কোসেলস্কি প্রাসাদে, সেখানে তাঁকে তাঁর পরিচারক-অনুচরবর্গ রাখতে দেওয়া হয় এবং মোটা ভাতা মঞ্জুর করা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদ, রাষ্ট্রীয় দুমা, সেনেট, বিভিন্ন মন্ত্রক ও জারতন্ত্রী কমিটি কার্যত অলঙ্ঘিত থাকে। সেই সময়ে লেনিন বলেছিলেন, 'বর্তমান সময়ে, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিরা যখন বিপ্লবী জনসাধারণের শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে, তখন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হল পুরনো শাসনের আবশ্যিকতম প্রতিষ্ঠানগুলিকে **সুরক্ষিত করা**, নিপীড়নের পুরনো হাতিয়ারগুলিকে: পুলিস, আমলাতন্ত্র, স্থায়ী সেনাবাহিনীকে সুরক্ষিত করা।' (২১) এই সবই সুরক্ষিত করতে তারা অনেকাংশে সফল হয়েছিল।

বুর্জোয়াশ্রেণী জারতন্ত্রী জেনারেল ও অফিসারদের উপরেই প্রধানত ভরসা করেছিল; এই আশায় চালিত হয়েই অস্থায়ী সরকার জারের অধীনস্থ চিফ অব স্টাফ, জেনারেল ম. ভ. আলেক্সেয়েভকে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক, এবং রাজতন্ত্রী

জেনারেল ল. গ. কার্নিলভকে পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলার কম্যান্ডার নিযুক্ত করেছিল। অস্থায়ী সরকারের কমিসাররা ছিল অঞ্চলগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদের প্রধান খুঁটি। 'নতুন' কর্তৃপক্ষ তার পূর্বসূরীর থেকে খুব একটা পৃথক ছিল না, লোকে তাই বলত, 'এ সেই পুরনো কুর্তাই, ভিতর দিকটা উল্টে বাইরের দিকে এসেছে মাত্র।'

অস্থায়ী সরকার এক 'জনগণের মিলিশিয়া' গঠন করতে শুরু করেছিল আগেকার পুলিস এবং বুর্জোয়া পরিবারের তরুণদের নিয়ে।

পুঁজিপতিরা অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল। তাদের সাহায্য করেছিল অস্থায়ী সরকার; জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি তৈরি সহজতর করে, বিদেশীদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের উপরে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে, এবং সেই সঙ্গে, অর্থনীতিতে কিছুটা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দরকার একথা স্বীকার করে অস্থায়ী সরকার একটি ডিক্রি পাস করেছিল। তদুপরি, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মূলস্পর্শী ধরনগুলি, যথা কর্তৃত্বব্যঞ্জক সংঘবদ্ধতা, বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শ্রম, জাতীয়করণ, প্রভৃতি পরিহার করে এই সরকার জারের অধীনে গঠিত 'অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের' সামরিক-রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটির কিছু সংশোধন-পরিমার্জনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। জারের যে সমস্ত মন্ত্রক ও বিশেষ সম্মেলন, কমিটি ও কমিশন অর্থনৈতিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করত সেখানকার কর্মীদের শুধু আংশিক রদবদল করা হয়েছিল।

অস্থায়ী সরকার মঞ্জুর করেছিল অসংখ্য ঋণ আর ভরতুকি, একচেটিয়াপতিদের পকেটকেই তা স্ফীত করেছিল। 'নিয়ন্ত্রণ'-মুক্ত কালোবাজারে মুনাফাবাজী করে একচেটিয়াপতিরা বিপুল মুনাফা লুটেছিল। লেনিন লিখেছিলেন, 'বিপ্লবের পরের দুমাসে শিল্পপতিরা সারা রাশিয়াকে লুণ্ঠন করেছে।' (২২)

২৫ মার্চ তারিখে দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকার-সংক্রান্ত একটি আইন পাস করা হয়; এই আইন অনুযায়ী, সরকার-নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত সমস্ত দানাশস্য নির্দিষ্ট দামে রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু সরকার এই আইন গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করতে চায়নি। খাদ্য সরবরাহের কাজ যারা পরিচালনা করছিল সেই কাদেতরা একথা পরিষ্কার করে দেয়। তাদের একজন, কৃষিমন্ত্রী আ. ই. শিঙ্গারিওভ স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেন যে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের মধ্যে যাতে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি না হয় সেইজন্য তিনি এই আইন কাজে লাগাবেন না।

বিপ্লবের ফলে যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, জনগণের স্বার্থে তার মীমাংসা করার বাসনা বা ক্ষমতা কোনোটাই অস্থায়ী সরকারের ছিল না। কৃষি সংস্কার সম্পর্কে সরকার কোনো কিছুই করতে রাজী হল না; কৃষি সংস্কার হলে তা শুধু ভূস্বামীদেরই নয়, খোদ বুর্জোয়াশ্রেণীকেও আঘাত করত, কারণ ভূসম্পত্তির অর্ধেকের বেশীই ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক অথবা পুনর্বন্ধক দেওয়া হয়। এই সব

ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করলে তা হত বুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজির একটা বড় অংশ বাজেয়াপ্ত করার সমতুল।

বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীরা একমাত্র যেটুকু সুবিধা ছেড়ে দিতে রাজী ছিল তা হল ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে কৃষকদের হাতে ভূস্বামীদের জমি আংশিক হস্তান্তরের 'সম্ভাবনা নীতিগতভাবে' স্বীকার করা। কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য এই ছিল কাদেতদের কর্মসূচি। তাদের দিক থেকে কৃষকরা দাবি করেছিল ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, তাদের হাতে সমস্ত জমি হস্তান্তর এবং সমতাপূর্ণ স্বত্বের ভিত্তিতে তার বণ্টন। এই স্বার্থের সংঘাত যখন তীব্র হয়ে উঠল, কাদেতরা একটি চাল চালল — তারা ভেবেছিল এটা হবে একটা সূক্ষ্ম চাল। তারা ঘোষণা করল যে ভূস্বামীদের জমি হস্তান্তর বাধ্যতামূলক হবে, কিন্তু তারা তার সঙ্গে এই শর্ত যোগ করল যে রাষ্ট্রের তরফ থেকে ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অবশ্য এর অর্থ ছিল, জনগণকে জমির জন্য মূল্য দিতে হবে; ভাষান্তরে, মোটা মুনাফা পাবে ভূস্বামী ও বুর্জোয়ারা। ভূস্বামীরা তাদের জমির জন্য যে ক্ষতিপূরণের সার্টিফিকেট পাবে, তার দরুন তারা প্রতি বছর মোটা অর্থ পাবে সুদ হিসেবে, অংশত রাষ্ট্রের কাছ থেকে এবং অংশত ভূমি করের নামে কৃষকদের কাছ থেকে। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে জমি খাজনায় দিলে যত অর্থ আসত, এই অঙ্কটি তার চাইতে কম হত না। এই কাদেত কর্মসূচি কৃষকদের সামনে যে-প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিল তা এই যে খাজনা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের দিতে হবে ভূমি কর, আর ভূস্বামীরা তা থেকে নিয়মিত পেতে থাকবে তাদের রাজস্ব।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কৃষি কর্মসূচি আর কাদেতদের কৃষি কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধু কথায়। তাতে বলা হয়েছিল যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি কৃষকদের বোঝাতে চেষ্টা করবে যে জমি কারও সম্পত্তি নয়, জমি ব্যবহার করার অধিকার আসে শুধু শ্রম থেকে, সুতরাং লক্ষ্য হল জমির সামাজিকীকরণ, ভাষান্তরে, বাণিজ্যিক প্রচলন থেকে অপসারিত করে ব্যক্তিগত থেকে সর্বসাধারণের মালিকানায় তাকে হস্তান্তরিত করা। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মতে, জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা দরকার শ্রম দিয়ে অর্থাৎ, নিজের শ্রম প্রয়োগের ভিত্তিতে ব্যবহারকারীর এক কোটার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। খনিজ সম্পদের মালিক হবে রাষ্ট্র। সম্পত্তির এই পরিবর্তনের দরুন যাদের ক্ষতি হবে তারা ভাতা পাবে, যার দ্বারা তারা জীবিকার্জনের নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি গঠিত হওয়ার সময়ে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, এটিও ছিল পুরনো সেই কর্মসূচিরই মতো। এখন সেই পার্টি সংবিধান সভা আহূত হওয়া পর্যন্ত কৃষি সমস্যার সমাধান মুলতুবি রাখতে সম্মত হল এবং কৃষকদের কোনোরূপ অনধিকার জমি দখলের তীব্র নিন্দা করল।

প্রথমে কৃষকরা মনে করেছিল শীঘ্রই তারা জমি পাবে। কিন্তু সময় চলে যেতে

লাগল, জমি সম্পর্কে কোনো আইন পাস হল না। যে কৃষি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল তা আবার নতুন শক্তি নিয়ে শুরু হল। কৃষকদের শান্ত করার জন্য পুলিস পাঠানো হল। ৮ এপ্রিল তারিখে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ল্ভোভ গুবের্নিয়া কমিসারদের আদেশ দিলেন 'সৈন্য ব্যবহার করা সমেত', তাদেব হাতে যা কিছু উপায় আছে তা দিয়ে কৃষক বিক্ষোভ দমন করতে। কৃষকদের জমির দাবিতে এই ছিল বুর্জোয়া সবকারের জবাব।

জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নেও অস্থায়ী সরকার জনবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর অ-রুশ এলাকাগুলির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল, সেখানে তারা অবিশ্বাস্য মুনাফা লুটত, তাই তারা এই সব বিবাট বাজার এবং শস্তা প্রাথমিক উপকরণ হাতছাড়া কবতে অনিচ্ছুক ছিল। এই স্বার্থের সঙ্গে সংগতি রেখে কাদেতরা জাতিসমূহের 'অবাধ সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের' আহ্বান দিয়েছিল, বস্তুতপক্ষে যার অর্থ ছিল বলপূর্বক এক 'ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য রাশিয়া' অক্ষুণ্ণ রাখা।

অস্থায়ী সবকাবের অনুসৃত নীতিব বৈশিষ্ট্য ছিল মনোমুগ্ধকর কথা, কাজেব সঙ্গে সংস্রবহীন। দৃষ্টান্তস্ববূপ, তাব 'ধর্মীয় ও জাতিগত বিধিনিষেধ বিলোপ'-সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছিল যে জাতিগত অসাম্যেব কিছু কিছু অতি অপমানজনক মধ্যযুগীয় রূপ নির্মূল কবা দরকাব। কিন্তু এই আইন নিপীড়িত জাতিসমূহের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে প্রভাবিত করেনি। এই আইনের সার কথা ছিল এই যে, স্থায়ী বাসস্থান যাই হোক না কেন, একই অধিজাতির জনগণ শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচিত করতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি থাকবে বাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ অস্থায়ী সরকারের হাতে।

অঞ্চলগুলিতে নিপীড়নের পুরনো জারতন্ত্রী রাষ্ট্র-যন্ত্র প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। যেমন, তুর্কিস্তানে জাবের নিযুক্ত গভর্ণর জেনাবেল আ ন কুরোপাৎকিন স্বপদে বহাল ছিলেন। জনগণের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বরখাস্ত করা হয় মার্চ মাসের শেষ দিকে। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী ও স্থানীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের তৈরি তুর্কিস্তান কমিটি মনে করত যে ব্রিটিশ ও ফরাসী উপনিবেশগুলির মতোই স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দেওয়া দরকার তুর্কিস্তানকে। ককেশাসে জারতন্ত্রী রাজপ্রতিনিধি রেখে দেওয়ার কথা মনস্থ করা হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবী ঘটনাবলী সরকারকে বাধ্য করল সেই অঞ্চল শাসনের জন্য বিশেষ ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েত গঠন করতে। নতুন সংস্থার প্রধান ছিলেন কাদেত ব. আ. খারলামভ। এই কমিসারিয়েতের চরিত্র অনুধাবন করা যায় তার ১৮ মার্চ তারিখের ঘোষণা থেকে; এই ঘোষণায় ভূসম্পত্তি দখলের চেষ্টা বা সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক সংগঠন করার চেষ্টা করা হলে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

অস্থায়ী সরকার ফিনল্যান্ডকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রদানের বিরোধিতা করেছিল, এমনকি ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্ট-প্রস্তাবিত সামান্য স্বশাসনিক মর্যাদাও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ট্রান্স-ককেশাস, ইউক্রেন, মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করার জন্য জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা গঠন করেছিল কতকগুলি বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সংগঠন: ইউক্রেনে কেন্দ্রীয় রাদা, বলটিক অঞ্চল ও ট্রান্সককেশাসে জাতীয় পরিষদ, ক্রিমিয়া ও বাশকিরিয়ায় কুরুলতাই, কাজাখস্তান ও কিরগিজিয়ায় 'শুরো-ইস্‌লামিয়া' ও 'কিরগিজ কমিটি' ইত্যাদি।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা রাশিয়ায় জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের অতিরিক্ত কিছু দাবি করেনি, তারা মনে করেছিল এতেই তারা রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজস্বের একটা অংশ নিজেদের পকেটে আনতে পারবে। কিন্তু অস্থায়ী সরকার এই দাবিও সরাসরি বাতিল করে দেয়, কোনো ছাড় দিতে সে রাজী হয়নি। এতে অ-রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী ও সরকারের মধ্যে সংঘাত বেড়ে যায়।

বিপ্লবী মনোভাব তুঙ্গে থাকায় এবং জনগণের হাতে অস্ত্র থাকায় অস্থায়ী সরকার খোলাখুলি দমন-পীড়নের নীতি অনুসরণ করতে পারেনি। সে আশ্রয় নিয়েছিল রাজনৈতিক লোভ দেখানোর, চাবুক লুকিয়ে রেখেছিল উপযুক্ত সময় আসার অপেক্ষায়। তার বহু বিবৃতি, ঘোষণা ও আবেদনে সে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিয়েছিল এবং সংবিধান সভা যখন প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবে তখন 'জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সংবিধান সভা আহ্বান করার গণদাবি গ্রাহ্য করতে বাধ্য হয়ে সরকার ঘোষণা করেছিল যে সংবিধান সভা আহ্বান করতে সে প্রস্তুত, যদিও তা করার কোনো অভিপ্রায়ই তার ছিল না। কোনো তারিখই স্থির করা হয়নি।

সংবিধান সভা যতদিন আহূত না হয়, ততদিন পর্যন্ত কৃষি, জাতিগত ও অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানের জন্য জনগণকে অপেক্ষা করার আবেদন জানানোর সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণী ভরসা করেছিল তাদের শান্ত করতে পারবে, অন্যদিকে বিপ্লব চূর্ণ করার জন্য শক্তিসঞ্চয় করতে পারবে। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে এক গোপন সম্মেলনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যুদ্ধমন্ত্রী গুচকভ বলেছিলেন যে বিপ্লব রাষ্ট্রের পক্ষে এক ভয়ংকর বিপর্যয়। জীবনকে তা অভ্যস্ত ধারা থেকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে; জনসাধারণ রাস্তায় নেমে পড়ছে। এখন আমাদের উচিত উচ্ছৃংখল জনতাকে তার যথাস্থানে ফেরৎ পাঠানো... এ কাজ করার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে জোরদার করতে হবে এবং প্রথম সুযোগেই আঘাত হানতে হবে।

বুর্জোয়াশ্রেণী আশা করেছিল এই পরিকল্পনা রূপায়িত করবে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সাহায্য নিয়ে, সে-সময়ে যারা জনগণের বেশ

বড় বড় অংশের, বিশেষ করে কৃষকদের আস্থাভাজন ছিল। তারা ভুল হিসাব করেনি। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তাদের প্রতি ন্যস্ত আস্থার যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিল। ২৯ মার্চ তারিখে পেত্রগ্রাদে আরব্ধ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া সম্মেলনে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এতে যোগ দিয়েছিল বড় শহরের ১৩৯টি সোভিয়েতের রণক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে মোতায়েন ১৩টি সামরিক ইউনিটের এবং রণক্ষেত্রের ছ-টি সেনাবাহিনী ও ২৭টি ইউনিটের প্রতিনিধিরা। ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাত্র এক মাস পরেই যে এই প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ঘটনাটিই সোভিয়েতসমূহের প্রাণশক্তি ও বিপুল বিপ্লবী ক্ষমতার প্রমাণ। কিন্তু মার্চ মাসে এগুলিতে প্রাধান্য ছিল আপসপন্থীদের, সম্মেলনের কাজকে তা প্রভাবিত করেছিল।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ১৪ মার্চ তারিখের 'পৃথিবীর জাতিসমূহের প্রতি' বার্তা এবং যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারের ২৭ মার্চ তারিখের ঘোষণা সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। ঘোষণায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ পেয়েছিল এবং সম্মেলনে সেটির অনুমোদন তাদের জনবিরোধী বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক নীতি চালিয়ে যাবার অবাধ সুযোগ দিয়েছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয় যে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে বিপ্লবী রাশিয়াকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এই সোভিয়েতসমূহের সম্মেলন 'রণক্ষেত্র ও তার পশ্চাৎভাগকে শক্তিশালী করার জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমস্ত মূল শক্তিকে সমবেত করার' আহ্বান জানাচ্ছে 'রাশিয়ায় গণতন্ত্রের কাছে।'

এই প্রস্তাব জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। যুদ্ধ বেধেছিল সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের দরুন, শুধু শান্তির দাবি তুলেই তার অবসান ঘটানো যেত না। যতদিন দেশ বুর্জোয়াদের হাতে শাসিত, যতদিন নতুন শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত — যারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় না তারা ক্ষমতায় না আসছে, ততদিন তা শেষ করা যেত না।

অধিকন্তু, অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে মনোভাবের প্রশ্নে সম্মেলন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিল। সম্মেলন তার প্রস্তাবে অস্থায়ী সরকারের কাজকর্মের উপরে নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছিল, অথচ তাকে দিয়েছিল সর্বপ্রকার সমর্থন। এই আপসমূলক মনোভাব কামেনেভের অনুমোদন লাভ করেছিল।

সম্মেলনে আপসপন্থী পার্টিগুলির নেতারা রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের এক পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে মেনশেভিক ব. ও. বগদানভ উত্থাপিত এই প্রস্তাবে পরিকল্পনার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করার, রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে উৎপাদন, বিনিময়, প্রচলন ও উপভোগ সংগঠিত করার ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। এইভাবে অস্থায়ী সরকারকে দেওয়া হল এমন এক কার্যভার, যা পূরণ করার ক্ষমতা তার

ছিল না। এই সংস্কারবাদী কর্মসূচিতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে শ্রেণী-উত্তীর্ণ এক সংস্থা রূপে স্বীকার করা হয়েছিল, এই কর্মসূচি ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইউটোপীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল। যে সময়ে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক সংস্কারকর্মের অধিকতর সম্ভাবনা দেশের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছিল, সেই সময়ে এই কর্মসূচি কাজ করেছিল অগ্রগতি রোধ করার পাষাণভার হিসেবে। এই সব সংস্কারকর্ম বলবৎ করা যেত একমাত্র জনগণের বিপ্লবী কর্মশক্তির উপরে নির্ভর করেই, কিন্তু সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকরা তাদের দিয়েছিল 'নিয়ন্ত্রকের' ভূমিকা, তার ফলে তারা পরিণত হয়েছিল নিতান্তই নিষ্ক্রিয় দর্শকে — কারণ ক্ষমতা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ অকল্পনীয়।

কৃষি সমস্যা সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সংবিধান সভা যতদিন না আহ্বান করা যাচ্ছে, ততদিন তার চূড়ান্ত সমাধান স্থগিত রাখতে হবে। ভূসম্পত্তির সমস্ত অনধিকার দখলের নিন্দা করা হয়েছিল।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের উদ্যোগে উপস্থাপিত ও গৃহীত এ প্রস্তাবগুলি অস্থায়ী সরকারের পক্ষে তার পরবর্তীকালের প্রতিবিপ্লবী বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক নীতি অনুসরণের কাজ সহজতর করে দিয়েছিল।

সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ যেহেতু সমস্ত সোভিয়েতের পক্ষে অবশ্য-পালনীয় বলে গণ্য করা হয়েছিল, সেই হেতু সোভিয়েতগুলির কাজে এই নীতি প্রকাশ পেল। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত অচিরেই বর্তমানের কৌশল সম্পর্কে নির্দেশক নীতি বর্ণনা করে, এবং যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাব, অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে, কৃষি সমস্যা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মনোভাব ব্যাখ্যা করে স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কাছে নির্দেশ পাঠাল। আপসপন্থীরা এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছিল যে রাশিয়ায় বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে এবং তার বিকাশের আর কোনো প্রশ্নই নেই।

কিন্তু এই ভয়ংকর ভ্রান্তি রাশিয়ার জনগণের ভাগ্যে নিয়ে এসেছিল নিদারুণ দুর্গতি। রাশিয়ার সামনে ছিল আরেকটি পথ — বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্রমবিকাশের পথ। জনগণকে এই পথ দেখিয়েছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি।

৪। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখে লেনিনবাদী পন্থা

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, তখন লেনিন ছিলেন দেশান্তরে — সুইজারল্যান্ডে। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং সে কোন রণনীতি ও রণকৌশল অনুসরণ করবে তা স্থির করা বলশেভিক পার্টির

অবশ্য কর্তব্য ছিল। নেতার উপস্থিতি ছিল একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়ায় ফিরে আসার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই লেনিন করেছিলেন। কিন্তু শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দরুনই নয়, আঁতাত-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির এবং অস্থায়ী সরকারের শাসকচক্র যে-সমস্ত বাধা তৈরি করেছিল তার দরুনও একাজ সহজ ছিল না। ১১ মার্চ, ১৯১৭ তারিখে বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ বিদেশে রুশ দূতাবাসগুলির কাছে এক গোপন তারবার্তা পাঠান; তাতে বলা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ তালিকায় 'সন্দেহজনক' বলে যারা চিহ্নিত নেই শুধু সেই সব প্রবাসীকেই রাশিয়ায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। বোঝা কঠিন নয় যে এটা ছিল লেনিন ও তাঁর সমর্থকদের রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন রোধ করার ব্যবস্থা।

ইয়া. স. গানেৎস্কি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন; ১৭ মার্চ তারিখে লেনিন তাঁকে স্টকহোমে নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠান: 'ব্রিটেন আমাকে কখনোই যেতে দেবে না. আমাকে অন্তরীণ করাই বেশি সম্ভব। মিলিউকভ আমাদের প্রতারণা করবে। একমাত্র আশা --- কাউকে পেত্রগ্রাদ পাঠান এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত মারফৎ অন্তরীণ জার্মানদের জন্য বিনিময় আদায় করুন।' (২৩) রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন সম্পর্কে দেশান্তরীদের অনেকগুলি সম্মেলনের একটিতে প্রস্তাব করা হয় যে লেনিনের যাত্রা করা উচিত জার্মানি হয়ে। জার্মান সরকারের কাছ থেকে যখন আনুষ্ঠানিক অনুমতি পাওয়া গেল, মেনশেভিকরা এবং অন্যান্য পার্টির দেশান্তরী ব্যক্তিরা এই কথা বলে ইতস্তত করতে লাগল যে অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে অনুমতি আসার জন্য তারা অপেক্ষা করবে। সময় চলে যেতে লাগল কিন্তু কোনো অনুমতি পাওয়া গেল না। পরিস্থিতির নাটকীয়তা আরও জটিল হয়ে উঠল এই জন্য যে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরোর সঙ্গে এবং 'প্রাভদার' সম্পাদকদের সঙ্গে লেনিনের প্রায় কোনো যোগাযোগই থাকল না। অস্থায়ী সরকার 'প্রাভদায়' পাঠানো তাঁর টেলিগ্রাম মাঝপথে আটকে দিচ্ছিল। প্রস্তুতি কীভাবে এগোচ্ছে সে সম্পর্কে ব্যুরো কিছুই জানত না; স্টকহোমে গানেৎস্কির কাছে অর্থ ও এক তারবার্তা পাঠিয়ে ব্যুরো তাঁকে অনুরোধ করে, তিনি যেন লেনিনকে এখনই যাত্রা করতে বলেন। ইয়া. স. গানেৎস্কি ও ভ. ভ. ভরোভ্স্কি এক তারবার্তায় লেনিনকে এই কথা জানিয়ে, নিজেরা তার সঙ্গে যোগ করেন, যা কিছু ঘটুক, অনুরোধ করছি অবশ্যই এখনই যাত্রা করুন।

জার্মানির ভিতর দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা অবশেষে শেষ হয়। এই আলোচনা সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির-সম্পাদক ফ্রিৎজ প্ল্যাটেন। ভ্রমণ করার একমাত্র পথ ছিল জার্মানি হয়ে। একথা তিনি হিসাবে ধরেছিলেন যে এই সিদ্ধান্ত বলশেভিকদের

বিরুদ্ধে কুৎসার, তাদের নামে জার্মানদের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তিনি জানতেন যে প্রলেতারিয়েতের শত্রুরা জার্মানি হয়ে রুশ দেশান্তরীদের ভ্রমণ সম্পর্কে ষড়যন্ত্র আঁটছে। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

২৫ মার্চ তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অনুগত অন্যান্য জাতির সোশ্যালিস্টরাও বের্ন-এ 'গণভবনে' আলোচনায় বসে। তারা রুশ দেশান্তরীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটি আলোচনা করে এবং জার্মানি হয়ে সফর করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। তাদের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, আমরা, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড পোল্যান্ড ও জার্মানির নিম্নস্বাক্ষরকারী আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বিশ্বাস করি যে আমাদের রুশ কমরেডরা শুধু যে ঠিক কাজ করছেন তাই নয়, বরং রাশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ তাঁদের ব্যবহার করা উচিত। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের সকল সাফল্য আমরা কামনা করি; এই সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আমাদের অভিন্ন সংগ্রামেরই অংশ।

২৭ মার্চ তারিখে লেনিন ও একদল দেশান্তরী রাশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। লেনিন ছাড়া প্রত্যেকেই ভ্রমণ করে ছদ্মবেশে। তাঁকে একটি পৃথক কামরা দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে পারেন। প্ল্যাটেন স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, এই ভ্রমণকালেই লেনিন তাঁর 'এপ্রিল থিসিসের' খসড়া করেছিলেন। ট্রেন যতক্ষণ কাইজার-শাসিত জার্মানিতে ছিল ততক্ষণ তার ছিল অতিরাষ্ট্রিক মর্যাদা। রুশ রাজনৈতিক দেশান্তরীরা জার্মানির জাস্‌নিৎস্‌ বন্দরে গিয়ে পৌঁছয়, সেখান থেকে একটি সুইডিশ মালবাহী জাহাজে মাইন-পোঁতা বলটিক সাগর পেরিয়ে নিরপেক্ষ সুইডেনে গিয়ে পৌঁছয়।

৩১ মার্চ তারিখে তারা পৌঁছয় স্টকহোমে; সুইডেনের রাজধানীতে বসবাসকারী দেশান্তরী বলশেভিকরা এবং সুইডিশ বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। রুশ বিপ্লবীদের জার্মানির ভিতর দিয়ে আসা সম্পর্কে একটি বিবৃতি লেনিন *Politiken* পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। তাতে জোর দিয়ে বলা হয়, 'যেসব রুশ বিপ্লবী বিদেশে বাস করেন এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করেন, ব্রিটিশ সরকার তাঁদের সেদেশের ভিতর দিয়ে রাশিয়ায় আসতে দেন না'। (২৪) Politiken পত্রিকার সংবাদদাতার সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎকারটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি আবেগভরে বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল **যত তাড়াতাড়ি সম্ভব** রাশিয়ায় পৌঁছনো। প্রতিটি দিন মূল্যবান। সরকার এই ভ্রমণে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য সব কিছুই করেছে'। (২৫) সুইডেনের রাজধানীতে তিনি এক দিন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই বলশেভিকরা একটি সম্মেলন করে সেখানে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির বৈদেশিক

ব্যুরো গঠন করে বিদেশে বলশেভিক পার্টির প্রচার ও সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসেবে। অধিকন্তু, রুশ দেশান্তরীরা আন্তর্জাতিকতাবাদী সুইডিশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গেও এক সম্মেলন করে। সুইডিশ সোশ্যালিস্টরা বের্ন-এ আন্তর্জাতিকতাবাদীদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতির সঙ্গে একমত হয়ে তাতে স্বাক্ষর করে, পুনরায় ঘোষণা করা হয় যে রুশ রাজনৈতিক দেশান্তরীদের রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

দুদিন পরে লেনিন গিয়ে পৌঁছন সুইডেন-ফিনল্যান্ডের সীমান্তবর্তী শহর টোর্নিওতে, এবং সেখান থেকে পেত্রগ্রাদে তাঁর দুই বোন — আ.ই. উলিয়ানভা-ইয়েলিজারভা ও ম.ই. উলিয়ানভার কাছে একটি তারবার্তা পাঠান: 'সোমবার রাত ১১টায় পৌঁছচ্ছি, 'প্রাভদাকে' খবর দিও, উলিয়ানভ'। (২৬)

পেত্রগ্রাদ আসার পথে লেনিন সারা রাত কাটান সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বেলোওস্ত্রভে পেত্রগ্রাদ ও সেস্ত্রোরেৎস্ক-এর শ্রমিকদের একদল প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তারা তাঁকে বিজয়গর্বে বহন করে নিয়ে যায় রেলওয়ের ইমারতে, সেখানে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতা করেন।

লেনিনের পেত্রগ্রাদে পৌঁছনোর কথা ইস্টারের দিনটিতে। কল-কারখানা, ছাপাখানা ও অফিসগুলি বন্ধ ছিল, কোনো সংবাদপত্র ছাপা হয়নি। তা সত্ত্বেও, লেনিন এসে পৌঁছেছেন, এই খবর দ্রুত সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় দলে দলে শ্রমিক সারি বেঁধে ফিনল্যান্ড রেল-স্টেশনের দিকে যেতে শুরু করে লেনিনের ট্রেন দেখার জন্য। শীঘ্রই ভিবর্গ জেলার শ্রমিক, মস্কোর রক্ষী রেজিমেণ্টের সৈনিক ও লাল রক্ষীদের বহু ইউনিটে রেল-স্টেশন ভরে যায়। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় পেত্রগ্রাদ জেলার শ্রমিকরা ও গ্রেনেডিয়ার গার্ডস রেজিমেণ্ট, পুতিলভ কারখানার শ্রমিকরা, বলটিক, নেভ্স্কি, 'ত্রিউগলনিক' ও 'স্কোরোখোদ' কারখানার শ্রমিকরা, ওখ্তা বারুদ কারখানা ও রাজধানীর অন্য বহু কারখানার শ্রমিকরা। রেল-স্টেশনের চত্বরে এনে দাঁড় করানো হয় সার্চলাইট লাগানো সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্রাক। ক্রন্স্টাড্টের নাবিকরা এসে পৌঁছয় শ্রমজীবী জনগণের নেতাকে স্বাগত জানানোর জন্য। রাত দশটার মধ্যে ফিনল্যান্ড রেল-স্টেশনের সামনের দিকের গোটা চত্বরটা সারি-সারি শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকে পূর্ণ হয়ে যায়।

ন. ই. পদ্ভইস্কি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে, মানুষের মাথার উপরে লাল পতাকা আর প্ল্যাকার্ডের সমুদ্র, তাতে লেখা আছে প্রলেতারিয়েতের নেতার উদ্দেশে অভিনন্দনসূচক কথা এবং তখনকার জঙ্গী স্লোগান: লেনিন দীর্ঘজীবী হোন! বিপ্লবের নেতা দীর্ঘজীবী হোন! আট-ঘণ্টার কর্মদিবস দীর্ঘজীবী হোক! কৃষকদের হাতে জমি চাই! যুদ্ধ নিপাত যাক! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

রাতে ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক ব্যান্ডে 'মার্সেইয়েজ' সংগীতের সুর বেজে ওঠে। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে লেনিন শুনতে পান 'গার্ড অব অনারের'

তোপধ্বনি, সৈনিক ও নাবিকদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি প্রবেশ করেন রেল-স্টেশনের ইমারতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ কমিটির সদস্যরা এবং পেত্রগ্রাদ জেলা ও উপ-জেলা বলশেভিক সংগঠনগুলির প্রধানরা। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান, মেনশেভিক চ্খেইদ্জে তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, তিনি আশা করেন যে এখন থেকে সবকটি গণতান্ত্রিক পার্টি একসঙ্গে কাজ করবে।

জবাবে লেনিন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন; তাতে তিনি বলেন, তিনি এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যেটুকু অর্জিত হয়েছে সেখানেই থেমে থাকবে না, সৈনিকদের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়ে তারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পরিণত করবে এক প্রলেতারীয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। তারপর তিনি স্টেশন চত্বরে যান, সেখানে একটি সাঁজোয়া গাড়ি থেকে ছোট একটি বক্তৃতা দেন এবং বক্তৃতা শেষ করেন এই কথা দিয়ে: 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!'

শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সাঁজোয়া গাড়িটি ক্শেসিনস্কি ভবনে যায়, সেখানে ছিল বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস।

৩-৪ এপ্রিলের রাত্রে তিনি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) সক্রিয় কর্মিবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ লাভের পর তিনি বলশেভিক পার্টির ভবিষ্যৎ কাজ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের বাস্তব কর্মসূচি সূত্রায়িত করেন।

পর দিন, ৪ এপ্রিল, ১৯১৭ তারিখে তিনি বলশেভিকদের এক সভায় যোগ দেন, সেখানে তিনি 'বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের করণীয় কাজ প্রসঙ্গে থিসিস' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া সম্মেলনে যারা প্রতিনিধি ছিল, সেই বলশেভিক ও মেনশেভিকদের এক যুক্ত সভায় তিনি এই প্রতিবেদনের পুনরাবৃত্তি করেন। এই প্রতিবেদনেই নিহিত ছিল বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলির মীমাংসাসূচক থিসিস বা বিধান।

এই সমস্ত থিসিসে লেনিন লিখেছিলেন, 'রাশিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির বিশেষ লক্ষণ এই যে বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে — যে-বিপ্লব প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা ও সংগঠন যথেষ্ট না-থাকার দরুন ক্ষমতা তুলে দিয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে, সেই বিপ্লবের স্তর থেকে — দেশ **যাচ্ছে** তার **দ্বিতীয় স্তরের** দিকে, যে-স্তর ক্ষমতা তুলে দেবে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশের হাতে।' (২৭) এইভাবে বিপ্লবের চরিত্র ও চালিকাশক্তি সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লেনিন অগ্রসর হয়েছিলেন এখান থেকে যে রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন

সামনে এসেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন। তাতে একমাত্র কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলিই প্রলেতারিয়েতের মিত্র হতে পারে, কারণ আসন্ন সংগ্রাম শুধু শহুরে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই নয়, গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেও।

রাশিয়া ও সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সামনে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নটি ছিল যুদ্ধের। লেনিন বলশেভিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানালেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, যুদ্ধের যারা বিরুদ্ধে সেই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির হাতে ক্ষমতা উত্তরণের সঙ্গে এই যুদ্ধের অবসানকে যুক্ত করার জন্য। প্রতারিত প্রতিরক্ষাবাদী এবং যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় আগ্রহী — তাদের মধ্যে তিনি একটি সুস্পষ্ট প্রভেদ-রেখা টানেন।

পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং রাশিয়ায় জনগণের বিপ্লবী সৃষ্টিশীলতার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে লেনিন দেখান যে সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্রই — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে সমাজের পক্ষে — সবচেয়ে উপযোগী রাজনৈতিক সংগঠন। সাধারণ পার্লামেন্টারি প্রজাতন্ত্রের চাইতে সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনেক উন্নততর ধরন। প্যারিস কমিউনের মতোই, তা উদ্ভূত হয়েছিল জনগণকে নিপীড়ন করার উপযোগী পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের ভগ্নদশা থেকে। এক নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র, কেন্দ্রে ও অঞ্চলগুলিতে জনগণেরই নিয়ন্ত্রিত শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, গঠিত হচ্ছিল।

লেনিন বলেন, সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রশাসনে এবং নতুন জীবন গড়ার কাজে জনগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সীমাহীন সুযোগ দিয়েছে, পক্ষান্তরে সংসদীয় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র এরূপ অংশগ্রহণের সুযোগ তাদের দিত না। তিনি বলেন, এক সোভিয়েত সরকার 'হল সম্ভাব্য একমাত্র বিপ্লবী সরকার যে শ্রমিক ও কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তা ও ইচ্ছাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে। শ্রমিক, কৃষি মজুর, কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের চাইতে উন্নততর ও ভালো ধরনের কোনো সরকার মানবজাতি এখনও পর্যন্ত বার করতে পারেনি এবং আমরা এখনও পর্যন্ত দেখিনি।' (২৮)

সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলতে গিয়ে লেনিন এই বিষয়টি গণ্য করেছিলেন যে সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির দখলে। সুতরাং, 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগান উপস্থিত করার সময়ে তিনি মনে করেননি যে সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর স্বতই প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের বিজয় ঘটাবে। সেই বিজয় অর্জন করতে হলে সমস্ত অথবা অধিকাংশ সোভিয়েতে প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে একথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কৌশল ও নীতি বিপথচালিত ও ক্ষতিকর। (২৯)

সোভিয়েত যাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বলশেভিকরা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে এক আপসরফায় উপনীত হতে প্রস্তুত ছিল, নিজেরা থাকতে রাজী ছিল তাদের চরম বামপন্থী বিরোধীপক্ষে। এর ফলে সোভিয়েতগুলিতে দেখা দিত আন্তঃপার্টি সংগ্রাম, তাতে বলশেভিকরা শ্রমজীবী জনগণের মৌল চাহিদা পূরণে অক্ষম মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে এবং তার দ্বারা সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হত। লেনিন লিখেছিলেন, 'একটা ক্ষমতায় পরিণত হতে হলে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে হবে। **যতদিন পর্যন্ত** জনগণের বিরুদ্ধে কোন হিংসা প্রয়োগ করা না-হয় ততদিন ক্ষমতায় যাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই।' (৩০) বলশেভিক পার্টির চারপাশে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সমবেত করার পক্ষে পরিস্থিতি ছিল রীতিমত অনুকূল। সেই সময়ে পৃথিবীতে আর কোনো দেশে রাশিয়ার চাইতে বেশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের মতো বিপ্লবী সংগঠন পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। বুর্জোয়াশ্রেণী হিংসার আশ্রয় নেয়নি, কারণ জনগণ ছিল সশস্ত্র। তার বদলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর, প্রবঞ্চনা, খোসামোদ আর প্রতিশ্রুতির। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দ্বারা বিভ্রান্ত শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ ব্যাপক অংশ বুর্জোয়াশ্রেণীর আপাতমনোহর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করত। 'অস্থায়ী সরকারের প্রতি কোনো সমর্থন নয়!' এই স্লোগান উপস্থিত করার সময়ে লেনিন বিষয়টি গণ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে অস্থায়ী সরকারের প্রতিশ্রুতির অন্তঃসারশূন্যতা জনগণকে বোঝাতে হবে ধৈর্যসহকারে এবং বিশ্বাসজনক যুক্তি দিয়ে। বলশেভিক পার্টি ও দেশকে প্রলেতারিয়েতের হাতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর-অভিমুখী করে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একথাও বিবেচনা করেছিলেন যে দরকার হলে অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রস্তুতি চালানো দরকার। লেনিনের প্রাক-জুলাই কালপর্বের কাজের বর্ণনা দিতে দিয়ে ন. ই. পদ্‌ভইস্কি লিখেছেন যে, এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই লেনিন শ্রমিকদের সশস্ত্র করার প্রশ্নটির উপরে অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেসব নেতৃস্থানীয় কর্মীর সঙ্গে তিনি কথা বলেন — তিনি পেত্রগ্রাদেরই হোন অথবা অন্য শহরেরই হোন — প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি অবধারিতভাবেই শ্রমিকদের কিভাবে অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জানতে চান।

'এপ্রিল থিসিসে' লেনিন বলশেভিক পার্টির সামনে শুধু রাজনৈতিকই নয়, কতকগুলি অর্থনৈতিক কর্তব্যও নির্ধারিত করে দেন; এগুলি ছিল প্রধান প্রশ্নের, ক্ষমতার প্রশ্নের পরের বিষয় এবং তার লক্ষ্য ছিল দেশ যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে চলেছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করা।

কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বলশেভিক কর্মসূচিগত দাবিগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দাবিগুলি ছিল: ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশে সমস্ত জমির জাতীয়করণ, কৃষি মজুর ও কৃষক প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতগুলির হাতে জমি হস্তান্তর এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে বড় বড় জমিতে আদর্শ খামার গঠন। অবিলম্বে সমস্ত ব্যাংককে মিলিয়ে সোভিয়েতসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জাতীয় ব্যাংক তৈরি করা সম্পর্কে 'থিসিসের' সংস্থানও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ সেটি রূপায়িত করার অর্থ বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা খর্বিত হওয়া। খাদ্যের সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার উপরে নিয়ন্ত্রণের দাবি অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। এইসব ব্যবস্থা বলবৎ হলেই যে অবিলম্বে সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তিত' হত তা নয়, কিন্তু তা ছিল সমাজতন্ত্রের দিকে একটি পদক্ষেপ এবং প্রলেতারিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে জনগণকে তা সাহায্য করেছিল।

এর পরে, লেনিন বলেন যে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার এবং ১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা করার সময় হয়েছে। নতুন কর্মসূচিতে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের এক মূল্যায়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন সম্পর্কে পার্টির মনোভাব সূত্রায়িত করা দরকার; সংক্ষেপে, নতুন যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ অনুযায়ী এবং রাশিয়ায় যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে গেছে এই ঘটনার সঙ্গে সংগতি রেখে তার কতকগুলি ধারা সুনির্দিষ্ট করা এবং কিছু সংশোধন ও সংযোজন অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। লেনিন প্রস্তাব করেন যে পার্টির নাম সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক না বলে, কমিউনিস্ট বলা উচিত, প্রলেতারীয় পার্টির জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস এই নামই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেন, এই নামটিই বিজ্ঞানসম্মত, কারণ তা পার্টির সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যথা কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যকে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি এবং রুশ মেনশেভিকরা, যারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক' নামটির মর্যাদাহানি করেছে। লেনিন বলেন, 'নোংরা জামা ছেড়ে ফেলে পরিষ্কার পোশাক পরার সময় হয়েছে।' (৩১) তিনি পরামর্শ দেন যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনে পার্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত এবং তার সিমের্ভাল্ড সমিতি ত্যাগ করা উচিত।

'এপ্রিল থিসিসে' রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতায় আসার এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছিল। এখন এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা নির্ভর করছিল পার্টির উপরে। প্রথম পদক্ষেপটি ছিল 'এপ্রিল থিসিসকে' কেন্দ্র করে সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এই থিসিসে নির্বাচিত কর্তব্য পালনের দিকে তার গতিমুখ ফেরানো। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে এই

থিসিসগুলি 'প্রাভদায়' প্রকাশিত হয়েছিল 'বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের করণীয় কাজ প্রসঙ্গে থিসিস' শিরোনামে। তারপর তা মুদ্রিত হয় মস্কো, খারকভ, বাকু, তিফলিস, ক্রাস্‌নোয়ার্স্ক ও অন্য কয়েকটি শহরের বলশেভিক সংবাদপত্রে।

দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই পার্টি 'এপ্রিল থিসিসের' সমর্থনে এগিয়ে আসে, এ ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর সংগঠনগুলি। ল. ব. কামেনেভ, গ. ল. পিয়াতাকভ ও আ. ই. রিকভের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থিসিসের বিরোধিতা করেন এই কথা বলে যে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়; কিন্তু তাঁরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েন।

বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি 'এপ্রিল থিসিসের' বৈপ্লবিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। শুধু কাদেতরাই নয়, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাও যে থিসিসকে আক্রমণ করেছিল, তা বিস্ময়কর কিছু নয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে তত্ত্বগত মত দিয়ে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টিগুলি চালিত হত, থিসিসের প্রতিপাদ্য ছিল সেই তত্ত্বগত মতেরই বিরোধী। গ. ভ. প্লেখানভ থিসিসকে অর্থহীন কথাবার্তা বলে অভিহিত করে বলেন যে লেনিনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা উপযুক্ত সময় হওয়ার আগেই করা হয়েছে, এবং তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির অস্তিত্ব রাশিয়ায় নেই এবং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট পরিণত নয়। থিসিস সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে, মেনশেভিক চ্‌খেইদ্‌জে ঘোষণা করেন যে, লেনিন থাকলেন বিপ্লবের সীমানার বাইরে একা, কিন্তু আমরা আমাদের পথে চলব।

থিসিস সম্পর্কে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সমালোচনার সঙ্গে যুক্ত হয় লেনিনের উপর রুশ ও বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণ, তারাও থিসিসে বর্ণিত লেনিনের পরিকল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাঁকে কালিমালিপ্ত করার সব রকম চেষ্টা করা হল। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি এই বিষয়টি নিয়ে শোরগোল তুলল যে লেনিন ফিরে এসেছেন জার্মানি হয়ে, ইঙ্গিত করল যে জার্মানির ভিতর দিয়ে তাঁর আসার জন্য জার্মান সরকারের অনুমতিই একটা শত্রু রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচায়ক। এতে গুজব শুরু হল যে বলশেভিকরা জার্মান চর। 'রেচ', 'বির্‌জেভিয়ে ভেদোমস্তি' ও অন্যান্য বুর্জোয়া সংবাদপত্র লেনিনকে গ্রেপ্তার করার এবং বলশেভিক পার্টির উপর নিপীড়ন চালাবার দাবি করল।

'এপ্রিল থিসিস' প্রকাশের পরবর্তী পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে ন. ক. ক্রুপস্কায়া লিখেছেন: 'বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্য সমস্ত অশুভ শক্তি প্রবলভাবে লেনিনকে আক্রমণ করেছিল। ক্ষমতায় আসা জনসাধারণের প্রতি তারা যত ঘৃণা

পোষণ করছিল, সে-সবই তারা বর্ষণ করেছিল তাঁর উপরে। শ্রমিকদের হাতে যে ক্ষমতা হস্তান্তর বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বিপন্ন করছিল, এই সেদিন পর্যন্তও যারা দেশ শাসন করেছিল সেই সব সুখাদ্যভোজীদের সমস্ত বিশেষ সুযোগসুবিধাকে বিপন্ন করছিল, তাদের কাছে লেনিন ছিলেন তারই মূর্তরূপ।'

বলশেভিক পার্টি তার নেতা ও শিক্ষক লেনিনের পাশে সমবেত হল। ২৪-২৯ এপ্রিল, ১৯১৭ তারিখে পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ৭ম সারা-রাশিয়া সম্মেলনে তার প্রকাশ ঘটল অতি সুস্পষ্টভাবে। এতে যোগ দিয়েছিলেন সাইবেরিয়া, দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চল, ভোলগা এলাকা, উরাল, পশ্চিমাঞ্চল, বল্টিক এলাকা এবং রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির প্রতিনিধিত্বকারী ১৩৩ জন প্রতিনিধি। এই সংগঠনগুলির প্রায় ৮০,০০০ সদস্য ছিল। এটিই ছিল রাশিয়ায় আইনসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত প্রথম বলশেভিক সম্মেলন। অনেক প্রতিনিধি সদ্য কারাগার থেকে অথবা নির্বাসন দণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্রদের সভা হিসেবে নথীবদ্ধ-করা এই সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল মেয়েদের মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের সমাবেশ কক্ষে, কারণ অন্য কোনো জায়গা পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রতিনিধিরা সবাই ছিল বৃত্তিগত বিপ্লবী, ছাত্রদের সঙ্গে চেহারার মিল ছিল সামান্যই; ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ, তাঁরা বিরাট ভুল করেছেন বুঝতে পেরে, দাবি করলেন যে সম্মেলন অন্য কোথাও গিয়ে করতে হবে। সম্মেলনে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন, পার্টি কর্মসূচি সংশোধন-পরিমার্জন এবং কৃষি সমস্যা বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করেন লেনিন। অধিকন্তু, এক আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট সম্মেলন আহ্বানের পরিকল্পনা সম্পর্কে, শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে, যুদ্ধ, জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন, বর্তমান পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিকের পরিস্থিতি এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কর্তব্য-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির সমর্থনে তিনি বক্তৃতা করেন এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন। আলোচ্যসূচিতে প্রধান প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলি তিনিই প্রণয়ন করেছিলেন।

বর্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও প্রস্তাবে লেনিন দেখান যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বিষয়গত অবস্থা একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্রুত রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হওয়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি একথা পরিষ্কার করে দেন যে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতই আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চালিকা শক্তি ও নেতা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে লেনিন মনে করেন যে পার্টির প্রধান কাজ হল 'সমালোচনা করা, পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির ভুলভ্রান্তিগুলি ব্যাখ্যা করা, সচেতনভাবে প্রলেতারীয়, কমিউনিস্ট পার্টির উপাদানগুলিকে প্রস্তুত ও দৃঢ়সংবদ্ধ করা, এবং প্রলেতারিয়েতকে 'সাধারণ' পেটি-বুর্জোয়া নেশার ঘোর থেকে জাগিয়ে তোলা।' (৩২) তিনি বলেন

যে একাজ প্রচারের চাইতেও বেশি; সেই সঙ্গে একথাও যোগ করেন যে 'বস্তুতপক্ষে এ হল সবচেয়ে **ব্যবহারিক বিপ্লবী** কাজ; কারণ যে-বিপ্লব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যে বিপ্লব কথার জালে নিজেকে আটকে ফেলেছে এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 'পা ঠুকে' চলেছে — বাইরের বাধার **দরুন নয়**, বুর্জোয়াশ্রেণীর **হিংসার দরুন নয়** (...), বরং জনগণের যুক্তিবিচারহীন আস্থার **দরুন** — সে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।' (৩৩)

লেনিনের মতে, বিপ্লবের রাজনৈতিক স্লোগানগুলির ভাষা এমন হওয়া দরকার, জনসাধারণ যা সহজে বুঝতে পারে। 'এপ্রিল থিসিসের' স্লোগানগুলি এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল, যেমন, 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' 'রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই শান্তি চাই!' 'কৃষকদের হাতে জমি চাই!' ইত্যাদি। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়, বিপ্লবের সূর্যোদয় হতে পারে একমাত্র পশ্চিম থেকেই — কামেনেভ ও তাঁর সমর্থক রিকভের এই দাবির অসারতা তিনি দেখিয়ে দেন। লেনিন বলেন, সমাজতন্ত্রকে যে অবশ্যই অন্যান্য, আরও শিল্পোন্নত দেশ থেকে আসতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই।

সম্মেলনে পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে নতুন কতকগুলি দাবি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: যে-সব সিণ্ডিকেট জাতীয়করণ করার উপযুক্ত হয়েছে সেগুলির জাতীয়করণ, বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শ্রম, খাদ্যের সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার উপরে সোভিয়েতসমূহের নিয়ন্ত্রণ, এবং সমস্ত ব্যাঙ্ককে মিলিত করে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক গঠন। লেনিন বলেন যে জাতিব্যাপী স্তরে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি এবং গণতান্ত্রিক দাবিগুলির রূপায়ণ বিপ্লবের প্রধান সমস্যা — প্রলেতারিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্যার সমাধানের উপরে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

সম্মেলনে লেনিনের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য পুনর্ঘোষিত হয়; সেটি এই যে বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়ায় পরিণত ভূস্বামীদের হাত থেকে ক্ষমতা আসতে হবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির হাতে। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশের মধ্যে মৈত্রী এক বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শর্ত — এই বক্তব্যের উপরে জোর দেওয়া হয় লেনিনের প্রতিবেদনে এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহে। প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবে বলা হয়: 'রুশ বিপ্লবের ভাগ্য ও পরিণাম নির্ভর করবে শহরের প্রলেতারিয়েত গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে নিজের সঙ্গে টেনে এনে তার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের আধা-প্রলেতারীয় জনবর্গকে যুক্ত করতে পারবে কি না, অথবা যে কৃষক বুর্জোয়া গুচকভদের সঙ্গে, মিলিউকভদের সঙ্গে, পুঁজিপতি ও ভূস্বামী এবং সাধারণভাবে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে মৈত্রীর দিকে আকৃষ্ট হয়, এই জনবর্গ তাদের অনুসরণ করবে কি না, তার উপরে...'

কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্মেলনে যথেষ্ট মনোযোগ লাভ করেছিল। লেনিন

দেখিয়েছিলেন যে বলশেভিক কৃষি কর্মসূচিতে ভূস্বামীদের, গির্জার ও রাজকীয় জমি বাজেয়াপ্তকরণ এবং সমস্ত জমির জাতীয়করণের কথা বলা সরকার। কৃষি সমস্যার এই সমাধান ভূসম্পত্তির অবসান ঘটাবার জন্য কৃষকদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উপরে মারাত্মক আঘাত। সংবিধান সভা যতদিন না আহূত হয় ততদিন পর্যন্ত যারা কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রেখেছিল সেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিপরীত রূপে, লেনিন মনে করেছিলেন যে কৃষকদের হাতে ভূসম্পত্তি অবিলম্বে হস্তান্তরের জন্য বলশেভিকদের চাপ দিতে হবে এবং কৃষকদের ও তাদের স্থানীয় সংগঠনগুলিকে এই প্রশ্ন মীমাংসার কাজে বিপ্লবী উদ্যোগ দেখাতে উৎসাহ দিতে হবে। কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিনের উত্থাপিত প্রস্তাবটি সম্মেলনে গৃহীত হয়। কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী গড়ে তোলা ও সুদৃঢ় করার দিকে এই প্রস্তাবটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন ই. ভ. স্তালিন। বিতর্কে লেনিন গ. ল. পিয়াতাকভকে সমালোচনা করেন; পিয়াতাকভ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন পর্যন্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন সহ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরোধিতা করেছিলেন। জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিন প্রণীত এই প্রস্তাবটি সম্মেলনে গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় যে প্রত্যেক জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন পর্যন্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। এই অধিকারের স্বীকৃতি সকল জাতির শ্রমজীবী জনগণের সর্বাধিক সংহতি নিশ্চিত করে। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপযোগিতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায় না। প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রে সামাজিক বিকাশের স্বার্থ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থের সঙ্গে সংগতি রেখে পার্টি ও জনগণকে তা স্থির করতে হবে।

অধিকন্তু, অন্যান্য পার্টি সম্পর্কে, বিশেষত সোভিয়েতসমূহে, সৈনিক ও কৃষকদের কমিটিগুলিতে এবং শহরের পৌর পরিষদগুলিতে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন ছিল সেই পেটি-বুর্জোয়া মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের মনোভাব সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও সম্মেলনে আলোচিত হয়। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রকৃতপক্ষেই যারা আন্তর্জাতিকতাবাদের সপক্ষে, আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সেই সব গোষ্ঠী ও ধারার সঙ্গে বলশেভিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এই শর্তে যে সমাজতন্ত্রের প্রতি পেটি-বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তাতে জোর দিয়ে বলা হয় যে, 'বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদের' সপক্ষে যেসব পার্টি ও গোষ্ঠী শামিল হয়েছে তাদের সঙ্গে কোনো ঐক্য সম্ভব নয়, কারণ তাদের নীতিই বিপ্লবের অধিকতর বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক এবং তার পরাজয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

সম্মেলনে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দাবি মিলিত ছিল, প্রলেতারিয়েতকে তা সক্ষম করেছিল নির্ভরযোগ্য মিত্র — কৃষকদের দরিদ্রতম অংশ এবং অ-রুশ অঞ্চলগুলির শ্রমজীবী জনগণকে মিত্র হিসেবে লাভ করতে।

সম্মেলনে লেনিনের নেতৃত্বাধীনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, তাতে ছিলেন ন-জন সদস্য ও চারজন বিকল্প সদস্য।

সমাপ্তি ভাষণে লেনিন এই বলে সম্মেলনের মূল্যায়ন করেন; 'আমাদের হাতে সময় অতি অল্প, কিন্তু কাজ প্রচুর... আমাদের প্রস্তাবগুলিতে প্রলেতারিয়েত আমাদের বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের দিকে তার অগ্রযাত্রায় পথনির্দেশ করার মতো উপকরণ খুঁজে পাবে।' (৩৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বৈত ক্ষমতার কালপর্বে বলশেভিকদের জনসমর্থন লাভের প্রয়াস

১। এপ্রিলের মিছিল

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ব্যাপক অভিযানের কাজে লাগায়। কলকারখানায়, সেনাবাহিনীর ব্যারাকে, রণাঙ্গনের পরিখায় এবং সোভিয়েতসমূহে তারা বোঝায় যে নতুন সরকারের আমলে যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র বদলায়নি, দেখায় যে অস্থায়ী সরকার বুর্জোয়া নীতি অনুসরণ করছে এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের আপসকামী মনোভাব তাদের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের দিকে নিয়ে গেছে। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাদের একথা বুঝতে সাহায্য করল যে বলশেভিকরা সঠিক। জীবন, দ্রুত ঘটমান বিপ্লবী ঘটনাবলী তাদের শত্রু আর মিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখাচ্ছিল।

এপ্রিলের ঘটনাবলী জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে চিহ্নিত করে। রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ এই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালন করে ১৮ এপ্রিল (নতুন নিয়মে ১ মে) তারিখে।

বৃহত্তম পার্টি সংগঠনগুলি ইস্তাহার ছাপিয়ে তাতে শ্রমজীবী জনগণকে আন্তর্জাতিক সংহতি ও জাতিতে জাতিতে মৈত্রী সুদৃঢ় করার এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের সপক্ষে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

লেটিশ অঞ্চলের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের মে দিবসের ইস্তাহারে বলে: 'কামানের গর্জন নিস্তব্ধ হোক, যন্ত্রণার আর্তনাদ আর অভিশাপ শেষ হোক, কিন্তু সারা দুনিয়ায়, মহাসাগর থেকে মহাসাগরে, সমুদ্র আর পর্বতের উপর দিয়ে, সুদূর উত্তর থেকে সূর্যকরোজ্জ্বল দক্ষিণ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হোক আমাদের আবেদন:

'দুনিয়ার মজুর এক হও!

'যুদ্ধ নিপাত যাক! জাতিতে জাতিতে শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!..

'পুঁজিবাদ নিপাত যাক! সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!'

সে দিন সারা দেশ জুড়ে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলকারীদের হাতে ছিল পতাকা ও পোস্টার; তাতে লেখা ছিল: 'জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক!', 'রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে শান্তি চাই!' পেত্রগ্রাদের চেহারা হয়েছিল

অস্বাভাবিক। ভোরবেলা থেকে সারি সারি মিছিলকারী শ্রমিক এলাকাগুলি থেকে যাচ্ছিল সমাবেশ স্থলগুলির দিকে। 'মার্সেইয়েজ' ও 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের সুরে আকাশ-বাতাস ভরে গিয়েছিল। সারি সারি শ্রমিকের পাশাপাশি চলেছিল সৈনিকরা। রাস্তায়, চকে ও কারখানায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মার্স ফিল্ডে জনসমাবেশে লেনিন বক্তৃতা করেন এবং এই আবেগদৃপ্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন: 'যুদ্ধ নিপাত যাক! শান্তি ও প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক!'

শ্রমজীবী জনগণ যেদিন রাজ্যদখল ও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই শান্তির জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, সেই দিনই বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ মিত্রপক্ষীয়দের কাছে এই মর্মে একটি লিপি পাঠান যে অস্থায়ী সরকার চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবে। শ্রমিক ও সৈনিকরা এতে ক্ষুব্ধ হয়, তারা মনে করেছিল জারের উচ্ছেদের পর যুদ্ধ অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

পেত্রগ্রাদে কল-কারখানায় ও সেনাবাহিনীর ব্যারাকগুলিতে প্রতিবাদ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ এপ্রিল তারিখে পথে পথে শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ-মিছিল। বেলা তিনটার সময়ে অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর মারিইন্স্কি প্রাসাদের বাইরে এসে সমবেত হয় ফিনল্যান্ড রেজিমেন্ট। প্রাসাদের সামনের চত্বরে জড়ো হয় ১৫,০০০-এরও বেশি সৈনিক। তাদের হাতের প্ল্যাকার্ডে এই স্লোগানগুলি লেখা ছিল: 'মিলিউকভ নিপাত যাক!', 'যুদ্ধ নিপাত যাক!', 'রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!' এবং 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' কাদেতরা বিক্ষোভকারীদের সামনে আসতে ভয় পায়। তারা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতা আ. র. গৎস এবং ম. ই. স্কবেলেভকে পাঠায় সৈন্যদের বুঝিয়ে ব্যারাকে ফিরে যেতে রাজী করাবার জন্য। কিন্তু সৈনিকরা চলে যেতে অস্বীকার করে।

এই চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, 'যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে মিলিউকভের মন্তব্যলিপিটি পড়ার পর, এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের উদ্দেশে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের আবেদনের সঙ্গে ও স্বয়ং অস্থায়ী সরকারেরই ঘোষণার সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে অসংগতিপূর্ণ এই লজ্জাজনক কাজে আমাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে আমরা অবিলম্বে মিলিউকভের পদত্যাগ দাবি করি।' বিপ্লবী পেত্রগ্রাদ তখন বস্তুতপক্ষে রোষে-ক্ষোভে ফুঁসছিল, বলশেভিকরা স্থির করল যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে উপযুক্ত অভিমুখীনতা দিতে হবে এবং সুস্পষ্ট বিপ্লবী স্লোগান গ্রহণ করতে হবে। ২০ এপ্রিল সকালে, লেনিনের সুপারিশ অনুসারে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে বলা হয় যে একমাত্র বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দ্বারা গঠিত এক সরকারই পারে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। পেত্রগ্রাদে সেই সময়ে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) শহর সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল, সেখানে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

মিলিউকভের মন্তব্যলিপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কারখানায়-কারখানায় চলতে থাকে বিক্ষোভমুখরিত সভা। ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় দলে দলে শ্রমিক 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগান-সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তাউরিদা প্রাসাদে যায়, সেখানে ছিল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের দপ্তর। এবারে বুর্জোয়াদের গ্রহণ করতে হল তাদের পরীক্ষিত ছলনার কৌশল। বলশেভিকদের নামে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উস্কানি দেওয়ার, গৃহযুদ্ধ শুরু করার চেষ্টার অভিযোগ করল।

সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে শ্রমিক ও সৈনিকদের সভা, সমাবেশ ও মিছিলের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকারের সমর্থকরা রাজধানীর কেন্দ্রে একটি শোভাযাত্রা করে। দোকানদার, বাড়ির মালিক, সামরিক অফিসার ও সরকারি কর্মকর্তারা নেভস্কি প্রসপেক্টে ঘোরাফেরা করে এই স্লোগান নিয়ে: 'অস্থায়ী সরকারের প্রতি আস্থা জানাই!', 'চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে হবে!', 'মিলিউকভ দীর্ঘজীবী হোন!' এবং 'লেনিনকে গ্রেপ্তার করো!' শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করেছিল। কেন্দ্রীয় সড়কগুলি দিয়ে সশস্ত্র অফিসার ও ক্যাডেট-বোঝাই ট্রাকের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখা দিয়েছিল। পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলার কম্যান্ডার, জেনারেল ল. গ. কর্নিলভ মিখাইলভ্স্কি আর্টিলারি স্কুলের দুই ব্যাটারি সৈন্যকে প্রাসাদ চত্বরে মোতায়েন থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সৈনিকেরা এবং কিছু অফিসার এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে এবং পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতকে সেকথা জানিয়ে দেয়।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছতে থাকে। গৃহযুদ্ধ থেকে দেশ ছিল এক চুল দূরে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্ররোচনামূলক অভিসন্ধি বানচাল হয়ে যায় একমাত্র বলশেভিক পার্টির সতর্ক প্রহরা আর প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংযমের দরুন। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘটনাবলীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং বিপ্লবের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন যে-কোনো কাজকেই দ্রুত বন্ধ করে দেয়। সর্বপ্রকার বামপন্থী জুয়ার ঝুঁকি, যেমন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির পেত্রগ্রাদ কমিটির কয়েকজন সদস্যের (স. ইয়া. বাগ্দাতিয়েভ প্রমুখ) কাজের কঠোর নিন্দা করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি; উপরোক্ত সদস্যরা বিক্ষোভ মিছিলের সময়ে অবিলম্বে অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করার কথা বলেছিলেন। লেনিন বলেন, অস্থায়ী সরকার যখন সোভিয়েতগুলির সমর্থন ভোগ করছে, এবং সোভিয়েতগুলি যখন আবার বেশির ভাগ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকের আস্থাভাজন, তখন অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দেওয়া একটা জঘন্য অপরাধ। সেই কালপর্বে বলশেভিক

পার্টি চালিত হয়েছিল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশসাধনের দিকে, যার অর্থ সোভিয়েতসমূহের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ এবং তার পরে সেগুলির গঠনবিন্যাসের পরিবর্তন।

মস্কোয় শ্রমিক ও সৈনিকদের গণ-সমাবেশ ও মিছিল উপর্যুপরি হতে থাকে। বলশেভিকদের ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা ৫৫তম রেজিমেণ্ট ত্ভের্স্কায়া স্ট্রিটে (বর্তমানে গোর্কি স্ট্রিট) মস্কো সোভিয়েতের সামনে পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় মিছিল করে। অস্থায়ী সরকারের নোটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য, সরকারের প্রতি অবিশ্বাস ঘোষণা করার জন্য এবং তারা অস্ত্রবলের সাহায্যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে মদত দিতে প্রস্তুত একথা ঘোষণা করার জন্য সৈন্যরা সোভিয়েতে প্রতিনিধিদের পাঠায়। শ্রমিক ও সৈনিকদের গণ-মিছিল হয় মিন্স্ক, নিজনি নভগরদ, খারকভ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ ও অন্যান্য শহরে। তাদের প্রধান দাবি ছিল, সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতসমূহের কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে।

রাশিয়া রাজনৈতিক সংকটের কবলে পড়ল। এই সংকটের শ্রেণী-পরিপ্রেক্ষিত ছিল এই যে অস্থায়ী সরকার জনসাধারণের অপ্রিয় নীতি (সরকার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সে চালিয়ে যাবে) গ্রহণ করার দরুন এক বিরাট সংখ্যক, অস্থিতিশীল ও মুখ্যত পেটি-বুর্জোয়া জনপুঞ্জ পুঁজিপতিদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বিপ্লবী শ্রমিকদের অনুকূলে। এর ফলে, বলশেভিকরা যেভাবে দাবি করেছিল সেইভাবে সোভিয়েতসমূহের হাতে সমস্ত ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরের অবস্থা সৃষ্টি হল। কিন্তু, শ্রমিক ও সৈনিকদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, সোভিয়েতগুলিতে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় ক্ষমতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি ও অস্থায়ী সরকারের এক যুক্ত সম্মেলনে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেতারা বুর্জোয়া মন্ত্রীদের স্বপদে থাকার জন্য, জনগণকে কিছু ছাড় দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণকে শান্ত করতে পারবে মিলিউকভের নোটের এই রকম একটা 'ব্যাখ্যা' প্রকাশ করার জন্য কার্যত অনুনয়-বিনয় করে। অস্থায়ী সরকার তাতে রাজী হয়। 'ব্যাখ্যাটি' অচিরেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতারিত করার জন্য তার ভাষার ছিল সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ। 'ব্যাখ্যায়' বলা হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের আহ্বানের অর্থ ২৭ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী 'স্থায়ী শান্তি অর্জন'। এই 'ব্যাখ্যা' মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষে উপযোগী হয়। অস্থায়ী সরকারের 'ব্যাখ্যা' আলোচনা করার পর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত তার এক সিদ্ধান্তে এই বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অবস্থানকে আনুষ্ঠানিক

মর্যাদা দেয়। ১৯ জনের বিরুদ্ধে ৩৪ জনের ভোটে সোভিয়েত সরকারের 'ব্যাখ্যাকে' সন্তোষজনক বলে মনে করে এবং ঘটনাটি এইখানেই শেষ বলে বিবেচনা করে।

অধিকন্তু, পথে সমাবেশ ও মিছিল বন্ধ করতে জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয়। মস্কো, নিজনি নভগরদ, সামারা (বর্তমানে কুইবিশেভ), সারাতভ, ভরোনেজ ও অন্যান্য শহরেও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও মেনশেভিকরা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রায় সর্বত্রই তারা পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে গৃহীত প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়।

পথে পথে মিছিল চলতে থাকলে প্রতিবিপ্লব তাকে কাজে লাগাতে পারে এই সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে বলশেভিকরা শ্রমিকদের বলে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে। উন্নত বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দিয়ে শ্রমিকরা তাতে সাড়া দেয়। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দরুন অস্থায়ী সরকারের প্রথম সংকট শেষ হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুকূলে, কিন্তু সৈনিকদের পক্ষে এবং প্রবঞ্চিত শ্রমিকদের একাংশের পক্ষে তা ছিল এক প্রত্যক্ষ শিক্ষা, বুর্জোয়া সরকার ও তার পক্ষভুক্ত পার্টিগুলির অনুসৃত নীতি বুঝতে তা তাদের সাহায্য করেছিল। শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থ আর বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের মধ্যেকার বিপুল ব্যবধান ঘুচে যায়নি। লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে 'সংকটের কারণগুলি দূরীভূত হয়নি. এরূপ সংকটের পুনরুদয় অনিবার্য।' (৩৫)

২। প্রথম কোয়ালিশন সরকার

বুর্জোয়াশ্রেণী এপ্রিলের ঘটনাবলী থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকার গুচকভ ও মিলিউকভকে বর্জন করে তাঁদের জায়গায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিনিধি নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করেছিল যে এই কোয়ালিশন 'সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের' প্রতিনিধিত্ব মারফৎ তাদের নীতি চালিয়ে যেতে তাদের সক্ষম করে তুলবে। কোয়ালিশন সরকারের ধারণাটি সোভিয়েতের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের খুব মনঃপূত হয়। তারা মনে করেছিল, এর ফলে তারা বৈপ্লবিক ঘটনাবিকাশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

১-২ মে-র রাত্রে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী বৈঠকে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নটি আলোচিত হয়। বুর্জোয়া সরকারে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক পার্টির অংশগ্রহণ অনুমোদন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় (বলশেভিকরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট

দেয়)। এইভাবে গঠিত হয় প্রথম কোয়ালিশন সরকার,* এবং বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির যে মৈত্রী এতদিন শুধুই আনুষ্ঠানিক ছিল, এখন তা সাংগঠনিকভাবে সুদৃঢ় হয়।

৫ মে তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের এক বিশেষ অধিবেশনে কোয়ালিশন সরকারের প্রশ্নটি নিয়ে আবার বিতর্ক হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর সপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করে অন্যতম সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতা আ. র. গৎস ভণ্ডামি করে ঘোষণা করেন যে সরকারে অংশগ্রহণ করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা 'বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে বন্দী' হচ্ছে না, বরং বিপ্লবের পুরোভাগে চলছে। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে মেনশেভিক নেতা ত্সেরেতেলি দাবি করেন যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দুটি মাত্র বিকল্প ছিল: হয় সরকারে অংশগ্রহণ, না হয় ক্ষমতা দখল। তিনি ঘোষণা করেন, দ্বিতীয় বিকল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সেনাবাহিনী ও কৃষকদের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেতে পারত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সোভিয়েত অস্থায়ী সরকারের প্রতি 'পরিপূর্ণ আস্থা' প্রকাশ করে এবং সারা দেশের সকল সোভিয়েতকে আহ্বান জানায় এই সরকারকে সমর্থন করার জন্য।

লেনিন ও বলশেভিকরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সাহায্য নিয়ে জনগণকে প্রবঞ্চিত করতে চায়। কোয়ালিশন সরকার গঠনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর জন্য, তার প্রকৃত লক্ষ্য কী তা দেখাবার জন্য এবং আপসকামী পার্টিগুলির নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য তারা সংবাদপত্র, সোভিয়েতসমূহের মঞ্চ, নগর দুমা, জেমস্তভো (নির্বাচনভিত্তিক জেলা পরিষদ) ও অন্যান্য সংগঠনের মঞ্চ ব্যবহার করে।

সোভিয়েতগুলি পরিণত হয় বলশেভিক ও আপসপন্থীদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্কের ক্ষেত্রে; বলশেভিকরা অস্থায়ী সরকারের নীতির নিন্দা করে এবং আপসপন্থীরা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীকে সমর্থন করে। সোভিয়েতসমূহের ১ম মস্কো আঞ্চলিক কংগ্রেসে 'কোয়ালিশন সম্পর্কে মনোভাবের' এই প্রশ্নটি ছিল তুমুল বিতর্কের বিষয়বস্তু; এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল ১৪টি গুবের্নিয়ার শ্রমিক

* এই সরকারের সদস্য ছিলেন: প্রধানমন্ত্রী ও আভ্যন্তরিক বিষয়ক মন্ত্রী — গ. ইয়ে. ল্ভোভ; মন্ত্রিবর্গ: সেনা ও নৌবাহিনী — আ. ফ. কেরেনস্কি (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি), বিচার — প. ন. পেরেভেরজেভ (ত্রুদোভিক), পররাষ্ট্র বিষয়ক — ম. ই. তেরেশ্চেঙ্কো (নির্দলীয়), যোগাযোগ — ন. ভ. নেক্রাসভ (কাদেত), বাণিজ্য ও শিল্প — আ. ই. কনোভালভ (প্রগতিবাদী), জনশিক্ষা — আ. আ. মানুইলভ (কাদেত), অর্থ — আ. ই. শিঙ্গারিওভ (কাদেত), কৃষি — ভ. ম. চের্নোভ (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি), ডাক ও তার — ই. গ. ত্সেরেতেলি (মেনশেভিক), শ্রম — ম. ই. স্কবেলেভ (মেনশেভিক), খাদ্য — আ. ভ. পেশেখোনভ (গণ-সমাজতন্ত্রী), জনকল্যাণ — প্রিন্স দ. ই. শাখোভস্কোয় (কাদেত), সিনডের মুখ্য প্রকিউরেটর — ভ. ন. ল্ভোভ (মধ্য), রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রক — ই. ভ. গদনেভ (অক্টোব্রিস্ট)।

ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের প্রতিনিধিবৃন্দ। মেনশেভিকরা যুক্তি দিয়েছিল যে নতুন সরকারে সমাজতন্ত্রীরা মন্ত্রিপদ গ্রহণ করায়, নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় অনেক বেশি বিপ্লবী। দক্ষিণপন্থীরা যাকে সরকারের 'অতি দুঃসাহসিক' উক্তি বলে অভিহিত করত তার উপরে দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের কথা উল্লেখ করে মেনশেভিকরা এই সিদ্ধান্ত টেনেছিল যে দক্ষিণপন্থীদের অসন্তোষই দেখায় যে সরকার বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছে। বলশেভিকরা যুক্তি দিয়ে সংশয়াতীতভাবে দেখায় যে 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীরা সরকারের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারিত করা তো দূরের কথা, বরং নিজেরাই একচেটিয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির মধ্যে গভীরতরভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছে। কংগ্রেসে আ. স. বুবনভ বলেন, ল্ভোভ-গুচ্কভ সরকার যেখানে সেনাবাহিনীকে এক আক্রমণ অভিযানে ঠেলে দেওয়ার সাহস পায়নি, সেখানে 'সমাজতন্ত্রীদের' অংশগ্রহণে এই প্রশ্নটি শীঘ্রই মীমাংসিত হবে। যাই হোক, জনগণের মধ্যে, প্রধানত সৈনিক ও কৃষকদের মধ্যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রভাব তখনও যথেষ্ট ছিল। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সোভিয়েতসমূহের মস্কো আঞ্চলিক কংগ্রেস এবং তার পরে সারা রাশিয়ার অধিকাংশ সোভিয়েতই যে কোয়ালিশন সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল, এ থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সৈনিক ও কৃষকদের একটা বড় অংশ এবং পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের একটি বর্গ মনে করত যে সরকারের মধ্যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা নীতির পরিবর্তন ঘটাবে, কিন্তু তা ছিল এক শোচনীয় ভ্রান্তি। অস্থায়ী সরকারের বহির্দেশীয় অথবা আভ্যন্তরিক, কোনো নীতিরই পরিবর্তন ঘটেনি। ৫ মে তারিখে 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক জোটের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার' ফলে একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়, তাতে রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে শীঘ্রই শান্তির কথা, 'সর্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন' এবং সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির উপরে 'নির্দয়' করের কথা বলা হয়। তাতে 'শ্রমের সর্বাত্মক সুরক্ষা' এবং দানাশস্য 'দেশের দরকার তাই দেশের জন্য' দানাশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল। এই ঘোষণার সুর থেকে দেখা যায় যে কোয়ালিশন সরকার প্রতিশ্রুতি দিতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু এমনকি এই ঘোষণাও বুর্জোয়াশ্রেণীর অপছন্দ ছিল, বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আর মেনশেভিকরা যখন তার ধারাগুলি রূপায়ণের জন্য জোর করছিল; তাদের আশা ছিল শ্রমিকদের তা 'তুষ্ট করবে'। ১৬ মে তারিখে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপশমের ব্যবস্থা সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের 'সমাজতন্ত্রী' অংশের বাস্তব নির্দেশক নীতি হিসেবে কাজ করা। তাতে অছি-পরিষদগুলির উপরে রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ব কায়েম করা, বাধ্যতামূলক শ্রম প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থান ছিল। কিন্তু তা ছিল মূলত

অবাস্তব, কারণ এই সমস্ত সংস্থান কার্যকর করার জন্য তাতে পুঁজিপতিদের উপরে নির্ভর করা হয়েছিল। যা আশা করা যেতে পারত তাই হল, বুর্জোয়াশ্রেণী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করল, আর সোভিয়েতের নেতারা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে কোয়ালিশন ভেঙে যেতে পারে এই ভয়ে তাদের প্রস্তাব ধামা-চাপা দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করল। বিশেষ করে, রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রতি শ্রমমন্ত্রী ম. ই. স্কবেলেভের ২৮ জুন তারিখের আবেদনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বিপ্লবী' বাগ্‌জালের মিশেল-দেওয়া এই আবেদনে শ্রমিকদের 'যথেচ্ছ' কার্যকলাপের এবং তাদের অধিকতর মজুরির জন্য সংগ্রামের নিন্দা করা হয়, তা নাকি শিল্পে 'বিশৃংখলা' সৃষ্টি করছে।

বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের রাজনৈতিক শাসনের অস্থিতিশীলতা দেখতে পেয়েছিল, এবং দ্বৈত ক্ষমতা অবসানের জন্য সরকারের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, বিপ্লবের বিরুদ্ধে তখন তারা অন্তর্ঘাত আর দুর্ভিক্ষের অস্ত্রের আশ্রয় নিল। পেত্রগ্রাদে ১-২ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত সারা-রাশিয়া বাণিজ্য ও শিল্প সম্মেলনে বুর্জোয়াশ্রেণী শিল্প রক্ষা কমিটি গঠন করে এবং সরকারের উপরে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিল্পপতিদের সমস্ত সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদক্ষেপের পিছনে পুঁজিপতি মন্ত্রীদের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল।

মে-জুন মাসে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের আক্রমণের ফলে মার্চ-এপ্রিল মাসের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, পাঁচ গুণ বেশি শ্রমিককে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়। পুঁজিপতিরা 'অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের' সব চেষ্টাতেই বাধা দেয়, ভোগ্য পণ্য সরিয়ে রাখে, তাদের মুনাফার প্রকৃত পরিমাণ গোপন করে এবং কর ফাঁকি দেয়। প্রলেতারিয়েতের পাল্টা ব্যবস্থা এবং বলশেভিকদের দৃঢ়পণ তৎপরতা না-থাকলে লক-আউটের ব্যাপ্তি আরও বেশি হত।

অস্থায়ী সরকার তার দিক থেকে বাণিজ্য-সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য, ব্যাঙ্কগুলিকে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচাবার জন্য, শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধের দরুন রাজকোষের অধীনস্থ ঠিকাদাররা মাল-সরবরাহের নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতে না-পারলে সময় বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর উপরে আক্রমণে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করার জন্য ডিক্রি পাস করে।

বিপ্লবী তৎপরতা দমন করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী আরও বেশি করে দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়, এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীদের। ৩০ মে তারিখে অস্থায়ী সরকার ডিক্রি জারী করে যে রণাঙ্গনে যুদ্ধ-বিরোধী কার্যকলাপ চালালে তার শাস্তি হবে কঠোর শ্রম শিবিরে বন্দী থাকা। বিপ্লবী ইউনিটগুলিকে তখনই ভেঙে দেওয়া হয়।

অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে তার বৃহৎ শক্তিসুলভ নীতিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। জাতিগত ও সামাজিক নিপীড়নের

বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের সামনে অ-রুশ অঞ্চলগুলির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থনের উপরে নির্ভর করেছিল। তখনও তারা রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি তোলেনি, স্বায়ত্তশাসন দাবি করা, এবং সেই সঙ্গে তাদের জাতির জনগণকে অস্থায়ী সরকারকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তাদের হিসাব ঠিকই হয়েছিল। শুধু রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী নয়, তার সঙ্গে জোট-বাঁধা পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির কাছ থেকেও তারা সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সমর্থন পেয়েছিল।

মে ১৯১৭-তে কোয়ালিশন সরকারে ঢোকার পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা 'জাতীয়-সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট' গঠনের মধ্যে দিয়ে জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। তাদের প্রস্তাবিত সমাধানটি ছিল এই যে প্রত্যেক নাগরিক তার বাসস্থান-নির্বিশেষে নিজেকে নির্দিষ্ট একটি জাতির লোক বলে ঘোষণা করতে পারে, এবং এইভাবে গঠিত প্রতিটি জাতিকে স্বীকার করা হবে বিধানতান্ত্রিক সত্তা হিসেবে, তার সদস্যদের উপরে কর বসানো, জাতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তার সংসদ আহ্বান করার অধিকার থাকবে। আপসপন্থী পত্রপত্রিকাগুলি একে অভিহিত করে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বলে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল বুর্জোয়া কর্মসূচি, জাতি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক বোধের সঙ্গে, জনগণের স্বার্থে জাতি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের সঙ্গে তার কোনোই মিল ছিল না। জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নের এই মীমাংসা নিপীড়িত জাতিসমূহের শ্রমজীবী জনগণকে দেয় না কিছুই, কারণ সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা থেকে যায় সরকারের হাতে, ভাষান্তরে, সমস্ত ক্ষমতা রেখে দেওয়া হয় বুর্জোয়া সরকারের হাতে। অধিকন্তু, একথা রীতিমত স্পষ্ট ছিল যে এই আপসমূলক জাতিগত কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারীয় মোর্চায় ফাটল সৃষ্টি করবে।

অস্থায়ী সরকারের জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন বিবেচনা করার কোনো তাড়া ছিল না। এক 'ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য রাশিয়ার' স্লোগান ছিল তার নীতির বনিয়াদ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায়, স্বায়ত্তশাসনের এমন আধিক্যহীন দাবিও সরকার পূরণ করতে রাজী ছিল না।

সরকার ও অ-রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে সংঘাত বেড়ে ওঠে বিশেষ করে ইউক্রেনে। ইউক্রেনীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিসমাজের স্বার্থের প্রবক্তা পার্টি ও গোষ্ঠীগুলি মার্চ ১৯১৭-তে যে ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা গঠন করেছিল, সেই রাদা ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি তোলে। রাদার বুর্জোয়া-স্বাজাত্যবাদী নীতি রুশ ও ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যেকার সৌভ্রাত্রপূর্ণ মৈত্রীকে ক্ষুণ্ন করে তাদের অনৈক্যই ডেকে আনছিল, ঐক্য নয়। কিন্তু, ইউক্রেনীয় জনগণের বেশ বড় একটা অংশ, বিশেষ করে কৃষকরা, রাদাকে সমর্থন জানায়। রাদা রাজনৈতিক

ফয়দা তোলে প্রধানত অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে তার বিরোধ থেকে। সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না-করেই সে গুবের্নিয়া, উয়েজদ ও ভোলস্ত রাদা তৈরি করে জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের স্লোগানকে ইচ্ছা মতো রূপায়িত করে। যে সব জাতীয় রেজিমেণ্টকে প্রায়শই বিপ্লবী আন্দোলন দমনের কাজে ব্যবহার করা হত, তাতে ইউক্রেনীয়দের ভর্তি করা হয়।

মে ১৯১৭-র শেষে কেন্দ্রীয় রাদা ইউক্রেনকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অস্থায়ী সরকারকে অনুরোধ জানায়, আশু ব্যবস্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ করে ইউক্রেনের বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কমিসারের পদ সৃষ্টি করার কথা, মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যালয়গুলির ইউক্রেনীয়করণ এবং ইউক্রেনে দায়িত্বশীল পদে ইউক্রেনীয়-ভাষী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার কথা। অস্থায়ী সরকার যখন জবাব দিল যে সংবিধান সভা আহূত হওয়ার আগে সে এই প্রশ্ন বিবেচনা করবে না, তখন কেন্দ্রীয় রাদা ইউক্রেনকে বুর্জোয়া রাশিয়ার ভিতরে এক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে একটি অধ্যাদেশ পাস করে। অধ্যাদেশে বলা হয়, ইউক্রেনে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা কায়েম করবে জাতীয় ইউক্রেনীয় সভা। অস্থায়ী সরকার এই অধ্যাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদার দাবিকে লেনিন আধিক্যহীন ও বৈধ বলে মনে করেন, ইউক্রেনীয় জনগণের প্রতি অস্থায়ী সরকারের মনোভাবকে অভিহিত করেন 'প্রতিবিপ্লবীদের তরফে চরম নির্লজ্জতা, বর্বর ধৃষ্টতার নিদর্শন' বলে। (৩৬) কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বলশেভিকরা ইউক্রেনীয় রাদা ও তার স্বাজাত্যবাদী দাবিকে সমর্থন করেছিল। ইউক্রেনীয় স্বায়ত্তশাসনের বৈধ দাবি মেনে নিতে অস্থায়ী সরকারের অস্বীকৃতির বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক পার্টি স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের, যারা বিপ্লবী আন্দোলনকে আক্রমণ করার ব্যাপারে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল। অস্থায়ী সরকার ও কেন্দ্রীয় রাদার মধ্যেকার বিরোধ শেষ হয় এক আপসরফায়: স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি সংবিধান সভার হাতে ছেড়ে দিয়ে রাদা ইউক্রেনীয় জনগণের ইচ্ছা মতো স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে দমন করার দায়িত্ব নেয়। আর অস্থায়ী সরকার তার দিক থেকে রাদাকে সংবিধান সভায় উপস্থাপিতব্য ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা সম্পর্কে খসড়া তৈরি করতে অনুমতি দেয়।

ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরাও অনুরূপভাবে রুশ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমনে তাদের সঙ্গে হাত মেলানোই শ্রেয় মনে করে। অ-রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রের দৃষ্টান্ত তার আচরণেই স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। একদিকে, তারা চেয়েছিল রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হতে, অন্য দিকে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়াও তার চলছিল না।

৩। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) এপ্রিল সম্মেলনের পর জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের কাজ

লেনিন ছিলেন শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে বলশেভিকদের প্রবল ও বহুমুখী কাজের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির পদাধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রায় প্রতিদিনই 'প্রাভদায়' প্রকাশিত হতে থাকে। তিন মাসের মধ্যে, তাঁর রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটি থেকে জুলাইয়ের আরম্ভ পর্যন্ত তিনি বিপ্লবের প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে ১৭০টির বেশি প্রবন্ধ, আবেদন, প্রস্তাব ও প্রচার-পুস্তিকা লিখেছিলেন। শ্রমিক ও সৈনিকদের সমাবেশে তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান। এই ধরনের কাজ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, ঘন-ঘন অনুষ্ঠিত এই সমস্ত সমাবেশে বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করত। এই সব পার্টির কথা ও কাজের তুলনা করে শ্রমিক ও সৈনিকরা আরও দ্রুত বলশেভিক কর্মসূচি মেনে নেওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। পুতিলভ কারখানার ১২ মে তারিখে অনুষ্ঠিত যে সমাবেশে ২০,০০০ লোক যোগ দিয়েছিল, সেটি ছিল বৈশিষ্ট্যসূচক। এই সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আপসপন্থীরা পাঠিয়েছিল কৃষিমন্ত্রী ভ. ম. চের্নোভ, ন. দ. আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, ফ. দান ও অন্যান্য অভিজ্ঞ বাগ্মী ও নেতাকে। তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁদের নীতিই ঠিক — চের্নোভ এই কথা বলে বলশেভিক পার্টিকে আক্রমণ করেন যে শ্রমিকরা যদি বলশেভিকদের অনুসরণ করে তাহলে তারা 'শুরু করার সময়ে যে অবস্থায় ছিল তার চাইতে ভালো অবস্থায় যাবে না'।

কারখানা কমিটির বলশেভিক সদস্যরা এই সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য লেনিনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাঁর বক্তৃতা শ্রমিকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ই. ইয়েরেমেয়েভ এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বর্ণনা দিয়েছেন: 'সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল লেনিনের ছোট-খাট চেহারার দিকে। তিনি বক্তৃতা দেন আবেগের সঙ্গে, তার কথাগুলো ছিল আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি বলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা, বিশ্বযুদ্ধ থেকে বুর্জোয়ারা যে শত-শত কোটি মুদ্রা অতিমুনাফা লুটছিল তার কথা, এই হত্যাকাণ্ড থেকে যারা লাভবান হচ্ছিল এবং এই হত্যাকাণ্ড যাদের দরকার তাদের কথা। চের্নোভ, আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, মার্তভ এবং পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির অন্যান্য নেতা তাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাবের কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি কারখানা প্রাঙ্গণ থেকে চলে যান; শ্রমিকরা তখন আওয়াজ তুলেছে 'আপসকারীরা নিপাত যাক!' 'যুদ্ধ নিপাত যাক!''

সেই দিনই লেনিন অ্যাডমিরাল্টি জাহাজ কারখানা ও ফ্রাঙ্কো-রুশ কারখানার

শ্রমিকদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন। কয়েক দিন পরে 'স্কোরোখোদ' কারখানা ও পেত্রগ্রাদের মস্কো জাস্তাভা অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের শ্রমিকদের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি এক প্রতিবেদন পেশ করেন। অবুখোভো কারখানায় এই সমাবেশে যেসব শ্রমিক যোগ দিয়েছিল, তাদের বর্ণনা: 'তিনি যা বললেন তার পরে বিপ্লবের সামনেকার কাজ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল; অন্য সমস্ত পার্টির বক্তারা যে শব্দবাহুল্যের কুয়াশায় শ্রমিক ও সৈনিকদের আচ্ছন্ন করেছিলেন, তা কেটে গেল।' তাই 'প্রতিরক্ষাবাদের দুর্গ' বলে যাকে মনে করা হত সেই অবুখোভো কারখানা যে অচিরেই বলশেভিকদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, সেটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি ধীরনিশ্চিতভাবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রভাব থেকে সৈনিক ও শ্রমিকদের নিজেদের দিকে টেনে আনে। সোভিয়েতগুলির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের নীতি সম্পর্কে অসন্তোষ জনগণের মধ্যে বাড়তে থাকে। সোভিয়েতগুলিতে নতুন নির্বাচনের দাবি আরও ঘন ঘন শোনা যেতে থাকে। শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে বিপ্লবী অংশের এই দাবি সমর্থন করে বলশেভিকরা। ৭ মে তারিখে 'প্রাভদা' 'শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহে প্রতিনিধি-নির্বাচনের জন্য খসড়া আদেশনামা' প্রকাশ করে। এই খসড়াটি প্রণয়ন করেছিলেন ভ. ই. লেনিন।

মে-জুন মাসে বলশেভিকরা কতকগুলি সোভিয়েতে নতুন নির্বাচন সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক প্রতিনিধিদের শ্রমিকরা ফিরিয়ে আনে এবং তাদের বদলে নির্বাচিত করে বলশেভিকদের। এরূপ কয়েকটি ঘটনার দৃষ্টান্ত হল সেস্ত্রোরেৎস্ক অস্ত্র কারখানা, 'নোভি লেসনার' কারখানা এবং রাজধানীর অন্য কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় উদ্যোগ। বলশেভিকরা দর্শনীয়ভাবে সাফল্য লাভ করেছিল পুতিলভ কারখানায়, সেখানে তারা শত শত শ্রমিককে নিজেদের পক্ষে আনতে পেরেছিল। স্টিল-রোলিং, রেলওয়ে, ফর্জ ও টারবাইন বিভাগে শ্রমিকরা শুধু বলশেভিকদেরই নির্বাচিত করেছিল, পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের বিশ্বাস করতে রাজী হয়নি। রাজধানীর জেলা সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক প্রভাব অনেকখানি বেড়ে যায়। জনসাধারণের, বিশেষ করে শ্রমিক ও সৈনিকদের সমর্থন লাভে বলশেভিকরা মস্কোয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বছরের মাঝামাঝি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে দশটি জেলা সোভিয়েতের মধ্যে ছ-টি। মে মাসে নতুন নির্বাচনের ফলে, শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো শহর সোভিয়েতে বলশেভিকরা হয়ে ওঠে বৃহত্তম গোষ্ঠী।

বলশেভিক প্রভাব কতকগুলি স্থানীয় সোভিয়েতে সুদৃঢ় হয়: সারাতভ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ ও অন্যান্য শহরে। যুদ্ধ ও শান্তি, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ও জমি-

সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে প্রতিনিধিরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বলশেভিকদের পক্ষ অবলম্বন করে।

ক্রনস্টাড্ট সোভিয়েতের গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাবলী বিপ্লবী জনসাধারণকে বলিষ্ঠভাবে প্রভাবিত করেছিল, বলশেভিকদের সপক্ষে এনে দিয়েছিল শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের অধিকতর সমর্থন। মে মাসের মাঝামাঝি এই সোভিয়েত ঘোষণা করেছিল যে ক্রনস্টাড্ট দুর্গে তারই অদ্বিতীয় ক্ষমতা, অস্থায়ী সরকারের কমিসার ভ. ন. পেপেলিয়ায়েভকে অপসারিত করে নির্দেশনামা জারী করেছিল যে শুধু পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা হবে। এই সিদ্ধান্ত সরকারকে ও আপসবাসীদের প্রচণ্ড আতঙ্কিত করে তুলেছিল, বিপ্লবী ক্রনস্টাড্টের বিরুদ্ধে তারা এক কুৎসা অভিযান শুরু করল। ক্রনস্টাড্ট সোভিয়েতের দৃষ্টান্ত অন্যান্য সোভিয়েত অনুসরণ করে। স্থানীয় সোভিয়েতগুলির চাপে অস্থায়ী সরকারের ৫০ জন গুবের্নিয়া কমিসারের মধ্যে ৩০ জনকে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং তাদের জায়গায় আনা হয় নির্বাচনভিত্তিক কমিসারদের; ৪৩৭ জন উয়েজদ কমিসারের মধ্যে ২৬০ জনকে অপসারিত করে তাদের জায়গায় অন্যদের আনা হয়।

কারখানা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে, বিশেষ করে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয়, বলশেভিকরা যথেষ্ট অগ্রগতি করে। ৩০ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত তাউরিদা প্রাসাদে অনুষ্ঠিত পেত্রগ্রাদ কারখানা কমিটিগুলির ১ম সম্মেলনে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। ৩৬৭টি কারখানা কমিটি থেকে ৫৬৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল, এটি ছিল ৩,৩৭,০০০-এর বেশি শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বমূলক। প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশ বলশেভিকদের পক্ষ সমর্থন করে। সম্মেলনের সামনে মূল বিষয় ছিল শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ; বলশেভিকরা তাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর সংঘটিত অন্তর্ঘাত আর লক-আউটের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র বলে মনে করত। সম্মেলনে লেনিন বক্তৃতা করেন এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর খসড়া করা একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। বহু উদ্যোগে, বিশেষ করে ধাতু ও সুতিবস্ত্র শিল্পে কারখানা কমিটিগুলি কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করে, কারখানাগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা অধ্যয়ন করে এবং পুঁজিপতিদের অন্তর্ঘাত বন্ধ করে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবিষয়ে সচেতন ছিল যে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ তাদের শাসনকে বিপন্ন করে তুলছে, তাই শ্রমিকদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের জায়গায় 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ' কায়েম করতে চেষ্টা করে। এই প্রশ্নেও মেনশেভিকরা তাদের সাহায্য করতে ছুটে আসে, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের নিন্দা আর 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে'র প্রশংসা করতে থাকে। স্বভাবতই

এবিষয়ে তারা একটি কথাও বলেনি যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের স্বার্থে হবে না, হবে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে। কারখানা কমিটিগুলির ১ম সম্মেলনে লেনিন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বুর্জোয়া মতবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সম্পর্কিত উপরোক্ত প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয় যে বিশৃঙ্খলা সাফল্যের সঙ্গে রোধ করা যায় যদি রাষ্ট্রক্ষমতা প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েতের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। (৩৭) সম্মেলনে ২৫ জন সদস্যবিশিষ্ট পেত্রগ্রাদের কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচিত হয়, এদের মধ্যে ১৯ জন ছিল বলশেভিক। অক্টোবর ১৯১৭ পর্যন্ত এই পরিষদ ছিল একটি জাতীয় সংস্থা এবং তা ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করেছিল। বলশেভিক পার্টির ন. আ. স্ক্রিপ্‌নিক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

পেত্রগ্রাদ সম্মেলনের অল্পকাল পরেই, ১৬-১৭ জুন তারিখে কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের কারখানা কমিটিগুলির এক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২ লক্ষ সুতাকল শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী ১৬৪টি কারখানা কমিটির প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেয়। কংগ্রেসে লক-আউটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে বলশেভিকদের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনুরূপ সম্মেলন ও কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ইভানভো-ভজনেসেন্‌স্ক, ইয়ারস্লাভ্‌ল ও অন্যান্য শহরে। এই সমস্ত সম্মেলন ও কংগ্রেসের পার্টিগত গঠনবিন্যাস ও সেখানে গৃহীত প্রস্তাবগুলির চরিত্র দেখায় যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বলশেভিক প্রভাব অনেক বেড়ে গিয়েছিল, আর মেনশেভিকদের প্রভাব কমেই

এপ্রিল ১৯১৭-র শেষ দিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা ১৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বলশেভিকদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যুরো নামে ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি। মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় ব্যুরো গঠিত হয়েছিল মস্কো ও পেত্রগ্রাদে। জুন মাসের মধ্যে এই সব ব্যুরোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫১, তার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল ১৪৭৫,৪২৯ জন সদস্যবিশিষ্ট ৯৬৭টি ট্রেড ইউনিয়ন।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া সম্মেলনে (২১-২৮ জুন) সারা দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার জন্য অস্থায়ী সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত হয়। অধিকন্তু, সম্মেলনে আপসপন্থীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে উৎপাদন নীতির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সংগঠিত করা সম্পর্কে বলশেভিকদের প্রস্তাবিত ধারাটি গৃহীত হয়। সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাজ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ও শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রস্তাবের ভাষায় ছিল আপসমূলক মনোভাব।

যুবসমাজ ও নারী শ্রমিকদের মধ্যে বলশেভিকরা প্রচণ্ড রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালায়। সেই ১৯১৭ সালের বসন্তকালেই গড়ে উঠতে থাকে প্রলেতারীয় যুব লিগগুলি। বলশেভিক পার্টি যুবসমাজের রাজনৈতিক অধিকারের সপক্ষে এসে

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, মস্কো ১৬ অক্টোবর, ১৯১৮ (ফোটো: প. ওত্‌সুপা)

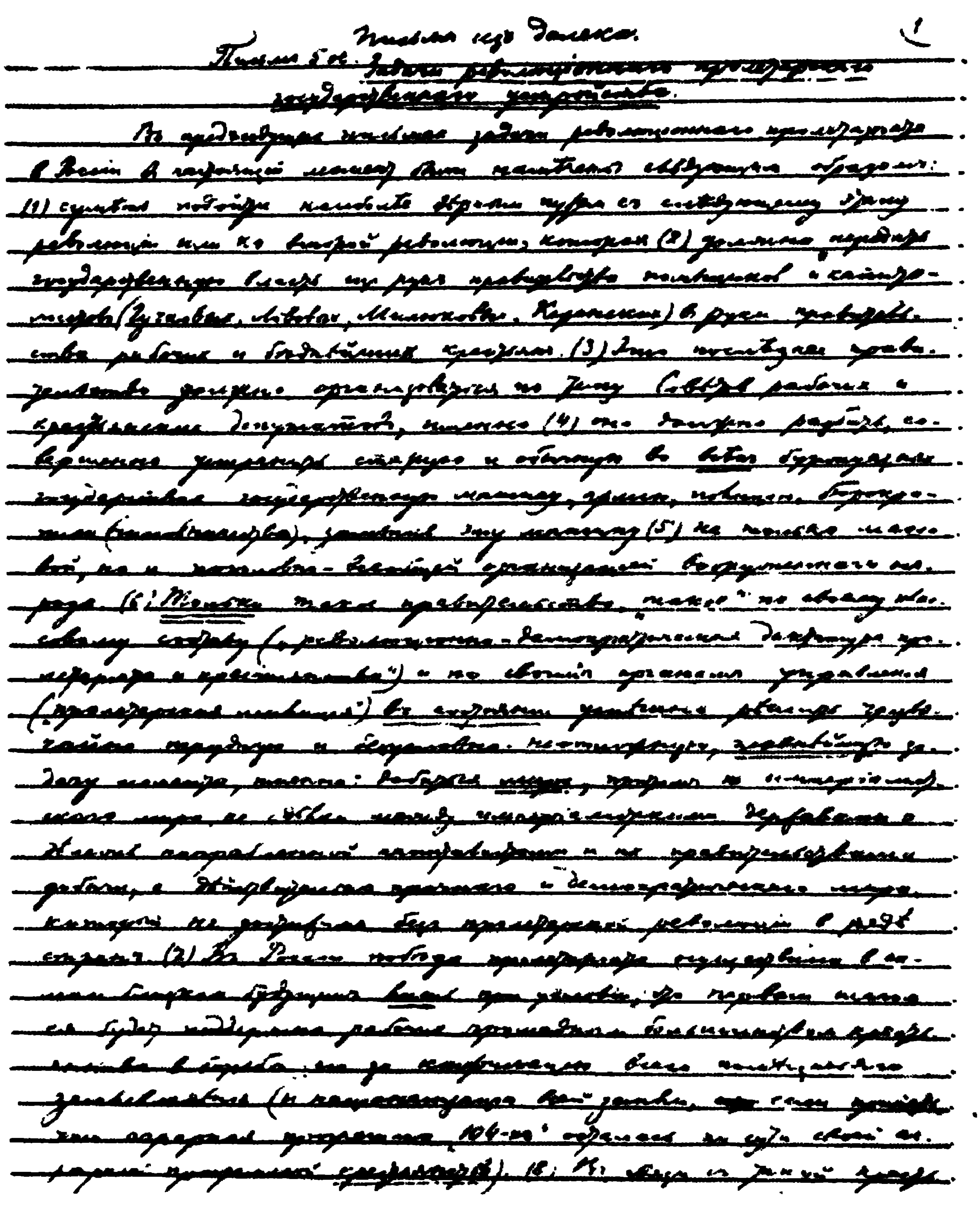

ভ. ই. লেনিন, 'দূর থেকে চিঠিপত্র'। ৫ম চিঠি, 'বিপ্লবী প্রলেতারীয় রাষ্ট্র নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ', পৃষ্ঠা ১, ২৬ মার্চ, ১৯১৭

Приказъ № 1.

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградскаго Округа всѣмъ солдатамъ гвардіи, арміи, артиллеріи и флота для немедленнаго и точнаго выполненія, а рабочимъ Петрограда для свѣдѣнія.

Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ постановилъ:

1) Во всѣхъ ротахъ, батальонахъ, полкахъ, паркахъ, батареяхъ, эскадронахъ и отдѣльныхъ службахъ разнаго рода военныхъ управленій и на судахъ военнаго флота немедленно выбрать комитеты изъ выборныхъ представителей отъ нижнихъ чиновъ вышеуказанныхъ воинскихъ частей.

2) Во всѣхъ воинскихъ частяхъ, которыя еще не выбрали своихъ представителей въ Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ, избрать по одному представителю отъ ротъ, которымъ и явиться съ письменными удостовѣреніями въ зданіе Государственной Думы къ 10 часамъ утра, 2-го сего марта.

3) Во всѣхъ своихъ политическихъ выступленіяхъ воинская часть подчиняется Совѣту Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и своимъ комитетамъ.

4) Приказы военной комиссіи Государственной Думы слѣдуетъ исполнять только въ тѣхъ случаяхъ, когда они не противорѣчатъ приказамъ и постановленіямъ Совѣта Рабочихъ и Солдат. Депутатовъ.

5) Всякаго рода оружіе, какъ то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должны находиться въ распоряженіи и подъ контролемъ ротныхъ и батальонныхъ комитетовъ и ни въ коемъ случаѣ не выдаваться офицерамъ, даже по ихъ требованіямъ.

6) Въ строю и при отправленіи служебныхъ обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но внѣ службы и строя, въ своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни въ чемъ не могутъ быть умалены въ тѣхъ правахъ, коими пользуются всѣ граждане.

Въ частности, вставаніе во фронтъ и обязательное отданіе чести внѣ службы отмѣняется.

7) Равнымъ образомъ отмѣняется титулованіе офицеровъ: ваше превосходительство, благородіе и т. п., и замѣняется обращеніемъ: господинъ генералъ, господинъ полковникъ и т. д.

Грубое обращеніе съ солдатами всякихъ воинскихъ чиновъ и, въ частности, обращеніе къ нимъ на «ты», воспрещается и о всякомъ нарушеніи сего, равно какъ и о всѣхъ недоразумѣніяхъ между офицерами и солдатами, послѣдніе обязаны доводить до свѣдѣнія ротныхъ комитетовъ.

Настоящій приказъ прочесть во всѣхъ ротахъ, батальонахъ, полкахъ, экипажахъ, батареяхъ и прочихъ строевыхъ и нестроевыхъ командахъ.

Петроградскій Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ১ নং নির্দেশ, ১ মার্চ, ১৯১৭

পেত্রগ্রাদের তাউরিদা প্রাসাদে লেনিন তাঁর 'এপ্রিল থিসিস' ঘোষণা করছেন, ৪(১৭) এপ্রিল, ১৯১৭

পেত্রগ্রাদের প্রাসাদ চকে বলশেভিকদের সংগঠিত এক সমাবেশে 'প্রাভদা' বিক্রি করা হচ্ছে, ২১ এপ্রিল, ১৯১৭

এপ্রিল ১৯১৭-তে একটি মিছিলে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈনিকরা

শোভাযাত্রীদের একটি সারি, পেত্রগ্রাদ, ১৯১৭

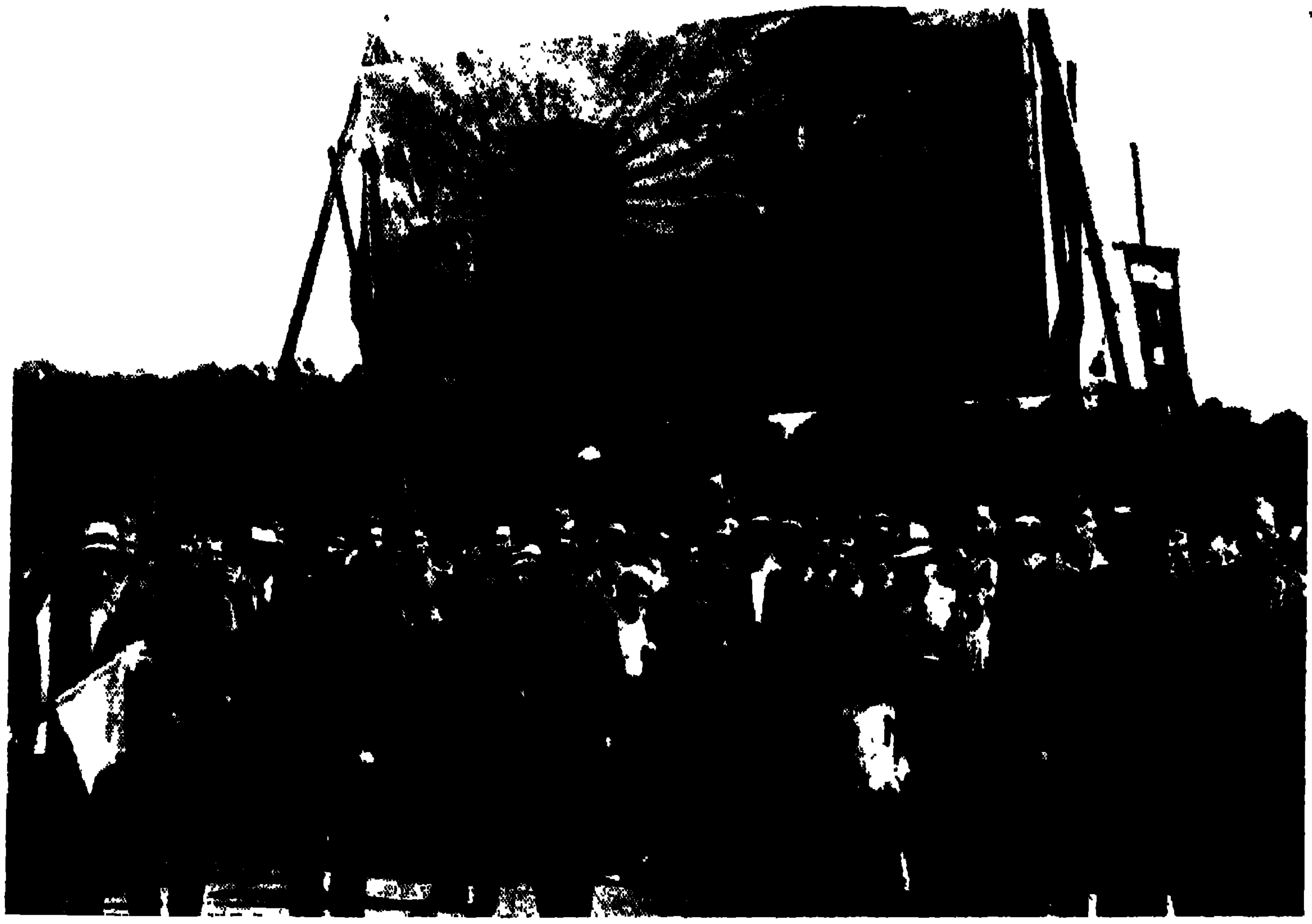

পেত্রগ্রাদ কামান কারখানার শ্রমিকদের মিছিল, ১৯১৭

১৮ জুন (১ জুলাই), ১৯১৭ তারিখে পেত্রগ্রাদে মিছিল

পেত্রগ্রাদের মার্সোভো ময়দানে পেত্রগ্রাদের মেহনতি মানুষের মিছিল, জুলাই ১৯১৭

দাঁড়ায় এবং ১৮ ও ১৯ বছরের তর্ণ ও তর্ণীদের ভোটাধিকারের জন্য ব্যাপক অভিযান চালায়। মস্কোর বলশেভিক সংবাদপত্র 'সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' লেখে: 'সরকার যখন ১৮-১৯ বছরের ছেলেদের ট্রেঞ্চে পাঠাচ্ছে, তখন তাদের রাজনৈতিক অধিকার না-দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।' এই অভিযানের ফলে ২০ বছর বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

মে ১৯১৭-তে জেলা ও শহর দুমাগুলিতে নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। জারের আইন অনুযায়ী নির্বাচিত পুরনো দুমাগুলিতে ছিল প্রধানত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা এবং দুমাগুলি কাজ করত তাদের স্বার্থে। স্থানীয় স্ব-প্রশাসনের সংস্থাগুলি এই সর্বপ্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতে চলেছিল। অস্থায়ী সরকার নির্বাচনী অভিযানকে নিছক স্থানীয় অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় পর্যবসিত করার উপরে নির্ভর করেছিল। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই নির্বাচনকে স্থানীয় স্ব-প্রশাসন ব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কারের জন্য নিছক অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। বলশেভিকরা এই নির্বাচনকে ব্যবহার করেছিল জনগণকে সমবেত করার জন্য, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য এবং সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

লেনিন তিনটি প্রধান বিষয় সূত্রায়িত করে দেন, সেগুলিই ছিল বলশেভিক নির্বাচনী-মঞ্চের মূল কথা এবং সংস্কারকর্মের তালিকায় সেগুলি ছিল শীর্ষে। সেগুলি হল:

১। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানো চলবে না...

২। পুঁজিবাদী সরকারকে সমর্থন করা চলবে না।

৩। পুলিস পুনর্বহাল করা চলবে না, তার জায়গায় অবশ্যই আনতে হবে জনগণের এক মিলিশিয়া। (৩৮)

বুর্জোয়াশ্রেণীও এক নিবিড় নির্বাচনী অভিযান শুরু করে। কাদেত পার্টির জয় সুনিশ্চিত করার জন্য সমগ্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়। প্রয়োগ করা হয় পরীক্ষিত বুর্জোয়া পদ্ধতি: জালিয়াতি, মিথ্যাচার, ঘুষ দেওয়া, ইত্যাদি। বুর্জোয়াশ্রেণী যাদের বিশ্বাস করত না এমন বহু শ্রমিক ও সৈনিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। কাদেতরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে অপারগ হয়। পেত্রগ্রাদে তারা এবং অন্যান্য বুর্জোয়া পার্টি মাত্র ২৫ শতাংশ ভোট পায়, রাজধানীর একটিও জেলা দুমাতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায়নি। জেলা দুমাগুলির ৮০৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৬ জন নির্বাচিত হন বলশেভিক পার্টির তালিকা থেকে। মস্কো শহর দুমাতে কাদেতরা পায় ৩৪টি আসন, বলশেভিকরা ২৩টি, মেনশেভিকরা ২৪টি এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ১০৬টি। ১ অগস্টের মধ্যে ২৭৬টি শহরে নির্বাচন হয়ে যায়। এই নির্বাচনে

প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে, বলশেভিক পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, বুর্জোয়াশ্রেণীকে অবিশ্বাস করলেও ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আপসকামী পার্টিগুলিকে সমর্থন করতে থাকে। অধিকাংশ শহরেই এই নির্বাচনে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দুমাগুলিতে প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে।

দুমাগুলিতে বলশেভিকরা সংখ্যালঘু হলেও তারা সেগুলিকে ব্যবহার করে কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজে এবং তার দ্বারা জনগণের সমর্থন লাভের কাজে। মস্কো শহর দুমার বলশেভিক গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ই. ই. স্ক্ভর্ৎসভ-স্তেপানভ লিখেছেন যে, নিজের ক্ষুদ্র সংখ্যাগত শক্তিতে বিচলিত না-হয়ে আমাদের গোষ্ঠীটি আঘাতের পর আঘাত হেনেছিল। একেবারে শুরু থেকেই হয়ে উঠেছিল তিক্ত সংগ্রামের কেন্দ্র। এবং এই সংগ্রাম সে এত প্রবলভাবে চালিয়েছিল যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক চলার সময়ে ভিতরে ঢুকে কী ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টায় দুমা ভবনের বাইরে বিপুল জনতা সমবেত হত... কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের বাস্তব প্রস্তাবগুলি একের পর এক উত্থাপন করেছি: সমস্ত প্রাক্তন রাজকীয় সম্পত্তির অবিলম্বে বাজেয়াপ্তকরণ ও দরিদ্র জনগণের স্বার্থে তার সদ্ব্যবহার; গির্জা ও মঠের সমস্ত সম্পত্তি ও পুঁজি অবিলম্বে শহরের কাছে হস্তান্তর করা; বসত অঞ্চলগুলির জন্য এক ধরনের রেশন-ব্যবস্থা চালু করা।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অব্যবহিত পরে শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে সৈনিকদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে বলশেভিকরা রণাঙ্গনে ও রণাঙ্গনের পিছনে সৈনিকদের মধ্যে তীব্র আন্দোলন চালিয়েছিল। অধিকাংশ সৈনিক ছিল কৃষক, এবং কৃষকসমাজের এই অগ্রসর ও সশস্ত্র অংশকে সপক্ষে টানার এই অভিযান ছিল শহুরে ও গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়ামক বিষয় হিসেবে কৃষকদের দরিদ্রতম অংশের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীর জন্য সংগ্রাম। সেই সময়ে সৈনিকদের মধ্যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের যথেষ্টই প্রভাব ছিল। সেনাবাহিনীর, রণাঙ্গনের এবং সৈনিকদের অন্যান্য কমিটির গঠনবিন্যাসে তা দেখা গেছে। সৈন্যরা তখনও এই পার্টিগুলির একথা বিশ্বাস করত যে স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই।

সেনাবাহিনীকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের এক সক্রিয় উপাদানে পরিণত করার জন্য সৈনিকদের আপসবাদী পার্টিগুলির, প্রধানত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির কাছ থেকে সরিয়ে আনা দরকার ছিল। সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বলশেভিকদের আন্দোলনের মূল কথা। বলশেভিকরা

ব্যাখ্যা করে বলে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ করার এবং কৃষকদের স্বার্থে কৃষি সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র পথ।

সৈনিকদের প্রলেতারিয়েতের দিকে টেনে আনার ব্যাপারে বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) পেত্রগ্রাদ কমিটি শহরের গ্যারিসনে কাজ করার জন্য মার্চ ১৯১৭-তেই তার সামরিক সংগঠন তৈরি করেছিল। তার প্রধান ছিলেন ন. ই. পদ্‌ভইস্কি। পরে, মস্কো, ভরোনেজ, তুলা এবং যেখানে গ্যারিসন আছে এরকম অন্য বহু শহরে অনুরূপ সংগঠন তৈরি করা হয়। ১৫ মে তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক সংগঠনের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক ব্যুরোতে পরিণত করে এবং 'সল্‌দাৎস্কায়া প্রাভদা' সংবাদপত্রটি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় ও পেত্রগ্রাদ কমিটির মুখপত্রে পরিণত হয়। সৈনিকদের মধ্যে এই পত্রিকাটি ছিল বহুলপ্রচারিত এবং তাদের উপরে তার বিপুল প্রভাব ছিল। সামরিক সংগঠন রণাঙ্গনের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেমন, জুন মাসে পেত্রগ্রাদে সামরিক ব্যুরোকে প্রত্যহ রণাঙ্গন থেকে আসা ৩০০-র বেশি প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে হত। সামরিক ব্যুরোর কাজের একটা সুস্পষ্ট ছবি দেওয়া হয়েছে ব্যুরোর অন্যতম সদস্য ম. স. কেদ্রভের স্মৃতিকথায়: 'সদর দপ্তর ছিল ক্‌শেসিন্‌স্কি প্রাসাদে, রীতিমত মৌচাকের মতো কর্মচঞ্চল। স্রোতের মতো সৈনিকরা আসত সকাল থেকে, সে স্রোত শেষ হত না গভীর রাত পর্যন্ত। সব সময়ে চলত সম্মেলন আর সভা। অনুরোধ আসত আজকের জন্য, আগামী কালের জন্য, আগামী পরশুর জন্য সমাবেশে ভালো আন্দোলন-সংগঠক বক্তা দিতে হবে।' .

'প্রাভদা' নামে সৈনিকদের একটি ক্লাব ক্‌শেসিন্‌স্কি প্রাসাদে সংগঠিত করা হয়; সেটি সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সংঘ প্রচারকারীদের জন্য বক্তৃতা, সেমিনার, শ্রমিকদের সঙ্গে এবং রণাঙ্গন থেকে আসা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক-সভা প্রভৃতির আয়োজন করত। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে ন. ই. পদ্‌ভইস্কি বলেন যে, সৈনিকদের ক্লাবটি ছিল যেন এক রসায়নাগারের পাত্র, যার মধ্যে সৈনিকদের তাড়াতাড়ি সত্যকে দেখতে শেখানো হত; সেখানে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে আমাদের মত-পথের পার্থক্য তারা আলোচনা করত এবং বলশেভিকদের প্রতি সমর্থনের এক ক্রমবর্ধমান চেহারা সেখানেই গড়ে উঠেছিল। এই ক্লাবে ভ. ই. লেনিন প্রায়শই সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন। বলশেভিক আ. আলেক্সেয়েভ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, তাঁর বক্তৃতা শোনার পর খুব কম্ লোকই বলশেভিক অথবা দরদী না-হয়ে থাকতে পারত। পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে বলশেভিক প্রভাব দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। মে মাসে রুশ

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠনের প্রায় ৬,০০০ সদস্য ছিল, তাদের প্রতি ছিল পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের বেশ বড় একটা অংশের সমর্থন।

মস্কোয় বলশেভিকরা এপ্রিল মাসে ৫৫তম, ৫৬তম ও ৮৫তম পদাতিক সংরক্ষিত বাহিনীতে পার্টি সেল গঠন করে। পেত্রগ্রাদের মতোই, সামরিক সংগঠন পরিচালিত সৈনিকদের ক্লাব হয়ে ওঠে সৈনিকদের মধ্যে কাজের কেন্দ্র। ক্লাবের সদস্যরা ব্যারাকে-ব্যারাকে কাজ করে, সভায়-সমাবেশে বক্তৃতা করে, বলশেভিকদের কর্মসূচি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে, জমির প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে। মস্কোর শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের অধিকাংশ সোভিয়েতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্য ছিল, তারা সৈনিকদের মধ্যে বলশেভিকদের প্রভাব নষ্ট করতে চেষ্টা করে এবং তারা যাতে ব্যারাকে যেতে না-পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। 'আমাদের গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হল না বটে, কিন্তু উঁচু বেড়াগুলো কোনো বাধা ছিল না' — স্মৃতিচারণ করে একথা বলেছেন ইয়ে. ইয়ারোস্লাভস্কি, সে সময়ে তিনি ছিলেন মস্কোয় সৈনিকদের মধ্যে একজন আন্দোলন-সংগঠক। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো কমিটির সামরিক ব্যুরোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল রণাঙ্গনের সঙ্গে। আড়াই মাসের মধ্যে ব্যুরো রণক্ষেত্র থেকে আসা ৮৩৮ জন সৈনিকের সঙ্গে দেখা করেছিল। মে ও জুন মাসে ব্যুরো রণক্ষেত্রে রোজ ৩,০০০ কপি সংবাদপত্র ও ১,০০০ কপি প্রচারপুস্তিকা পাঠিয়েছিল, এগুলি বিলি করা হয়েছিল বিনামূল্যে।

বলটিক নৌবহরের নাবিকদের মধ্যে বলশেভিকদের দৃঢ় সমর্থন ছিল। ব. আ. জেমচুজিন, ভ. ন. জালেজস্কি, ম. গ. রোশাল ও অন্যান্য প্রবীণ পার্টির পদাধিকারী ব্যক্তি হেলসিংফোর্সে (বর্তমানে হেলসিংকি) সক্রিয় ছিলেন। ভ. ন. জালেজস্কি লিখেছেন যে, আমাদের আন্দোলন-সংগঠক বক্তারা সাধারণত দিনে দুবার জাহাজের উপরে অথবা জমিতে অবস্থিত ইউনিটগুলিতে বক্তৃতা দিত, আর সপ্তাহে একবার, সাধারণত রবিবারে, আমরা প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করতাম। ত্সেনত্রোবল্ট (বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি) কার্যত নৌবহরের অফিসারদের ও কম্যাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করত, এটি ছিল বলশেভিক প্রভাবাধীন।

রণাঙ্গনগুলিতে, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক কাজ চালানো হয়েছিল। জুলাই ১৯১৭-র শেষাশেষি, উত্তর রণাঙ্গনের ১২শ সেনাবাহিনীর সামরিক সংগঠনে ছিল প্রায় ১৮০০ জন বলশেভিক এবং সৈনিকদের মধ্যে এই সংগঠন ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। এই সংগঠন 'অকোপ্নায়া প্রাভদা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করত, সৈনিকরা সেটি সাগ্রহে পড়ত। সৈনিকরা অচিরেই আপসকামী পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসতে শুরু করে। ২৩ জুন তারিখে কেরেনস্কির কাছে প্রেরিত এক বার্তায়

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জেনারেল ব্রুসিলভ লিখেছিলেন যে উত্তর রণাঙ্গনের ৫ম সেনাবাহিনীর অনেকগুলি ইউনিটে চরম অশান্তি চলছে, আর কোনো কোনো রেজিমেণ্টে লোকেরা প্রকাশ্যেই বলছে যে লেনিনই তাদের একমাত্র কর্তা।

রণাঙ্গনের পিছনের গ্যারিসনগুলির সৈনিকরা রণাঙ্গনে বলশেভিক প্রভাব বাড়াতে অনেকখানি সাহায্য করে। শ্রমিকশ্রেণীর পরিবেশ থেকে আসার ফলে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করার ফলে সৈনিকরা বলশেভিক আদর্শ গ্রহণ করে এবং রণাঙ্গনে তা প্রচার করে। এরকম সৈনিক ছিল অনেক। এপ্রিল থেকে জুন ১৯১৭---এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্যারিসনের সংরক্ষিত ইউনিট থেকে অন্তত ৭৫০,০০০ জন সৈনিককে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। এদের বেশির ভাগই রণাঙ্গনে সৈনিকদের মধ্যে প্রলেতারীয় প্রভাবের সক্রিয় প্রবক্তা হয়ে ওঠে।

১৬-২৩ জুন পেত্রগ্রাদে রণাঙ্গনের এবং পশ্চাদ্ভাগের বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলির এক সারা-রাশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সৈনিকদের বলশেভিক-প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এই সম্মেলনের তাৎপর্য ছিল এই যে এটিই ছিল সমস্ত রণাঙ্গন থেকে বলশেভিক প্রতিনিধিদের প্রথম সমাবেশ। প্রতিনিধিরা ৪৩টি রণাঙ্গনের ও ১৭টি পশ্চাদ্ভাগের সামরিক সংগঠনের ২৬,০০০ বলশেভিকের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

লেনিনের বক্তৃতা শোনার জন্য তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করে ছিল। ২০ জুন তারিখে লেনিন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি বলেন যে জনসাধারণ এখনও অনুসরণ করছে বলশেভিকদের নয়, বরং আপসকামীদেরই। তিনি বলেন, এর ফলে উপযুক্ত সময়ের আগেই কোনো তৎপরতা না-চালানো, শক্তি সংহত করা এবং সোভিয়েতসমূহের মধ্যে বলশেভিক প্রভাব সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া তিনি কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কেও বলেন। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বলশেভিক প্রভাব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এই সব সিদ্ধান্ত সৈনিকদের সপক্ষে টেনে আনার জন্য সংগ্রামের এক সমন্বিত কর্মধারা প্রণয়নে সামরিক সংগঠনগুলিকে সাহায্য করেছিল। সম্মেলনে সারা-রাশিয়া সামরিক ব্যুরো নির্বাচিত হয়; তার চেয়ারম্যান ছিলেন ন. ই. পদ্ভইস্কি, এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো, ম. স. কেদ্রভ, ক. আ. মেখোনশিন ও ভ. ই. নেভস্কি।

বলশেভিক প্রচার-আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধাজনক ক্ষেত্রটি ছিল গ্রামাঞ্চল। কৃষকদের অজ্ঞতা, অনৈক্য ও দুর্দশা, এবং প্রায় সার্বিক নিরক্ষরতা গ্রামাঞ্চলগুলিতে ব্যাখ্যামূলক কাজকে ভীষণভাবে ব্যাহত করেছিল। সংবাদপত্র ছিল সামান্যই, যেগুলি প্রকাশিত হত তার বেশির ভাগই চালাত কাদেতরা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা অথবা মেনশেভিকরা। দরিদ্রতম কৃষকরা সংবাদপত্র

পড়তে পারত না, বেশির ভাগ খবরই পেত রণাঙ্গন থেকে আসা চিঠিপত্রে। এই পরিস্থিতিতে দরকার ছিল বিশেষ ধরনের কাজ। এর একটি ধরন ছিল একই শহরের অধিবাসীদের সমিতি, এপ্রিল ও মে মাসে এগুলি পেত্রগ্রাদ, ক্রনস্টাড্ট ও অন্যান্য শহরে গড়ে উঠেছিল। এই সমিতিগুলিতে একই অঞ্চলের ভোলস্ত, উয়েজদ, গুবেনির্য়ার শ্রমিক ও সৈনিকরা একত্র হয়েছিল। তারা গ্রামে পুস্তিকা, সংবাদপত্র ও প্রতিনিধিদের পাঠাত। জুলাই মাসের মধ্যে পেত্রগ্রাদস্থিত সমিতিগুলিতে ২১টি গুবেনির্য়া থেকে ৩০,০০০-এর বেশি সদস্য ছিল।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাও এই সমিতিগুলিতে সক্রিয় ছিল। সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় ব্যুরোতে ছিল সাতজন বলশেভিক এবং দুজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। সম্মিলিতভাবে প্রণীত নিয়মাবলীর একাংশে বলা হয়েছিল: 'অ-পক্ষভুক্ত সংগঠন হলেও, যারা সমস্ত জমির বাজেয়াপ্তকরণ ও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জনগণের হাতে তার হস্তান্তর দাবি করে, সমিতিগুলি সেই সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির কর্মসূচি মেনে চলে।'

কৃষকদের কাছে নিজেদের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে নিজেদের দিকে টেনে আনার জন্য বলশেভিকরা কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসকে কাজে লাগায়। কৃষকদের জীবনে এই কংগ্রেস ছিল একটা বড় ঘটনা। ৪ মে তারিখে পেত্রগ্রাদে আরব্ধ এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল ১,১১৫ জন প্রতিনিধি, যাদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের, ৪৬৫ জন ছিল অ-পক্ষভুক্ত প্রতিনিধি এবং বলশেভিক ২০ জনের বেশি নয়। অধিকাংশ প্রতিনিধি অস্থায়ী সরকারের অনুকূলে মত প্রকাশ করে; এই মনোভাব গ্রহণে তারা অংশত চালিত হয়েছিল আলবের তমা, এমিল ভাণ্ডের্ভেল্ডে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তরফ থেকে আসা অন্যান্য সামাজিক-বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা। কংগ্রেসে এরা দাবি করে যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের শ্রমজীবী জনগণ চায় যে যুদ্ধ চলুক, যাতে জার্মানদের চূর্ণবিচূর্ণ করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

অসুস্থ থাকায় লেনিন কংগ্রেসের উদ্বোধনে যোগ দিতে পারেননি। তিনি একটি খোলা চিঠি পাঠান, তাতে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কৃষকদের দুশ্চিন্তা ঘটাচ্ছে, যেমন — জমি, যুদ্ধ ও ক্ষমতা — সেগুলি সম্পর্কে বক্তব্য লেখেন। কৃষকদের যারা বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে সংবিধান সভা আহূত হওয়ার পর তারা জমি পাবে, সেই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের স্বরূপ তিনি উদ্ঘাটন করেন এবং কৃষকদের অবিলম্বে জমি দখল করার আহ্বান জানান। ২২ মে তারিখে যথেষ্ট সুস্থ বোধ করায়, লেনিন কংগ্রেসে যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, বলেন: '...আমরা চাই একটি মাস, একটি সপ্তাহ এমনকি একটি দিনও নষ্ট না করে কৃষকরা এখনই ভূসম্পত্তি গ্রহণ করুন।'

(৩৯) কৃষকদের উদ্দেশে অবিলম্বে সংগঠিতভাবে ভূসম্পত্তি দখল আরম্ভ করার আহ্বান জানিয়ে লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে জমি ও শান্তির প্রশ্নটির সমাধান অর্জন করা যেতে পারে একমাত্র শ্রমিকদের, এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রীর মধ্য দিয়ে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

কংগ্রেসে যোগদানকারী বলশেভিক আ. প. কুচকিন স্মৃতিচারণ করেছেন: 'প্রথমে দক্ষিণপন্থী আসনগুলি থেকে বাধাদানের চেষ্টায় কিছু গোলমাল হয়েছিল। কিন্তু তার পরে তারা চুপ করে যায়। প্রতিনিধিরা, বিশেষ করে কৃষকরা উন্মুখ হয়ে লেনিনের অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করতে থাকে। তাদের একটু উঁচুতে মঞ্চের উপরে তিনি একবার পিছিয়ে যাচ্ছেন আবার সামনের দিকে আসছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর সতেজ এবং তাঁর কথাগুলি বাহুল্যবর্জিত ও স্পষ্ট, সকলের কাছেই বোধগম্য।

'তিনি যখন বক্তৃতা দেওয়া শেষ করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁকে সাধুবাদ জানায়। এমনকি যারা সেই সাধুবাদে যোগ দিয়েছিল তাদের কাছেও এটা অপ্রত্যাশিত ছিল: লেনিনের বক্তৃতায় তারা মোহিত হয়ে গিয়েছিল।'

লেনিন যে রেখাপাত করেছিলেন তা হাল্কা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সভাপতিমণ্ডলী দুদিনের জন্য কংগ্রেসের বিরতি ঘোষণা করেন। নিভৃত আলাপে প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার পর আপসপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অস্থায়ী সরকারের প্রতি এক আস্থাসূচক প্রস্তাব, 'চূড়ান্ত বিজয়' পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি চেতনায় জমি সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আভ্ক্সেন্তিয়েভের নেতৃত্বে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ত্রুদোভিক—ও গণ-সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি সম্মেলনে নির্বাচিত হয়।

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কৃষকদের তুষ্ট করতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতাদের সাহায্য করেনি। কৃষক অসন্তোষ এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্পকাল পরেই আরব্ধ ভূসম্পত্তির জবরদখল ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে। মার্চ ১৯১৭-তে কর্তৃপক্ষ যেখানে ভূমি আইন ১২ বার 'লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনা' নথীবদ্ধ করেছিল, সেখানে এপ্রিল মাসে এরকম ঘটনা ঘটেছিল ১৬৩টি, মে মাসে ৫১২টি, জুন মাসে ৮৫৫টি এবং জুলাই মাসে ৭৬৭টি।

সবচেয়ে বেশি অসন্তোষ দেখা গিয়েছিল মধ্য রাশিয়ায়, ভূমিদাস প্রথার জের যেখানে দৃঢ়মূল ছিল। মার্চ-জুলাই মাসে কৃষক আন্দোলনের প্রধান ধরনগুলি ছিল: জমি, তৃণভূমি ও গোচারণ ভূমি দখল (৩৫·৩ শতাংশ), গবাদি পশু ও উপকরণ, বীজ ও খড় দখল (১৭ শতাংশ), কাঠ-কাটা ও ফসল-কাটার উপরে এক নিষেধাজ্ঞায় অভিব্যক্ত ভূস্বামী ও পুঁজিপতির মালিকানা স্বত্বের উপরে বিধিনিষেধ,

মিল ও খাদ্য-প্রক্রিয়ণ কারখানাগুলি দখল, খাজনা কমিয়ে দেওয়া এবং খাজনা-সংক্রান্ত চুক্তি বর্জন (প্রায় ২০ শতাংশ)।

ভূসম্পত্তি জবরদখল করা থেকে কৃষকদের মন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ২১ এপ্রিলের আইন অনুযায়ী যে কৃষক কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল, সেগুলি অস্থায়ী সরকারের সেই আশা পূর্ণ করতে পারেনি। কৃষকদের চাপে পড়ে এই সব কমিটির অনেকগুলিই ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, সমতাপূর্ণ স্বত্বের ভিত্তিতে শ্রমজীবী জনগণের হাতে জমি হস্তান্তরের জন্য সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিল।

গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম বেড়ে চলতে থাকে। কৃষকরা দেখতে পেল যে অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে, সেই সরকারের ভিতরকার মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছ থেকে তারা জমি পাবে না এবং কৃষি সমাধান হতে পারে একমাত্র বলশেভিকদের প্রস্তাবিত বিপ্লবী পদ্ধতিতেই।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের অভিঘাতে নিপীড়িত অ-রুশ জাতিগুলির সংগ্রামও তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রমিক ও কৃষকরা সমবেত হয় সোভিয়েতসমূহ ও জাতীয় বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির চারপাশে। মধ্য এশিয়ায় এই সংগঠনগুলি ছিল মুসলিম শ্রমিকদের সোভিয়েত ও ইত্তিফাক (শ্রমজীবী মুসলিমদের সমিতি)। তাতে শুধু যে শ্রমিক ও কারিগররাই ছিল তাই নয়, স্থানীয় উচ্চবর্গীয়দের নীতিতে অসন্তুষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এবং পেটি-বুর্জোয়া বর্গের ব্যক্তিরাও ছিল। শুরো-ইসলামপন্থী, উলেমাপন্থী ও আলাশোরদিন প্রভৃতি স্বাজাত্যবাদী সংগঠনগুলির সদস্যদের স্বরূপ তারা উদ্ঘাটন করে। ভোলগা অঞ্চলে মুসলিম সোশ্যালিস্ট কমিটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তাতার বুদ্ধিজীবিসমাজের গণতন্ত্রপ্রেমী ব্যক্তিদের ও শ্রমিকদের একাংশকে এই কমিটি ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

নিপীড়িত জাতিগুলির অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা প্রলেতারীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে বলশেভিক স্লোগানগুলিকে নিয়ে যায় জনসাধারণের কাছে—পার্টির কাঠামো ও রণকৌশলের মূলে যে প্রে   আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি নিহিত ছিল এ তারই বাঙ্ময় উদাহরণ। ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, বলটিক অঞ্চল, ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার শ্রমিক ও মেহনতি কৃষকরা যুদ্ধের অবসান ও ভূসম্পত্তির বিলুপ্তি দাবি করে। জাতিগত নিপীড়ন দূরীকরণ, তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিকাশ ও সকল জাতির সমানাধিকার তাদের একান্ত কাম্য ছিল। সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রেরিত ১০ জুন তারিখের এক তারবার্তায় বলা হয়েছিল: 'আমরা, দনেৎস্ক অববাহিকার আওয়েরবাখ খনির শ্রমিকরা জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অনুসৃত নিপীড়নের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই।'

সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণ রুশ শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। রুশ জনগণের কাছ থেকে

তাদের পৃথক করার জন্য স্থানীয় অ-রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচেষ্টার এক দৃঢ়পণ প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়। ১৬ জুন তারিখে কৃষকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতের ১ম কংগ্রেসে আগত ২০০ জন প্রতিনিধিবিশিষ্ট বেলোরুশ গোষ্ঠীটি এক প্রস্তাব পাস করে; তাতে বলা হয়: 'বেলোরুশিয়ার যে-জনসমষ্টি কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে বেলোরুশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ আমাদের অভিন্ন মাতৃভূমি রাশিয়া থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় না এবং বিচ্ছিন্নতার সকল প্রচেষ্টাকে তারা বেলোরুশিয়ার সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা এবং কৃষকদের জমি ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করে।' অস্থায়ী সরকারের বৃহৎ শক্তিসুলভ নীতির সুসংগত বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক পার্টি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের স্বরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে। বিপ্লব শ্রমজীবী জনগণকে শুধু সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদীদেরই নয়, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেও তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করতে শিক্ষা দিচ্ছিল।

৪। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস। জুন মাসের মিছিল

বিপ্লবী আন্দোলন যখন গতিবেগ সঞ্চয় করছিল এবং বলশেভিকরা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল, সেই সময়ে, ৩ জুন তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস শুরু হয় পেত্রগ্রাদে। এতে যোগ দিয়েছিল ১০৯০ জন প্রতিনিধি, তার মধ্যে ৮২২ জনের ছিল চূড়ান্ত ভোট এবং ২৬৮ জনের ছিল পরামর্শমূলক ভোট। প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যার মধ্যে ৭৭৭ জন তাদের পার্টিগত সম্পর্ক ঘোষণা করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল ১০৫ জন বলশেভিক, ২৮৫ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও ২৪৮ জন মেনশেভিক।

৩০৫টি সোভিয়েতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত এই ব্যক্তিরা ছিল ২ কোটি সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিভূ। তাদের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু আপসকামী জোটের নেতাদের পরিকল্পনায় তা ঢোকেনি। কোয়ালিশন সরকারের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন মেনশেভিক ম. লিবের (ম. ই. গোল্দ্‌মান); সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা

গ্রহণের সম্ভাবনা তিনি নাকচ করে দেন। তাঁকে সমর্থন করেন আরেকজন বিশিষ্ট মেনশেভিক, ডাক ও তার মন্ত্রী ই. গ. ত্সেরেতেলি; তিনি যুক্তি দেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির কোয়ালিশন দুর্বল হয়ে পড়লে কী সর্বনাশ হবে তার এক ভয়াবহ চিত্র এঁকে প্রতিনিধিদের তিনি ভয় দেখান। তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন এই বাণী দিয়ে যে রাশিয়ায় এমন কোনো রাজনৈতিক পার্টি নেই যে দেশের বর্তমানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, ভবিষ্যতের দায়িত্ব তো দূরের কথা। এর জবাবে লেনিন সভাকক্ষে তাঁর আসন থেকে বলে ওঠেন: 'এরকম একটা পার্টি আছে!' বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বিপ্লবের সাফল্যের জন্য, রাশিয়ার রূপান্তরের জন্য সংগ্রামের এক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বিবৃত করেন। দ্বৈত ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে সকল ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রতিনিধিবৃন্দের উদ্দেশে তিনি আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, এবং ঘোষণা করেন যে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার ভাগ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

তাঁর বক্তৃতা গভীর রেখাপাত করে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও মেনশেভিকরা তাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের লড়াইয়ে নামায়। কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন কেরেনস্কি, স্কোবেলেভ, চের্নোভ, দান এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যান্য সমর্থকরা। তারা দেখাতে চেষ্টা করে যে লেনিনের দেওয়া 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটি কাজে রূপায়ণের অসাধ্য। কংগ্রেসে প্রাধান্যসম্পন্ন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কোয়ালিশন সরকার গঠন অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব পাস করে। সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে বলশেভিক প্রস্তাবটি আবার পরাস্ত হয়।

৯ জুন তারিখে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেনিন তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করেন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের, যারা অন্য দেশের জনগণকে আহ্বান জানায় তাদের জার, রাজা আর ব্যাঙ্কারদের উচ্ছেদ করার জন্য, অথচ যারা সমর্থন করছে নিজেদের দেশের বড় বড় পুঁজিপতিদের। লেনিন বলেন, যে-সরকারে পুঁজিপতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতা যতদিন সেই সরকারের হাতে থাকবে, ততদিন সে 'রাশিয়ায় দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের সম্পাদিত চুক্তিগুলিকে পুরোপুরি সমর্থন করে, এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বৈদেশিক নীতি' অনুসরণ করবে। (৪০) যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পথ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আগত বলশেভিক এনসাইন ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো কংগ্রেসে বলেন যে সৈনিকরা আর লড়াই করতে ইচ্ছুক নয়। সভাপতিমণ্ডলীতে উপবিষ্ট কেরেনস্কির চোখে চোখ রেখে তিনি বলেন: 'আমি তাদের আক্রমণ শুরু করার ডাক দেবো না।'

কিন্তু, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যুদ্ধ ও ও শান্তির প্রশ্নে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল। রণক্ষেত্রে

আক্রমণ-অভিযানের সুপারিশ অনুমোদিত হয় ১২ জুন তারিখে। আক্রমণ-অভিযানের সময়-সারণি এখন স্থির করবে সরকার। ১২ জুন তারিখে কংগ্রেসে গঠিত এক খসড়া প্রস্তাবে বলশেভিক অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। বলশেভিকরা দাবি করে, আক্রমণের প্রস্তুতি যারা চালাচ্ছে সেই প্রতিবিপ্লবীদের কংগ্রেসে অবিলম্বে প্রতিহত করা হোক। কিন্তু আক্রমণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠ। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজেদের তারা ফেলে অসুবিধাজনক অবস্থায়: বুর্জোয়াশ্রেণীর আক্রমণের দাবি অস্বীকার করার অর্থ তাদের সঙ্গে মৈত্রী ভাঙা, আবার তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষকদের চোখে নিজেদের বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষক পার্টি হিসেবে স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা। শেষোক্ত পন্থা তারা গ্রহণ করেছিল এই আশায় যে প্রতিরক্ষাবাদী ভাবাবেগ এখনও প্রবল থাকায় সৈন্যরা আক্রমণ-অভিযানে জড়িত হতে রাজী হবে।

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালীন, পেত্রগ্রাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক ও সৈনিকদের একটি মিছিল হয়, এরা চেয়েছিল কংগ্রেস ক্ষমতা গ্রহণ করুক। অস্থায়ী সরকারের নীতির দরুন শ্রমিকদের মধ্যে যে ক্রোধের আগুন জ্বলছিল তা ফেটে পড়তে চলেছিল এক প্রকাশ্য সংগ্রামে। জারের অধীনে উচ্চপদাধিকারী প. দুরনোভোর গ্রামের বাড়িটি দখল করার আদেশ দিয়ে অস্থায়ী সরকার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তোলে। এখন এই বাড়িটিকে ব্যবহার করছিল বিভিন্ন শ্রমিকদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও একটি শ্রমিকদের ক্লাব। এই আদেশের প্রতিবাদে ভিবর্গ জেলার শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে। পর দিন ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে ২৮টি কারখানায়। দুরনোভোর বাড়ি দখল এই সংগ্রামের আগুন জ্বালানোর পক্ষে শুধু স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিল। সৈনিকরাও অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ঘৃণায় জ্বলছিল, তারা শুধু তা প্রকাশ করার সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিল।

জনগণের মেজাজ বলশেভিকরা জানত এবং তা গ্রাহ্য করেছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটি, সামরিক সংগঠন এবং পেত্রগ্রাদের সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তভাবে ১০ জুন তারিখে এক শান্তিপূর্ণ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারখানা কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। আপসকামী পার্টিগুলি এই গণ তৎপরতাকে নষ্ট করার পরিকল্পনা করেছিল। লেনিন সেই সময়ে লিখেছিলেন: 'বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপসরফায় জড়িয়ে-পড়া এবং এক আক্রমণাভিযানের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বাঁধা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল. অনুভব করতে পারছিল যে জনসাধারণের মধ্যে তারা তাদের প্রভাব হারাচ্ছে।

মিছিলের বিরুদ্ধে একটা প্রচন্ড তর্জন-গর্জন উঠল, আর এই তর্জন-গর্জনে যোগ ছিল প্রতিবিপ্লবী কাদেতরা, এবারে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে একযোগে।' (৪১) সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে আপসপন্থীরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে মিছিল নিষিদ্ধ করে এক প্রস্তাব পাস করিয়ে নিল। এ ছিল জনগণের বিপ্লবী অধিকারের উপরে নগ্ন আক্রমণ। কিন্তু, বলশেভিকরা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। বুর্জোয়াশ্রেণী, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াইয়ের জন্য জনগণ তখনও প্রস্তুত ছিল না। একথা বিবেচনা করে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ৯-১০ জুনের রাত্রে মিছিল বাতিল করে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনগণকে অতি কষ্টে মিছিল করা থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু আপসপন্থীরা এক 'বলশেভিক সামরিক ষড়যন্ত্রের' প্ররোচনামূলক গুজব ছড়ায়, এই ষড়যন্ত্র নাকি বিপ্লবকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই প্ররোচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ত্সেরেতেলি পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার এবং পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের যে অংশটি বলশেভিক-প্রভাবিত সেটিকে তৎক্ষণাৎ ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেন।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠীর ব্যুরোর নির্দেশ অনুসারে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে এক বিবৃতি দিয়ে ভ. প. নগিন ঘোষণা করেন: 'এই প্ররোচনামূলক নীতির সমস্ত পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন থেকে, বিপ্লবের উপরে অস্থায়ী সরকারের এই পিছন থেকে আক্রমণকে আমরা সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সামনে এবং বিপ্লবের সমর্থক জনসাধারণ, প্রধানত প্রলেতারীয়দের সামনে, কলঙ্কজনক বলে ধিক্কার জানাচ্ছি।' কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করছিলেন মেনশেভিক ইয়ে. প. গেগেচকরি, তিনি নগিনকে বাধা দিয়ে বলশেভিক বিবৃতিটি পড়া বন্ধ করার আদেশ দেন। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের কালপর্বে, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা তখনও পর্যন্ত যেখানে গণতান্ত্রিক ভাবভঙ্গি বজায় রেখে চলছিলেন, সে সময়ে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কংগ্রেসে যে বিবৃতিটি মাঝ পথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেটি 'প্রাভদায়' প্রকাশ করা হয়।

মিছিল নিষিদ্ধ করলেও, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা শ্রমিক ও সৈনিকদের ক্রোধ উপলব্ধি করতে অপারগ হননি। ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের যেসব প্রতিনিধি তখন পুতিলভ, 'স্তারি পারভিয়াইনেন', 'নোভি লেসনার' এবং রাজধানীর অন্যান্য কারখানা ঘুরে দেখছিল তারা জানায় যে সর্বত্রই তারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অসন্তোষ লক্ষ করেছে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা কৌশল খাটাতে শুরু করলেন, ১৮ জুন তারিখে এক মিছিল

করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা; এই মিছিলের স্লোগানে অস্থায়ী সরকারের প্রতি আস্থা এবং রণাঙ্গনে আক্রমণাভিযানের প্রতি অনুমোদন প্রকাশ করা হবে। সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের নামে সেনাবাহিনীর প্রতি এক আবেদন প্রচার করা হয়, তাতে সৈনিকদের নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে তাদের দেশের স্বাধীনতা ও সুখের জন্য সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানানো হয়। বলশেভিকরা এই মিছিলের নেতৃত্ব করতে কৃতসংকল্প হয়ে সক্রিয় প্রস্তুতি শুরু করে।

১৮ জুন তারিখে শোভাযাত্রীদের এক অন্তহীন স্রোত চলে মার্স ফিল্ডে বিপ্লবের শহীদদের সমাধিস্থলের দিকে।পেত্রগ্রাদে সমস্ত কারখানা ও অফিস বন্ধ থাকে, পথের যানবাহন স্তব্ধ হয়ে যায়। মিছিলে শত শত লাল পতাকা হাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিক অংশগ্রহণ করে। বিপ্লবের শহীদদের সমাধির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে শোভাযাত্রীরা পতাকা অবনত করে। 'রাজ্যগ্রাস ব্যতিরেকে শান্তি চাই!' ও 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগান ধ্বনিত হয়। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যা প্রত্যাশা করতে পারেনি, পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকরা একটিও সারি থেকে অস্থায়ী সরকারের প্রতি আস্থার স্লোগান শোনা যায়নি। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষে এ ছিল এক বিরাট আঘাত।

এই মিছিল বলশেভিকদের প্রতি শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়া সমর্থন এবং বলশেভিক স্লোগানগুলির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। লেনিন লিখেছেন: 'বলশেভিক ষড়যন্ত্রকারী সংক্রান্ত বাজে কথাকে এই মিছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একমুঠো ধুলোর মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল এবং চরম স্বচ্ছতার সঙ্গে দেখাল যে আমাদের পার্টি সব সময়ে যে সব স্লোগানের কথা বলেছে, রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনী, রাজধানীর শিল্প-প্রলেতারিয়েত এবং সৈনিকদের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা সমর্থন করে।' (৪২) মস্কো, ত্ভের, কালুগা, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, কভরোভ এবং অ-রুশ অঞ্চলের কতকগুলি শহরে বলশেভিক স্লোগান দিয়ে বিরাট বিরাট মিছিল ও সমাবেশ হয়। কিয়েভে ১৮ জুন সকালে শ্রমিক ও সৈনিকরা সমাবেশ স্থলগুলিতে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে তারা যায় শহরের কেন্দ্রীয় সড়ক ক্রেশচাতিক-এ; তাদের হাতের পতাকায় লেখা ছিল: 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' রিগায় সেদিন প্রায় ৬০,০০০ লোক সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে যায়। তাদের পতাকায় লেখা ছিল: '১০ জন পুঁজিপতি মন্ত্রী নিপাত যাক!' এবং 'শ্রমিক, সৈনিক ও ভূমিহীন কৃষকদের সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!'

পেত্রগ্রাদ, মধ্য রাশিয়া ও কয়েকটি অ-রুশ অঞ্চলে মিছিলে নেতৃত্ব দেয় বলশেভিকরা এবং সেখানে বর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে অস্থায়ী সরকারের প্রতিবিপ্লবী নীতির

প্রতি জনগণের বিরোধিতা রাজধানীর সমান স্তরে গিয়ে পেঁছয়নি। লেনিন বলেছেন যে সেই সময়কার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে অধিকাংশ মানুষ তখনও আপসকামীদের বিশ্বাস করত। (৪৩)

শ্রমিক ও সৈনিকদের ইচ্ছা ও দাবিকে উপেক্ষা করে অস্থায়ী সরকার রণাঙ্গনে আক্রমণাভিযানের আদেশ দেয়। হাজার হাজার সৈনিককে ঠেলে দেওয়া হয় এমন এক যুদ্ধে, যার স্বার্থ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী।

রুশ বাহিনীর জুন মাসের আক্রমণাভিযান ব্যর্থ হয়। দশ দিনের মধ্যে প্রায় ৬০,০০০ সৈনিক দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে নিহত অথবা আহত হয়। পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি আস্থাস্থাপনের জন্য এই মূল্য দিতে হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকদের।

শ্রমিক ও কৃষকদের যুদ্ধবিরোধী সমাবেশের ঢেউ সারা দেশকে প্লাবিত করে। অস্থায়ী সরকারের প্রতি এবং রণাঙ্গনে আক্রমণাভিযান সম্পর্কে গণ-অসন্তোষ সশস্ত্র সংগ্রামে ফেটে পড়তে চলেছিল।

৫। দ্বৈত ক্ষমতার অবসান

শ্রমিক ও সৈনিকদের অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা গ্রহণ করার শক্তি ছিল। কিন্তু ক্ষমতা হাতে রাখা ছিল আরও অনেক কঠিন, কারণ অধিকাংশ মানুষ তখনও মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিশ্বাস করত।

উপযুক্ত সময়ের আগেই যাতে কোনো সশস্ত্র তৎপরতা না হয় তার জন্য লেনিন সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ২১ জুন তারিখের 'প্রাভদায়' প্রকাশিত 'সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস ও পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করে বলা হয় সশস্ত্র তৎপরতা অনুপযোগী কেন। ২২ জুন তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির এক সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই একই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্মেলনেও সর্ববাদীসম্মত মত ছিল এই যে উপযুক্ত সময়ের আগে তৎপরতা অনুপযোগী। কিন্তু জনগণকে সংবৃত করে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠল। ৩ জুলাই তারিখে ১ম মেশিন-গান রেজিমেন্টের সৈনিকরা বিপ্লবী তৎপরতা পরিচালনার জন্য এক অস্থায়ী বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত করে। এই কমিটি পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের অন্যান্য ইউনিটে ও কারখানাগুলিতে প্রতিনিধি পাঠায়। অস্থায়ী সরকারের প্রতি ঘৃণা এত তীব্র ছিল যে শ্রমিকদেরও সামলে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। বলশেভিকদের সমস্ত বিপরীত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ক্রনস্টাড্টের নাবিকরাও পেত্রগ্রাদ অভিমুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে।

সংগ্রামের আহ্বানে সর্বত্র প্রচণ্ড সাড়া পাওয়া গেল। শোভাযাত্রীরা তাউরিদা প্রাসাদে যায়, সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় পুতিলভ কারখানার ৩০,০০০

শ্রমিক। পথে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা প্রাসাদটি ঘিরে ফেলে এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। প্রতিনিধিরা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটিকে জানায় যে সোভিয়েতসমূহের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অবশ্যই হস্তান্তরিত করতে হবে, এবং ঘোষণা করে যে বিষয়টির মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত শোভাযাত্রীরা যাবে না।

অস্থায়ী সরকারের কৃষিমন্ত্রী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি চের্নোভ শোভাযাত্রীদের সামনে যান। একটি গাড়ির মাথায় চড়ে এবং এক-গোছা কাগজ আন্দোলিত করে তিনি চীৎকার করে বলেন যে এগুলিই হল সেই সব বহু-প্রতীক্ষিত আইন, যাতে কৃষকদের জমি দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী, মার্কিন লেখক অ্যালবার্ট আর. উইলিয়মস বর্ণনা দিয়েছেন:

''ভালো কথা,' শ্রোতারা চেঁচিয়ে ওঠে। 'এই সব আইন কি এখনই চালু করা হবে?'

''যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' জবাব দেন চের্নোভ।

''যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!' তারা তাঁকে নকল করে বিদ্রূপ করল। 'না, না! আমরা চাই **এখনই, এখনই**। কৃষকের জন্য সমস্ত জমি **এখনই**!' তা এই ক'সপ্তাহ ধরে আপনারা কী করছিলেন?'

''আমার কাজের জন্যে আমি আপনাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই,' রেগে আগুন হয়ে তিনি জবাব দেন।'

ক্রুদ্ধ শোভাযাত্রীরা মন্ত্রী মহাশয়কে তাড়িয়ে দিয়ে আরেকদল প্রতিনিধিকে তাউরিদা প্রাসাদে পাঠায়। এবারে মেনশেভিক নেতা চ্খেইদ্জে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু শোভাযাত্রীদের মেজাজ দেখে কালবিলম্ব না-করে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

বলশেভিক পার্টির সামনে কঠিনতম কাজ ছিল, প্রচণ্ড বিপ্লবী উত্তেজনা সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়ানো, সশস্ত্র সংঘর্ষ রোধ করা। কিন্তু বিক্ষোভ-মিছিল এড়ানো যেহেতু অসম্ভব, সেই জন্য স্থির হয় যে 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' এই স্লোগান নিয়ে ৪ জুলাই তারিখে মিছিল করা হবে এবং সেই মিছিল হবে শান্তিপূর্ণ। মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি সদরদপ্তর তৈরি করা হয়, তাতে সামরিক ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সৈনিকদের মধ্যে সংগঠন ও শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন ইউনিটে অনুরূপ নির্দেশ পাঠানো হয়। ৪ জুলাই তারিখের ভোরবেলায় অহিংস থাকার আহ্বান জানিয়ে বলশেভিক প্রচারপত্র বিলি করা হয় শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে।

শ্রমিক ও পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যে, এবং পিটার্সহফ (বর্তমানে পেত্রোদ্‌ভরেৎস), ওরানিয়েনবাউম (বর্তমানে লমনোসভ), ক্রাসনোয়ে সেলো ও ক্রনস্টাড্টে মোতায়েন কয়েকটি ইউনিটের সৈন্যে রাস্তাগুলি শীঘ্রই পরিপূর্ণ হয়ে

যায়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে শোভাযাত্রীরা এসে মিলিত হয় ক্শেসিনস্কি প্রাসাদের সামনে। ক্রনস্টাড্টে নাবিকরা যখন পা-মিলিয়ে প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, লেনিন তখন অলিন্দে এসে দাঁড়ান; সেখান থেকে তিনি একটি ছোট বক্তৃতা করেন, বলেন যে 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটি অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, এবিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চিত। তিনি সংযম, দৃঢ়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল ৫ লক্ষাধিক লোক।

শোভাযাত্রীরা এর পর তাউরিদা প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করে, সেখানে পেত্রগ্রাদের সর্ববৃহৎ ৫৪টি কারখানার প্রতিনিধিরা এবং কয়েকটি সামরিক ইউনিটের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির এক যুক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। তারা আবার দাবি করে যে সোভিয়েতগুলিকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, ন্যায়সংগত শান্তি সম্পাদন করতে হবে, কৃষকদের জমি দিতে হবে এবং উৎপাদনকে কার্যকর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে। আপসপন্থীরা এই দাবি অগ্রাহ্য করে ও মিছিল নিষিদ্ধ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি মেনে নিতে তারা আবার অস্বীকার করে। সেই সঙ্গে, শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী তৎপরতা দমন করার জন্য সম্মিলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে তারা এক বন্দোবস্তে আসে। পেত্রগ্রাদের কয়েকটি অঞ্চলে শোভাযাত্রীদের উপরে গুলিবর্ষণ করা হয়। বিপ্লবী জনগণকে দমন করার জন্য গঠিত সরকারি কমিশনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি — মেনশেভিক স্কোবেলেভ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আভক্সেন্তিয়েভ ও গোৎসকে পাঠানো হয়। অস্থায়ী সরকার যাদের উপরে নির্ভর করতে পারত এই রকম সামরিক ইউনিটগুলিকে রণক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসা হয় পেত্রগ্রাদে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সরকার তার আক্রমণ শুরু করে। পেত্রগ্রাদ জেলার কম্যান্ডার, জেনারেল প. আ. পলোভৎসেভ রক্ষীদের সংরক্ষিত গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডারকে আদেশ দেন প্রাসাদ চত্বরে গোলন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করতে এবং সেতুগুলি তুলে দিতে। জনগণকে হুঁসিয়ারি দেওয়া হয়, তারা যেন রাস্তায় জড়ো না-হয়, আর সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হয় অবিলম্বে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য।

এই নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাডেট, অফিসার ও কশাকরা শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপরে আক্রমণ চালায়। সারি-সারি শ্রমিক যখন গির্জা পার হয়ে সেন্নায়া চক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন একটা ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। এই সংকেত পেয়ে গোপনে ওত পেতে বসে থাকা প্রতিবিপ্লবীরা নেভস্কি প্রসপেক্ট ও সাদোভায়া স্ট্রীটে, লিতেইনি প্রসপেক্টে এবং সেন্নায়া চকে, ইঞ্জিনিয়র প্রাসাদের কাছে জানালা ও বাড়ির ছাদ থেকে রাইফেল আর মেশিনগান দিয়ে শোভাযাত্রীদের উপরে গুলি

চালায়। বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই খালাশ-পাওয়া দুর্বৃত্তদের ব্যবহার করা হয় উস্কানিদাতা হিসেবে। স্বভাবতই, এই প্ররোচনার সামনে সৈনিকরা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সশস্ত্র সংঘর্ষ বেধে যায়। কয়েক শো শ্রমিক ও সৈনিকের রক্তে পথ সিক্ত হয়।

'প্রাভদার' দপ্তরে হানা দেওয়া হয়, সে সময়ে যেসব কর্মী সেখানে ছিল তাদের মারধর ও গ্রেপ্তার করা হয়। বলশেভিক সংবাদপত্রগুলি যেখানে ছাপা হত সেই 'ত্রুদ' ছাপাখানাটি সেই সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়। বলশেভিক শ্রমিক ই. আ. ভোইনভ 'লিস্তক প্রাভদি' পত্রিকা বিলি করছিলেন, প্রতিবিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করে।

৪-৫ জুলাই রাত্রে লেনিনের সভাপতিত্বে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ কমিটির এক সম্মেলনে মিছিল বন্ধ কবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এক আবেদন প্রচার করে, তাতে বলা হয়: 'আমাদের নামে হিংসাব অভিযোগ তোলার কোনো কারণ উৎফুল্ল প্রতিক্রিয়াকে দেবেন না। প্ররোচনাব শিকার হবেন না। রাস্তায় কোনো সংগ্রামী তৎপরতা নয়। কোনো সংঘর্ষ নয়।' ৬ জুলাই বাত্রে, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জ্ঞাতসারে পলোভৎসেভ ক্শেসিনস্কি প্রাসাদ এবং পিটার ও পল দুর্গ দখলের আদেশ দেন।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির এক যুক্ত অধিবেশনে মিছিলের উপবে গুলিচালনাব বিষয়টি বিচার-বিবেচনার পর ঘোষণা কবা হয যে সরকারেব গৃহীত ব্যবস্থা বিপ্লবের স্বার্থানুগ। এটা ছিল সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানাবি ও মেনশেভিক নেতাদের চরম নৈতিক অধঃপতনের পবিচায়ক কাজ। জল্লাদদেব সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করে তাবা প্রতিবিপ্লবকে অবাধ আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়।

বলশেভিকদের নিগ্রহ চলতে থাকায়, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে লেনিনের অবিলম্বে আত্মগোপন করা উচিত। ৫ জুলাই সকালে লেনিনকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান ইয়া. ম. স্ভের্দলভ। ইয়েলিজারভের বাসস্থান থেকে লেনিন উঠে আসেন ২৫ কারপোভকা স্ট্রীটে ম. ল সুলিমোভার বাসগৃহে, সেখানে তিনি থাকেন ৬ জুলাইয়ের সকাল পর্যন্ত। সেই দিন তিনি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) পেত্রগ্রাদ কমিটির কার্যনির্বাহী কমিশনের এক বৈঠকে যোগ দেন; এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় 'রুশ রেনো' কারখানায় চৌকিদারের বাড়িতে। লেনিনের সুপারিশে এই বৈঠকে শ্রমিকদের ৭ জুলাই তারিখে কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদন গৃহীত হয়।

প্রতিবিপ্লব তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। পেত্রগ্রাদে সামরিক আইন জারী

করা হয়। শহরের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় সামরিক জেলার কম্যান্ডার, জেনারেল পলোভৎসেভের হাতে, তাঁকে সাহায্য করেন সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নিযুক্ত মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে শুরু করা হয় বর্বর নির্যাতন অভিযান। উস্কানিদাতাদের জবানবন্দীর ভিত্তিতে বানানো কুৎসা চালানো হয় লেনিনের নামে। অস্থায়ী সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা জারী করে। ৭ জুন তারিখে লেনিন আত্মগোপন করেন শ্রমিক ও বলশেভিক পার্টির প্রবীণ কর্মী স. ইয়া. আলিলুয়েভের বাড়িতে। পরবর্তীকালে আলিলুয়েভ বর্ণনা করেছেন যে লেনিন ছিলেন অচঞ্চল, কমরেডদের কাছে তিনি উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি লেখেন এবং জুলাই ঘটনাবলীর প্রধান দুষ্কৃতকারীরা ও দ্বিতীয় ভিলহেল্মের গুপ্তচররা একটা ডুবোজাহাজে করে জার্মানিতে পালিয়ে গেছে — এই মর্মে পেত্রগ্রাদের অর্বাচীনদের মধ্যে চালু গুজবের কথায় তিনি প্রাণ খুলে হাসেন।

লেনিনের আদালতে হাজির হওয়া উচিত কি না তা স্থির করার জন্য আলিলুয়েভের বাড়িতে এক সম্মেলন হয়। এবিষয়ে কথা বলার জন্য সের্গো ওর্জোনিকিদ্জে সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে যান। দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি লেনিনের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চিতি দেবে না, সুতরাং আদালতের সামনে তাঁর উপস্থিত হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। পেত্রগ্রাদে থাকা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক ছিল, তাই ৯ জুলাই সন্ধ্যায় তিনি সেস্ত্রোরেৎক-এ চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন: দাড়ি কামিয়ে ফেলেন, গোঁফ ছোট করে ছাঁটেন এবং ইট-রঙের কোট ও ধূসর টুপি পরেন। এই ছদ্মবেশে তিনি ৯-১০ জুলাইয়ের রাত্রে রাজলিভ স্টেশনে গিয়ে পৌঁছন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেস্ত্রোরেৎস্ক কারখানার শ্রমিক ন. আ. ইয়েমেলিয়ানভ। সেখানে লেনিন কয়েক দিন লুকিয়ে থাকেন ইয়েমেলিয়ানভের বাড়ির উঠোনে একটি ছাউনির চিলে-কোঠায়। তার পরে রাজলিভ হ্রদের তীরে তিনি ঘাস-কাটিয়ের ছদ্মবেশে একটি কুঁড়ে ঘরে থাকেন। এই গোটা সময়টা তিনি অবিচলভাবে কাজ করে গেছেন, পড়েছেন এবং লিখেছেন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যারা প্রায়শই তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেছেন।

পেত্রগ্রাদে ৩-৪ জুলাইয়ের ঘটনাবলীর বজ্রনির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সারা রাশিয়া জুড়ে। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের তৎপরতা শুধু যে পেত্রগ্রাদের ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল তাই নয়, তা ছিল শ্রেণী বিরোধের যুক্তিসংগত পরিণতি এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতৃবৃন্দ আর সোভিয়েতগুলিতে তাঁরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই জনসাধারণের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের সূচক, এই ঘটনার সূচক যে মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বিশ্বাসঘাতকতা না-করলে বিপ্লবী জনসাধারণ অস্থায়ী সরকারকে নিশ্চিহ্ন করে দিত।

পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপরে গুলিবর্ষণ প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বুর্জোয়াশ্রেণী দৃঢ়পণ তৎপরতা চালায়। মিছিলে যারা অংশগ্রহণ করেছিল সেই সব সৈনিক ও শ্রমিকদের সায়েস্তা করার জন্য অস্থায়ী সরকার এক বিশেষ কমিশন গঠন করে। বুর্জোয়াশ্রেণী, বলশেভিক শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের নীতি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চালায় 'সমাজতন্ত্রীদের' হাত দিয়ে।

৮ জুলাই তারিখে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেরেনস্কি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কার্যভার গ্রহণ করে তাঁর প্রথম কাজটিই হল সশস্ত্র বাহিনীতে সমস্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ বলপূর্বক দমন করার আদেশ দেওয়া। আভ্যন্তরিক মন্ত্রকের কার্যনির্বাহী অফিসার হিসেবে ত্সেরেতেলি কৃষকদের যথেচ্ছ কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য গুবের্নিয়া ও আঞ্চলিক কমিসারদের দ্রুত ও দৃঢ়পণ ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। কৃষকদের তৎপরতা দমন করার জন্য ভূস্বামীরা সৈন্যদের তলব করে: কৃষকদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, পাঠানো হয় শাস্তিমূলক সৈন্যদলে অথবা কঠোর শ্রমের শিবিরগুলিতে নির্বাসিত করা হয়।

সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাদেতদের আলোচনা ২৪ জুলাই তারিখে শেষ হয় দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠনের মধ্যে।* তার কর্মসূচির আসল কথা ছিল—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং বিপ্লবকে চূর্ণ করা। আপসপন্থী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি যাকে 'মাতৃভূমির ও বিপ্লবের মুক্তিসাধনের সরকার' বলে অভিহিত করেছিল সেই অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যে মৃত্যুদণ্ড চালু করেছিল। কেরেনস্কি হুকুম দিলেন সৈনিকদের মধ্যে বলশেভিক সংবাদপত্রগুলির প্রকাশনা ও প্রচার বন্ধ করার। সৈনিকদের সভা, কংগ্রেস ও সমাবেশ নিষিদ্ধ হল।

দ্বৈত ক্ষমতা শেষ হল। অবসান হল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ কালপর্বের।

* এর সদস্যারা ছিল: প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মন্ত্রী—আ. ফ. কেরেনস্কি; সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী—ন. ভ. নেক্রাসভ; আভ্যন্তরিক মন্ত্রী—ন. দ. আভক্সেন্তিয়েভ (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি); বৈদেশিক মন্ত্রী — ম. ই. তেরেশ্চেঙ্কো; বিচার মন্ত্রী—আ. স. জারুদনি (গণ সমাজতন্ত্রী); জনশিক্ষা মন্ত্রী—স. ফ. ওলদেনবুর্গ (কাদেত) বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী—স. ন. প্রকোপভিচ (কাদেতদের প্রতি সহানুভূতিশীন); কৃষিমন্ত্রী — ম. ভ. চের্নোভ; ডাক ও তার মন্ত্রী — আ. ম. নিকিতিন (মেনশেভিক); শ্রমমন্ত্রী—ম. ই. স্কবেলেভ; খাদ্যমন্ত্রী—আ. ভ. পেশেখোনভ; জনকল্যাণ মন্ত্রী—ই. ন. ইয়েফ্রেমভ (র‍্যাডিকাল গণতন্ত্রী); যোগাযোগ মন্ত্রী — প. প. ইউরেনেভ (কাদেত); সিনডের মুখ্য প্রকিউরেটর—আ. ভ. কার্তাশেভ (কাদেত); রাষ্ট্রীয় কণ্ট্রোলার—ফ. ফ. ককোশকিন (কাদেত)। প্রথম কোয়ালিশন সরকারের গঠনবিন্যাসের জন্য ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লেনিন আত্মগোপন করে ছিলেন কিন্তু ঘটনাবলী সমনোযোগে লক্ষ করছিলেন। জুলাই-পরবর্তী কালের পরিস্থিতির তিনি যে শুধু যথাযথ মূল্যায়ন করেন তাই নয়, নতুন অবস্থায় পার্টির রণকৌশলের জন্য এক পরিকল্পনাও রচনা করে দেন, সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানান। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীই তখন সর্বেসর্বা। সোভিয়েতগুলি পর্যবসিত হয়েছিল অস্থায়ী সরকারের অসহায় লেজুড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নেতা ও স্বার্থরক্ষক হিসেবে বলশেভিক পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্যে ক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকদের, এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলিকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল। আরম্ভ হয়েছিল বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন পর্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

বিপ্লবী সংকট ঘনীভূত

১। সশস্ত্র অভ্যুত্থান অভিমুখে

জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পর লেনিনের লেখা প্রবন্ধগুলি সেই সব প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিয়েছিল, গোটা বলশেভিক পার্টিকে যেসব প্রশ্ন চিন্তিত করে তুলছিল। ২৬ জুলাই থেকে ৩ অগস্ট পর্যন্ত পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের সামনে প্রধান বিষয় ছিল নতুন পরিস্থিতিতে বলশেভিক রণকৌশল।

এই কংগ্রেস উদ্বোধন করেন প্রবীণ বলশেভিক ম. স. ওলমিনস্কি। লেনিন তখন রাজলিভে ছিলেন, তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি সম্মানিত চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। প্রথমে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ভিবর্গ জেলার ৩৭ বলশয় সাম্পসোনিয়েভস্কি প্রসপেক্ট-এ, প্রহরায় থাকে শ্রমিকরা। প্রতিবিপ্লব তখন উন্মত্ত, বলশেভিক-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। ২৮ জুলাই তারিখে অস্থায়ী সরকার আভ্যন্তরিক মন্ত্রী এবং সেনা-ও নৌবাহিনীর মন্ত্রীকে 'সমস্ত সভা ও কংগ্রেস নিষিদ্ধ ও বন্ধ করার' ক্ষমতা দেয়। স্পষ্টতই এ ছিল বলশেভিক কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা, ফলে কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম চালাতে হয় বে-আইনীভাবে। অধিবেশনগুলিকে নার্ভা জেলার এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি সরিয়ে নিয়ে চলা হয় এবং রক্ষীদের জোরদার করা হয়; গুপ্তভাবে অবস্থিত লাল রক্ষীরা দিন-রাত পাহারা দেয় এবং প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণ রোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

কংগ্রেসে যোগ দেয় ২৬৭ জন প্রতিনিধি; তাদের মধ্যে ১৫৭ জনের ছিল চূড়ান্ত ভোট এবং ১১০ জনের পরামর্শমূলক ভোট। তাদের মধ্যে ছিল বহু বৃত্তিগত বিপ্লবী যারা গোপন কাজকর্ম, কারাবাস আর নির্বাসনের নিষ্করুণ শিক্ষায়তনের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। যে ১৭১ জন প্রতিনিধি প্রশ্নপত্র পূরণ করেছিল তাদের মধ্যে ২৫ শতাংশ লেখে যে তারা পার্টিতে যোগ দিয়েছে ১৯০৫ সালের আগে; সকলেই বিপ্লবী আন্দোলনে আছে অন্তত ১০ বছর ধরে এবং বলশেভিক সংগঠনে আছে ৮ বছরের বেশি। বিপ্লবী কাজের জন্য ১১০ জন প্রতিনিধি মোট ২৪৫ বছর জেল খেটেছে, ১৫০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৪৯ বার।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন সম্পন্ন হয় তখন কারামুক্ত ছিল প্রতিনিধিদের মাত্র ৭৯ জন; অন্যরা ছিল কারাগারে, নির্বাসনে অথবা দেশান্তরে। ৯ জন ছিল সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ১০৯ জন স্থানীয় সোভিয়েতসমূহের প্রতিনিধি। পঞ্চান্ন জন ছিল উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্ত; বাকিরা পেয়েছে মাধ্যমিক অথবা প্রাথমিক শিক্ষা।

নিপীড়ন সত্ত্বেও, বলশেভিকদের জঙ্গী মনোভাব বেড়েছিল এবং জনগণের মধ্যে তাদের মর্যাদা আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি হয়েছিল। এপ্রিলের সারা-রাশিয়া সম্মেলন এবং ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের মধ্যবর্তী কালপর্বে, অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে, পার্টি সংগঠনগুলির সংখ্যা বেড়েছিল দ্বিগুণেরও বেশি, ৭৮ থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৬২টি। এই একই সময়ে পার্টির সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ২,৪০,০০০। পার্টি সংগঠনগুলির শক্তি সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছিল বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেত্রগ্রাদ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১৬,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৪১,০০০ এবং মস্কো সংগঠনের—৭০০০ থেকে ১৫,০০০। ৬ষ্ঠ কংগ্রেস যখন আহূত হয় তখন মস্কো সহ কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে সক্রিয় বলশেভিকদের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০, উরালে প্রায় ২৫,০০০, দনবাসে প্রায় ১৬,০০০, কিয়েভ ও পার্শ্ববর্তী জেলায় ১০,০০০ পর্যন্ত, ককেশাসে ৯,০০০, ভোলগা এলাকায় ১৩,০০০, সাইবেরিয়ায় ১০,০০০ এবং বলটিক অঞ্চলে ১৪,০০০।

পার্টির পত্রপত্রিকা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেই সময়ে ছিল ৩০টি বলশেভিক সংবাদপত্র এবং ১১টি পত্রিকা, তার মোট মুদ্রণসংখ্যা ছিল ২,৩৫,০০০; এই হিসাবের মধ্যে 'প্রাভদা' নেই, 'প্রাভদার' দৈনিক মুদ্রণসংখ্যা ছিল গড়ে ৮৫,০০০। সাতাশটি সংবাদপত্র ও পত্রিকা মুদ্রিত হত রুশ ভাষায়; বাকিগুলি লাতভীয়, লিথুয়ানীয়, এস্তোনীয়, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয়, জর্জীয় ও পোলিশ ভাষায়। জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পর আটটি সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যায়, 'প্রাভদা' প্রকাশিত হতে থাকে অন্য নামে।

লেনিনকে আত্মগোপন করে থাকতে হলেও, এবং কংগ্রেসে নিজে এসে যোগ দিতে না-পারলেও ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের সমস্ত কাজ লেনিনই পরিচালনা করেন। তাঁর সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রাখা হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের প্রতিনিধি আ. ভ. শতম্যানকে প্রায় প্রত্যহই লেনিনের সঙ্গে দেখা করার দায়িত্ব দেয়। ব. জ. শুমিয়াতস্কিও একজন প্রতিনিধি ছিলেন; তিনি বলেছেন যে নেতার পথনির্দেশ অনুভব করা গেছে সর্বত্র ও প্রত্যেক জিনিসে। থিসিস, খসড়া, প্রস্তাব ও নির্দেশ—সবই এসেছিল লেনিনের কাছ থেকে।

কংগ্রেসে বর্তমান পরিস্থিতির উপরেই মনোনিবেশ করা হয়। জুলাই মাসে প্রলেতারিয়েত সাময়িকভাবে ঘা খেয়েছিল। পার্টির কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করেছিলেন যে বিপ্লবের এখানেই শেষ। ইয়ে. আ. প্রেওব্রাজেনস্কি এবং কংগ্রেসের

আরও কয়েকজন প্রতিনিধি রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা এবং প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাগত দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত টানেন যে রাশিয়ায় কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। তাঁরা বলেন, এর পরে রুশ বিপ্লবের ভবিতব্য পুরোপুরি নির্ভর করছে পশ্চিম ইউরোপে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের উপরে। ন. ই. বুখারিন মারাত্মক তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক ভুল করেন। তিনি বলেন যে সমস্ত কৃষক তখনও পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তারা প্রলেতারিয়েতকে সমর্থন করবে না; তিনি ঘোষণা করেন যে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী একমাত্র পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারিয়েতেরই কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার আশা করতে পারে। অবিভাজ্য এক সমগ্র রূপে কৃষকসমাজের এই চারিত্রনির্ণয়ের সঙ্গে বাস্তবের মিল ছিল না, তাতে কৃষকদের মধ্যে পার্থক্যের কথা গণ্য করা হয়নি এবং যারা প্রলেতারিয়েতের মিত্র হিসেবে এগিয়ে আসছিল সেই কৃষকদের দরিদ্রতম অংশকে তাতে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই সমস্ত বক্তব্য দেখায় যে, রাশিয়ায় বিপ্লবের বিজয় প্রলেতারিয়েত অর্জন করতে পারে কৃষকদের দরিদ্রতম অংশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—এই বিষয়টি অনুপলব্ধ থেকে গিয়েছিল। বুখারিন ও তাঁর সমর্থকরা এই মৈত্রীকে খাটো করে দেখেছিলেন, সেটাই যে বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদসাধনে নিয়ামক বিষয় তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

যেসব বক্তব্য ও অভিমত অনুযায়ী রাশিয়ায় বিপ্লবের ভাগ্য পশ্চিমে বিপ্লবের উপরে নির্ভরশীল, সেই সব বক্তব্য ও অভিমতকে একেবারেই যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে কংগ্রেস মনে করে। লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের সাহায্যে এবং পৃথকভাবে প্রস্থান-বিন্দু রূপে ধরে একটি দেশে সমাজতন্ত্র অর্জন করা যেতে পারে, লেনিনের এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ৬ষ্ঠ কংগ্রেস দেখায় যে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলি কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার অবস্থা আছে। কংগ্রেস মনে করে যে খুব সম্ভবত ঘটনা প্রবাহ এমন ধারায় যাবে যখন পশ্চিমের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগেই রুশ বিপ্লবের নতুন অবশ্যম্ভাবী জোয়ার শ্রমিকদের ও দরিদ্রতম কৃষকদের ক্ষমতায় বসাবে।

কংগ্রেসে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল লেনিনের এই প্রতিপাদ্য যে কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে নিয়ামক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি-সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়, কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সমর্থনে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতই প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

লেনিনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা যখন বিলুপ্ত সেই জুলাই-পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পার্টির রণকৌশল কংগ্রেসে স্থির হয়। লেনিনের পরামর্শ অনুসারে, 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল

ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটি কংগ্রেস সাময়িকভাবে বর্জন করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বলশেভিক পার্টি সোভিয়েতসমূহের জন্য লড়াই করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন প্রশ্নটা শুধু সাধারণভাবে সোভিয়েতসমূহের ছিল না, ছিল শুধু সেই সমস্ত আপসকামী সোভিয়েতের প্রশ্ন যেগুলি অস্থায়ী সরকারের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসে বলশেভিকদের সোভিয়েতসমূহে থাকার এবং সেগুলিকে বলশেভিক পার্টির দিকে টেনে আনার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পন্থা স্থির করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে বলা হয়: 'শান্তিপূর্ণ বিকাশ এবং সোভিয়েতসমূহে ক্ষমতার বেদনাহীন উত্তরণের সম্ভাবনা আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কারণ ক্ষমতা বস্তুত পক্ষে চলে গেছে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে।

'বর্তমানে সঠিক স্লোগান হতে পারে একমাত্র প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন।'

কংগ্রেস অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়নি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে লেনিন বিপ্লবের যে নতুন জোয়ারের কথা লিখেছিলেন, তা তখনও শুরু হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট ছিল যে এই জোয়ার আসন্ন, কারণ বিপ্লবের একটি প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়নি, তাই পার্টির কাজ ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা।

২১ জন সদস্য* ও ১০ জন বিকল্প সদস্য-বিশিষ্ট এক কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। কংগ্রেস বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং প্রতিনিধিরা গ্রেপ্তার হবে, এই আশঙ্কার দরুন কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন কংগ্রেস শেষ হওয়ার আগেই হয়ে যায় এবং এই নির্বাচনের ফল কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়নি; শুধু কেন্দ্রীয় কমিটির যে চারজন সদস্য সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়। তালিকার শীর্ষে ছিলেন লেনিন। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি সত্যিকার প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে সামাজিক-জাত্যভিমানের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাতে হবে, এবং জোর দেওয়া হয়েছিল সকল দেশের প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের ঐক্যের উপরে। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংহতির প্রয়োজনীয়তাকে সূত্রায়িত করা হয়েছিল এই বলে: 'আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সমাজতন্ত্র বনাম আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ!'

* ভ. ই. লেনিন, আর্তিওম (ফ. আ. সের্গেয়েভ), গ. আ. বেরজিন, আ. স. বুবনভ, ন. ই. বুখারিন, ফ. এ. দুজেরজিন্স্কি, গ. ইয়ে. জিনোভিয়েভ, ল. ব. কামেনেভ, আ. ম. কোলোনতাই, ন. ন. ক্রেস্তিনস্কি, ভ. প. মিলিউতিন, ম. ক. মুরানভ, ভ. প. নোগিন, আ. ই. রিকভ, ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, ই. ত. স্মিলগা, গ. ইয়া. সকোলনিকভ, ই. ভ. স্তালিন, ল. দ. ত্রৎস্কি, ম. স. উরিৎস্কি, স. গ. শাউমিয়ান।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ৬ষ্ঠ কংগ্রেস এক বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করেছিল। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ যেহেতু আর সম্ভব ছিল না, সেইজন্য বলশেভিক পার্টি ও দেশকে তা অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল-অভিমুখী করেছিল, শ্রমজীবী জনগণকে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা চালিত হয়ে বলশেভিকরা শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক কাজ শুরু করেছিল, তাদের সমবেত করেছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতির কাজে।

২। কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান চূর্ণ

লেনিন যে বিপ্লবী জোয়ারের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা প্রত্যাশার চাইতে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তার স্ফুরণ ঘটেছিল জেনারেল কর্নিলভের নেতৃত্বাধীন প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারে সাতজন 'সমাজতন্ত্রী' থাকলেও, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, নিয়ন্ত্রণ ছিল কাদেতদের হাতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী চেয়েছিল আরও বেশি, তারা গণতন্ত্রের অবশেষটুকুও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, গণতন্ত্রকে তারা মনে করত তাদের নীতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাদের দরকার ছিল একজন একনায়ক, আর তাদের মনোমত প্রার্থী তারা পেয়েছিল সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জেনারেল ল. গ. কর্নিলভকে; কর্নিলভের প্রতিক্রিয়াশীল মতামত তাদের আকৃষ্ট করেছিল।

এই প্রার্থী-নির্বাচন অনুমোদন করেছিল ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জর্জ ব্যুকানান ঘোষণা করেছিলেন যে কর্নিলভই একমাত্র লোক যিনি সশস্ত্র বাহিনীতে শৃঙ্খলা বলবৎ করার মতো যথেষ্ট শক্তিধর; যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই শৃঙ্খলা সাম্রাজ্যবাদীদের নিতান্তই দরকার ছিল।

৫৯টি ডিভিশনকে 'যুদ্ধ চালানোর অযোগ্য' বলে ভেঙে দিয়ে কর্নিলভ বিপ্লবের উপরে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রধানত বিপ্লবী ইউনিটগুলিই ছিল এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

সেই সঙ্গে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গঠন করা হয় বাছাই করা বিশেষ-বাহিনী। অগস্টের শেষ দিক নাগাদ, সেনাবাহিনীর সাধারণ সদর দপ্তর এই রকম ৩৩টি বাহিনী গঠন করেছিল। কশাক ইউনিটগুলিকে পেত্রগ্রাদে নিয়ে আসা হয়। রাজধানীতে ও অন্য কতকগুলি শহরে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে গড়ে তোলা হয় প্রতিবিপ্লবী সংগঠন। শেষোক্তটির মধ্যে একটি ছিল 'অফিসার লীগের সাধারণ

কমিটি'; এই কমিটি এক সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করার জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে শক্তিসঞ্চয়ের কাজে ব্রতী হয়েছিল। দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া বাণিজ্য ও শিল্প কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিল 'নাগরিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলন', তার মধ্যে ছিল কাদেত ও অক্টোব্রিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরাও (সর্বমোট প্রায় ৩০০ জন সদস্য)। পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান ও সামরিক একনায়কতন্ত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়েছিল কংগ্রেসে। একটি স্থায়ী ব্যুরো গঠন করা হয়েছিল, তাতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ম. ভ. রদ্‌জিয়াঙ্কো, প. প. রিয়াবুশিনস্কি, প. ন. মিলিউকভ, ন. ম. কিশকিন, প. ব. স্ত্রুভে ও আ. ই. শিঙ্গারিওভ। ৯ অগস্ট তারিখে জেনারেল কর্নিলভকে রদ্‌জিয়াঙ্কো-স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত তারবার্তাটি প্রেরিত হয়েছিল: 'এই কঠিন পরীক্ষার ভয়ংকর মুহূর্তে বুদ্ধিজীবী রাশিয়া আপনার দিকে তাকিয়ে আছে আশা আর আস্থা নিয়ে। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য পরাক্রান্ত বাহিনীকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার মহৎ প্রয়াসে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।'

১২ অগস্ট তারিখে মস্কোর বলশয় থিয়েটারে অস্থায়ী সরকার-আহূত এক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন শুরু হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা ছিল রাজনৈতিক, জাতীয়, বাণিজ্যিক, শিল্প ও সমবায় সংগঠনগুলির প্রতিনিধি, এবং তার মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসার, চারটি রাষ্ট্রীয় দুমার সবকটিরই সদস্য এবং যাজক। সোভিয়েতসমূহ থেকে আসা প্রতিনিধিদলে ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি।

সম্মেলন শুরু হওয়ার দিন মস্কো ও তার উপকণ্ঠের ৪ লক্ষাধিক শ্রমিক, অস্থায়ী সরকারের নিষেধাজ্ঞা এবং মস্কো সোভিয়েতসমূহে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের আপত্তি সত্ত্বেও, বলশেভিকদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ ধর্মঘট করে। শ্রমিক ও সৈনিকরা মস্কোয় তলব করে আনা একটি কশাক রেজিমেণ্টকে আটকে দেয়, এবং খাশ শহরে, কর্নিলভের প্রতি অনুগত ইউনিটগুলিকে তারা অটল নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে। লেনিন লিখেছেন, 'মস্কোর ১২ অগস্টের ধর্মঘট প্রমাণ করল যে **সক্রিয়** শ্রমিকরা বলশেভিকদের সমর্থন করে।' (৪৪) রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যাপক ধর্মঘট হয় ইয়েকাতেরিনবুর্গ, কিয়েভ, খারকভ, ভ্লাদিমির, গুস-খ্রুস্তালনি, নিজনি-নভগরদ, ত্সারিৎসিন, সারাতভ, কস্ত্রোমা ও অন্যান্য শহরে।

৫ অগস্ট তারিখে, সম্মেলনের প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়ে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করেছিল, 'এমন একটি উপদল সংগঠিত করা হবে, যে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করবে এবং সম্মেলন শুরু হওয়ার ও সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (সম্মেলন তার কাজ শুরু করার আগেই) সম্মেলন-কক্ষ ত্যাগ করবে।' বলশেভিকরা এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে। 'মস্কো সম্মেলনে বলশেভিক প্রতিনিধিদলের ঘোষণা'

বুর্জোয়াশ্রেণীর ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধি প্রকাশ করে দেয় এবং বলে যে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের বলিষ্ঠ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর সামনে লুটিয়ে পড়ে কেরেনস্কি তাঁর বক্তৃতায় নির্দ্বিধায় একথা ঘোষণা করেন যে সরকারের মূল কাজ হল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং সেনাবাহিনী ও দেশের মধ্যে 'শৃঙ্খলা' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। পরে তিনি বলেন যে জুলাই ও অগস্ট মাসের 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় চোখ বোলালেই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সংগ্রামের তীব্রতা দেখা যাবে। মন্ত্রী প্রকোপভিচ ও নেক্রাসভ পুনরায় ঘোষণা করেন যে সরকারের নীতিতে কোনো পরিবর্তন হবে না। জেনারেল কর্নিলভ এক নগ্ন সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং শুধু রণক্ষেত্রেই নয়, রণক্ষেত্রের পিছনেও মৃত্যুদন্ড প্রবর্তন দাবি করেন। তিনি হুমকি দেন, তা যদি না-করা হয়, রিগা শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে। কশাক জেনারেল আ. ম. কালেদিন সম্মেলনে এক রক্তপিপাসু বক্তৃতায় সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার এবং রেলওয়ে ও শিল্পের সামরিকীকরণ প্রস্তাব করেন। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের নেতৃবৃন্দ—ত্সেরেতেলি, চ্খেইদজে ও আভক্সেন্তিয়েভ বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে 'শৃঙ্খলা' পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সবই তাঁরা সমর্থন করবেন। বুর্জোয়াশ্রেণীকে তাঁরা আশ্বাস দেন যে নীতিগত দিক দিয়ে সাধারণভাবে সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলির বিলোপে তাঁরা আপত্তি করেন না, তবে বর্তমানে, যখন মুক্ত বিপ্লবী রাশিয়ার ইমারতটি সম্পূর্ণ হয়নি তখন এই ভারাগুলি অপসৃত করার মতো কিছু করা উচিত নয়। এইভাবে, তাঁরা সোভিয়েতসমূহ ও কমিটিগুলিকে রাখার ব্যাপারে ভাবিত ছিলেন না, ভাবিত ছিলেন সেগুলির বিলুপ্তির সময়-সূচি সম্পর্কে। এই মনোভাব রাশিয়ার মিত্রদের প্রশংসা অর্জন করে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন সম্মেলনের নামে এক অভিনন্দনসূচক তারবার্তা পাঠান, তাতে তিনি রাশিয়ার সরকারকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার বৈষয়িক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন শেষ হলে প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় সাধারণ সদর দপ্তরে। সেখানে জেনারেল কর্নিলভ ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি ও প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলির নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিরা বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কর্নিলভকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড আর. ফ্রান্সিস এই সুপারিশ করে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি লেখেন যে রাশিয়ায় পরিস্থিতি সুরক্ষিত ও মজবুত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করবে।

বিপ্লবের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াশ্রেণী পেত্রগ্রাদকে জার্মানদের হাতে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ জুলাই থেকে ১৮ অগস্ট—এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ কম্যান্ড উত্তর রণাঙ্গনের রিগা ক্ষেত্র থেকে ১৭টি রেজিমেন্ট ও বিরাট সংখ্যক কামান প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে যায়। এই ক্ষেত্রটিই পেত্রগ্রাদে ঢোকার পথগুলি আগলে ছিল।

১৯ অগস্ট তারিখে জার্মানরা রিগা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ১২শ সেনাবাহিনী উপর্যুপরি ২৬ ঘণ্টা ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু ২১ অগস্ট তারিখে রিগার পতন হয়। প্রতিবিপ্লবী সামরিক চক্রের এ ছিল এক ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা এবং তা শত্রুকে নিয়ে এসেছিল বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের প্রবেশপথে। সাধারণ সদর দপ্তর অনুগত সৈন্যদের রাজধানীতে নিয়ে আসার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য এই পরিস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করল। পরিকল্পনা করা হল যে কর্নিলভের ফৌজ ২৭ অগস্ট তারিখে পেত্রগ্রাদে প্রবেশ করবে। ষড়যন্ত্রকারীরা আশা করেছিল যে সেদিন শ্রমিক ও সৈনিকদের বিক্ষোভ-মিছিল হবে, এবং অস্থায়ী সরকার সেগুলিকে 'বলশেভিক বিদ্রোহ' ঘোষণা করে অস্ত্রবলে তাদের দমন করার একটা অজুহাত সৃষ্টি করবে।

তাদের আশা ছিল দ্রুত পেত্রগ্রাদ দখল করে শ্রমিকদের ও পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের বিপ্লবী সৈন্যদের নিরস্ত্র করবে এবং বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করবে। জেনারেল আ. ম. কালেদিন পেত্রগ্রাদ অভিমুখে কর্নিলভের অগ্রগতির সঙ্গে মিলিয়ে দন অঞ্চলে আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কর্নিলভের ষড়যন্ত্রে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা গভীরভাবে জড়িত ছিল। মার্কিন কর্নেল রেমণ্ড রবিনস-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী, পেত্রগ্রাদ অভিমুখে অগ্রগতিতে অংশগ্রহণকারী ব্রিটিশ সাঁজোয়া গাড়িগুলি কর্নিলভের সৈন্যদের হুমকি দিয়েছিল, তারা যদি পস্কভ ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যেতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের উপরে গুলি চালানো হবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা জুয়ার বাজী ফেলেছিল কর্নিলভের উপরে এবং রাশিয়ার দাসত্বদশা গভীর করার জন্য ও তাকে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িত করে রাখার জন্য তাকে ব্যবহার করার আশা করেছিল। লেনিন এই ষড়যন্ত্র ও তার পরিসরের এক যথাযথ ও সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করেন। বলশেভিক পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধ পর পর ছাপা হয়, কর্নিলভের ফৌজ আক্রমণ শুরু করলে প্রলেতারিয়েতের পার্টির সংগ্রামের পরিকল্পনা তিনি তাতে উপস্থিত করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলশেভিক পার্টিকে হুঁসিয়ারি জানিয়ে বলেন যে অস্থায়ী সরকারকে রক্ষার জন্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে কোনো চুক্তি হতে পারে না। প্রধান আঘাত হানতে হবে বাইরে কর্নিলভের ফৌজের উপরে, সেই সঙ্গে, কেরেনস্কির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শিথিল না-করেই; যদিও সেই সংগ্রামের ধরন অদল-বদল করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক চিঠিতে তিনি

লেখেন, 'কর্নিলভের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব, লড়াই করছি ঠিক যেমন কেরেনস্কির সৈন্যরা করে, কিন্তু আমরা কেরেনস্কিকে সমর্থন করি না। বরং আমরা তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দিই। পার্থক্যটা সেখানেই। রীতিমত সূক্ষ্ম পার্থক্য, কিন্তু তা অত্যাবশ্যক এবং ভুলে গেলে চলবে না।' (৪৫)

২৭ অগস্ট তারিখে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, তার সামরিক সংগঠন, পেত্রগ্রাদ কমিটি, কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের বলশেভিক গোষ্ঠীগুলি পেত্রগ্রাদের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ, সমস্ত শ্রমিক ও সৈনিকের প্রতি এক সম্মিলিত আবেদন প্রচার করে বিপ্লবী রাজধানীকে রক্ষা করার আহ্বান জানায়।

পেত্রগ্রাদের চেহারা হল ঘা-খাওয়া মৌচাকের মতো। কর্নিলভ বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে এই সংবাদ পেঁছবামাত্র কলে-কারখানায়, অফিসে ও সামরিক ইউনিটগুলিতে প্রতিবিপ্লবের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। কারখানায়-কারখানায় গঠিত হল লাল রক্ষী বাহিনী।

কর্নিলভের বিরুদ্ধে রাজধানীর প্রলেতারিয়েতকে সংগঠিত করার দিকে পেত্রগ্রাদের জেলা সোভিয়েতগুলি বিরাট অবদান রাখে। বলশেভিক নেতৃত্বাধীন জেলা সোভিয়েতগুলির সম্মেলন* কার্যত পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ নিজের হাতে গ্রহণ করে। প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত সংস্থার কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ; অবিলম্বে শ্রমিকদের মিলিশিয়া গঠন ও তার জন্য বিপ্লবী শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়ন; অস্থায়ী সরকারের কমিসারদের জেলা সোভিয়েতসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা; এবং প্রতিবিপ্লবী সংগঠকদের আটক করার জন্য ভ্রাম্যমাণ স্কোয়াড সংগঠিত করার জন্য সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। স্থির হয় যে জেলা সোভিয়েতগুলির প্রচারিত সমস্ত নির্দেশই হবে সম্মেলনের অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই সম্মেলনের সুদৃঢ় ব্যবস্থাই অনেকাংশে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের নেতাদের বাধাদানমূলক কৌশলকে অকার্যকর করে দেয়।

পেত্রগ্রাদে সে-সময়ে লাল রক্ষীদের সংখ্যা ছিল ১৩,০০০ থেকে ১৫,০০০-এর মধ্যে। তারা ছিল এক দুর্দান্ত শক্তি। ভিবর্গ জেলায় সেপ্টেম্বরের শুরুতে মাত্র ১২টি কারখানায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ২,০০০ লোক লাল রক্ষী হওয়ার জন্য এগিয়ে

* পেত্রগ্রাদ ও তার উপকণ্ঠের জেলা সোভিয়েতগুলির সম্মেলন আহূত হয়েছিল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পর সম্মেলনের নেতৃত্ব চলে যায় বলশেভিকদের হাতে।

আসে। লাল রক্ষীদের সাহায্যে ভিবর্গ জেলা সোভিয়েত জনজীবনে আদর্শস্থানীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ছাপাখানাগুলির নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ করে এবং শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় ও প্রশিক্ষণ দেয়। জেলার কারখানাগুলিতে গঠিত হয় শ্রমিকদের বাহিনী, এবং যেখানে বেশির ভাগ শ্রমিক নারী, সেখানে সংগঠিত করা হয় লাল সেবিকাদের বাহিনী। সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালিত হয়। পেত্রগ্রাদ জেলায় লাল রক্ষীরা লাঙ্গেনসিপেন কারখানা থেকে ক্যাডেটদের কার্যকরভাবে দূর করে দেয়; ক্যাডেটরা নাকি এসেছিল কারখানাটি রক্ষা করার জন্য। কর্নিলভের ফৌজের সঙ্গে লড়বার জন্য তারা একটি জেলা কেন্দ্র গঠন করে এবং সশস্ত্র শ্রমিকদের প্রহরার দায়িত্ব দিয়ে চৌকি তৈরি করে। শ্লিসেলবুর্গ বারুদ কারখানায় শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত বারুদ বণ্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারখানার শ্রমিকরা পেত্রগ্রাদে লাল রক্ষীদের জন্য ২০০ পেটির বেশি বিস্ফোরক-পদার্থ পাঠায়। সেস্ত্রোরেৎস্ক ও ওখতা বারুদ কারখানায় এবং পেত্রগ্রাদ অস্ত্রাগারে শ্রমিকরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে নেয় এবং রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্র দখল করে। বিভিন্ন জেলায় গঠিত হয় সেই সব বাহিনী যারা পেত্রগ্রাদের চার দিকে ট্রেঞ্চ খোঁড়া, আশ্রয়-পরিখা তৈরি ও কাঁটা তারের বেড়া তৈরি করতে শুরু করে।

কর্নিলভের বিরুদ্ধে জনগণকে সমবেত ও সংগঠিত করার কাজে ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিগুলি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। কারখানা কমিটিগুলির সাহায্যে বলশেভিকরা লাল রক্ষী ইউনিট তৈরি করে, কারখানাগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করে এবং পুঁজিপতিরা যাতে উৎপাদন বন্ধ করতে ও লক-আউট ঘোষণা করতে না-পারে সেই ব্যবস্থা নেয়। কারখানা পাহারা দেওয়া, আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তৈরি কিংবা লাল রক্ষী বাহিনীতে কাজ করার সময় বাবদ শ্রমিকদের মজুরি দিতে কারখানা কমিটিগুলি উদ্যোগপতিদের বাধ্য করে। ধাতু-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের বাহিনী গঠন করতে, সশস্ত্র করতে এবং অর্থযোগান দিতে সাহায্য করে। ড্রাইভার ও মোটর মেকানিকদের ইউনিয়ন এই সব বাহিনীকে যত মোটর-গাড়ি ও মেরামতি-কর্মশালা পাওয়া গিয়েছিল সবই দেয়। বাণিজ্যিক ও শিল্প কর্মচারী এবং খাদ্য শ্রমিকদের ইউনিয়ন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব নেয়। মুদ্রণ-কর্মীদের ইউনিয়ন শহরের ছাপাখানাগুলি অধিগ্রহণ করে এবং বলশেভিক সংবাদপত্র ও ইস্তাহারের শেষ সংস্করণ ও অতিরিক্ত কপি ছাপাবার ব্যবস্থা করে। পেত্রগ্রাদ জংশনের রেল-শ্রমিকরা কর্নিলভের সৈন্যদের ট্রেনগুলিকে দেরি করিয়ে দেয় লুগা, দনো, গাৎচিনা, পস্কভ ও অন্যান্য স্টেশনে, লাইন ভেঙে দেয়, কর্নিলভের সৈন্যদের ট্রেনগুলিকে সাইডিংয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং রেল ইঞ্জিনগুলিকে অকেজো করে দেয়। তিন দিনের মধ্যে পুতিলভ শ্রমিকরা কর্নিলভের বিরুদ্ধে দশটির বেশি বাহিনী সমবেত করে ফেলে। অন্য বহু কারখানাতেও অনুরূপ

কাজকর্ম দেখা যায়। বিপ্লবী সৈনিকরাও কর্নিলভের ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য বলশেভিকদের ডাকে সাড়া দেয়।

শ্রমিকরা পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যদের ও বল্টিক নৌবহরের নাবিকদের প্রবল সমর্থন পেয়েছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির এক আবেদনে সাড়া দিয়ে হেলসিংফর্স থেকে চারটি ডেস্ট্রয়ার এবং রেভেল থেকে দুটি ডেস্ট্রয়ার পাঠানো হয়। ৩০ অগস্ট তারিখে রেভেল সোভিয়েত কর্নিলভের অভ্যুত্থান দমন করার জন্য 'রেভেল থেকে সামরিক ইউনিট ও কামান প্রভৃতি পাঠাবার' সিদ্ধান্ত নেয়। পেত্রগ্রাদ রক্ষার জন্য গ্রেনেডিয়ার, ইজমাইলোভস্কি, কেক্সগোলমস্কি, লিথুয়ানীয়, মস্কো, পাভলভস্কি, প্রেওব্রাজেনস্কি ও আরও কয়েকটি রেজিমেণ্ট কতকগুলি বাহিনী পাঠায়।

ক্রনস্টাড্‌টে সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি টেলিগ্রাম ও পোস্ট অফিস দখল করে নেয় এবং কর্নিলভের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য একটি কমিশন গঠন করে। অভ্যুত্থান চূর্ণ করার জন্য ৩,০০০-এরও বেশি নাবিককে পেত্রগ্রাদে পাঠানো হয়।

দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলি বুঝতে পেরেছিল যে বিপদটা অতি বাস্তব, তাই তারা তৎপর হয়েছিল।

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যেকার মৈত্রী দেখিয়েছিল যে সেটাই ছিল বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি। অন্তত ৬০,০০০ জন লোকের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী পেত্রগ্রাদে তৈরি হয়েছিল তিন দিনের মধ্যে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিপক্ষে যে শক্তি ছিল, তার এক-তৃতীয়াংশও ষড়যন্ত্রকারীদের ছিল না। একথা স্পষ্ট ছিল যে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। অন্যান্য যেসব এলাকায় কর্নিলভ আঘাত হানার পরিকল্পনা করছিল সেখানেই শক্তির অনুরূপ ভারসাম্য দেখা গিয়েছিল।

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল বলশেভিক পার্টি। আ. ভ. লুনাচারস্কি সে সময়ে ছিলেন ডেপুটি মেয়র। তিনি লিখেছেন: 'দুমায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা এখন কাদেতদের মনে করতে লাগল কর্নিলভকে সাহায্য ও মদত দিচ্ছে বলে, এবং আমাদের শরণাপন্ন হল সাহায্য ও পরিত্রাণের জন্য... আমরা যেসব প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, দুমা তা অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করল।'

বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি ছিলেন কর্নিলভেরই সমপর্যায়ের। কিন্তু কর্নিলভের মধ্যে এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রত্যক্ষ করে এবং জনগণের ব্যাপক সংগ্রামী তৎপরতা কর্নিলভকে চূর্ণ করে সেই সঙ্গে আবার অস্থায়ী সরকারকেও বিদায় করে দিতে পারে এই ভয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে কর্নিলভ ও অন্যান্য বিদ্রোহী জেনারেলের বিচার করা হবে। বস্তুত পক্ষে, কেরেনস্কি আর

কর্নিলভের এই 'সংগ্রাম' আসলে ছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা কর্নিলভের বিরুদ্ধে কেরেনস্কির প্রতি তাদের নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করে, শেষোক্তকে গণ্য করে 'অধিকতর মন্দ' বলে। সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশন বসে ২৭ অগস্ট সন্ধ্যাবেলা থেকে তার পরদিন সকাল পর্যন্ত। কাদেত মন্ত্রীরা পদত্যাগ করায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠ কেরেনস্কিকে তাঁর নিজের বিবেচনা-মতো সরকার গঠন করতে অনুরোধ জানায়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক পার্টির প্রতিনিধি, শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ ও শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক 'প্রতিবিপ্লব-বিরোধী গণ-সংগ্রাম কমিটি' গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলশেভিক পার্টিরও প্রতিনিধিত্ব ছিল। এটি ছিল কর্নিলভের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এক কোয়ালিশন সংস্থা। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলিকে তার রণকৌশলের কথা জানিয়েছিল এই বলে যে প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য তারা সোভিয়েতের সঙ্গে প্রয়োগগত ও তথ্যগত সহযোগিতায় কাজ করছে, অথচ একই সঙ্গে অনুসরণ করছে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক পন্থা। অসম্পূর্ণ তথ্য অনুযায়ী, ১০০টি শহরের সোভিয়েত কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন করেছিল।

২৮ অগস্ট তারিখে প্রথম অধিবেশনেই 'প্রতিবিপ্লব-বিরোধী গণ-সংগ্রাম কমিটি' নিম্নলিখিত মধ্যপন্থা-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: 'এই বিষয়টি বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করতে হবে যে শ্রমিকদের এক-একটি গোষ্ঠীকে শ্রমিক-অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র করা হবে সোভিয়েতসমূহের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে এবং কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে।' এইভাবে, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি এক অসাধারণ সংস্থার কাছ থেকে শ্রমিকদের সশস্ত্র করার বিষয়টি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করল। কিন্তু, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্যসম্পন্ন এই কমিটির কাজকর্ম ছিল অস্থিরসংকল্প। কর্নিলভের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের আসল কেন্দ্র ছিল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, সামরিক সংগঠনের ব্যুরো ও পেত্রগ্রাদ পার্টি কমিটি।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত বিপ্লবী কমিটিগুলির দৃঢ়পণ তৎপরতার ফলে বিপ্লব দমন করার সুচিন্তিত পরিকল্পনা — আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের অনুমোদিত পরিকল্পনা — শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। বলশেভিক নেতৃত্বের অধীনে

সম্মিলিতভাবে কাজ করে শ্রমিকশ্রেণী ও সৈনিকরা বিজয়ী হয়। কর্নিলভ এবং তার কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেপ্তার হয়। কর্নিলভের ষড়যন্ত্রের পরাজয় শুধু রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরেই নয়, তাদের যারা সমর্থন করছিল সেই ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপরেও বিরাট আঘাত হেনেছিল।

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করার সময়ে বলশেভিকরা ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার রণকৌশল প্রয়োগ করেছিল, বলিষ্ঠভাবে গঠন করেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক বাহিনী। কর্নিলভের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে কয়েকদিনের মধ্যে যা অর্জিত হয়েছিল, তা বিপ্লবের সাধারণ বিকাশের কয়েক মাসের মধ্যেও হতে পারত না। কর্নিলভের অভ্যুত্থান আপসরফার নীতির অসারতা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল। কৃষক ও সৈনিকরা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছ থেকে সরে এসে বলশেভিকদের দিকে যেতে শুরু করল। একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে ক্ষমতা যদি শ্রমিক এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির হাতে থাকে একমাত্র তাহলেই বিপ্লব অগ্রসর হতে পারে এবং তার অর্জিত সাফল্যগুলিকে সংহত করতে পারে। কর্নিলভের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বহু সৈনিক ও শ্রমিককে এই মোহ পরিত্যাগ করতে সাহায্য করেছে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতায় এসে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে আনা, উৎপাদনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং কৃষকদের হাতে ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত করা সম্ভব। সৈনিকরা, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে এবং অনেকগুলি পশ্চাদ্‌ভাগের গ্যারিসনে, আপসপন্থী পার্টিগুলির নীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলশেভিকদের পক্ষে যোগ দেয়।

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে, ১৯১৭-র অগস্ট মাসের শেষে ও সেপ্টেম্বরের শুরুতে এক অনন্যসাধারণ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্ব কেন্দ্রে ও অঞ্চলগুলিতে ক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, অথচ সোভিয়েত ও কারখানা কমিটিগুলি হয়ে উঠেছিল আরও সক্রিয়। আরেকবার দেখা দিয়েছিল সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সম্ভাবনা। মানুষের অনাবশ্যক প্রাণহানি এড়ানোর জন্য বলশেভিক পার্টি এই সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা 'আপস প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লেনিন পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে আপসের প্রশ্নটি তোলেন। তিনি লেখেন, 'আমাদের তরফ থেকে এই আপস হল সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা এবং সোভিয়েতসমূহের কাছে দায়ী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের এক সরকারের জন্য আমাদের প্রাক-জুলাই দাবিতে ফিরে যাওয়া...'

'আমার মতে, বিশ্ব বিপ্লব ও বিপ্লবী পদ্ধতির সৈনিক বলশেভিকরা এই আপসে সম্মতি দিতে পারে এবং দেওয়া উচিত শুধু বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের

খাতিরে--যে সুযোগ ইতিহাসে অত্যন্ত দুর্লভ ও অত্যন্ত মূল্যবান, যে সুযোগ ঘটে কদাচিৎ।' (৪৬)

সোভিয়েতগুলির সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি সোভিয়েত সরকার গঠন করা উচিত ছিল এবং তা তারা পারত, যুধ্যমান সকল জাতির কাছে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শর্তে শান্তির প্রস্তাব করতে পারত, ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘোষণা করতে পারত, কৃষক কমিটিগুলির হাতে জমি হস্তান্তরিত করতে পারত এবং উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারত। বলশেভিকরা যদি প্রাক-জুলাই কালপর্বের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে অভিযান চালাতে পারত তাহলে তারা তাদের প্রভাব বাড়াতে পারত এবং সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারত। ঠিক প্রাক-জুলাই কালপর্বের মতোই, সোভিয়েতসমূহের প্রতি কোনো বিরোধিতার কল্পনা করা যেত না।

কিন্তু, বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা দ্রুত অপচিত হল। সোভিয়েতসমূহে যাদের প্রাধান্য ছিল সেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আবার বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে কোয়ালিশন করার সিদ্ধান্ত নিল। ১ সেপ্টেম্বর তারিখে অস্থায়ী সরকার রুশ সাম্রাজ্যের নামকরণ রুশ প্রজাতন্ত্র করে এক ডিক্রি প্রচার করে। কেরেনস্কির নেতৃত্বে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট এক পরিচালকমণ্ডলী (ডিরেক্টরি) গঠিত হয়। পরিচালকমণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কাদেত না-থাকলেও, সেটি ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যে এক গোপন মৈত্রীজোট। ২ সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তার সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের চাপে পড়ে পরিচালকমণ্ডলীকে সমর্থন করে এক সিদ্ধান্ত নেয়। এই 'পরিচালকমণ্ডলী' ছিল এক বোনাপার্টপন্থী ক্ষমতা, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর এমন এক ধরনের একনায়কতন্ত্র যা সেনাবিভাগের উপরে নির্ভর করে বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখে এবং 'শ্রেণী-উত্তীর্ণ, জাতীয়' স্লোগানের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন যে 'তারা আবার কাদেতদের সঙ্গে নোংরা ও নীচ দর-কষাকষির বদ্ধজলায় নিমজ্জিত হয়েছে।' (৪৭)

৩। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা

এক নতুন বিপ্লবী জোয়ার অবশ্যম্ভাবী—লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী ঘটনাবলীতে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। সমাসন্ন জাতীয় সংকটের সবচেয়ে জাজ্বল্যমান উপসর্গের একটি ছিল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা।

সর্বনাশ রোধ করে অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য অস্থায়ী সরকার কিছু করেনি। যুদ্ধের তৃতীয় বছরে, ১৯১৭ সালে রেলওয়ে ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কারখানাগুলিতে প্রাথমিক উপকরণ সরবরাহ কমে গিয়েছিল; হ্রাস পেয়েছিল কয়লা উৎপাদন। শুধু দনবাসেই মার্চ ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা কমেছিল ২৩·৪ শতাংশ। প্রাক-যুদ্ধ ১৯১৩ সালের তুলনায় লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ২৮,২৯,০০,০০০ পুদ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ১৯,৫০,০০,০০০ পুদ-এ, আর লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন ২৪,৬৫,০০,০০০ পুদ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ১৫,৫৫,০০,০০০ পুদ-এ। যুদ্ধের পিছনে ব্যয় গিয়ে পৌঁছেছিল এক অবিশ্বাস্য বিরাট অঙ্কে। যুদ্ধের পিছনে রাশিয়ার দৈনিক খরচ ছিল ১৯১৫ সালে ২ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল এবং ১৯১৭-তে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ রুবল। ১৯১৬ সালের তুলনায় যুদ্ধের বাজেট বেড়েছিল প্রায় ৫০ শতাংশ, তার অধিকাংশই অবশ্য চাপানো হয়েছিল শ্রমজীবী জনগণের ঘাড়ে। বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অস্থায়ী সরকার দেশ ছেয়ে ফেলেছিল কাগজের ব্যাংক-নোটে, জনগণ তার নাম দিয়েছিল কেরেন্‌কি। যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ পর্যন্ত কাগজী মুদ্রার প্রচলন ৮২ কোটি রুবল ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর তার পরের আট মাসের মধ্যে কাগজী মুদ্রায় প্রায় ৯৫ কোটি রুবল বাজারে ছাড়া হয়েছিল। রুবলের মূল্য প্রত্যহ হ্রাস পাচ্ছিল। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল এক বিরাট অঙ্কে — ৪,৯০০ কোটি থেকে ৫,০০০ কোটি রুবল, তার মধ্যে ১,২০০ কোটি রুবল ঋণ ছিল বাইরের দেশগুলির কাছে।

ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের টুঁটি টিপে মারার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী লক-আউট ঘোষণা করেছিল, কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল, এবং তার দ্বারা বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তুলেছিল। অন্তর্ঘাত ও লক-আউটের সাহায্যে তারা বিপ্লবী জনগণকে নতজানু করতে চেয়েছিল। ১৯১৭-র মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে মোট ৫৬৮টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, অধিকাংশই ছিল ধাতুকর্মের কারখানা। কারখানা মালিকরা অক্টোবর মাসে অনেকগুলি উদ্যোগ বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছিল. সেগুলিতে নিযুক্ত ছিল মোট ৩ লক্ষ শ্রমিক। লক-আউট ও অন্তর্ঘাতে বুর্জোয়াশ্রেণী রাশিয়ার অর্থনীতির যে কতখানি বৈষয়িক ক্ষতি করেছিল তার হিসাব করা কঠিন। সেপ্টেম্বর মাসে অস্থায়ী সরকারের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিটি প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় হিসেবে লক-আউটকে আইনসম্মত করেছিল। এমনকি সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯১৭-র মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শুধু কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলেই বেকারের সংখ্যা ছিল ১,১৪,০০০।

শ্রমিকশ্রেণীর উপরে বুর্জোয়াশ্রেণীর আক্রমণের সঙ্গে চলেছিল জনগণের জীবনযাপনের মানের উপরে আরও আক্রমণ। অগস্ট মাসের শেষ দিকে, সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের ও আর ১৬টি শাখার কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় বলা হয় যে সম্প্রতি কারখানা মালিকরা ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের চুক্তি মানতে অস্বীকার করছে

এবং তার ভিত্তিতে বহু বিরোধ বাধছে। কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিরা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এও দাবি করেছিল যে শ্রমিকদের বিসর্জন দিতে হবে তাদের অর্জিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলির একটিকে— আট-ঘণ্টার কর্মদিবসকে।

খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম গগনচুম্বী হয়েছিল, ১৯১৭-র শুধু সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরেই তা বেড়েছিল ৩৪০ শতাংশ (প্রাক-যুদ্ধ স্তরের তুলনায় ১,০২০ শতাংশ)। মজুরি বৃদ্ধি জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বমুখী ব্যয়ের অনেক পিছনে পড়ে ছিল। মস্কোর কোনো কোনো কারখানায় সেপ্টেম্বর মাসে মজুরি দিনে ২ রুবলের বেশি ছিল না। এ ছিল অনাহারে থাকার মজুরি, বাঁচার মতো মজুরি নয়। অক্টোবরের মধ্যে শুইস্কি সুতাকলে মজুরি বেড়েছিল প্রাক-যুদ্ধ স্তরের তুলনায় গড়ে ২৫০ শতাংশ, অথচ খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছিল ৮০০ থেকে ১,১০০ শতাংশ। গুস-খ্রুস্তালনিতে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পরিবার সহ একজন শ্রমিকের কায়ক্লেশে জীবনযাপনের মতো ন্যূনতম মজুরি ছিল ২৪৮ রুবল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পেতেন তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র। চিনি, চা, দেশলাই, কেরোসিন, তামাক ও অন্যান্য ভোগ্যসামগ্রীর উপরে কর ১৯১৬ সালের তুলনায় ৪০০ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী মজুরি বৃদ্ধির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল, এমনকি মজুরি কমানোর দাবি করেছিল।

অনাহারে রেখে শ্রমিকদের জব্দ করার চেষ্টায় বুর্জোয়াশ্রেণী ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। সারা-রাশিয়া বাণিজ্য ও শিল্প ইউনিয়নের ২য় কংগ্রেসে কোটিপতি রিয়াবুশিনস্কি বিদ্বেষভরে ঘোষণা করেছিলেন যে ক্ষুধার অস্থিসার বাহুই বিপ্লবের গলা টিপে ধরে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করবে। বুর্জোয়াশ্রেণী খাদ্যদ্রব্য কিনে মজুত করে রেখেছিল।

অগস্ট ১৯১৭-তে অস্থায়ী সরকার রুটির দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়, অথচ শ্রমিকদের জন্য কোনোরূপ মজুরি বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করে। সরকার ঘোষণা করে যে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে সে চালিত হয়েছে 'ন্যায়বিচার' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার, 'অন্যান্য শ্রেণীর' সঙ্গে চাষীকে সমান করে দেখার বাসনা থেকে। বেশির ভাগ দানাশস্য ছিল ভূস্বামী ও কুলাকদের হাতে, তাই রুটির নতুন মূল্যবৃদ্ধিকে বলশেভিকরা অভিহিত করেছিল ক্ষুধার্ত জনগণের উপরে, রুটির ক্রেতা লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমিকের উপরে প্রত্যক্ষ আঘাত বলে, ভূস্বামীদের প্রতি প্রত্যক্ষ উপহার বলে।

১৯১৭-র শরৎ-হেমন্ত কালে মধ্য-রাশিয়ার অনেকগুলি গুবের্নিয়ায় তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাদ্য সরবরাহ ক্রমাগত হ্রাস পায়। এপ্রিলের গোড়ায় মস্কো ও কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলি পরিকল্পিত খাদ্য সরবরাহের ৪৩·৪ শতাংশ পেয়েছিল, সেখানে সেপ্টেম্বর মাসে তারা পেয়েছিল মাত্র ১৫·২ শতাংশ। শহরগুলিতে শুরু

হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোয় মাথা পিছু রুটির রেশন কমিয়ে করা হয় ১০০ গ্রাম, এমন দিনও গেছে যখন রুটি আদৌ দেওয়াই হয়নি। ১৯১৭ সালের হেমন্তে খাদ্যপরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

রণাঙ্গনেও খাদ্যাভাব তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে জনৈক কমিসারি অফিসার লিখেছেন যে, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্বৈরতন্ত্রী—অনাহার রাজা—সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেছে। কতকগুলি বেকারি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, আর দু-তিন দিনের মধ্যেই রণাঙ্গনের সব কটি বেকারি বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ ময়দা নেই।

এ জিনিস ঘটছিল এমন এক দেশে, যেখানে ১৯১৫-১৯১৬-র ফলন থেকে দানাশস্যের প্রচুর সঞ্চয় ছিল। এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে শুধু নভোরোসিইস্ক এলাকাতেই উদ্বৃত্ত দানাশস্যের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ পুদ, তা দিয়ে পেত্রগ্রাদ ও মস্কো এবং অনাহারক্লিষ্ট গুবের্নিয়াগুলির চাহিদা মেটানো যেত। দানাশস্য মজুত করে রেখেছিল কুলাক, ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা, বিপ্লবকে অনাহারের সাহায্যে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে তারা ছিল কৃতসংকল্প। এই পরিস্থিতির উন্নতিবিধানের জন্য দরকার ছিল রাষ্ট্রের হাতে খাদ্যসামগ্রী কেন্দ্রীভূত করা এবং খাদ্যসামগ্রীর ব্যক্তিগত বিক্রয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। কিন্তু, অস্থায়ী সরকার তার শ্রেণীচরিত্রের দরুন এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ এড়িয়ে যায়। সশস্ত্র বাহিনী ও জন   টর জন্য খাদ্য-মন্ত্রকের দানাশস্য সংগ্রহ কমে যেতে থাকে: জুলাই মাসে তা ছিল মোট ২৮,০০০ পুদ এবং অগস্টে ১৯,৭০০ পুদ, অথবা পরিকল্পনার ১৬·৯ শতাংশ। একথা স্পষ্ট ছিল যে বুর্জোয়া সরকার শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থে খাদ্যসমস্যা বা অন্যান্য জরুরী সমস্যা সমাধান করতে পারেনি।

অভূতপূর্ব এক সর্বনাশ সমাসন্ন হয়ে উঠেছিল। বুর্জোয়াশ্রেণী আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা এই পরিস্থিতির জন্য দোষ চাপাতে চেষ্টা করেছিল বলশেভিকদের উপরে; তাদের কথায়, তারা নাকি 'রাষ্ট্রের বনিয়াদ দুর্বল করে' দিচ্ছিল।

আসন্ন সর্বনাশ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য বলশেভিক পার্টি তার সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করছিল। সেপ্টেম্বরে এই জরুরী সমস্যা নিয়ে লেনিন একটি প্রবন্ধ লেখেন—'আসন্ন বিপর্যয় এবং প্রতিহত করার উপায়'; তাতে তিনি দেখান যে যুদ্ধের যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংস সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সমর্থনপুষ্ট বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের শাসনের ফল, বুর্জোয়াশ্রেণী ও এই পার্টিগুলিই জনগণের দুর্গতির জন্য দায়ী। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ ও সেগুলিকে একত্র মিলিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক করা এবং বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণের মতো বিপ্লবী ব্যবস্থাতেই দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

বলশেভিক পার্টির পক্ষে লেনিনের কথিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি অনিবার্য

বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল সামনের দিকে, সমাজতন্ত্রের দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি লিখেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায়, যে-রাশিয়া এক বৈপ্লবিক উপায়ে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র অর্জন করেছে সেই রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের দিকে **অগ্রসর** না হয়ে, সেই দিকে **পদক্ষেপ** না-করে সামনে এগোনো **অসম্ভব।**' (৪৮) একমাত্র ক্ষমতাসীন প্রলেতারিয়েতই দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রলেতারিয়েতই একমাত্র শক্তি যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক নবরূপায়ণ ও শ্রমজীবী জনসাধারণের অবস্থার মৌলিক উন্নতি নিশ্চিত করার মতো ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। রাশিয়ার জাতিসমূহকে তাদের ভাগ্য তুলে দিতে হবে প্রলেতারিয়েতের হাতে, অন্যথায় বিপর্যয় দেশকে গ্রাস করবে।

লেনিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়ার সামনে রয়েছে এক বিরাট ভবিষ্যৎ, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত, মার্কসীয় বিশ্লেষণ। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিকটবর্তী হয়েছে, এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই জটিল সামাজিক সমস্যাগুলির গ্রন্থিমোচন করবে। রাশিয়ায় শিল্প-লগ্নী পুঁজি কেন্দ্রীভবনের এক উচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছিল, একচেটিয়া সমিতিগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছিল এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, পরিণত হতে শুরু করেছিল রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে।

৪। ১৯১৭-র হেমন্তকালে উত্তাল বিপ্লবী তরঙ্গ

গভীর বৈপ্লবিক সংকট ফেটে পড়ল এক নতুন বিপ্লবী তরঙ্গোচ্ছ্বাসে। প্রলেতারিয়েতের উন্নততর জীবনমান, খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতিবিধান, আট-ঘণ্টার কর্মদিবস প্রভৃতির দাবি যুক্ত ছিল ক্ষমতার সমস্যার সঙ্গে। মস্কো সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটিগুলির ১৮ অক্টোবর তারিখের এক অধিবেশনে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মন্তব্য করে, শ্রমিকরা এবিষয়ে স্পষ্টতই সচেতন যে তাদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগান নিয়ে সাধারণ সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে এক চূড়ান্ত নিয়ামক লড়াই দরকার, শ্রমিকদের এই উপলব্ধির ফলে শ্রেণী সংগ্রামের ধরন ও পরিসরের পরিবর্তন-সংশোধন ঘটে। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, ঘন ঘন স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের জায়গায় আসে এক একটি গোটা শিল্প অথবা বড় বড় জেলার স্তরে সংগঠিত সংগ্রামী তৎপরতা। সোভিয়েতসমূহ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বলশেভিক প্রভাব বৃদ্ধি প্রলেতারিয়েতের এধরনের তৎপরতার অবস্থা সৃষ্টি করে। যেসব অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী জনসমষ্টির সংখ্যাগতভাবে অতি ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী (সাইবেরিয়া, মধ্য

এশিয়া, ককেশাস) সেখানে সাধারণ ধর্মঘট প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অবশ্যপালনীয় শর্ত ছিল না। কিন্তু শিল্পাঞ্চলগুলিতে (উরাল, দনবাস ও কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল) শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই বিষয়টি ইঙ্গিতবহ যে ১৯১৭-র মার্চ মাসে হয়েছিল ৬৬টি ধর্মঘট, আর সেপ্টেম্বর মাসে—৮৮০টি। ধর্মঘট পালন করা হয় একটির পর একটি, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষককে সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা হয়। জাতীয় সংকট পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ায় এই আন্দোলন দ্রুত পরিণত হয় উৎপাদনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ও পুঁজিবাদী রীতি দূরীকরণের সংগ্রামে।

মস্কো ও তার উপকণ্ঠে চর্ম-শ্রমিকরা অগস্ট মাসে তাদের কারখানার মালিকরা নতুন শুল্ক হার মেনে নিতে অস্বীকার করায়, ধর্মঘট করে। এই সংগ্রাম অচিরেই বৃদ্ধিলাভ করে এক জাতীয় ধর্মঘটে পরিণত হয়, তাতে জড়িত হয় ১ লক্ষ শ্রমিক। মস্কোর চর্ম-শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানায় পেত্রগ্রাদ, ভ্লাদিমির, ওরিওল ও অন্যান্য শহরের শ্রমিকরা। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো কমিটি ধর্মঘটীদের প্রতি সাহায্যের আহ্বান জানায়। তার আবেদনে বলা হয়েছিল, 'চর্ম-শ্রমিকদের লড়াই, সকল শ্রমিকের লড়াই...

'কমরেডগণ, আপনাদের সংহতি দেখান। চর্ম-শ্রমিকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যান, তাহলেই বিজয় সম্পূর্ণ হবে।'

চর্ম-শ্রমিকদের ধর্মঘট চলে দু মাসের বেশি এবং শেষ পর্যন্ত তা পরিণত হয় এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে। অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে চর্ম-শ্রমিকরা সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং দাবি করে, যে সব পুঁজিপতি শ্রমিকদের কথা শুনতে রাজী নয় তাদের কাছ থেকে কারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি অপেক্ষা-করে-দেখা-যাক ধরনের মনোভাব গ্রহণ করেছিল; সেই কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষা না-করেই কারখানা কমিটিগুলি মজুত মাল-পত্র ও যন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে শুরু করে। কারখানা মালিকদের তা বাধ্য করে ধর্মঘটীদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিতে।

রেল-কর্মীদের এক জাতীয় ধর্মঘট শুরু হয় ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর রাতে। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রেল-কর্মীরা যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না-পড়ে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের রেল-কর্মীদের সঙ্গে প্রলেতারীয় সংহতি প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। রেল-কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধিতে রাজী না-হয়ে অস্থায়ী সরকারের আর কোনো উপায় ছিল না। রেল-কর্মীদের সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটিতে বেশির ভাগই ছিল আপসপন্থী; এই কমিটি ২৭ সেপ্টেম্বর

তারিখে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়, কিন্তু এক-একটি লাইনে রেল-কর্মীরা সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে ধর্মঘট চালিয়ে যায়; আপসপন্থী পার্টিগুলির নীতির বিরুদ্ধে তারা এইভাবে প্রতিবাদ জানায়।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করে বাকুর প্রলেতারিয়েত। বলশেভিক প. আ. জাপারিদ্‌জে, ই. ত. ফিওলেতভ ও ম. আ. আজিজ্‌বেকভের নেতৃত্বে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তৈলকর্মীদের এক ধর্মঘট শুরু হয়; তাতে জড়িত ছিল ৩০,০০০-এর বেশি তৈল-কর্মী। তাদের সমর্থন জানিয়েছিল অন্যান্য উদ্যোগের শ্রমিকরা, বাকু গ্যারিসনের বিপ্লবী সৈনিকরা এবং ক্যাস্পিয়ান বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকরা। তৈলক্ষেত্রগুলির মালিকরা নতিস্বীকার করে শ্রমিকদের সঙ্গে এক যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশ প্রলেতারিয়েতের অন্যতম সর্ববৃহৎ সংগ্রামী তৎপরতা ছিল কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে বলশেভিক-নেতৃত্বাধীন সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। বলশেভিক ম. ভ. রিকুনভ ও ইয়া. এ. রুদজুতাকের নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোয় সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের এক অস্থায়ী সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। অধিকতর মজুরির একটি দাবি পেশ করা হয়, কিন্তু মিল-মালিকরা তা নিয়ে এমন কি আলোচনা করতেও অস্বীকার করে এবং কোনো কোনো মিলে লক-আউট করে দেয়। শ্রমিকরা এর জবাব দেয় মিলগুলি দখল করে এবং মালিকদের গ্রেপ্তার করে। ২১ অক্টোবর তারিখে প্রায় ৩ লক্ষ সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট করে ইভানোভো-ভজনেসেনস্ক, শুইয়া, কস্ত্রোমা, কোভরভ ও কিনেশমায়।

পুঁজিপতিদের অস্থায়ী সরকারের সাহায্যে ধর্মঘট খতম করার চেষ্টাকে শ্রমিকরা কার্যকরভাবে প্রতিহত হরে, তারা বহু মিলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে, সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করে এবং উৎপন্ন সামগ্রী মিলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বন্ধ করে।

সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে দনবাসের খনি-শ্রমিকরা শোষকদের প্রতিরোধ করার যে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়েছিল, তা অত্যন্ত প্রতীকী। শেচেবিনোভকা সোভিয়েতের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে, শ্রমিকরা একটি অন্তর্ঘাতমূলক কাজে সবচেয়ে গুরুতর রূপে জড়িত পুঁজিপতিদের খনিগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেয়, এবং জেলা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে অস্বীকার করায় তাদের গ্রেপ্তার করে। অস্থায়ী সরকার এই অসাধারণ ব্যবস্থার খবর পায়। কেরেনস্কি অবিলম্বে খনি-মালিকদের মুক্তি দেওয়ার, খনিগুলি তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং সোভিয়েতের যেসব সদস্য এই সরকার-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, 'যথেচ্ছ কার্যকলাপ ও নৈরাজ্যের' অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। শ্রমিকরা এই আদেশ অগ্রাহ্য করে। অস্থায়ী সরকারের আশঙ্কা হয় যে এই ধর্মঘট আরও বিপজ্জনক চরিত্র লাভ করবে,

তাই কালেদিনের অধীনে কতকগুলি কশাক ইউনিট ও রুমানিয়া রণাঙ্গন থেকে এক ডিভিশন অশ্বারোহী সৈনিক দনবাসে পাঠানো হয় 'শৃঙ্খলা রক্ষার' জন্য। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। সরকারের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় কালেদিন লেখেন যে শ্রমিকরা ঘোষণা করেছে খনিগুলি ফেরৎ দেওয়া হবে না এবং একমাত্র সোভিয়েতসমূহের কর্তৃত্বকেই তারা স্বীকার করে।

সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মঘট হয় কিয়েভ, খারকভ, ইয়েকাতেরিনোস্লাভ, ওদেসায় এবং ইউক্রেনের অন্যান্য শহরে। এগুলি স্পষ্টতই ছিল শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ। দক্ষিণ রাশিয়ার ধাতু-শ্রমিক ইউনিয়নের খারকভ আঞ্চলিক সম্মেলনে সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৭-র শরৎ-হেমন্তকালে শ্রমিকদের সংগ্রামের পরিধি, স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রাক্কালে ধর্মঘট আন্দোলনের চাইতে অনেক বড় ছিল। ১৯১৭-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘটগুলিতে জড়িত ছিল প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক, কিন্তু অগস্ট-অক্টোবরে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক। শেষোক্ত ধর্মঘটগুলি চালিত ছিল বিপ্লবের মূল সমস্যা—ক্ষমতা দখলের সমস্যার মীমাংসার দিকে। ১৯১৭-র শরৎ-হেমন্তকালের মধ্যে বলশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের দিকে টেনে এনেছিল এবং তাকে প্রস্তুত করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সপক্ষে চূড়ান্ত নিয়ামক সংগ্রামের জন্য।

কৃষক আন্দোলনের অধিকতর কর্মতৎপরতাও ছিল গভীর বৈপ্লবিক সংকটের বৈশিষ্ট্যসূচক। বিপ্লবের পূর্ববর্তী কয়েকমাসের অভিজ্ঞতা কৃষকদের কাছে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা যে-সরকারে পদাধিষ্ঠিত সেই অস্থায়ী সরকারের কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার কোনো অভিপ্রায় নেই। ঘটনাই দেখিয়েছে যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা তাঁদের কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচি পরিত্যাগ করছেন এবং তার জায়গায় এনেছেন কৃষিমন্ত্রী স. ল. মাসলভের খসড়া-করা এক প্রতিক্রিয়াশীল ভূমি-সংক্রান্ত বিল। লেনিন লিখেছেন, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি 'কৃষকদের প্রতারিত করেছে; নিজের ভূমি-সংক্রান্ত বিল থেকে হীনভাবে সরে এসে সে ভূস্বামী ও কাদেতদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।' (৪৯) কৃষকদের জমির দাবি পূরণ করার পরিবর্তে অস্থায়ী সরকার সৈন্য পাঠিয়ে জমি-কমিটিগুলির সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছে এবং গোটা এক-একটি গুবের্নিয়ায় সামরিক আইন জারী করেছে—সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক মন্ত্রীদের তরফ থেকে কোনো বিরোধিতা আসেনি। কিন্তু এই সব ব্যবস্থায় উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়নি। কৃষি আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চয় করে চলেছে।

সোভিয়েতসমূহে, সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসগুলিতে ও সংবাদপত্রে বলশেভিক পার্টি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে ভূসম্পত্তিগুলি সংবিধান সভার জন্য অপেক্ষা না-করে এখনই বাজেয়াপ্ত করা উচিত। এবারেও, সংবিধান সভায় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি চালাতে গিয়ে পার্টি কৃষকদের হাতে অবিলম্বে জমি হস্তান্তরিত করার আন্দোলন তীব্র করেছিল। ১৯১৭-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে অনুষ্ঠিত গুবের্নিয়া বলশেভিক সম্মেলন কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টির কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। এই সম্মেলনগুলির পর গুবের্নিয়া ও উয়েজদ কমিটিগুলি গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি শ্রমিক ও সৈনিকদের পাঠায়, সেখানে তারা ভূস্বামীদের কাছ থেকে অবিলম্বে জমি বাজেয়াপ্ত করার আহ্বান জানায়।

মধ্য রাশিয়ায় কৃষক আন্দোলন বিকাশ লাভ করে গতিশীলভাবে। সেখানকার শিল্পায়নের উচ্চ স্তর ছাড়াও, সেখানে ছিল সর্বাধিক সংখ্যক ভূ-সম্পত্তি এবং ভূমিদাসপ্রথার সবচেয়ে গভীরমূল অবশেষ। জমি আইনের তথাকথিত লঙ্ঘনমূলক ঘটনার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, ১৯১৭-র মার্চে যার সংখ্যা ছিল ৭৩ সেপ্টেম্বরে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৩০১৭-এ। কৃষি আন্দোলনের বৃদ্ধির শুধু কিছুটা ধারণা এ থেকে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, অস্থায়ী সরকারের সংস্থাগুলি যত ঘটনার সংখ্যা নথীবদ্ধ করেছিল, ঘটেছিল তার চাইতে অনেক বেশি।

কৃষক আন্দোলনের বিরাট ব্যাপ্তি কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কতকগুলি উয়েজদ ও গুবের্নিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল; এই প্রশ্নে সরকারী নীতি সত্ত্বেও তারা সংবিধান সভার জন্য অপেক্ষা না-করে কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টিতে ভাগাভাগি হয়ে যায়। বামপন্থী অংশ বেরিয়ে এসে নতুন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি গঠন করে। কোনো কোনো প্রশ্নে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বলশেভিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে। তা ঘটে বল্টিক নৌবহর প্রতিনিধিদের ২য় কংগ্রেসে, সেখানে তারা বলশেভিকদের সমর্থন করে, এবং ফিনল্যান্ডের সেনাবাহিনী, নৌবহর ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের ৩য় আঞ্চলিক কংগ্রেসে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা জমি কমিটিগুলির হাতে সমস্ত জমির হস্তান্তর দাবি করে।

বহু ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলন স্থানীয় এলাকাগুলিতে অস্থায়ী সরকারের সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে ফেটে পড়ে। ভূস্বামী গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষক অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সৈন্য চেয়ে সরকারের কাছে তারবার্তা পাঠায়। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে, এরকম অনেক তারবার্তা পাওয়ার পর অস্থায়ী সরকার কৃষক আন্দোলনের প্রশ্নটি বিবেচনা করে। সরকার বুঝতে পারে যে সেই আন্দোলন দমন করতে হলে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং গুবের্নিয়া

কমিসারদের সে ফৌজ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু পিটুনি-বাহিনীর সৈনিকরা ছিল সামরিক উর্দি-পরা কৃষক, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষারই মতো। মস্কো সামরিক জেলা কম্যান্ড-আহূত সৈনিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েত এবং সোভিয়েতসমূহের মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরোর প্রধানদের এক সম্মেলনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্মেলনে দেখা যায় যে কৃষকদের দমন করার জন্য নির্ভরযোগ্য সৈন্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে, জেলা কম্যান্ডার কর্নেল ক. ন. রিয়াব্‌ৎসেভ ঘোষণা করেন যে তিনি গ্রামাঞ্চলে পাঠাবেন সরকারের প্রতি অনুগত ক্যাডেট ও কশাকদের। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা প্রতিটি পিটুনি-বাহিনীতে তাদের নিজেদের চর নিযুক্ত করে। অন্যান্য গুবের্নিয়াতেও একই পরিস্থিতি ছিল।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে শুধু মধ্য রাশিয়ার সাতটি গুবের্নিয়াতেই পাঠানো হয়েছিল ১৮টি পিটুনি-বাহিনী, তাতে ছিল ৩,০০০ কশাক, ক্যাডেট ও অশ্বারোহী। ১৯১৭-র মার্চ-জুন মাসে ১৭টি কৃষক অভ্যুত্থান এবং সেপ্টেম্বর মাসে ১০৫টি কৃষক অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সৈন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

কিন্তু, কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ক্রমেই বেশি সহিংস হয়ে উঠতে থাকে। স্মোলেনস্ক গুবের্নিয়া থেকে খবর পাওয়া যায়, কোনো কোনো উয়েজদে কৃষকরা সমস্ত ভূস্বামীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাম্‌বভ গুবের্নিয়ার কোসলভ উয়েজদেই কৃষকরা সেপ্টেম্বর মাসে ৪৬টি জমিদার-বাড়ি ধ্বংস করেছিল অথবা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল রিয়াজান গুবের্নিয়ায়। অন্যান্য এলাকায় — পদোল্‌স্ক ও ভলিনিয়া গুবের্নিয়ায় — ব্যাপ্ত হয়ে তা অচিরেই ছড়িয়ে পড়েছিল কিয়েভ, ইয়েকাতেরিনোস্লাভ, খারকভ ও অন্যান্য গুবের্নিয়ায়।

সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্য অঞ্চলে কোনো ভূসম্পত্তি ছিল না, সেখানে কৃষক আন্দোলন কর্তৃপক্ষকে অমান্য করা, দখলহীন জমি জোর করে চাষ করা, খাজনা ও কর দিতে অস্বীকার করা এবং পুলিস বহিষ্কারের রূপ গ্রহণ করেছিল। ১৯১৭-র শরৎ-হেমন্তকালে ৯০ শতাংশের বেশি উয়েজদে কৃষকরা আন্দোলনে জড়িত ছিল।

যুদ্ধ মন্ত্রী আ. ই. ভের্খোভস্কির কাছে লেখা এক চিঠিতে আভ্যন্তরিক বিষয়ক মন্ত্রী আ. ম. নিকিতিন কৃষক আন্দোলন দমনের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তিনি কিয়েভ, বেসারাবিয়া, পদোলস্ক, ভলিনিয়া, মিন্‌স্ক ও মোগিলেভ গুবের্নিয়ায় রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে ব্যবহার কবার এবং নভগরদ, খারকভ, পেনজা, তাম্‌বভ, খেরসন, সামারা ও ভরোনেজ গুবের্নিয়ায় স্থানীয় গ্যারিসনকে ব্যবহার করার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রণক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভাগের অশ্বারোহী বহিনীগুলির কিছু স্কোয়াড্রন ১৬টি

গুবের্নিয়াতে রাখা দরকার। ভের্খোভস্কির কাছে লেখা চিঠির উপসংহারে নিকিতিন লিখেছিলেন, 'অধিকন্তু, জনসাধারণের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি মস্কো, কাজান, খারকভ, সারাতভ, পের্ম এবং ওমস্কে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে খণ্ডবাহিনী গঠনের অনুরোধ করছি।'

কিন্তু এই পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বহু ক্ষেত্রে সৈন্যরা চাষীদের জমির দাবি সমর্থন করে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে। ভলিনিয়া, রিয়াজান, পদোলস্ক, বেসারাবিয়া ও মিনস্ক গুবের্নিয়া থেকে সরকারি কর্মকর্তারা সৈন্যদের সমর্থন নিয়ে ব্যাপকভাবে ভূসম্পত্তি দখল, জঙ্গল কাটা ও জমিদার-বাড়ি পোড়ানোর খবর পাঠায়। পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল প. স. বালুয়েভ খবর দেন যে ত্‌ভের, ভিতেবস্ক, স্মোলেনস্ক, কালুগা ও ওরিওল গুবের্নিয়াতেও অনুরূপ চিত্র লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ৫ম ও ৬ষ্ঠ দন কশাক ডিভিশনকে রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে এনে, তাদের পাঠায় গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কিন্তু কৃষক সংগ্রামের উত্তেজনাময় পরিবেশের মধ্যে পড়ে, কশাক রেজিমেণ্টগুলি পুলিসের কাজ করতে অস্বীকার করে; অথচ সরকার এদেরই উপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিল।

কৃষক আন্দোলনের প্রতি লেনিন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন, তাকে গণ্য করেন জাতীয় সংকটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ বলে। ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা 'সংকট পরিপক্ব' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি বলেন: 'একথা স্পষ্ট যে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সাত মাসের পর একটি কৃষকপ্রধান দেশে ব্যাপারটা যদি কৃষক বিদ্রোহ পর্যন্ত গড়ায়, তবে তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে বিপ্লব সারা দেশ জুড়ে ক্রিয়াশক্তি হারাচ্ছে, অভূতপূর্ব গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, এবং প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলি গিয়েছে **শেষ সীমা** পর্যন্ত।' (৫০)

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্যে লেনিন শুধু যে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপসের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক নীতির ব্যর্থতাই প্রত্যক্ষ করেন তাই নয়, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয় বৈপ্লবিক সংকটের অস্তিত্বও দেখতে পান। জমির জন্য কৃষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিলোপের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

বিপ্লবী উত্তেজনা একই সঙ্গে রণাঙ্গনেও তীব্র হয়ে উঠেছিল। কর্নিলভের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বলশেভিক প্রভাব বৃদ্ধির কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম কয়েক মাস যে প্রতিরক্ষাবাদী মনোভাব রাশিয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার স্থান গ্রহণ করে যথা শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধের অবসান ঘটাবার অদম্য বাসনা। লেনিন লেখেন, 'সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সৈনিকদের পায়ে জুতো নেই, সৈনিকরা অনাহারে রয়েছে, সৈনিকরা পুঁজিপতিদের

স্বার্থের জন্য লড়তে চায় না, তাদের যখন শুধু শান্তির সুন্দর সুন্দর কথা শোনানো হচ্ছে, অথচ **সমস্ত** যুদ্ধরত জাতির কাছে উপস্থাপিতব্য **শান্তি প্রস্তাব**, রাজ্যদখল ব্যতিরেকে ন্যায়সংগত শান্তির প্রস্তাবের ব্যাপারে মাসের পর মাস দেরি করা হচ্ছে (কেরেনস্কিই তা বিলম্বিত করছে), তখন তারা **'ধৈর্যধারণ করতে'** চায় না।' (৫১) সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বলশেভিকরা ক্রমবর্ধমান মর্যাদা লাভ করতে থাকে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পশ্চিম রণাঙ্গনে বলশেভিক পার্টির ছিল ৬৫৪৮ জন সদস্য এবং উত্তর রণাঙ্গনে প্রায় ৬৩,০০০ সদস্য। যুদ্ধজনিত সমস্ত দুঃখকষ্ট তারা সৈনিকদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে।

আপসপন্থী পার্টিগুলিকে ত্যাগ করে সৈনিকসাধারণের চলে আসার পরিচয় পাওয়া যায় সৈনিকদের কমিটিগুলির গঠনবিন্যাসের মধ্যে। কম্পানি, রেজিমেণ্টাল এবং অংশত, ডিভিশনাল ও কোর-এর সৈনিক কমিটিগুলির নতুন নির্বাচনে সৈনিকরা প্রধানত বলশেভিকদের নির্বাচিত করে। ১৯১৭-র শরৎ-হেমন্তকালে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের হাতেই ছিল প্রধানত সেনাবাহিনীর ও রণাঙ্গনের কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু সেগুলির পিছনে সৈনিকসাধারণের সমর্থন ছিল না, এবং সেগুলি তাদের মেজাজকেও অভিব্যক্তি দিত না।

বিপ্লবী মনোভাবের দ্রুততম বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে। উত্তর রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের বার্তায় বলা হয়েছিল যে সভাগুলিতে সৈনিকেরা অফিসারদের তীব্র সমালোচনা করেছে, তাদের অভিহিত করেছে প্রতিবিপ্লবী ও বিশ্বাসঘাতক বলে। উত্তর রণাঙ্গনের ২৩টি পদাতিক রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে। সম্মেলন পরিচালকমণ্ডলীকে মানতে অস্বীকার করে এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক সোভিয়েতসমূহের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে। সৈনিকরা এখন যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে যুক্ত করতে থাকে; সৈনিকদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করা হয়। অক্টোবর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনের ৩৫তম আর্মি কোরের কোর, ডিভিশনাল ও রেজিমেণ্টাল কমিটিগুলির এক কংগ্রেসে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে দাবি করা হয় যে সোভিয়েতসমূহের আসন্ন কংগ্রেসে নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে, এবং মিত্রপক্ষের সরকারগুলির সম্পাদিত গোপন চুক্তিগুলি প্রকাশ করার পর অবিলম্বে শান্তির গণতান্ত্রিক শর্ত ঘোষণা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর করতে হবে।

এদিক দিয়ে রুমানীয় রণাঙ্গনে ৩৩তম কোরের সৈনিকদের মেজাজ ছিল ইঙ্গিতবহ। ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি কোর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ দেয় সমস্ত ইউনিটের প্রতিনিধিরা। সমস্ত প্রতিনিধির উপরেই অবিলম্বে শান্তি দাবি করার নির্দেশ ছিল।

কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধিদল পেত্রগ্রাদে পেঁছয় ৫ অক্টোবর তারিখে, এবং সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক অধিবেশনে এনসাইন ভ. ন. ভাসিলিয়েভস্কি কোর কংগ্রেসের নির্দেশ পড়ে শোনান: 'আমরা, ৩৩তম কোরের প্রতিনিধিরা, আপনাদের কাছে এই প্রশ্নের প্রথমত ও প্রধানত একটা জবাব দাবি করতে এসেছি, সে জবাব আমরা ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে নিয়ে যাব: শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য আপনাদের বাস্তব ব্যবস্থাবলী কোথায়, কোথায় আপনাদের সক্রিয় ব্যবস্থা? মাসের পর মাস আমরা শুনেছি শুধু আপনাদের ঘোষণা, আপনাদের কথা—জবাব দিন, আপনাদের কাজ কোথায়? আমরা আপনাদের এই হুঁসিয়ারি দিতে এসেছি যে গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে আপনাদের প্রতি সৈনিকদের মধ্যে এখনও, ক্ষীণ হলেও, বিশ্বাস আছে, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করার জন্য আপনারা কী করেছেন তার একটা দ্ব্যর্থহীন জবাব যদি আমরা আমাদের কমরেডদের কাছে নিয়ে না-যাই..., তাহলে আপনাদের প্রতি এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে... আমরা আপনাদের বলতে এসেছি যে অন্যথায় একটা সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটবে, যার সমস্ত দায়িত্ব বর্তাবে আপনাদের উপরে।'

সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বলশেভিক প্রভাববৃদ্ধি সবচেয়ে নিবিড়ভাবে দেখা যায় রণক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভাগের গ্যারিসনগুলিতে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের — কিয়েভ, চেরনিগভ, পোলতাভা, ভলিনিয়া, পদোলস্ক, খেরসন ও তাভরিদা গুবের্নিয়ার রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটি ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানিয়েছিল: 'বহু ইউনিটে গোটা এক-একটি কোম্পানিকে 'তোমাদের মধ্যে কেউ বলশেভিক আছে কি' প্রশ্ন করা হলে সকলে জবাব দিয়েছে, 'আমরা সবাই বলশেভিক'। একথা প্রশ্নাতীত যে অধিকাংশ সৈনিক আমাদের পার্টিকে সমর্থন করে।'

পশ্চাদ্‌ভাগের গ্যারিসনগুলির মধ্যে, বিশেষ করে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে, বলশেভিকদের বর্ধিত প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোয় জেলা দুমাগুলির নির্বাচনের ফলাফলে। সেদিন ভোট দিতে যায় ১৭,৮১৯ জন সৈনিক ও অফিসার, তার মধ্যে ১৪,৪৬৭ জন ভোট দেয় বলশেভিকদের। পশ্চাদ্‌ভাগের গ্যারিসনগুলির সৈনিকরা ছিল বেশ বড় একটা শক্তি। সংরক্ষিত ও পশ্চাদ্‌ভাগের ইউনিটগুলিতে ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ সৈন্য।

সৈনিকরা প্রতিবিপ্লবী অফিসারদের গ্রেপ্তার করছে—এমন ঘটনা খুবই ঘন ঘন ঘটতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে সেনাবাহিনীর মেজাজ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর সেনসরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পুরনো হুকুমতের প্রতি আনুগত্যের ন্যূনতম

সন্দেহে সেনাবাহিনীর অফিসারেদের গ্রেপ্তার করাটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯১৭-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অস্ট্রীয় ও জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে ভ্রাতৃরূপে মেলামেশা বেড়ে যায়। পরমপ্রিয় 'শান্তি' শব্দটি ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে আরও বলিষ্ঠভাবে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কম্যান্ড থেকে সাধারণ সদর দপ্তরে জানানো হয় যে যুদ্ধ সম্পর্কে সৈনিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক, শান্তির আকাঙ্ক্ষা সামনে চলে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল রণাঙ্গনে বলশেভিক স্লোগান আর ধ্যানধারণার প্রচন্ড সাফল্য।

সেনাবাহিনী সরকারের কাছে তার অধীনতা পরিত্যাগ করছিল এবং তা আর শোষক শ্রেণীগুলির নিপীড়ন ও হিংসার হাতিয়ার থাকছিল না। ১৯১৭-র হেমন্তকালে উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের ১৭ লক্ষ সৈন্যের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং বলটিক নৌবহরের প্রায় সমস্ত নাবিক এসে গিয়েছিল বলশেভিকদের দিকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম, রুমানীয় ও ককেশীয় রণাঙ্গনে এবং কৃষ্ণ সাগরের নৌবহরে এপ্রিলের শেষ দিকে মোট ৫০ লক্ষের বেশি সৈনিক ও নাবিক ছিল, সেখানে আপসপন্থী পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে। এর কারণ শুধু রাজনৈতিক ও শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে তাদের সুদূরতাই নয়, অব্যবহিত পশ্চাদ্‌ভাগে যথেষ্ট পরিমাণ প্রলেতারীয় শক্তি না-থাকাও এর কারণ। আরেকটি বিষয় ছিল এই সমস্ত রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্বর্তী এলাকাগুলিতে ইউক্রেনীয়, জর্জীয়, আর্মেনীয় এবং অন্যান্য বুর্জোয়া পার্টি ও সংগঠনের বিভেদমূলক কার্যকলাপ। যাই হোক, ১৯১৭-র হেমন্তকালের মধ্যে বলশেভিকরা এই সমস্ত সৈন্যের সমর্থন লাভের ব্যাপারে অনেকখানি অগ্রগতি করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেকার পরিস্থিতি এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে এক সশস্ত্র সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতকে সমর্থন করতে তাদের প্রস্তুতাবস্থার কথা বলতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে সেনাবাহিনীর অর্ধেকই বলশেভিক। নিয়ামক এলাকাগুলিতে এবং চূড়ান্ত মুহূর্তে বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরে বলশেভিকদের বিরাট প্রাধান্য ছিল। লেনিন লিখেছেন: '...সশস্ত্র বাহিনীতে নভেম্বর ১৯১৭-র মধ্যেই বলশেভিকদের ছিল এক রাজনৈতিক 'আঘাত হানার শক্তি', তা তাদের চূড়ান্ত স্থলে চূড়ান্ত মুহূর্তে শক্তির বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল। সশস্ত্র বাহিনীর তরফ থেকে প্রলেতারিয়েতের অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একেবারেই কোনো প্রশ্ন ছিল না, এই হেতু যে উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে বলশেভিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তার কেন্দ্র থেকে বহু দূরে, অন্যান্য রণাঙ্গনে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির কাছ থেকে কৃষকদের নিজেদের দিকে টেনে আনার সময় ও সুযোগ বলশেভিকদের ছিল।' (৫২)

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে শক্তিসমূহের ভারসাম্য ছিল এই রকম।

উত্তাল বিপ্লবের অভিঘাতে রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহও অনুরূপভাবে তাদের সংগ্রাম তীব্র করেছিল। ইউক্রেন, বল্টিক এলাকা ও বেলোরুশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ অস্থায়ী সরকার ও স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের জবাব দিয়েছিল ধর্মঘট আর কৃষক বিদ্রোহের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রামে বলশেভিকরা ও শ্রমিকশ্রেণী ক্রমেই বেশি মর্যাদা লাভ করেছিল; নিপীড়িত জাতিগুলি দেখতে পেয়েছিল যে বলশেভিক পার্টি তাদের স্বার্থের জন্য লড়াই করছে। বুর্জোয়া-স্বাজাত্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি ও গোষ্ঠীগুলি এর ফলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিপীড়িত অধিজাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ই তাদের জাতিগত ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম করে তুলবে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জমির লড়াইয়ের মতো তা চরিত্রে ছিল গণতান্ত্রিক—ক্রমেই আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে ক্ষমতার জন্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের সঙ্গে মিশে গেল।

এর একটা ইঙ্গিত হল মধ্য এশিয়ার জনগণের সংগঠন ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি; সেখানে তখনও গোষ্ঠীপতি-গোষ্ঠী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং সমগ্র স্থানীয় জনসমষ্টি ছিল নিরক্ষর। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে তাশখন্দে বিপ্লবী মনোভাবের প্রাবল্য চলছিল। অস্থায়ী সরকারের নীতি সম্পর্কে বিরূপতা সেই শহরে বহুদিন ধরেই ছিল। ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে তাশখন্দের আলেক্সান্দ্রোভস্কি বাগে রুশ শ্রমিক ও সৈনিক এবং উজবেক শ্রমজীবী জনগণের এক গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বলশেভিকরা বিপ্লবী কমিটি গঠন করার, ভূস্বামী ও কুলাকদের মজুত খাদ্যদ্রব্য অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করার, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের এবং কৃষকদের হাতে সমস্ত জমি ক্ষতিপূরণ ছাড়া হস্তান্তরিত করার আহবান জানিয়ে অভিনন্দন ও সাধুবাদ লাভ করে। সমাবেশে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এক অস্থায়ী বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত হয়। এর পরেই হয় তাশখন্দ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন। বিপ্লবী কমিটির মতোই, এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য ছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, অনেকগুলি প্রশ্নেই বলশেভিকদের সঙ্গে তাদের মতৈক্য ছিল। তাশখন্দ সোভিয়েত ও বিপ্লবী কমিটির জারী করা পরোয়ানায় তাশখন্দ সামরিক জেলার কম্যাণ্ডার, জেনারেল ল. ন. চেরকেস এবং অন্য কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু, সোভিয়েতে সংখ্যাগুরু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অস্থিরসংকল্প মনোভাব প্রতিবিপ্লবীদের সুযোগ দিয়েছিল নিজেদের শক্তি-সমাবেশ ঘটাতে। অস্থায়ী সরকারের ফৌজ অচিরেই শহরে প্রবেশ করেছিল।

সেমিরেচিয়ে ও তুরগাই অঞ্চলে কৃষকদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল: তারা ভূসম্পত্তি দখল করেছিল এবং 'বে' ও রুশ কুলাকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। তুরগাই

অঞ্চলের প্রশাসন ভীত হয়ে সরকারকে জানিয়েছিল যে, এখন, অবিলম্বে, যদি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না-হয় তাহলে গোটা তুরগাই কিরগিজ স্তেপ অঞ্চল, গত বছর যেমন ঘটেছিল, অচিরেই সেই রকম সার্বিক অশান্তিতে ছেয়ে যাবে (১৯১৬-র বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে)।

বহুজাতিক উত্তর ককেশাসও ফুঁসছিল। স. ম. কিরভের নেতৃত্বে বলশেভিকরা ককেশাসের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক কাজ চালিয়েছিল, জোর দেওয়া হয়েছিল ককেশাসে যারা জাতিগত শত্রুতা জাগিয়ে তুলছিল সেই সব শক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের উপরে। এখানেই ছিল সেই অঞ্চলে বলশেভিকদের কাজের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, সেখানে তারা কাজ করেছিল স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে।

১৯১৭-র হেমন্তকালের মধ্যে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ফিনল্যাণ্ডে তীব্র হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার সাময়িক শাসকদের চাপানো নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, ফিনিশ পার্লামেণ্ট ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হেলসিংফোর্সে এক অধিবেশন করে। অস্থায়ী সরকারের দিক থেকে এর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়। সরকারের বিচার বিভাগীয় কমিশনের এক সভায় কাদেত ম. আজেমভ ঘোষণা করেন যে, ফিনল্যাণ্ডের যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আগে রাশিয়ার রাজকীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল, তা এখন অস্থায়ী সরকারের হাতে আসা উচিত। ফিনল্যাণ্ডের আত্মনিয়ন্ত্রণ, রাশিয়া থেকে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিংবা তার স্থানীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে সরকার অস্বীকার করে।

ফিনল্যাণ্ডে মোতায়েন রুশ সৈনিক ও নাবিকরা ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে। সরকার যাকে জনসমষ্টির উপরে সৈন্যদের 'নৈতিবাচক' প্রভাব বলে মনে করেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ফিনল্যাণ্ড থেকে অপেক্ষাকৃত বিপ্লবী ইউনিটগুলিকে সরিয়ে আনার আদেশ দেয়। ফিনল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও শ্রমিকদের আঞ্চলিক কমিটিতে প্রাধান্য ছিল বলশেভিকদের; কমিটি এই আদেশ মানতে অস্বীকার করে। রাজলিভে থেকে লেনিন ঘটনা প্রবাহের দিকে লক্ষ রেখেছিলেন; যখন তিনি জানতে পারলেন যে অস্থায়ী সরকার ফিনল্যাণ্ড থেকে সৈন্য ফিরিয়ে আনার আদেশ দিয়েছে এই অজুহাতে যে তাদের আর সেখানে দরকার নেই (এই কাজটি করা হলে বলশেভিকদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ত), তখনই লেনিন আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান ই. ত. স্মিলগাকে লিখলেন যে, কোনো অবস্থাতেই সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না, এবং যদি দরকার হয় কমিটিকে এক অভ্যুত্থানের ডাক দিতে হবে এবং ক্ষমতা দখল করতে হবে, পরে সেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের হাতে। (৫৩) সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যেতে দিতে কমিটির অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষভাবেই লেনিনের নির্দেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল।

নিপীড়িত জাতিসমূহ রুশ প্রলেতারিয়েতের উপরে ক্রমেই বেশি করে আস্থা স্থাপন করছিল। সেই সময়ে নিপীড়িত জাতিসমূহ ও রুশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন: 'নিপীড়িত জাতিসমূহের জনগণের ব্যাপক অংশ (অর্থাৎ, সাধারণ পেটি-বুর্জোয়া সহ) রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়াশ্রেণীর চাইতে বেশি বিশ্বাস করে, কারণ নিপীড়নকারী জাতিগুলির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির সংগ্রামকে ইতিহাস এখানে পুরোভাগে নিয়ে এসেছে। বুর্জোয়াশ্রেণী নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির আদর্শের প্রতি জঘন্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; প্রলেতারিয়েত মুক্তির আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত।' (৫৪)

৫। সোভিয়েতসমূহে আরও বলশেভিক প্রভাব বৃদ্ধি

কর্নিলভের বিদ্রোহ দমনের পর শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কয়েক মাসের তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে এক বিরাট রাজনৈতিক শিক্ষায়তনের মতো কাজ করেছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতার পেটি-বুর্জোয়া মোহ জনগণের মন থেকে কেটে গিয়েছিল। শ্রমিক ও সৈনিকরা ক্রমেই আরও বেশি স্বচ্ছতার সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল যে বিপ্লবের মূল প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে একমাত্র বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীন প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত এরই ফলে বলশেভিকদের প্রতি শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের আস্থা বাড়তে থাকে।

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের পর জনগণের মেজাজ পরিবর্তন এবং পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি সম্পর্কে তাদের মোহমুক্তি অভিব্যক্তি লাভ করে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করার মধ্যে। শান্তিপূর্ণ কালপর্বে তা দেখা গিয়েছিল, এবং জুলাইয়ের ঘটনাবলীর পরেও তা চলেছিল, যদিও তা অনেকখানি শ্লথগতি হয়ে গিয়েছিল। হেমন্তকালে, যখন এই প্রক্রিয়ার হার বিশেষভাবেই বেড়ে যায়, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি তখন স্থির করে যে দৃঢ়পণ ব্যবস্থা অবলম্বনের সময়ে হয়েছে। ৩১ অগস্ট তারিখে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের বলশেভিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত এক বর্ধিত সভায় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপসের নীতির কঠোর নিন্দা করে এবং প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবী কৃষকদের প্রতিনিধিবৃন্দ-সংবলিত এক সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবে সেই সরকারের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশক-নীতির কথা বলা হয়:

এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ, উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন এবং অবিলম্বে সাধারণ গণতান্ত্রিক শান্তি সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা। অধিকন্তু, প্রস্তাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়ন-নির্যাতনের অবসান, রণাঙ্গনে মৃত্যুদণ্ড বাতিল, সেনাবাহিনী থেকে প্রতিবিপ্লবী অফিসারদের বহিষ্কার, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নিশ্চিত বিধান এবং অবিলম্বে সংবিধান সভা আহ্বানের দাবি জানানো হয়।

৩১ অগস্ট-১ সেপ্টেম্বর রাত্রে বলশেভিক গোষ্ঠী পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে এই প্রস্তাব পেশ করে এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। আপসপন্থী পার্টিগুলির নেতাদের কাছে এ ছিল সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত, তারা ভেবেছিল সোভিয়েতসমূহে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাদেরই হাতে। কার্যনির্বাহী কমিটির আপসপন্থী সভাপতিমণ্ডলী নতুন আরেকদফা ভোটাভুটির জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু ফল হয় একই। ভোটের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে আপসপন্থীরা আরেকটা জুয়ার চাল চালে। ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে এক বিশেষ অধিবেশনে সোভিয়েত পুরনো সভাপতিমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থাসূচক ভোট পাস করে। চ্খেইদ্জে, ত্সেরেতেলি, স্কোবেলেভ এবং অন্যান্য সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের নেতৃত্ব চলে আসে বলশেভিকদের হাতে।

সোভিয়েত এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে সমস্ত ক্ষমতা অবশ্যই বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত ও কৃষক প্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তরিত করতে হবে। বস্তুত পক্ষে, 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানের রূপায়ণ এতেই সূচিত হয়েছিল এবং তা সারা রাশিয়ায় সোভিয়েতগুলির বলশেভিকীকরণকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোর শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের এক যুক্ত অধিবেশনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ৩১ অগস্ট তারিখের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ক্ষমতা সম্পর্কে বলশেভিক উদ্যোগে পেশ করা এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে আপসের নীতি বাতিল করে সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতিব্যাপী সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। অল্পকাল পরেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েত এক নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ও সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করে। কার্যনির্বাহী কমিটিতে ছিল ৩২ জন বলশেভিক, ১৬ জন মেনশেভিক, ৯ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং ৩ জন ঐক্যবিধায়ক। বলশেভিক ভ. প. নগিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটিতে বলশেভিকরা তখনও সংখ্যালঘু ছিল, কিন্তু দুই সোভিয়েতের যুক্ত অধিবেশনে বলশেভিকদের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতের বলশেভিকীকরণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন মনে করেছিলেন যে এখানে নিয়ামক বিষয়টি ছিল জনগণের অভিজ্ঞতা। এই সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'সৃষ্ট হয়েছিল **একমাত্র** জুলাই ও অগস্টের ইতিহাস দ্বারা, বলশেভিকদের প্রতি 'নির্মম আচরণের' অভিজ্ঞতার দ্বারা, এবং কর্নিলভের বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার দ্বারা।' (৫৫)

সেই সময়কার অসংখ্য দলিল থেকে দেখা যায় যে সোভিয়েতগুলির বলশেভিকীকরণ দ্রুত এগিয়েছিল সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের ২য় মস্কো আঞ্চলিক কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের মধ্যে ১১৯ জন (৫৪·৪ শতাংশ) ছিল বলশেভিক, যেখানে প্রথম আঞ্চলিক কংগ্রেসে (মে মাসের শেষ—জুনের শুরু) তারা ছিল মাত্র ৩৩ শতাংশ। ১০৪টি সোভিয়েতের মধ্যে ২য় আঞ্চলিক কংগ্রেসে ৪২টি শুধু বলশেভিকদেরই প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল, আর ১৪টি সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক ছিল বলশেভিক। চারটি সোভিয়েত পাঠিয়েছিল বলশেভিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদীদের, তারা একত্রভাবে নিজ নিজ প্রতিনিধিদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। মস্কো, ভ্লাদিমির, স্মোলেনস্ক, কস্ত্রমা ও অন্যান্য শিল্পপ্রধান গুবের্নিয়ার সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছিল সাধারণত বলশেভিকরা। সোভিয়েতসমূহের বলশেভিকীকরণ সর্বত্র লক্ষ করা গিয়েছিল। বাকু থেকে স. গ. শাউমিয়ান লিখেছিলেন যে, সারা রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্য বলশেভিকীকরণ আমাদের তেলের ক্ষেত্রেও বৃহত্তম আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে... গতকালও যারা ছিল সর্বেসর্বা, সেই মেনশেভিকরা শ্রমিকদের মহল্লায় নিজেদের চেহারা দেখাবার সাহস পায় না।

৮ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কিয়েভ সোভিয়েত তার প্রথম বলশেভিক-উত্থাপিত প্রস্তাবটি পাস করে। মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুন্দপন্থীরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে। সোভিয়েত তাদের পদত্যাগ মেনে নিয়ে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের নির্দেশ দেয়।

১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের এক প্রতিবেদনে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটি লিখেছিল যে সবকটি সোভিয়েতে বলশেভিক প্রভাব বাড়ছে। কর্নিলভের অভ্যুত্থানের পর সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক প্রভাববৃদ্ধির একটা ধারণা পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে ১ সেপ্টেম্বর তারিখে মোট ১২৬টি আঞ্চলিক সোভিয়েত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই দাবি করে যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নব-নির্বাচিত সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিল, সেখানে ক্ষমতার সংস্থাগুলির কাজ ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করা হয়। সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে বলশেভিক প্রতিনিধিরা যে প্রশ্নপত্রটি পূরণ করেছিল তাতে দেখা

যায় যে ১২৩টি সোভিয়েতের এলাকায় শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য বলশেভিকরা অনেক কাজ করছিল। পঞ্চান্নজন প্রতিনিধি লিখেছিলেন যে সোভিয়েতগুলি উৎপাদনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করেছে, এবং ৪৭ জন জানিয়েছিল যে বেকারি দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের বেশির ভাগই লিখেছিল যে মুনাফাবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়েছে, শহরগুলির জন্য খাদ্য সরবরাহ সংগঠিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং রেলওয়ে এবং ডাক-ও তার বিভাগের শ্রমিকদের সংগঠনের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েতগুলি লক-আউট ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে অথবা স্থানীয় এলাকাগুলিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রের কিছু কিছু কাজের নিয়ন্ত্রণ বা সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বলশেভিক সোভিয়েতগুলি ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বার্নাউলে গ্যারিসন কম্যান্ডারের আদেশগুলিকে অসিদ্ধ বলে গণ্য করা হত, যদি না সেগুলি সোভিয়েতে কর্মরত গ্যারিসন কমিটির অনুমোদন লাভ করত। ইজেভস্কে সোভিয়েতই ছিল একমাত্র ক্ষমতা, যার মিলিশিয়া প্রধানকে নির্বাচিত অথবা অপসারিত করার অধিকার ছিল। ইয়ারস্লাভলে সোভিয়েত গ্যারিসন কম্যান্ডারকে তার পদ থেকে অপসারিত করেছিল এবং একটি জঙ্গী ব্যাটেলিয়ন ভেঙে দিয়েছিল। গুস-খ্রুস্তালনিতে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সোভিয়েতসমূহের হাতে, সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হত।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সোভিয়েতে, বিশেষ করে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর, গঠনবিন্যাস ও নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং সেগুলির জনগণের জঙ্গী সংস্থায় রূপান্তর সৃষ্টি করেছিল সেই বিষয়গত অবস্থার, যেখানে বলশেভিক পার্টি 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটি আবার তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু এখন তার ছিল এক নতুন তাৎপর্য এবং এক নতুন অন্তঃসার: জুলাইয়ের আগে যেখানে এটি ছিল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের একটি স্লোগান, সেখানে এখন তা এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের স্লোগান। লেনিন লিখেছেন যে 'অন্তত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে, এই স্লোগান আমাদের পক্ষেও হয়ে উঠেছে **বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আহ্বানের সমান**'। (৫৬) সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি সামনে এসে গিয়েছিল।

সে সময়ে লেনিন ছিলেন ফিনল্যান্ডে; তিনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মূল সমস্যাবলী সম্পর্কে কাজ করে চলেছিলেন। ঠিক যখন প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখল তখনকার বাস্তব কাজ হয়ে উঠেছে, তখনই তিনি শেষ করেন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি, তাতে তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় শিক্ষা বিশদভাবে উপস্থিত করেন।

এই প্রশ্নটির বিশদীকরণ প্রলেতারিয়েতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে এক নতুন যন্ত্র দিয়ে তাকে স্থানান্তরিত করার প্রশ্নটি

বলশেভিক পার্টির কাছে ছিল বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। এই রচনায় লেনিন বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সেই সব নেতার নিন্দা করেন যাঁরা রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাকে বিকৃত করেছিলেন। প্যারিস কমিউন সহ পশ্চিমের বিপ্লবগুলির, ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের এবং ১৯১৭ সালের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা তিনি বিশ্লেষণ করেন। তিনি লেখেন যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র — কর্মকর্তারা, পুলিস, আদালত ও সেনাবাহিনী — শোষকদের বিশ্বস্ত প্রহরী, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্যের প্রতি আপসহীনভাবে বৈরিভাবাপন্ন; ক্ষমতার এই যন্ত্রটিকে ভাঙতে হবে এবং প্রলেতারিয়েতকে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র, জনগণের যা সেবা করবে।

সোভিয়েতগুলিকে লেনিন গণ্য করতেন প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রিক রূপ বলে; বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য এবং পুঁজিবাদী সমাজকে বৈপ্লবিকভাবে পুনর্নির্মিত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করার কাজে জনগণকে পরিচালনা করার জন্য তা দরকার ছিল।

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রলেতারিয়েত বলপ্রয়োগ করবে একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণী, ভূস্বামী ও তাদের সহচরদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে। শ্রমজীবী জনসাধারণ সম্পর্কে, প্রলেতারীয় ক্ষমতা প্রকৃত গণতন্ত্রকেই সূচিত করবে। প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রায়িত এক অখণ্ড নীতি রূপায়িত করবে।

লেনিন কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ামক ভূমিকা প্রদান করেছিলেন শুধু প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজেই নয়, সেই একনায়কতন্ত্রকে সুসংহত করা এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজেও। তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও কর্তব্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল; তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সংগঠিত করা ও নির্মাণ করার কর্মসূচি হয়ে উঠেছিল।

৬। সংকটের চরম রূপ

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রে ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল; সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের পরিবর্তে তারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বের রীতিপদ্ধতি সেই সব সংগঠনকে কিছুটা সুবিধা দিয়েছিল, যেখানে আপসপন্থীদের তখনও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সম্মেলনে শহর দুমা, সমবায় ও নির্বাচনভিত্তিক জেলা পরিষদগুলির প্রতিনিধিত্বের তুলনায় অনেক কম প্রতিনিধিত্ব

ছিল সোভিয়েতসমূহের, ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিগুলির—যার মধ্যে কোটি কোটি বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক ঐক্যবদ্ধ ছিল। সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছিল শুধু রণাঙ্গন ও সেনা কমিটিগুলির প্রতিনিধিরা।

১৪ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সম্মেলন বসেছিল পেত্রগ্রাদে এবং তার আলোচ্যসূচীর প্রধান প্রশ্নটি ছিল ক্ষমতার প্রশ্ন। লেনিন যথার্থভাবেই এই সম্মেলনের বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে যে সম্মেলনটি ছিল এক পচা জলা, আপসপন্থীরা চেষ্টা করেছিল বলশেভিকদের তার মধ্যে টেনে নামাতে, জনগণের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং তার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামনে একটা প্রতিবন্ধক খাড়া করতে। লেনিন বলশেভিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সম্মেলনে সরকারের অপসারণ এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে একটি বিবৃতি দিতে, এবং তারপরে যোগাযোগের জন্য তাদের কয়েকজনকে সেখানে রেখে সম্মেলন ত্যাগ করে চলে আসতে, এবং কারখানা ও ব্যারাকে কাজ কেন্দ্রীভূত করতে; আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে সেখানেই সম্মেলন যেখানে চলছে সেই আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটারে নয়।

গণতান্ত্রিক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রতিবিপ্লবী অভিসন্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার দিকে বলশেভিকরা তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে। সম্মেলনে তারা তাদের ঘোষণাটি পাঠ করে; তাতে বলা হয়েছিল যে বিপ্লব তার চরমতম স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে এবং জনগণ যুদ্ধের দরুন পরিশ্রান্ত এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির অস্থিরসংকল্প মতিগতি ও দোদুল্যমানতায় তারা ততোধিক ক্লান্ত। তাতে বলা হয় যে সোভিয়েতসমূহের তাৎপর্য খাটো করার জন্য সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বিপ্লবের একেবারে সূচনালগ্নেই বলশেভিকদের 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' ধ্বনিটি সমগ্র বিপ্লবী রাশিয়ার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক কোয়ালিশনকে হিংসা ও দমন-পীড়নের সরকার বলে অভিহিত করা হয়। শ্রমিক ও সৈনিকদের সভা-সমাবেশে বলশেভিকরা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে। এই সমস্ত সভা-সমাবেশে ছদ্ম-গণতন্ত্রের নিন্দা করে এবং সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, গণতান্ত্রিক সম্মেলনে চ্খেইদ্জে, ত্সেরেতেলি এবং অন্যান্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতা এক নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন এবং তার ফলে নিজেদের মর্যাদা আরও ক্ষুণ্ণ করেন; কারণ কাদেতদের সঙ্গে কোয়ালিশন জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে নিন্দিত হয়েছিল। কোয়ালিশন-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ২৬২-১৮৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

এই ধাক্কা খাওয়ার পর, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আরও একটি কৌশলের আশ্রয় নেয়; তারা প্রস্তাব করে যে সম্মেলন থেকে একটি প্রাক-সংসদ (সারা-রাশিয়া গণতান্ত্রিক পরিষদ) নির্বাচন করা হোক। এটি ছিল ক্ষমতাহীন এক পরামর্শমূলক সংস্থা, কোনো সিদ্ধান্ত তা বিবেচনা করতে পারত একমাত্র সরকার সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরেই। তার সদস্যদের নিযুক্তি ছিল অস্থায়ী সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই প্রাক-সংসদ সৃষ্টির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সমাসন্ন বিপ্লব থেকে বিপথচালিত করা।

লেনিন প্রাক-সংসদ বয়কট করার আহ্বান জানান। (৫৭) কামেনেভ এবং গণতান্ত্রিক সম্মেলনে বলশেভিক গোষ্ঠীর আরও কয়েকজন সদস্য যখন পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে প্রাক-সংসদে পার্টি 'বামপন্থী বিরোধীপক্ষ' হিসেবে অংশগ্রহণ করুক, তখন লেনিন দেখান যে এই কৌশল বিপ্লবের পক্ষে সর্বনাশা হবে, কারণ জনগণের মধ্যে সাংবিধানিক মোহ সৃষ্টি করে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিকে তা শ্লথগতি করবে।

লেনিনের প্রাক-সংসদ বয়কট করার আহ্বান বৃহত্তম পার্টি সংগঠনগুলির ব্যাপকতম সমর্থন লাভ করে এবং ৫ অক্টোবর তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রাক-সংসদের সঙ্গে কোনো সংস্রব না-রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (একমাত্র ভিন্নমত সূচক ভোটটি এসেছিল কামেনেভের কাছ থেকে)। প্রাক-সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে বলশেভিক গোষ্ঠী তাদের ঘোষণা পাঠ করে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। ঘোষণায় বলা হয় যে প্রাক-সংসদের সর্বনাশা, জনবিরোধী নেপথ্য কার্যকলাপে বলশেভিকরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করতে চায় না। ২য় সেনাবাহিনী, রেল-কর্মী ইউনিয়ন, জাতীয় সংগঠনগুলি ও কারখানা কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিরা এই ঘোষণার সঙ্গে একমত হয়।

কেরেনস্কির নেতৃত্বাধীন পরিচালকমণ্ডলী তার মধ্যে গঠিত হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল এই পরিচালকমণ্ডলী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম; স্থির হয় তৃতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে কাদেতদের সঙ্গে আলোচনা ত্বরান্বিত করা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে গঠিত এই সরকারে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কাদেত ন. ম. কিশকিন ও আ. ভ. কার্তাশেভ এবং তৎসহ আ. ই. কনোভালভ, স. ন. ত্রেতিয়াকভ, স. আ. স্মির্নোভ ও মস্কোর অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়াপতি। এই কোয়ালিশন ছিল এক অলীক ব্যাপার, কারণ ১৭টি মন্ত্রীপদের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ছিল ১১টি।

সেই সময়ে লেনিন আত্মগোপন করে ছিলেন ফিনিশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট জুহো লাতুক্কার বাড়িতে। লাতুক্কা স্মৃতিচারণ করে বলেছেন: 'লেনিন যখন জানতে পারলেন যে নতুন সরকারে গ্ভোজদিওভ, লিভেরোভস্কি, কিশকিন প্রমুখ রয়েছেন

তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন: 'শেষ পর্যন্ত এর অর্থ হল, কেরেনস্কি তার শেষ সরকার গঠন করেছে।''

এর পরে দ্রুত যেসব ঘটনা ঘটে যায় তা পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়নের যাথার্থ্য প্রমাণ করে। নতুন কোয়ালিশন সরকারের অবস্থা তার পূর্ববর্তী সরকারের অবস্থার চাইতেও বেশি বিপজ্জনক ছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে রাজধানীর শ্রমিক ও সৈনিকদের পক্ষ থেকে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত এই বলপ্রয়োগের সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং এক প্রকৃত বিপ্লবী ক্ষমতা গঠনের আহ্বান জানায়। অনুরূপ প্রস্তাব সারা রাশিয়া জুড়ে গৃহীত হয়।

সরকারি সংকটচক্রটি বন্ধ হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তেরেশ্চেঙ্কো তিক্ততার সঙ্গে বলেছিলেন, অস্থায়ী সরকার যে ১৯৭ দিন ক্ষমতায় ছিল, তার মধ্যে ৫৭ দিন কেটেছে নানান সংকটে।

নতুন সরকার একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলিরও খুব একটা আস্থাভাজন ছিল না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে কারখানা মালিকদের পেত্রগ্রাদ সমিতির বৈঠকে সোজাসুজি বলা হয় যে সরকার এত অসহায় যে কিছু করতে পারছে না এবং ব্যাপৃত রয়েছে 'অন্তহীন বিরোধ মীমাংসার' কাজে। একচেটিয়াপতিরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পেল যে এই কোয়ালিশন দিয়ে তাদের কোনো কাজ হবে না, তারা তখন এক সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপরে ভরসা করতে লাগল।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক পার্টির ভাঙন জনগণের বাম-অভিমুখী ঝোঁককেই প্রতিফলিত করে। আপসের নীতির বিরোধিতায় এক 'বামপন্থী' গোষ্ঠী মেনশেভিকদের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করছিল। পার্টির ভিতরকার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যনির্ণয় করতে গিয়ে মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো ১৩ অক্টোবর তারিখের এক অধিবেশনে মন্তব্য করে যে পার্টি এক 'বিশৃঙ্খলার' অবস্থায় রয়েছে। যেসব আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ফলে আপসপন্থী পার্টিগুলিতে ফাটল ধরে, তা ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপসের নীতির চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক। এ ছিল আরও একটা প্রমাণ যে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সমগ্র জাতি পড়েছিল সংকটের কবলে। লেনিন লিখেছেন, 'সমস্ত বিপ্লবে, এবং বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে তিনটি রুশ বিপ্লবের সব কটিতেই বিপ্লবের যে মূল নিয়মটি প্রতিপন্ন হয়েছে, তা এই: বিপ্লব ঘটার পক্ষে শোষিত ও নিপীড়িত জনসাধারণের পুরনো ধরনে বেঁচে থাকার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করা আর পরিবর্তন দাবি করাই যথেষ্ট নয়; বিপ্লব ঘটার জন্য এই বিষয়টি অত্যাবশ্যক যে শোষকরা আর পুরনো কায়দায় বেঁচে থাকতে ও শাসন করতে পারবে না। একমাত্র যখন **'নিম্নতর শ্রেণীগুলি'** পুরনো ধরনে বেঁচে থাকতে **চায় না** এবং 'উচ্চতর শ্রেণীগুলি' **পুরনো কায়দায় চালিয়ে যেতে পারে না,** তখনই বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে। এই সত্যটি

প্রকাশ করা যেতে পারে অন্য ভাষায়: জাতিব্যাপী সংকট (যা শোষিত ও শোষক উভয়কেই বেষ্টন করে) ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।' (৫৮) শ্রমিক ও সৈনিকরা আপসহীনভাবে দাবি করছিল বুর্জোয়াশাসনের বিলুপ্তি এবং শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা — সোভিয়েতসমূহ যার প্রতিভূ। শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলি যে সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত, সে সময়ে বুর্জোয়া ক্ষমতা এবং তার সমর্থক পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির সংকট এক অতুলনীয় আকৃতি ধারণ করেছিল।

বহির্দেশীয় পরিস্থিতিও ছিল বিপ্লবী শক্তিগুলির অনুকূলে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রপক্ষীয়রা এবং অস্ট্রো-জার্মান জোট ছিল মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। দুটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর প্রধান বাহিনীগুলি আটকে ছিল যুদ্ধের ময়দানে, তখনই তারা রুশ প্রতিবিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারত না। তাছাড়া, এক বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল অনেকগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে। ফ্রান্সে যুদ্ধবিরোধী মিছিলগুলি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিণত হয়েছে প্রচন্ড রাস্তার লড়াইয়ে। ইতালির তুরিনের শ্রমিকরা অগস্ট মাসে কয়েক দিন ধরে পুলিস ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে। সেই মাসেই জার্মান নাবিকরা বিদ্রোহ করেছে এবং অসংবদ্ধ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য বিপ্লবী জনগণের চাপে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এবং তার দ্বারা রাশিয়ায় বিপ্লবকে অমূল্য সাহায্য করেছে।

রাশিয়ায় সমস্ত ঘটনাবিকাশ বিশ্লেষণ করে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করা দরকার। 'মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান', 'বাইরের লোকের পরামর্শ' ও অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি অভ্যুত্থানের আহ্বান জানান, জোর দিয়ে বলেন যে প্রলেতারীয় ক্ষমতা সাধারণভাবে পৃথিবীর, বিশেষ করে যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের এবং বিশেষত রুশ কৃষকসমাজের সহানুভূতি ও সীমাহীন সমর্থন লাভ করবে। অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব করে, এখনই কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তরিত করে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বলশেভিকরা এমন এক সরকার গঠন করবে, যাকে কেউ ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে তার দুর্বলতম গ্রন্থিস্থলে — রাশিয়ায় — ভাঙার অনুকূল মুহূর্ত এসে গিয়েছিল। ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে লেনিন 'সংকট পরিপক্ক' প্রবন্ধটি লেখেন, তাতে তিনি সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস আহূত হওয়ার আগেই অভ্যুত্থান ঘটানোর উপরে জোর দেন এবং কীভাবে এই অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে হবে ও চালাতে হবে তা দেখান। তিনি লেখেন, 'রুশ বিপ্লবের সমগ্র ভবিষ্যৎ বিপন্ন। বলশেভিক পার্টির সম্মান প্রশ্নাধীন। সমাজতন্ত্রের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের সমগ্র ভবিষ্যৎ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন।' (৫৯)

চতুর্থ অধ্যায়
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি

'ক্ষমতা দখল করতে হবে বলশেভিকদের' ও 'মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান' শীর্ষক ঐতিহাসিক চিঠিতে এবং 'বাইরের লোকের পরামর্শ' প্রবন্ধে লেনিন প্রত্যয়জনকভাবে দেখিয়েছিলেন যে এক জাতিব্যাপী সংকট চরম পরিণতি লাভ করেছে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক প্রস্তুতির স্লোগানকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় পরিণত করার অবস্থা রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিল্পকলা হিসেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাকে তিনি বিকশিত করেন, বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখান যে এ হল সংগ্রামের এক গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ ধরন এবং হুঁসিয়ারি দেন হঠকারিতার বিরুদ্ধে, ক্ষমতা 'দখল' করার ষড়যন্ত্রমূলক খেলার বিরুদ্ধে। তিনি লিখেছেন, 'সফল হতে হলে, বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে অবশ্যই ষড়যন্ত্রের উপরে, একটা পার্টির উপরে নির্ভর করলে চলবে না, নির্ভর করতে হবে অগ্রসর শ্রেণীর উপরে।' সেটাই প্রথম বিষয়। বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে **জনগণের বিপ্লবী তরঙ্গের** উপরে। সেটা হল দ্বিতীয় বিষয়। বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের ইতিহাসের সেই **সন্ধিস্থলের** উপরে, যখন জনগণের অগ্রসর বাহিনীগুলির সক্রিয়তা তুঙ্গে, এবং যখন শত্রুর বাহিনীর মধ্যে, এবং **বিপ্লবের দুর্বল, অনিশ্চিত ও অস্থিরসংকল্প বন্ধুদের মধ্যে দোদুল্যমানতা** সবচেয়ে প্রবল। এটা হল তৃতীয় বিষয়।' (৬০) ১৯১৭-র হেমন্তকালে লেনিনের নির্দেশিত সমস্ত অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। এই পরিস্থিতিরে, ১ অক্টোবর তারিখে ভিবর্গ থেকে লেনিন একটি চিঠি লেখেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতের বলশেভিক সদস্যদের কাছে; তাতে তিনি বলেন: 'জয় সুনিশ্চিত, আর সে জয় রক্তপাতহীন হবে এমন সম্ভাবনা দশের মধ্যে এক ভাগ।

'অপেক্ষা করা হবে বিপ্লবের প্রতি অপরাধ।' (৬১) রাশিয়ার বিরুদ্ধে রুশ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের মৈত্রী চূর্ণ করার, কর্নিলভ-ধাঁচের আরেকটি ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার এবং বিপ্লবকে দমন করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী যে রক্তস্নানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল তা এড়ানোর একমাত্র উপায় ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান।

অভ্যুত্থানের সাফল্যকে লেনিন যুক্ত করেছিলেন সযত্ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির

সঙ্গে। সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য চূড়ান্ত স্থানে ও চূড়ান্ত মুহূর্তে শক্তির বিরাট প্রাধান্য থাকা দরকার ছিল, কারণ তা না হলে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে প্রস্তুত ও সংগঠিত প্রতিপক্ষ অভ্যুত্থানকারীদের ধ্বংস করে ফেলত। অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে চরম দৃঢ়পণ নিয়ে কাজ করা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য ছিল। লেনিন লিখেছেন, 'আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করা প্রত্যেক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যুর কারণ।' 'চেষ্টা করতে হবে শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আকস্মিক আঘাত হানতে, এবং যখন তার শক্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত সেই মুহূর্তটি সদ্ব্যবহার করতে।' 'চেষ্টা করতে হবে প্রাত্যহিক সাফল্যের জন্য, তা সে যত ছোটই হোক (যদি একটি শহরের ব্যাপার হয় তবে বলা যেতে পারে প্রতি ঘণ্টায়), এবং যেকোনো মূল্যে 'নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব' বজায় রাখার জন্য।' (৬২)

পেত্রগ্রাদ, মস্কো, উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে এবং প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয় বিপ্লবের পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পেত্রগ্রাদে ও মস্কোয় প্রলেতারিয়েত সর্বোপরি বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করতে পারত এবং তাকে তা করতে হতই। (৬৩) শীত প্রাসাদ (অস্থায়ী সরকারের ভবন), মারিনস্কি প্রাসাদ (যেখানে প্রাক-সংসদের অধিবেশন চলছিল) এবং পিটার ও পল দুর্গকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করে পেত্রগ্রাদকে ঘিরে ফেলা ও দখল করার উদ্দেশ্যে লেনিন লাল রক্ষী, নাবিক ও সৈনিকদের সম্মিলিত আক্রমণের পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন যে কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস, রেলস্টেশনগুলি এবং নেভা নদীর সেতুগুলি যেকোনো মূল্যে দখল করা অত্যাবশ্যক এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে এই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রমিক ও নাবিকদের উপরে—বিপ্লবের প্রতি যারা সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ।

২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ কমিটি স্থানীয় পার্টি নেতাদের সঙ্গে এক সম্মেলন করে। এই সম্মেলনে গৃহীত 'বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয় যে, বুর্জোয়াশ্রেণী জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সংগ্রামে জনসাধারণকে সমবেত করার উদ্দেশ্যে প্রলেতারিয়েতের পার্টিকে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা চালাতে হবে।

২৭-২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো প্রাদেশিক ব্যুরোর এক পূর্ণাঙ্গ সভায় একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; তাতে বলা হয় যে ক্রমবর্ধমান স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হবে ও চূড়ান্ত রূপ দিতে হবে, তাকে রূপান্তরিত করতে হবে এক বিপ্লবী সংগ্রামে; বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিভিন্ন কেন্দ্র সৃষ্টি ও সেগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগসাধনের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিমধ্যে লেনিন রাজধানীতে এসে গেছেন, ভিবর্গ জেলায় বিপ্লবী ম. ভ. ফোফানোভার বাড়িতে। 'সেই শেষ মাসটিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ছাড়া ইলিচ আর কিছুর কথা চিন্তা করেননি, আর কিছুর জন্য বেঁচে থাকেননি। তাঁর মেজাজ এবং তাঁর গভীর প্রত্যয়ই সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর কমরেডদের মধ্যে।'

১০ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে চরম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে লেনিন একে অভিহিত করেছেন 'কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত নিয়ামক সভা' বলে। (৬৪) কঠোর গোপনীয়তায় অনুষ্ঠিত এই সভায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়; তিনি এই অভিমতই আরও সম্প্রসারিত করে ব্যক্ত করেন যে অভ্যুত্থান আশু ভবিষ্যতেই ঘটা দরকার। তিনি বলেন যে অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলশেভিকদের সমর্থন করে, চূড়ান্ত কর্মতৎপরতার দিকে যাওয়া দরকার, চূড়ান্ত মুহূর্তটি নিকটবর্তী হয়েছে, রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত এবং এখন মনোযোগ দিতে হবে খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে, সেটাই মূল বিষয়। (৬৫)

লেনিনের উত্থাপিত অভ্যুত্থান-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত হয় ১০-২ (কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ) ভোটে। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে এক রাজনৈতিক ব্যুরো সভা থেকে নির্বাচিত হয়। বৃহত্তম পার্টি সংগঠনগুলিকে এই সব সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য লেনিনের পরিকল্পনা প্রাক-অক্টোবর পার্টি সম্মেলনগুলির দিক থেকে এবং পেত্রগ্রাদ ও অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত সভা থেকে দৃঢ় সমর্থন লাভ করেছিল। সেই কালপর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩০টি গুবের্নিয়া সম্মেলন; সব মিলিয়ে হয়েছিল ৯০টির বেশি আঞ্চলিক, গুবের্নিয়া, উয়েজদ, জেলা ও শহর সম্মেলন, এবং সেই সঙ্গে পার্টির সামরিক সংগঠনগুলিরও সম্মেলন।

বলশেভিকদের ৩য় পেত্রগ্রাদ সম্মেলনে (৭-১১ অক্টোবর) গৃহীত হয় লেনিনের ৭ অক্টোবর তারিখের চিঠিতে খসড়া হিসেবে উপস্থিত করা এক প্রস্তাব। (৬৬) কেন্দ্রীয় কমিটিকে জরুরী অনুরোধ জানানো হয়: জনবিরোধী, সামন্ততান্ত্রিক কেরেনস্কি সরকারের উচ্ছেদের জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: শান্তির পথ উন্মুক্ত করার, পেত্রগ্রাদ ও বিপ্লবকে রক্ষা করার, এবং কৃষককে জমি আর সোভিয়েতসমূহকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার সপক্ষে এবং এক দ্রুত, সাধারণ অভ্যুত্থান ও কেরেনস্কিকে ক্ষমতাচ্যুত করার সপক্ষে প্রচার চালানোর জন্য অবিলম্বে হেলসিংফোর্স, ভিবর্গ, ক্রনস্টাড্ট ও রেভেলে প্রতিনিধিদল পাঠানো হবে।

১১ অক্টোবর তারিখে সমাপ্তি অধিবেশনে লাল রক্ষীদের সম্পর্কে ভ. ই. নেভস্কির প্রতিবেদনটি সম্মেলন শোনে এবং আলোচনা করে। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে পেত্রগ্রাদের লাল রক্ষীদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে প্রবল আক্রমণের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, 'অভ্যুত্থানের সূচনালগ্নে তা প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ', কারণ তারা শত্রুর উপরে প্রথম মারাত্মক আঘাত হানতে সক্ষম, এবং সেই কারণে শ্রমিকদের পরিপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মস্কোয় ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে যে রকম পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল সে রকম পরাজয় এড়ানোর একমাত্র উপায় হিসেবে প্রত্যেক মহল্লায় বিশেষ সৈন্যবাহিনী অবশ্যই গঠন করতে হবে। ন. আ. স্ক্রিপ্নিক সুপারিশ করেন, পেত্রগ্রাদের মানচিত্র অধ্যয়ন করে রাস্তার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি চালানো হোক।

পার্টি সম্মেলনগুলি বলশেভিকদের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিল। ইয়েমেলিয়ান ইয়ারোস্লাভস্কি সেই সময়ে লিখেছিলেন, পার্টি ছিল অবিভাজ্য এবং এমন একটিও সংগঠন বা শহরের নাম বলা যায় না যেখানে চূড়ান্ত মুহূর্তে পার্টি সংগঠনগুলি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছে কিংবা কেন্দ্রীয় কমিটির নীতিকে ঠিক মনে করেনি।

এপ্রিলের শেষ থেকে অক্টোবর—এই কালপর্বে বলশেভিকদের সদস্যসংখ্যা ৮০,০০০ থেকে বেড়ে অন্তত ৪ লক্ষ হয়ে যায়। জনগণের মধ্যে বলশেভিক পার্টির বর্ধিত প্রভাবের সাক্ষ্য তা বহন করে। সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির একটা ধারণা পাওয়া যায় পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর পার্টি সংগঠনগুলি সংক্রান্ত তথ্যে: পেত্রগ্রাদ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা মার্চ মাসে ছিল ২,০০০, তা বেড়ে জুলাই মাসে হয় ৩২,০০০ এবং অক্টোবরে প্রায় ৫০,০০০; আর মস্কো সংগঠনের সদস্যসংখ্যা মার্চ মাসে ছিল প্রায় ৬০০, এপ্রিলে তা বেড়ে হয় ৭,০০০, জুলাই মাসে ১৫,০০০ এবং অক্টোবরে প্রায় ২০,০০০। ৫,৮০০ জন বলশেভিক ছিল পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে, প্রায় ৫,০০০ মস্কো গ্যারিসনে, উত্তর রণাঙ্গনে (বলটিক নৌবহর সমেত) ১৩,০০০-এর বেশি, পশ্চিম রণাঙ্গনে ২১,০০০ এবং তদুপরি ২৭,০০০-এর বেশি বলশেভিক দরদী। যে সমস্ত স্থানে বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল, সেখানে পার্টির বেশ বড় শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল।

অসম্পূর্ণ তথ্য অনুযায়ী, ১৯১৭-র হেমন্তকালে বলশেভিক পার্টির ছিল ৩৪৮টি জেলা সংগঠন, ৩৩৪টি শহর সংগঠন, ২৪টি গুবের্নিয়া সংগঠন এবং ১২টি আঞ্চলিক সংগঠন। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পর্বের শেষ কয়েক সপ্তাহ ও দিনে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির উপযুক্ত যোগাযোগ ছিল। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি যেখানে স্থানীয় এলাকাগুলির কাছে ১,০০০-এর কিছু বেশি চিঠি পাঠিয়েছিল, সেখানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী আট সপ্তাহের কিছু কম সময়ের মধ্যে পাঠিয়েছিল ৫৫০টি

চিঠি। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই সেনাবাহিনী থেকে ৭০টির বেশি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে দেখা করেছিল। স্মোল্‌নি প্রাসাদে অগস্ট মাসে তৈরি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর শাখা সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপীয় রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার সবকটি গ্লবেনির্য়ায় আন্দোলন-সংগঠক বক্তা পাঠিয়েছিল। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা ১৯১৭-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ৪৩টি পার্টি সংগঠনে গিয়েছিল।

পেত্রগ্রাদে যখন অক্টোবর সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, বলশেভিকরা তখন প্রকাশ করছিল ৫৩টি সংবাদপত্র, সেগ্লুলির সাপ্তাহিক গড় ম্লুদ্রণসংখ্যা ছিল ২১,৮০,০০০। পার্টির কেন্দ্রীয় ম্লুখপত্র 'রাবোচি প্লুত'এর দৈনিক ম্লুদ্রণসংখ্যা অক্টোবর মাসের শেষে ছিল ২ লক্ষ।

মৌখিক ও ম্লুদ্রিত প্রচার ও আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একটিই — প্রলেতারিয়েতকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা। ন. ই. পদ্‌ভইস্কি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে এই সময়ে আন্দোলন-সংগঠক বক্তারা জনগণের কাছে গিয়েছিল তাদের বোঝাতে এবং সপক্ষে টেনে আনতে; আর আপসপন্থী ও ব্লুর্জোয়া বক্তাদের স্লুচতুর বাগ্‌জাল তাদের য্লুক্তির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আ. ভ. ল্লুনাচারস্কি লিখেছেন যে সেটি ছিল 'সমাবেশের এক স্বর্ণয্লুগ'; আরেকটি বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করার জন্য প্রচার-আন্দোলন চালানো হয়েছিল।

বলশেভিকদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ব্যাপক ও বহ্লুবিচিত্র: 'সাত মাসে বিপ্লব কী অর্জন করেছে?', 'বর্তমানের য্লুদ্ধ ও তার অবসান ঘটাবার উপায়', 'বর্তমান পরিস্থিতি ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা', 'বর্তমান পরিস্থিতি ও লাল রক্ষীদের কর্তব্য', 'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের লক্ষ্য', 'সোভিয়েতসম্লুহের কংগ্রেস ও সংবিধান সভা', 'রাষ্ট্র', 'জাতি-সংক্রান্ত সমস্যা', 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা', 'নৈরাজ্যবাদ, না সমাজতন্ত্র', 'প্রলেতারীয় শিল্পকলার কাজ', প্রভৃতি।

১৬ অক্টোবর তারিখে র্লুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটির কার্যনির্বাহী কমিশন, সামরিক সংগঠন, শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়নসম্লুহ, কারখানা কমিটিগ্লুলি, পেত্রগ্রাদ জেলা পার্টি কমিটি ও রেলকর্মীদের কমিটির এক বর্ধিত সভায় সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়টি বিবেচিত হয়। এই সভায় লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ অক্টোবর তারিখের প্রস্তাব পাঠ করেন এবং অভ্যুত্থানের প্রয়োজন ও অবশ্যম্ভাবিতা প্রদর্শন করে কিছ্লু নতুন য্লুক্তি উপস্থিত করেন। পেত্রগ্রাদের জেলাগ্লুলির, সামরিক ব্যুরোর এবং অন্যান্য সংগঠনের প্রতিবেদন বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে (পক্ষে ২০ ভোট, বিপক্ষে ২ ভোট, ভোটদানে বিরত ৩ জন); তাতে 'সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য

প্রোপ্রি ও দ্রুত প্রস্তুত হতে এবং এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির কেন্দ্রটি যে গঠন করছে তাকে সমর্থন করতে' সমস্ত পার্টি সংগঠন এবং সমস্ত শ্রমিক ও সৈনিকের কাছে আহ্বান জানানো হয়। সভায় এই আস্থা প্রকাশ করা হয় যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত যথোপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূল মুহূর্ত ও উপযোগী উপায়ের নির্দেশ দেবে। এই সভাতেও, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একমাত্র বিরোধিতা এসেছিল কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের দিক থেকে; একমাত্র তাঁরাই লেনিনের উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

ক্ষমতার প্রশ্ন মীমাংসা করার 'সংসদীয়', 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ের অনুকূলে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করার জন্য লেনিন তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেন।

কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ তাঁদের সকল আশা ন্যস্ত করেছিলেন সংবিধান সভার উপরে; তাঁদের মতো ত্রৎস্কিও মনে করেছিলেন যে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে ক্ষমতার প্রশ্নের মীমাংসা করা যাবে। সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস কিংবা সংবিধান সভা ক্ষমতার প্রশ্নটি মীমাংসা করবে—এতৎসংক্রান্ত সমস্ত কথাকে লেনিন প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, 'এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বলশেভিকরা যদি নিজেদের সাংবিধানিক মোহের ফাঁদে, সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের প্রতি ও সংবিধান সভা আহ্বানের উপরে 'বিশ্বাস', সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের জন্য 'অপেক্ষা করা', প্রভৃতির ফাঁদে ধরা পড়তে দেয়—তাহলে সেই বলশেভিকরা নিশ্চিতভাবেই হবে প্রলেতারীয় আদর্শের প্রতি **শোচনীয় বিশ্বাসঘাতক।**' (৬৭) পার্টিকে তিনি হুঁসিয়ারি দিয়ে বলেন যে কেরেনস্কি সরকারকে উচ্ছেদ না করলে, পার্টি হয়তো অধিকারী হবে '...সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব এবং সোভিয়েতসমূহের, কিন্তু **ক্ষমতার নয়!**' (৬৮)

লেনিনের মতে, সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস কোনো মতেই অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থলাভিষিক্ত সংস্থা হতে পারে না। তা একমাত্র জয়যুক্ত অভ্যুত্থানের ফলেই সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা ঘোষণা করার এবং একটি সোভিয়েত সরকার গঠনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। লেনিন বলেন, সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বানের জন্য পার্টির সংগ্রামের সেটাই ছিল লক্ষ্য। তিনি বলেন যে 'জনগণের চিন্তাকে' চালিত করতে হবে '...এখন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য' সংগ্রামের দিকে, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত **'তা হস্তান্তরিত করবে** সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসকে।' (৬৯)

১৯১৭-র হেমন্তকালে বলশেভিকদের 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটি লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত করেছিল। এটি ছিল শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত গণ-সংগঠনের সংগ্রামের স্লোগান। লেনিন এই মত পোষণ করতেন যে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও ক্ষমতা দখল করতে হবে সোভিয়েতসমূহের

মারফৎ; তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সোভিয়েতসমূহ ছাড়া অভ্যুত্থান নিরাপদ, দ্রুত ও নিশ্চিত হতে পারবে না। (৭০) জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতার বিদ্যমান সংস্থা এবং নতুন, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রসত্তার যন্ত্র হিসেবে সোভিয়েতসমূহ অভ্যুত্থানকে জাতিব্যাপী স্তরে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা দখল অভ্যুত্থানের সাফল্যকে চিহ্নিত করবে, এই কথা বলে লেনিন লিখেছেন: 'এখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হবে বলশেভিক... স্লোগান (সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই) এবং সাধার... বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করা।' (৭১)

বিপ্লবী শক্তিগুলির এবং প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলির চাপে, সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসেব তারিখ (২০ অক্টোবর) স্থিব কবে। আপসপন্থীদেব প্রাধান্যসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নানান কূটকৌশল কবে প্রতিনিধিদের বেছে নিয়ে একটা উপযুক্ত গঠনবিন্যাস তৈরি করে নিতে চেয়েছিল, যাতে কংগ্রেসেব উপবে অভিপ্রেত প্রস্তাবগুলি চাপিয়ে দেওয়া যায়। এই পবিকল্পনাটি স্থিব কবাব পবে, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কংগ্রেসের উদ্বোধন স্থগিত রাখে ২৫ অক্টোবব পর্যন্ত, কংগ্রেসের উদ্বোধনেব তারিখ নিয়ে বলশেভিক আব আপসপন্থীদেব মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়।

সোভিযেতসমূহেব ২য কংগ্রেসেব প্রস্তুতি এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য জনসাধাবণেব সমাবেশ ঘটানোব ক্ষেত্রে সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক সম্মেলনগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্নস্বরূপ। ১১ অক্টোবব তাবিখে উত্তরাঞ্চলের শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের যে কংগ্রেস পেত্রগ্রাদে শুরু হয়, লেনিন তার প্রতি বিশেষ তাৎপর্য আরোপ কবেন। এতে যোগ দেয় পেত্রগ্রাদ, মস্কো, নভগবদ, ক্রনস্টাড্‌ট, হেলসিংফোর্স, বেভেল ও অন্যান্য শহবেব সোভিয়েতসমূহের প্রতিনিধিবা, উত্তর রণাঙ্গন ও বলটিক নৌবহবের প্রতিনিধিরা। পার্টিগত চেহারা ছিল বলশেভিক ৫১ জন, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ২৪ জন, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ১০ জন, মেনশেভিক-আন্তর্জাতিকতাবাদী ১ জন, মেনশেভিক-প্রতিরক্ষাবাদী ৪ জন। চেয়ারম্যান ছিলেন ন. ভ ক্রিলেঙ্কো। কংগ্রেসের কাছে লেনিন একটি চিঠি লেখেন, তার শিরোনাম দেন: 'উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক কংগ্রেসে যোগদানকারী বলশেভিক কমরেডদের কাছে চিঠি'। কংগ্রেসে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে, সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, জমি সম্পর্কে এবং সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেস আহ্বান সম্পর্কে স্থানীয় এলাকাগুলির প্রতিবেদন শোনা হয়। কংগ্রেস গ্যারিসনগুলিকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান দেয়। কৃষকদের উদ্দেশে বার্তায় কংগ্রেস সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানায়। কংগ্রেসে বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা

সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে এবং জমির প্রশ্নে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলায়। কংগ্রেস থেকে সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক কমিটিতে নির্বাচিত হয় ১১ জন বলশেভিক ও ৬ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। অধিকন্তু সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বানের জন্য এবং সামরিক বিপ্লবী সংগঠনগুলির কাজের সমন্বয়সাধনের জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে দেয়।

স্থানীয় এলাকাগুলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে শ্রমিক ও সৈনিকরা চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করতে প্রস্তুত। কংগ্রেস ঘোষণা করে: 'সেই সময় এসে গেছে যখন সকল সোভিয়েতের চূড়ান্ত ও সর্বসম্মত তৎপরতাই একমাত্র দেশ ও বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে পারে।'

অক্টোবর বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মার্কিন লেখক অ্যালবার্ট রিস উইলিয়মস লিখেছেন যে, তলা থেকে এখন উঠল এক বলিষ্ঠ আওয়াজ: 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই'। রাজধানীর জুলাই মাসের দাবি হয়ে উঠল দেশের দাবি।

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসগুলি সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস অবিলম্বে আহ্বান করার জন্য সংগ্রামকে সক্রিয় করে তোলে, স্থানীয় সোভিয়েতগুলির মধ্যে আরও উৎসাহ সঞ্চারিত করে এবং সোভিয়েতগুলিতে পুনর্নির্বাচন এবং তার ভিতর থেকে আপসপন্থী পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করার অভিযান তীব্র করে তুলতে সাহায্য করে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসগুলি দেখায় যে সোভিয়েতগুলি আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং রাশিয়ায় সেগুলিকেই হতে হবে ক্ষমতার সংস্থা। অসম্পূর্ণ তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে ছিল ১,৪২৯টি সোভিয়েত: ৭০৬টি শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, ২৩৫টি শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, ৩৩টি সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এবং ৪৫৫টি কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও তা পরিচালনার জন্য দরকার ছিল একটি সদর দপ্তরের। সেই সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়েই লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা চিঠিতে একথা বলেছিলেন। ৯ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক পূর্ণাঙ্গ সভায় সদর দপ্তর তৈরি হয়। সামরিক ও অসামরিক কর্নিলভপন্থীরা খোলাখুলি যে আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটিকে এক বিপ্লবী প্রতিরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির এক রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে ১২ অক্টোবর তারিখে খসড়া সংস্থানটি গৃহীত হয় এবং ১৬ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক পূর্ণাঙ্গ সভায় তা চূড়ান্ত রূপে অনুমোদিত হয়। নতুন সংস্থাটির নাম হয় 'সামরিক-বিপ্লবী কমিটি'। তাতে ছিল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি

ও পেত্রগ্রাদ কমিটির প্রতিনিধি, বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধি, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ও তার সৈনিক বিভাগের সদস্য, ফিনল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটি, বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি, কারখানা কমিটি, লাল রক্ষীদের সদর দপ্তর, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিনিধি। লাল রক্ষী এবং গ্যারিসনের বিপ্লবী ইউনিটগুলিকে ও বলটিক নৌবহরকে রাখা হয় তার অধীনে। এটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০ অক্টোবর তারিখে; সেখানে নির্বাচিত হয় পাঁচ জন সদস্যবিশিষ্ট এক ব্যুরো — বলশেভিক ন. ই. পদ্‌ভইস্কি, ভ. আ. আন্তোনভ-ওভ্‌সেয়েঙ্কো, আ. দ. সাদোভ্‌স্কি এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি প. ইয়ে. লাজিমির ও গ. ন. সুখারকভ। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির প্রধান ছিলেন প্রথমে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি প. ইয়ে. লাজিমির এবং পরে ন. ই. পদ্‌ভইস্কি।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ও সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলির সামনে উপস্থিত মৌলিক বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতেন লেনিন এবং সাধারণত তা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্বাহ্নেই বিবেচনা করত। আ. স. বুবনভ, ফ. এ. দ্‌জেরজিন্‌স্কি, ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, ই. ভ. স্তালিন ও ম. স. উরিৎস্কিকে নিয়ে ১৬ অক্টোবর তারিখে গঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক-বিপ্লবী কেন্দ্র সামরিক-বিপ্লবী কমিটির মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছিল।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ছিল বটে, কিন্তু তাদের মনোভাব সংগতিপূর্ণ ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৩ অক্টোবর তারিখে, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হওয়ার অল্প ক-দিন পরে, প্রাক-সংসদে যখন 'বলশেভিকরা অভ্যুত্থানের' প্রস্তুতি করছে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হচ্ছিল, তারা তখন অভ্যুত্থানের নিন্দা করে এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের শান্ত থাকার এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার আহ্বান জানিয়ে মেনশেভিক দান-এর উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সমর্থন করে।

আসন্ন লড়াইয়ের জন্য বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র বাহিনীদের সমবেত করে এবং প্রশিক্ষণ দেয়। লাল রক্ষীদের সংখ্যাগত শক্তি সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পেত্রগ্রাদ ও তার উপকণ্ঠে, অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩,০০০। মস্কোয়, অভ্যুত্থান যখন শুরু হয়, তখন লাল রক্ষীদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০ থেকে ১২,০০০-এর মধ্যে, এবং অক্টোবরের লড়াই চলাকালীন তাদের শক্তি বেড়েছিল। মস্কোয় শ্রমিকদের লাল রক্ষী বাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বলশেভিক আ. স. ভেদেরনিকভের; তিনি লিখেছেন যে অক্টোবরে মস্কোয় ছিল প্রায় ২৫,০০০ সশস্ত্র শ্রমিক।

১৯১৭-র সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির

(বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন লাল রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষকদের জন্য দশ-দিনের সারা-রাশিয়া পাঠক্রম চালু করে। এই পাঠক্রমগুলি একটি স্থায়ীভাবে চালু স্কুলে পরিণত হয়, সেখানে কম্যান্ডারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে।

অভ্যুত্থানের জন্য সামরিক-সাংগঠনিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছিল বলশেভিক পত্রপত্রিকা। 'সলদাৎ' সংবাদপত্র লাল রক্ষীদের সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অনেকখানি স্থান ব্যয় করত. গুলিচালনার অনুশীলন, সঙ্গীন ব্যবহারের অনুশীলন, ট্রেঞ্চের লড়াই ও ভূ-সংস্থান সম্পর্কে রণকৌশলগত অনুশীলন, রাস্তার লড়াই ও ব্যারিকেডের লড়াইয়ের কৌশল শিক্ষা, কুচকাওয়াজ অনুশীলন ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে লিখত।

লাল রক্ষীদের সশস্ত্র করার কাজ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তীব্র করা হয়। এ কাজে লাল রক্ষীদের সাহায্য করে কারখানা কমিটিগুলি এবং সামরিক কারখানার শ্রমিকরা। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ভিবর্গ জেলা সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি পেত্রগ্রাদ কার্তুজ কারখানার কারখানা কমিটির কাছে লাল রক্ষীদের জন্য ৫,০০০ কার্তুজ দেবার অনুরোধ জানিয়েছিল। কমিটি তাতে সাড়া দেয় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে: লাল রক্ষীদের প্রশিক্ষণের জন্য অনুরুদ্ধ গুলি-গোলা দেওয়া হোক। ২৩ অক্টোবর তারিখে কমিটি কার্তুজের জন্য সামরিক-বিপ্লবী কমিটির অনুরোধ মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই দিনই ভিবর্গ জেলার লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর সেই গুলি-গোলা পেয়ে যায়। নিম্নলিখিত রসিদটি আজও আছে: ''পাত্রোন্নি' কারখানার কারখানা কমিটি সমীপে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের ভিবর্গ জেলা সোভিয়েতের লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিটি পেটিতে ৬০০ করে কার্তুজ সহ ৮৩ পেটি তাজা কার্তুজ এবং তিন পেটি নকল কার্তুজ পেয়েছে: নিম্নলিখিত স্বাক্ষর ও সীলমোহর দ্বারা তা নিশ্চিত রূপে জানানো হচ্ছে।'

পেত্রগ্রাদ (পুতিলভ, বাল্‌তিস্কি, প্রভৃতি), মস্কো, খারকভ, লুগানস্ক, সারাতভ ও ইয়েকাতেরিনবুর্গের কারখানাগুলিতে শ্রমিকরা লাল রক্ষীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ও মেরামত করার কাজ সংগঠিত করে। লাল রক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় একটি কর্মসূচি অনুসারে। সেপ্টেম্বর মাসে শুধু পেত্রগ্রাদেই লাল রক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল ৭৯টি কারখানায়। সেপ্টেম্বরের শেষে পুতিলভ কারখানায় প্রশিক্ষণরত ছিল বারোটি লাল রক্ষী বাহিনী। প্রতিটি বাহিনীতে ছিল ১২০ থেকে ১৫০ জন সৈন্য, কোনোটিতে ২০০ জন পর্যন্ত। লাল রক্ষীরা সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ বার কয়েক ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করত। অধিকাংশ প্রশিক্ষক ছিল কারখানাগুলির সঙ্গে যুক্ত সৈনিক।

২২ অক্টোবর তারিখে লাল রক্ষীদের পেত্রগ্রাদ সম্মেলনে নিয়মাবলী অনুমোদিত হয়। শহরের লাল রক্ষীরা এইভাবে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শহর পরিসরে

এক কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব লাভ করে। সম্মেলন শেষ হলে, একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় লাল রক্ষীদের কেন্দ্রীয় কম্যান্ডান্টের অফিসে; তাতে প্রত্যেক জেলার একজন করে প্রতিনিধি ছিল। এই সভায় কেন্দ্রীয় কম্যান্ডান্টের অফিসের ব্যুরো নির্বাচিত হয়। জেলা কম্যান্ডান্টের অফিসগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় লভ্য সকল ধরনের পরিবহণ একত্র করার জন্য, রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করার উদ্দেশ্যে বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য, কারখানায় প্রহরীদের জোরদার করা, কর্তব্য পালনের বাহিনীগুলিকে রক্ষা করা এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির যদি তাদের প্রয়োজন হয় সেই উদ্দেশ্যে তাদের যুদ্ধের জন্য সতত প্রস্তুত অবস্থায় রাখার জন্য। কেন্দ্রীয় কম্যান্ডান্টের অফিসের ব্যুরোর সঙ্গে সামরিক তৎপরতাগত যোগাযোগ রাখার জন্য প্রত্যেক জেলা থেকে দুজন করে লাল রক্ষী পাঠানো হয়।

নিয়মাবলী অনুযায়ী লাল রক্ষীদের বিভক্ত করা হয় পদাতিক ইউনিটে ও প্রয়োগগত ইউনিটে (ভাঙা ও সাফাই, ভ্রাম্যমাণ, টেলিগ্রাফ, মেশিনগান, গোলাবারুদ প্রভৃতি)। যোদ্ধৃদলের মূল এককটি ছিল 'ডেক্যুরি'। চার ডেক্যুরিতে একটি প্লাটুন, তিন প্লাটুনে একটি কলাম এবং তিনটি কলামে একটি ব্যাটেলিয়ন। একটি জেলার সমস্ত ব্যাটেলিয়ন মিলিয়ে ছিল একটি ডিট্যাচমেণ্ট। তদনুযায়ী, কম্যান্ডাররা ছিল ডেক্যুরিয়ন, এবং প্লাটুন ও কলাম কম্যান্ডার, এবং তারা ছিল নির্বাচনভিত্তিক। লাল রক্ষীদের সবকটি বাহিনী ছিল কেন্দ্রীয় কম্যান্ডান্টের অধীনে।

শ্রমিকশ্রেণীর সেরা সন্তানেরা ছিল লাল রক্ষী বাহিনীতে, তারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের জন্য নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল।

বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যদের (প্রায় ১,৫০,০০০ জন) এবং দুটি রাজধানীর নিকটতম দুই রণাঙ্গনের— উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যদের, এবং বলটিক নৌবহরের নাবিকদেরও টেনে এনেছিল নিজেদের দিকে। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ফিনল্যান্ডের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও শ্রমিকদের আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান ই. ত. স্মিলগার' কাছে চিঠিতে লেনিন লিখেছিলেন যে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রতি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে পার্টি তার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাবে। অস্থায়ী সরকারের আসন্ন উচ্ছেদের জন্য ফিনল্যান্ডের সৈন্য ও বলটিক নৌবহরের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেন এবং কশাক ইউনিটগুলি কিভাবে মোতায়েন করা হচ্ছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অধ্যয়ন করার এবং কশাকদের মধ্যে প্রণালীবদ্ধ প্রচার সংগঠিত করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে টেনে আনা চরম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রস্তাব করেন যে ছুটিতে যেসব সৈনিক গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে তাদের নিয়ে প্রচার আন্দোলন স্কোয়ার্ড গঠন করা উচিত। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে জোটের তাৎপর্যের উপরে জোর দিয়ে লেনিন তাঁর চিঠিতে সুপারিশ করেন: '...অবিলম্বে আপনাদের ওখানে এরূপ একটি **জোট**

সংগঠিত করুন, প্রচার-ইস্তাহার প্রকাশনা সংগঠিত করুন (এবিষয়ে প্রয়োগগতভাবে আপনি কী করতে পারেন এবং সেগুলিকে রাশিয়ায় পাঠানোর ব্যাপারে কী করতে পারেন দেখুন)। তার পরে গ্রামাঞ্চলে কাজের জন্য প্রতিটি প্রচার-গোষ্ঠীতে রাখতে হবে অন্তত দুজন লোককে—একজন বলশেভিকদের ভিতর থেকে এবং একজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ভিতর থেকে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি 'ছাপটি' এখনও গ্রামের লোকেদের মধ্যে প্রিয় এবং গ্রামাঞ্চলে **এই 'ছাপটি'** ব্যবহার করে বলশেভিক ও **বামপন্থী** সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের একটি জোট, কৃষক ও পুঁজিপতিদের নয়, কৃষক ও শ্রমিকদের একটি জোট তৈরি করার জন্য আপনাদের সৌভাগ্যের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে (আপনাদের কিছু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আছে)।' (৭২)

বলটিক নৌবহরের নাবিকরা ছিল বিপ্লবের এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী। বলটিক নৌবহরে ছিল প্রায় ৭০০টি যুদ্ধের ও তার সহায়ক জাহাজ; এর মধ্যে ছিল সাতটি যুদ্ধ জাহাজ, ৯টি ক্রুজার ও ৬৮টি ডেস্ট্রয়ার। এই নৌবহর বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের পশ্চাদ্‌ভাগের প্রবেশ পথে প্রহরা দিচ্ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে এবং জমিতে লড়াই করবার জন্য সৈন্য নামিয়ে রাজধানীকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য করতে পারত।

১৯১৭-র সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সৈনিক ও নাবিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ কার্যত বলটিক নৌবহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছিল। বলটিক নৌবহরের প্রতিনিধিদের ২য় কংগ্রেসের পর নির্বাচিত বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ছিলেন বলশেভিক প. ইয়ে. দিবেঙ্কো। এই কেন্দ্রীয় কমিটি নৌবহরের বিভিন্ন সদর দপ্তরে তার নিজস্ব কমিসারদের নিযুক্ত করেছিল, আর জাহাজে জাহাজে গঠন করা হয়েছিল জঙ্গী বাহিনী, বলশেভিকদের কাছ থেকে সংকেত পেলেই তাদের পেত্রগ্রাদ অভিমুখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

পেত্রগ্রাদ ও মস্কো গ্যারিসন, বলটিক নৌবহর, ফিনল্যান্ড-স্থিত বিপ্লবী সৈন্যরা এবং উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিকাংশ সৈন্য বলশেভিকদের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্তভাবে তৎপরতা চালাতে প্রস্তুত ছিল। পশ্চাদ্‌ভাগের অধিকাংশ গ্যারিসনও অনুরূপভাবে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে ছিল।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি প্রস্তুতির ফলে বলশেভিক পার্টি ১৯১৭-র অক্টোবর মাসের মধ্যে বিপ্লবের বিরাট সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল—প্রায় ২৩,০০০ লাল রক্ষী, বলটিক নৌবহরের ৮০,০০০-এর বেশি নাবিক, এবং পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের, ত্‌সারস্কোয়ে সেলো, পাভলভস্ক, ক্রাস্নোয়ে সেলো, স্ত্রেলকা, লিগোভো, গাৎচিনা, পিটার্সহফ ও ওরানিয়েনবাউমের নিকটস্থ গ্যারিসনগুলির ২,০০,০০০ সৈনিক এবং ক্রনস্টাড্‌ট দুর্গের স্থলবাহিনী। এইভাবে, পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করার সময়ে বলশেভিক পার্টি ও

লক্ষাধিক শ্রমিক, নাবিক ও সৈনিকের এক সশস্ত্র বাহিনীর উপরে নির্ভর করতে পেরেছিল।

সংবিধান সভার নির্বাচন দেখাল যে অক্টোবর মাসে বলশেভিকদের পিছনে শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন ছিল। তাদের বিরাট প্রাধান্য ছিল নিযামক অঞ্চলগুলিতে· পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে। তাদের প্রতি সমর্থন ছিল সশস্ত্র বাহিনীব অর্ধেকের এবং গুরুত্বপূর্ণ বণাঙ্গনগুলিতে সৈন্যদের প্রায দুই-তৃতীযাংশেব। বলটিক নৌবহরে বলশেভিকরা পেয়েছিল ৫৭ ৭ শতাংশ ভোট, আর অস্থায়ী সরকারেব উচ্ছেদেব ব্যাপারে যারা তাদেব সমর্থন কবেছিল সেই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানাবিবা পেয়েছিল প্রায় ২৬ শতাংশ ভোট। গুবের্নিয়া ও আঞ্চলিক শহবগুলিতে ভোটেব হিসাব ছিল· বলশেভিকদের পক্ষে ৩৬ ৫ শতাংশ, কাদেতদেব পক্ষে ২৩·৯ শতাংশ, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষে ১৪ ৫ শতাংশ এবং মেনশেভিকদেব পক্ষে ৫ ৮ শতাংশ। ৬৮টি শহরের মধ্যে ৩২টিতে বলশেভিকরা এগিযে ছিল।

প্রতিবিপ্লবেব বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই ক্রমে নিকটতর হয়ে উঠছিল। অস্থায়ী সবকাব অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ কবতে চেষ্টা কবেছিল। ১৭ অক্টোবর তাবিখের এক যুদ্ধদপ্তাব সভাব সমস্ত বক্তব্যের মূল সুব ছিল 'সবকাবের অপেক্ষা করা উচিত নয'। তেরেশ্চেঙ্কো ও মালিয়ান্তোভিচ 'লড়াইয়ের উস্কানি দিয়ে তারপর তা দমন কবাব' প্রস্তাব কবেন। কিন্তু অন্যেরা জানত যে সরকার দুর্বল। তারা ইতস্তত কবে এবং তাদেব শঙ্কা গোপন বাখতে পারে না। প্রকপোভিচ ঘোষণা করেন. 'আমাদেব সর্বাঙ্গে পচনেব দুর্গন্ধ, কারণ আমরা দেশে একটা ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পাবি না। যতদিন আমাদেব শক্তি না হচ্ছে ততদিন কিছুই করা যাবে না।' যুদ্ধমন্ত্রী ভের্খোভস্কি বলেন, 'অপেক্ষা করে থাকাটা ক্লান্তিকর ব্যাপার, অথচ আমাদের করার কিছু নেই।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে বটে, কিন্তু আমাদেব অন্য পক্ষের সক্রিয়তার জন্য অপেক্ষা কবতেই হবে। বলশেভিকবাদ শ্রমিক প্রতিনিধিদেব সোভিযেতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, অথচ তা কাটানোর ক্ষমতা আমাদেব নেই। অস্থায়ী সরকাবের সেবায় আমি নির্ভরযোগ্য সৈন্যবাহিনী রাখতে পাবছি না, সুতরাং আমি পদত্যাগ করছি।' কেরেনস্কি বলেন: 'এই কথা আমাদের পেত্রগ্রাদ-কর্তৃক সম্মোহিত হওয়ার ফল' এবং তিনি বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে দমন করার জন্য ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। অস্থায়ী সবকারের প্রতি অনুগত সৈন্যদের তাড়াতাড়ি রণাঙ্গন থেকে আনানো হয়। এনসাইন ও ক্যাডেটদেব অনেকগুলি স্কুল, এক ব্যাটেলিয়ন বাছাই সৈন্য, নারীদের এক 'মৃত্যু ব্যাটেলিয়ন' ও রক্ষীদের গোলন্দাজবাহিনী পেত্রগ্রাদে নিয়ে আসা হয় শহরের উপকণ্ঠের এলাকাগুলি থেকে; সামরিক স্কুলগুলিকে এবং শহরের মিলিশিয়া বাহিনীকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়; এবং শীত প্রাসাদ ও মারিনস্কি

প্রাসাদ, সামরিক জেলা সদর দপ্তর, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, ডাক ও তার অফিস ও কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের রক্ষীদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। পেত্রগ্রাদের রাস্তায় গণ-মিছিল নিষিদ্ধ করে জেলা সদর দপ্তর অনেকগুলি আদেশ জারী করে।

প্রতিবিপ্লব তার সৈন্যবলকে মরীয়া হয়ে সমবেত করেছিল, চেষ্টা করেছিল আক্রমণ করার মতো এক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে এবং এইসব সেনাদলকে কেন্দ্রীভূত করতে নিয়ামক স্থানগুলিতে: পেত্রগ্রাদ, মস্কো, মিন্‌স্ক, দনবাস এবং অন্যান্য বড় বড় রাজনৈতিক কেন্দ্রে। বিশেষ ইউনিটগুলি — স্বেচ্ছাব্রতী ব্যাটেলিয়ন ও আক্রমণ-বাহিনী—গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। অক্টোবরের গোড়ার দিকে রণাঙ্গনে গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্রায় ৭০টি আক্রমণ-বাহিনী ও অনেকগুলি রেজিমেণ্ট। বুর্জোয়াশ্রেণী পেত্রগ্রাদ ও মস্কো এবং অন্যান্য বড় বড় কেন্দ্রে প্রচন্ডভাবে নির্ভর করেছিল ২৬টি ক্যাডেট স্কুল ও ৩৮টি এনসাইন স্কুলের উপরে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, এইসব সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০,০০০। তবে, পেত্রগ্রাদে প্রতিবিপ্লবের হাতে ছিল প্রায় ৩০০০০-এর মতো সশস্ত্র ব্যক্তি, যারা সরকারের পক্ষে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। এদের মধ্যে ছিল গ্যারিসন ও নৌবহরে ছড়ানো অফিসাররা (৭,০০০-৮,০০০), বিশেষ ইউনিটগুলি (আক্রমণ-বাহিনী, স্বেচ্ছাব্রতী বাহিনী, আহত অবস্থা থেকে আরোগ্যলাভ করছে এমন সৈন্যদের একটি রেজিমেণ্ট, সশস্ত্র ছাত্রবাহিনী, ইত্যাদি - ৬,০০০-৭,০০০ জনের বেশি নয়), সামরিক স্কুলের ক্যাডেট (৯,০০০-১০,০০০), কশাকরা (৩,০০০-৪,০০০), শহরের মিলিশিয়া বাহিনী ও তথাকথিত অসামরিক রক্ষী বাহিনী (৫,০০০-৭,০০০-এর বেশি নয়)।

শক্তির ভারসাম্য এইভাবে বলশেভিকদের অনুকূলেই অনেক বেশি ছিল। বিদেশের ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতারা রাশিয়ায় বিপ্লবী বিস্ফোরণ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে এবং শক্তিবিন্যাস লক্ষ করে অনুভব করেছিলেন যে অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক সাহায্য দরকার। ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল টি. ডবলিউ. কেম্প মনে করেছিলেন যে সেই সরকারকে সাহায্য করার জন্য ব্রিটেনকে সৈন্য পাঠাতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড আর. ফ্রান্সিস খোলাখুলিভাবেই রাশিয়ায় মার্কিন ফৌজ পাঠানোর সুপারিশ করেছিলেন। ২৪ অক্টোবর সকালে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রবার্ট লানসিঙ-এর কাছে লিখেছিলেন, 'আমি যদি এর জন্য রুশ সরকারের সম্মতি আদায় করতে পারি, কিংবা এমন কি সরকারকে দিয়ে এরকম একটা অনুরোধ করাতে পারি, তাহলে ভ্লাদিভস্তক অথবা সুইডেন হয়ে আমাদের দুই বা ততোধিক ডিভিশন সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যাপারে আপনি কী চিন্তা করেন?' মার্কিন সামরিক অ্যাটাশে ডবলিউ. এস. ক্রসলিও একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং চীনে বিদেশী উপনিবেশ থেকে পেত্রগ্রাদে সৈন্য স্থানান্তরিত করার সুপারিশ করেছিলেন।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখের প্রশ্নটি, চূড়ান্ত যদি নাও হয়, বিরাট গুরুত্ব অর্জন করেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে লেখা চিঠিগুলিতে লেনিন অভ্যুত্থানের দিন স্থির করে দেননি, কিন্তু পার্টির দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেছিলেন এমন এক মুহূর্ত বেছে নেওয়ার দিকে, যা নির্ধারিত করা যাবে একমাত্র জনগণের মেজাজ সতর্কভাবে অধ্যয়ন করার পরই। সেই মুহূর্তটি এল অক্টোবর মাসে। আগে থেকে নির্ধারিত করা একটি তারিখ অসুবিধাজনক হতে পারত, কারণ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। অধিকন্তু, তা সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারত। বিপ্লবী শক্তিগুলির তৎপরতা সম্পর্কে নির্দেশ এবং সেই তৎপরতা যাতে সময়ের দিক দিয়ে একই সঙ্গে ঘটে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শত্রুকে অভ্যুত্থানের তারিখ জানতে না দেওয়ার এবং এইভাবে আকস্মিকতার উপাদানটিকে রক্ষা করার এটাই ছিল একমাত্র উপায়। লেনিন জোর দিয়েছিলেন যে অভ্যুত্থান ঘটা উচিত সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের আগে।

অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। 'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত দিবস' পালিত হয় ২২ অক্টোবর তারিখে; অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে বিপ্লবী শক্তিগুলির সমীক্ষা করার এটি ছিল একটি সুযোগ। লাল রক্ষীদের পেত্রগ্রাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় একই দিনে। কল-কারখানায় ও সেনাবাহিনীর ব্যারাকে সমাবেশ হয়। সর্বত্র দাবি ছিল-- সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। এই সমস্ত ঘটনার খবর দিয়ে 'নভায়া জিজ্‌ন' সংবাদপত্রটি লিখেছিল যে গত রবিবার, সোভিয়েত দিবসে, বলশেভিকবাদ পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তার শক্তির একটা চূড়ান্ত হিসাব করেছে। দেখা গেছে এই শক্তি পর্যাপ্ত। আর যাই হোক, একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে গ্যারিসন বলশেভিক পার্টির দ্বারা প্রভাবিত...

সবকিছু চলছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী। ২১ অক্টোবর তারিখে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে ও কতকগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তার কমিসারদের নিযুক্ত করতে শুরু করে। এঁরা সবাই ছিল বলশেভিক; পার্টির সামরিক সংগঠনে এরা সক্রিয় ছিলেন। ২১ থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থা ও সামরিক ইউনিটগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পেত্রগ্রাদ ও গুবেনিয়ার জন্য প্রায় ৬০ জন কমিসার নিযুক্ত করে।

২১-২২ অক্টোবরের রাত্রে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সামরিক জেলা সদর দপ্তরে এক প্রতিনিধিদল পাঠায়, সেখানে সদর দপ্তরের জারী করা সমস্ত নির্দেশের উপরে সে নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এই যুক্তিতে যে জেলা কম্যান্ড সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কমিসারদের স্বীকার করে না। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সমগ্র গ্যারিসনকে জানিয়ে দেয় যে জেলা সদর দপ্তর তার কমিসারদের স্বীকার করতে রাজী হয়নি এবং এইভাবে তা রাজধানীর সংগঠিত গ্যারিসনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে এবং প্রতিবিপ্লবের 'প্রত্যক্ষ হাতিয়ারে পরিণত

হয়েছে'। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির স্বাক্ষরিত নয় এমন সমস্ত আদেশই অসিদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে। সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয় সতর্ক, সংযত ও সুশৃঙ্খল থাকতে।

২২ ও ২৩ অক্টোবর তারিখে বিভিন্ন রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিদের সভা অনুষ্ঠিত হয় গ্যারিসনে। এই সভাগুলিতে একথা পুনরায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় যে গ্যারিসন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের পক্ষে রয়েছে এবং সে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির আদেশ পালন করবে। ২৩ অক্টোবর তারিখে এক জরুরী অধিবেশনে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সিদ্ধান্ত নেয় যে তার সৈন্যবল আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত।

দ্বিতীয় পর্ব

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়যুক্ত। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

পঞ্চম অধ্যায়

অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

১। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জয়

২৩-২৪ অক্টোবরের রাত্রে, আসন্ন বিপ্লবকে রোধ করার চেষ্টায় অস্থায়ী সরকার সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের ও কমিসারদের গ্রেপ্তার ও বিচার করার, এবং বলশেভিক সংবাদপত্র 'রাবোচি পুত' ও 'সলদাৎ' বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেয়। পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলার সদর দপ্তর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে সেনাবাহিনীর প্রহরা জোরদার করে। পূর্বনির্ধারিত এক পরিকল্পনা অনুযায়ী, পেত্রগ্রাদকে কতকগুলি অংশে ভাগ করা হয়, এবং সেই সব অংশের ভার দেওয়া হয় সামরিক ইউনিটগুলিকে। সমরবিভাগ বিপ্লব দমন করার জন্য সযত্ন পরিকল্পনা করেছিল। মনে হয়, তারা সম্ভাব্য সবকিছুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রেখেছিল। যেসব সামরিক টহলদার সরকারি অফিস, রেল-স্টেশন, অস্ত্রাগার, বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র ও অন্যান্য রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থান পাহারা দিত, তাদের সরিয়ে সেই জায়গায় এসেছিল ক্যাডেট ও বাছাই সৈন্যদের স্কোয়াড। শহরের মিলিশিয়া কমিশনার প্রত্যাশিত রাজনৈতিক তৎপরতা দমনের জন্য রাস্তায় রাস্তায় আরও জোরদার মিলিশিয়ার টহল, খানাতল্লাসী ও হানা এবং ইউনিটগুলিকে প্রশিক্ষণের আদেশ দিয়েছিল।

সরকারের ভবন — শীত প্রাসাদের চতুর্দিকে প্রহরা শক্তিশালী করার জন্য, সামরিক জেলা সদর দপ্তর, ব্যক্তিগতভাবে কেরেনস্কির কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে, পাভলভ, ভ্লাদিমির ও কনস্তান্তিনভ সামরিক স্কুলকে আদেশ দিয়েছিল 'শীত প্রাসাদের সামনের চকে সম্পূর্ণ সমরোদ্যত অবস্থায় মোতায়েন থাকতে'। অফিসারদের প্রশিক্ষণ স্কুলগুলির লোকজনকে এবং অস্থায়ী সরকারের অনুগত ইউনিটগুলিকে পেত্রগ্রাদে হাজির করা হয়েছিল শহরের উপকণ্ঠ থেকে। অস্ত্র রাখার জায়গা ও অস্ত্রাগারগুলি পাহারা দেওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। সহকারী যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আ. আ. মানিকোভস্কিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অস্ত্র রাখার জায়গা ও অস্ত্রাগারগুলিতে প্রহরা আরও জোরদার করতে এবং একমাত্র সামরিক জেলার চীফ অব স্টাফের ব্যক্তিগত স্বাক্ষর-সংবলিত আদেশ অনুযায়ী অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে।

২৪ অক্টোবর ভোরবেলায়, সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে একদল ক্যাডেট জোর করে 'ত্রুদ' ছাপাখানায় ঢোকে। এই ছাপাখানায় কেন্দ্রীয় বলশেভিক সংবাদপত্র 'রাবোচি পুত' ছাপা হত। ক্যাডেটরা স্টিরিওটাইপের ঢালাই ছাঁচগুলি ভেঙে চুরমার করে, বাড়িটি বন্ধ করে দেয়, সংবাদপত্রটির ২০,০০০ মুদ্রিত কপির মধ্যে ৮,০০০ কপি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, এবং প্রহরী মোতায়েন করে রাখে।

সংগ্রামের প্রস্তুতির পরিকল্পনায় যেসব সেতু শহরকে বিভক্ত করে রেখেছিল সেগুলিকে দখল করা ও রক্ষা করার উপরে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিপ্লবের সদর দপ্তর স্মোলনিকে প্রলেতারীয় ভিবর্গ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে সরকার নেভা নদীর উপরকার সেতুগুলি তুলে রাখার আদেশ দেয়। ক্যাডেটরা দুপুর ৩টা থেকে সেতুগুলি দখল করতে শুরু করে।

সোভিয়েতসমূহের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নির্দেশ উপেক্ষা করার এবং একমাত্র সামরিক জেলা সদর দপ্তরেরই আদেশ পালন করার আহ্বান জানায়। রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে জানানো হয় যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে এবং বিদ্রোহী পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ঘাঁটি স্মোলনি ইনস্টিটিউট পরিত্যাগ করছে।

প্রাক-সংসদের অধিবেশন শুরু হয় ২৪ অক্টোবর তারিখে। কেরেনস্কি তাঁর বক্তৃতায় সরকারের বিশেষ ক্ষমতা দাবি করেন। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে একমত হয়, কিন্তু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠী সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এমন এক সরকার গঠনের কথা বলে যার মধ্যে কর্নিলভের সম্মানে মিছিলের আয়োজন করার মতো শক্তি থাকবে না। ভাষান্তরে, কাদেত ছাড়া সমস্ত পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক সরকার তারা চেয়েছিল।

প্রাক-সংসদে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ছিল ১৫টি আসন এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ছিল ১১০টি আসন। কেরেনস্কি যে বিশেষ ক্ষমতা চেয়েছিলেন তা পেয়ে যান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনেও আপসপন্থীরা একই পন্থা অনুসরণ করে। ২৪ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদ শহর দুমায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সেনা ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কমিসারদের মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দাবি করে। আসন্ন বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সম্পর্কে কাদেত ও আপসপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণ মিলের কথা উল্লেখ করে কাদেত সংবাদপত্র 'রেচ' বলেছিল যে দু-পক্ষেরই ভাষা এক।

কিন্তু বিপ্লব শুদ্ধ করার উপায় ছিল না, ২৪ অক্টোবরের ভোরবেলা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটির একটি প্রতিবেদন শোনে, তারপর তাকে অবিলম্বে ছাপাখানায় একজন রক্ষী পাঠাবার এবং 'রাবোচি পুত' সংবাদপত্রটি যাতে সময় মতো প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সংগ্রামের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে পাঠানো হয় অভ্যুত্থান পরিচালনা করার জন্য।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি অস্থায়ী সরকারের কার্যকলাপের দিকে নজর রাখার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইয়া. ম. স্ভের্দলভের উপরে দায়িত্ব দেয়। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যের উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব ছিল এই রকম: আ. স. বুবনভ — রেলকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা; ফ. এ. দ্জেরজিনস্কি — ডাক ও তার কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা; ভ. প. মিলিউতিন — খাদ্য সরবরাহ সংগঠিত করা। অস্ত্রাগার ও বিরাট রণনৈতিক তাৎপর্যসম্পন্ন স্থান হিসেবে পিটার ও পল দুর্গের বিরাট গুরুত্ব হেতু ইয়া. ম. স্ভের্দলভকে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আ. লোমভ ও ভ. নগিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পেত্রগ্রাদের ঘটনাবিকাশ সম্পর্কে মস্কোকে অবহিত রাখার এবং তার পরে মস্কোয় যাওয়ার।

সকাল আটটায় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি লিতভস্কি রেজিমেণ্টের একটি ইউনিট ও ৬ষ্ঠ সংরক্ষিত স্যাপার ব্যাটেলিয়নকে 'ত্রুদ' ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেয় সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্য প. ভ. দাশকেভিচের অধীনে। সেখানে মোতায়েন ক্যাডেটদের তারা বিতাড়িত করে। 'রাবোচি পুত' ছাপা হতে শুরু করে সকাল ১১টায়। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রকাশিত 'কোপেইকা' ছাপাখানায় মুদ্রিত সান্ধ্য দৈনিক 'রাবোচি ই সলদাৎ' পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেও সরকার অনুরূপভাবে ব্যর্থ হয়। ছাপাখানায় প্রেরিত মিলিশিয়া সংবাদপত্রটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, কিন্তু এই কথা শুনে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি প্রেওব্রাজেনস্কি রেজিমেণ্টের দুই প্লাটুন সৈন্য সেখানে পাঠিয়ে দেয় ছাপাখানাটি পাহারা দেওয়ার জন্য।

ফ. এ. দ্জেরজিনস্কির নির্দেশে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর পদস্থ কর্মী স. স. পেস্তকোভস্কিকে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কমিসার হিসেবে কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে পাঠানো হয়; তাঁর সঙ্গে থাকেন বলশেভিক আ. ম. লিউবোভিচ ও ইউ. ম. লেশ্চিনস্কি।

এছাড়াও, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে সেই দিন তার সমস্ত সদস্যকে স্মোলনি ইনস্টিটিউটে থাকতে হবে এবং তারা সেখান থেকে যেতে পারবে একমাত্র বিশেষ অনুমতিতে।

সকাল প্রায় ৯টায় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পেত্রগ্রাদ ও তার উপকণ্ঠের সামরিক ইউনিটগুলির কাছে, জেলা সোভিয়েতসমূহ, লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর,

ক্রনস্টাড্‌ট ও হেলসিংফোর্স-এ পাঠায় '১ নং আদেশ', তাতে বলা হয়: 'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামনে বিপদ উপস্থিত। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীরা রাত্রে উপকণ্ঠের এলাকাগুলি থেকে পেত্রগ্রাদে ক্যাডেট ও বাছাই সৈন্যদের ব্যাটেলিয়ন নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিল। 'সলদাৎ' ও 'রাবোচি পুত' সংবাদপত্রদুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতদ্বারা রেজিমেণ্টকে লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। কোনো রূপ বিলম্ব ও বিভ্রান্তি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে। স্মোলনি ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিদের সভায় আপনাদের দুজন প্রতিনিধি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।' অধিকন্তু, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ইস্তাহার ছাপিয়ে জনসাধারণকে অস্থায়ী সরকারের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত করে এবং সতর্কতা ও সংযমের আহ্বান জানায়। স্থানীয় গ্যারিসনগুলির উদ্দেশে প্রচারিত এক ইস্তাহারে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত থাকার, সমস্ত সৈন্য চলাচল সম্পর্কে তাকে অবহিত রাখার এবং যেসব সামরিক ইউনিট বিপ্লবের প্রতি অনুগত নয় তাদের পেত্রগ্রাদে প্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইসব ইস্তাহার কারখানায়, অফিসে ও গ্যারিসনগুলিতে বিলি করা হয়, এবং রাস্তায় রাস্তায় সেঁটে দেওয়া হয়।

রাজধানীর শ্রমিকদের মহল্লাগুলিতে কর্মতৎপরতা শুরু হয়। জেলা সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি ও লাল রক্ষীদের সদর দপ্তরের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ভিবর্গ জেলা কমিটি এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে: সমস্ত শ্রমিককে কারখানায় নিজ-নিজ স্থানে থাকতে হবে এবং সোভিয়েত, সদর দপ্তর ও জেলা কমিটির কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে। সেই দিনই নার্ভা জেলা সোভিয়েত সরকারের চালানো দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায় এবং সমস্ত প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তোলে। রাজধানীর গ্যারিসনেও চলে বিরাট সক্রিয়তা। সৈনিকদের সভায় এবং মস্কো, গ্রেনেডিয়ার, ইয়েগেরস্কি, কেক্সগোলমস্কি, প্রেওব্রাজেনস্কি, লিতোভস্কি, পাভলভস্কি ও ফিনল্যাণ্ড গার্ডস সংরক্ষিত রেজিমেণ্ট, ১ম, ৩য় ও ১৭১তম সংরক্ষিত পদাতিক রেজিমেণ্ট এবং পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের অন্য বহু ইউনিটের অধিবেশনে এই ইউনিটগুলিকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বল্টিক নৌবহরের জাহাজ কমিটিগুলির ও কেন্দ্রীয় কমিটির এক যুক্ত সভায় এই কথা ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে বল্টিক নৌবহর জয়ী হতে, না হয় মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। ক্রনস্টাড্‌ট সোভিয়েত পেত্রগ্রাদে প্রবেশের পথগুলিতে প্রহরা দেওয়ার জন্য সামরিক-বিপ্লবী কমিটির আবেদন বিবেচনা করে ক্রনস্টাড্‌টে সামরিক ইউনিটগুলিকে সতর্ক রাখার এবং পেত্রগ্রাদে পাঠানোর জন্য একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেয়।

অস্থায়ী সরকার তার অভিপ্রায় চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়নি: বলশেভিক সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হতে থাকে এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির যেসব সদস্য ও কমিসারকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। সরকার যাদের উপরে নির্ভর করতে পারে বলে মনে করেছিল সেই ইউনিটগুলির রাজধানীর জেলাগুলি অধিকার করার ব্যাপারে বলা যায় যে, এই ইউনিটগুলি অবস্থান গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী। উপকণ্ঠ থেকে যেসব ইউনিটকে পেত্রগ্রাদে তলব করা হয়েছিল, তার মধ্যে ওরানিয়েনবাউম স্কুল ও গাৎচিনায় উত্তর রণাঙ্গনের এনসাইন স্কুলের শুধু ছোট একদল ক্যাডেট পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছেছিল। অন্যদের পথেই আটকে দেওয়া হয়।

লেনিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্টি যে প্রস্তুতি চালিয়েছিল, সেই প্রস্তুতিপর্বে দেখা যায় যে অভ্যুত্থান শুরু হবে বিপ্লবী সৈন্যদের এক বিপুল, সংগঠিত লড়াই হিসেবে, শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি ও মজবুত ঘাঁটিগুলির উপরে দৃঢ়পণ আক্রমণ হিসেবে।

সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠী ২৪ অক্টোবর দুপুর ২টার সময়ে এক সভা করে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন ত্রৎস্কি। সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের আগে অভ্যুত্থান শুরু করার বিরুদ্ধে তিনি বারবার বলেছিলেন, এবং তাঁর প্রতিবেদনেও তিনি এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়, এবং সেখানেও ত্রৎস্কি ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের প্রাক্কালে অভ্যুত্থান 'আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খায় না'। সেই চরম মুহূর্তে এই ধরনের উক্তি, যেসব শ্রমিক ও সৈনিক তখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, তাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই প্রশ্নে এবং আরও কয়েকটি প্রশ্নে ত্রৎস্কি বস্তুতপক্ষে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন: কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এই মত পোষণ করতেন যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না, এবং তাঁরা গোড়া থেকেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান-অভিমুখী পন্থার বিরোধিতা করেছিলেন।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশন চলার সময়ে শহরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সরকার পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের উপরে বিশ্বাস হারায়, এবং সে যে শুধু বাছাই ব্যাটেলিয়ন, ক্যাডেট আর অফিসারদের উপরেই নির্ভর করতে পারে, একথা বুঝতে পেরে পেত্রগ্রাদে নির্ভরযোগ্য সৈন্যদের পাঠানোর জন্য রণাঙ্গনে তারবার্তা পাঠায়। উত্তরে জানানো হয় যে ৩য়, ৫ম ও ১০ম সাইকেলারোহী ব্যাটেলিয়ন পেত্রগ্রাদ অভিমুখে যাত্রা করেছে।

প্রতিটি মুহূর্ত যখন মূল্যবান, তেমন সময় এসে গিয়েছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ২৪ অক্টোবর তারিখের

প্রস্তাবে বলা হয়: পেত্রগ্রাদ কমিটি মনে করে যে বিপ্লবের সকল শক্তির আশু কর্তব্য হল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং কেন্দ্রে ও স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এই কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য পেত্রগ্রাদ কমিটি মনে করে যে বিপ্লবের সমগ্র সংগঠিত শক্তিকে সামান্যতম বিলম্ব না করে, প্রতিবিপ্লবের বেড়ে ওঠা ও আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনাকে হ্রাস করার* জন্য অপেক্ষা না করে, আক্রমণ শুরু করতে হবে।

লেনিন আত্মগোপন করে ছিলেন এক গোপন ঠিকানায়, এবং সেই ঠিকানা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে দেয়নি, কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বার্তাবহদের মারফৎ তিনি স্মোলনি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করেন। ২৪ অক্টোবর তারিখে তিনি অবিলম্বে দৃঢ়পণ তৎপরতার আহ্বান জানিয়ে স্মোলনি ইনস্টিটিউটে তিনটি চিঠি পাঠান। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে ত্রৎস্কির বক্তব্যের কথা তাঁকে জানানো হয়; সেই সময়ে ত্রৎস্কি ছিলেন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ যে-মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তাও তিনি জানতেন। সেই কারণেই, ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁর 'কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের কাছে চিঠিতে' তিনি লিখেছিলেন যে পরিস্থিতি জটিল, দৃঢ়পণ তৎপরতার মুহূর্ত সমুপস্থিত এবং সেই জন্য সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস আহূত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং এইভাবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত কেরেনস্কির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া বিপর্যয়কর হবে। তাঁর যথাযথ কথাগুলি ছিল: '২৫ অক্টোবরের দোদুল্যমান ভোটের জন্য অপেক্ষা করাটা হবে একটা বিপর্যয়, কিংবা নিছক একটা আনুষ্ঠানিকতা। এরূপ প্রশ্নের নিষ্পত্তি, ভোট দিয়ে নয়, বলপ্রয়োগে, করার অধিকার জনগণের আছে এবং সেটাই তাদের কর্তব্য;

...সরকার টলমল করছে। তাকে যেকোনো মূল্যে মরণ-আঘাত হানতে হবেই। একাজে বিলম্ব মারাত্মক।' (৭৩)

লেনিনের চিঠিতে ফল হল। শুরু হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ভ. আ. আন্তোনভ-ওভ্সেয়েঙ্কো, ন. ই. পদ্ভইস্কি ও গ. ই. চুদনোভস্কিকে নিয়ে গঠিত এক কর্মগোষ্ঠী নিযুক্ত করে আক্রমণ-তৎপরতা পরিচালনা করার জন্য। ২৪ অক্টোবর রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে শ্রমিকদের বাহিনীগুলি ও বিপ্লবী সৈন্যরা রাজধানীতে রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানগুলি দখল করতে শুরু করে। হেলসিংফোর্স-এ বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান প. ইয়ে. দিবেঙ্কোর কাছে এক সাংকেতিক রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে তাঁকে পেত্রগ্রাদে নাবিক ও যুদ্ধজাহাজ পাঠাতে বলা হয়। অনুরূপ নির্দেশ ক্রনস্টাড্টেও

* **দলিলে ভ্রান্তিবশত** 'হ্রাস-না-করে' ছাপা হয়েছে।—সম্পাদক

এসে পেঁছয়। পিটার ও পল দুর্গের উপরে প্রতিবিপ্লবের আক্রমণ ঘটলে যাতে দুর্গটি রক্ষা করা যায়, দুর্গের কমিসার তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটি প্রায় ১,৫০০ জনকে নিয়ে গঠিত এক সম্মিলিত লাল রক্ষী বাহিনীকে স্মোলনি ইনস্টিটিউটে কেন্দ্রীভূত করে। তার সঙ্গে যোগ দেয় লিতোভস্কি রেজিমেণ্টের ইউনিটগুলি, ৬ষ্ঠ স্যাপার ব্যাটেলিয়ন ও নাবিকদের কিছু খণ্ড-বাহিনী। বাড়িটি মেশিন-গানে ছেয়ে যায়, প্রধান প্রবেশ পথে বসানো হয় কামান। ইনস্টিটিউটের সামনের চত্বর, এবং সেই সঙ্গে বলশয় ওখ্‌তিনস্কি সেতু, সুভোরভ প্রসপেক্ট ও নেভা এসপ্ল্যানেডেও লাল রক্ষী ও সৈনিকরা টহল দিতে থাকে।

২৪ অক্টোবর রাতে লেনিন গোপন বাসস্থান ত্যাগ করে স্মোলনি ইনস্টিটিউটে যান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন এ. আ. রাহিয়া। বর্তকিনস্কায়া স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত পথের একটা অংশ তিনি আসেন ট্রামে, তার পরে লিতেইনি সেতু পার হয়ে শ্‌পালেরনায়া স্ট্রীট ধরে হেঁটে আসেন। স্মোলনি ইনস্টিটিউটে তিনি এসে পেঁছন রাত প্রায় ১১টায়। তাঁর আসার কথা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে সমস্ত জেলায়, রেজিমেণ্টে ও কারখানায়। তার প্রয়োজন ছিল, কারণ শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা জানত না লেনিন কোথায়। তারা একথা জানত যে তিনি আত্মগোপন করে আছেন, অস্থায়ী সরকার তাঁকে খুঁজছে। এখন তারা তাঁকে চাইছিল পেত্রগ্রাদে, অভ্যুত্থানের পুরোভাগে। কেন্দ্রীয় কমিটির বার্তা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে জয় সম্পর্কে আস্থা ও অনুপ্রেরণা যোগায়। এই ঐতিহাসিক রাত্রির কথা স্মরণ করে ন. ই. পদ্‌ভইস্কি লিখেছেন, 'লাল রক্ষী বাহিনীগুলির ও বিপ্লবী ইউনিটগুলির কম্যাণ্ডাররা পেত্রগ্রাদের সকল প্রান্ত থেকে স্রোতের মতো আসতে থাকে লেনিনের কাছে — সবাই স্বচক্ষে দেখতে চায় যে লেনিন তাদের সঙ্গে আছেন এবং সবাই তাঁর মুখ থেকে তাঁর নির্দেশ শুনতে চায়।' লেনিন সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের ডেকে পাঠান, লড়াইয়ের দায়িত্ব পালন করতে যারা বেরিয়ে যাচ্ছিল সেই সব লাল রক্ষী, নাবিক ও সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নির্দেশ দেন। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির যে কর্মগোষ্ঠী অভ্যুত্থান পরিচালনা করছিলেন তিনি তাঁদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখেন।

অভ্যুত্থান গতিবেগ সঞ্চয় করে। লাল রক্ষীরা এসে পেঁছয় শহরের উপকণ্ঠের এলাকাগুলি থেকে, পেত্রগ্রাদে তাদের সংখ্যাগত শক্তি বেড়ে দাঁড়ায় ৪০,০০০ জন পর্যন্ত। বলটিক নৌবহরের বিপ্লবী নাবিকরা সামরিক-বিপ্লবী কমিটির হাতে প্রায় ২৫টি যুদ্ধজাহাজ এবং অন্তত ১৫,০০০ লোককে (লাল রক্ষী এবং ক্রনস্টাড্‌ট দুর্গের সৈনিক সহ) অর্পণ করে। পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে ও উপকণ্ঠগুলিতে মোট যে ২ লক্ষাধিক সৈন্য ছিল, তার মধ্যে ৫০,০০০-এর বেশি অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। পেত্রগ্রাদে বিপ্লবের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে ১ লক্ষাধিক।

রাস্তার লড়াইয়ে যার মূল্য অপরিমেয় এমন একটি সংরক্ষিত সাঁজোয়া গাড়ির ডিভিশন ২৪ অক্টোবর রাতে বিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দেয়।

রাজধানী ও তার উপকণ্ঠের প্রধান প্রধান ঘাঁটি ও সরকারি অফিসগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী দখল করা হয়। পেত্রগ্রাদে বলশায়া নেভা নদীর উপরকার সেতুগুলি ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই সেতুগুলিই শ্রমিকদের মহল্লাগুলিকে যুক্ত করেছিল শহরের কেন্দ্রের সঙ্গে। ২৪ অক্টোবর রাত ১১টা নাগাদ ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপের লাল রক্ষীরা এবং ১৮০তম পদাতিক রেজিমেণ্টের সৈন্যরা নিকোলায়েভস্কি সেতুটি নামিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এর অল্প কিছু পরেই বাছাই-সৈন্যদের ইউনিট এসে পেঁছয় এবং সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করে সেতুটি তুলে দিতে সক্ষম হয়। ২৫ অক্টোবর ৩-৩০ মিনিটে যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' নিকোলায়েভস্কি সেতুর অদূরে নঙ্গর করে দাঁড়ায়, এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে পাঠানো নাবিকদের একটি বাহিনী ২য় বলটিক ডিপোর নাবিক ও লাল রক্ষীদের সমর্থন নিয়ে সেই বাছাই-সৈন্যদের ও ক্যাডেটদের তাড়িয়ে দেয়। সকাল ৭টায় নাবিকদের সমর্থন নিয়ে ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপের লাল রক্ষীরা দ্ভর্তসোভি সেতু দখল করে। বলশায়া নেভা, মালায়া নেভা ও বলশায়া নেভকা নদীর উপরকার অন্য যেসব সেতু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিকে যুক্ত করেছিল, সেগুলিও দখল করা হয়।

২৫ অক্টোবর তারিখের মধ্যে বিপ্লবী সৈন্যদের দখলে চলে আসে বালতিস্কি, ভারশাভস্কি, নিকোলায়েভস্কি, ত্সারস্কোসেলস্কি ও ফিন্ল্যান্ড রেল-স্টেশন এবং প্রধান প্রধান যোগাযোগের অফিসগুলি। কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের জন্য লড়াই শুরু হয় ২৪ অক্টোবর বিকেল ৫টায়। টেলিগ্রাফ অফিসে প্রহরারত কেক্সগোলমস্কি রেজিমেণ্টের সৈনিকরা সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কমিসারদের নির্দেশ মানতে সম্মত হয়, ফলে টেলিগ্রাফ বিপ্লবের কাজে লাগতে শুরু করে। এ কথা জেনে সামরিক জেলা সদর দপ্তর কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে ক্যাডেটদের একটি প্লাটুন পাঠায়, কিন্তু প্রহরারত সৈনিকরা তাদের স্থানত্যাগ করতে অস্বীকার করে। বিকেল ৯টায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) হেলসিংফোর্স কমিটির সদস্য গ. ক. স্তার্ক-এর নেতৃত্বে নাবিকদের একটি খণ্ড-বাহিনী পেত্রগ্রাদ টেলিগ্রাফ এজেন্সির অফিসগুলি দখল করে। রাত্রে সামরিক জেলা সদর দপ্তর এই অফিস আবার দখল করে নিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এজেন্সি-স্থিত রক্ষীদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয় লাল রক্ষী এবং কেক্সগোলমস্কি রেজিমেণ্টের সৈনিকদের দিয়ে। কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিস দখল করে নেওয়া হয় গভীর রাত্রে। ২৫ অক্টোবর ভোর ৬-৩০ মিনিটে দখল করা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং সকাল ৭টার মধ্যে বিপ্লবী বাহিনীর দখলে চলে আসে কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

সামরিক জেলা সদর দপ্তরের সামরিক ও অফিসারদের স্কুলগুলির লোকজনকে ব্যবহার করার চেষ্টাও অনুরূপভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কতকগুলি সামরিক

স্কুল, যেমন পাভলভস্কি স্কুলকে নিরস্ত্র করে ফেলা হয় তারা কাজ শুরু করার আগেই। অন্যগুলিকে বিপ্লবী সৈন্যরা ঘিরে রাখে, ফলে তারা আর সরকারের সাহায্যার্থে এগোতে পারে না। সামরিক জেলা সদর দপ্তর যাদের উপরে নির্ভর করেছিল, সেই ১ম, ৪র্থ ও ১৪শ কশাক রেজিমেণ্ট অস্থায়ী সরকারকে রক্ষা করতে অস্বীকার করে তাদের 'নিরপেক্ষতা' ঘোষণা করে।

পিটার ও পল দুর্গের অস্ত্রাগারে প্রায় ১ লক্ষ রাইফেল ছিল, সেই অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের দখলে চলে আসে। ২৪-২৫ অক্টোবর রাতে এই রাইফেলগুলি তুলে দেওয়া হয় বিপ্লবী ফৌজের হাতে।

লেনিনের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হচ্ছিল। প্রধান প্রধান সমস্ত সরকারি অফিস, বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় কৃত্যকগুলি রাতে ও সকালবেলায় দখল করা হয়ে গিয়েছিল। পেত্রগ্রাদ ছিল বিপ্লবী জনগণের নিয়ন্ত্রণে। অস্থায়ী সরকার সে-সময়ে ছিল শীত প্রাসাদে, তার অবস্থা তখন অসহায়। শীত প্রাসাদে যাওয়ার সমস্ত পথে ছিল শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রহরা।

২৫ অক্টোবর সকাল ৯টায় রাজধানীর পরিস্থিতি সম্পর্কে জনৈক মন্ত্রীর অনুসন্ধানের জবাবে সামরিক জেলা কম্যাণ্ডার গ. প. পলকোভনিকভ জানান যে পরিস্থিতি সংকটজনক, কারণ সরকারের হাতে আদৌ কোনো সৈন্যই নেই। উত্তর রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের কাছে এক তারবার্তায় পলকোভনিকভ জানান যে শহরের পরিস্থিতি বিপজ্জনক। রাস্তায়-রাস্তায় লড়াই চলছে না, কোনো বিশৃঙ্খলাও দেখা যায়নি, কিন্তু অফিস ও রেল-স্টেশনগুলি পরিকল্পনা করে দখল করে নেওয়া হচ্ছে এবং লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কোনো আদেশ পালিত হচ্ছে না। ক্যাডেটরা লড়াই না-করেই তাদের স্থান ত্যাগ করছে; আদেশের পর আদেশ সত্ত্বেও কশাকরা তাদের ব্যারাক ছেড়ে বেরোয়নি। সামরিক জেলা কম্যাণ্ডার মনে করেন একমাত্র রণাঙ্গন থেকে অবিলম্বে সৈন্য এসে পেঁছলেই অবস্থা সামলানো যেতে পারে। কিন্তু রণাঙ্গন থেকে কোনো সৈন্য এসে শক্তিবৃদ্ধি করেনি। বেশির ভাগ সৈন্যই, বিশেষ করে পেত্রগ্রাদের নিকটতম উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যরা, ছিল বলশেভিকদের পক্ষে। রণাঙ্গন থেকে পাঠানো দুই ব্যাটেলিয়ন সাইকেলারোহী সৈন্যকে বিপ্লবী সৈনিকরা রাজধানীর ৭০ ভারস্ট দূরে আটকে দেয়।

পেত্রগ্রাদে শ্রমিক, নাবিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ২৫ অক্টোবর তারিখে জয়যুক্ত হয়। লেনিনের লেখা 'রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি' শীর্ষক ঐতিহাসিক অভিভাষণে বলা হয় যে অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা চলে এসেছে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সংস্থা সামরিক-বিপ্লবী কমিটির হাতে। অভিভাষণে বলা হয়, 'যে-আদর্শের জন্য জনগণ লড়াই করেছে, যেমন — অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব, জমির মালিকানা উচ্ছেদ, উৎপাদনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা — সেই আদর্শ অর্জিত

হয়েছে।' (৭৪) সেই দিনই এই অভিভাষণ প্রচারিত হয় যুদ্ধজাহাজ 'অরোরার' বেতার কেন্দ্র থেকে এবং প্রকাশিত হয় প্রথমে 'রাবোচি ই সলদাৎ' সংবাদপত্রে এবং তার পরে পেত্রগ্রাদের অন্য সমস্ত সংবাদপত্রে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২১টি সংবাদপত্রে।

২৫ অক্টোবর দুপুর ২-৩৫ মিনিটে স্মোলনি ইনস্টিটিউটের সমাবেশ কক্ষে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের জরুরী অধিবেশন হয়। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই অধিবেশনে যোগ দেয় সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস উপলক্ষে আগত অনেক প্রতিনিধি এবং পেত্রগ্রাদ জেলা সোভিয়েতসমূহের ও গ্যারিসন ও নৌবহরের ইউনিটগুলির প্রতিনিধিরাও। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে। লেনিন যখন সভাকক্ষে প্রবেশ করেন, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁকে স্বাগত জানায়; সভাকক্ষ নিস্তব্ধ হলে তিনি উচ্চারণ করেন সেই দুনিয়া-কাঁপানো কথাগুলি: 'কমরেডগণ, শ্রমিক ও কৃষকদের যে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলশেভিকরা সব সময়ে বলে এসেছে, সে-বিপ্লব সাধিত হয়েছে।' (৭৫) এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বিপ্লবের বিরাট তাৎপর্যের উপরে জোর দেন। তিনি বলেন, 'এখন থেকে, রাশিয়ার ইতিহাসে শুরু হল এক নতুন পর্ব, এবং এই তৃতীয় রুশ বিপ্লব শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে।' (৭৬) তিনি বলেন, বিপ্লবের দ্বারা গঠিত ক্ষমতার আশু কর্তব্য হল অবিলম্বে যুদ্ধের অবসান ঘটানো, গোপন চুক্তিগুলি প্রকাশ করা, জমির মালিকানা বিলোপ এবং উৎপাদনের উপরে সত্যিকার শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত বিপ্লবের বিজয়কে স্বাগত জানাচ্ছে এবং 'এই অস্বাভাবিকভাবে রক্তপাতহীন এবং অস্বাভাবিকভাবে সফল অভ্যুত্থানে জনসাধারণ যে সংহতি, সংগঠন, শৃঙ্খলাবোধ, ও পরিপূর্ণ ঐকমত্য দেখিয়েছে' তা প্রণিধান করছে। তাতে নতুন ক্ষমতার প্রধান প্রধান কর্তব্যের উল্লেখ করে এই অটল আস্থা প্রকাশ করা হয় যে বিপ্লব যে সোভিয়েত সরকার গঠন করবে সেই সোভিয়েত সরকার 'যুদ্ধের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ও ভয়াবহতা থেকে দেশকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়, সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবে'। সোভিয়েত সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকের উদ্দেশে আহ্বান জানায় 'একনিষ্ঠভাবে এবং সর্ব শক্তি দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবকে সমর্থন করার' জন্য এবং এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির প্রলেতারিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করবে 'সমাজতন্ত্রের আদর্শের জন্য এক পরিপূর্ণ ও স্থায়ী বিজয় অর্জন করতে'। (৭৭)

এছাড়াও, জনগণকে অভ্যুত্থানের খবর জানানোর জন্য রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কাছে ও দেশের সমস্ত অঞ্চলে কমিসারদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত সোভিয়েত গ্রহণ করে। এটি পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যব্যবস্থা ছিল, তার উদ্দেশ্য

ছিল দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণকে যথা শীঘ্র সম্ভব প্রলেতারিয়েতের পক্ষে টেনে আনা। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছে ও পশ্চাদ্‌ভাগের গ্যারিসনগুলির কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয়ের খবর এবং পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্তসমূহের কথা জানায়। তারবার্তায় বলা হয়, 'রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্‌ভাগের সেনাবাহিনীর গোচরে একথা আনা ছাড়াও, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বিপ্লবী সৈনিকদের আহ্বান জানাচ্ছে অফিসারদের আচরণ সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে। যেসব অফিসার সাধিত বিপ্লবের সপক্ষে প্রকাশ্যভাবে যোগ দেয়নি তাদের অবিলম্বে শত্রু হিসেবে গ্রেপ্তার করতে হবে'। সৈনিকদের 'রণাঙ্গন থেকে অনির্ভরযোগ্য ইউনিটগুলিকে পেত্রগ্রাদে পাঠানো' বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সামরিক বিপ্লবী-কমিটি জানায় যে এই তারবার্তা 'সমস্ত ইউনিটের কাছে' পড়ে শোনাতে হবে এবং কম্যান্ডকে এই মর্মে হুঁসিয়ারি দেয় যে সৈনিকসাধারণের কাছে এই তারবার্তা গোপন করে রাখলে তা হবে 'বিপ্লবের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধের সমতুল্য এবং বিপ্লবী আইনের সমস্ত কঠোরতা সহ তার শাস্তি দেওয়া হবে'।

ইতিমধ্যে, অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীরা শীত প্রাসাদে তাঁদের সম্মেলন চালিয়ে যান, যদিও এমন বিশ্বাস তাঁদের খুব কমই ছিল যে ২৫ অক্টোবর সকালে শীত প্রাসাদ থেকে রণাঙ্গনে পলায়িত কেরেনস্কি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা কাদেত ন. ম. কিশকিনের উপরে 'রাজধানীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ ক্ষমতা' অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প. ই. পালচিনস্কি ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি প. র. রুতেনবের্গকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করা হয়।

শীত প্রাসাদের কাছে লড়াই চলতে থাকে মারিনস্কি প্রাসাদের দখল নেওয়ার জন্য; ২৫ অক্টোবর দুপুর ১টায় এই প্রাসাদটি দখল করে নেয় কেক্সগোলমস্কি রেজিমেন্টের সৈন্যরা, লাল রক্ষীরা ও গার্ডস ডিপোর নাবিকরা। সেখানে অধিবেশনরত প্রাক-সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। শীত প্রাসাদ ও সামরিক জেলা সদর দপ্তরের চারপাশের বেষ্টনীটিকে সুদৃঢ় করা হয়। লাল রক্ষীদের নতুন কয়েকটি বাহিনী এবং গ্যারিসন ও নৌবহরের কতকগুলি ইউনিট এসে মিলিত হয় শীত প্রাসাদের সামনে; বিকেল ৬টা নাগাদ পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলা সদর দপ্তরের সঙ্গে শীত প্রাসাদও সম্পূর্ণ রূপে বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

প্রায় ২০,০০০ লাল রক্ষী, নাবিক ও সৈনিক শীত প্রাসাদ আক্রমণ করার জন্য নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। তাদের বিপক্ষে ছিল শীত প্রাসাদের প্রায় ৩,০০০ সৈন্য। বিকেল ৬-৫০ মিনিটে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি অস্থায়ী সরকারের সদস্যবৃন্দ এবং তাদের প্রহরায় রত সৈন্যদের আত্মসমর্পণ দাবি করে এক চরমপত্র পাঠায়। উত্তরের জন্য সময় দেওয়া হয় কুড়ি মিনিট। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে বিপ্লবী সৈন্যরা সামরিক জেলা সদর দপ্তর দখল করে। লেনিন

কর্মগোষ্ঠীটি পরিচালনা করছিলেন এবং ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ রাখছিলেন; তিনি অবিলম্বে শীত প্রাসাদ দখল করার উপরে জোর দেন। ন. ই. পদ্‌ভইস্কি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত লেনিন বলতে গেলে আমাদের প্লাবিত করে দিয়েছিলেন মন্তব্যলিপি পাঠিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে আমরা পরিকল্পনা বানচাল করে দিচ্ছি, কংগ্রেস শুরু হতে চলেছে অথচ শীত প্রাসাদ অধিকার করা হয়নি এবং অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে শীত প্রাসাদ দখল করতে হবে এবং মন্ত্রীদের হেফাজতে নিতে হবে, যাতে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে এই খবর জানানো যায়। এক মুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে না।

রাত ৯-৪৫ মিনিটে পিটার ও পল দুর্গ থেকে সংকেত পেয়ে যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' কামান থেকে একটি ফাঁকা আওয়াজ করে। এটি ছিল শীত প্রাসাদ আক্রমণ করার সংকেত। ক্যাডেট ও বাছাই-সৈন্যরা যে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল তার উপরে মেশিন গান ও ছোট বন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ তীব্র করা হয়। রাত প্রায় ১০টায় ওরানিয়েনবাউম ও পিটার্সহোফ এনসাইন স্কুলের ক্যাডেটরা ও কশাক ইউনিটগুলির অবশিষ্ট অংশ প্রাসাদ ত্যাগ করে। নারীদের ব্যাটেলিয়ন শ্বেত পতাকা তুলে ধরে এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়ে যাওয়া হয় পাভলভস্কি রেজিমেণ্টের ব্যারাকে। গ. ই. চুদনোভস্কি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে রাত দশটার মধ্যে মোট প্রায় ১,০০০ সৈন্য প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। যাই হোক, ইনজিনিয়ারিং এনসাইন স্কুলের ক্যাডেটরা, অফিসাররা এবং বাছাই-সৈন্যরা থেকে যায়। কিন্তু তাদের অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটছিল। লাল রক্ষী, নাবিক ও সৈনিকরা ৫০ থেকে ১০০ জনের ছোট-ছোট দলে প্রাসাদে ঢুকে পড়তে শুরু করে।

মধ্যরাত্রে বিপ্লবী বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে সামূহিক আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রাসাদ ঘিরে-থাকা বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। মার্কিন সোশ্যালিস্ট জন রীড এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, খোলা জায়গায় এসে আমরা নিচু হয়ে এক সঙ্গে গা-ঘেঁষে দৌড়তে শুরু করলাম, এবং আলেক্সান্দর স্তম্ভের পাদপীঠের পিছনে এসে হঠাৎ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ালাম... সেখানে কয়েক শো লোক কয়েক মিনিট ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকার পর, সেনাবাহিনী মনে ভরসা পেল বলে মনে হল এবং কোনো নির্দেশ ছাড়াই হঠাৎ আবার স্রোতের মতো সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। এর মধ্যে, শীত প্রাসাদের সবকটি জানালা দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোয় আমি দেখতে পেলাম যে প্রথম দু-তিন শো জন লাল রক্ষী, কয়েকজন মাত্র সৈনিক আছে এখানে-ওখানে। জ্বালানি-কাঠের ব্যারিকেড ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে ভিতরে পড়েই আমরা জয়ের আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম, হোঁচট খেলাম সেখানে যেসব 'য়ুঙ্কার' ছিল তাদের ফেলে-দেওয়া রাইফেলের গাদায়। প্রধান প্রবেশপথের দুধারের দরজাগুলিই হাট-করে খোলা...

২৬ অক্টোবর রাত ১টায় লাল রক্ষী, নাবিক ও সৈনিকরা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে পড়ে। দোতলা থেকে এবং তার পরে অন্যান্য তলা থেকে ক্যাডেটদের হঠানো দরকার হয়। আক্রমণকারীরা বিশাল বাড়িটির বারান্দায় ও ঘরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, পরিচয় দেয় শৃঙ্খলা, সংগঠন ও সংযমের। প্রাসাদের শিল্পসম্পদগুলি পাহারা দেবার জন্য প্রহরী মোতায়েন করা হয়। রাত ২-১০ মিনিটে সমগ্র প্রাসাদটি চলে আসে আক্রমণকারীদের হাতে, অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে পিটার ও পল দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এই জয় ছিল শিল্পকলা হিসেবে অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগের ফল।

যে দিনটিতে পেত্রগ্রাদে অভ্যুত্থানের বিজয় ঘটেছিল সেই ২৫ অক্টোবর তারিখটি ইতিহাসে উৎকীর্ণ হয়ে আছে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব শুরু হওয়ার দিন হিসেবে, মানবেতিহাসে নবযুগের সূচনাকারী দিন হিসেবে।

২। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রথম কয়েকটি দল পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছতে শুরু করেছিল ১৭ অক্টোবর থেকেই। বলশেভিক প্রতিনিধিরা রাজধানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির কাজে দ্রুত অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কয়েক জনকে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে নিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই সংস্থায় তারা বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে।

কংগ্রেসের বহু প্রতিনিধিকে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সামরিক ইউনিটগুলিতে, প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতিতে কমিসার হিসেবে পাঠিয়েছিল।

পার্টির গোষ্ঠীগুলি এবিষয়ে একমত হয়েছিল যে কংগ্রেস আরম্ভ হবে ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর মধ্যে পেত্রগ্রাদে পৌঁছে গিয়েছিল। সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়ন্ত্রণ তখনও ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের হাতে; কংগ্রেসের কার্যক্রমকে তারা সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল কতকগুলি গৌণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ব্যুরো ১৭ অক্টোবর তারিখে যে-আলোচ্যসূচি অনুমোদন করেছিল তাতে ক্ষমতা, শান্তি ও জমির মতো মূল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আপসপন্থীদের এই কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। আগেই বলেছি বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২১ অক্টোবর তারিখে আলোচ্যসূচির প্রশ্নটি বিবেচনা করে স্থির করেছিল যে লেনিন বলবেন জমি, যুদ্ধ ও ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে,

মিলিউটিন বলবেন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, স্তালিন জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে এবং রণৎস্কি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে। কংগ্রেসের আরও প্রস্তুতি চলাকালে আলোচ্যসূচির স্পষ্টতই কিছুটা সংশোধন করা হয়েছিল।

২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় যখন কংগ্রেস আরম্ভ হয় তখন সমাবেশ কক্ষে ছিল মোট ৫৫৯ জন প্রতিনিধি, এদের মধ্যে ১২৬ জনের ছিল আলোচনাকালীন ভোটাধিকার। তারা এসেছিল ৩০৯টি শহর ও বসতি অঞ্চল থেকে, তার মধ্যে ৩৭ জন ছিল ইউক্রেন থেকে, ১১ জন বেলোরুশিয়া থেকে, ৯ জন ককেশাস ও ট্রান্স-ককেশাস থেকে, ১৫ জন কাজাখস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে, ১২ জন এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়া থেকে এবং ২ জন বেসারাবিয়া থেকে। বৃহত্তম প্রতিনিধিত্ব ছিল বড় বড় শিল্পকেন্দ্র ও রাজনৈতিক কেন্দ্রের: ২৬ জন পেত্রগ্রাদ থেকে, ২৩ জন মস্কো থেকে, ১৭ জন কিয়েভ থেকে, ১২ জন নিজনি নভগরদ থেকে, ৮ জন ওদেসা থেকে, ৭ জন ইয়েকাতেরিনস্লাভ থেকে, ৭ জন রেভেল থেকে, ৫ জন খারকভ থেকে ও ৪ জন বাকু থেকে। প্রতিনিধিরা ৩৫৮টি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সমেত ৪০২টি সোভিয়েতের প্রতিনিধিত্ব করে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক-নিয়ন্ত্রিত কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের অন্তর্ঘাতমূলক মনোভাবের দরুন মাত্র ১৯টি কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল। কিন্তু, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত সোভিয়েতগুলি থেকে কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করে ১৩৮ জন প্রতিনিধি। অধিকন্তু, রেলকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধি এসেছিল। ২০০ জনের বেশি প্রতিনিধি রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবে দ্বিতীয় কংগ্রেস ছিল এক বহুজাতিক দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা এবং শ্রমজীবী জনগণের মুখপাত্র।

অধিকাংশ প্রতিনিধি বলশেভিকদের সমর্থন করে। সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বে স্থানীয় এলাকাগুলিতে যেসব প্রস্তাব-নির্দেশাদি গৃহীত হয়েছিল, স্থানীয় সোভিয়েতগুলির অবস্থান তাতেই বাঙ্ময়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। মিন্স্ক সোভিয়েতের নির্দেশে বলা হয়েছিল: দেশে সমস্ত ক্ষমতা একান্তভাবেই শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের হাতে থাকতে হবে। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে কোনো সমঝোতা চলবে না এবং পুঁজিবাদীদের সরকারে অংশগ্রহণ করা চলবে না। বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে বলা হয়েছিল: 'আমরা অবিলম্বে দুর্নীতিগ্রস্ত কোয়ালিশন সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি দাবি করি ... আপনাদের, বলটিক নৌবহরের প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ... আপনাদের নিজেদের হাতে, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে।' ২২ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যদের

প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভায় সোভিয়েতসমূহের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করা হয়।

দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা অনুরূপ দাবি নিয়ে আসে। সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠী যে অভিমত সংগ্রহ করে তাতে দেখা যায় যে ৩৬৮টি সোভিয়েত ও সেনাবাহিনীর কমিটির মধ্যে (যাদের প্রতিনিধিরা ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের সোভিয়েতের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল), ২৫৭টি দ্ব্যর্থহীনভাবেই সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সপক্ষে; ৩৬টি তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেনি এবং মাত্র ৭৫টি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের গণতন্ত্রের হাতে সকল ক্ষমতা ও কাদেতদের বাদ দিয়ে কোয়ালিশনের দাবির পক্ষে ছিল।

কংগ্রেস যখন আরম্ভ হয় তার মধ্যেই গোষ্ঠী-ব্যুরো ৬৪৯ জন প্রতিনিধির পার্টিগত সম্পর্ক ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে ছিল ৩৯০ জন বলশেভিক, ১৬০ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৭২ জন মেনশেভিক এবং ২৭ জন অন্যান্য পার্টি ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এইভাবে, কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার সময়ে প্রতিনিধিদের ৬০ শতাংশ (মোট ৬৪৯ জনের মধ্যে ৩৯০ জন) ছিল বলশেভিক। এই বিষয়টি ইঙ্গিতবহ যে কংগ্রেসে যারা নির্দলীয় অথবা অন্যান্য পার্টির সদস্য হিসেবে এসেছিল এমন কয়েকজন প্রতিনিধি বলশেভিক গোষ্ঠীতে নাম নথীবদ্ধ করায় সেই গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা; তাদের মনোভাব অসংগতিপূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু অনেকগুলি প্রশ্নে তাদের অভিমতের সঙ্গে বলশেভিকদের অভিমতের মিল ছিল। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে একত্রে বলশেভিকরা এইভাবে কংগ্রেসে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

গোষ্ঠীগত বৈঠক শুরু হয় ২৩ অক্টোবর তারিখে। সেই দিনই রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা এই প্রতিনিধিদের পার্টিগত সম্পর্ক নির্বিচারে তাদের নিয়ে একটি বিশেষ গোষ্ঠী গঠন করার চেষ্টা করে। কিন্তু, তাদের মধ্যে বলশেভিকরা এই প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে তাদের পার্টি গোষ্ঠীতে নাম লেখায়, এবং এইভাবে সেই বিশেষ গোষ্ঠী কার্যত সামগ্রিকভাবে ভেঙে যায়। তা সত্ত্বেও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও মেনশেভিকরা রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর সমস্ত প্রতিনিধির পক্ষ থেকে কথা বলতে থাকে।

২৫ অক্টোবর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক জরুরী সভার পরে অনুষ্ঠিত বলশেভিক গোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দেয় ৩৫০ জন প্রতিনিধি। বলশেভিক গোষ্ঠী-ব্যুরোর চেয়ারম্যান ইয়া. ম. স্ভের্দলভ প্রতিনিধিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে কংগ্রেসে বলশেভিকরা সুদৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা

লাভ করবে। এর পরে প্রতিবেদন শোনা হয় ভ. প. নগিন (মস্কো), প. ই. স্তারস্তিন (ওদেসা), ফ. ই. গলশ্চোকিন (উরাল) ও ভ. আ. ভাতিন (দনেৎস্ক অববাহিকা)-এর কাছ থেকে। গলশ্চোকিন পরে লিখেছেন যে লেনিন কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠীর কর্তব্য সম্পর্কে বলেছিলেন।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠীগুলিও সেই দিনই বৈঠক করে। মেনশেভিক গোষ্ঠীর বৈঠকের বহু আগেই মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিন্দা করেছিল এবং কংগ্রেস বয়কট করে এক নতুন ক্ষমতা গঠন সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেন্দ্রীয় কমিটিও অনুরূপ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা এমনকি এই পার্টিগুলির মধ্যেই অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস যখন আরম্ভ হয়, পেটি-বুর্জোয়া জোটের বিভিন্ন প্রবণতা ও গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি তখন চরমে গিয়ে পেণছেছে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের গোষ্ঠীর বৈঠকে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তাদের পার্টির সহকর্মীদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করেনি, বরং দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের থেকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত নেয় যে কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে না-গিয়ে কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করবে এবং দাবি করবে যে কংগ্রেসে বলশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নতুন সরকার গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য সমস্ত সোশ্যালিস্ট পার্টিকে আমন্ত্রণ জানাক। তাদের অন্যতম নেতা ভ. আ. কারেলিন ঘোষণা করেন যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রধান লক্ষ্য হল এক গণতান্ত্রিক ক্ষমতা সৃষ্টি; তিনি বলশেভিকদের সঙ্গে এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক জোট গঠনের পরামর্শ দেন। এই লাইনটি গৃহীত হয়, এবং গোষ্ঠীর প্রস্তাবে বলা হয় যে কংগ্রেস যদি একমাত্র বলশেভিকদের নিয়েই সরকার গঠন করে তাহলে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তাতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং শুধু সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতেই তাদের প্রতিনিধি রাখবে। কংগ্রেস বয়কট করা সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ম. ইয়া. হেন্দেলমানের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবটি ৯২-৬০ ভোটে পরাস্ত হয়।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পিছনে কৃষকদের এক বিরাট অংশের সমর্থন ছিল, এই কথা বিবেচনা করে বলশেভিকরা মনে করেছিল যে তাদের অংশগ্রহণে একটি সরকার গঠন করা সম্ভব। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে সরকারে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন ব. দ. কামকভ, ভ. ব. স্পিরো, ভ. আ. কারেলিন। কিন্তু এই আমন্ত্রণ তারা প্রত্যাখ্যান করে, পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে নতুন সরকার গঠন করতে হবে সমস্ত পার্টির এক কোয়ালিশনের ভিত্তিতে — তারা স্পষ্টতই প্রতিবিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও।

মেনশেভিকদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল আরও বেশি। দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি

('ঐক্য' গোষ্ঠী, পত্রেসভ গোষ্ঠী, প্রভৃতি) ছাড়াও ছিল 'বামপন্থী' মেনশেভিকরা, যাদের প্রতিনিধিত্ব করত তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদীরা, আর ছিল 'নভায়া জিজন' গোষ্ঠী। মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমস্ত দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবেই কংগ্রেসের বিরোধী ছিল, তা বানচাল করার জন্য তারা সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। মার্তভের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠী ঠিক করেছিল, প্রথমে সমস্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সরকার গঠনের দাবি করবে এবং তার পরে, কংগ্রেসের মনোভাব-সাপেক্ষে, সভাকক্ষ পরিত্যাগ করার প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। পরবর্তীকালে মেনশেভিক ন. সুখানভ (ন. ন. গিম্মের) লিখেছেন যে কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসার প্রশ্নে মার্তভ ইতস্তত ও ছলচাতুরি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ মহলে এমন কেউ কেউ ছিল যারা সুনিশ্চিতভাবেই ছিল বয়কটের সপক্ষে।

বলশেভিক গোষ্ঠী-ব্যুরোর উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় সবকটি গোষ্ঠীর ব্যুরোর এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গোষ্ঠীর কাজ ত্বরান্বিত করা ও যথা শীঘ্র সম্ভব কংগ্রেস আরম্ভ করা সম্পর্কে মতৈক্য হয়। রাত ১২-৪০ মিনিটে মেনশেভিক ফ. দান সোভিয়েতসমূহের ১ম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে কংগ্রেস উদ্বোধন করেন। বলশেভিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভ. আ. আভানেসভ প্রস্তাব করেন যে বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার অনুযায়ী সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হওয়া উচিত। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষে হেন্দেলমান ঘোষণা করেন যে তাঁর গোষ্ঠী সভাপতিমণ্ডলীর জন্য ভোটদানে অংশগ্রহণ করবে না। মেনশেভিকদের পক্ষে ল. স. খিনচুক অনুরূপ এক বিবৃতি দেন। মেনশেভিক-আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে মার্তভও এই মনোভাবের সঙ্গে সামিল হন।

দীর্ঘ বিতর্কের পর কংগ্রেস সভাপতিমণ্ডলীর গঠনবিন্যাস অনুমোদন করে। তাতে বলশেভিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, অন্যান্যদের মধ্যে, ভ. ই. লেনিন, ভ. আ. আন্তোনভ-ওভ্সেয়েঙ্কো, আ. ম. কোলোনতাই, ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো, আ. ভ. লুনাচারস্কি, ভ. প. নগিন ও প. ই. স্তুচকা।

মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কংগ্রেস বানচাল করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করে, বাগাড়ম্বর করে দাবি করে যে এই কংগ্রেস ক্ষমতাহীন, বলশেভিকদের নামে তারা কুৎসা করে এবং পেত্রগ্রাদের ঘটনাবলীর তাৎপর্য ও চরিত্রকে বিকৃত করে। ১২শ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, মেনশেভিক ইয়া. আ. খারাশ মঞ্চ থেকে চীৎকার করতে থাকেন, 'এই মুহূর্তে শীত প্রাসাদের উপরে যখন গোলাবর্ষণ চলছে, এই মুহূর্তে সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির যেসব প্রতিনিধিকে তাদের নিজ নিজ পার্টি প্রত্যাহার করে নেয়নি সেই প্রতিনিধিরা যখন শীত প্রাসাদে সম্মেলনে বসেছে, সেই মুহূর্তে কংগ্রেস তার আলোচনার উদ্বোধন করছে।'

তিনি বলেন যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠী এই 'হঠকারী অভিযান প্রতিহত করার জন্য' (শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের অভ্যুত্থানকে তিনি এই নামেই অভিহিত করেছিলেন) তাদের সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করবে। ১২শ সেনাবাহিনী কমিটির চেয়ারম্যান, মেনশেভিক গ. দ. কুচিন ঘোষণা করেন যে তিনি 'রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে' বলছেন। তিনি বলেন যে ২য় কংগ্রেসের কোনো ক্ষমতা নেই এবং প্রতিনিধিদের তা বর্জন করা উচিত। রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর বলশেভিক প্রতিনিধিরা সক্রোধে উত্তর দেয় যে তিনি কথা বলছেন সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নয়, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা অনুসরণ করছেন কর্নিলভের পদচিহ্ন।

সৈনিক সাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী সেনাবাহিনীর বহু প্রতিনিধি বক্তৃতা করতে ওঠে। 'আপনারা সেনাবাহিনীর কমিটিগুলির দুজন প্রতিনিধির বক্তব্য শুনলেন; এই বক্তব্য মূল্যবান হত যদি বক্তারা সত্যিই সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হতেন। আমি প্রমাণ হাতে নিয়েই একথা বলছি যে তাঁরা সৈন্যদের প্রতিনিধিত্ব করেন না।' বলশেভিক ক. পিটার্সন যখন একথা বলেন তখন তুমুল হর্ষধ্বনি হয়।

শহর দুমার কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা শীত প্রাসাদ অভিমুখে একটি মিছিল সংগঠিত করছে, এই কথা শুনে বুন্দপন্থী গ. ম. এর্লিখ ভান-করা আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রতিনিধিদের এই মিছিলে যোগ দেওয়ার এবং মন্ত্রীদের ভাগ্যের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। কৃষক প্রতিনিধিদের কার্যনির্বাহী সংস্থার প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ভ. ইয়া. গুরেভিচ কংগ্রেসকে জানান, 'আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আমরা যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার উদ্দেশ্যে আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি।' কংগ্রেস বানচাল করতে পারবে না, একথা উপলব্ধি করতে পেরে মেনশেভিকরা, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং বুন্দপন্থীরা 'পলাতক!', 'বিশ্বাসঘাতক!', 'আপদ বিদায় হল!' প্রভৃতি ক্রুদ্ধ চীৎকারের মধ্যে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। পর দিন কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সংবাদপত্র এই মর্মে শোরগোল তোলে যে কংগ্রেসের কোনো ক্ষমতা নেই, তা অবৈধ, দাবি করে যে 'গণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা' (আপসপন্থীরা নিজেদের এই নামই দিয়েছিল) সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর কংগ্রেস আর সোভিয়েতসমূহের ও জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করছে না, তা এখন বলশেভিকদের একটা সম্মেলন। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বোনা মিথ্যার জাল অনুসরণ করেই এসব কথা বলা হয়েছিল।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর অভিমত সংক্রান্ত কমিশন হিসাব করে কংগ্রেসকে জানায়: 'কংগ্রেস ত্যাগ করে যারা বেরিয়ে গেছে সেই প্রতিনিধিদের সংখ্যা ২৫ থেকে ৫১-র মধ্যে, বাকি অংশের

তুলনায় তাদের শতাংশ অকিঞ্চিৎকর।' সোভিয়েতসমূহের ১ম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তার মুখপত্রকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশনের কাজে ব্যবহার করছিল বলে কমিশন সেই কমিটির নিন্দা করে। কংগ্রেসে বলশেভিক-উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে বলা হয় যে আপসপন্থীরা চলে যাওয়ায় সোভিয়েতগুলি দুর্বল হয়ে পড়া তো দূরের কথা বরং শক্তিশালী হয়েছে, কারণ শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লব থেকে তা প্রতিবিপ্লবী জগাখিচুড়িকে দূর করছে।

মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুন্দপন্থীদের কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় আরও বেশি করে প্রমাণিত হল তারা কিসের পক্ষে ছিল। তারা ছিল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের প্রতিভূ পার্টি ও গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্মিলিত কর্ম তৎপরতার বিরুদ্ধে। এই আচরণ তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনকে ত্বরান্বিত করেছিল, এবং কংগ্রেসে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির বহু নিচুতলার সাধারণ সদস্য তাদের নেতাদের প্রতি আস্থা হারায়, এইসব পার্টি ত্যাগ করে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিতে অথবা বলশেভিক গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বলশেভিক গোষ্ঠীর সংখ্যাগত শক্তি বেড়ে যায়।

২৬ অক্টোবর রাত ৩-১০ মিনিটে, আধ-ঘণ্টার বিরতির পর, কংগ্রেসের কাজ আবার শুরু হয়। ইতিমধ্যে খবর এসে গেছে যে শীত প্রাসাদ দখল করে নেওয়া হয়েছে; চেয়ারম্যান যখন ঘোষণা করেন যে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন তুমুল হর্ষধ্বনিতে সেই ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়। ত্সারস্কোয়ে সেলোর কমিসার ও ৩য় বাইসাইকেল ব্যাটেলিয়নের প্রতিনিধি কংগ্রেসকে জানান যে সেই ব্যাটেলিয়ন বিপ্লবী জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এনসাইন ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো জানান যে উত্তর রণাঙ্গনে সংগঠিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পেত্রগ্রাদে সৈন্য পাঠানোর জন্য প্রতিবিপ্লবের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

আ. ভ. লুনাচারস্কি লেনিনের লেখা একটি অভিভাষণ পড়ে শোনান, তাতে বলা হয়: 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার দ্বারা সমর্থিত হয়ে, পেত্রগ্রাদে শ্রমিকদের ও গ্যারিসনের যে-বিজয়ী অভ্যুত্থান ঘটেছে তার দ্বারা সমর্থিত হয়ে কংগ্রেস তার নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করছে।' অভিভাষণে ঘোষণা করা হয় যে 'স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সকল ক্ষমতা যাবে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের হাতে', শ্রমিক ও কৃষকদের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয় স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করার জন্য এবং এই বিশ্বাস প্রকাশ করা হয় যে বিপ্লবী সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। (৭৮) এই অভিভাষণের পক্ষে ভোটদান প্রায় সর্বসম্মত হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শেষ হয় ২৬ অক্টোবর সকাল ৬টায়।

২৬ অক্টোবর দিনের বেলায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এক সভা করে, তাতে সোভিয়েত সরকারের গঠনবিন্যাস আলোচিত হয়। কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠীর সভাতেও গণ-কমিসারদের মনোনয়নের বিষয়টি বিবেচিত হয়।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় (এবং শেষ) অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৬ অক্টোবর রাত ৯টায়। লেনিন এই সর্বপ্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত হলে বেশ কয়েক মিনিট প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। প্রধান প্রধান প্রশ্ন — শান্তি, জমি ও সোভিয়েত সরকার গঠন — নিয়ে বিতর্কের আগে কংগ্রেস রণক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য, জমি কমিটির যেসব সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মুক্তিদানের জন্য এবং কেরেনস্কিকে হেফাজতে রাখার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অধিকন্তু, স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্য, কশাক, রেলকর্মী ও সোভিয়েতসমূহের প্রতি আবেদনও অনুমোদন করা হয়।

এর পরে, শান্তি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন নিয়ে বক্তৃতা করতে আসেন লেনিন। এই কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি আ. আ. আন্দ্রেয়েভ স্মৃতিচারণ করেছেন যে লেনিন যখন মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, সমস্ত ঘরসুদ্ধ লোক উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অন্তহীন হাততালি আর হর্ষধ্বনির দরুন লেনিন অনেকক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শুরু করতে পারেননি।

'সভাকক্ষের দৃশ্য বর্ণনা করা দুষ্কর। করতালিধ্বনির মাঝে মাঝে উঠছিল আনন্দোল্লাসধ্বনি। সেখানে যে শুধু কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাই ছিল তা নয়; সভাকক্ষ কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল স্মোলনি ইনস্টিটিউটের শ্রমিক, সৈনিক আর নাবিকে। মঞ্চের উপরে লেনিনকে এক-নজর দেখার জন্য লোকে দাঁড়িয়েছিল জানালার চৌকাঠে, স্তম্ভের সংকীর্ণ খাঁজে এবং চেয়ারের উপরে। শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল টুপি, আর রাইফেলগুলো তুলে ধরা হয়েছিল উঁচু করে'। (৭৯) অবশেষে লেনিন বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন।

তিনি বলেন, 'শান্তির প্রশ্নটি হল আজকের দিনের এক জ্বলন্ত প্রশ্ন, বেদনাদায়ক প্রশ্ন। বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছুই বলা এবং লেখা হয়েছে, এবং সন্দেহ নেই, আপনারা সবাই এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন।' তিনি তাঁর খসড়া করা শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি (ডিক্রি) পড়ে শোনান। নির্দেশনামায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির মনোভাব প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা হয়। তাতে ঘোষণা করা হয় যে ২৪-২৫ অক্টোবরের বিপ্লবের ফলে গঠিত ও সোভিয়েতসমূহের উপরে নির্ভরশীল সোভিয়েত সরকার সমস্ত যুধ্যমান জাতি ও সরকারের কাছে অবিলম্বে শান্তির আলোচনার জন্য প্রস্তাব করবে। 'পরাক্রান্ত ও ধনী জাতিগুলির মধ্যে তাদের বিজিত দুর্বল জাতি-অধিজাতিগুলিকে কিভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হবে সেই প্রশ্ন নিয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে সরকার

মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে করে, এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল জাতি-অধিজাতির পক্ষে যা সমানভাবে ন্যায়সংগত, উল্লিখিত সেই সমস্ত শর্তে এই যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শান্তির শর্তাবলীতে স্বাক্ষর করার দৃঢ়পণ ঘোষণা করছে।' (৮০)

রাজ্য দখল ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে অবিলম্বে এক শান্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করার দৃঢ়পণ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকার একথাও বলতে চায় যে শান্তির অন্য যেকোনো শর্তও সে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, তবে একমাত্র এই বিষয়টির উপরে জোর দেয় যে 'যেকোনো যুধ্যমান দেশ যথাশীঘ্র সম্ভব তা উত্থাপন করুক এবং শান্তির প্রস্তাবসমূহে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা এবং সমস্ত দ্ব্যর্থবোধকতা ও গোপনীয়তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থাকতে হবে।' (৮১)

শান্তির যেকোনো শর্ত বিবেচনা করার বাসনাকে যারা দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করে, তাদের জবাব দিয়ে লেনিন বলেন: 'আমাদের ধারণা এই যে একটি রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী যখন জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তা শক্তিশালী যখন জনগণ সব কিছু জানে, সব কিছু সম্পর্কে অভিমত গড়ে তুলতে পারে এবং সচেতনভাবে সব কিছু করতে পারে।' (৮২)

শান্তির আলোচনা শুরু করার কাজ সহজতর করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয় যে যুদ্ধরত সমস্ত দেশ অন্তত তিন মাসের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করুক। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পরিকল্পনা করা হয় যে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের সরকার যেসমস্ত গোপন চুক্তি অনুমোদন অথবা স্বাক্ষর করেছিল সেগুলি অবিলম্বে প্রকাশ করা হবে। লেনিন বলেন, 'লুণ্ঠন ও হিংসা সংক্রান্ত সবকটি ধারা আমরা বাতিল করি, কিন্তু সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের সংস্থান আছে এমন সমস্ত ধারাকে এবং অর্থনৈতিক চুক্তিগুলিকে আমরা স্বাগত জানাব: এগুলিকে আমরা বাতিল করতে পারি না।' (৮৩)

খসড়া শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি প্রত্যক্ষভাবে শুধু সরকারগুলির উদ্দেশেই নয় বরং জাতিসমূহের উদ্দেশেও, বিশেষ করে প্রধান প্রধান যুদ্ধরত জাতির রাজনৈতিকভাবে সচেতন প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশেও প্রচারিত, তাতে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে শান্তি অর্জনে সাহায্য করার জন্য তাদের দৃঢ়পণ ব্যবস্থা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়।

লেনিন যতক্ষণ বক্তৃতা করেন, প্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাঁর উত্থাপিত খসড়া শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি তারা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করে সেই নির্দেশনামাই সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ঐতিহাসিক শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি গ্রহণ করার পর কংগ্রেস আরেকটি

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে বিতর্ক শুরু করে; সে সমস্যা রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবনের সঙ্গে জড়িত — সে প্রশ্নটি হল জমির। প্রতিবেদনটি পেশ করেন লেনিন, তিনি সংশয়াতীতভাবে দেখান যে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া সরকার কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নে জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করছিল। লেনিন বলেন, কেরেনস্কি সরকার ও আপসপন্থী পার্টিগুলি কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নটির মীমাংসা বিলম্বিত করার জন্য নানান অজুহাত ব্যবহার করেছিল এবং তার দ্বারা দেশকে নিয়ে গিয়েছিল ধ্বংসের দিকে, ইন্ধন যুগিয়েছিল কৃষক অভ্যুত্থানের। তিনি বলেন, 'গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নৈরাজ্য সম্পর্কে তাদের কথাবার্তা অসত্য, কাপুরুষোচিত ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ। বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থায় কোথায় কবে দাঙ্গাহাঙ্গামা আর নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে? সরকার যদি বিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করত, এবং তাদের ব্যবস্থা যদি গরিব কৃষকদের প্রয়োজন মেটাত তাহলে কি কৃষক সাধারণের মধ্যে অশান্তি হত? কিন্তু আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ ও দান-এর সোভিয়েতগুলির অনুমোদিত সরকারের সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তা তাদের বাধ্য করেছে বিদ্রোহ করতে।' (৮৪)

লেনিন তারপরে জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি পড়ে শোনান। গবাদি-পশু, উপকরণ ও ঘরবাড়ি সমেত সমস্ত ভূসম্পত্তি এবং ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত সমস্ত জমি, মঠ ও গির্জার সমস্ত জমির ভার তুলে দেওয়া হয় ভোলস্ত জমি কমিটি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজদ সোভিয়েতগুলির হাতে। সমস্ত ঘরবাড়ি, উপকরণ, গবাদি-পশু ও খাদ্য সঞ্চয় সমেত যে-জমি জনগণের হাতে চলে এসেছে, বিপ্লবী আইন কঠোরভাবে পালন করে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সোভিয়েতগুলিকে। ঘোষণা করা হয় যে, বাজেয়াপ্ত করা যে-সম্পত্তির মালিক এখন জনগণ, তা লুটপাট করা ও নষ্ট করা এখন থেকে বিপ্লবী আদালতে দণ্ডনীয় জঘন্য অপরাধ। খসড়ায় বলা হয় যে নিচুতলার সাধারণ কৃষক ও সাধারণ কশাকদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে না।

কৃষি-সংস্কারের নির্দেশক নীতি হিসেবে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের জন্য কৃষকদের ২৪২টি নির্দেশের ভিত্তিতে কৃষকদের একটি নির্দেশ এই নির্দেশনামায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নির্দেশের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয় যে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার চিরতরে বিলুপ্ত করা হয়েছে, সমস্ত জমি হয়ে উঠছে জনগণের সম্পত্তি এবং যারা তা চাষ করে তাদেরই ব্যবহারের জন্য তা চলে আসছে। নির্দেশে ঘোষণা করা হয় যে, অতি-উন্নত খামার যে-জমিতে আছে সে জমি বিভক্ত করা হবে না। এই জমি পরিণত করা হবে আদর্শ খামারে এবং 'এই ধরনের জমির আয়তন ও গুরুত্ব অনুযায়ী' তা তুলে দেওয়া হবে **'রাষ্ট্র অথবা কমিউনের হাতে,** একান্তভাবে তাদেরই ব্যবহারের' জন্য। ('জভেস্তিয়া', নভেম্বর ৭, ১৯১৭) আরও বলা হয় যে জমির স্বত্ব হবে সমতাবাদী এবং জমির

ব্যবহারের ধরন নির্ভর করবে সেই গ্রাম ও ছোট গ্রামের সিদ্ধান্তের উপরে। জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি বিপুল বিপ্লবী উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। এই ঐতিহাসিক দলিলটি সমগ্র রাশিয়ার কৃষকদের বহুকালের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করে।

ত্ভের গুবের্নিয়ার রজেভ্স্ক উয়েজদ থেকে আগত কৃষক প্রতিনিধি ক. গ. জিগুনভ বলশেভিক পার্টি ও তার নেতা লেনিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর সরল, সাদাসিধে বক্তৃতা গভীর রেখাপাত করে। করতালি ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁকে যারা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে সেই কৃষকদের কাছ থেকে তিনি 'এই সমাবেশের উদ্দেশে নিয়ে এসেছেন বিনীত অভিবাদন ও অভিনন্দন, দরিদ্রতম কৃষকের একনিষ্ঠতম রক্ষক হিসেবে কমরেড লেনিনের উদ্দেশে এনেছেন অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।' (৮৫)

শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা গ্রহণ করার পর সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেস এক নতুন সরকারের প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। এযাবৎকাল রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করছিল সামরিক-বিপ্লবী কমিটি। সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস নির্দেশ জারী করে: 'সংবিধান সভা যতদিন আহূত না হয়, ততদিন দেশ-শাসনের জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের এক অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে, তার নাম হবে গণ-কমিসার পরিষদ।' (৮৬)

রাষ্ট্র জীবনের এক-একটি ক্ষেত্র পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিশনগুলির উপরে; শ্রমজীবী জনগণের গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এই কমিশনগুলিকে কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে। এই কমিশনগুলির সভাপতিমণ্ডলীর কলেজিয়াম, ভাষান্তরে, গণ-কমিসার পরিষদের উপরে সরকারি ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়, এবং সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ও তার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ হয় গণ-কমিসারদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার অধিকার থাকে তাদের স্থানান্তরিত করে সে জায়গায় জন্য লোক আনার। মতাদর্শ ও নীতির মূল প্রশ্নে লেনিন ছিলেন আপসহীন... প্রকৃতিগতভাবে অদম্য এই যোদ্ধা দরকার হলে আপস করতে পারতেন। এখনও এই রকম ঘটনা ঘটল। লেনিন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অংশগ্রহণে এক সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু শেষোক্তরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ফলে গণ-কমিসার পরিষদ পুরোপুরি বলশেভিকদের নিয়েই তৈরি হয়।

কংগ্রেসে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সেই কমিটির ১০১ জন সদস্যের মধ্যে ৬২ জন ছিল বলশেভিক, ২৯ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৬ জন ঐক্যবদ্ধ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট-আন্তর্জাতিকতাবাদী,

৩ জন ইউক্রেনীয় সোশ্যালিস্ট এবং ১ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ম্যাক্সিমালিস্ট।

সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের কাজ শেষ হয় ২৭ অক্টোবর ভোর ৫-১৫ মিনিটে, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' 'সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' ধ্বনি এবং 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের মধ্যে। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয় এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম শ্রমিক-কৃষক সরকার গঠনের সংবাদ প্রতিনিধিরা বহন করে নিয়ে যায় বিশাল দেশের সকল প্রান্তে।

৩। কেরেনস্কি-ক্রাসনভ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ পরাস্ত

শীত প্রাসাদ থেকে পলায়নের পর আ. ফ. কেরেনস্কি যান উত্তর রণাঙ্গনের সদর দপ্তরে, সেখানে তিনি বিপ্লবের বিরুদ্ধে সৈন্যবল জড়ো করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। ২৫-২৬ অক্টোবরের রাতটা তিনি কাটান প্স্কভে, সকালে গাড়িতে করে যান অস্ত্রভ-এ; সেখানে ছিল ৩য় অশ্বারোহী কোর-এর কম্যাণ্ডার জেনারেল পি. এন. ক্রাসনভের সদর দপ্তর। অচিরেই উস্কানিপূর্ণ এই দাবি করে সমস্ত রণাঙ্গনে তারবার্তা পাঠানো হয় যে কেরেনস্কি পেত্রগ্রাদে প্রবেশ করেছেন এবং পেত্রগ্রাদ ও ক্রনস্টাড্ট গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতি ছিল একেবারে ভিন্ন। উত্তর রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল চেরেমিসভ বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানোর জন্য কেরেনস্কির আদেশ পালন করতে অপারগ হন। পেত্রগ্রাদ-অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব যার উপরে ছিল, ৪২তম সেনাবাহিনীর সেই কম্যাণ্ডার চেরেমিসভকে জানান যে ৫ম ককেশীয় ডিভিশন যাত্রা করতে করেছে এবং ডিভিশনাল কমিটি ২৬ অক্টোবর তারিখে 'বিপ্লবী কমিটিব আদেশ পালনের জন্য দুই ব্যাটারি সৈন্য পেত্রগ্রাদে পাঠানোর' সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেভেল নৌ-ঘাঁটির স্থলবাহিনীর কম্যাণ্ডারের কাছ থেকেও চেরেমিসভ অনুরূপ জবাব পান। রেভেলে যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়েছিল, পরিস্থিতি ছিল পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে এবং কমিটি কেরেনস্কির কাছে সৈন্য পাঠানো নিষিদ্ধ করেছিল।

উত্তর রণাঙ্গনের ৫ম ও ১২শ সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ড ও কমিটিগুলির সঙ্গে চেরেমিসভের আলোচনারও প্রত্যক্ষ কোনো ফল হয়নি।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের চীফ অব স্টাফ, জেনারেল দুখোনিন পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পেত্রগ্রাদে সৈন্য পাঠানোর চেষ্টা করেন। ২৫-২৬ অক্টোবর রাতে তিনি কথা বলেন রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার, জেনারেল প. স. বালুয়েভের সঙ্গে। অস্থায়ী

সরকারকে সমর্থন করবে বলে নির্ভর করা যায় এমন সৈন্য তাঁর হাতে আছে কি না, এই প্রশ্ন করা হলে বালুয়েভ তার নেতিবাচক উত্তর দেন এবং বলেন, 'এমনকি আমার চারপাশের ইউনিটগুলিকেও ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামা আর বিশৃঙ্খলা থামানোর কাজে, কিন্তু তারা অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।' শুধু উত্তর রণাঙ্গনের নয় পশ্চিম রণাঙ্গনেরও বেশির ভাগ সৈন্য পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হওয়ার আগেই বলশেভিকদের পক্ষভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ২৬ অক্টোবর তারিখে জেনারেল বালুয়েভ ও তাঁর কর্মীদের প্রহরাধীনে রাখা হয়, কেরেনস্কির বিপ্লব দমন করার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

যে অল্পসংখ্যক সৈন্যকে পেত্রগ্রাদ অভিমুখে পাঠানো হয়েছিল, তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই পারেনি। বিপ্লবী সৈন্যরা তাদের যাত্রা স্তব্ধ করে তাদের নিরস্ত্র করে। ৫ম সেনাবাহিনীর বলশেভিক সামরিক সংগঠন পেত্রগ্রাদকে জানায় যে পেত্রগ্রাদ-রেজিৎসা-সকোলনিকি যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক তৈরি করা হয়েছে, স্মোলেনস্ক পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং তিনটি কশাক রেজিমেণ্ট, ১৬টি সাঁজোয়া গাড়ি ও একটি সাঁজোয়া ট্রেন আটক করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে তলব করা ৩য় ফিনল্যাণ্ড ডিভিশনকে নিয়ে যে সৈন্যবাহী ট্রেনটি আসছিল, সেটিকে দ্নো রেল-স্টেশনে আটকে দেওয়া হয়। এই সৈন্যরা তাদের প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদে পাঠায়, সেখানে তাদের রাজধানীর পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তারা সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে আশ্বাস দেয় যে ৩য় ফিনল্যাণ্ড ডিভিশন সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। ২৬ অক্টোবর তারিখে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এই মর্মে একটি বার্তা পায় যে ৩য় পদাতিক রেজিমেণ্ট সর্বসম্মতভাবে সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অনুমোদন করেছে এবং এক মুহূর্তও বিলম্ব না-করে সেই ক্ষমতা রক্ষা করতে তারা প্রস্তুত। রাজধানীর নিকটতম রণাঙ্গনগুলির অধিকাংশ সৈন্যের মেজাজ লেনিনের এই সিদ্ধান্তেরই যাথার্থ্য প্রমাণ করে যে, যে-সরকার তাদের জমি এবং শান্তি দিয়েছে সৈনিকরা সেই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না।

কেরেনস্কির প্রধান শক্তি ছিল জেনারেল ক্রাসনভের ইউনিট, ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় তাতে ছিল প্রায় ৫০০ জন সৈন্য, আটটি মেশিন গান এবং ১৬টি কামান প্রভৃতি। পরে এই ইউনিটের সঙ্গে অন্য কয়েকটি ইউনিট যোগ দেয়, তার মধ্যে ছিল গাৎচিনা এনসাইন স্কুলের ক্যাডেটরা। অধিকন্তু, পুলকভোর পথে কশাকরা একটি সাঁজোয়া ট্রেন ও একটি সাঁজোয়া গাড়ি দখল করেছিল, কেরেনস্কি তার উপরেও নির্ভর করতে পেরেছিলেন। কেরেনস্কি পেত্রগ্রাদ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, তাঁর সঙ্গে ৫,০০০-এর বেশি সৈন্য ছিল না। খাশ পেত্রগ্রাদেই প্রতিবিপ্লবী

শক্তিগুলি অনুরূপভাবে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে কেরেনস্কির সৈন্যরা এবং খাশ পেত্রগ্রাদে তৈরি অবস্থায় থাকা শক্তিগুলি সোভিয়েতসমূহের উপরে যুগপৎ হামলা চালাবে। ২৫-২৬ অক্টোবর রাতে পেত্রগ্রাদ শহর দুমার এক বৈঠকে পেত্রগ্রাদে প্রতিবিপ্লবী ইউনিটগুলি গঠনের কাজে পরিচালনা করার জন্য গঠিত হয় 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি', এই কমিটিতে ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, মেনশেভিকরা, কাদেতরা ও রাজতন্ত্রীরা; সোভিয়েত ক্ষমতাকে তারা ঘৃণা করত, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যেকোনো কাজ করতে তারা প্রস্তুত ছিল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতা ন. দ. আভ্‌ক্সেন্তিয়েভের মারফৎ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জর্জ ব্যুকানানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি' সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার জন্য একটি সামরিক সংগঠন তৈরি করে, পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ও তার কমিসারদের অগ্রাহ্য করার আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার বিলি করে, আর পদস্থ সরকারি কর্মী ও কর্মচারীদের বলে সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাগুলিকে অমান্য করতে। সামরিক স্কুলগুলির ক্যাডেটরাই ছিল 'রক্ষা কমিটি'র প্রধান শক্তি। গ্যারিসনের সৈন্যদের দলে টানার জন্য তার চেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়, জড়ো করতে সক্ষম হয় মাত্র কয়েকশো লোককে। 'রক্ষা কমিটি'র ফৌজের কম্যান্ডার কর্নেল পলকোভনিকভ যে ডায়েরি রেখেছিলেন তাতে এই কথা লেখা আছে যে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ছিল শহরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রায় ৮৩০ জন ক্যাডেট। এইভাবে, সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা জড়ো করতে পেরেছিল তা হল কেরেনস্কির বাহিনী, যার সৈন্য সংখ্যা ৫,০০০-এর বেশি নয় এবং ৮৩০ জন ক্যাডেট।

কেরেনস্কি-ক্রাসনভের ফৌজ ত্‌সারস্কোয়ে সেলোর দিক থেকে পেত্রগ্রাদ আক্রমণ করার সময়ে পিছন দিক থেকে বিপ্লবী বাহিনীর উপরে হঠাৎ আঘাত হানার কথা ছিল। তার হাতে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল এমনকি তাই দিয়েই এই পরিকল্পনা সফল করা যাবে বলে প্রতিবিপ্লব ভরসা করেছিল। ২৭ অক্টোবর ভোরবেলায় জেনারেল ক্রাসনভের বাহিনী গাৎচিনা দখল করে নেয়, এবং তার পর দিন প্রবেশ করে ত্‌সারস্কোয়ে সেলোতে। সেখানে একটি বেতার কেন্দ্র ছিল। এই সাফল্যগুলি কেরেনস্কিকে উৎসাহিত করে তোলে এবং তিনি শীঘ্রই বিজয়ের আশা করতে থাকেন।

সৈন্যদের প্রতি অভিভাষণে কেরেনস্কি পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলার সমস্ত ইউনিটগুলির কাছে নিঃশর্ত বশ্যতা দাবি করেন। পেত্রগ্রাদে, রণাঙ্গনে এবং দেশে গুজব ছড়ানো হয় যে বলশেভিকবাদ ভেঙে পড়ছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এমনকি পেত্রগ্রাদেও তা আর সংগঠিত একটা শক্তি হিসেবে নেই।

কেরেনস্কি যখন তাঁর অভিযান শুরু করেন, 'রক্ষা কমিটি' পেত্রগ্রাদে বৈরি-

আচরণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথম যে দুটি স্থান তারা অধিকার করতে চেয়েছিল, সে দুটি হল কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং মিখাইলভস্কি অশ্বারোহণ স্কুল — সেখানে সাঁজোয়া গাড়িগুলি মোতায়েন করা ছিল। পাভলভস্কি ও ভ্ল্যাদিমিরস্কি স্কুলের ক্যাডেটদের পিটার ও পল দুর্গ দখল করার আদেশ দেওয়া হয়; কথা ছিল, এর পরে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্মিলিত বাহিনী স্মোলনি ইনস্টিটিউট আক্রমণ করে দখল করে নেবে। এই তৎপরতা ৩০ অক্টোবর তারিখে চালানো হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কারণ 'রক্ষা কমিটি' হিসাব করে দেখেছিল যে সেই সময়ে কেরেনস্কি-ক্রাসনভ বাহিনী পেত্রগ্রাদের নিকটবর্তী হবে। বিপ্লবের পক্ষে বিপদটা এই ছিল না যে অনধিক ৫,০০০ জনের এক প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পেত্রগ্রাদ অভিমুখে এগিয়ে আসছে, বরং বিপদটা ছিল এই খানে যে গ্যারিসনের কিছু কিছু অংশ ইতস্তত করছিল এবং সুদূরের রণাঙ্গনগুলির মনোভাব পরিষ্কার ছিল না। বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য এক সামরিক সদর দপ্তর তৈরি করা হয়। লেনিনের উদ্যোগে, বলটিক নৌবহরের জাহাজগুলিকে পেত্রগ্রাদ রক্ষায় সাহায্য করার জন্য নিয়ে আসা হয়। ২৭ অক্টোবর তারিখে তিনি ফিনল্যান্ডে সেনাবাহিনী ও নৌবহরের আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধি মিখাইলভ ও বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ন. ফ. ইজমাইলভের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে পেত্রগ্রাদে শক্তিবৃদ্ধির জন্য শুধু সৈন্যই নয়, যুদ্ধজাহাজও পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী, যুদ্ধজাহাজ 'ওলেগ' ও ডেস্ট্রয়ার 'পোবেদিতেল' এসে নঙ্গর করে মরস্কয় খালে, এবং তিনটি ডেস্ট্রয়ার — 'জাবিয়াকা', 'মেৎকি' ও 'দালনিকে' রাখা হয় রিবাতস্কোয়ে গ্রামের নিকটবর্তী নেভা নদীতে। এই যুদ্ধ জাহাজগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ত্সারস্কোয়ে সেলোর উত্তর-পূর্ব প্রান্ত এবং সেখান থেকে নিকোলায়েভস্কায়া রেলপথে আসার পথগুলিকে রক্ষা করার।

২৮-২৯ অক্টোবর রাতে লেনিন পুতিলভ কারখানায় যান। সেই কারখানার শ্রমিকদের উপরে যে আশা তিনি ন্যস্ত করেছিলেন, তারা তার সম্পূর্ণ মর্যাদা দেয়। তারা লাল রক্ষী ইউনিট গঠন করে, এবং কেরেনস্কি-ক্রাসনভ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠায় দুটি রি-ইনফোর্সড রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, চারটি ৩-ইঞ্চি ব্যাসের বিমানবিধ্বংসী কামান সহ চারটি ট্রাক, কামানের গোলা-ভর্তি চারটি ট্রাক, স্টেচার, ওষুধপত্র প্রভৃতি সহ রেড ক্রসের জন্য দুটি মোটর গাড়ি, রণক্ষেত্রের রন্ধনশালা-যুক্ত দুটি গাড়ি এবং ২৩টি কামানের গোলা।

২৯ অক্টোবর তারিখে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের রেজিমেণ্টগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে লেনিন বক্তৃতা করেন; তিনি এই বিষয়টির উপরে জোর দেন যে রাজনৈতিক প্রশ্ন এখন সামরিক প্রশ্নের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে; এবং তিনি শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য গৃহীতব্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করেন। সম্মেলনে

সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যদের উদ্দেশে এক আবেদন গৃহীত হয়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে গ্যারিসনের বহু সৈনিক কেরেনস্কি-ক্রাসনভ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এই মর্মে এক আদেশ জারী করে: বিপ্লবের সেনাবাহিনী ও লাল রক্ষীদের অবিলম্বে শ্রমিকদের সমর্থন দরকার। জেলা সোভিয়েতসমূহকে ও কারখানা কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে: ১. ট্রেঞ্চ খোঁড়া, ব্যারিকেড তৈরি করা ও কাঁটা-তারের বেড়াগুলি আরও মজবুত করার জন্য সম্ভাব্য বৃহত্তম সংখ্যায় শ্রমিকদের পাঠাতে। ২. যেখানে এর জন্য কারখানায় কাজ বন্ধ করা দরকার, সেখানে অবিলম্বে তা করতে হবে। ৩. কাটা তার ও সাধারণ তারের যত মজুত পাওয়া যায় এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ও ব্যারিকেড তৈরি করার যত উপকরণ পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করতে হবে। ৪. যত অস্ত্র পাওয়া যায় সব হাতের কাছে তৈরি রাখতে হবে। ৫. কঠোরতম শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে এবং লভ্য সমস্ত উপায়ে বিপ্লবের সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ কমিটির সদস্যদের, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠন ও সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের বিপ্লবী বাহিনী সংগঠিত করার জন্য কারখানায় ও ব্যারাকে পাঠানো হয়। অনেকগুলি কারখানার শ্রমিক নিজেদের বিপ্লবী বাহিনীকে শামিল করে এবং একে-একে প্রত্যেকে নাম লেখায় লাল রক্ষী বাহিনীতে অথবা ট্রেঞ্চ খুঁড়তে যায়। এক দিনের মধ্যে অ্যাডমিরালটি কারখানার ৪০০ শ্রমিক এবং ফ্রাঙ্কো-রুশ কারখানার ১,০০০ শ্রমিক লাল রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেয়। ২য় শহর-জেলার সমস্ত রক্ষী কেরেনস্কি-ক্রাসনভ বাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে যাত্রা করে। লাল রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কম্যান্ডান্টের অফিস থেকে সামরিক বিপ্লবী কমিটির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ২০,০০০-এর অনেক বেশি শ্রমিক ২৯ অক্টোবর সকাল ৭টায় ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য এসে হাজির হয়।

লাল রক্ষীদের বিভিন্ন সদর দপ্তর থেকে বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভিবর্গ লাল রক্ষী সদর দপ্তর তার সমস্ত কর্মীকে সমবেত করার কথা ঘোষণা করে। এতৎসংক্রান্ত আদেশে বলা হয়: ১. সমস্ত কারখানা কমিটি ও লাল রক্ষী বাহিনীকে এখনই কারখানার বাহিনীগুলিকে সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে সশস্ত্র অবস্থায় ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতাবস্থায়, এবং সেই সঙ্গে, এখনই সকল উপায়ে যতগুলি সম্ভব লোহার কোদাল যোগাড় করে সেগুলিকে মাটি খোঁড়ার হাতিয়ারে পরিণত করতে হবে (সেগুলির হাতল কেটে ফেলে)। ২. অন্তত ২৪ ঘণ্টার জন্য তাদের রুটির যোগান মজুত করে রাখতে হবে। ৩. সমস্ত লাল রক্ষীকে সশস্ত্র করতে হবে,

এমনকি এর জন্য যদি উৎপাদন বন্ধ করতে হয়, তাও। ৪. সমস্ত ট্রাক ও গাড়ি প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে। ৫. ট্রেঞ্চ-খননকারী দল এখনই সংগঠিত করতে হবে এবং এই দলগুলির সংখ্যা সদর দপ্তরে জানিয়ে দিতে হবে। ৬. কত রাইফেল ও গুলিগোলা পাওয়া সম্ভব তার হিসাব স্থির করতে হবে এবং গুলিগোলার যদি অভাব থাকে তবে তা সদর দপ্তর থেকে আনিয়ে নিতে হবে... ৮. ট্রেঞ্চ-খননকারী দলগুলিকে এখনই সদর দপ্তরে পাঠাতে হবে।

২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবরের মধ্যে, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার কমিসারদের মারফৎ ও লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরের মারফৎ কাজ করে সৈন্যদের অস্ত্র, গুলিগোলা ও খাদ্য সরবরাহ করার সমস্যা মোটামুটি সমাধান করে ফেলে। পুলকভো হাইটসের যুদ্ধের ফলাফলের নিষ্পত্তি হয়েছিল কামানের সাহায্যে। এগুলি তৈরি হয়েছিল পুতিলভ, অবুখোভ ও ইজোরা কারখানায়। কয়েকটি কামান আনা হয়েছিল মরস্কয় (নৌ বিভাগীয়) পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে। ২৮ অক্টোবর তারিখে পুতিলভ কারখানার শ্রমিকদের দ্বারা চালিত, অস্ত্রসজ্জিত একটি সাঁজোয়া ট্রেন রণক্ষেত্রে এসে পৌঁছয়। ভিবর্গ লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর যখন তার গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য হ্যান্ড-গ্রেনেড ও গোলা-বারুদ পাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, লেনিন তখন ওখতা বিস্ফোরক পদার্থের ডিপোতে এই নির্দেশ পাঠান: লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর ও ভিবর্গ জেলার সোভিয়েতের সদস্য কমরেড ওর্লোভকে এতদ্বারা হ্যান্ড-গ্রেনেড ও ৩০০টি অতি-বিস্ফোরক (ট্রাটিল) কামানের গোলা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। ভিবর্গ লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর তার জেলার সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে, ব্যক্তিগত গাড়ি রিকুইজিশন করে নেয়, এবং রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে অস্ত্রসজ্জিত দুটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং লাল রক্ষীদের তিনটি মেশিন-গান বাহিনীকে নামায়। বিমান স্কুলের জঙ্গী গাড়িগুলিকে সে অধিগ্রহণ করে। ২৯ অক্টোবর তারিখে ভিবর্গ জেলা সোভিয়েত বিমান স্কুলের বিমানক্ষেত্রের কম্যান্ড্যাণ্টকে স্কুলের সমস্ত বিমান ও গাড়ি লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ৩০ অক্টোবর তারিখে, স্কুলের কম্যান্ডের অন্তর্ঘাত প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি স্কুলের সমস্ত অফিসারকে নিরস্ত্র করার জন্য লাল রক্ষীদের নির্দেশ দেয়।

বিপ্লবী বাহিনীকে খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খাদ্যাদি সরবরাহ করার (কমিসারি) বিভাগটির অন্তর্ঘাতের দরুন এবং সাধারণভাবে খাদ্য সরবরাহের খারাপ সংগঠনের দরুন রণাঙ্গনে প্রেরিত লাল রক্ষী, সৈনিক ও নাবিকরা প্রথম দিকে একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব ভোগ করে। পার্টির জেলা কমিটিগুলির এবং লাল রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরের উদ্যোগে পিটার্সহোফ ও মস্কোর জেলাগুলিতে চলতি সৈন্যদের জন্য খাদ্যবণ্টন কেন্দ্র তৈরি করা হয়। ২৯ অক্টোবর পার্টির পেত্রগ্রাদ কমিটির এক সভায় পিটার্সহোফ জেলার প্রতিনিধি

জানান যে জেলায় পাঁচটি খাদ্যবণ্টন কেন্দ্র চালু আছে এবং খাদ্যের সমস্ত সঞ্চয় জেলা সংগঠনগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর তারিখে আরও দুটি খাদ্য বণ্টন কেন্দ্র তৈরি করা হয়। ২৮ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, এই পাঁচ দিনে, এই কেন্দ্রগুলি ৩০০ পুদের (১ পুদ=১৬ কিলো) বেশি রুটি, ১০০ পুদ খাদ্যশস্য এবং ১০ ব্যারেল নোনা হেরিং মাছ বণ্টন করে। 'রেদ্‌কিন', 'সীমেন্স শুকার্ট', 'দিনামো', 'স্করোখোদ' ও অন্যান্য কারখানার ক্যাণ্টিনগুলিকে রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত সৈন্যদের খাদ্যবণ্টন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রধান বিপ্লবী বাহিনীগুলি কেরেনস্কি-ক্রাসনভের বিরুদ্ধে পেত্রগ্রাদ ছেড়ে যাত্রা করে ২৭ ও ২৯ অক্টোবর তারিখে। লাল রক্ষী ও নাবিকরা ছাড়াও তার মধ্যে ছিল পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের ইজমাইলভস্কি, গ্রেনেডিয়ার, পাভলভস্কি, ১ম মেশিন-গান ও অন্যান্য রেজিমেণ্টের সৈন্যরা। ২৯ অক্টোবর পিটার্সহোফ জেলা ২,০০০ লাল রক্ষীকে রণাঙ্গনে পাঠায়; নার্ভা জেলা পাঠায় ৫০০ জনের একটি বাহিনীকে, তার বেশির ভাগই ছিল 'ত্রেউগলনিক' কারখানার লাল রক্ষী; ভাসিলিওস্ত্রভস্কি জেলা পাঠায় ব্রুবোচনি ও বালতিইস্কি কারখানা থেকে প্রায় ৩,০০০ লাল রক্ষী; এবং ২য় শহর জেলা পাঠায় ১২,০০ লাল রক্ষী। সব মিলিয়ে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ লাল রক্ষী, নাবিক ও সৈনিককে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়।

গোলন্দাজ বাহিনী ও সাঁজোয়া গাড়ির ইউনিট গঠনের ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শত্রু যখন কামানের সাহায্যে ত্‌সারস্কোয়ে সেলো অধিকার করে, তখন এই ইউনিটগুলির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; গোড়ায় বিপ্লবী বাহিনীর এই ইউনিটগুলি ছিল না।

লেনিনের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে পেত্রগ্রাদে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ চালানো হয়েছিল তা শত্রুকে পর্যুদস্ত করার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খাশ শহরে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের চূর্ণ করা হয়। তাদের পরিকল্পনা রূপায়ণের আগেই বানচাল হয়ে যায়।

এই পরিকল্পনার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ২৮-২৯ অক্টোবর রাত্রে, যখন লাল রক্ষী টহলদার সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য আ. আ. ব্রুদেরেরকে আটক করে। তাঁর কাছে গ. প. পলকোভনিকভ ও আ. র.গোৎস-এর স্বাক্ষরিত ক্যাডেটদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে একটি আদেশ পাওয়া যায়। 'রক্ষা কমিটি' যখন জানতে পারে যে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে, পলকোভনিকভ তৎক্ষণাৎ তৎপরতা শুরু করার আদেশ দেন। ক্যাডেটরা মিখাইলভস্কি অশ্বারোহণ স্কুল ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে। শহরের গ্যারিসনের কয়েকটি রেজিমেণ্টের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। 'রক্ষা কমিটি'র প্রতিনিধিরা সেমিওনভস্কি রেজিমেণ্টের কাছে গিয়ে সোভিয়েতগুলিকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্যদের অর্থের লোভ দেখায়। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু ষড়যন্ত্রের নায়করা একটি ঘোষণা প্রকাশ করে দাবি করে

যে শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেওয়া হয়েছে এবং 'শেষ বলশেভিক ঘাঁটি — পিটার ও পল দুর্গ এবং স্মোলনি ইনস্টিটিউট দখলের জন্য সৈন্যদের সমবেত করা হচ্ছে, যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার জন্য বলশেভিক ঘাঁটি দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।'

সামরিক-বিপ্লবী কমিটি 'রক্ষা কমিটি'র যেসব দলিলপত্র আটক করেছিল, তা থেকে প্রতিবিপ্লবীদের জোরদার ঘাঁটিগুলির স্থাননির্ণয় করা সম্ভব হয়। তার ভিত্তিতে তাদের চূর্ণ করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। যেসব সামরিক স্কুল ও সেনা ইউনিট প্রতিবিপ্লবী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, বিপ্লবী সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলে। শুরু হওয়ার আগেই অভ্যুত্থান দমন করা হয়। পাভলভস্কি স্কুল বিনা প্রতিরোধে লাল রক্ষীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ২৯ অক্টোবর সকালবেলায় রজেনক্রানৎস, মেতাল্লিচেস্কি, 'ফেনিক্স' কারখানা, ভিবর্গ জেলার লাল রক্ষীরা ও শ্লিসেলবুর্গ লাল রক্ষী বাহিনী মিখাইলভস্কি ক্যাডেট স্কুলের উপরে আক্রমণ চালিয়ে সেটাকে দখল করে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে প্রহরায় ছিল নিকোলায়েভস্কি সামরিক ইনজিনিয়ারিং স্কুলের ক্যাডেটরা; লাল রক্ষী ও নাবিকদের এক সম্মিলিত ইউনিট তাদের উপরে আক্রমণ চালায়। মিখাইলভস্কি অশ্বারোহণ স্কুলে একটি সাঁজোয়া গাড়ি ক্যাডেটরা দখল করেছিল, আক্রমণের শুরুতেই লাল রক্ষীরা সেটিকে আঘাত করে। বিকাল ৫টা নাগাদ ক্যাডেটরা আত্মসমর্পণ করে।

ভ্লাদিমিরস্কি ক্যাডেট স্কুলে প্রচণ্ড লড়াই চলে; 'ত্রুবোচনি' কারখানার লাল রক্ষীরা, নাবিকরা এবং গ্রেনেডিয়ার সংরক্ষিত রেজিমেণ্টের সৈন্যরা দুটি কামান ও একটি সাঁজোয়া গাড়ির সাহায্য নিয়ে এই স্কুলটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। আক্রমণ শুরু করার আগে ক্যাডেটদের কাছে একটি চরমপত্র পাঠানো হয়, কিন্তু সেটি তারা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কামান দুটি আক্রমণ শুরু করলে ক্যাডেটরা শ্বেত পতাকা তুলে ধরে। নাবিক ও লাল রক্ষীরা তাদের রাইফেল উদ্যত রেখে স্কুলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাডেটরা গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই বিশ্বাসঘাতকতা তাদের বাঁচাতে পারেনি। স্কুলটি বিকেল ৪টায় দখল করা হয়। স্কুলে লাল রক্ষীরা দখল করে কামান, ১১টি মেশিন গান এবং ১,০০০টি রাইফেল। ষড়যন্ত্রকারীদের সদর দপ্তর নিকোলায়েভস্কি ইনজিনিয়ারিং স্কুলও দখল করা হয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা পেত্রগ্রাদের প্রবেশপথগুলিতে বিপ্লবী বাহিনীর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়। লাল রক্ষীরা ক্যাডেটদের দমন করে পুলকভো হাইটসের কাছে রণাঙ্গনে হাজির হন।

পেত্রগ্রাদ 'জার্মানরা দখল করে নিয়েছে' এই কথা বলে কেরেনস্কি কশাকদের ভাঁওতা দিয়েছিলেন। সেই কশাকরা ২৮ অক্টোবর সকালে সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর ত্সারস্কোয়ে সেলোতে ঢুকে পড়ে। গ্যারিসনের অধিকাংশই তাদের নিরপেক্ষতা

ঘোষণা করে ত্সারস্কোয়ে সেলোতে থেকে যায়, কিন্তু ২য় রেজিমেণ্ট চলে যায় পেত্রগ্রাদে এবং ১ম রেজিমেণ্ট পুলকভোতে লাল রক্ষীদের সঙ্গে যোগ দেয় ও পরে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে।

ত্সারস্কোয়ে সেলোতে কশাকদের অগ্রগতির খবর পেয়ে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে পুলকভো ক্ষেত্রে। ৩০ অক্টোবর ভোরবেলা জেনারেল ক্রাসনভ ১০০ জন কশাক, ১৮টি কামান, একটি সাঁজোয়া গাড়ি ও একটি সাঁজোয়া ট্রেন নিয়ে পুলকভো হাইটস দখল করতে চেষ্টা করেন। ওরেনবুর্গ কশাক রেজিমেণ্টের ইউনিটগুলির উপরে ক্রাসনভ বিরাটভাবে নির্ভর করেছিলেন, তাদের যুদ্ধে নামানো হয়। কিন্তু কশাকদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়।

উভয় পক্ষ থেকে কামানের গোলাবর্ষণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। আলেক্সান্দ্রভস্কায়া স্টেশনে দাঁড়-করানো ক্রাসনভের সাঁজোয়া ট্রেনটির সবকটি কামান গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এই কামানগুলির গোলাবর্ষণের আড়ালে এই ক্ষেত্রে কশাকরা আক্রমণ চালায়, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়। এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত লাল রক্ষীদের কল্‌পিনস্কি বাহিনী কিছুদূর পর্যন্ত কশাকদের আসতে দেয়, তার পরে রাইফেল এবং একটি সাঁজোয়া গাড়ির উপরে লাগানো দুটি মেশিন-গান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। আক্রমণকারী কশাকদের প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি মারা পড়ে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে বিপ্লবী বাহিনী ক্রাসনভের সৈন্যদের দুই পাশ ঘিরে ফেলে পিছনে দিক থেকে তাদের আক্রমণ করার জন্য তৈরি হতে শুরু করে। এতে তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়, এই পশ্চাদপসরণ অচিরেই পরিণত হয় ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়নে। ৩০ অক্টোবর দিনশেষে বিপ্লবী বাহিনী ত্সারস্কোয়ে সেলোতে প্রবেশ করে।

কেরেনস্কি এবং 'রক্ষা কমিটি'র সদস্যরা (আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, গোৎস এবং অন্যান্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতা) পেত্রগ্রাদ আক্রমণে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনের সৈন্যদের কাছে আবেদন জানান,কিন্তু সেসব আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেনি। কেরেনস্কি এখন যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের তা উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ৩১ অক্টোবর তারিখে ফরাসী সামরিক প্রতিনিধি জেনারেল নিসেল কেরেনস্কির সঙ্গে দেখা করেন, এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনায় কেরেনস্কি ও ক্রাসনভ বলেন যে তাঁদের দরকার অন্তত এক ব্যাটেলিয়ন বিদেশী সৈন্য। কিন্তু এই সম্ভাবনা পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। প্রতিবিপ্লবের শিবিরে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। কেরেনস্কির সঙ্গে যারা যোগ দিয়েছিল সেই কশাকরা ৩১ অক্টোবর তারিখে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে ত্সারস্কোয়ে সেলোতে এক প্রতিনিধিদলকে পাঠায়। প. ইয়ে. দিবেঙ্কোর নেতৃত্বে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির এক প্রতিনিধিদল গাৎচিনা যায়, সেখানে শত্রুতার অবসান ঘটানো সম্পর্কে সরাসরি কশাকদের সঙ্গে মতৈক্যে উপনীত হয়। ৩১ অক্টোবর-

১ নভেম্বর রাতে বিপ্লবী বাহিনী গাৎচিনা দখল করে। ক্রাসনভকে গ্রেপ্তার করা হয়, আর কেরেনস্কি পালিয়ে যান।

কেরেনস্কি-ক্রাসনভের অভ্যুত্থান যেদিন পরাস্ত হয়, সেদিন ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে সোভিয়েত ক্ষমতা কাজ চালাচ্ছে পেত্রগ্রাদের কয়েকটি মাত্র জেলায় এবং সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে কেরেনস্কির হাতে। *The Times* লিখেছিল, 'জেনারেল কালেদিন দক্ষিণ রাশিয়ায় একনায়ক। অস্থায়ী সরকারের আদেশে স্বাক্ষর করেন ম. কেরেনস্কি, জেনারেল কর্নিলভ ও জেনারেল কালেদিন... মিত্রপক্ষীয় দূতাবাসগুলি এখন ম. কেরেনস্কির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।' রুশ প্রতিবিপ্লবে যারা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়তে তাকে সাহায্য করেছিল, সেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হিসাবে গরমিল হয়েছিল। তাদের মনোবাসনাই জন্ম দিয়েছিল এই চিন্তার।

যুদ্ধে কেরেনস্কি-ক্রাসনভের ফৌজের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাদের সমস্ত কামান ও সাঁজোয়া গাড়ি তারা হারিয়েছিল। বিপ্লবী বাহিনীর সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ২০০। প্রতিবিপ্লবের শক্তির সঙ্গে চূড়ান্ত নিয়ামক এই লড়াইয়ে লাল রক্ষীরা, সৈনিকরা ও নাবিকরা দেখিয়েছিল অদম্য শৌর্য এবং রক্ষা করেছিল অক্টোবর মহাবিপ্লবকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মস্কোয় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

সারা রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের জয় অনেক দিক দিয়েই নির্ভর করছিল দ্বিতীয় রাজধানী মস্কোয় সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের ফলাফলের উপরে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি করার সময়ে লেনিন পেত্রগ্রাদে ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে মস্কোতেও তৎপরতা চালানোর উপরে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'মস্কো ও পেত্রগ্রাদ, দু-জায়গাতেই **অবিলম্বে** ক্ষমতা গ্রহণ করে (কে প্রথম হবে তাতে কিছু আসে-যায় না, হয়তো মস্কোই শুরু করতে পারে), আমরা **নিরঙ্কুশভাবে ও প্রশ্নাতীতভাবে** জয়লাভ করব।' (৮৭)

মস্কোর বলশেভিকরা এবং তাদের প্রধান প্রধান সংস্থা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি আরম্ভ করেছিল। 'ক্ষমতা দখল করতে হবে বলশেভিকদের' (কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো কমিটির কাছে লেখা) এবং 'মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান' (৮৮) (রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা) শীর্ষক চিঠিতে তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থান কেন প্রয়োজন তা দেখান, জোর দিয়ে বলেন: 'বিষয়টা হল পার্টির কাছে **কর্তব্য** পরিষ্কার করে দেওয়া। বর্তমান কর্তব্য অবশ্যই হবে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোতে (তার অঞ্চল সহ) **সশস্ত্র অভ্যুত্থান,** ক্ষমতা দখল ও সরকারের উচ্ছেদসাধন।' (৮৯) 'ক্ষমতা দখল করতে হবে বলশেভিকদের' শীর্ষক পত্রটি মস্কো পার্টি সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা হয়। ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরোর এক পূর্ণাঙ্গ সভায় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এবিষয়ে কেউই প্রশ্ন তোলেননি যে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম আশু ভবিষ্যতেরই ব্যাপার, তবে এই চিঠিতে লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও, ক্ষমতা কীভাবে গ্রহণ করা হবে সে-বিষয়ে কোনও মতৈক্য ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ছিল যে 'একটা অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতা দখল হবে, আর সংখ্যালঘিষ্ঠের মত ছিল এই যে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে ক্ষমতা গ্রহণ করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এই মতানৈক্য প্রতিফলিত হয়। 'বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম চলে আসছে রাস্তায়'—এই কথা বলেও প্রস্তাবে অবিলম্বে

সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বান করতে বলা হয়: 'সেখানে আমাদের পার্টি সোভিয়েতসমূহের কাছে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করার দাবি জানাবে।' লেনিন এই কৌশলেরই নিন্দা করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন যে কংগ্রেস ক্ষমতার প্রশ্নটি মীমাংসা করে দেবে, তার জন্য পার্টি অপেক্ষা করে থাকতে পারে না।

এছাড়া, পূর্ণাঙ্গ সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে লেনিনের এই অভিমতকে সমর্থন করা হয় যে পার্টির অবিলম্বে গণতান্ত্রিক সম্মেলন থেকে সরে আসা উচিত, ঘোষণা করা হয় যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবশ্যই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এক অভ্যুত্থান-অভিমুখীনতা গ্রহণ করতে হবে।

মস্কো কমিটি, মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো ও মস্কো জেলা কমিটির নেতৃত্বের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবরের গোড়ার দিকে। লেনিনের লেখা 'কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো ও পেত্রগ্রাদ কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতের বলশেভিক সদস্যদের কাছে চিঠি' তারা আলোচনা করে; এই চিঠিতে বিপ্লবের নেতা লিখেছিলেন যে মস্কোয় সশস্ত্র তৎপরতার সূত্রপাত করতে পারে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। এই সব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ (আ. ই. রিকভ, ও. আ. পিয়াতনিৎস্কি) এই মত পোষণ করেন যে মস্কো এই উদ্যোগের দায়িত্ব নেবে না এবং তাঁরা সমগ্র ব্যাপারটার সাফল্য সম্পর্কেই সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের এবিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না যে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়োজন। ১০ অক্টোবর তারিখে শহর পার্টি সম্মেলনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার ভাষা ছিল ৭ অক্টোবরের পেত্রগ্রাদ শহর সম্মেলনের জন্য লেনিনের লেখা খসড়া প্রস্তাবটির অনুরূপ। তাতে লড়াইয়ের জন্য বিপ্লবী শক্তিগুলিকে প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মস্কো কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৪ অক্টোবর তারিখে মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ অক্টোবর তারিখের অধিবেশন সম্পর্কে ব্যুরো সেক্রেটারি ভ. ন. ইয়াকভলেভার কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন শোনে; তিনি মস্কো আঞ্চলিক পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন; ব্যুরো তার গৃহীত প্রস্তাবে, কোনোরূপ বিতর্ক ছাড়াই সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) প্রস্তাবের সপক্ষে মত প্রকাশ করে। এছাড়াও সংগ্রামের সময়ে তৎপরতার সমন্বয় সাধনের জন্য ও সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ব্যুরো একটি পার্টি সামরিক কেন্দ্র গঠনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। কিন্তু, মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো ও মস্কো পার্টি কমিটির মধ্যে মতপার্থক্যের দরুন ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত পার্টি সামরিক কেন্দ্র গঠনের প্রশ্নটির মীমাংসা হয়নি।

পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর মধ্যে যোগাযোগ কিছুকালের জন্য ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, ২৫ অক্টোবর সকালে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতের চেয়ারম্যান ভ. প. নগিন্ সেই সময়ে পেত্রগ্রাদে ছিলেন; রাত প্রায় ১২টায় তিনি মস্কোর বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সংবাদ দেন যে

রাজধানীতে অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয়েছে। এর ফলে সাংগঠনিক মতপার্থক্য কাটিয়ে ওঠা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। মস্কো কমিটি, মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো ও মস্কো জেলা কমিটির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টি সামরিক কেন্দ্র গঠিত হয় ২৫ অক্টোবর।

মস্কো কমিটি মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত করার প্রশ্নটি আলোচনা করে ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। মস্কো পার্টি কমিটির সদস্যরা যদিও উপলব্ধি করেছিল যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠনে আর বিলম্ব করা যায় না, তবুও তার গঠনবিন্যাস সম্পর্কে মতপার্থক্য ছিল: কেউ কেউ জোর দিচ্ছিল যে লাল রক্ষী বাহিনী, ট্রেড ইউনিয়ন ও সোভিয়েতগুলির বিভিন্ন উপদলের প্রতিনিধিদের থাকা উচিত, আবার অন্যদের মত ছিল যে এই গঠনবিন্যাস যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। ই. ভ. ত্সিভৎসিভাদ্জে ঘোষণা করেন যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে যোগাযোগ না-রাখলে আমাদের কমিটি নিরালম্ব হয়ে হাওয়ায় ভাসবে। ও. আ. পিয়াতনিৎস্কি সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব দেন।

সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত তখনও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রভাবাধীন ছিল বলে মস্কো কমিটির কিছু সদস্য এক নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব করে। কিন্তু সময় অত্যন্ত কম থাকায় তা বাতিল করতে হয়। সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে রেলকর্মীদের এবং ডাক ও তার কর্মচারীদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও বাতিল হয়। স্থির হয়, সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক গোষ্ঠীকে নির্দেশ দেওয়া হবে 'এখনই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি সামরিক কেন্দ্র গঠনের দিকে অগ্রসর হতে', তাতে সোভিয়েতগুলির সদস্যদের মধ্য থেকে থাকবে তিনজন বলশেভিক, একজন মেনশেভিক ও একজন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং লাল রক্ষী বাহিনী ও মস্কো সামরিক জেলার সদর দপ্তর থেকে একজন করে প্রতিনিধি, তার আনুপাতিক হার হবে চারজন বলশেভিক এবং তিনজন অন্যান্য পার্টির প্রতিনিধি।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে লাল রক্ষী বাহিনী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ যেমন সেই সংস্থায় বলশেভিকদের প্রভাবকে সুদৃঢ় করেছিল, তেমনি মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং বিশেষ করে, যার প্রতিবিপ্লবী অবস্থান ছিল প্রশ্নাতীত সেই মস্কো সামরিক জেলার সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল।

মস্কো গুবের্নিয়ার সমস্ত শহরে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পূর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক তারবার্তা পাঠায়, এটিই ছিল অভ্যুত্থানের সংকেত। শ্রমিক ও বিপ্লবী

৪ জুলাই তারিখে পেত্রগ্রাদের মিছিল, অগস্ট ১৯১৭

মস্কোয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলাকালীন প্রচারিত ঘোষণাপত্র

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ক্রনস্টাড্‌ট ও ভিবর্গের নাবিকরা পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছচ্ছে, ২৯ অগাস্ট, ১৯১৭

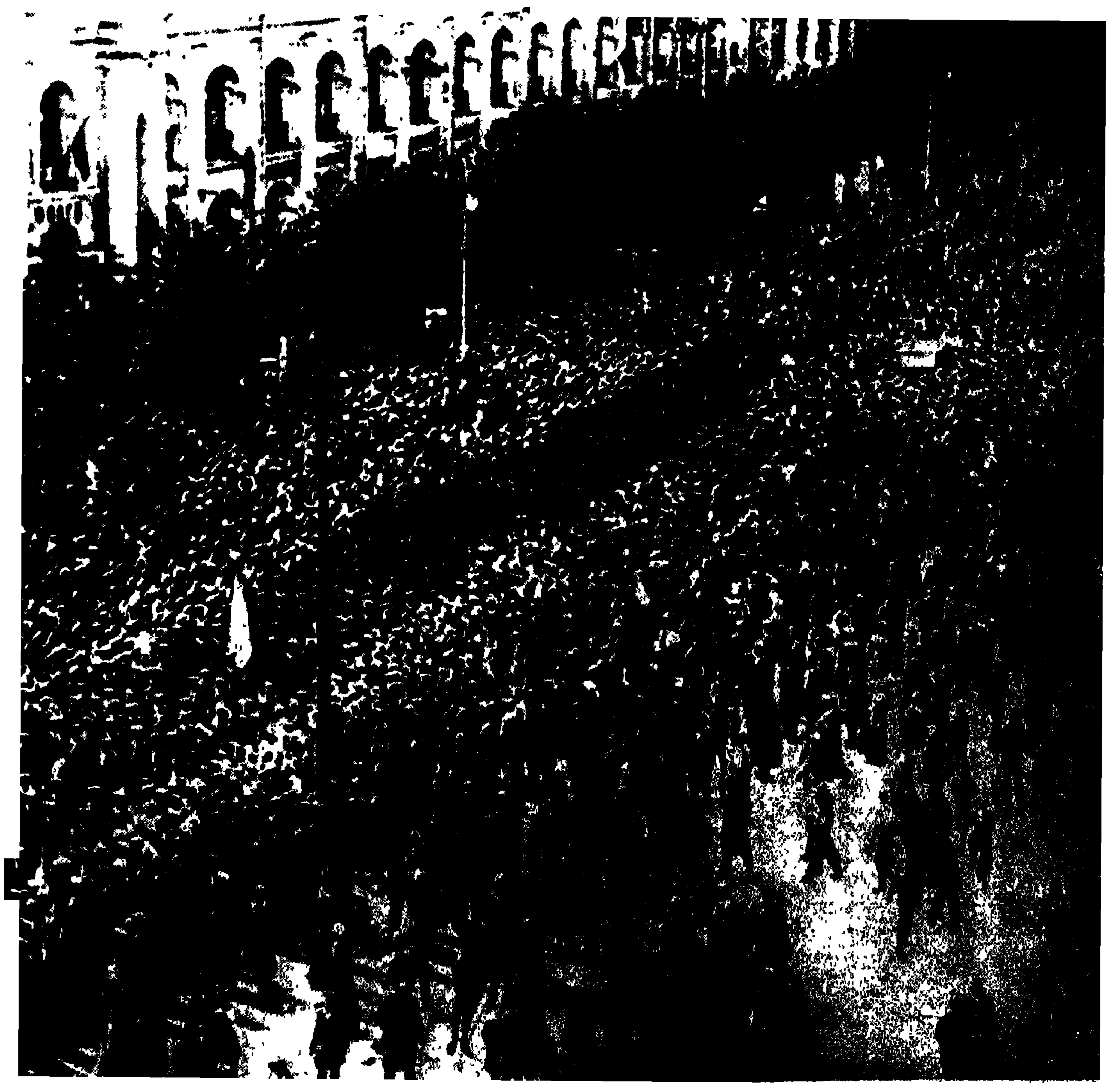

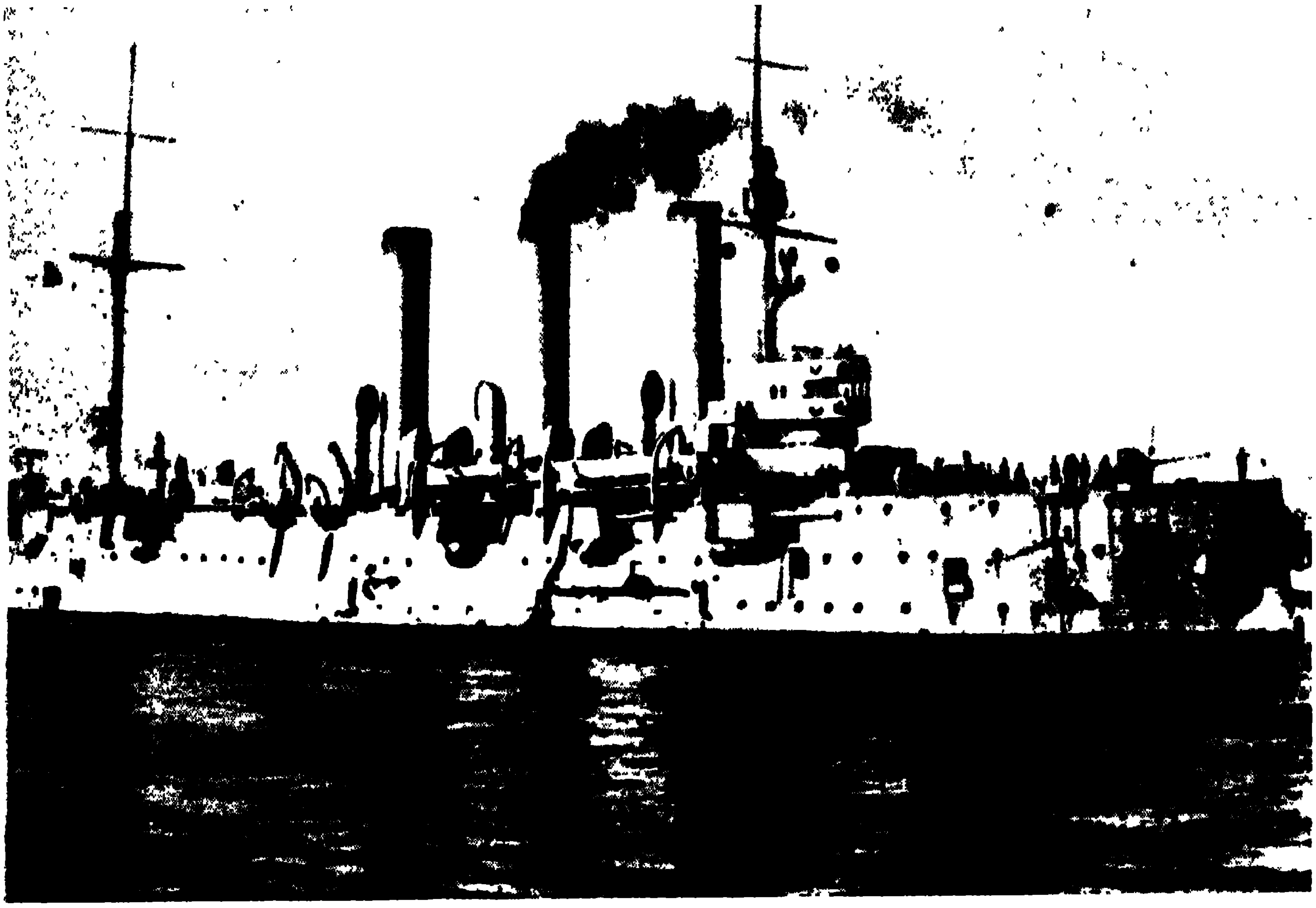

যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা', ১৯১৭

কর্নিলভের অভ্যুত্থানের সময়ে পেত্রগ্রাদের কাছে বিপ্লবী সৈন্যদের একটি চৌকি, অগস্ট ১৯১৭

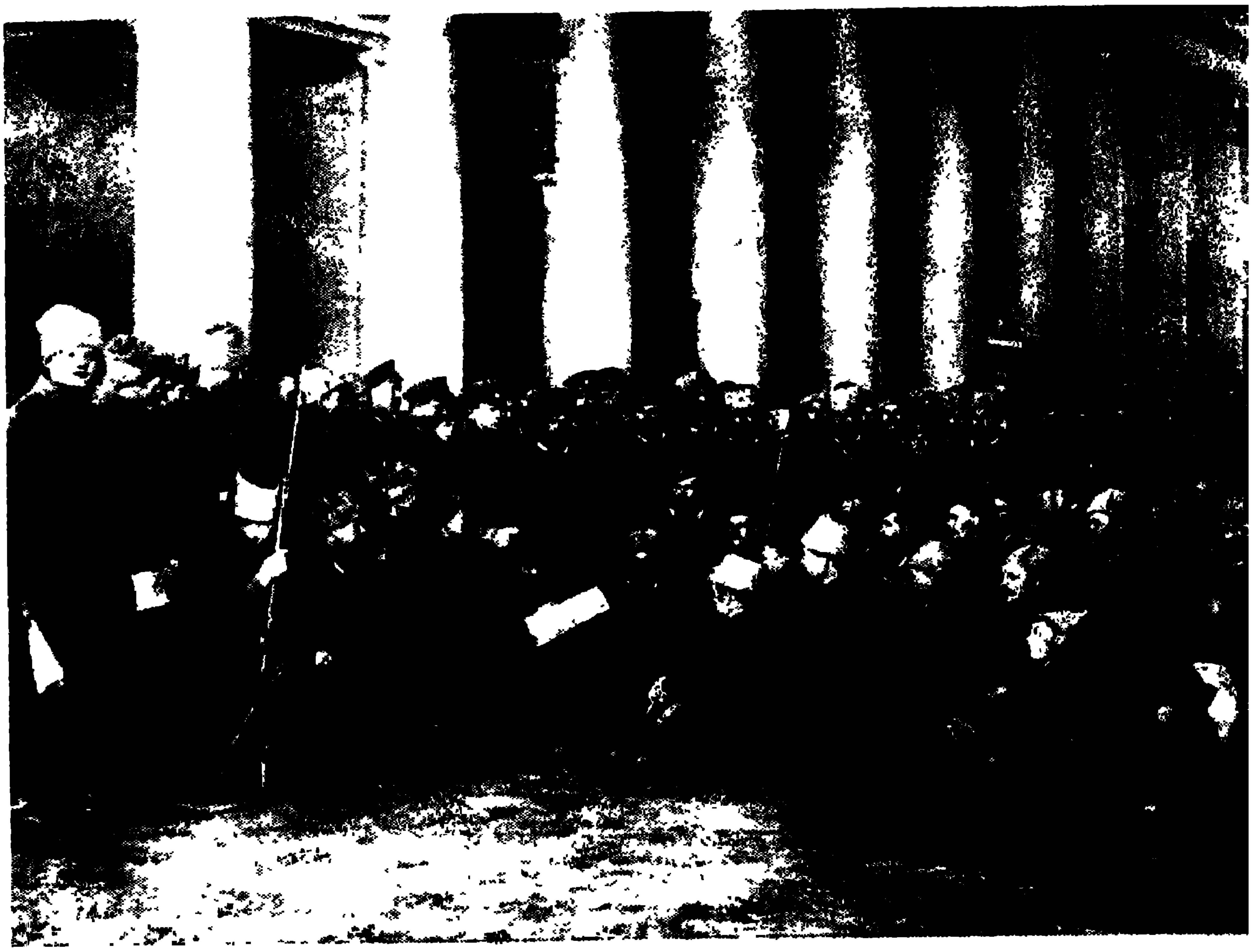

তাউরিদা প্রাসাদের রক্ষীরা 'ইজভেস্তিয়া' পড়ছে, পেত্রগ্রাদ, ১৯১৭

স্মোলনি, পেত্রোগ্রাদে সাঁজোয়া গাড়ি, অক্টোবর ১৯১৭

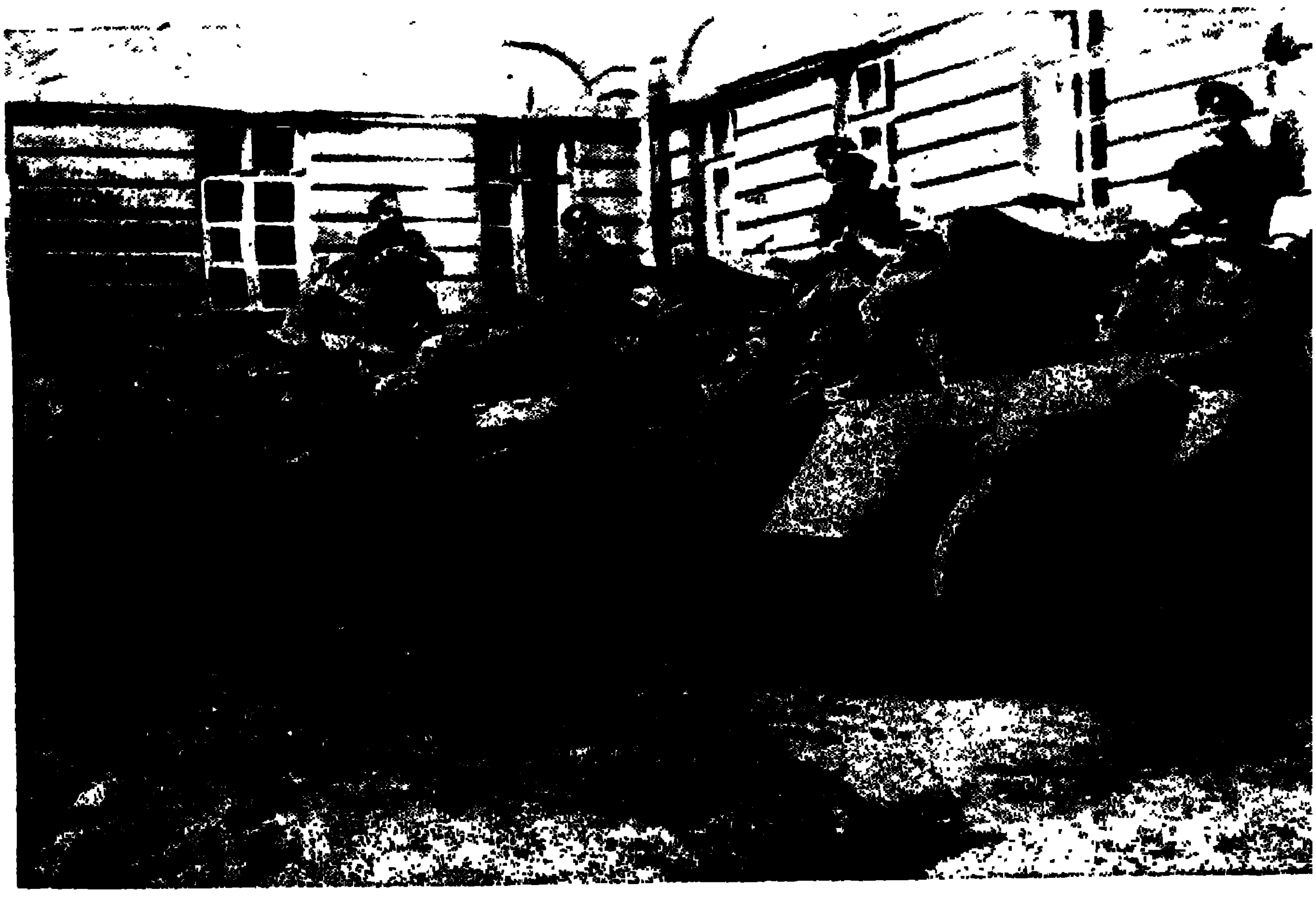

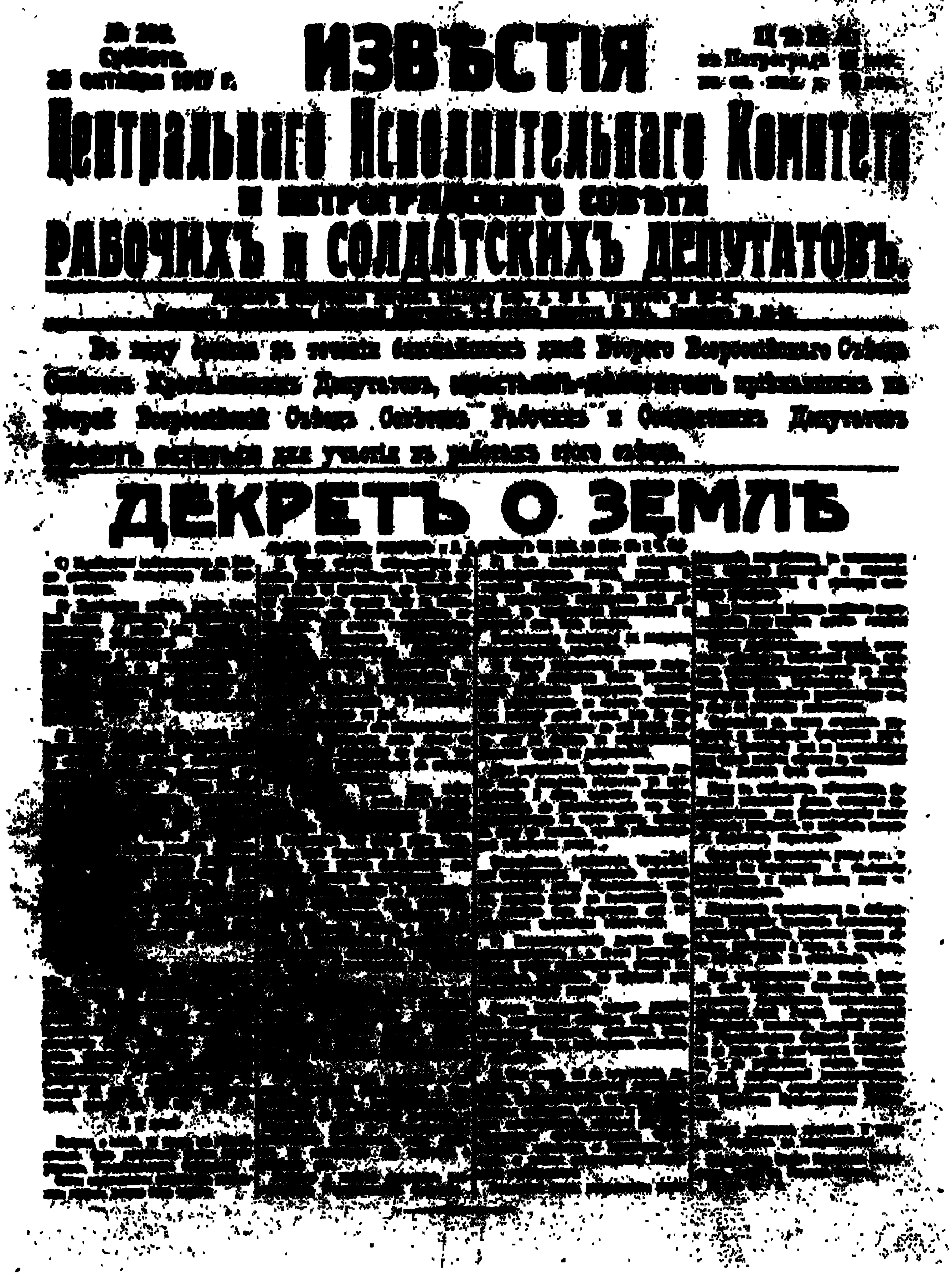

ИЗВѢСТІЯ

Центральнаго Исполнительнаго Комитета

и Петроградскаго Совѣта

РАБОЧИХЪ и СОЛДАТСКИХЪ ДЕПУТАТОВЪ

ДЕКРЕТЪ О ЗЕМЛѢ

জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা

ইয়েকাতেরিনবর্গ স্টেশনের এই লাল রক্ষীরা সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছিলেন, ১৯১৭

একটি গণ-আদালত, পেত্রগ্রাদ, ২ ডিসেম্বর, ১৯১৭

রণাঙ্গনের সৈনিকরা যুদ্ধবিরতির খবরে আনন্দ প্রকাশ করছে, নভেম্বর (ডিসেম্বর) ১৯১৭

সৈন্যদের এক-একটি দল কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিস, কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পাহারা বসায়। স্কবেলেভ (বর্তমানে সোভিয়েত) স্কোয়ারে মস্কো সোভিয়েতে এবং সাধারণত সোভিয়েতের পূর্ণাঙ্গ সভাগুলি যেখানে অনুষ্ঠিত হত সেই পলিটেকনিক্যাল মিউজিয়ামের সামনে মোতায়েন করা হয় সাইকেলারোহীদের কয়েকটি দলকে। জেলা সোভিয়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় 'সমগ্র সামরিক যন্ত্রটিকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য'। অধিকন্তু, বুর্জোয়া সংবাদপত্র 'রুসকোয়ে স্লোভো,' 'উতরো রোসিই,' 'রুস্কিয়ে ভেদমস্তি' এবং 'রান্নেয়ে উতরো' বন্ধ করে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পত্রিকাগুলি গোলযোগ বাধানোর উস্কানিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলছিল। ২৫ অক্টোবর তারিখে মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের ভিতরকার বিভিন্ন পার্টির গোষ্ঠী-ব্যুরোর এক সম্মেলন হয়, তাতে যোগ দেন মেয়র, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ভ. ভ. রুদনেভ এবং মস্কো সামরিক জেলার কম্যান্ডার, কর্নেল ক. ন. রিয়াব্‌ৎসেভ — ইনিও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। বলশেভিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন মস্কো সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প. গ. স্মিদোভিচ ও ইয়ে. ন. ইগনাতভ। মত-বিনিময়ের পর সম্মেলনে এক আপসমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়, স্থির হয় মস্কোর শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের যে যুক্ত পূর্ণাঙ্গ সভা সেই দিনই আহূত হওয়ার কথা সেই সভায় এই প্রস্তাব পেশ করা হবে। স্থির করা হয়েছিল যে পূর্ণাঙ্গ সভায় 'শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য' এক 'অস্থায়ী গণতান্ত্রিক-বিপ্লবী সংস্থা' নির্বাচিত হবে। ('ইজভেস্তিয়া', অক্টোবর ২৬, ১৯১৭) এই সংস্থায় শুধু সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিরাই নয়, শহর ও জেলার স্বশাসন সংস্থা, সারা-রাশিয়া রেলকর্মী ইউনিয়ন এবং ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়ন এবং মস্কো সামরিক জেলা সদর দপ্তরের প্রতিনিধিরাও থাকবে। যে-সংস্থার গঠনবিন্যাস এই রকম সেই সংস্থা সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা না-করে পারে না।

নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার কোনো প্রয়াস না-করে বলশেভিক প্রতিনিধিরা পরিকল্পিত সংস্থায় শুধু প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার সম্পর্কে আপত্তি তোলে। এই অবস্থান ছিল সামরিক-বিপ্লবী কমিটির গঠনবিন্যাস সম্পর্কে মস্কো পার্টি কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় পলিটেকনিক্যাল মিউজিয়মের বিরাট কক্ষে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচনের জন্য মস্কোর শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের এক যুক্ত অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে দেখা দেয় প্রচণ্ড আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা জোর দিয়ে বলতে থাকে যে সংবিধান সভার প্রাক্কালে ক্ষমতা দখল করা উচিত নয়, তারা বলে যে সংবিধান সভাই একমাত্র সংস্থা, জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা যার আছে;

সোভিয়েতসমূহে পার্টিগুলির গোষ্ঠী-ব্যুরো যে আপসমূলক প্রস্তাব প্রণয়ন করেছিল, তারা চায় সেটিই গৃহীত হোক। 'ঐক্যবিধায়কদের' গোষ্ঠীটি দোদুল্যমানতা দেখায়। বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে সমর্থন করা উচিত, একথা ঘোষণা করলেও তারা এই বিষয়ে অটল থাকে যে আপসমূলক প্রস্তাবে উল্লিখিত সমস্ত সংগঠনকে নিয়েই বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন করতে হবে।

তুমুল তর্কবিতর্কের পর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বলশেভিক গোষ্ঠী এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে: আজকের পূর্ণাঙ্গ সভায় মস্কোর শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ সাতজনের এক বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত করছে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের পূর্ণাঙ্গ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগঠন ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার এই বিপ্লবী কমিটির থাকবে। নির্বাচিত বিপ্লবী কমিটি এখনই কাজ করতে শুরু করবে, তার উদ্দেশ্য হবে পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বিপ্লবী কমিটিকে সর্বপ্রযত্নে সমর্থন করা। এই প্রস্তাবটি ৩৯৪-১০৬ ভোটে গৃহীত হয়, ভোটদানে বিরত থাকে ২৩ জন।

এই প্রস্তাবে মস্কোর প্রলেতারিয়েত ও সৈনিক প্রতিনিধিরা খোলাখুলি ঘোষণা করে যে তারা সোভিয়েতসমূহের জন্য লড়াই করতে এবং পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের ও বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিকদের সমর্থন করতে প্রস্তুত। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, তাদের বামপন্থী গোষ্ঠী বাদে, ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করতে এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে প্রতিনিধি রাখতে অস্বীকার করে, ঘোষণা করে যে অভ্যুত্থান থেকে জনগণকে বিমুখ করার জন্য তারা তাদের প্রভাব কাজে লাগাবে। মেনশেভিকরা বলশেভিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়, কিন্তু বলে যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে বলশেভিক কৌশলের বিরুদ্ধে লড়ার উদ্দেশ্যে সেই সংস্থায় তারা প্রতিনিধি রাখবে।

মস্কোর সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে ছিল ১৩ জন সদস্য ও বিকল্প সদস্য, তাদের মধ্যে আটজন ছিল বলশেভিক এবং পাঁচজন মেনশেভিক ও 'ঐক্যবিধায়ক'। নজন ছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত থেকে এবং চারজন সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত থেকে। পরে অন্য সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়: শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি, শহরের কারখানা ও অফিস কর্মীদের ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের। লাল রক্ষী বাহিনীর নেতা আ. স. ভেদেরনিকভকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সব মিলিয়ে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে ছিল ৩০ জনের বেশি সদস্য। আপসপন্থী ঝোঁকের প্রবক্তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ফলে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাজে প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটি একটি সদর দপ্তর তৈরি করে, অভ্যুত্থানকে তা কর্মতৎপরতা চালানোর ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিল। মস্কোর ১২টি জেলার সবকটিতেই সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। সেগুলি প্রায় পুরোপুরি

বলশেভিকদের নিয়েই তৈরি ছিল এবং অভ্যুত্থানের সময়ে সেগুলির বলিষ্ঠতা ও সুসংগতির কারণও ছিল সেটাই। বহু কারখানায় লাল রক্ষী ইউনিট সংগঠিত করার জন্য, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার জন্য এবং জেলা কমিটিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য পাঁচজন ও তিনজনের কমিটি গঠিত হয়।

অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে মস্কোয় ছিল ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ লাল রক্ষী, আর ২৫ অক্টোবর তারিখে এই সংখ্যা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির পিছনে শহরের গ্যারিসনের অধিকাংশের সমর্থন ছিল। বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে একটা প্রবল শক্তি ছিল দ্ভিনৎসি* নামে অভিহিত ব্যক্তিরা (প্রায় ৯০০ জন)। সব মিলিয়ে বিপ্লবের পক্ষে ছিল অন্তত ৩০,০০০ যোদ্ধা, পরে এই সংখ্যা আরও স্ফীত হয়।

শহরের প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। ২৪ অক্টোবর তারিখে শহর দুমা অস্থায়ী সরকারের প্রতি তার দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করে এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন শক্তিগুলির নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপ দমন করার জন্য 'এক বিপ্লবী' সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন, পলিটেকনিক্যাল মিউজিয়ামে যখন সোভিয়েতসমূহের অধিবেশন চলছিল এবং অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নির্বাচন, সেই সময়ে দুমা তার শেষ অধিবেশন আহ্বান করে। মেয়র ভ. ভ. রুদনেভ (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি) পেত্রগ্রাদের ঘটনাবলীকে মুষ্টিমেয় কিছু ষড়যন্ত্রকারীর কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে মস্কোর সর্বোচ্চ ক্ষমতা হিসেবে দুমা পেত্রগ্রাদে এখন যা ঘটছে তা অনুমোদন করতে পারে না।

রুদনেভের পরে বক্তৃতা দিতে উঠে বলশেভিক ই. ই. স্কভর্ৎসভ-স্তেপানভ ঘোষণা করেন, 'আজ আপনারা সংখ্যালঘু। দুমা এখন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। দেশের ভবিষ্যতের নামে আমরা খোলাখুলি ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ক্ষমতা দখল করছে অকিঞ্চিৎকর এক সংখ্যালঘু অংশ নয়, বরং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিরা।' এই বিবৃতি দেওয়ার পর বলশেভিক গোষ্ঠী সভাকক্ষ ত্যাগ করে।

ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এই মর্মে ঘোষণা করে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, দুমায় সেটি ৮০-১৪ ভোটে গৃহীত হয়। তার পরে ভ. ভ. রুদনেভ ও সামরিক

* দ্ভিনৎসি — উত্তর রণাঙ্গনের ৫ম সেনাবাহিনীর সৈনিকবৃন্দ; অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য এদের গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করেছিল দ্ভিনস্ক জেলে (নামটির উৎপত্তি এখান থেকেই); পরে এদের কয়েকজনকে মস্কোর বুতিরস্কায়া জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে জনগণের চাপে তাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং অক্টোবরে তারা মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

জেলা কম্যাণ্ডার ক. ন. রিয়াবৎসেভের নেতৃত্বে এক জন-নিরাপত্তা কমিটি গঠিত হয়। দুমার সদস্যবৃন্দ ও মস্কো সামরিক জেলা সদর দপ্তরের অফিসাররা ছাড়াও এই কমিটিতে ছিল রেলকর্মী ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি, ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়ন, মস্কো উয়েজদ পরিষদ এবং কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিরা—যারা এই সব সংগঠনের নিচুতলার সাধারণ সদস্যদের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করত না। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস পেত্রগ্রাদে আরম্ভ হয়েছে—এই বিজ্ঞপ্তি পেয়ে রুদনেভ শহর ও জেলা পরিষদগুলির কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে নির্দেশ দেন: এখনই এমন প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুন যারা সংবিধান সভার প্রতি সমর্থন সংগঠিত করার জন্য প্রথম ডাকেই সমবেত হবে। রুদনেভ চেয়েছিলেন সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতায় শহর ও জেলা পরিষদগুলির এক কংগ্রেস আহবান করতে। তদুপরি, পরিকল্পনা করা হয়েছিল নতুন এক অস্থায়ী সরকার গঠনের, বিশেষ করে এই কারণে যে অস্থায়ী সরকারের কয়েকজন সদস্য পেত্রগ্রাদ থেকে পালিয়ে ২৬ অক্টোবর তারিখে মস্কোয় এসে উপস্থিত হয়েছিল। সাধারণ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে এক তারবার্তা পাঠিয়ে রুদনেভ লিখেছিলেন যে এখন মস্কোর একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা দরকার।

পেত্রগ্রাদে ক্যাডেটদের অভ্যুত্থান, রাজধানী অভিমুখে কেরেনস্কি-ক্রাসনভের অভিযান এবং মস্কোয় এক নতুন অস্থায়ী সরকার গঠন বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক সামূহিক পরিকল্পনারই অঙ্গ ছিল। বিপ্লবকে তা বিপন্ন করে তুলেছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে এই পরিকল্পনার নির্ভরস্থল ছিল প্রতিবিপ্লবের আয়ত্তাধীন সশস্ত্র বাহিনী। মস্কো সামরিক জেলা সদর দপ্তর নির্ভর করতে পারত আলেক্সান্দ্রভস্কি ও আলেক্সেয়েভস্কি সামরিক স্কুলের ৩,২০০ ক্যাডেট এবং ছটি এনসাইন স্কুলের প্রায় ৩,৬০০ ক্যাডেটের উপরে। ক্যাডেটদের তিনটি কোর রণক্ষেত্রে ৩০০-র বেশি ফৌজ নামাতে পারত না। স্কুলের উ'চু ক্লাসের বুর্জোয়া ছাত্র ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের নিয়ে গঠিত খণ্ডবাহিনীগুলিতে ছিল প্রায় ৩,০০০ সশস্ত্র লোক। অধিকন্তু, মস্কোয় সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ছিল, বেশির ভাগই বিপ্লবের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন। মোটের উপরে, রিয়াবৎসেভের হাতে ছিল প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য। প্রতিবিপ্লবী ইউনিটগুলি ছিল ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র। অধিকন্তু, তারা বুর্জোয়া লোকজনকে নিয়ে গঠিত প্রায় ৫,০০০ জনের 'হোম গার্ড' বাহিনীর সমর্থনের উপরে নির্ভর করতে পারত। কিন্তু জননিরাপত্তা কমিটি সব চাইতে বেশি ভরসা করেছিল রণাঙ্গন থেকে সৈন্য আসার উপরে, রণাঙ্গন থেকে কমিটি উৎসাহব্যঞ্জক তারবার্তা পাচ্ছিল। কমিটি জনসাধারণের উদ্দেশে এক আবেদন প্রকাশ করে বলে যে সেই একমাত্র বৈধ ক্ষমতা এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সমস্ত আদেশ পালনীয় নয়।

মস্কোর পরিস্থিতি ছিল এই যে অধিকাংশ জেলা ছিল স্থানীয় বিপ্লবী কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণে। কারখানাগুলি ছিল মজবুত ঘাঁটি, বিপ্লবের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল সেখানেই। রেল-স্টেশনগুলি ছিল বিপ্লবী সৈন্যদের হাতে। বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার সহ ক্রেমলিনে ছিল বিপ্লবের প্রতি অনুগত ৫৬তম সংরক্ষিত রেজিমেণ্টের পাঁচটি কম্পানি। এও সত্যি যে রিয়াবৎসেভের সদর দপ্তর ও ইউক্রেনীয় বাহিনীর সদর দপ্তরও ছিল ক্রেমলিনে, এবং পরিস্থিতি তাতে জটিল হয়েছিল। অভ্যুত্থানের প্রধান সংস্থা — পার্টি-কেন্দ্র ও সামরিক-বিপ্লবী কমিটির অফিস ছিল স্কবেলেভস্কায়া স্কোয়ারস্থিত সোভিয়েতে এবং জেলাগুলির সঙ্গে তার নিরন্তর যোগাযোগ ছিল।

প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটি ছিল শহরের কেন্দ্রে। এগুলি ছিল ভস্ক্রেসেনস্কায়া স্কোয়ারের শহর দুমা (বর্তমানে রেভলিউশন স্কোয়ারের লেনিন মিউজিয়ম) যেখানে জন-নিরাপত্তা কমিটির সদর দপ্তর ছিল, মেট্রোপোল হোটেল, অশ্বারোহণ স্কুল, প্রেচিসতেঙ্কায় (বর্তমানে ক্রপোতকিনস্কায়া স্ট্রিট) মস্কো সামরিক জেলা সদর দপ্তর, আরবাতস্কায়া স্কোয়ার ও জ্নামেন্কার (বর্তমানে ফ্রুন্জে স্ট্রিট) মোড়ে আলেক্সান্দ্রভস্কি সামরিক স্কুল, ক্রিমস্কায়া স্কোয়ারের কমিসারি ডিপো এবং অস্তোজেন্কা (বর্তমানে মেত্রোস্ত্রোয়েভস্কায়া স্ট্রিট) ও ক্রিমস্কায়া স্কোয়ারের মোড়ে 'ত্সারেভিচ নিকোলাই' লাইসিয়ম। তা ছাড়াও তার নির্ভরস্থল ছিল ৫ম এনসাইন স্কুল (খামোভনিচেসকো-দরোগমিলোভস্কি জেলা), ক্যাডেট কোর (বাসমান্নি জেলা) ও ক্রুতিতস্কিয়ে ব্যারাক (রগোর্জস্কি জেলা)।

অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার সময়ে মস্কোর সামরিক-বিপ্লবী কেন্দ্রের শক্তি ছিল সংখ্যাগতভাবে বেশি এবং সুবিধাজনক অবস্থায়, উদ্যোগ ছিল তাদের হাতে এবং নৈতিক দিক দিয়ে তারা ছিল অধিকতর শক্তিশালী। এই পরিস্থিতিতে শিল্পকলা হিসেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসীয় শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ রূপে প্রয়োগ করা অবশ্যকর্তব্য ছিল, বিপ্লবের সমস্ত শক্তির অটল দৃঢ়পণে আক্রমণোদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার ছিল। কিন্তু, ঘটনাবলী ঘটল ভিন্নভাবে। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার নিজের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে এবং তার কী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। মেনশেভিকরা চায় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি অন্যান্য 'গণতান্ত্রিক' সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং মস্কো সামরিক জেলা সদর দপ্তরের সঙ্গে 'শান্তি সমঝোতা' সম্পর্কে আলোচনা শুরু করুক। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির বলশেভিকরা তা অগ্রাহ্য করে। তারপর, ২৬ অক্টোবর সকালে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার প্রথম আদেশ প্রকাশ করে, তাতে বলা হয় যে সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাচিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটি কর্তব্যভার গ্রহণ করেছে এবং মস্কো গ্যারিসনকে তার আদেশ অনুযায়ী কাজ করার এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির ছাড়া

অন্য কারও আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাহ্য করার নির্দেশ দিয়েছে। সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিতে, মিলিশিয়ায় এবং ডাক ও তার অফিসগুলিতে কমিসার নিযুক্ত করার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে লাল রক্ষীদের মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়ে জেলা সোভিয়েতগুলির কাছে তারবার্তা পাঠানো হয়। এছাড়াও, 'কমরেড সৈনিকদের প্রতি,' 'কমরেড কৃষকদের প্রতি,' 'কমরেড রেলকর্মীদের প্রতি' এবং 'ডাক ও তার কর্মচারীদের প্রতি' শিরোনামে কমিটি আবেদন প্রকাশ করে, যা ঘটছে তার তাৎপর্য তাতে ব্যাখ্যা করা হয় এবং সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জনগণকে সংগ্রাম করার আহ্বান জানানো হয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই কাজগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী, কিন্তু অবিলম্বে সশস্ত্র সংগ্রামের, ক্ষমতা দখলের, প্রতিবিপ্লবের সর্দারদের গ্রেপ্তার করার এবং অফিসার ও ক্যাডেটদের বাহিনীগুলিকে দমন ও নিরস্ত্র করার ডাক তাতে দেওয়া হয়নি।

২৬ অক্টোবর দিনটি শুরু হয় শান্তভাবে। কোনো পক্ষ থেকেই কোনো সক্রিয়তা দেখা যায় না। অতি প্রত্যূষে, ক্রেমলিনের কমিসার রূপে নিযুক্ত বলশেভিক ইয়ে. ইয়ারোস্লাভস্কি ১৯৩তম রেজিমেন্টের একটি কম্পানির নেতৃত্ব দিয়ে ক্রেমলিনে প্রবেশ করেন সেখানকার গ্যারিসনের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য এবং অস্ত্রভাণ্ডার থেকে অস্ত্রশস্ত্র নেওয়ার জন্য, কারণ লাল রক্ষীদের ইউনিটগুলিতে অস্ত্রের নিদারুণ অভাব ছিল। ক্যাডেটরা বিপ্লবী সৈনিকদের ক্রেমলিনে প্রবেশে বাধা দেয়নি, কিন্তু রাইফেল-বোঝাই ট্রাকগুলি যখন ত্রইৎস্কিয়ে ফটক থেকে বার হতে থাকে তখন সেগুলিকে থামিয়ে আটক করা হয়। ইয়ারোস্লাভস্কি পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে অস্ত্রবলে পথ পরিষ্কার করার এবং ক্রেমলিন থেকে অস্ত্র বার করে নিয়ে যাওয়ার সব সম্ভাবনাই ছিল, কিন্তু সেই সময়ে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাছ থেকে পাওয়া একটি বার্তার বলা হয়েছিল যে রিয়াবৎসেভের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াতে হবে। বস্তুতই, দৃঢ়পণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে এই অভিমতেরই প্রাধান্য ছিল যে জন-নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে আলোচনা চালানো উচিত। ইতিমধ্যে পেত্রগ্রাদ থেকে ফিরে-আসা বলশেভিক ভ. প. নগিন এবং মস্কো সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির একদল আপসকামী সদস্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তার উদ্দেশ্য হিসেবে দেখান—বিপ্লবী বাহিনীর দুর্বলতা, এবং অস্ত্রাভাব। জন-নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে সমঝোতা করতে বলে এবং পেত্রগ্রাদে রক্তপাতহীন বিজয়ের কথা উল্লেখ করে নগিন এই কথাটি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে বিপ্লবের শত্রুদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সে-বিজয় অর্জিত হয়নি, হয়েছে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির, শ্রমিক ও সৈনিকদের দৃঢ়পণ তৎপরতার মধ্যে দিয়ে; আর যে রিয়াবৎসেভ চেয়েছিলেন কিছুটা সময় পেতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূল মুহূর্ত বেছে নিতে, তাঁর কথাবার্তা চালানোর

ব্যাপারে সম্মতিকে গণ্য করা হয়েছিল বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার ঐকান্তিক বাসনা বলে।

আলোচনায় রিয়াবৎসেভ টালবাহানার আশ্রয় নেন, পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে ১৯৩তম রেজিমেণ্টের সৈন্যদের কম্পানিটিকে ক্রেমলিন থেকে সরিয়ে নিতে হবে এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে ক্রেমলিনের চারপাশে ক্যাডেটদের বেষ্টনী তুলে নেওয়া হবে। একথা যখন মেনে নেওয়া হয় এবং ২৭ অক্টোবর সকালে উক্ত কম্পানিটি যখন ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে যায়, তখন রিয়াবৎসেভ দেখান তাঁর আসল মতলব কী ছিল। ক্রেমলিনের চারপাশের বেষ্টনী আবার কায়েম করা হয়, সেই দিনই সন্ধ্যায় মস্কো সোভিয়েত একটি চরমপত্র পায়; এই চরমপত্রে রিয়াবৎসেভ দাবি করেন সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ভেঙে দিতে হবে এবং ক্রেমলিন থেকে সমস্ত বিপ্লবী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, অন্যথায়, তিনি হুমকি দেন, মস্কো সোভিয়েতের উপরে কামানের গোলাবর্ষণ করা হবে।

ইতিমধ্যে, মস্কোর সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তি, পার্টি ও গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে। রিয়াবৎসেভের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মেনশেভিকরা চরমপত্রের ভাষায় দাবি করে যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সমস্ত আদেশে সাতজন সদস্যের সকলেরই স্বাক্ষর থাকতে হবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা ছিল সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে সম্পূর্ণ রূপে বিশৃঙ্খল করার সমতুল্য। তার উপরে তারা জোর দিতে থাকে জন-নিরাপত্তা কমিটিতে সোভিয়েতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানোর উপরে এবং রিয়াবৎসেভের চরমপত্রে উল্লিখিত মস্কোর সামরিক জেলা সদর দপ্তরের দাবি নিঃশর্তভাবে পূরণ করার উপরে। একথা স্পষ্ট ছিল যে তারা অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদায়ক সংস্থা হিসেবে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে খতম করে দিতে চায়। বলশেভিকরা যখন এই সব দাবি প্রত্যাখ্যান করে, মেনশেভিকরা সামরিক-বিপ্লবী কমিটি থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের চলে যাওয়ায় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি আরও ঐক্যবদ্ধ ও সমরোপযোগী হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু যথেষ্ট সময় ও উদ্যোগ অপচিত হয়ে গিয়েছিল। দুদিন আগে অপেক্ষাকৃত সহজেই এবং ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতিতে যা অর্জন করা যেত, এখন তার জন্য দরকার হল যথেষ্ট প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ। রিয়াবৎসেভের চরমপত্রটি আনুষ্ঠানিক ভোটাভুটি ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল হয়। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বিপ্লবী সেনাবাহিনীর জন্য এক সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তার প্রধান প্রধান বিষয় ছিল:

১. সমস্ত সামরিক তৎপরতা পরিচালিত হবে একটি কেন্দ্র থেকে।

২. জেলাগুলি তাদের সামরিক বাহিনীকে কেন্দ্রে নিয়ে যাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। পৃথক তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে সেখানেই যেখানে সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে তার সংঘাত বাধবে না।

৩. মনে রাখতে হবে যে জেলাগ্নলির পক্ষে পশ্চাদ্ভাগ নিরাপদ নয় এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে মস্কোর বাইরে থেকে কাজ চালাতে হতে পারে।

৪. সমস্ত তৎপরতা হবে দৃঢ়পণ ও উৎসাহপূর্ণ।

ইতিমধ্যে, মস্কোর বিভিন্ন জেলায় লড়াই বেধে গিয়েছিল। ২৬ অক্টোবর তারিখে জামোস্কভোরেচিয়ে জেলার লাল রক্ষীরা কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রটি দখল করে এবং সেই জেলায় প্রবেশের পথ, কামেন্নি সেতুর উপরে প্রহরী মোতায়েন করে। সিমোনভস্কি জেলায় বারুদ রাখার ডিপোগুলি দখল করার জন্য ক্যাডেটদের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হয়। সুশ্চেভস্কো-মারিনস্কি জেলায় লাল রক্ষীরা পোস্ট অফিস, ব্যাংক, মিলিশিয়া কমিসারিয়েট এবং আলেক্সান্দ্রভস্কায়া (বর্তমানে অক্তিয়াবর্স্কায়া) স্ট্রিটের 'ওলিম্পিয়া' সিনেমাটি দখল করে।

মেনশেভিকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর সামরিক-বিপ্লবী কমিটি যে উৎসাহপূর্ণ কর্মতৎপরতা শুরু করে, তা শ্রমিক ও সৈনিকদের সংগঠনগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ব্যুরো ও ১৭টি পর্ষতের এক জরুরী যুক্ত সভায় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সঙ্গে কাজের সমন্বয়সাধনের জন্য নজনের এক বিপ্লবী কেন্দ্র নির্বাচিত করে। এই সংগঠনগুলি আগেই সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে তাদের সংহতি ঘোষণা করেছিল। সেই দিনই, কম্পানি কমিটিগুলির এক সভায় এবং মস্কো গ্যারিসনের সমস্ত ইউনিটের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সৈনিকরা একমাত্র শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকেই স্বীকার করে এবং একমাত্র সামরিক-বিপ্লবী কমিটির আদেশ পালন করবে। তারা দাবি করে রিয়াবৎসেভকে অবিলম্বে ক্রেমলিন থেকে ক্যাডেটদের সরিয়ে নিতে হবে এবং সেখানে অবরুদ্ধ ৫৬তম রেজিমেন্টের সৈন্যদের মুক্তি দিতে হবে।

২৬ অক্টোবর তারিখে কলোমনা, পদোলস্ক, বগোরদস্ক, ওরেখভো-জুয়েভো, ক্লিন, মজাইস্ক এবং মস্কোর নিকটবর্তী অন্যান্য শহরে সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা চলে এসেছে, এই সংবাদ মস্কোয় শ্রমিক ও সৈনিকদের উপরে জোরালো প্রভাব বিস্তার করে। মস্কোয় বিপ্লবী উত্তেজনা বেড়ে ওঠে। ঘটনা প্রবাহ অগ্রসর হচ্ছিল দৃঢ়পণ তৎপরতার দিকে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি লড়াইয়ের জন্য সশস্ত্র লাল রক্ষীদের প্রস্তুত রাখতে এবং যাদের অস্ত্র নেই তাদের কমিটির কাছে পাঠাতে নির্দেশ দেয় জেলা কমিসারদের।

মস্কো সামরিক জেলার কম্যাণ্ডার মস্কো সোভিয়েতের ভবনটি অবরোধ করে দখল করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর পাড়াগুলিকে, মুখ্যত জামোস্কভোরেচিয়ে জেলাকে শহরের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। মস্কভোরেৎস্কি, কামেন্নি ও ক্রিমস্কি সেতুগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য তিনি ক্যাডেটদের মোতায়েন করেন। ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায়, সামরিক-বিপ্লবী কমিটির

আদেশে দ্ভিনৎসির চারটি কম্পানি ইয়ে. ন. সাপ্নভের নেতৃত্বে যখন জামোস্কভোরেচিয়ে জেলা থেকে মস্কো সোভিয়েত অভিমুখে যাত্রা করে, তাদের মস্কভোরেৎস্কি সেতুর উপর দিয়ে যেতে দেওয়া হয়, কিন্তু লাল চকে তাদের উপরে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। দ্ভিনৎসিদের প্রচুর হতাহত হয়, তাদের স্কবেলেভস্কায়া চকে যাওয়ার পথ করে নিতে হয় লড়াই করে। এই যুদ্ধে তাদের কম্যাণ্ডার ইয়ে. ন. সাপ্নভ মারাত্মক আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হতাহত হয় বহু ক্যাডেট। মস্কোয় সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা হয় এখান থেকেই এবং তা চলে সারা সপ্তাহ ধরে। সেই রাত্রেই ক্যাডেটরা দানিলোভস্কি জেলা সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে উচ্ছেদ করে এবং ১ম সংরক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যূহে ঢুকে পড়ে দুটি কামান দখল করে এবং কতকগুলি কামানের ক্ষতি করে। ক্যাডেটদের একটি খণ্ডবাহিনী বরোদিনস্কি সেতুটি দখল করে নেয় এই আশায় যে রণাঙ্গন থেকে সৈন্যরা এসে ব্রিয়ানস্ক (বর্তমানে কিয়েভ) রেল-স্টেশনে এসে পেঁছনো পর্যন্ত তারা এটি দখলে রাখবে।

২৭-২৮ অক্টোবর রাত্রে এবং ২৮ অক্টোবর তারিখে ক্যাডেটরা ক্রিমস্কি সেতু থেকে স্মোলেনস্কি বাজার পর্যন্ত সাদোভি রিং রোডের একটি অংশ দখল করে খামোভনিকি-দরোগোমিলভস্কি জেলাকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অফিসার-ক্যাডেট খণ্ডবাহিনীগুলি ত্ভেরস্কয় (বর্তমানে পুশকিনস্কি) বুলভারে পৌর-ভবনে ঘাঁটি গেড়ে বসে, প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন করে তোলে মস্কো সোভিয়েত ভবনকে। বিপ্লবী শ্রমিকদের সব চাইতে গুরুতর ক্ষতি হয় ২৮ অক্টোবর সকালে। রিয়াবৎসেভ ভালো করেই জানতেন যে শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রাধান্য বিস্তার করে শক্তিশালী দুর্গ ক্রেমলিন যতদিন সামরিক-বিপ্লবী কমিটির হাতে থাকবে, ততদিন প্রতিবিপ্লবী বাহিনী দ্রুত জয়লাভের ভরসা করতে পারে না। ক্রেমলিনের উপরে আক্রমণ চালানোর মতো যথেষ্ট সৈন্যবল ছিল না বলে তিনি একটি প্ররোচনার আশ্রয় নেন। ক্রেমলিনে প্রহরারত ৫৬তম রেজিমেণ্টের সৈন্যরা অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছিল; সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না, টেলিফোন ছিল সেই সব অফিসারের নিয়ন্ত্রণে, যারা ক্রেমলিনে থেকে গিয়েছিল; আর ইয়ারস্লাভস্কির কাছ থেকে যিনি কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন, ক্রেমলিনের কম্যাণ্ডাণ্ট সেই এনসাইন ও. ম. বেরজিন শহরে কী ঘটছে তার কিছুই জানতেন না। রিয়াবৎসেভ এই অবস্থাকে কাজে লাগালেন। বেরজিনকে টেলিফোন করে তিনি বললেন যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শহর চলে এসেছে জন-নিরাপত্তা কমিটির হাতে এবং তাঁকে এখনই আত্মসমর্পণ করে দুর্গটি ছেড়ে দিতে হবে, অন্যথায় গোলাবর্ষণ করা হবে। বেরজিন এই প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে ত্রইৎস্কিয়ে ফটক খুলে দেন। প্রবল বেগে ঢুকে-পড়া ক্যাডেটরা বহু সৈনিককে গুলি করে হত্যা করে এবং স্বয়ং বেরজিন গ্রেপ্তার ও প্রহৃত হন।

২৭-২৮ অক্টোবরের রাতটি ছিল মস্কোর বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে সব চাইতে দুরূহ ও সংকটময় সময়। উদ্যোগ চলে গিয়েছিল প্রতিবিপ্লবের হাতে। জেলাগুলির সঙ্গে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির যোগাযোগ ছিল সামান্যই। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, দীর্ঘ আলোচনার পর সামরিক-বিপ্লবী কমিটি জেলাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন ও তার একটিতে ঘাঁটি তৈরি করার নির্দেশ দেয়। ঠিক হয়, আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালানো হবে কেন্দ্রে, আর জেলাগুলিতে শুরু করা হবে পার্টিজান লড়াই। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কিছু সদস্য এই ব্যবস্থার রাজনৈতিক ফলাফল এবং আত্মরক্ষামূলক কৌশলের অসারতা উপলব্ধি করতে অপারগ হয়ে প্রস্তাব করে মস্কো সোভিয়েত ভবন ত্যাগ করে একটি জেলায় চলে যাওয়া হোক এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করা হোক। যাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ এই প্রস্তাব বাতিল করে। মস্কো সোভিয়েত ভবনের শ্রমিক ও লাল রক্ষীরা শহরের কেন্দ্র থেকে কোনো রকম সরে যাওয়ার প্রচন্ড প্রতিবাদ করে এবং ঘোষণা করে যে কাপুরুষের মতো শ্বেত রক্ষীদের হাতে সোভিয়েতকে সমর্পণ করার চাইতে তারা বরং সোভিয়েতকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করবে। স্থির হয় যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কয়েকজন সদস্য জেলাগুলিতে সংগ্রাম সংগঠিত করতে যাবে, এবং বাকিরা মস্কো সোভিয়েতেই থাকবে বিপ্লবের রাজনৈতিক কেন্দ্র ও সামরিক দুর্গ হিসেবে তাকে রক্ষা করার জন্য। প্রতিবিপ্লব তখন উল্লসিত। কর্নেল রিয়াবৎসেভ সাধারণ সদর দপ্তরকে জানান যে অভ্যুত্থান এক অসংগঠিত চরিত্র গ্রহণ করেছে, আর সাধারণ সদর দপ্তর আবার কালবিলম্ব না-করে সমস্ত রণাঙ্গনে ঘোষণা করে দেয় যে মস্কোয় বলশেভিকরা আজ 'বিপ্লব রক্ষা কমিটির' কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ক্রেমলিন মুক্ত করা হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করা হচ্ছে।

কিন্তু এই উল্লাস ছিল নিতান্তই অকাল-উল্লাস। সাময়িকভাবে ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও মস্কোর প্রলেতারিয়েত কোনো মতেই এই বিশ্বাস হারায়নি যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হবে। মস্কো একা ছিল না। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয়েছে। সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস তার কাজ শেষ করেছে শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা পাস করে এবং লেনিনের নেতৃত্বে এক সোভিয়েত সরকার গঠন করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোর ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ রেখেছিল, তার সাহায্যার্থে যাওয়ার জন্য শক্তি সংগ্রহ করছিল। সেই সময়কার মস্কোর পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে প্রতিবিপ্লবের শক্তি 'ক্রেমলিন দখল করেছে বটে, কিন্তু শ্রমিকরা ও সাধারণভাবে গরিবরা যেখানে বাস করে সেই সব শহরতলীর উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।' (৯০) এদিকে, রণাঙ্গন থেকে মস্কোয় সৈন্য পাঠানোর প্রচেষ্টায় সাধারণ সদর দপ্তর ব্যর্থ হয়।

মস্কোতে জন-নিরাপত্তা কমিটির কার্যকলাপ, বিশেষ করে ক্রেমলিনে ৫৬তম রেজিমেন্টের সৈনিকদের বিরুদ্ধে অমানুষিক প্রতিহিংসা শ্রমিক ও সৈনিকদের

ক্রোধের উদ্রেক করে। ২৮ অক্টোবর তারিখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতের মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া' ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিল সামরিক-বিপ্লবী কমিটি, মস্কোর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ, কেন্দ্রীয় পৌর কর্মচারী ও শ্রমিক ইউনিয়ন, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো কমিটি এবং পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মস্কো সংগঠন; এর উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য মস্কোর গোটা শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করা। জেলা সোভিয়েতগুলি পরিণত হয় যুদ্ধের সদর দপ্তরে, শত শত শ্রমিক সেখানে সমবেত হয় অস্ত্র নেওয়ার জন্য এবং প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে আক্রমণ করার আদেশের জন্য। গ্যারিসনের সৈন্যরা শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করে। গ্যারিসনে রেজিমেণ্টাল, কম্পানি, কম্যান্ড ও ব্রিগেড কমিটিগুলির এক সভায় মস্কোর সামরিক জেলা সদর দপ্তরকে অমান্য করা সম্পর্কে এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে নতুন নির্বাচন সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়; সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জন-নিরাপত্তা কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন। সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের এক অস্থায়ী কমিটি সেইখানেই তৎক্ষণাৎ নির্বাচিত হয়। এটিই ছিল বলশেভিক স. ইয়া. বুদজিনস্কি ও স. আ. সাভা-স্তেপ্পানিয়াকের নেতৃত্বাধীন 'দশজনের পরিষদ'। প্রথমে দশজনের পরিষদ চেষ্টা করে জন-নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে কিছু ছাড় আদায় করতে এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করতে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে জন-নিরাপত্তা পরিষদের 'সমাজতন্ত্রীরা' আপসহীন এক মনোভাব গ্রহণ করেছে, তখন দশজনের পরিষদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে। তার প্রতিনিধিদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং মস্কো গ্যারিসনকে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তা বিরাট ভূমিকা পালন করে। দশজনের পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার আগে গ্যারিসন কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত ছিল তখনও বিদ্যমান সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের দ্বারা, আর এই সোভিয়েতে অধিকাংশই ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি।

লাল রক্ষী ও সৈনিকদের সশস্ত্র করার জন্য সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায়। প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গুলিগোলা যোগাড় করার জন্য সব কিছু করার নির্দেশ দেওয়া হয় লাল রক্ষী সদর দপ্তরকে। ১ম টেলিগ্রাফ-সার্চলাইট রেজিমেণ্ট, মস্কো আর্টিলারি ডিপো, মিজা-রায়েভো আর্টিলারি ডিপো প্রভৃতির কাছে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের আদেশ পাঠানো হয়। কতকগুলি কারখানায় হাত-বোমা ও ছোট অস্ত্র তৈরির কাজ সংগঠিত করা হয়। সেই দিনই ই. মারকিন নামে একজন লাল রক্ষী সকোলনিকি মাল-পরিবহণ ডিপোতে ৪০,০০০ নতুন রাইফেল-বোঝাই গাড়ি

আবিষ্কার করেন। অস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়; সারা রাত ট্রাক চালিয়ে রাইফেলগুলি রেল-স্টেশন থেকে পাঠানো হয় বিভিন্ন জেলায়।

শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকরা তাদের আক্রমণাভিযান শুরু করে ২৮ অক্টোবর। লাল রক্ষী এবং ৫৫তম ও ৮৫তম রেজিমেণ্টের সৈনিকদের নিয়ে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এক বিশেষ বাহিনী গঠন করে। পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেস থেকে সদ্য-প্রত্যাগত বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এনসাইন গ. ভ. সাবলিনের কম্যাণ্ডে এই বাহিনীকে রাখা হয়। ত্ভেরস্কয় বুলভার-স্থিত পৌর পরিষদ ভবন থেকে ক্যাডেটদের বিতাড়িত করা এবং মস্কো সোভিয়েত যাওয়ার পথগুলি থেকে শত্রুকে অপসারিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই বাহিনীর উপরে। একই সঙ্গে, ১ম সংরক্ষিত গোলন্দাজ ব্রিগেডের চারটি কামানসহ একটি বাহিনীকে মোতায়েন করা হয় স্কবেলেভস্কায়া স্কোয়ারে, সেখান থেকে তারা মস্কো সোভিয়েতকে রক্ষা করতে থাকে নির্ভরযোগ্যভাবে।

ক্যাডেটদের উপরে আক্রমণ অগ্রসর হয় উপকণ্ঠ থেকে কেন্দ্রের দিকে। এই আক্রমণে প্রতিটি জেলার ছিল নিজস্ব ভূমিকা, তা নির্ভর করেছে সেগুলির অবস্থিতি ও লড়াইয়ের শক্তির উপরে। অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল জামোস্কভোরেচিয়ে জেলা, সেখানে লাল রক্ষীদের সংখ্যা দুদিনের মধ্যে ৮০০ থেকে বেড়ে হয়েছিল কয়েক হাজার। বলশেভিক ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক প. ক. স্টেইনবের্গের নেতৃত্বে জেলা সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সমগ্র তৎপরতা পরিচালনা করেছিল। লাল রক্ষী বাহিনীগুলির অধিনায়কদের মধ্যে ছিলেন জামোস্কভোরেচিয়ে ট্রাম ডিপোর ড্রাইভার প. আ. আপাকভ, একটি টেলিফোন কারখানার টার্নার প. গ দবরিনিন, ২৫১তম সংরক্ষিত পদাতিক রেজিমেণ্টের সৈনিক ম. ই. ব্রুন, মস্কো বাণিজ্যিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র প. গ. আরুতিউনিয়ানৎস ও ইউ. স. মিশকিন এবং মিখেলসন কারখানার ফিটার ম. ভ. ক্রজেমিনস্কি। শ্রমিকদের সমর্থনে ছিল ৫৫তম সংরক্ষিত রেজিমেণ্ট, ১৯৬তম পদাতিক বাহিনী ও দ্ভিনৎসির বিপ্লবী সৈন্যরা।

২৮ অক্টোবর সকালে লাল রক্ষীরা কামেন্নি ও ক্রিমস্কি সেতু পার হয়ে এগিয়ে আসে। কামেন্নি সেতুটি তখন-তখনই দখল করা যায়নি; মেশিন-গানধারী ক্যাডেটরা লাল রক্ষীদের পথ রুদ্ধ করেছিল, লাল রক্ষীদের সোফিস্কায়া ও বেরসেনেভস্কায়া ময়দানে ব্যূহ রচনা করতে হয়েছিল। আরেকটি অংশে, দবরিনিনের নেতৃত্বে লাল রক্ষীরা ক্রিমস্কি সেতুর উপরকার বাধা চূর্ণ করে তা পার হয়ে আসে এবং শত্রুকে অস্তোজেনকা ও প্রেচিস্তেনকার কাছে ব্যস্ত রাখে। এর ফলে তারা খামোভনিকি-দরোগোমিলোভস্কি জেলার লাল রক্ষীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে সম্মিলিতভাবে লাইসিয়াম ও ক্রিমস্কায়া স্কোয়ারের কমিসারি ডিপোর উপরে আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়।

২৮ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে লাল রক্ষীরা শহরের কেন্দ্রস্থলটিকে ঘিরে ফেলে, এযাবৎ তা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই ক্যাডেটদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিপ্লবী বাহিনীর সামরিক তৎপরতাগত সাফল্য সেদিন অপেক্ষাকৃত সামান্য হলেও, নৈতিক মনোবলবৃদ্ধি হয়েছিল অপরিমেয়। উদ্যোগ যে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির হাতে চলে এসেছে, এই ঘটনাই শ্রমিক ও সৈনিকদের উৎসাহিত করে তোলে, দ্রুত বিজয় সম্পর্কে তাদের প্রত্যয়শীল করে তোলে; বিশেষ করে, তাদের পাওয়া খবর অনুযায়ী, মস্কোর আশপাশের শহর ও বসতি অঞ্চলগুলিতে যখন সোভিয়েতগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে ক্ষমতায় আসীন রয়েছে।

২৯ অক্টোবর ভোরবেলায় বিপ্লবী সৈন্যরা সবকটি ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে শুরু করে। স্ত্রাস্তনায়া (বর্তমানে পুশকিনস্কায়া) স্কোয়ারে গোলন্দাজদের সমর্থন নিয়ে গ. ভ. সাবলিনের নেতৃত্বে বিশেষ বাহিনী পৌর পরিষদ ভবন আক্রমণ করে ভবনটির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ভবনরক্ষীদের অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য করে। লাল রক্ষীরা ত্ভেরস্কায়া স্ট্রিটের পার্শ্ববর্তী সমস্ত গলি থেকে ক্যাডেটদের বিতাড়িত করে তাদের নিকিৎস্কিয়ে ফটক পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়। একই সময়ে ত্ভেরস্কায়া স্ট্রিট ও অখোতনি রিয়াদের একটি অংশ শত্রুমুক্ত হয়। মস্কো সোভিয়েতের বিপদ দূর হয় এবং জেলাগুলির সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। রাতের দিকে লাল রক্ষীরা ডাক ও তার অফিস আবার দখল করে নেয়, এগুলি একদিন আগে ক্যাডেটরা দখল করেছিল। প্রেসনিয়া জেলার সশস্ত্র শ্রমিকরাও তাদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির পরিচালনায় সোৎসাহ তৎপরতা চালায়। তারা কুদ্রিনস্কায়া (বর্তমানে ভস্স্তানিয়া) স্কোয়ারে গিয়ে পৌঁছয়, এবং সেখান থেকে তারা স্পিরিদোনভকা (বর্তমানে আলেক্সেই তলস্তয় স্ট্রিট), মালায়া ব্রন্নায়া ও গ্রানাতনি লেন (বর্তমানে শ্চুসেভ স্ট্রিট) ধরে অগ্রসর হয় নিকিৎস্কিয়ে ফটক অভিমুখে।

খামোভনিকি জেলার লাল রক্ষীরা এবং ১৯৩তম রেজিমেন্টের অর্ধেক-কম্পানি সৈনিকরা এনসাইন আ. আ. পমেরানৎসেভের নেতৃত্বে কমিসারি ডিপো অধিকার করে, এবং জামোস্কভোরেচিয়ে জেলার লাল রক্ষীদের সঙ্গে একযোগে অস্তোজেনকায় মস্কোর সামরিক জেলা সদর দপ্তরের দিকে অগ্রসর হয়। প্রচণ্ড লড়াই হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিপ্লবী সৈন্যদের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই শ্রমিক দর্বারিনিন প্রমাণ দেন যে তিনি একজন গুণী কম্যান্ডার। জামোস্কভোরেচিয়ে জেলার ট্রাম শ্রমিকরা লোহার পাত আর বালিভর্তি বস্তা দিয়ে ট্রামগুলিকে ঢেকে দেয়, সেই নবোদ্ভাবিত 'সাঁজোয়া ট্রেনগুলি' অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই কাজ চালায়, গুলি-গোলা ও সাজসরঞ্জাম বহন করে আনে। ২৯ অক্টোবরের মধ্যে বাসমান্নি, ব্লাগুশে-লেফরতভস্কি, রগোজস্কি ও সিমোনভস্কি জেলার সম্মিলিত বাহিনীগুলি আলেক্সেয়েভস্কি সামরিক স্কুলের পাঁচটি ভবনের মধ্যে তিনটি দখল করে নেয়।

সেই দিনই, ২৯ অক্টোবর তারিখেই মস্কো সামরিক-বিপ্লবী কমিটি মস্কোর আশপাশের শহরগুলির বিপ্লবী কমিটিগুলির কাছে মস্কোর প্রলেতারিয়েতকে সাহায্য করার জন্য সশস্ত্র সেনাদল পাঠানোর আহ্বান জানায়। সেপুখভ, পাভলভো-পোসাদ, তুলা ও অন্যান্য শহর থেকে লাল রক্ষীরা এসে পৌঁছতে শুরু করে মস্কোয়। শুইস্কো-ইভানভস্কি জেলার সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন ম. ভ. ফ্রুঞ্জে, তিনি ৩০ অক্টোবর ২,০০০ শ্রমিকের এক সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে পৌঁছন মস্কোয়।

২৯ অক্টোবর তারিখে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিপ্লবী বাহিনী জয়ী হবে; প্রতিবিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা মস্কো সামরিক জেলার সহকারী কম্যাণ্ডার সাধারণ সদর দপ্তরকে জানান: 'আমাদের সৈন্যবল... ক্রমশ ক্ষীয়মাণ এবং একেবারে শ্রান্ত... সাহায্য নিতান্তই দরকার কারণ সমর্থনের সম্ভাবনা না থাকলে, পরিস্থিতি আদৌ ভালো নয়।'

সেই দিনই, পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ক্যাডেটদের অভ্যুত্থান দমন করে এবং রাজধানীর দিকে অগ্রসরমান কেরেনস্কি-ক্রাসনভ বাহিনীকে সংকটজনক অবস্থায় ফেলে। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে প্রতিবিপ্লব পরাস্ত হয়। প্রতিবিপ্লবকে রক্ষা করার চেষ্টায় রেলকর্মী ইউনিয়নের আপসপন্থী সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি ২৯ অক্টোবর তারিখে এক চরমপত্রের আকারে দাবি করে যে বলশেভিক পার্টি থেকে শুরু করে পপুলার সোশ্যালিস্ট পর্যন্ত সমস্ত পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক 'সমধর্মী সমাজতান্ত্রিক সরকার' গঠন করতে হবে এবং আলোচনা চলার সময়ে সমস্ত লড়াই বন্ধ রাখতে হবে। রেলকর্মী ইউনিয়নের মস্কো ব্যুরোও অনুরূপ দাবি করে, স্পষ্টতই তাদের উদ্দেশ্য ছিল সময় নেওয়া এবং জন-নিরাপত্তা কমিটিকে তার শক্তি সংহত করার সুযোগ দেওয়া। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির চরমপত্র বিবেচনা করে মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও পপুলার সোশ্যালিস্টদের সরকারে ঢোকার সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়, কিন্তু কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে সম্মত হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি একে লড়াইয়ের কূটনৈতিক আশ্রয় বলে মনে করে। যাই হোক, পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ হয়নি। মস্কোয় ঘটনাবলী অন্য রকম মোড় নেয়।

একথা যদিও স্পষ্ট ছিল যে বিপ্লবী শক্তি সফল হয়েছে, মস্কো সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সুবিধাবাদী সদস্যরা তবুও এই মোহ পোষণ করতে থাকে যে মস্কো সামরিক জেলার কম্যাণ্ডারের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় আসা সম্ভব। রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মস্কো ব্যুরোর কাছ থেকে যখন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আসে, তখন সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তা মেনে নেয় এই কথা উপলব্ধি না-করে যে এই পদক্ষেপটি বিপজ্জনক। পার্টি কেন্দ্রের বেশির ভাগ

সদস্য ছিল জামোস্কভোরেচিয়ে জেলায়, তাই তারা সামরিক-বিপ্লবী কমিটির এই ভুল ঠেকাতে পারেনি। ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়: ৩০ অক্টোবরের দুপুর ১২টা থেকে ৩১ অক্টোবর দুপুর ১২টা পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কোনো যুদ্ধবিরতি হয়নি, কারণ ক্যাডেটরা তা সঙ্গে সঙ্গেই লঙ্ঘন করেছিল। বাছাই সৈন্যদের একটি বাহিনী ৩০ অক্টোবর সকালে রণাঙ্গন থেকে এসে পৌঁছয়, তাদের সঙ্গে মিলিত হয় ক্যাডেটরা এবং তারা একযোগে লড়াই চালিয়ে ব্রিয়ানস্ক রেল-স্টেশন থেকে বরোদিনস্কি সেতু পার হয়ে আলেক্সান্দ্রভস্কি সামরিক স্কুলে যায় এবং সেখানকার গ্যারিসনের শক্তিবৃদ্ধি করে। নিকিৎস্কিয়ে ফটকে ত্ভেরস্কয় বীথির শেষ প্রান্তে একটি বাড়ির উপরে ক্যাডেটরা কয়েক ঘণ্টা ধরে আক্রমণ চালায়। সাতজন বীর লাল রক্ষী সেই বাড়িটি রক্ষা করছিল, তাদের মধ্যে চারজন প্রাণ দেয় এবং তিনজনকে বন্দী করা হয়। যে এলাকাগুলিকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে নির্ধারিত করা হয়েছিল এমন এলাকাতেও লড়াই চলে। এই ঘটনা একথা আরও বেশি করে প্রমাণ করে যে প্রতিবিপ্লব আলোচনা চেয়েছিল যাতে তাদের শক্তিকে সংহত করার সময় তারা পায়। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি আলোচনা করতে রাজী হয়। রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি যে 'আপস' কমিশন তৈরি করে দেয়, তাতে ছিল জন-নিরাপত্তা কমিটি, মস্কো মেনশেভিক সংগঠন, সৈনিক প্রতিনিধিদের পুরনো সোভিয়েত্, মস্কো সামরিক জেলা, রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মস্কো ব্যুরো, এবং ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। কমিশনে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন প. গ. স্মিদোভিচ ও প. ই. কুশনের।

যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ শ্রমিকদের ক্রুদ্ধ করে তোলে, তারা সামরিক-বিপ্লবী কমিটির এই কাজের নিন্দা করে এবং দাবি করে যে প্রতিবিপ্লবকে কোনো রেয়াত দেওয়া চলবে না।

৩০ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা নিকোলায়েভস্কি রেল-স্টেশনের রয়্যাল প্যাভিলিয়নে আলোচনা শুরু হয়। উভয় পক্ষ তাদের প্রস্তাব দেয়, তাতে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রতিফলিত হয়। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার স্বীকৃতি, অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে তার নিজের সদস্যসংখ্যার সম্প্রসারণ, 'বিপ্লব রক্ষা করার জন্য' লাল রক্ষীদের রেখে দেওয়া ও শ্বেত রক্ষী বাহিনী ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব করে। রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে ক্ষমতার প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত মীমাংসা না করছে ততদিন জনজীবনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মস্কোয় এক অস্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে, এই কমিটিতে থাকবে শুধু সোভিয়েতসমূহের প্রতিনিধিরাই নয়, বরং শহর দুমা, গুবের্নিয়া পরিষদ এবং বিপ্লবের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিরাও।

অধিকন্তু, তারা সমস্ত সৈন্যকে মস্কো সামরিক জেলার কম্যাণ্ডারের অধীনস্থ করার এবং লাল রক্ষীদের নিরস্ত্র করার প্রস্তাব দেয়।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটির আপসকামী সদস্যরা পর্যন্ত এই সব শর্ত মেনে নিতে পারেন না, কারণ তার অর্থ হত সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা বিসর্জন দেওয়া। আলোচনা চলতেই থাকে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে কমিশন আরও ১২ ঘণ্টা যুদ্ধবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ব্যবস্থা প্রতিবিপ্লবের হাতকেই মজবুত করে।

এই আলোচনার কথা জানতে পেরে পার্টি কেন্দ্র সামরিক-বিপ্লবী কেন্দ্রের আপসকামী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে; যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি জন-নিরাপত্তা কমিটির কাছে টেলিফোনে একটি বার্তা পাঠিয়ে বলে যে রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাবিত চুক্তি নীতিগতভাবে ও আকারগতভাবে অগ্রহণীয় এবং, সুতরাং যুদ্ধবিরতি চালিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু, জন-নিরাপত্তা কমিটি যদি সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকে স্বীকার করে এবং যদি শহর দুমা, জেলা পরিষদসমূহ ও অন্যান্য সুবিদিত প্রতিবিপ্লবী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সোভিয়েতের অনুমোদিত এক অস্থায়ী সংস্থা গঠিত হয় তাহলে লড়াই বন্ধ করা হবে, এই প্রস্তাব করে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তখন আরেকটি গুরুতর ভুল করে। জন-নিরাপত্তা কমিটি সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করতে রাজী হয় না, তার ফলে এমনকি সামরিক-বিপ্লবী কমিটির দোদুল্যমান সদস্যদের কাছেও একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আলোচনার শান্তিপূর্ণ ফলাফলের আশা ছলনা মাত্র।

৩০-৩১ অক্টোবর রাত্রে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বিপ্লবী সৈন্য ও লাল রক্ষীদের জানায় যে যুদ্ধবিরতি শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। বলা হয়: 'এই মুহূর্ত থেকে আমরা প্রবেশ করছি সক্রিয় তৎপরতার কালপর্বে।' সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার বাহিনীকে চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করার আদেশ দেয়। মস্কোয় সৈন্যরা এসে পৌঁছতে থাকে দলে দলে: সেরপুখভ থেকে ৩৫০ জন লাল রক্ষী, ব্রনিনৎস্কি উয়েজদের শ্রমিকদের একটি সম্মিলিত বাহিনী, মিজোরায়েভ গ্যারিসনের ৫০০ সৈনিক, পদোলস্ক থেকে ৮০০-র মতো লাল রক্ষী। জ্ভেনিগরদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বলশেভিক রেউতভের নেতৃত্বাধীনে ৪০০ জনকে পাঠায়। রেউতভ ছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসার, লড়াইয়ে তিনি নিহত হন।

বিপ্লবী পেত্রগ্রাদও শক্তিবৃদ্ধির জন্য মস্কোয় সৈন্য পাঠায়। লেনিন ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি মস্কোয় ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ রেখেছিলেন। পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির প্রত্যেক অধিবেশনেই মস্কোর অভ্যুত্থানের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন শোনা হয়। ৩১ অক্টোবর তারিখে লেনিনের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় পেত্রগ্রাদ সামরিক জেলার সদর দপ্তরে। মস্কোয় লাল

রক্ষী ও নাবিকদের এক [illegible] বাহিনী পাঠানোর [illegible] [illegible]। [illegible]
বাহিনীর মধ্যে ছিল ৪২৮তম লোদেইনোপোলস্কি রেজিমেন্ট এবং [illegible]
রেডিও স্টেশন থেকে জাহাজের রেডিও অপারেটর। নাবিকদের মধ্যে এক [illegible]
যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' থেকে। এই বাহিনী মস্কোয় এসে পৌঁছয় ৪ [illegible]
তারিখে, কারণ পথে (বলোগোয়ে রেল-স্টেশনে) তারা এক প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর
সঙ্গে লড়াই করে এবং একটি সাঁজোয়া ট্রেন দখল করে।

আশেপাশের উয়েজ্দ ও শহর থেকে এবং পেত্রগ্রাদ থেকে সব মিলিয়ে [illegible] ১০,০০০ সৈন্য মস্কোয় এসে পৌঁছয়। এর ফলে বিপ্লবী বাহিনী অনেকখানি সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৩০-৩১ অক্টোবর রাত্রে মস্কোয় তুমুল লড়াই বাধে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি শত্রুর শক্ত ঘাঁটিগুলির উপরে কামান দাগার নির্দেশ দেয়। খামোভনিকি জেলা থেকে দুটি কামান মস্কো সামরিক জেলার সদর দপ্তরের উপরে গোলাবর্ষণ করে। প্রেসনিয়া জেলার কামান গোলাবর্ষণ করে আলেক্সান্দ্রভস্কি সামরিক স্কুল ও নিকিৎস্কিয়ে ফটকের উপরে। মস্কো সোভিয়েতের কামান গোলাবর্ষণ করে 'ন্যাশনাল' হোটেলের উপরে, এবং স্রাস্তনায়া চকের কামান গোলাবর্ষণ করে নিকিৎস্কিয়ে ফটকের উপরে। শুভিভায়া গোরকার (বর্তমানে ভলোদারস্কি স্ট্রীট) কামানটি গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে ক্রেমলিনের উপরে।

রাতের অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে লাল রক্ষীরা ও সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করার অবস্থায় স্থান গ্রহণ করে। ভোরবেলা তারা এগোতে থাকে। আরবাত, স্মোলেনস্কায়া চক, প্রেচিস্তেংকা ও জুনামেন্‌কা এলাকার উপরে দুদিক থেকে আক্রমণ চালানো হয়। প্রেসনিয়ার সৈন্যদলগুলি কুদরিনস্কায়া চক থেকে নিকিৎস্কিয়ে ফটক, আরবাত ও স্মোলেনস্কায়া চকের দিকে অগ্রসর হয়। জামোস্কভোরেচিয়ে, খামোভনিকি ও দরোগোমিলভ জেলার লাল রক্ষীরা বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়।

প্রেচিসতেন্কা ও অস্তোজেন্কায় লড়াই বাধে। কনসেপসন কনভেন্ট দখলের লড়াইয়ে পিওতর দবরিনিন দ্বিতীয়বার আঘাত পান (এবারের আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়)। প্রেচিসতেন্কা ও অস্তোজেন্কায় অগ্রগতি বিলম্বিত হয় ত্রাতা খ্রীষ্ট গির্জায় ও প্রেচিসতেনস্কিয়ে (বর্তমানে ক্রপোতকিনস্কিয়ে) ফটকে ক্যাডেটদের মেশিন-গানের গুলিতে। ত্রাতা খ্রীষ্ট গির্জার মেশিন-গানকে কামানের গোলায় স্তব্ধ করে দেওয়ার পর বিপ্লবী বাহিনী আরও দ্রুত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। [illegible] এনসাইন স্কুলের যে ক্যাডেটরা ক্রুতিৎস্কিয়ে ব্যারাক আগলে রাখছিল, ব্যারাকের উপরে গোলাবর্ষণের পর তারা আত্মসমর্পণ করে।

৩১ অক্টোবর দিনশেষে বিপ্লবী বাহিনীর [illegible] অগ্রগতি হয়। এখনকার [illegible] ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে এবং [illegible] [illegible] [illegible] নিকিৎস্কিয়ে ফটকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চালিয়ে [illegible]

১ নভেম্বর তারিখে প্রত্যন্ত জেলাগ্নলি চলে আসে বিপ্লবের দখলে। লড়াই কেন্দ্রীভূত হয় শহরের কেন্দ্রস্থলে। বলশয় থিয়েটার, ২য় স্পাসস্কি লেন ও জিমিন থিয়েটারে (বর্তমানে অপেরেত্তা থিয়েটার) বসানো কামান গোলাবর্ষণ করতে শ্নর্ন করে 'মেট্রোপোল' হোটেল, শহর দ্নমা ভবন, জন-নিরাপত্তা কমিটির সদর দপ্তরের উপরে। জামোস্কভরেৎস্কি সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় ভলখোনকা, মখোভায়া স্ট্রিট ও কামেন্নি সেতু থেকে ক্রেমলিনের উপরে গোলাবর্ষণ চালাতে। মিলিউতিনস্কি লেনে (বর্তমানে মার্খলেভস্কি স্ট্রিট) গ. আ উসিয়েভিচের নেতৃত্বে লাল রক্ষীরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে, বোমা-নিক্ষেপকাবীরা তার উপরে বোমাবর্ষণ করার পর। বেলা প্রায় ১টার সময়ে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে জানানো হয় যে শহর দ্নমা ভবন ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা দখল করা হয়েছে। জন-নিবাপত্তা কমিটি ক্রেমলিনে পালিয়ে যায়।

১ নভেম্ববের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগ্নলি অসহায অবস্থায় পড়ে যায। জন-নিবাপত্তা কমিটির চেয়াবম্যান র্নদনেভ ঐক্যবিধায়কদেব সাহায্য নিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার আরও একটি চেষ্টা কবেন। গভীর রাত্রে ঐক্যবিধায়কদের একদল প্রতিনিধি সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাছে গিযে য্নদ্ধবিরতির কথা বলে এবং উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক অস্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা পায় দ্নঢ় উত্তর: একমাত্র জন-নিরাপত্তা কমিটি আত্মসমর্পণ করলে, তার সৈন্যদের নিরস্ত্র করলে এবং সোভিয়েতসম্নহকে একমাত্র ক্ষমতা বলে স্বীকাব কবলেই সংগ্রাম শেষ হবে।

২ নভেম্বব ভোরবেলা র্নদনেভ ব্নঝতে পাবেন যে প্রতিরোধ চালানো নিবর্থক, তাই তিনি সামবিক-বিপ্লবী কমিটিকে লিখে জানান যে জন-নিরাপত্তা কমিটি সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করতে প্রস্তুত। এই বার্তা পাওয়ার পর সামরিক-বিপ্লবী কমিটি আত্মসমর্পণের শর্ত তৈরি করে। প গ স্মিদোভিচ ও ভ. ম. স্মির্নোভের উপরে আলোচনা চালাবার ভরা দেওয়া হয়। আত্মসমর্পণেব শর্ত প্রণয়ন করা হয় ছটি 'সমাজতন্ত্রী' পার্টির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে, তাদের অনেকেই শর্তগ্নলিকে মোলায়েম করার জন্য কম চেষ্টা করেনি।

অবশিষ্ট প্রতিবিপ্লবী ঘাঁটিগ্নলির উপরে গোলা ও বোমাবর্ষণ বন্ধ করার আদেশ সত্ত্বেও, আলোচনা চলার সময়েও লড়াই চলতে থাকে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির এই আদেশ লাল রক্ষীদের মধ্যে অসন্তোষ স্নষ্টি করে, এবং কোনো কোনো অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ চালিয়ে যাওয়া হয়। সকাল প্রায় ১১টায় লাল রক্ষীরা 'মেট্রোপোল' হোটেলে ঢুকে পড়ে প্রায় ১২০ জন ক্যাডেটকে বন্দী করে। দ্নপ্নর ৩টায় ক্রেমলিন প্নরোপ্নরি বেষ্টিত হয়ে পড়ে এবং নিকোলস্কায়া স্ট্রিটের কামান ক্রেমলিনের নিকোলস্কিয়ে ফটকের উপরে গোলাবর্ষণ করে চলতে থাকে একেবারে কাছ থেকে।

আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বিকেল ৫টায়। মূল খসড়ার চাইতে শর্তগুলি ছিল অনেক মোলায়েম: ক্যাডেট স্কুলগুলিকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র রাখতে দেওয়া হয়। সমস্ত বন্দীকে তখনই মুক্তি দেওয়ার কথা হয়, অথচ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ভাষার জায়গায় বসানো হয় অস্ত্র প্রত্যর্পণ সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা ও অস্পষ্ট কথা।

স্বাক্ষরিত এই আত্মসমর্পণ চুক্তিটি দেখায় যে এমনকি এই স্তরেও, যখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে জন-নিরাপত্তা কমিটি এক প্রতিবিপ্লবী সংস্থা, এবং সংগ্রামের ফল যখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখনও সামরিক-বিপ্লবী কমিটির বেশির ভাগ সদস্য উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে বিষয়টির মীমাংসা করতে চায়। কতকগুলি প্রস্তাবে শ্রমিক ও সৈনিকরা আত্মসমর্পণের শর্ত সম্পর্কে তাদের অসন্তোষ ঘোষণা করে এবং দাবি করে যে এই সব শর্তে প্রতিবিপ্লবের সর্দারদের গ্রেপ্তার করা এবং অফিসারদের পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩ নভেম্বর ভোরবেলা বিপ্লবী বাহিনীর অংশগুলি ক্রেমলিনে প্রবেশ করে, তার অল্প কিছু কাল আগেই ক্যাডেটরা ক্রেমলিন ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এক ইশতেহার প্রকাশ করে. তাতে বলা হয় 'পাঁচদিন তুমুল লড়াইয়ের পর, বিপ্লবের বিরুদ্ধে যারা সশস্ত্র বাহু উত্তোলিত করেছিল. জনগণের সেইসব শত্রু সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হয়েছে। তারা আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে। বিজয় অর্জিত হয়েছে বীর যোদ্ধাদের — সৈনিক ও শ্রমিকদের রক্তের বিনিময়ে। জনগণের ক্ষমতা. শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা এখন থেকে মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত হল।'

মস্কোয় অভ্যুত্থান যে দীর্ঘায়িত হয়েছিল এই ঘটনার অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম হল অভ্যুত্থানের নেতাদের, বিশেষ করে মস্কোর সামরিক-বিপ্লবী কমিটির রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল। ২৫ অক্টোবর সকালে পার্টি কেন্দ্র যে সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নির্বাচনের পর তদনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়নি, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি প্রথম দিকে রক্তপাত এড়ানোর চেষ্টায় জন-নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দিকে কার্যধারা চালিত করেছে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির অনেক কাজই অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ছিল, এই শিক্ষায় বলা হয়েছে যে অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে আক্রমণ আরম্ভ করার দৃঢ়তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

মেনশেভিকদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে ঢুকতে দেওয়াটা এক প্রশ্নাতীত ভুল হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা কাজ করেছিল প্রতিবিপ্লবের দালাল হিসেবে, জোর দিয়েছিল জন-নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে আপস আর 'সমধর্মী সরকার' গঠনের উপরে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে দোদুল্যমানতা তারা বাড়িয়ে তুলেছিল, অভ্যুত্থানের বিকাশকে ব্যাহত করেছিল এবং অপর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ও

সমঝোতার জন্য চাপ দিয়েছিল। অভ্যুত্থানের গতিপথের উপরে তার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল।

মস্কোয় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় বিরাট মূল্যের বিনিময়ে। নিহত হয় অন্তত এক হাজার লোক। সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিল এমন প্রায় ৪০০ জনের দেহাবশেষ রয়েছে রেড স্কোয়ারের ক্রেমলিন প্রাচীরে।

নানান অসুবিধা সত্ত্বেও, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও মস্কো পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বে মস্কোর শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী সৈনিকরা শত্রুকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করে।

৩ নভেম্বর তারিখে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের এক আবেদন অনুযায়ী মস্কোর শ্রমিকরা আবার কাজ শুরু করে। রাস্তাঘাটের শান্তিকালীন চেহারা ক্রমে ক্রমে ফিরে আসে: পরিখাগুলি ভর্তি করা হয়, ব্যারিকেড আর কাঁটা-তারের বেড়া সরিয়ে ফেলা হয়, প্রচণ্ড লড়াইয়ের স্মৃতি হিসেবে থেকে যায় শুধু ক্ষতবিক্ষত বাড়ির দেওয়ালগুলি। শহরে চলাফেরার উপরে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয় ৫ নভেম্বর তারিখে, ট্রাম চলাচল শুরু হয় তার পর দিন।

শহর দুমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষমতা ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল, তাই সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ৪ নভেম্বর তারিখে সেই প্রতিবিপ্লবী শহর দুমা ভেঙে দেওয়ার আদেশ দেয়। এবং ১৬ নভেম্বর এই আদেশ পুনর্ঘোষিত হয় লেনিনের স্বাক্ষরিত গণ-কমিসার পরিষদের এক নির্দেশনামায়। ৭ নভেম্বর তারিখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে ক্ষমতার একমাত্র সংস্থা হিসেবে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের এক ঐক্যবদ্ধ সোভিয়েত গঠন করা প্রয়োজন। নব-নির্বাচিত সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত দুটি সোভিয়েতের একীকরণ সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৪ নভেম্বর তারিখে দুটি সোভিয়েতের এক যুক্ত সভায় শ্রমিক ও সৈনিকদের অংশ নিয়ে একটিমাত্র সোভিয়েত গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচিত হয় নতুন সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি ও সভাপতিমণ্ডলী। কার্যনির্বাহী কমিটিতে ছিল ৬২ জন বলশেভিক, ১০ জন মেনশেভিক, ১৩ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও ৪ জন ঐক্যবিধায়ক। সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত হয় ১১ জন বলশেভিক, ৩ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও ১ জন ঐক্যবিধায়ক। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, বলশেভিক ম. ন. পক্রভস্কি সোভিয়েতের চেয়ারম্যান হন। সেই দিনই, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার ক্ষমতা তুলে দেয় নতুন সংস্থা — শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতের হাতে।

পেত্রগ্রাদ ও মস্কোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিপ্লবের জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে।

সপ্তম অধ্যায়

সেনাবাহিনীতে ও সমগ্র দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত

১। রণাঙ্গনগুলিতে বিপ্লবের জয়

অক্টোবব সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধেব গতিপথকে তা বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৯১৭-র শবৎকালে, বণক্ষেত্রে ও তাব পশ্চাদ্‌ভাগে রুশ সেনাবাহিনীতে ছিল সত্তব লক্ষ সৈন্য এবং তা ছিল এক বিরাট বিপ্লবী শক্তি। সক্ষম জনসমষ্টির, মুখ্যত কৃষকদেব, এক বিপুল অংশ এব মধ্যে ছিল। বিপ্লবে সৈনিকদের জড়িত হওয়াটা ছিল কৃষকদের দরিদ্রতম অংশেব সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীব মৈত্রীর এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। যুদ্ধেব সময়, লেনিনের ভাষায়, 'জনশক্তির সেরা অংশই সেনাবাহিনী গঠন কবেছিল' (৯১) এবং তা 'সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অসাধারণ বিরাট এক ভূমিকা' (৯২) পালন কবেছিল। সৈনিকবা বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শক্তি হিসেবে নয়, বরং নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি হিসেবে। ১৯১৭-র অক্টোবর-নভেম্ববেব মধ্যে সেনাবাহিনীর অর্ধেককে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির কাছ থেকে নিজেদের দিকে টেনে এনে বলশেভিক পার্টি বিপ্লবের বিজয়েব অন্যতম প্রধান শর্তটি পূবণ করেছিল। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন, প্রলেতারিয়েত যদি সশস্ত্র বাহিনীকে তার দিকে টেনে না-আনত তাহলে বিজয়ী হতে পারত না। (৯৩) যেসব অঞ্চলেব রণাঙ্গন ও গ্যারিসনগুলির মধ্যে শ্রমিকদের বিবাট বিবাট অংশ ছিল এবং শক্তিশালী বলশেভিক সংগঠনগুলি সৈন্যদের মধ্যে কাজ করছিল, সেই সব রণাঙ্গন ও গ্যারিসনই ছিল সব চাইতে বিপ্লবী। এগুলি ছিল, বিশেষ করে, উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গন।

লেনিনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় এই রণাঙ্গনগুলিকে দেওয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও সমগ্র কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের সব চাইতে কাছাকাছি অবস্থিত এই রণাঙ্গনগুলি রণক্ষেত্র থেকে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে বিপ্লবের মজবুত ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করেছিল এবং দরকার হলে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোকে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সাহায্য দিতে পারত।

রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিক পার্টি, লেনিনের ভাষায়, পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর নিকটতম রণাঙ্গনগুলিতে রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। নভেম্বর ১৯১৭-তে রণাঙ্গনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসগুলিতে দেখা যায় যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে একত্রে বলশেভিকদের পিছনে ছিল উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈনিকদের প্রায় ৮০ শতাংশের সমর্থন। পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় এবং কেন্দ্রের নিকটতম রণাঙ্গনগুলিতে চরম মুহূর্তে শক্তির বিপুল প্রাধান্যকে লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের তিনটি মূল শর্তের অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। (৯৪)

অভ্যুত্থান যখন শুরু হয় তখন উত্তর রণাঙ্গনে (বল্টিক নৌবহর সহ) বলশেভিক পার্টির সদস্য ছিল ১৩,০০০-এর বেশি এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে ছিল ২১,০০০-এর বেশি। রণক্ষেত্রে (ককেশাস রণাঙ্গন বাদে) সেনাবাহিনীর মধ্যে পার্টির শক্তির এরাই ছিল প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এবং সন্নিকটবর্তী পশ্চাৎ অঞ্চলের (পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সহ) পার্টি সংগঠনগুলির কাছ থেকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়েছিল; আর এই পশ্চাৎ অঞ্চলে সদস্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষাধিক। •

এই গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনগুলিতে বলশেভিক পার্টির ছিল সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভিজ্ঞ পার্টি সংগঠকদের বাহিনী, যারা সৈনিক ও নাবিকদের পরিপূর্ণ আস্থাভাজন ও প্রিয় ছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সামরিক কমিটি উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে বলশেভিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আরও কিছু সক্রিয় বলশেভিক কর্মীদের বড় একটি দল পাঠানো হয়েছিল উত্তর রণাঙ্গনে।

অভ্যুত্থান যখন শুরু হয়, তখন বলটিক নৌবহর ও উত্তর রণাঙ্গনে বলশেভিকদের পিছনে সমর্থন ছিল ইউনিটগুলির বহু সৈনিক কমিটির এবং সেই সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী, নৌবহর ও শ্রমিকদের আঞ্চলিক কমিটির, ৪২তম কোরের (ফিনল্যাণ্ড) সেনাবাহিনী কমিটি, বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি, ৫ম সেনাবাহিনী কমিটি ও লেটিশ পদাতিক সৈনিকদের সংযুক্ত সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির। উত্তর রণাঙ্গনের ১২শ সেনাবাহিনীতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সেনাবাহিনী কমিটির বিরোধিতায় ছিল সেনাবাহিনীতে বলশেভিক নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ইউনিটগুলির বামপন্থী জোট।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে ১২শ সেনাবাহিনীতে বলশেভিকরা গোপন বিপ্লবী কমিটি গঠন করে, তার নেতৃত্বে ছিল ১২শ সেনাবাহিনীর অধিকৃত এলাকার সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এবং সংগ্রামের সাধারণ পরিকল্পনা এই কমিটিই তৈরি করেছিল। এস্তোনিয়া অঞ্চলের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়েছিল রেভেলে। বলটিক নৌবহরে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাজ চালিয়েছিল বলটিক

নৌবহরের বলশেভিক নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটি, এবং ফিনল্যান্ডে এই কাজ চালিয়েছিল আঞ্চলিক কমিটি ও ৪২তম কোরের সেনাবাহিনী কমিটি।

বলটিক নৌবহর এবং উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের পার্টি সংগঠনগুলি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল। ১২শ সেনাবাহিনীর বলশেভিকদের এক সম্মেলনের পক্ষ থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলা হয়: 'আমরা আমাদের সমস্ত সৈন্যবলকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাধীনে রাখছি এবং তার প্রথম সংকেতেই আমরা রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েত ও আন্তর্জাতিকের অখণ্ড ইচ্ছা পালন করব।'

বাজধানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়লাভের মধ্যে শেষ হয়েছে, এই খবর তারবার্তা, বেতার, বলশেভিক সংবাদপত্র ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নিযুক্ত বহু কমিসাবদের তৎপরতায় সমস্ত রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েতসমূহের যে দ্বিতীয সাবা-রাশিয়া কংগ্রেসে ঐতিহাসিক নির্দেশনামাগুলি গৃহীত হয়েছিল, সেই কংগ্রেস বণক্ষেত্রেব সৈনিকদের এই মর্মে অবহিত করে যে সশস্ত্র বাহিনীতে ক্ষমতা ন্যস্ত কবা হয়েছে ভাবপ্রাপ্ত সৈনিকদের বিপ্লবী কমিটিগুলিব উপরে, এবং সমস্ত ইউনিটে এই কমিটি গঠন কবার, অফিসারদেব সেই সব কমিটির অধীনস্থ হওয়াব এবং রণাঙ্গনগুলিতে বিপ্লবী শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করার আহ্বান দেয়। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত অস্থায়ী সরকারেব কমিসারদের অপসৃত করে সেই জায়গায় সোভিয়েত ক্ষমতাব প্রতিভূ কমিসারদের বসাবাব নির্দেশনামা জারী কবে। এই কাজটি ছিল বিবাট রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন, কারণ প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা সশস্ত্র বাহিনীর প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণকে সূচিত করেছিল। সেনাবাহিনীর উঁচুতলার কম্যান্ডের উপরে তা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল এবং রণক্ষেত্রে সৈনিকদের বিপ্লবী কর্মোৎসাহকে মুক্ত করেছিল।

পেত্রগ্রাদে অভ্যুত্থানেব বিজয়কে সমস্ত রণাঙ্গনে সোৎসাহে স্বাগত জানানো হয়। বলটিক নৌবহরেব নাবিকরা এবং উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈনিকরা সোভিয়েত ক্ষমতা বক্ষা করাব শপথ নেয়। বলটিক নৌবহরেব বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা কবে 'সমগ্র বলটিক নৌবহর নতুন সোভিয়েত ক্ষমতাকে একমাত্র বৈধ ক্ষমতা বলে স্বীকাব কবে তার কর্তৃত্বের উপরে নিঃশর্তভাবে আস্থা স্থাপন করছে এবং নিজেকে বিনা প্রশ্নে তার অধীনে রাখছে.. আমাদের সমস্ত দাবির জন্য আমরা আমাদের শক্তি ও প্রাণ দেব।' হাজার হাজার সৈন্যের পক্ষ থেকে ১২শ সেনাবাহিনীর বলশেভিক সামরিক সংগঠন ঘোষণা করে: 'আমরা পুরোপুরি আমাদের সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষক ভাইদের সঙ্গে আছি।' পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈনিকদের মেজাজের খবর দিতে গিয়ে মিন্স্কের সংবাদপত্র 'জ্ভেজদা' ১ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে লেখে, 'সমগ্র বিপ্লবী সেনাবাহিনী অভ্যুত্থানকে এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকে সমর্থন করে।'

বলটিক নৌবহর অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে দৃঢ়তার সঙ্গে। বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি, হেলসিংফোর্স সোভিয়েত, ফিনল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটি এবং জাহাজ ও রেজিমেন্টাল কমিটি ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে তাদের সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ও সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে সমর্থন করার একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। ক্রনস্টাড্‌ট সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ 'জারিয়া স্‌ভবোদিকে' পেত্রগ্রাদে যাওয়ার আদেশ দেয়, সমস্ত ইউনিটকে সতর্ক থাকতে বলে এবং যুদ্ধজাহাজ 'জারিয়া স্‌ভবোদি' ও রাজধানীতে প্রেরিতব্য একটি যুক্ত বাহিনীতে কমিসারদের নিযুক্ত করে।

২৪-২৫ অক্টোবরের রাতে, বলশেভিক প. ইয়ে. দিবেঙ্কোর নেতৃত্বে বলটিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি তার কমিসারদের যোগাযোগের উপায়গুলি অধিগ্রহণ করার এবং অফিসারদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দেয়। তারপর, পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সংকেত পেয়ে রাজধানীতে জাহাজ ও জঙ্গী বাহিনীগুলি পাঠানো শুরু হয়।

বলশেভিক নাবিকরা নৌবহরে দৃঢ়ভাবে বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে, নৌবহরের কম্যান্ড ও সদর দপ্তরকে সেই ক্ষমতার অধীনস্থ করে, অস্থায়ী সরকারের কমিসারদের অপসারিত করে এবং যেসব অফিসার স্পষ্টতই বিভিন্ন আদেশ বানচাল করে দিচ্ছিল তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে। যোগাযোগের সমস্ত উপায় চলে আসে নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে। ২৬ অক্টোবরের মধ্যে রেভেল নৌঘাঁটির স্থলবাহিনী ও জাহাজগুলি পুরোপুরি রেভেল এলাকার এস্তোনিয়া অঞ্চল সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সময় নষ্ট না-করে বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদে পাঠায় বলটিক নৌবহরের জঙ্গী ও সহায়ক জাহাজ, নৌবহরের হাজার হাজার নাবিক, ৪২২তম কলপিনস্কি, ৫০৯তম গুজাৎস্কি, ৫১১তম সিচেভ্‌স্কি রেজিমেন্ট, ৪২৮তম লোদেইনোপোল্‌স্কি রেজিমেন্ট ও ফিনল্যান্ডের অন্যান্য ইউনিটের সম্মিলিত বাহিনী এবং সেই সঙ্গে গোলন্দাজ, পরিখা খননকারী ও সিগন্যালার এবং প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গুলিবারুদ।

পেত্রগ্রাদের সব চাইতে নিকটবর্তী ১২শ সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়। সেনাবাহিনীতে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য এবং চরম মুহূর্তে অস্থায়ী সরকারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সৈন্য পাঠানোর জন্য আপসপন্থী পার্টিগুলি তাদের সাধ্য মতো সব কিছুই করেছিল। কিন্তু ২৬ অক্টোবর তারিখে ১২শ সেনাবাহিনীর সামরিক সংগঠন 'অকোপনি নাবাত' পত্রিকার একটি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করে, তাতে সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থানের খবর জানানো হয়, বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে সমর্থন করার, শৃঙ্খলা ও ঐক্য রক্ষা করার এবং একমাত্র সামরিক সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানানো হয়, বলা হয় যে সামরিক

সংগঠন পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। সেই দিনই ১২শ সেনাবাহিনীর সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সৈনিকদের এই সংবাদ দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করে যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কাজ করতে শুরু করেছে; সৈন্যদের আহ্বান জানানো হয়, তারা যেন ১২শ সেনাবাহিনী থেকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একটিও বেয়নেট পেত্রগ্রাদে প্রেরিত হতে না-দেয় এবং প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্রগুলি সেই উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করলে তা রোধ করে। রেলকর্মীরা সামরিক-বিপ্লবী কমিটির পক্ষ অবলম্বন করে এবং তাকে রেলওয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

১২শ সেনাবাহিনীতে এবং ভেনদেন, ভলমার, ইউরিয়েভ ও পশ্চাদ্‌ভাগের অন্যান্য বড় বড় অঞ্চলেও বলশেভিক বিপ্লবী কমিটিগুলি প্রকাশ্যভাবে কাজ করতে শুরু করে, বিভিন্ন সদর দপ্তর, অফিসারদের, যোগাযোগের উপায় ও রেলওয়ে জংশনগুলির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। লাতভীয় রেজিমেণ্টগুলিতে সংগঠন ছিল বিশেষভাবে উঁচু স্তবেব। লেটিশ পদাতিক রেজিমেণ্টগুলির সংযুক্ত সোভিয়েতের বলশেভিক কার্যনির্বাহী কমিটি ও সেনাবাহিনীর সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে রেজিমেণ্ট ও ব্রিগেডেব বিপ্লবী কমিটিগুলি তৎক্ষণাৎ সোভিয়েতসমূহেব ক্ষমতা বক্ষা করার জন্য লেটিশ পদাতিকদের ৪০,০০০ জনের একটি বাহিনীকে নিয়োজিত কবে। মুষ্টিমেয় যেসব অফিসার এতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেব দায়িত্ব থেকে অপসাবিত করে তাদের জায়গায় সৈনিকদেরই নির্বাচিত ব্যক্তিদেব বসানো হয়।

২৮ অক্টোবর তাবিখে ভেনদেনে সেনাবাহিনীর কংগ্রেস আরম্ভ হয়, মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই কংগ্রেসকে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ব্যবহাব করাব সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সৈনিকদের দ্বারা প্রেরিত না-হয়ে, যেসব কমিটি বহুকাল ধরে পুনঃনির্বাচিত হয়নি, তাদের দ্বারা প্রেরিত হয়। এর ফলে তারা বিরাট প্রতিনিধিত্ব পেয়ে যায়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেতা ভ. ম. চের্নোভ কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি, দক্ষ সংগঠক ও সৈনিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় স. ম. নাখিমসনের নেতৃত্বে বলশেভিকরাও কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুত হয়। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাখিম্‌সন সেনাবাহিনীর কংগ্রেসকে পেত্রগ্রাদের বিপ্লবী ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। সোভিয়েতসমূহেব দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধি ছিল এমন বলশেভিকরা লেনিনের স্বাক্ষরিত নির্দেশনামাগুলির কথা বলে। সেনাবাহিনীর বলশেভিক সংগঠন বামপন্থী জোটের প্রস্তাবটি ২৪৮-২৪৩ ভোটে পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু, ক্ষমতার মূল প্রশ্নটি সম্পর্কে কংগ্রেসে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বলশেভিকরা আশু ভবিষ্যতে সৈনিকদের প্রতিনিধিদের এক কংগ্রেস আহ্বানের

প্রস্তাব করে, এই প্রতিনিধিরা প্রকৃতই সৈন্যদের স্বার্থ রক্ষা করবে। সাময়িকভাবে, সেই কংগ্রেস যতদিন আহূত না-হয়, ততদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কংগ্রেসে নির্বাচিত সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তারা যোগ দেয়। এই সোভিয়েতে বলশেভিকরা এবং পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি পেয়েছিল ২২টি করে আসন।

১২শ সেনাবাহিনীর সামরিক সংগঠনের অনেক সদস্য আপসপন্থীদের সঙ্গে কোয়ালিশন করার জন্য বলশেভিকদের তীব্র সমালোচনা করে, তারা জোর দিয়ে বলে যে অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণতা দান করার জন্য এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাজকে প্রসারিত ও গভীর করে তোলার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে। বস্তুত পক্ষে, কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে সামরিক সংগঠন ঠিক এইভাবেই কাজ করেছিল। সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে তার প্রতিনিধিরা বুঝতে পারে যে জোট তৈরি করাটা ভুল হয়েছে; তারা সেনাবাহিনীর নতুন এক কংগ্রেসের জন্য সৈনিকদের প্রস্তুত করতে শুরু করে। কোয়ালিশন ভেঙে যায়।

১২শ সেনাবাহিনীর বলশেভিকদের রণকৌশল সংশোধন করার কাজে লেনিন তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তিনি ক. আ. গাইলিসের সঙ্গে দেখা করেন। গাইলিস ছিলেন সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে একজন প্রতিনিধি এবং তিনি ১২শ সেনাবাহিনীতে ফিরে যাচ্ছিলেন। লেনিন তাঁকে বলেন যে সেনাবাহিনীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পূর্ণ করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে পেত্রগ্রাদের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। গাইলিস ভেনদেনে এসে পৌঁছন ১২শ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রের প্রতিনিধি হিসেবে এবং তাঁকে সেনাবাহিনীর সামরিক-বিপ্লবী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্র চূর্ণ করার জন্য এই সামরিক-বিপ্লবী কমিটি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২য় কংগ্রেসে গৃহীত ও বলশেভিক সংবাদপত্রগুলিতে মুদ্রিত নির্দেশনামাগুলির অভিঘাতে ১২শ সেনাবাহিনীর সৈনিকদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির পাঠানো বলটিক নাবিকদের প্রতিনিধিদলগুলি ১২শ সেনাবাহিনীতে বলশেভিক প্রভাব আরও দৃঢ় করে তোলে। এর ফলে সামরিক সংগঠন সৈনিকদের কমিটিগুলির শুদ্ধীকরণ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা কীভাবে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সৈনিকদের তা দেখাতে সক্ষম হয়।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটির আদেশ অনুসারে, সেনাবাহিনীর সামরিক সংগঠনের ব্যুরো-সদস্য আ. গ. ভাসিলিয়েভের সামগ্রিক অধিনায়কত্বে লেটিশ ও সাইবেরীয় পদাতিক সৈন্যরা এবং নভোলাদোজ্স্কি রেজিমেন্টের একটি ব্যাটেলিয়ন ভাল্ক

ঘিরে ফেলে দাবি করে যে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরকে বিপ্লবী ক্ষমতাকে স্বীকার করতে হবে। নির্ভর করার মতো কোনো সৈন্যবল না থাকায় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৪ নভেম্বর তারিখে ভেনদেনে যে সেনাবাহিনীর কংগ্রেস আরম্ভ হয়, তাতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দেখতে পায যে তাদেব দাঁড়াবার মতো স্থান নেই। পেত্রগ্রাদের সব চাইতে কাছে মোতায়েন বৃহত্তম সেনাবাহিনীগুলির একটিতে বলশেভিকদের জয় সোভিয়েত ক্ষমতাকে ও বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে অনেকখানি শক্তিশালী করে তোলে। ১২শ সেনাবাহিনী-ক্ষেত্রের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তৎক্ষণাৎ ৬ষ্ঠ তুকুম লাতভীয় রেজিমেণ্ট এবং অন্যান্য লাতভীয বেজিমেণ্টের সৈন্যদেব নিয়ে গঠিত একটি সম্মিলিত বাহিনীকে বাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়।

উত্তব বণাঙ্গনের অন্যান্য সেনাবাহিনীতে আপসপন্থী পার্টিগুলি এবং সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড বিপ্লবী বাহিনীব সামনে গুবুতর প্রতিরোধ সৃষ্টি কবতে অক্ষম হয় এবং পবিস্থিতি নিযন্ত্রণে চলে আসে কার্যত মাত্র কয়েক দিনেব মধ্যে।

বিপুল প্রচেষ্টাব বিনিময়ে বলশেভিকরা প্স্কভে উত্তব বণাঙ্গনের সদর দপ্তবেব উপবে নিযন্ত্রণ কায়েম কবে, সাধাবণ সদব দপ্তবেব সঙ্গে একত্রে এখানকার সদব দপ্তরটি ছিল বিপ্লবেব পক্ষে গুবুতর বিপদ। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে প্স্কভে একটি গোপন বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়, তাতে ছিলেন — ভ ল পানিউশকিন (চেযাবম্যান) ও ব প পোজের্ন, এ'বা দুজনেই ছিলেন পার্টিব কেন্দ্রীয কমিটিব প্রতিনিধি, এবং ম প উশার্নভ, ম গ ইভানোভ ও আ ইভানোভ। শেষোক্ত জন ছিলেন স্থানীয পার্টি সংগঠনেব প্রধান।

২৬ অক্টোবব তাবিখে, পেত্রগ্রাদে অভ্যুত্থানেব খবর পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেব সোভিযেতগুলিব কার্যনির্বাহী কমিটিব বলশেভিক গোষ্ঠী পেত্রগ্রাদ সোভিযেতেব একজন প্রতিনিধিব সঙ্গে যুক্তভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেব বিপ্লবী কমিটি গঠন করে। এই সংস্থা উত্তর রণাঙ্গনে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ কবাব কাজে ব্রতী হয, কিন্তু প্রতিরক্ষাবাদীদের অন্তর্ঘাত আর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানাবিদেব দোদুল্যমানতা এই প্রচেষ্টাকে কার্যত পঙ্গু করে দেয়। সেই দিনই, প্স্কভ সোভিয়েতের এক বৈঠকে বলশেভিকরা প্স্কভ সামবিক-বিপ্লবী কমিটি গঠন কবে এবং এই কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় কশাক ও বাছাই সৈন্যদের পেত্রগ্রাদ অভিমুখে যাত্রা রোধ করার জন্য। ২৬-২৭ অক্টোবর রাতে উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলেব সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি শহরেব সমস্ত গুবুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থল নিয়ন্ত্রণ কবাব জন্য বলশেভিকদের উত্থাপিত এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্স্কভ পার্টি কমিটিতে ছিল প্রায় ৩০০ জন বলশেভিক; প্স্কভ পার্টি কমিটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে সমর্থন করার জন্য সমস্ত শক্তিকে সমবেত করে। কারখানায়-কাবখানায় ও গ্যারিসনে আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বক্তারা

দিন-রাত কাজ করে। বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্স্কভস্কি নাবাতের' প্রথম সংখ্যাটি ২৭ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয় মোটা মোটা হরফে এই শিরোনামা নিয়ে: 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কমিসাররা উত্তর রণাঙ্গনের সদর দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসেন।

৫ম ও ১২শ সেনাবাহিনী, প্স্কভ, রেভেল, ভাল্ক, ইউরিয়েভ, ভিতেবস্ক, লুগা, রেজিৎসা ও ইয়ামবুর্গের বিপ্লবী কমিটিগুলি সমেত ২০টি বিপ্লবী কমিটির সম্মেলন ৬ নভেম্বর তারিখে প্স্কভে শুরু হয়। সম্মেলনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে দ্রুত গঠিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলি অত্যন্ত কর্মোৎসাহ ও প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়েছে। আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই সমস্ত কমিটির ঘন জালটি হয়ে উঠেছে এক অখণ্ড সমগ্র। স্থানীয় বিপ্লবী কমিটিগুলিকে অবিলম্বে আপসপন্থী-নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েতগুলিতে নতুন নির্বাচন করার, সমস্ত পদ থেকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অপসারিত করার এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোভিয়েতসমূহের উয়েজদ কংগ্রেস, ও যেখানে সম্ভব, গুবের্নিয়া কংগ্রেস আহ্বানের নির্দেশ দিয়ে সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি নির্দেশমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ সদর দপ্তরকে সেই ১ নভেম্বর তারিখেই পেত্রগ্রাদে সৈন্য স্থানান্তর বন্ধ করার আদেশ দিতে হয়েছিল। বলটিক নৌবহর ও উত্তর রণাঙ্গন শুধু যে পেত্রগ্রাদে প্রেরিত প্রতিবিপ্লবী বাহিনীগুলিকে আটকে দিয়েছিল তাই নয়, রাজধানীকে তারা বলিষ্ঠ সশস্ত্র সমর্থনও যুগিয়েছিল। এদিক দিয়ে রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। সাফল্যের একটি শর্ত ছিল রাজধানীর নিকটতম রণাঙ্গনগুলির সৈনিকদের স্বপক্ষে টেনে আনা।

উত্তর রণাঙ্গনের প্রতিনিধিদের প্রথম কংগ্রেস প্স্কভে আরম্ভ হয় ২৮ নভেম্বর। এই সম্মেলনে বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিল। সম্মেলন বিনা দ্বিধায় সোভিয়েত ক্ষমতার নির্দেশনামাগুলিকে অনুমোদন করে, সৈনিকরা ইতিমধ্যেই যার সূত্রপাত করেছিল, সেনাবাহিনীর সেই গণতন্ত্রীকরণের জন্য এক পরিকল্পনা তৈরি করে, একটি বলশেভিক রণাঙ্গন কমিটি নির্বাচিত করে এবং সর্বাধিনায়কের স্থলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা যেখানে কাজ ভাগাভাগি করে নেয় এমন এক সংগঠিত সংস্থা, রণাঙ্গনের পরিচালকমণ্ডলী বা ডাইরেক্টরেট চালু করার নির্দেশ জারী করে। উত্তর রণাঙ্গনে বিপ্লবের জয় এতে সূচিত হয়।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ঘটনাবলী প্রায় একই ধাঁচে ঘটে। বলশেভিক পার্টির সেলগুলির বিস্তৃতি সেখানে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ছিল; তার একটি নিদর্শন এই যে অক্টোবর ১৯১৭-তে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ২য় উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব ছিল ১২টি পদাতিক ডিভিশন, ৬২টি পদাতিক রেজিমেণ্ট, তিনটি কোর কমিটি, ২টি সেনাবাহিনী কৃষক প্রতিনিধিদের

সোভিয়েত এবং ৭০টির বেশি বিশেষ উদ্দেশ্যের ইউনিটের বলশেভিকদের। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকেই ২য় সেনাবাহিনীতে গঠিত হয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর এক বলশেভিক সংগঠন। রণাঙ্গনের সবকটি সেনাবাহিনীর বলশেভিকদের প্রতিনিধিরা ছিল উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক পার্টি কমিটিতে এবং তা আঞ্চলিক কেন্দ্র ও স্থানীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চিত করেছিল। উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি রণাঙ্গনের সমস্ত বলশেভিক সংগঠনকে যুক্ত করে প্রলেতারীয় কেন্দ্রগুলির. সর্বোপরি, বেলোরুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সঙ্গে রণক্ষেত্রের বিপ্লবী সৈনিকদের মৈত্রী গঠন ও সংহত করতে তা সাহায্য করেছিল এবং রণাঙ্গনে ও অঞ্চলে বিপ্লবের বিজয়কে সহজতর করেছিল।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটিতে ছিল পার্টির প্রবীণ কর্মীরা এবং এই কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলত।

পেত্রগ্রাদে অভ্যুত্থান এবং রণাঙ্গনেব বিভিন্ন ইউনিটে সৈনিকদের কংগ্রেস ঘটে একই সময়ে; এই সব কংগ্রেসে সৈনিকরা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানাবিদেব বহিষ্কার করে কমিটিগুলির নেতৃপদে বলশেভিকদের বসায় এবং বিপ্লবী ক্ষমতা কায়েম করে। ২৫ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি পশ্চিম বণাঙ্গনের রাজনৈতিক কেন্দ্র মিন্‌স্কে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে জানায় যে বাজধানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয়েছে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এবং লাল রক্ষী বাহিনী ও বিপ্লবী গ্যারিসনের উপরে নির্ভর করে মিন্‌স্ক সোভিয়েতের বলশেভিক কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করে যে শহরে সে-ই একমাত্র কর্তৃত্ব। বলশেভিকরা প্রায় ২,০০০ বিপ্লবী সৈনিককে জেল থেকে মুক্ত করে তাদের নিয়ে গঠন করে ১ম বিপ্লবী রেজিমেণ্ট। তারপর তারা সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগার দখল করে, গ্যারিসন ও লাল রক্ষীদের অস্ত্রগুলি বণ্টন করে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনেব সদব দপ্তব সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিস অধিকাব করে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান আ. ফ. মিয়াসনিকভের নেতৃত্বে পার্টির আঞ্চলিক ও মিন্‌স্ক কমিটির নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম রণাঙ্গন ও অঞ্চলের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটি সেই অঞ্চলে সমগ্র বলশেভিক সংগঠনকে সক্রিয় করে তোলে এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিপ্লব সম্পর্কে সত্য ঘটনা জানানোর জন্য দরদীদের কাজে লাগায়।

পশ্চিম রণাঙ্গনের সামনে প্রধান কাজ ছিল পেত্রগ্রাদ. মস্কো ও সমগ্র কেন্দ্রীয়

শিল্পাঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর প্রবেশ বন্ধ করা। এ-ই সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছিল। পশ্চিম রণাঙ্গনের পশ্চাদ্‌ভাগে বলশেভিকরা যে প্রবল রক্ষা-বাহিনী মোতায়েন করেছিল, তা উত্তর রণাঙ্গনের রক্ষা-বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে প্রলেতারীয় কেন্দ্রগুলি পেত্রগ্রাদের কাছে কেরেনস্কি-ক্রাসনভ বাহিনীর সঙ্গে, মস্কোয় ক্যাডেটদের সঙ্গে এবং অন্যান্য শ্বেত রক্ষী কেন্দ্রের সঙ্গে দ্রুত মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকে রণাঙ্গনের সমস্ত বাহিনী সমর্থন করবে — এই মর্মে সবকটি ইউনিট টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ও বার্তাবহ মারফৎ বার্তা পাঠায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি, মিন্‌স্ক সোভিয়েত ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাছে। ৩০ অক্টোবর তারিখে গ্রেনেডিয়ার কোর-এর এক কংগ্রেস সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার সপক্ষে মত প্রকাশ করে। এই কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধিই ছিল একেবারে ট্রেঞ্চের সৈনিক।

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে গ্রেনেডিয়ার কোর তার সমস্ত অস্ত্রবল রাখছে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নির্দেশাধীনে এবং সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য তারা যেকোনো সময়ে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। গণ-কমিসারদের সরকারকে অভিনন্দন জানাই। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই নতুন বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিনকে!

কিন্তু, লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করার কোনো অভিপ্রায়ই প্রতিবিপ্লবের ছিল না। তারা মিন্‌স্ক দখল করার, প্রধান প্রধান বলশেভিক সংস্থা ধ্বংস করার এবং প্রতিবিপ্লবী ইউনিটগুলির উপরে নির্ভর করে বিপ্লবী রেজিমেণ্টগুলিকে চূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছিল। আপসপন্থী পার্টিগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে 'বিপ্লব রক্ষা কমিটি' গঠন করার পর রণাঙ্গনের কম্যান্ড ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৭ অক্টোবর তারিখে একটি ককেশীয় অশ্বারোহী ডিভিশনকে শহরে নিয়ে আসা হয়। রণাঙ্গনের সদর দপ্তরের হাতে ছিল প্রায় ২০,০০০ সৈন্য। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির হাতে সে সময়ে ছিল প্রায় ৫,০০০ সৈন্য। সময় নেওয়া এবং রণাঙ্গন থেকে সৈন্য এনে শক্তিবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটি ও মিন্‌স্ক সোভিয়েত 'বিপ্লব রক্ষা কমিটির' সঙ্গে সমঝোতায় আসতে রাজী হয়, তবে এই শর্তে যে রণাঙ্গন থেকে কোনো ইউনিটকে পেত্রগ্রাদ কিংবা মস্কোয় পাঠানো হবে না।

প্রতিবিপ্লবী জেনারেলরা ও আপসপন্থীরা তখন স্থির করে নিল যে যা খুশী করার অবাধ স্বাধীনতা তারা পেয়ে গেছে। সাধারণ সদর দপ্তর মস্কোর অভ্যুত্থান দমন করার জন্য যথা শীঘ্র সম্ভব কামান সহ একটি অশ্বারোহী ব্রিগেড, কুবান কশাক ডিভিশনের কয়েকটি ইউনিট, একটি সম্মিলিত পদাতিক বাহিনী, এবং পেত্রগ্রাদে

একটি সাঁজোয়া গাড়ির বাহিনী ও অন্যান্য ইউনিট পাঠানোর জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ডকে আদেশ দেয়। এই বাহিনীগুলি আবিষ্কার করে যে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় যাওয়ার পথ বন্ধ। ৩১ অক্টোবর পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তর সাধারণ সদর দপ্তরকে জানায়: 'আমাদের সমস্ত অসামরিক কাজে আমাদের হাত বাঁধা।'

পশ্চাদ্‌ভাগের অঞ্চলের বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ চালিয়ে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি প্রতিবিপ্লবী বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কেন্দ্রগুলিতে প্রবেশ করতে না দিয়ে বিপ্লবের বিরাট উপকার করে। কশাকদের এবং অন্যান্য বাছাই বাহিনীব পথ রুদ্ধ কবা হয় ভিতেবস্ক, ওবশা, ভিয়াজমা, গ্‌জাৎস্ক, জ্‌লোবিন, গোমেল ও অন্যান্য শহরে।

বণাঙ্গনেব সৈনিকদের সমর্থন নিয়ে আঞ্চলিক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ২ নভেম্বব তারিখে অস্থাযী সরকাবেব কমিসারকে গ্রেপ্তাব করে, 'বিপ্লব রক্ষা কমিটি' ভেঙে দেয এবং রণাঙ্গনেব সদর দপ্তবে নিযুক্ত কবে তাব নিজের কমিসাব স ইয়ে. শ্চুকিনকে। আপাতভাবে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কর্তৃত্বকে স্বীকার কবলেও, বণাঙ্গনেব সদব দপ্তব তার আদেশ অগ্রাহ্য কবছিল। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তাই বাধ্য হযে বণাঙ্গনেব সর্বাধিনায়ক জেনারেল বালুয়েভকে অপসাবিত কবে তাঁব স্থলাভিষিক্ত কবে বলশেভিক ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সদস্য এনসাইন ভ ভ. কামেনশ্চিকভকে। বলশেভিকবা ইতিমধ্যে রণাঙ্গনেব তিনটি সেনাবাহিনীব সবকটির সর্বোচ্চ কম্যান্ডেই বিপ্লবী দৃঢ়তাব সঙ্গে শুদ্ধীকবণেব কাজ সম্পূর্ণ করেছে। বলশেভিক সংগঠনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতিব পব, সৈন্যদের প্রতিনিধিরা তাদের সেনাবাহিনীব কংগ্রেসগুলিতে সমবেত হয। এই কংগ্রেসগুলিকে পরিচালনা কবাব জন্য বলশেভিক সংগঠনগুলি নিযুক্ত করে তাদেব সবচেযে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদেব। অধিকন্তু, এই সব কংগ্রেসে যোগ দেয় সোভিয়েতসমূহেব ২য় সারা-রাশিযা কংগ্রেসেব প্রতিনিধিরা, যাবা লেনিনেব শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা নিয়ে পেত্রগ্রাদ থেকে ফিরে এসেছিল।

এই কংগ্রেসগুলির পার্টিগত গঠনবিন্যাসে দেখা যায় যে সেনাবাহিনীর কমিটিগুলির মধ্যে, নিম্নতর পর্যায়ে তো বটেই, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্য শেষ হয়েছে। ২য় সেনাবাহিনীর কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের প্রায় সবাই ছিল বলশেভিক, ১০ম সেনাবাহিনীর কংগ্রেসে বলশেভিকরা ছিল প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ, এবং ৩য় সেনাবাহিনীর কংগ্রেসে কাস্টিং ভোটাধিকারসম্পন্ন ৩৩৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৫৫ জন ছিল বলশেভিক।

এই কংগ্রেসগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে তাদের সংহতি প্রকাশ করে এবং বলশেভিক সেনাবাহিনী কমিটি ও সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত করে সংশ্লিষ্ট সেনাবাহিনীর সমস্ত ক্ষমতা তার উপরে ন্যস্ত করে।

২০ নভেম্বর মিন্‌স্কে আরব্ধ রণাঙ্গনের কংগ্রেস পশ্চিম রণাঙ্গনের বিজয়কে সংহত করে। ৭১৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৫০ জনেরও কম পেটি-বুর্জোয়া জোটের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিনিধিরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সোভিয়েত সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। সৈনিক প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি গ. ক. ওর্জোনিকিদ্‌জে ও ভ. ভলোদারস্কি। কংগ্রেসে আলোচ্য-সূচির অন্তর্গত সমস্ত বিষয়ে বলশেভিকদের খসড়া করা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে রণাঙ্গনের সৈন্যরা গণ-কমিসার পরিষদের কর্মনীতি সমর্থন করবে। রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন বলশেভিক আ. ফ. মিয়াসানিকভ।

উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে বিপ্লবের দ্রুত ও নিয়ামক বিজয় বলশেভিক পার্টির একটা বড় সাফল্য ছিল। এই বিষয়টির উপরে জোর দিয়ে লেনিন লিখেছেন: 'অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিরোধের একেবারেই কোনো প্রশ্ন ছিল না, সেটা এই কারণে যে উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে বলশেভিকদের ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আর কেন্দ্র থেকে বহু দূরের অন্যান্য রণাঙ্গনে **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির কাছ থেকে কৃষকদের স্বপক্ষে টেনে আনার** সময় ও সুযোগ বলশেভিকরা পেয়েছিল...' (৯৫)

কিন্তু, জেনারেল ও অফিসারদের দিক থেকে বিপ্লব প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মগিলেভে অবস্থিত সাধারণ সদর দপ্তর ছিল এই প্রতিরোধের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র। সাধারণ সদর দপ্তরে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সশস্ত্র বাহিনীর কমিটি বিভিন্ন রণাঙ্গনে পর পর কতকগুলি প্ররোচনামূলক আবেদন প্রচার করে। সাধারণ সদর দপ্তর নেভেল — ভেলিকিয়ে লুকি — ভিতেবস্ক — ওরশা এলাকায় ৩য় অশ্বারোহী বাহিনী এবং ১৭শ ও ২২তম কোর ও বাছাই বাহিনীকেও কেন্দ্রীভূত করে, তাদের উদ্যত করে রাখে পেত্রগ্রাদের উপরে আক্রমণের জন্য। সেটি হয়ে ওঠে বিপ্লবের শত্রুদের সমাবেশ-কেন্দ্র, সেখানে নিজ-নিজ পার্টির প্রেরিত মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা একটি প্রতিবিপ্লবী সরকার গঠনের প্রয়াস চালান। তাদের কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের সামরিক মিশনগুলি — এরা খোলাখুলিভাবেই রাশিয়ার আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছিল।

সাধারণ সদর দপ্তরের চক্রান্ত বিপ্লবকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছিল। বলশেভিক পার্টি তা চূর্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ৭ নভেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে লেনিন সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুধ্যমান সমস্ত শক্তির কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করার জন্য কার্যকরী সর্বাধিনায়ক

জেনারেল ন. ন. দুখোনিনকে নির্দেশ দেন। দুখোনিন এই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স দাবি করে যে রাশিয়াকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সোভিয়েত সরকার এতে বাধ্য হয়ে দুখোনিনকে অপসারিত করে এবং তাঁর স্থানে নিযুক্ত করে বলশেভিক এনসাইন ন. ভ. ক্রিলেঙ্কোকে এবং দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে আঁতাঁত-ভুক্ত শক্তিগুলির কাছে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। লেনিন ও ক্রিলেঙ্কো রেডিওতে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সমস্ত সৈন্যের প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদের জেনারেলদের চক্রান্ত চূর্ণ করতে, শান্তির আদর্শ নিজেদের হাতে তুলে নিতে এবং রণক্ষেত্রে কঠোরতম বিপ্লবী শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বলেন। (৯৬)

চক্রান্তের কথা জানতে পেরে রণক্ষেত্রের সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ দেখা দেয়। বিপ্লবী সৈনিকদের সমর্থন নিয়ে সোভিয়েত সরকার সাধারণ সদর দপ্তরে প্রতিবিপ্লবী ঘাঁটিটি নিশ্চিহ্ন করার জন্য দৃঢ়পণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বলটিক নৌবহরের নাবিক এবং সৈনিকদের একটি সম্মিলিত বাহিনীকে সঙ্গে করে এনসাইন ক্রিলেঙ্কো প্রেরিত হন সরকারের আদেশ বলবৎ করার জন্য। বলশেভিক ম. ক. তের-আরুতিউনিয়ানৎসকে পেত্রগ্রাদ থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাছে পাঠানো হয় সোভিয়েত সরকারের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে। এই নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সাধারণ সদর দপ্তরটিকে নির্মূল করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ৩য় সেনাবাহিনী ওরশা, ভিতেবস্ক ও অন্যান্য শহরের গ্যারিসনগুলির ইউনিটকে নিয়ে র ই. বেরজিনের অধীনে একটি উত্তর প্রান্তীয় বাহিনী গঠিত হয়, এবং ২য় সেনাবাহিনীর সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্য ইয়ে. ই. লিসিয়াকভের অধীনে একটি দক্ষিণ প্রান্তীয় বাহিনী গঠিত হয় ২য় সেনাবাহিনী ও নিকটবর্তী গ্যারিসনগুলির ইউনিটকে নিয়ে। ৩য় সেনাবাহিনীর সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্য ভ. ফেয়েরাবেন্দ যান মগিলেভ গ্যারিসনে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সাধারণ সদর দপ্তরের প্রধান সহায় ৩য় অশ্বারোহী বাহিনী এবং ১৭শ ও ২২তম কোরে কমিসারদের পাঠায়। পেত্রগ্রাদ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সহায়তায় স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি সৈন্যদের মধ্যে তাদের প্রচারাভিযান তীব্র করে তোলে।

সাধারণ সদর দপ্তরকে ঘিরে বিপ্লবী বাহিনীর বেষ্টন দ্রুত দৃঢ় হয়ে ওঠে। জেনারেলরা অসহায়ভাবে ক্ষিপ্তের মতো চেঁচামেচি করতে থাকে, নতুন সৈন্য আনিয়ে শক্তিবৃদ্ধি দাবি করতে থাকে, কিন্তু নতুন সৈন্য আর আসতে পারেনি। আঁতাঁত-গোষ্ঠীর সামরিক মিশনগুলির সঙ্গে মিলে প্রতিবিপ্লবী কম্যান্ড কিয়েভে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি করে, সেখানে তারা কেন্দ্রীয় রাদার আশ্রয় পেতে পারবে। কিন্তু মগিলেভ গ্যারিসনের বিপ্লবী সৈন্যরা তা রোধ করে।

১৮ নভেম্বর তারিখে মগিলেভে একটি বলশেভিক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়; সে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং সাধারণ সদর দপ্তরকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনে। পেত্রগ্রাদ থেকে সম্মিলিত বাহিনীটি মগিলেভে এসে পেঁছিয় ২০ নভেম্বর। দুখোনিনকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তাঁর সুরক্ষার জন্য তাঁর সঙ্গে যে রক্ষীদল ছিল, ক্রুদ্ধ সৈনিকরা তাদের কাবু করে ফেলে তাঁকে হত্যা করে। সাধারণ সদর দপ্তর চলে আসে সোভিয়েত সরকারের আওতায়।

সেনাবাহিনীতে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে নেতৃহীন করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর কম্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটি অধিগ্রহণ করে বলশেভিক পার্টি প্রলেতারীয় কেন্দ্রগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অন্যান্য রণাঙ্গনে, যেখানে সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেছিল সেখানে সৈনিকদের বিপ্লবী সংগ্রামকে সহজতর করে তোলে। এই রণাঙ্গনগুলির ঠিক পিছনেই ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল, সেখানে পার্টির লোকবল ও প্রলেতারিয়েত সংখ্যাগতভাবে কম ছিল। পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি এতে অনেকখানি সুযোগ পেয়ে যায়। তাদের সঙ্গে মিলে ইউক্রেন, মোলদাভিয়া ও ট্রান্স-ককেশাসের বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি সৈনিকদের বিভক্ত করার জন্য এবং সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্য তাদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে।

কিন্তু রাশিয়ার সুদূরতম অঞ্চলে বিপ্লব এগিয়ে যায় অমোঘভাবে। সৈনিকরা শীঘ্রই সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের নির্দেশনামাগুলির, বিশেষ করে শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামার কথা জেনে যায়, এবং বলশেভিকরা পায় বিপুল সংখ্যক সৈনিকের সমর্থন।

অক্টোবর অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীগুলির পার্টি সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল রণাঙ্গনের ব্যুরো; এই ব্যুরো রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কিয়েভ-স্থিত দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে কাজ করত। রুমানীয় রণাঙ্গনে, অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে বলশেভিক পার্টির একটি সংগঠন ছিল শুধু ৮ম সেনাবাহিনীতে। অন্যান্য সেনাবাহিনীতে, মেনশেভিকদের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন সংগঠনগুলি তখনও কাজ করছিল, তবে স্বাধীন বলশেভিক সেলগুলি গঠিত হচ্ছিল। ককেশীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধক্ষেত্রে ও পশ্চাদ্‌ভাগে বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ককেশীয় বলশেভিক আঞ্চলিক কমিটিতে ১৯১৭-র অক্টোবর মাসে গঠিত অস্থায়ী আঞ্চলিক ব্যুরো। তার প্রধান ছিলেন গ. ন. কর্গানভ; পরবর্তীকালে ইনি বাকু কমিউনের অন্যতম কমিসার হন।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি, ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটি এবং কিয়েভ, ওদেসা, তিফলিস, বাকু ও পশ্চাদ্‌ভাগের অঞ্চলের অন্যান্য বলশেভিক

কমিটি দক্ষিণ রণাঙ্গনগুলিতে বলশেভিকদের প্রতি তাদের সহায়তা ক্রমে ক্রমে তীব্র করে তোলে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি বহু পরীক্ষিত কমিসার, প্রতিনিধি ও আন্দোলন-সংগঠককে, সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধি, বিপ্লবী বলটিক নৌবহরের নাবিকদের এবং পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের বিপ্লবী সৈনিকদের পাঠায় দক্ষিণ-পশ্চিম, রুমানীয় রণাঙ্গনে।

অক্টোবর মাসের শেষে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি তিফলিসে সামরিক সংগঠনগুলির এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়, বিপ্লবের নেতা লেনিনের প্রতি একটি অভিনন্দনবার্তা গ্রহণ করে এবং ককেশীয় রণাঙ্গন ও পশ্চাদ্ভাগের গ্যারিসনগুলির ইউনিটে পার্টি সেল গঠন ত্বরান্বিত করার জন্য এবং তীব্রতর বলশেভিক প্রচার আন্দোলনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ২৭ অক্টোবর তারিখে সামরিক সংগঠনগুলির ব্যুরো বিপ্লবী সৈনিকদের উদ্দেশে এক বার্তা প্রচার করে, তাতে বলা হয়: 'আমাদের রণধ্বনি হল: বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে সাহায্য করো! একটিও রাইফেল, একটিও মেশিন-গান, একটিও কামান খোওয়া গেলে চলবে না। অস্ত্রত্যাগ বা বাহিনী ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে কোনো আদেশ পালন করো না... সমস্ত বেয়নেট, সমস্ত কার্তুজ, সমস্ত মেশিন-গান ও সমস্ত কামান উদ্যত করে রাখতে হবে বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে।'

রুমানীয় রণাঙ্গনে বলশেভিকরা মিশ্র সংগঠনগুলি থেকে বেরিয়ে এসে সেনাবাহিনীগুলির মধ্যে স্বাধীন কেন্দ্র এবং একটি রণাঙ্গনের কমিটি গঠন করে। সেনাবাহিনীর ও রণাঙ্গনের সম্মেলন আহ্বানের জন্য তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই রণাঙ্গনেও, নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সেনাবাহিনীর পার্টি সম্মেলনগুলিতে দেখা যায় যে পার্টির সদস্যসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। রুমানীয় রণাঙ্গনের বলশেভিকদের একটি সম্মেলন কিশিনেভে ২৮-৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ দেয় বিভিন্ন ইউনিটের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বলটিক নৌবহরের একদল নাবিককে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠায়। এই সম্মেলনের মূল সুর ছিল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন। সম্মেলনে নির্বাচিত বলশেভিকদের রণাঙ্গন কমিটি এবং সেনাবাহিনীর বলশেভিক সংগঠনগুলি রুমানীয় রণাঙ্গনে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে ২য় রক্ষী কোরের বলশেভিকরা সর্বপ্রথম ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১ নভেম্বর তারিখে, পেত্রগ্রাদ থেকে আগত ৭ম সেনাবাহিনীর কমিসার ই. প. ভাসিয়ানিনের অংশগ্রহণে তারা একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠন করে, এই

কমিটি রণাঙ্গনের যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। এর পরে অন্যান্য ইউনিটে গঠিত হয় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি। রেজিমেণ্ট, ডিভিশন ও কোরগুলিতে সৈনিকরা কমিটি থেকে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের বহিষ্কৃত করে তাদের জায়গায় বলশেভিকদের নির্বাচিত করে।

রণাঙ্গনের কমিটিতে আপসপন্থীদের দিনও ঘনিয়ে আসে। ১৮ নভেম্বর বেরদিচেভে রণাঙ্গনের এক বিশেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তাকে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে চালিত করার জন্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তাদের সাধ্য মতো সব কিছুই করেছিল। রণাঙ্গনের ব্যুরো রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানায়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও আঞ্চলিক কমিটি কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাতে সাড়া দেয়।

চূড়ান্ত ভোটাধিকারসম্পন্ন ৬৫৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় ২৭০ জন ছিল বলশেভিক, ২১৩ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি (৫০ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সহ) এবং ৪৭ জন মেনশেভিক। কংগ্রেসে আনীত সৈনিকদের ম্যাণ্ডেটগুলির মধ্যে ১৫০টি ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার সপক্ষে এবং ১০২টিতে দাবি করা হয়েছিল 'সমধর্মী সমাজতান্ত্রিক' ক্ষমতা, যদিও অনেক বিষয়ে বলশেভিকদের ম্যাণ্ডেটগুলির সঙ্গে সেগুলির মিল ছিল। ছ-দিনের তীব্র তর্কবিতর্কেও প্রধান প্রশ্ন, ক্ষমতার প্রশ্নটির মীমাংসা হয়নি। এখানে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এক নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে, তারা দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার প্রবণতা দেখায়। যাই হোক, ম্যাণ্ডেটগুলিতে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত সৈনিকদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে বলশেভিকরা একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠন করাতে সক্ষম হয়, স্থির হয় এই কমিটি পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত কাজ চালাবে। এই কমিটিতে ছিল ১৮ জন বলশেভিক, ৫ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৯ জন দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ২ জন মেনশেভিক ও একজন নির্দলীয়।

২৬ নভেম্বর তারিখে বলশেভিক গ. ভ. রাজ্জিভিনের নেতৃত্বে রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তার ১ নং আদেশনামা জারী করে; তাতে বলা হয় যে দেশে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হল গণ-কমিসার পরিষদ, এবং রণাঙ্গনে সেই সংস্থা হল সামরিক-বিপ্লবী কমিটি, এই কমিটি গণ-কমিসার পরিষদের আদেশ পালন করে। এইভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় এবং রণাঙ্গনের নিকটবর্তী বিশাল এক অঞ্চলে সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ইউক্রেনের জনগণকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এর পরে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় রুমানীয় রণাঙ্গনে, যদিও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের প্রভাব তখনও অতি প্রবল ছিল এবং এই অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে কর্মরত বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। রাজধানীতে অভ্যুত্থানের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রণাঙ্গনের সদর দপ্তর ও আপসপন্থী কমিটিগুলি কেরেনস্কির সাহায্যার্থে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়ে একটি সম্মিলিত পিটুনি ডিভিশন গঠন করতে শুরু করে। ৩১ অক্টোবর তারিখে রণাঙ্গনের এক জরুরী কংগ্রেস থেকে (যেখানে অধিকাংশ প্রতিনিধি ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি) এর সূত্রপাত হয়: এই কংগ্রেসে পেত্রগ্রাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নিন্দা করে এবং অস্থায়ী সরকারকে সাহায্য করার জন্য একটি পিটুনি ডিভিশন পাঠানোর ধারণাকে অনুমোদন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু যখন প্রকৃতই এই ডিভিশন গঠনের কাজ শুরু হয় তখন দেখা যায় যে পেত্রগ্রাদে ফৌজ পাঠালে সৈনিকদের মধ্যে ক্রোধের এমন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে যা সদর দপ্তর ও আপসপন্থী কমিটিগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী উৎসাহ বিপুল মাত্রায় থাকায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক কমিটিগুলিকে অস্থায়ী সরকারকে রক্ষার কথা নয়, বরং নিজেদেরই রক্ষা করার কথা ভাবতে হল।

সারা রুমানীয় রণাঙ্গন জুড়ে বিপ্লবী মনোভাব বেড়ে উঠতে থাকে। এর বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ইউনিট সম্মেলনগুলির সময়ে; এই সব সম্মেলনে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা একটির পর একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই সব সম্মেলনে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে বলশেভিকরা তাদের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়াকে নিশ্চিত করে। সৈনিকরা সেনাবাহিনীর ও সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলিতে নেতৃপদে বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নির্বাচিত করে। বলশেভিক রণাঙ্গন কমিটি প্রধান প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্র—রণাঙ্গনের সদর দপ্তর এবং ইয়াস্সি-স্থিত আপসপন্থী মোর্চা 'বিপ্লবী কমিটি'—নির্মূল করার ভিত্তি স্থাপন করতে শুরু করে। ২ ডিসেম্বর তারিখে কিশিনেভ থেকে ইয়াসসিতে আগত বলশেভিক কমিটি ইয়াসসি ও সকোলি গ্যারিসনের কার্যনির্বাহী কমিটি, ৪র্থ সেনাবাহিনী কমিটি, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ওদেসা কমিটির প্রতিনিধিদের এবং গণ-কমিসার পরিষদের প্রতিনিধি রেইসনকে নিয়ে এক সম্মেলন আহ্বান করে; রেইসন রুমানীয় রণাঙ্গনের সহকারী কমিসার হিসেবে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করার জন্য সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। এই সম্মেলনে রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত হয়। সেই সঙ্গে, সামরিক-বিপ্লবী কমিটির দাবি মেনে নিয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক 'বিপ্লবী কমিটি' তার কাজ বন্ধ করে দেয়। ৩ ডিসেম্বর তারিখে রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি

সৈন্যদের ও গণ-কমিসার পরিষদকে জানায় যে রুমানীয় রণাঙ্গনে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রুমানীয় রণাঙ্গনের কমিসার স. গ. রোশাল পেত্রগ্রাদ থেকে এসে পে'ৗছন ৬ ডিসেম্বর তারিখে; তিনি সামরিক-বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান হন।

রুমানীয় রণাঙ্গন ও ওদেসা অঞ্চলের প্রতিনিধিদের এক কংগ্রেস ওদেসায় শুরু হয় ১০ ডিসেম্বর তারিখে। এই কংগ্রেস সোভিয়েত সরকারের বিপ্লবী কাজগুলিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক 'রুমচেরদ'-এর* বিশ্বাসঘাতকতাকে ধিক্কার জানায় এবং বলশেভিক ভ. গ. ইউদভস্কিকে নেতৃপদে রেখে রণাঙ্গন ও অঞ্চলের জন্য এক নতুন নেতৃত্বদায়ক সংস্থা নির্বাচিত করে।

ককেশীয় রণাঙ্গনে ঘটনাবলী প্রায় একই ধারা অনুসরণ করে। বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলির এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটির বিশদ প্রস্তুতিমূলক কাজের পর, ককেশীয় সেনাবাহিনীর ২য় আঞ্চলিক কংগ্রেস তিফলিসে ১০ ডিসেম্বর তারিখে শুরু হয়। বলশেভিক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স. গ. শাউমিয়ান। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে মিলে বলশেভিকরা ছিল কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গৃহীত প্রস্তাবে গণ-কমিসার পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের নির্দেশনামাগুলি অনুমোদন করা হয় এবং মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়। প্রতিবিপ্লবী ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের ক্ষমতার দাবিকে কংগ্রেস অগ্রাহ্য করে এবং ককেশীয় সেনাবাহিনীর এক নতুন আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচিত করে, তাতে ১০০টি আসনের মধ্যে ৫২টি পায় বামপন্থী জোট। ককেশীয় রণাঙ্গনের বিপ্লবী সৈনিকদের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সরকারের প্রতি তার বার্তায় কংগ্রেস বলে যে ককেশাসের সুউচ্চ শৈলশিখরগুলি পেরিয়ে, উত্তর ককেশাসে ক্ষিপ্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তির মাথার উপর দিয়ে সে সারা রাশিয়ার শ্রমিক ও সৈনিকদের সঙ্গে সংহতির বাহু প্রসারিত করছে।

কিন্তু এতেই বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যেকার সংগ্রামের অবসান ঘটেনি। সেনাবাহিনীর উঁচুতলার কম্যান্ড ও তাদের দাসসুলভ অনুচররা--মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, ইউক্রেন, মোলদাভিয়া ও ট্রান্স-ককেশিয়ার বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীরা এবং রুমানীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পিছনে ছিল মার্কিন, ব্রিটিশ

* রুমচেরদ — রুমানীয় রণাঙ্গন, কৃষ্ণ সাগরের নৌবহর ও ওদেসা সামরিক জেলার সৈনিক, নাবিক, শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি।

ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন। নভেম্বর মাসের শেষে আঁতাঁত-গোষ্ঠীর সামরিক মিশনগুলি সাধারণ সদর দপ্তর থেকে কিয়েভে চলে আসে। কেন্দ্রীয় রাদায় নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মার্কিন কূটনীতিক, ওদেসা-স্থিত ব্রিটিশ কনসাল এবং একজন ফরাসী জেনারেলও চটপট কিয়েভে এসে উপস্থিত হয়। ইয়াস্সিতে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিরা ছিল এবং ছিল সামরিক মিশনগুলিও: মার্কিন মিশনের কর্তা ছিলেন কর্নেল বয়েল আর ফরাসী মিশনের কর্তা ছিলেন জেনারেল আ. বার্তেলো। তাঁদের সরকারের নির্দেশ অনুসারে তাঁরা প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের প্ররোচনায় ও তাঁদের সমর্থন নিয়ে ইউক্রেনীয় রাদা ও ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট ইউক্রেন ও ট্রান্স-ককেশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে, দক্ষিণ-পশ্চিম, রুমানীয় ও ককেশীয় রণাঙ্গনকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, হাজার হাজার সৈন্যের কাছে খাদ্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ করে এবং তাদের অস্ত্রত্যাগ করতে হবে বলে দাবি জানায়। ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অনুমোদন নিয়ে মোলদাভীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী 'স্ফাতুল-ত্সেরি' (দেশ-পরিষদ), রুমানীয় রণাঙ্গনের সদর দপ্তর ও রুমানীয় রাজকীয় সরকার বেসারাবিয়া অধিকার করার জন্য ও যেসব সৈনিক সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকে স্বীকার করেছিল তাদের নিরস্ত্র করার জন্য রুমানীয় ফৌজ পাঠায়। রুমানীয় রণাঙ্গনের কম্যান্ডার, জেনারেল দ. গ. শ্চের্বাচেভ নির্লজ্জভাবে স্বীকার করেছেন যে সমস্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্নে তিনি আঁতাঁতভুক্ত শক্তিগুলির রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি রেখেই কাজ করেছেন। ইউক্রেনে জাতীয়তাবাদী স. ভ. পেৎলিউরা ও ম. স. গ্রুশেভস্কি এবং অন্যান্য এলাকায় জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবের সর্দাররাও এই সব দূতের সঙ্গে পরিপূর্ণ মতৈক্য বজায় রেখেই কাজ করেছিল।

সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুরা বিপ্লবকে চূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছিল। বলশেভিকদের গড়ে তোলা ঐক্য—সৈনিকদের আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টায়, সেনাবাহিনীকে জাতিগত ভাগে বিভক্ত করার, তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করার, রণাঙ্গনকে বিশৃঙ্খল করার এবং জায়মান সোভিয়েত ক্ষমতাকে জার্মান আক্রমণের বিপদের সামনে এনে ফেলার চেষ্টায় তারা স্বাজাত্যবাদী প্রচার-আন্দোলন চালায়। উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে এই সব প্রচেষ্টা দ্রুততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যর্থ করা হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম ও রুমানীয় রণাঙ্গনে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের শক্তির মধ্যে এক তিক্ত সশস্ত্র সংগ্রাম বেধে যায় ১৯১৭-র ডিসেম্বর মাসে। রভনোতে পেৎলিউরার সৈন্যরা বিশেষ সেনাবাহিনীর বিপ্লবী কমিটির উপরে হামলা চালিয়ে তার কয়েকজন সদস্যকে বন্দী করে এবং সেনাবাহিনীর তহবিল নিয়ে চলে যায়। স্তারোকনস্তান্তিনভে তারা ১১শ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর দখল করে নেয় এবং সেনাবাহিনীর সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার

করে। বেরদিচেভেও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তর দখল করা হয় এবং রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮ম সেনাবাহিনীর সদস্যদের মগিলেভ-পদোলস্কিতে গ্রেপ্তার করা হয় কশাকদের সহায়তায়। ৯ম সেনাবাহিনীতে সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ভেঙে দেওয়া হয়। ৪র্থ সেনাবাহিনীতে সেনাবাহিনীর নির্বাচিত কম্যান্ডার ও বহু বলশেভিককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইয়াস্‌সি ও সকোলিতে রুমানীয় রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পার্টি-কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অনুরূপ কাজ জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা করে ককেশাসে।

কিয়েভ-স্থিত ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্রীয় রাদার এই সমস্ত কাজকে প্রকাশ্যেই অনুমোদন করেন। রণাঙ্গনের বলশেভিক কেন্দ্রগুলির উপরে দস্যুসুলভ হামলা সংগঠিত করার কাজে ইয়াস্‌সিতে আঁতাঁত-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। ককেশাসে মার্কিন কনসাল ফ. স্মিথ ও ব্রিটিশ জেনারেল ও ব. স. শোর ১৯১৮-র জানুয়ারি মাসে শামখোর, দাল্লিয়ার, ইয়েলিসাভেৎপল ও অন্যান্য স্থানে ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের দুর্বৃত্তবাহিনীর দ্বারা সৈনিকদের উপরে নির্মম গুলিচালনার ঘটনাগুলি সংগঠিত করতে সাহায্য করেন।

ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৯১৮-র ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে, প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈনিকরা নীপার নদীর পশ্চিম তীরকে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পেৎলিউরার সৈন্যদের কবল থেকে মুক্ত করে, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকারকে কিয়েভ দখল করতে সাহায্য করে এবং কেন্দ্রীয় রাদাকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

রুমানীয় রণাঙ্গনের ৮ম সেনাবাহিনীও অনুরূপভাবে পেৎলিউরার সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করে তার পশ্চাদ্‌ভাগের এলাকায় বিপ্লবী ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ৯ম সেনাবাহিনীর ১৮শ ও ৪০তম কোর লড়াই করে এই এলাকায় আসার পথ করে নেয়। ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিট রুমানীয় হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেত রক্ষীদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর নিজেদের অবস্থা অসুবিধাজনক বুঝতে পেরে সীমান্ত অতিক্রম করে এবং অস্ট্রীয় ও জার্মান সৈন্যদের হাতে অন্তরীণ হয়। এই সেনাবাহিনীর অন্যান্য ইউনিট ব্যূহ ভেদ করে ওদেসা-তিরাসপোল এলাকায় এসে পৌঁছয়; রুমানীয় রণাঙ্গনের সৈনিকদের সাহায্য করার জন্য সোভিয়েত সরকার কিয়েভ থেকে যে ১ম বিপ্লবী সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল, সেখানে তারা সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীরত্বের সঙ্গে রুমানীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অনেকগুলি লড়াইয়ের পর রুমানীয়া বেসারাবিয়া থেকে তার সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

ককেশীয় রণাঙ্গনে, কয়েকটি বিপ্লবী ইউনিট বাকুর কাছে চলে আসে, সেখানে বাকু কমিউন রক্ষার বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য ইউনিট লড়াই করে উত্তর ককেশাসে যায়, সেখানে তারা কুবান ও কৃষ্ণ সাগর এলাকায় সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াই করে।

রণাঙ্গনে বিপ্লবের পাশাপাশি চলতে থাকে সশস্ত্র বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র থেকেই এর উদ্ভব। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃপদ থেকে শোষক শ্রেণীগুলিকে অপসারিত করা এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে সংহত করার কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা। ১৯১৭-র নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রতিবিপ্লবী জেনারেল ও অফিসারদের অপসারিত করা হয় এবং তাদের জায়গায় আনা হয় নির্বাচনভিত্তিক কম্যান্ডারদের। বহু কোর, ডিভিশন ও রেজিমেণ্ট চলে আসে সৈন্যদের আস্থাভাজন বিপ্লবী সৈনিক ও অধস্তন অফিসারদের অধিনায়কত্বে। অধিকন্তু, বলশেভিক পার্টি অনুগত অফিসারদের ব্যবহার করে সশস্ত্র বাহিনীতে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদের গৃহীত 'সমস্ত সৈনিকের সমানাধিকার' এবং 'সশস্ত্র বাহিনীতে কম্যাণ্ডের নির্বাচনভিত্তিক নীতি ও সংগঠন'-সংক্রান্ত নির্দেশনামায় বলা হয় যে শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছার সেবক, সশস্ত্র বাহিনীকে এই ইচ্ছার সর্বোচ্চ মুখপাত্র--গণ-কমিসার পরিষদের অধীনে আনা হল, এবং প্রতিটি সামরিক ইউনিটে ও সংগঠনে সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে সংশ্লিষ্ট সৈনিকদের কমিটি ও সোভিয়েতসমূহের উপরে। এই নির্দেশনামাগুলি প্রতিক্রিয়াশীল কম্যাণ্ডের অধীনতা থেকে সৈন্যদের মুক্ত করে এবং তাদের নিয়োজিত করে সোভিয়েত ক্ষমতার সেবায়।

আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্রগুলিকে দমন করার জন্য বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলি বেছে নিয়েছিল সৈনিক ও নাবিকদের সবচেয়ে সচেতন, সুশৃঙ্খল ও বিপ্লবী অংশগুলিকে। এই সৈন্যদের অনেকেই অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য লাল রক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ফলে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীরা তাদের অন্যতম মূল অস্ত্র, সেনাবাহিনী, থেকে বঞ্চিত হয়েছিল আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পেয়ে গিয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীকে, শ্রমিকদের লাল রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে একত্রে মিলে যে-বাহিনী প্রতিক্রিয়াশীলদের সোভিয়েতবিরোধী বিদ্রোহ দ্রুত দমন করতে এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে সংহত করতে সক্ষম হয়েছিল।

বলশেভিক পার্টির বিপুল প্রচেষ্টার কল্যাণে, সশস্ত্র বাহিনী পরিণত হয় লক্ষ লক্ষ সৈনিকের আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার এক চমৎকার শিক্ষায়তনে। বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিকরা সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এস্তোনিয়া, বেলোরুশিয়া, ইউক্রেন, মোলদাভিয়া ও ককেশাসের শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন করে, বুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদ ও বৃহৎ শক্তিসুলভ জাত্যভিমানের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

বলশেভিকরা তাদের সামরিক সংগঠনগুলির সাহায্যে জার্মান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা জনপ্রিয় করে তোলে। বলশেভিকরা, বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্লবের পরে, রণক্ষেত্রে ভাইয়ের মতো মেলামেশাকে পরিণত করে এক বিশাল শান্তি সম্মেলনে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের জাত্যভিমানের উপরে তা মারাত্মক আঘাত হানে এবং আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সংহতির আদর্শকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। জার্মানিতে ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিতে তা বিপ্লবের পরিপক্কতা ত্বরান্বিত করে। পূর্ব রণাঙ্গনের জার্মান চীফ-অব-স্টাফ, জেনারেল মাক্স হফ্‌মান স্বীকার করেছেন, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বলশেভিক প্রচার-আন্দোলনের পরিণতি প্রাণঘাতী।

১৯১৭-র শেষ দিকে পুরনো সশস্ত্র বাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার কাজ যখন শুরু হয়, তখন বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলি রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সচেতন ও জঙ্গী সৈনিকদের নতুন, লাল ফৌজে ভর্তি হতে সাহায্য করে। ১৯১৮-র গোড়ার দিকেই উত্তর রণাঙ্গন দেয় ২৪,০০০ সৈনিক, পশ্চিম রণাঙ্গন দেয় ১৫,০০০, এবং ককেশীয় রণাঙ্গন প্রায় ১০,০০০। বাকু কমিউনের ১৮,০০০ জনের সেনাবাহিনীর বেশির ভাগই ছিল ককেশীয় রণাঙ্গনের সৈনিক। বলশেভিক ভাবাপন্ন কতকগুলি ইউনিটের প্রায় সকলেই লাল ফৌজে যোগ দেয়।

রণাঙ্গনগুলিতে বিপ্লবের জয় সারা রাশিয়ায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেনাবাহিনী থেকে মুক্ত লক্ষ লক্ষ সৈনিক, সশস্ত্র বাহিনীতে যারা বিপ্লবী সংগ্রামের পাঠশালার মধ্য দিয়ে গেছে তারা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রচারক ও যোদ্ধা হিসেবে। তাদের স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার পর, যাদের অধিকাংশ নিজেরাই ছিল মেহনতি কৃষক, সেই সৈনিক ও নাবিকরা, কৃষকসাধারণকে শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে সমবেত করার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করে। সেই জন্যই ১৯১৮-র মার্চ মাসে লেনিন ঘোষণা করেন যে সোভিয়েত সংগঠনগুলি 'একমাত্র এখনই, সৈনিকরা যখন রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসেছে, সুদূরতম গ্রামগুলিতে গিয়ে পেঁছেছে'। (৯৭) অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই বক্তব্যকে প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণ করে যে, প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টির দ্বারা সশস্ত্র বাহিনীকে স্বপক্ষে টেনে আনাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের প্রধান শর্ত।

২। সমগ্র রাশিয়ায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

সৈনিকদের ব্যাপক অংশ যখন বিপ্লবের পক্ষ অবলম্বন করে, রাশিয়ায় শক্তির ভারসাম্যের তখন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। বলশেভিকরা যে মৈত্রীবন্ধনের জন্য দীর্ঘ কাল কাজ করেছে, কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সেই মৈত্রী আরও দৃঢ় হয়। এই সময়কার কথা লিখতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছেন যে 'অস্বাভাবিক সহজে আমরা বিজয় অর্জন করেছি কারণ ফলটি পরিপক্ব হয়েছিল, কারণ জনগণ ইতিপূর্বেই বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই', আমাদের এই যে স্লোগানটি জনসাধারণ দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছিল, তা পরিণত হয়েছিল তাদের রক্ত-মাংসে।' (৯৮)

বিপ্লবের শোভাযাত্রাটি ছিল এক জয়যাত্রা, কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়েছিল বহুবিচিত্র পথে।

বহুজাতিক রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল শ্রমিকরা এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশ, বিশেষ করে মধ্যাঞ্চলের গুবের্নিয়াগুলিতে। শ্রমিকশ্রেণীর বৃহদাংশ এবং বলশেভিক লোকবলের অধিকাংশ ছিল এই সমস্ত গুবের্নিয়ায়। পেত্রগ্রাদ, মস্কো, কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল, ইউক্রেনের একাংশ, বলটিক অঞ্চল, বাকু ও শিল্পপ্রধান উরাল ছাড়াও ছিল বিশাল কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের অঞ্চলগুলির বিশাল, বিরল-বসতি এলাকা, যেখানে কৃষি উৎপাদনেরই প্রাধান্য ছিল। এক-একটি অঞ্চলে ছিল বহুবিচিত্র ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক। মধ্যাঞ্চলগুলির জনসমষ্টি ছিল প্রধানত রুশ-জাতীয়। কিন্তু অন্যান্য জাতি-অধিজাতিরও লোক ছিল; ভোলগা এলাকা, উরাল, উত্তরাঞ্চল ও উত্তর ককেশাসে তাদের কতকগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ গোষ্ঠী ছিল। ফলত, স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে অক্টোবর বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের ছিল নিজস্ব কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেখানেও সংগ্রাম এগিয়ে চলেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী।

শিল্পায়নের সর্বোচ্চ স্তরবিশিষ্ট অঞ্চলগুলি ছিল পেত্রগ্রাদ ও তার পরিপার্শ্ব এবং মস্কো-সংলগ্ন গুবের্নিয়াগুলি; ১৯১৩ সালে রাশিয়ার শিল্পজাত সামগ্রীর প্রায় ৪০ শতাংশ উৎপন্ন হত এখানে। এই অঞ্চলগুলিতে ছিল বিপুল সংখ্যক প্রলেতারিয়েত। কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল ও পেত্রগ্রাদ গুবের্নিয়ায় কারখানা পরিদর্শনালয়ে নথীবদ্ধ কারখানাগুলিতে কর্মে নিযুক্ত ছিল প্রায় ১৩ লক্ষ শ্রমিক, অর্থাৎ রাশিয়ার শিল্প-শ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি।

কিন্তু সেখানেও কৃষক জনসমষ্টির প্রাধান্য ছিল, আর কতকগুলি গুবের্নিয়া ছিল পুরোপুরি কৃষিপ্রধান। এগুলি হল স্মোলেন্স্ক, কালুগা, রিয়াজান, কুর্স্ক,

ভরোনেজ, তাম্‌বভ, নভগরদ, প্‌স্কভ, পেন্‌জা, আর্খাঙ্গেল্‌স্ক ও ভোলগ্‌দা গ্‌বের্নিয়া এবং ভোলগা অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান। এই সমস্ত গ্‌বের্নিয়ায় শ্রমিকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল ম্‌খ্যত ছোট ছোট, আদিম ধরনের উদ্যোগগ্‌লিতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চাল্‌ থাকত শ্‌ধ্‌ বিভিন্ন মরশ্‌মে। শিল্পপ্রধান গ্‌বের্নিয়াগ্‌লির মতো, এই সমস্ত গ্‌বের্নিয়ায় শ্রমিকদের একটি বড় অংশ এসেছিল আশপাশের গ্রামগ্‌লির কৃষক পরিবার থেকে এবং কৃষির সঙ্গে তাদের যোগস্‌ত্র তখনও প্রবল ছিল। তবে একথা সত্যি যে রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলগ্‌লিতেও বড় বড় শিল্পকেন্দ্র ছিল, সেখানে ছিল বিপ্‌ল সংখ্যক শ্রমিক (ব্রিয়ান্‌স্ক, সামারা. ত্‌সারিৎসিন, কাজান ও অন্যান্য শহরে)।

মধ্য রাশিয়ায় জনসমষ্টির মধ্যে শ্রমিকদের শতকরা ভাগটি ছিল অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রলেতারীয় বাহিনীর অস্তিত্বই ছিল প্রধান শর্ত, রাশিয়ার এই অঞ্চলটিকে যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। এখানে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পিছনে ছিল দরিদ্রতম কৃষকদের অবিচল সমর্থন, এরাই ছিল গ্রামীণ জনসমষ্টির ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ২৫টি মধ্যাঞ্চলীয় গ্‌বের্নিয়ায় ২৮·৭ শতাংশ কৃষক পরিবারের ঘোড়া ছিল না, ৪৭·৬ শতাংশের ছিল একটি ঘোড়া, ১১·৫ শতাংশের ছিল না জমির জন্য বীজ, এবং ৭৯·৬ শতাংশ মাত্র এক থেকে আট দেসিয়াতিন পর্যন্ত জমিতে বীজ বপন করতে পারত — একটি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যা স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়। দেশের অন্য সমস্ত অংশের মতোই, প্রলেতারিয়েত ও গ্রামের গরিবরাই ছিল প্রধান শক্তি. যে-শক্তি সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের সফল পরিণতি নির্ধারিত করেছিল।

এই সংগ্রামে শ্রমিক ও গ্রামের গরিবদের মৈত্রীর বিপক্ষে ছিল ব্‌র্জোয়াশ্রেণী ও পেটি-ব্‌র্জোয়া পার্টিগ্‌লি। স্থানীয় গ্যারিসনগ্‌লির প্রতিক্রিয়াশীল কম্যাণ্ডের সঙ্গে একত্রে, অনেকগ্‌লি শহরে বিপ্লবের শত্র্‌দের তৈরি 'জন-নিরাপত্তা কমিটি' এবং 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটিগ্‌লিই' সাধারণত ছিল স্থানীয় অঞ্চলগ্‌লিতে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরোধী প্রধান কেন্দ্র এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বির্‌দ্ধে সংগ্রামের সংগঠক।

জনসমষ্টির সমধর্মী জাতিগত গঠনবিন্যাসের দর্‌ন মধ্য রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে, সাধারণভাবে, অ-র্‌শ অঞ্চলগ্‌লির মতো ব্‌র্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে গ্‌র্‌তর প্রতিরোধের সম্ম্‌খীন হতে হয়নি এবং তত অস্‌বিধাও ভোগ করতে হয়নি। জাতিগত গঠনবিন্যাস সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বিভিন্নধর্মী ছিল নিম্ন ও মধ্য ভোলগা অঞ্চলে এবং উত্তরেও। এতে এই সমস্ত অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম জটিল হয়েছিল, আর ব্‌র্জোয়া-জাতীয়তাবাদী শক্তিগ্‌লির প্রতিরোধ স্‌ষ্টি করেছিল বাড়তি অস্‌বিধা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্র্‌ত

বিজয়ের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল বলশেভিক সংগঠনগুলির অস্তিত্ব এবং শহুরে ও গ্রামীণ শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে তাদের ঐক্য, সংগঠন ও যোগসূত্র।

মস্কোয় এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরোর দ্বারা ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের গুবেনির্য়াগুলিতে ছিল ৭০,০০০ বলশেভিক, সামারা পার্টি সংগঠনের ছিল ৪,০০০ সদস্য এবং সারাতোভে ছিল প্রায় ৩,৬০০ বলশেভিক। কিন্তু কতকগুলি গুবেনির্য়াতে বলশেভিক সংগঠনগুলি তখনও সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আস্ত্রাখানে ছিল মাত্র ১০০-র কিছু বেশি বলশেভিক এবং সিম্‌বিস্‌র্ক ও পেন্‌জাতে প্রায় একই সংখ্যক।

কয়েকটি গুবেনির্য়ায় কারখানা, সামরিক ইউনিট এবং শহুরে ও গ্রামীণ এলাকাগুলিতে কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করে স্থানীয় সংগঠনগুলির শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ছিল। অধিকাংশ বলশেভিক কর্মী ছিল বড় বড় শহরে ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে। গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

তবে, অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে গ্রামাঞ্চলেও বলশেভিক প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছিল। কতকগুলি উয়েজদ ও ভোলস্তে, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলগুলিতে, বলশেভিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, ১৯১৭-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মস্কোর নিকটবর্তী মাত্র সাতটি গুবেনির্য়ার অন্তত ৩০টি গ্রামে পার্টি সেল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বলশেভিকীকরণ গতিবেগ সঞ্চয় করেছিল পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর এবং গ্রামগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করতে গিয়ে বলশেভিকরা শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন সংগঠনে তাদের প্রভাব সুদৃঢ় করেছিল। ১৯১৭-র অক্টোবর মাসের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন, সৈনিকদের কমিটি ও যুব লীগগুলি এবং বহু সোভিয়েত হয়ে উঠেছিল বলশেভিক পার্টির প্রধান খুঁটি এবং তারা সোভিয়েতসমূহের কাছে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিকে সমর্থন করেছিল। রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের যে ১৪০টি সোভিয়েত সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠীর প্রশ্নমালার জবাবে ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল, তার মধ্যে ১০৮টি সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল, ২১টি ছিল এক 'গণতান্ত্রিক ক্ষমতার' সপক্ষে এবং মাত্র ১১টি ছিল 'কোয়ালিশন সরকারের' সপক্ষে। অক্টোবর বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন অধিকাংশ শিল্পপ্রধান ও বড় শহরের সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরা নেতৃস্থানীয় অবস্থানে ছিল। পেত্রগ্রাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই

সোভিয়েতগুলি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠন করেছিল সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও তার সংহতিসাধনের সংগ্রামের সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসেবে। নিজনি নভগরদ, কুর্স্ক, আর্খাঙ্গেল্স্ক, স্মোলেন্স্ক, তাম্বভ, তুলা ও অন্য কয়েকটি গুবের্নিয়া সোভিয়েতে, অক্টোবর অভ্যুত্থানের আগে বলশেভিকদের যেখানে প্রাধান্য ছিল না, সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম তীব্র হয়েছিল।

মধ্য রাশিয়ায় ১৯১৭-র অক্টোবর মাসের মধ্যে বলশেভিকদের পিছনে শুধু যে শ্রমিকশ্রেণীর এবং সেনাবাহিনীর অর্ধেকের সমর্থন ছিল তাই নয়, মেহনতী কৃষকদের একটা বড় অংশেরও সমর্থন ছিল। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অনতিকাল পরেই সংবিধান সভার নির্বাচনের ফলাফল থেকে এই সমর্থনের একটা ধারণা পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে দেশে যেখানে বলশেভিকরা পেয়েছিল ২৫ শতাংশ ভোট, সেখানে মধ্য রাশিয়ায় তাদের ভোটের শতকরা হার ছিল আরও বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্খাঙ্গেল্স্ক, ভোলগদা, পেত্রগ্রাদ, নভগরদ, প্স্কভ ও লিভোনিয়া গুবের্নিয়া যার মধ্যে পড়ে, সেই উত্তরাঞ্চলে বলশেভিকরা পেয়েছিল ৪০ শতাংশ ভোট, এবং কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে (ভ্লাদিমির, কস্ত্রমা, মস্কো, নিজনি নভগরদ, রিয়াজান, তুলা, ত্ভের ও ইয়ারস্লাভ্ল গুবের্নিয়া) তারা পেয়েছিল ৪৪ শতাংশ ভোট। শিল্পপ্রধান গুবের্নিয়াগুলিতে ভোটের শতকরা হার ছিল আরও বেশি: পেত্রগ্রাদ গুবের্নিয়ায় ৫০ শতাংশ, মস্কো গুবের্নিয়ায় ৫৬ শতাংশ, ত্ভের গুবের্নিয়ায় ৫৪ শতাংশ, ভ্লাদিমির গুবের্নিয়ায় ৫৬ শতাংশ, (৯৯) তুলা গুবের্নিয়ায় ৪৬ শতাংশ, স্মোলেন্স্ক গুবের্নিয়ায় ৫৫ শতাংশ, কস্ত্রমা গুবের্নিয়ায় ৪০ শতাংশ এবং ইয়ারস্লাভ্ল গুবের্নিয়ায় ৩৮·৫ শতাংশ। এই সমস্ত অঞ্চলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় পার্টি—কাদেতদের পার্টিও অন্য যেকোনো অঞ্চলের চাইতে বেশি ভোট পেয়েছিল। উত্তরাঞ্চলে তারা পেয়েছিল মোট ভোটের ১৩ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে মোট ভোটের ১০ শতাংশ। (১০০) লেনিন লিখেছেন যে 'ঐ সমস্ত কেন্দ্রে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল সবচেয়ে বেশি তীব্র। সেখানেই কেন্দ্রীভূত ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান শক্তি এবং সেখানে, একমাত্র সেখানেই, প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করতে পারত।' (১০১)

মধ্য রাশিয়ার কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বলশেভিকরা অনেক কম ভোট পেয়েছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি ছিল একটা বড় ব্যাপার। আমরা আগেই বলেছি, অক্টোবর অভ্যুত্থানের আগে ও সেই সময়ে বলশেভিকরা লাল রক্ষী বাহিনী গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেছিল; অভ্যুত্থানের সময়ে লাল রক্ষীদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষতে গিয়ে পৌঁছেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিজনি নভগরদে ছিল ১,০০০-এর বেশি লাল রক্ষী, সারাতভে ২,৬০০, ইয়ারস্লাভ্লে ৪০০ থেকে ৫০০-র মধ্যে, এবং আস্ত্রাখানে ৫০০-র

বেশি। সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সময়ে লাল রক্ষীদের সংখ্যা বেড়ে যায়, এবং তারাই হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সশস্ত্র বাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ।

বিপ্লবী ঘটনাবলীতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল পশ্চাদ্ভাগের গ্যারিসনগুলির সৈনিকরা, তারা বলশেভিক নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করেছিল। প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরেই গ্যারিসন ছিল। অক্টোবর অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে, অঞ্চলগতভাবে যা প্রায় কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের সমান ছিল, সেই মস্কো সামরিক জেলার সংরক্ষিত রেজিমেণ্টগুলিতে ছিল ২,৯২,০০০-এর বেশি সৈনিক, অর্থাৎ রাশিয়ার সবকটি সামরিক জেলার সৈন্যবলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি। ৬০,০০০ সৈনিক ছিল কাজানে, ৩০,০০০ সারাতভে, ৫১,০০০ সামারায় এবং ৩০,০০০ উফায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথ ও ফলাফল অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করেছে সৈনিকরা কাকে সমর্থন করে, তার উপরে। শ্রমিকশ্রেণীকে কেন্দ্র করে সৈনিকদের সমাবেশ ঘটিয়ে বলশেভিক সামরিক সংগঠনগুলি প্রায় সমস্ত প্রলেতারীয় কেন্দ্রেই গঠিত হয়ে গিয়েছিল ১৯১৭-র অক্টোবরের মধ্যে। লাল রক্ষীদের সঙ্গে একত্রে এই সৈনিকরাই ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সামরিক শক্তি।

সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহ এবং সোভিয়েত সরকারের প্রথম নির্দেশনামা ও প্রস্তাবগুলি শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণকে দেখিয়ে দিয়েছিল বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য কী। বিজয়ী প্রলেতারিয়েত প্রথম যে বিপ্লবী সংস্কারকর্মগুলি কার্যকর করেছিল, সেগুলিই সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের দিকে টেনে এনেছিল। লেনিন লিখেছেন, 'একেবারে শুরু থেকেই, সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের আমাদের নীতি সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা দিয়েছিলাম নির্দেশনামাগুলির আকারে। জনসাধারণের মধ্যে আমরা যে বিপুল আস্থা ভোগ করেছি এবং এখন করছি, সেটাই তার ফল।' (১০২)

পেত্রগ্রাদে জয়যুক্ত বিপ্লব এবং সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির খবর দেশের সুদূরতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াই করতে শ্রমজীবী জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে কর্মরত পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে ও বলশেভিকদের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করেছিল, বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল রেখেছিল।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির গঠিত স্থানীয় অঞ্চলগুলির দপ্তর বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক হাজার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, সেখানে তারা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সমবেত করার কাজে যথেষ্ট অবদান রাখে। এই সমস্ত কাজে পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ এমন ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল যারা বিপ্লবী সংগ্রামে পরীক্ষিত, যাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যায় ছিল পেত্রগ্রাদের শ্রমিকরা। অক্টোবর ১৯১৭ থেকে মার্চ ১৯১৮ এই কালপর্বে শুধু পেত্রগ্রাদ থেকেই গুবের্নিয়াগুলিতে পাঠানো হয়েছিল প্রায় ১৫,০০০ বলশেভিক প্রচারাভিযান-সংগঠককে।

পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটিও প্রদেশগুলিতে জনসাধারণকে সমবেত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ২৯ অক্টোবর থেকে ২৪ নভেম্বর -- এই সময়ের মধ্যে তার ২৯টি বৈঠক বসেছিল, সেখানে রাশিয়ার ৪৫টি শহর ও জেলাগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের ধারা বিবেচিত হয়েছিল।

নভেম্বর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে, রাশিয়ার সকল প্রান্তে প্রচারাভিযান-সংগঠকদের পাঠানোর কাজ সংগঠিত করার জন্য পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এক প্রচারাভিযান কমিশন গঠন করে। এই কমিশন প্রায় ৮০০ প্রচারাভিযান-সংগঠককে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত করেছিল।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পেত্রগ্রাদে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও ব্যক্তিগতভাবে লেনিনের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধিরাও বিপ্লব সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছিল। বৈপ্লবিক ঘটনাবিকাশ সম্পর্কে ও বিপ্লবের সামনেকার বহু বিষয় সম্পর্কে তাদের প্রকৃত তথ্য জানানো হয়েছিল। অক্টোবর ১৯১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-র মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১,৫০০ জন প্রতিনিধি বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছে। এই একই সময়ে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সামরিক বিভাগের সঙ্গে দেখা করেছে, ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের কথা বাদ দিয়ে, ১,৬৩৭টি প্রতিনিধিদল, আর সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কৃষক বার্তাবহ বিভাগে ১৯১৮-র শুধু প্রথম তিন মাসেই এসে দেখা করেছে প্রায় ১,৮০০ কৃষক বার্তাবহ।

পেত্রগ্রাদে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পার্টি ও সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দেখা করেছে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বাস্তব সাহায্য দিয়েছে।

শ্রমজীবী জনগণের কাছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের কথা এবং সোভিয়েত সরকারের জারী করা ঐতিহাসিক নির্দেশনামাগুলির কথা জানানোর কাজে বলশেভিক সংবাদপত্র সাহায্য করেছিল। 'প্রাভদা'র এক লক্ষাধিক কপি এবং 'দেরেভেনস্কায়া বেদনোতা'র' ৪০,০০০-এর বেশি কপি প্রতি দিন সারা দেশে প্রচারিত হত। রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে গুবের্নিয়া ও উয়েজদ পার্টি সংগঠনগুলিও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। ১৯১৮-র গোড়ার দিকে পার্টি ও সরকারি সংস্থাগুলি প্রকাশ করছিল মোট ৮৮৪টি সংবাদপত্র ও ৭৫৩টি পত্রিকা।

স্থানীয় বিপ্লবী শক্তিগুলি কেন্দ্রের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিল তা সারা দেশে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সাফল্যের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছিল। কিন্তু অঞ্চলগুলিতে শ্রমজীবী জনগণ যদি তাকে সমর্থন না করত তাহলে তা এত কার্যকর হত না।

রাশিয়ার বহু শহরে, স্থানীয় যেসব সোভিয়েতে বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিল, সেগুলি পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আগেই বাস্তব কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত। এই সোভিয়েতগুলি ছিল শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে ও মস্কো এলাকার উপনগরীগুলিতে, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, কস্ত্রমা, ত্ভের, কাজান, ব্রিয়ান্স্ক, ইয়ারস্লাভ্ল, রিবিন্স্ক, সিজরান, রিয়াজান, ভ্লাদিমির ও অন্যান্য শহরে। সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হওয়ায়, ক্ষমতার বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে এই সোভিয়েতগুলির অবস্থান আইনসম্মত ও সংহত হয়।

কিন্তু, রাশিয়ায় এমন অনেক সোভিয়েত ছিল, পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় বিপ্লবের পরেও যেখানে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্য বজায় থেকে গিয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের চালাতে হয়েছিল নিরন্তর সংগ্রাম। এই পরিস্থিতি ছিল নিজনি-নভগরদ, কুর্স্ক, আর্খাঙ্গেল্স্ক, স্মোলেন্স্ক, তাম্বভ, তুলা, সিম্বির্স্ক, পেন্জা ও অন্য কতকগুলি শহরের সোভিয়েতে। কিন্তু বলশেভিক প্রচার ও সোভিয়েত সরকারের প্রথম নির্দেশনামাগুলির অভিঘাতে এবং কেন্দ্র থেকে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিদের সহায়তায় জনগণ শীঘ্রই আপসপন্থীদের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। পেত্রগ্রাদে বিজয়ের প্রথম সপ্তাহেই সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭টি গুবের্নিয়া কেন্দ্রে, এবং এক মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২৮টি গুবের্নিয়া কেন্দ্রে ও প্রায় সমস্ত শিল্পকেন্দ্রে। যেসব অঞ্চলে সোভিয়েতগুলি বলশেভিক-প্রধান ছিল না, সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আগে সাধারণত সোভিয়েতগুলির নতুন নির্বাচন হয়েছিল এবং সোভিয়েতগুলি থেকে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। তুলা গুবের্নিয়ায় সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম যেভাবে অগ্রসর হয়েছিল, তা থেকে এর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ১৯১৭ সালে এই গুবের্নিয়ায় ছিল ৩৭০টির মতো শিল্পোদ্যোগ, সেখানে কর্মে নিযুক্ত ছিল ৭০,০০০ শ্রমিক। এই শ্রমিকদের মধ্যে মেনশেভিকদের রীতিমতো ভালো প্রভাব ছিল এবং পেত্রগ্রাদে অভ্যুত্থানের বিজয় ও মধ্য রাশিয়ার কোনো কোনো শহরে সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা চলে আসার পরেও এই পরিস্থিতি কিছুকাল চলেছিল; তা ঘটেছিল তুলার বলশেভিক সংগঠনের নেতাদের ভুলের দরুন এবং এই ঘটনারও দরুন যে যুদ্ধের সময়ে তুলার শ্রমিকদের গঠনবিন্যাসে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। সশস্ত্র বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি হওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে দোকানদার, কুলাক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া লোকজন তুলার

যুদ্ধোপকরণের কারখানাগুলিতে চাকরি নিয়েছিল। অধিকন্তু, এই সমস্ত কারখানায় ছিল উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত, সুবিধাভোগী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ।

তুলা গুবের্নিয়ায় অক্টোবর ১৯১৭-তে ছিল প্রায় ১,৫০০ বলশেভিক এবং ২,৩৩০ মেনশেভিক। সেই শহরে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সংগঠনের ছিল একটি জঙ্গী বাহিনী। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে অধিকাংশ আসন ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দখলে।

২৬ অক্টোবর তারিখে, পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয়ের খবর পেয়ে তুলার বলশেভিকরা শহরের পার্টি-কর্মীদের সভা আহ্বান করে এক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত করে। কিন্তু এই কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেরী করে। এর সুযোগ নিয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সোভিয়েত ডাক ও তার অফিস এবং ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সশস্ত্র সেনাদলগুলিকে ব্যবহার করে; আপসপন্থী রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গঠিত সেনাদলগুলির একটি সাঁজোয়া ট্রেন ছিল, তারা রেলওয়ে জংশনটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শহরের উপরে গোলাবর্ষণের হুমকি দেয়। শহর দুমা একটি প্রতিবিপ্লবী 'জন-নিরাপত্তা কমিটি' গঠন করে। শহরের পরিবেশ হয়ে ওঠে উত্তেজনাময়। ৩০ অক্টোবর তারিখে তুলার সোভিয়েতসমূহের এক সভায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বলশেভিক প্রস্তাব পরাস্ত করে এবং এক 'সমধর্মী গণতান্ত্রিক' কর্তৃত্বের আহ্বান জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তুলায় গঠিত হয় এক প্রতিবিপ্লবী 'গণ-সংগ্রাম কমিটি'। শহরে ক্ষমতা থেকে যায় ক্ষমতাচ্যুত অস্থায়ী সরকারের সংস্থাগুলি ও শহর দুমার হাতে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকে নভেম্বর মাসের শেষ দিক পর্যন্ত, তার পরে সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের নির্বাচনে বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায়। ৭ ডিসেম্বর তারিখে 'গণ-সংগ্রাম কমিটি' ভেঙে দেওয়া হয় এবং সমস্ত ক্ষমতা চলে আসে সোভিয়েতের হাতে।

রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের বেশির ভাগ শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু কয়েকটি বড় বড় শহরে প্রতিবিপ্লব গুরুতর সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়েছিল। রাশিয়ার ৯১টি বড় শহরের মধ্যে ৭৩টি শহরে শ্রমজীবী জনগণের হাতে ক্ষমতা চলে এসেছিল সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াই, মাত্র ১২টি শহরে অস্ত্র ব্যবহার করা দরকার হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত শহরেও সংগ্রাম শেষ হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্মোলেন্স্কে ছিল ৮,০০০ শ্রমিক, কিন্তু গ্যারিসনে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫,০০০। মিন্‌স্ক সামরিক জেলার সদর দপ্তর ছিল সেই শহরে, সুতরাং সেখানে বহু অফিসারও ছিল। তদুপরি, শহরে মোতায়েন ছিল কশাক

ইউনিটগ্‌্রলি। অগস্ট ১৯১৭-তে স্মোলেন্‌স্কের বলশেভিক সংগঠনে ছিল ২০৭ জন সদস্য। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে প্রাধান্য ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের; ২২০টি আসনের মধ্যে বলশেভিকদের ছিল মাত্র ২৭টি আসন। ২৬ অক্টোবর তারিখে স্মোলেন্‌স্ক সোভিয়েতের এক বৈঠকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা প্রলেতারীয় বিপ্লবের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবটি পরাস্ত হয় এবং সোভিয়েত একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠনের পক্ষে ভোট দেয়। এর জবাবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সেই অধিবেশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহর দ্‌মার সদস্যদের সঙ্গে মিলে 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি' গঠন করে; এই কমিটি সোভিয়েতসম্‌হের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগ্‌্রলির এবং গণ-কমিসার পরিষদ গঠনের বিরোধিতা করে। ৩০ অক্টোবর তারিখে সোভিয়েতসম্‌হের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন শোনার পর সোভিয়েত ক্ষমতা গ্রহণের এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এবং 'রক্ষা কমিটি' পক্ষাবলম্বী কশাকদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদেব নিরস্ত্র কবা হয়. এবং স্মোলেন্‌স্কে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর।

কাল্‌গা গ্‌বের্নিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল দ্‌র্‌হতর অবস্থায়। ২৬ অক্টোবর তারিখে, পেত্রগ্রাদে বিজয়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খবর যখন কাল্‌গায় এসে পেঁছিয় তখন শহর দ্‌মা অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থনের শপথ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক্যাডেট ও কশাকদের সতর্ক রাখা হয়। কাল্‌গায় বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করা শ্‌র্‌ হয়, তাদের আত্মগোপন করতে হয় এবং সেই অবস্থায় থেকে তারা প্রতিবিপ্লবী শক্তিগ্‌্রলিকে উৎখাত করার প্রস্তুতি শ্‌র্‌ করে। ৩ নভেম্বর তারিখে রেলকর্মীরা 'গ্‌বের্নিয়া কর্তৃপক্ষের সংস্থার' কার্যকলাপের[6] বির্‌দ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং কাল্‌গা গ্‌বের্নিয়ায় গ্রেপ্তার করা সমস্ত সমাজতন্ত্রীব অবিলম্বে ম্‌ক্তি দাবি করে।

৫ নভেম্বর তারিখে র্‌শ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো বলে যে অন্যান্য শহরে পরাজিত অফিসার ও ক্যাডেটদের সমাবেশ ঘটিয়ে কাল্‌গা হয়ে উঠছে কেন্দ্রবিন্দ্‌ এবং তাই প্রতিবিপ্লবী শক্তিগ্‌্রলির নিরস্ত্রীকরণের দাবি জানায়। মস্কো থেকে আগত এক কমিশনের অংশগ্রহণে কাল্‌গায় অন্‌ষ্ঠিত এক সভায় স্থানীয় সোভিয়েত প্রতিনিধিরা এবং বলশেভিক, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সংগঠনগ্‌্রলির প্রতিনিধিরা 'গ্‌বের্নিয়া কর্তৃপক্ষের সংস্থা' ভেঙে দিতে এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত প্‌নঃপ্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়। রেলকর্মী ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিদের এক প্রস্তাব অন্‌যায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে কাল্‌গায় গণ-সমাজতন্ত্রী থেকে বলশেভিক পর্যন্ত

সমস্ত সংশ্লিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমধর্মী সমাজতন্ত্রী কর্তৃত্ব গঠন করা হবে, তার নাম হবে 'গুবের্নিয়া বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রী কমিটি'।

এই সিদ্ধান্ত শ্রমিক ও সৈনিকদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। গ্যারিসন প্রতিনিধিদের এক সভায় ক্ষমতার এমন একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে সংস্থা সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের বক্তব্য মেনে চলবে। ১৫ নভেম্বর তারিখে কালুগায় আটজন বলশেভিক ও চারজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিকে নিয়ে একটি বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু শহর দুমার চাইতে বিপ্লবী কমিটির লোকবল ছিল অনেক কম।

২২ নভেম্বর তারিখে কালুগার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ও তার পরে গণ-কমিসার পরিষদ। মিন্স্ক থেকে একটি রেজিমেণ্ট এবং মস্কো ও তুলা থেকে লাল রক্ষীদের কয়েকটি দল কালুগায় পাঠানো হয়। মস্কোর সেনাদল কালুগায় পেঁছয় ২৮ নভেম্বর, রেল-স্টেশন দখল করে এবং তার কামানটি শহরের দিকে উদ্যত করে রাখে। প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি এতে অসহায় অবস্থায় পড়ে এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতে সাহস করে না। বিপ্লবী বাহিনী বিনা রক্তপাতে শহরটি অধিকার করে।

ভরোনেজ গুবের্নিয়ায় সংগ্রাম তীব্র হলেও শেষ হয়েছিল তাড়াতাড়ি। অন্য যেকোনো জায়গার তুলনায় সেখানে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অবস্থান ছিল দৃঢ়তর: শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কথা তো বলাই বাহুল্য। বিপ্লবের শত্রুরা ভরোনেজ গুবের্নিয়ার উপরে অনেকখানি ভরসা রেখেছিল। তাদের আশা ছিল ভরোনেজ গ্যারিসনের ইউনিটগুলিকে মস্কোর বিরুদ্ধে পাঠাবে, এবং সেই সঙ্গে, দন এলাকা থেকে আতামান কালেদিনের শ্বেত কশাকদের জন্য মস্কোয় ঢোকার পথ খুলে দেবে।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) গুবের্নিয়া কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ অক্টোবর তারিখে ভরোনেজে একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—এই বার্তা শুনে ভরোনেজ সোভিয়েতের এক পূর্ণাঙ্গ সভায় শ্রমিক ও সৈনিকরা হর্ষধ্বনি করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে স্বাগত জানিয়ে, সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠনকে অনুমোদন করে এবং গুবের্নিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব বলশেভিকরা উত্থাপন করে। প্রস্তাবটি পরাস্ত হয়। আপসপন্থীরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে একটি 'রক্ষা কমিটি' গঠন এবং অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থনের এক সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নেয়।

২৮ অক্টোবর 'রক্ষা কমিটি' একটি অভিভাষণ প্রকাশ করে; তাতে দাবি করা হয় যে কেরেনস্কি ও তার অনুগত সৈন্যরা নাকি পেত্রগ্রাদের কাছে চলে এসেছে

এবং রাজধানীতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। সোভিয়েতের কৃষক অংশটি পুরোপুরি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নিয়ে গঠিত ছিল, তারা সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা স্বীকার করতে অসম্মত হয় এবং কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজদ সোভিয়েতগুলিকে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের বিরুদ্ধাচরণ করার আহ্বান জানায়।

২৯-৩০ অক্টোবর রাতে, ভরোনেজে মোতায়েন ৫ম মেশিন-গান রেজিমেন্টের বিপ্লবী কমিটি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) গুবের্নিয়া কমিটির সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ অক্টোবর ভরোনেজে লড়াই বাধে, সে-লড়াই শেষ হয় বিপ্লবী সৈনিক ও শ্রমিকদের জয়ের মধ্যে। সোভিয়েতের আপসপন্থী কার্যনির্বাহী কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের ভরোনেজ সোভিয়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কেউ নির্বাচিত হয়নি। অন্যান্য অধিকাংশ সোভিয়েতের মতো নতুন এই সোভিয়েত প্রায় পুরোপুরি বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নিয়ে গঠিত ছিল; সোভিয়েত সরকারের নির্দেশনামাগুলি বলবৎ করার দিকে এই নতুন সোভিয়েত অগ্রসর হয়।

সোভিয়েত ক্ষমতা সাধারণভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রথমে, গুবের্নিয়া কেন্দ্রগুলিতে এবং শিল্পপ্রধান উয়েজ্দ শহরগুলিতে ও কারখানার উপনগরীগুলিতে — যেখানে প্রলেতারিয়েত ও বলশেভিকদের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, কুর্স্ক গুবের্নিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রথমে গুবের্নিয়া কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হয়েছিল শিল্পপ্রধান উয়েজদ শহর বেলগরদে। সেই শহরে ছিল ৩৭০ জন বলশেভিক। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে বেলগরদ সোভিয়েতের তৈরি বিপ্লবী সদব দপ্তর ৩০ অক্টোবব তারিখে শহর ও উয়েজ্দের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

কুর্স্কে অবশ্য প্রতিবিপ্লবী 'বক্ষা কমিটি' গ্যারিসনের একাংশকে নিজেদের দিকে টেনে এনেছিল। তা সত্ত্বেও, ২০ নভেম্বর তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং গণ-কমিসার পরিষদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৬ নভেম্বর শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ তাদের গুবের্নিয়া সম্মেলনে সোভিয়েতসমূহের কাছে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দেশনামা জারী করে। নব-নির্বাচিত সোভিয়েত 'রক্ষা কমিটি' ভেঙে দেয়, অস্থায়ী সরকারের কমিসারকে গ্রেপ্তার করে এবং সমগ্র গুবের্নিয়ার গ্রামগুলিতে নিজের কমিসারদের পাঠায়।

ওরিওল গুবের্নিয়ায়, সর্ব প্রথমে ব্রিয়ান্স্ক ও বেজিৎসা শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে এই শহরগুলিতে

বলশেভিকরা ছিল সোভিয়েতসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রিয়ান্‌স্কে একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয ২০ অক্টোবর এবং এই কমিটি ক্ষমতা দখলের জন্য লাল রক্ষীদের ও গ্যারিসনকে প্রস্তুত করতে শুরু করে। অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার খবব পাওযাব সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত নিজেকে শহরের কর্তা বলে ঘোষণা কবে।

ওবিওলে ক্ষমতা সোভিয়েতের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল পরে—নভেম্বব মাসে। শহব ও গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলিতে অধিকাংশ আসন যাদেব দখলে ছিল সেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কাদেতদের সঙ্গে যুক্তভাবে এক ‘বিপ্লব রক্ষা কমিটি’ গঠন করে এবং এক ‘কার্যনির্বাহী কমিশন’ অর্থাৎ এক কোয়ালিশন সংস্থার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু, অগ্রগামী শ্রমিকদের ও বিপ্লবী সৈনিকদের সমর্থনে এবং ব্রিয়ান্‌স্ক ও বেজিৎসা সোভিয়েতের সহায়তায বলশেভিকরা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের ওরিওল সোভিয়েতেব নতুন নির্বাচন সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়। নতুন সোভিয়েত বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানারিদের সমর্থন করে।

তাম্‌বভ গুবের্নিয়ায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। উয়েজদ শহর কোজলভে (বর্তমানে মিচুরিন্‌স্ক) বলশেভিক সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০০. সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাম্‌বভের আগে। কোজলভ বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়েছিল ২৬ অক্টোবর, আর জানুয়াবিব গোড়াব দিকে অনুষ্ঠিত কৃষক উয়েজ্‌দ কংগ্রেস সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার কবেছিল। কিন্তু তাম্‌বভ সোভিয়েতকে বলশেভিকরা স্বপক্ষে আনতে পেরেছিল ১৯১৮ ব ২৩ জানুয়ারি। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের তামবভ সোভিয়েত সবকারিভাবে ঘোষণা করে যে তারা ৩১ জানুয়াবি ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।

ভোলগা তীরবর্তী শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পেত্রগ্রাদে জয়যুক্ত অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের কাজান সোভিয়েত পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটার আগেই সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সপক্ষে ভোট দিয়েছিল। এর বিরোধিতায়, পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে একজোট কবে প্রতিবিপ্লব তৈরি করেছিল একটি ‘সমাজতন্ত্রী জোট’। ২৪ অক্টোবর তারিখে অফিসার, ক্যাডেট, কশাক, সৈনিকদের একাংশ ও তাতার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন নিয়ে এই জোট বিপ্লবী সৈন্যদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে। শহরে দু-দিন ধরে চলে সশস্ত্র সংগ্রাম। ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকরা শহরের কেন্দ্রস্থল দখল করে এবং দুর্গটি ঘিরে ফেলে। অল্প কিছুক্ষণ প্রতিরোধের পর প্রতিবিপ্লবী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।

শ্রমিক. সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের কাজান সোভিয়েত, কারখানা কমিটিগুলি

এবং বিভিন্ন সামরিক ইউনিটের কমিটিগ্নলির এক যুক্ত সভায় ২৬ অক্টোবর তারিখে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়, বলশেভিকদের এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লাল রক্ষীরা ডাক ও তার অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেল-স্টেশন ও ব্যাঙ্ক দখল করে। তারা সামরিক জেলা কম্যান্ডার ও অস্থায়ী সরকারের সামরিক কমিসারকে গ্রেপ্তার করে।

কাজান সোভিয়েতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশ্যনারিরা বিপ্লবী কমিটির বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা একটি 'মাতৃভূমি রক্ষা কমিটি' গঠন করে এবং ডাক ও তার অফিস, ব্যাঙ্ক ও নগর কোষাগারের কর্মচারীদের দ্বারা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ পরিচালনা করে। কাজান সোভিয়েতের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর মাসের গোড়ায়। নতুন সোভিয়েতে বলশেভিকরা তাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে, নতুন সোভিয়েত জনসাধারণের প্রতি তার আবেদনে ঘোষণা করে যে সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে সে এখন থেকে গুবের্নিয়ার প্রশাসনে নেতৃত্ব দেবে।

সামারায় সোভিয়েত ক্ষমতা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শহরে ৪,০০০ সদস্যবিশিষ্ট বলশেভিক সংগঠন শহর দুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করে রেখেছিল অক্টোবর বিপ্লবের বহু আগে থেকেই। তা নির্ভর করত পাইপ কারখানার সমর্থনের উপরে, যেখানে কাজে নিযুক্ত ছিল ২৩,০০০ শ্রমিক এবং যেখানে লাল রক্ষীদের ইউনিট গঠিত হয়েছিল। অধিকন্তু, শহর গ্যারিসনের ৫১,০০০ সৈন্যও ছিল বলশেভিকদের প্রভাবাধীন। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পিছনে ছিল শুধু পেটি-বুর্জোয়া বর্গগুলির ও সৈন্যদের একটা ছোট অংশের সমর্থন।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির এক যুক্ত সভা ২৫ অক্টোবর তারিখে সামারায় আহূত হয়েছিল। ইতিমধ্যে, শ্রমিকরা রেল-স্টেশনে টেলিগ্রাফ অফিসটি দখল করে নেয় এবং সেই অফিসে প্রাপ্ত তারবার্তা থেকে পেত্রগ্রাদের ঘটনাবলীর কথা জানতে পারে। পরের দিন ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা কমিটি এবং রেজিমেণ্টাল ও কোম্পানি কমিটিগুলির অংশগ্রহণে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সামারা সোভিয়েত ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের এক বর্ধিত সভায় পেত্রগ্রাদে বিপ্লবের জয় এবং লেনিনের নেতৃত্বে গণ-কমিসার পরিষদ গঠনকে স্বাগত জানানো হয়। সভায় একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত হয়, এই কমিটি শহরে ও গুবের্নিয়ায় ক্ষমতা গ্রহণ করে।

সারাতভে ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল কিছুকাল এবং তা পর্যবসিত হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামে। কিন্তু সেখানেও বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল কয়েক দিনের মধ্যে।

রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের গুবের্নিয়া ও বড় বড় শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত সময়-সীমার মধ্যে। ২৫ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর ১৯১৭-র মধ্যে সোভিয়েতসমূহ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল পেত্রগ্রাদ, মস্কো, ভ্লাদিমির, ভরোনেজ, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, কাজান, ক্রনস্টাড্ট, নভগরদ, নিজনি নভগরদ, ওরিওল, ওরেখভো-জুয়েভো, প্স্কভ, রিয়াজান, সামারা, সারাতভ, স্মোলেন্স্ক, ত্ভের, ত্সারিৎসিন ও ইয়ারস্লাভ্লে।

২১ নভেম্বর ১৯১৭ থেকে ১৮ জানুয়ারি ১৯১৮ -- এই কালপর্বে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভোলগ্দা, কালুগা, কস্ত্রোমা, কুর্স্ক, পেন্জা, পেত্রজাভোদ্স্ক, সিম্বির্স্ক ও তুলায়; ২৫ জানুয়ারি আস্ত্রাখানে, ৩১ জানুয়ারি তাম্বভে এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি আর্খাঙ্গেল্স্কে।

রাশিয়ায় যদিও জনসমষ্টির বৃহদাংশ কৃষক এবং মাত্র ১৭·৭ শতাংশ বাস করত শহরে, তবুও বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল বড় বড় শহরে, এই শহরগুলি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গ্রামাঞ্চলকে তাদের সঙ্গে টেনে এনেছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ছিল অনেক বেশি জটিল। সেখানে একটা বড় ভূমিকা ছিল কুলাকদের, আর কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলি যথাযথভাবে সংগঠিত ছিল না এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরও ছিল নিচু।

সংবিধান সভার নির্বাচনে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কতকগুলি গুবের্নিয়ায় ৩৮ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে ভোট পেয়েছিল, কৃষকদেব মধ্যে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। (১০৩) একথা সত্যি, সেই সময়ে তারা আর ঐক্যবদ্ধ একটি পার্টি ছিল না। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক নতুন পার্টি—বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, এবং সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে তারা সমর্থন করেছিল। বলশেভিকরা তাদের দিক থেকে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছিল বিপ্লবের মোর্চা সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এবং এইভাবে গঠন করেছিল বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি জোট—কৃষকদের প্রলেতারিয়েতের দিকে টেনে আনার কাজে তা সহায়ক হয়েছিল।

লেনিনের জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা লক্ষ লক্ষ কৃষকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তৎক্ষণাৎ তাদের টেনে এনেছিল বিজয়ী প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টির পক্ষে। লেনিন লিখেছেন যে 'রুশ প্রলেতারিয়েত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছ থেকে **কৃষক-সমাজকে জয় করে এনেছে,** এবং তাদের জয় করেছে আক্ষরিকভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের **কয়েক ঘন্টা পরে;** পেত্রগ্রাদে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে জয়লাভের কয়েক ঘন্টা পরে; বিজয়ী প্রলেতারিয়েত একটি 'জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা' জারী করে, এবং সেই নির্দেশনামায় সে পরিপূর্ণভাবে, তৎক্ষণাৎ, *বিপ্লবী দ্রুততা, কর্মক্ষমতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষকদের* ***সংখ্যাগরিষ্ঠের*** *সবচেয়ে*

জরুরী সমস্ত অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করেছে, ভূস্বামীদের দখলচ্যুত করেছে পরিপূর্ণভাবে ও ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে।' (১০৪)

সোভিয়েত ক্ষমতার জয় এবং তার প্রথম নির্দেশনামাগুলির খবর শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল অনেক ধীরে ধীরে। গ্রামীণ বসতি অঞ্চলগুলিতে না ছিল রেডিও, না টেলিফোন, না টেলিগ্রাফ। সমস্ত জমি মেহনতী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে — এই রুদ্ধশ্বাস সংবাদটি সুদূর গ্রামগুলিতে নিয়ে গেছে ভেঙে-দেওয়া সেনাবাহিনীর সৈনিকরা, যারা প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে একত্রে বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছে; আর নিয়ে গেছে গ্রামাঞ্চলে বলশেভিক পার্টির পাঠানো প্রচারাভিযান-সংগঠকরা।

১ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে লেনিন বলেন· 'জনগণের উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের প্রচারাভিযানকারীদের পাঠাতে হবে।' (১০৫) কয়েক দিন পরে গ্রামে-গ্রামে প্রেরিত প্রচারাভিযান-সংগঠকদের জন্য নির্দেশাবলীতে লেনিন স্বাক্ষর করেন। পেত্রগ্রাদে গঠিত কৃষক সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় ব্যুরো একাই প্রায় ১০,০০০ কর্মীকে পাঠায় কৃষকদের কাছে অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার জন্য। গুবের্নিয়া ও উয়েজ্দ কেন্দ্রগুলি থেকে পার্টি ও সরকারি সংগঠনগুলি হাজার হাজার প্রচারাভিযানকারী ও সংগঠককে গ্রামে পাঠায়।

ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় শ্রমজীবী কৃষক শহরগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার জয় ও তার প্রথম নির্দেশনামাগুলির কথা জানতে পেরে নিজেদের গ্রামে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করে। কৃষকদের উপরে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রভাব স্থিরনিশ্চিতভাবে নষ্ট হয়ে যায়; কৃষকরা দেখতে পায় যে তাদের একান্ত জরুরী চাহিদাগুলি মেটাতে পাবে একমাত্র সোভিয়েতসমূহ এবং বলশেভিকরা।

সবচেয়ে অধিক সংখ্যক কৃষক সোভিয়েত গড়ে ওঠে ১৯১৮-র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন ভেঙে-দেওয়া সেনাদল থেকে বিপুল সংখ্যক সৈনিক গ্রামে ফিরে আসে, যখন সংবিধান সভার উপরে কৃষকদের সরল আস্থা ভেঙে যায় এবং তারা উপলব্ধি করে যে সোভিয়েতসমূহই তাদের জমি ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার মতো একমাত্র ক্ষমতা।

জানুয়ারি ১৯১৮-তে রাশিয়ার ইউরোপীয় গুবের্নিয়াগুলিতে ৩১০টি উয়েজ্দের মধ্যে ২৬৩টিতে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ছিল। হিসাব অনুযায়ী, রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলিতে ৪,০৮২টি ভলোস্তের মধ্যে ১৯২৬টিতে মার্চ ১৯১৮-র গোড়ার দিকে সোভিয়েত তৈরি হয়েছিল ৭৪·৮ শতাংশ ভলোস্তে, আর সেই বছরেরই এপ্রিল মাসের মধ্যে সোভিয়েত ছিল ৯১·৫ শতাংশ ভলোস্তে।

ভলোগ্দে সোভিয়েতগুলি স্থানীয় জেমস্তভোগুলি ভেঙে দেয় এবং প্রকৃত ক্ষমতা গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলে তারাই হয়ে ওঠে স্থানীয় সরকারি সংস্থা। শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা লাল রক্ষী বাহিনী গঠন করে প্রধানত ভেঙে-দেওয়া সেনাদলের সৈনিক ও গরিব কৃষকদের নিয়ে এবং জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা ও সোভিয়েত সরকারের অন্যান্য সিদ্ধান্ত বলবৎ করে।

একথা সত্যি যে এই সোভিয়েতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল এমন সংস্থা যা ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামকে পরিচালিত করেছিল, কুলাকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বললেই চলে। এগুলি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছেন: 'সোভিয়েতগুলি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল **সাধারণভাবে**। কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজন তখনও পরিণত হয়নি, তখনও তা প্রকাশ পায়নি।

'**সেই** প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল ১৯১৮-র গ্রীষ্ম ও শরৎকালে।' (১০৬)

সেই পর্যায়ে বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত সরকারকে ভূস্বামী শ্রেণীর বিলুপ্তি সম্পূর্ণ করতে এবং গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি করতে সোভিয়েতগুলি সাহায্য করেছিল। সোভিয়েতগুলির মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতও কৃষকদের পথনির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

অ-রুশ এলাকাগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চালানো হয়েছিল এক জটিল পরিস্থিতিতে। এই সমস্ত এলাকায় জনগণের উপরে চেপেছিল দ্বিবিধ অত্যাচারের বোঝা: শ্রেণীগত ও জাতিগত। ১৯১৭ সালে এই সমস্ত অঞ্চলে যে গণ-আন্দোলন দেখা দেয় তার লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জনই ছিল না, জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তিও তার লক্ষ্য ছিল। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা শেষোক্ত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার সব রকম চেষ্টা করেছিল। নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে শুধু যে স্বাজাত্যবাদের সংকীর্ণ খাতে চালিত করতে এবং বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তাই নয়, তাকে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতেও চেয়েছিল। তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল স্থানীয় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা, বহু ক্ষেত্রে তারা একত্রে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছিল। সুতরাং, এই সমস্ত অঞ্চলে বলশেভিকদের কাজ করতে হয়েছিল পরম বিচক্ষণতা ও নমনীয়তার সঙ্গে।

মধ্য রাশিয়ার অ-রুশ এলাকাগুলিতে বলশেভিক সংগঠনগুলি নিপীড়িত জাতি-অধিজাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে তৎপর প্রচারাভিযান চালিয়েছিল, শ্রমজীবী জনগণকে বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনার জন্য ব্যবহার করেছিল গণতান্ত্রিক জাতিগত সংগঠনগুলিকে। যেমন, কাজানে বলশেভিকরা মুসলিম সমাজতন্ত্রী কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল; এটি একটি পেটি-বুর্জোয়া সংগঠন এবং বহু

বিষয়ে নানা ভুল-ভ্রান্তি করেছে, কিন্তু তা হলেও, শ্রমজীবী মুসলমানদের সোভিয়েত ক্ষমতার সপক্ষে টেনে আনার দিকে তার অবদান বিরাট।

জনসাধারণেব বিপ্লবী সংগ্রামেব উপরে পুরু একটা স্বাজাত্যবাদী প্রলেপ লাগানোর উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের ব্যবহৃত মূল যুক্তিটি এই যে নিপীড়িত জাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ, তাদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম নেই।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ১৯১৭ সালের মধ্যেই মধ্য বাশিয়াব অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে নানান ধবনের স্বাজাত্যবাদী সংগঠন ব্যাঙের ছাতাব মতো গজিয়ে উঠেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চুভাশিযায় ছিল 'চুভাশ জাতীয় সমিতি', 'চুভাশ সামরিক জেলা কমিটি' ও চুভাশ গ্যারিসন কমিটি'। তাতার জনসমষ্টির মধ্যে সক্রিয় ছিল 'হাববি-শুরো', 'ইত্তিফিক' ও অন্যান্য সর্ব-তুর্কিবাদী সংগঠন। মাবি এলাকাগুলিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীবা জোট বেঁধেছিল 'কেন্দ্রীয় মারি লীগকে' কেন্দ্র কবে। এই সমস্ত ও অনুরূপ সংগঠন সক্রিয স্বাজাত্যবাদী প্রচাব চালিয়েছিল কাজান, নিজনি নভগরদ, সিম্‌বির্স্ক ও অন্যান্য গুবের্নিয়াব বিভিন্ন অংশে।

অধিকাংশ বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সংগঠন অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাব বিবোধিতা কবেছিল, তাদের বহু গণতান্ত্রিক দাবি পরিত্যাগ কবেছিল, অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধেছিল এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদেব শ্রেণী-শাসন বজায় রাখাব উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবেছিল। অক্টোবব বিপ্লবেব যে স্লোগানগুলিতে জাতিগত ও সামাজিক নিপীড়ন বিলোপ, জাতিসমূহেব মধ্যে সমানাধিকাব ও মৈত্রীর আহ্বান জানানো হয়েছিল, তারা তাব বিবুদ্ধে তুলে ধবেছিল সাংস্কৃতিক-জাতিগত স্বশাসন ও বুর্জোয়া-জাতীয় বাষ্ট্র গঠনেব দাবি। অক্টোবব ১৯১৭-ব শেষে উফায় আহূত মুসলিম জাতীয় পবিষদ ('মিলাত মজলিস') গণ-কমিসাব পরিষদকে স্বীকাব করতে অসম্মত হয়, ঘোষণা কবে যে বলশেভিকদের তিন দিনের ক্ষমতার ভাগ্যের সঙ্গে মহান তুর্ক-তাতার জাতি তাব ভাগ্যকে জড়াতে পাবে না। সোভিয়েত ক্ষমতাব বিবুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জাতীয়তাবাদীবা সশস্ত্র বাহিনী গঠন কবতে শুরু কবে। তাতার বুর্জোয়া জাতীযতাবাদীবা বুর্জোয়া তাতাব বাষ্ট্র হিসেবে এক 'উরাল-ভোলগা বাষ্ট্র' গঠনের আহ্বান জানায এবং প্রকাশ্যভাবেই সোভিয়েত ক্ষমতাব বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯১৮-ব গোড়াব দিকে তারা কাজান অঞ্চলে 'ট্রান্স-বুলাচ প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা কবে এবং সেটিকে সোভিয়েতবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সমবেত করাব কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু বলটিক নৌবহরের নাবিকদের একটি বাহিনীর সমর্থন নিয়ে কাজানের শ্রমজীবী জনগণ এই দুঃসাহসী হঠকারিতাকে দ্রুত পযুদস্ত করে। চুভাশিয়া, মর্দোভিয়া ও মধ্য রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদীরাও সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ শীঘ্রই চূর্ণ করা হয়।

সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম নির্দেশনামাগুলিতেই অভিব্যক্ত লেনিনবাদী জাতি-সংক্রান্ত নীতি নিপীড়িত জাতি-অধিজাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণকে টেনে এনেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে।

* * *

রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম অগ্রসর হয়েছিল অত্যন্ত জটিল অবস্থায়। এই অঞ্চলগুলিতে শ্রেণীগত ও জাতিগত সম্পর্কের এক বিরাট বৈচিত্র্য ছিল। এই সম্পর্কের একটি আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য ছিল চারটি বড় বড় কশাক সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব: দন, কুবান, আস্ত্রাখান ও তেরেক, এগুলিই ছিল প্রতিবিপ্লবের প্রধান সশস্ত্র অবলম্বন।

'কশাক ফৌজ, ককেশীয় পার্বত্যাঞ্চলবাসী ও স্তেপভূমির স্বাধীন জাতিসমূহের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ইউনিয়ন' গঠিত হয়েছিল ১৯১৭-র অক্টোবরে। এই গাল-ভরা নামটির আড়ালে লুকিয়ে ছিল দন, কুবান, তেরেক, আস্ত্রাখান ও উরাল কশাকদের ঘোরতর প্রতিবিপ্লবী উ'চু মহল, উত্তর ককেশাসের পার্বত্যাঞ্চলবাসী এবং আস্ত্রাখান ও স্তাভরোপোল গুবের্নিয়ার কালমিকদের একটি সংগঠন। কশাক সরকারগুলির এই ইউনিয়ন কশাক অঞ্চলগুলিকে বিপ্লবী রাশিয়া থেকে পৃথক করতে চেয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে।

দন অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ-কেন্দ্র। ১৯১৬ সালে সেই অঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষের বেশি, তার মধ্যে ৪৭ শতাংশ ছিল সুবিধাভোগী কশাক, তারাই ছিল ৮৫ শতাংশ জমির মালিক। অ-কশাক জনসমষ্টির মধ্যে ৯ লক্ষ ছিল 'স্বদেশী' এবং ৮ লক্ষ ছিল 'ভিন্‌দেশী' কৃষক। দন কশাক আতামান জেনারেল কালেদিন রণাঙ্গন ও অন্যান্য জায়গা থেকে দন কশাক রেজিমেণ্টগুলিকে টেনে আনেন, এবং প্রতিবিপ্লবী সেনাবাহিনীর অফিসাররা সেই অঞ্চলে এসে জড়ো হয়, সেখানে গড়ে উঠতে শুরু করে রুশ প্রতিবিপ্লবের এক অতি বিপজ্জনক উর্বর ক্ষেত্র।

কিন্তু দন অঞ্চলে বিপ্লবী শক্তিগুলিও ছিল, তারাও শক্তি সঞ্চয় করছিল। কশাক ও কৃষক জনসমষ্টি ছাড়াও ছিল এক বিরাট সংখ্যক প্রলেতারিয়েত। ১৯১৬ সালে এই অঞ্চলে ছিল ২,১৯১৬৮ জন শ্রমিক, প্রধানত শিল্পাঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীভূত: রস্তভে' ৪০,০০০, তাগান্‌রগে ৪০,০০০, এবং এই অঞ্চলের অংশ দনবাসে ৮০,০০০। এই প্রলেতারীয় এলাকাগুলিই ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের প্রধান ঘাঁটি। গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে সম্পত্তি ও অধিকারের ক্ষেত্রে তীব্র প্রভেদ ছিল। 'ভিন্‌দেশী' কৃষকরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করত: ৯৪·৮ শতাংশ

ছিল ভূমিহীন, ৫৮·২ শতাংশের কোনো ভারবাহী পশু ছিল না এবং ৬৫·১ শতাংশের ছিল না কোনো চাষেব উপকরণ। 'স্বদেশী' কৃষকদের অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না: ২৩·৮ শতাংশ ছিল ভূমিহীন. বাদবাকিদের ছিল ছোট ছোট জমির টুকরো।

কশাকরাও আদৌ সমধর্মী ছিল না: শ্রেণীগত প্রভেদ তাদের গভীরে প্রবেশ কর্বেছিল। কশাক পরিবারগুলির মধ্যে ১৮ শতাংশ কোনো ফসল বুনত না, ১৮ ৬ শতাংশের কোনো ভারবাহী পশু ছিল না, ১৯·৬ শতাংশের গোরু ছিল না। কিন্তু কশাকদের মধ্যে ছিল এক বিরাট কুলাক বর্গ, কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলিকে ও কশাকদেব তাবা নির্মমভাবে শোষণ কবত। অধিকন্তু, দন অঞ্চলে ছিল বড় বড জোতজমি, কিন্তু সংখ্যায় সেগুলি ছিল অল্প। এই সামাজিক বনিয়াদের উপবে শ্রেণী-সংগ্রাম এক তীব্র চরিত্র অর্জন করেছিল।

সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল দন বলশেভিক সংগঠন, অক্টোবব ১৯১৭-তে এই সংগঠনেব যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। অক্টোবব ১৯১৭-র গোডাব দিকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) দন জেলা ব্যুরোতে সংঘবদ্ধ ছিল ৬,৮৫১ জন সদস্য। বলশেভিকদেব বেশির ভাগ ছিল শিল্পকেন্দ্রগুলিতে· রস্তভে ১,১০০ জন, গ্রুশেভ্স্কো — ভ্লাসভ এলাকায় ৫৫০ জন, গুকভে ২১৬ জন, সুলিন্স্কে ৬৫ জন. তাগান্রগে ৩৫০ জন, মাকেযেভ্কায় ১০০০ জন, আলেক্সান্দ্রভ-গ্রুশেভ্স্কিতে ৮৩২ জন, কাল্মিউসে ১,৬৩০ জন এবং ইযাসিনোভ্কায় ৯১০ জন।

এই অঞ্চলে শ্রমিক ও সৈনিকদেব মধ্যে বলশেভিকদেব যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এমনকি, পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব আগেও, রস্তভ শহর সহ অনেকগুলি শহরের ও খনির সোভিয়েতে তাদেব প্রাধান্য ছিল। সেপ্টেম্বব মাসেব শেষে তারা লাল রক্ষীদেব সশস্ত্র বাহিনী গঠনের সূত্রপাত কর্বেছিল, তাদেব কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর কবা হয়েছিল রস্তভে।

২৬ অক্টোবব ১৯১৭ তারিখে রস্তভেব কাছে নোঙর করা 'কলখিদা' জাহাজেব একজন রেডিও-অপারেটর পেত্রগ্রাদে বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংবাদ নিয়ে আসে রস্তভেব 'মার্স' থিয়েটারে অধিবেশনরত রস্তভ-নাখিচেভান সোভিয়েতের কাছে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য কবে এই সোভিয়েতে সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলশেভিকদের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বলশেভিকদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দিয়ে আঞ্চলিক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। রস্তভ ও তাগান্রগের বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকরা এবং দনবাসের খনি-শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়কে স্বাগত জানায়। বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামাগুলি কার্যকর করতে শুরু করে।

দন সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বিভিন্ন গ্যারিসনের সৈনিকদের সঙ্গে, শ্রমিক ও বিপ্লবী কশাক ইউনিটগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে, সেই অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও তাকে সংহত করার সংগ্রামের জন্য এই শক্তিগুলিকে সমবেত করে। এই কাজে প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবী সৈনিকরা তৎক্ষণাৎ প্রতিবিপ্লবের সুশিক্ষিত শক্তিগুলির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ২৫ অক্টোবর তারিখে দন কশাকদের আতামান, জেনারেল কালেদিন তাঁর অধিনায়কত্বাধীন সমস্ত সামরিক ইউনিটের কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে তাতে বলেন যে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলকে তিনি দুর্বৃত্তসুলভ অপরাধ এবং পুরোপুরি বরদাস্ত করার অযোগ্য বলে মনে করেন এবং তিনি অন্যান্য কশাক সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে বিদ্যমান কোয়ালিশন অস্থায়ী সরকারকে সর্বপ্রকার সমর্থন দেবেন। অধিকন্তু, তিনি লেখেন যে কশাক কম্যান্ড ২৫ অক্টোবর থেকে, কর্তৃত্ব যতদিন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত, দন অঞ্চলে সমস্ত কার্যনির্বাহী রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো জেলায় কালেদিন সামরিক আইন জারী করেন।

কালেদিনের কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে ছিল গুরুতর বিপদস্বরূপ। রুশ প্রতিবিপ্লবের যে সংগঠিত কেন্দ্রী অংশটি কালেদিনের চারপাশে সমবেত হয়েছিল, সেটি ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল বলে এই বিপদ বেড়ে গিয়েছিল। কালেদিনের কার্যকলাপ জাতিব্যাপী চরিত্র অর্জন করছিল। ২৯ অক্টোবর তারিখে দন কশাক সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে তাতে বলে যে তারা অস্থায়ী সরকার ও প্রজাতন্ত্রের পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে নভোচের্কাস্কে, সেখানে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উভয়েরই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চিতি দেওয়া সম্ভব। কর্নিলভ, দেনিকিন, লুকোমস্কি ও অন্যান্য জেনারেলরা দনে চলে যান, সেখানে মিলিউকভ, স্ত্রুভে, ব্রুবেৎস্কয় এবং কাদেতদের অন্য নেতারাও হাজির হয়েছিলেন। দন কশাক অঞ্চলটি যে বিরাট সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এই ঘটনাটিই বলশেভিকদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের চীফ অব স্টাফ, জেনারেল আলেক্সেয়েভ দনকে মনে করতেন—তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক — 'বলশেভিকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার পা-দানি'। তিনি নভোচের্কাস্কে এসে পৌঁছন নভেম্বর মাসের গোড়ায়। 'স্বেচ্ছাসেবী সেনাবাহিনী' গঠিত হতে শুরু করে দনে। এই বাহিনীই হয়ে উঠেছিল রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে শ্বেত রক্ষীদের মেরুদণ্ড।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা কালবিলম্ব না করে কালেদিনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে; তারা মনে করেছিল তিনিই বিপ্লব দমন করতে পারবেন। রাশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রবার্ট লানসিঙ লিখেছিলেন যে বলশেভিকদের উচ্ছেদ করে

একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী এক সংগঠিত আন্দোলনের একমাত্র আপাতদৃষ্ট কেন্দ্রী অংশটি মনে হয় দন কশাকদের নেতা জেনারেল কালেদিনের সঙ্গের সাধারণ অফিসারদের গোষ্ঠী।

মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিরা অচিরেই নভোচের্কাস্কে এসে পেঁছয়।

ডিসেম্বর মাসের গোড়ায়, লন্ডন-স্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে লানসিঙ নির্দেশ দেন কালেদিনকে গোপনে ঋণ দেওয়ার জন্য। মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অর্থ পাঠানো হয় কালেদিনের কাছে এবং সমস্ত সম্ভাব্য পথে তাঁর কাছে পাঠানো হয় অস্ত্রশস্ত্র ও গুলিবারুদ।

কালেদিনের মধ্যে প্রতিবিপ্লবের প্রধান অবলম্বনকে প্রত্যক্ষ করতে পেরে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাই তাঁর কাছে আবেদন পাঠায়। সর্বাধিনায়ক দুখোনিন জেনারেল ক্রাস্‌নভের পেত্রগ্রাদ অভিযানকে সমর্থন করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, মস্কো সামরিক জেলার কম্যান্ডার রিয়াব্‌ৎসেভ কশাকদের মস্কোয় পাঠানোর অনুরোধ জানান, সারাতভ থেকেও সাহায্যের জন্য অনুরোধ আসে। এই সমস্ত অনুরোধের জবাবে কালেদিন পেত্রগ্রাদের কাছাকাছি মোতায়েন কশাক রেজিমেণ্টগুলিকে নির্দেশ দেন জেনারেল ক্রাস্‌নভের অধীনস্থ ফৌজের তৎপরতাকে সমর্থন করার জন্য। ৭ম কশাক ডিভিশনের কম্যান্ডারকে ভরোনেজ দখল করে আরও উত্তরে অগ্রসর হওয়ার এবং পথে সোভিয়েত ক্ষমতা ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। কালেদিন একটি সোভিয়েত-বিরোধী জোট গঠনের প্রয়াস চালান এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি মৈত্রীজোট গঠন করেন সোভিয়েত-বিরোধী তৎপরতার অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে: ওরেন্‌বুর্গ কশাকদের আতামান, জেনারেল দুতোভ, রুমানীয় রণাঙ্গনের জেনারেল শ্চের্বাচেভ এবং ইউক্রেনে কেন্দ্রীয় রাদার সঙ্গে।

দনে এমন এক পরিস্থিতি দেখা দেয়, যা একাধারে জটিল এবং বিপ্লবের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আত্মপ্রকাশ করে পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বৈরিভাবাপন্ন কেন্দ্র: রস্তভে বলশেভিক নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী কেন্দ্র এবং নভোচের্কাস্কে কালেদিনের নেতৃত্বাধীন প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্র। সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে বলশেভিকরা নির্ভর করে শ্রমিক, বিপ্লবী সৈনিক এবং শ্রমজীবী কশাক ও কৃষকদের উপরে। কালেদিন ও দনে পালিয়ে-আসা জেনারেলরা নির্ভর করেন অফিসার-বাহিনী, উঁচু-তলার কশাক এবং সেই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত প্রতিবিপ্লবী ফৌজের উপরে। বিপ্লবী কেন্দ্রটি সোভিয়েত সরকারের এবং সারা দেশের যেখানে যেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার শ্রমজীবী জনগণের সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শিবির সাহায্য পেয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং রুশ প্রতিবিপ্লবের কাছ থেকে। এই দুটি শিবিরের মধ্যে সমাসন্ন হয়ে উঠছিল সশস্ত্র সংগ্রাম।

কালেদিন জানতেন যে খাশ দন অঞ্চলেই বিপ্লবী আন্দোলনের মূলোৎপাটনের

কাজ শুরু না করে তিনি রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দমন করতে পারবেন না। কিন্তু সেই আন্দোলন এত দ্রুত গতিবেগ সঞ্চয় করছিল যে তা অচিরেই কালেদিনের প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মতো অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে, এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

দন অঞ্চলের বলশেভিকরা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ৪ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে খবর পাঠায়: 'শ্রমিকসাধারণের মনোভাব আমাদের দিকে, গ্যারিসনের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরও তাই; এমনকি কশাক ইউনিটগুলির মধ্যেও ভাগাভাগি রয়েছে।' কয়েকটি কশাক ইউনিটে কালেদিনের বিরুদ্ধে মনোভাবের প্রমাণ হল উরিউপিন্স্কায়া স্তানিৎসায়* মোতায়েন কশাক সৈন্যদের ৯ নভেম্বরের বিদ্রোহ। কালেদিন এই বিদ্রোহ দমন করলেও, আগেকার পরিকল্পনা-মাফিক তাঁর ভরোনেজ ও আরও উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার অভিপ্রায় বানচাল হয়ে যায়। এই বিদ্রোহ কশাকদের মধ্যে বলশেভিক মনোভাব বৃদ্ধির পরিচয় দেয় এবং একথাও আরও বেশি করে প্রমাণ করে যে কশাকরা কোনোমতেই সমধর্মী এক জনপুঞ্জ নয়, এবং কালেদিন সমস্ত কশাকের সমর্থন লাভের ভরসা করতে পারেন না। কালেদিন তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দন অঞ্চলে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন। তাঁর আদেশে কশাকরা সোভিয়েতগুলিকে এবং বলশেভিক সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেয়, বিপ্লবী পদাতিক রেজিমেণ্টগুলিকে নিরস্ত্র করে ভেঙে দেয়, এবং রণাঙ্গন থেকে কশাক ইউনিটগুলিকে দ্রুত তলব করে আনা হয়।

রস্তভ ও এই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার বলশেভিকরা তাদের দিক থেকে কালেদিনের বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বিপ্লবী সেনাদলগুলিকে দেওয়ার মতো অস্ত্রের অভাব ছিল তাদের। অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল রস্তভ ও এই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের পদাতিক ইউনিটগুলি। ৬ নভেম্বর তারিখে রস্তভ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সমস্ত রেজিমেণ্টাল ও কোম্পানি কমিটি, বিপ্লবের প্রতি অনুগত সমস্ত অফিসার ও সৈনিককে গ্যারিসনের নিরস্ত্রীকরণের আদেশ অগ্রাহ্য করার নির্দেশ দেয়। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির অনুরোধে কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের এক স্কোয়াড্রন জাহাজ অচিরেই রস্তভে এসে পৌঁছয় এবং নাবিকদের একটি দলকে দন অঞ্চলে পাঠানো হয় সেভাস্তপোল থেকে।

অধিকন্তু, দন সামরিক-বিপ্লবী কমিটি রস্তভ, তাগান্‌রগ ও খনি-শ্রমিকদের উপনগরীগুলিতে লাল রক্ষীদের সশস্ত্র করে তুলতে শুরু করে। কিন্তু কালেদিনের উপরে আক্রমণ চালানোর পক্ষে দনের বলশেভিকদের সৈন্যবল তখনও অপ্রচুর ছিল।

দন অঞ্চলের পরিস্থিতি সোভিয়েত সরকারকে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক

* স্তানিৎসা—বড় কশাক গ্রাম।

পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে লেনিনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কালেদিনের বাহিনীর দিক থেকে গুরুতর বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে বলশেভিক পার্টি প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্রটি নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিপদ সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন ছিল: 'হয় কালেদিন আর রিয়াবুশিন্‌স্কিদের জয় করো, না হয় বিপ্লবকে বিসর্জন দাও।' (১০৭) দন অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে ২ নভেম্বর তারিখেই পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি আলোচনা করেছিল এবং তারপর থেকে কালেদিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রায় দৈনন্দিন পথনির্দেশ দিয়েছিল।

কালেদিনের অভ্যুত্থান দমনের কাজ সংগঠিত করার জন্য সোভিয়েত সরকার দায়িত্ব দেয় বলশেভিক ভ. আ. আন্তোনভ-ওভ্‌সেয়েঙ্কোকে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আ. স. বুবনভকে রস্তভে পাঠানো হয় দন অঞ্চলের বলশেভিকদের সাহায্য করার জন্য। পেত্রগ্রাদ, মস্কো, খারকভ ও অন্যান্য শহর, এবং দনবাস থেকেও কালেদিনের বাহিনীর বিরুদ্ধে লাল রক্ষী, নাবিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের ইউনিট পাঠানো হয়।

কিন্তু কালেদিন তার মধ্যে নভোচের্কাস্ক ও কামেন্‌স্কায়া স্তানিৎসায় পদাতিক রেজিমেন্টগুলিকে নিরস্ত্র করে ফেলেন এবং সেই অঞ্চলের সমস্ত পদাতিক রেজিমেন্ট ভেঙে দিয়ে এক আদেশ জারী করেন। কিছু কিছু সৈনিক তাদের স্বগৃহে চলে যায়। তখনও পর্যন্ত যারা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রভাবাধীন ছিল তারা এক 'নিরপেক্ষ' অবস্থান গ্রহণ করে। কশাক ইউনিটগুলি রস্তভকে ঘিরে ফেলে।

২৫-২৬ নভেম্বর রাত্রে কালেদিনেব সৈন্যরা রস্তভের উপরে আঘাত হানে, কিন্তু তিন দিন লড়াইয়ের পর তারা পরাস্ত হয় এবং শহর থেকে বিতাড়িত হয়। পরিস্থিতি কিন্তু উত্তেজনাময় থেকে যায়।

কালেদিন তার সৈন্যদের পুনর্বিন্যস্ত করে ও শক্তিবৃদ্ধি করে আবার রস্তভের উপরে আক্রমণ চালান। শহরে প্রবেশের পথগুলিতে এবং শহরের ভিতরে প্রচণ্ড লড়াই চলে। শহর রক্ষাকারীরা বীরত্বের সঙ্গে চাপ প্রতিহত করে, কিন্তু লাল রক্ষী বাহিনীগুলি সংখ্যাগতভাবে ছিল দুর্বল, তাদের অস্ত্রবল ছিল কম এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছিল না, আর গ্যারিসনের সৈনিকরা ছিল 'নিরপেক্ষ' এবং কালেদিনের ফৌজের প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যাদের বিরাট অবদান ছিল, সেই কৃষ্ণ সাগর স্কোয়াড্রনের গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যান্য শহর থেকে পাঠানো লাল রক্ষীরা যথাসময়ে এসে পেঁছিতে পারেনি; অবশেষে ২ ডিসেম্বর তারিখে কালেদিন রস্তভ দখল করে নেন।

এই সাফল্যের পর কালেদিন উত্তর দিকে অগ্রসর হন রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে পেঁছিবার চেষ্টায়। তাঁর ফৌজ দন অঞ্চল পার হয়ে এগিয়ে চলে, সোভিয়েতগুলিকে

ভেঙে দেয় এবং পার্টি-কর্মী ও সোভিয়েতগুলির সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

রাশিয়ার কেন্দ্র অভিমুখে কালেদিনের আক্রমণাভিযানের সূচনা সমস্ত সোভিয়েত-বিরোধী শক্তির তৎপরতার সংকেত হিসেবে কাজ করে, অনুমান করা যায়, তারা তাদের পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন করেছিল। ইউক্রেনীয় রাদা কালেদিনের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়। প্রতিবিপ্লবী ফৌজকে দন অঞ্চলে তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে তারা সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। রাদার জাতীয়তাবাদী ইউনিটগুলি কালেদিনের কশাকদের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান সেনাদলগুলিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে। ইতিমধ্যে, সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালায় ওরেনবুর্গের নিকটবর্তী এলাকায় কশাক জেনারেল দুতোভ, কুবানে কুবান রাদা এবং রুমানীয় রণাঙ্গনে জেনারেল শেচর্বাচেভ। দন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এক সোভিয়েত-বিরোধী মোর্চা গঠিত হয়।

২৫ নভেম্বর গণ-কমিসার পরিষদ জনসাধারণের উদ্দেশে এক আবেদন প্রকাশ করে বলে যে বিপ্লব বিপন্ন। জনগণের ব্রত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। জনগণের জঘন্য শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের, কশাক জেনারেলদের এবং তাদের কাদেত অনুপ্রেরণাদাতাদের অবশ্যই বিপ্লবী জনগণের লৌহকঠিন বাহুর শক্তির পরিচয় পেতে হবে। গণ-কমিসার পরিষদ অভ্যুত্থানের এলাকায় সামরিক আইন জারী করে, অভ্যুত্থানের নেতাদের আইন-বহির্ভূত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে, তাদের সঙ্গে আলোচনা নিষিদ্ধ করে এবং সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে দৃঢ়পণে কাজ করার আহ্বান জানায়।

কালেদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সোভিয়েত সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সৈন্য পাঠানো হয় এবং দনবাসের লাল রক্ষীদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ বাড়ানো হয়। দক্ষিণে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সদর দপ্তর কাজ করতে শুরু করে খারকভে।

কালেদিনের অভ্যুত্থান চূর্ণ করার জন্য প্রেরিত সোভিয়েত সেনাদলগুলির গঠন ও তাদের সশস্ত্র করার কাজে লেনিন ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ রাখেন, এবং তাদের অগ্রগতির হার সম্পর্কে তাঁকে সব সময়ে অবহিত রাখা হয়। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী, কালেদিনের ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তদুপরি, বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত সরকার শ্রমজীবী কশাকদের কালেদিনের আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিজেদের দিকে টেনে আনার উদ্দেশ্যে কালেদিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কশাকদের প্রতি সোভিয়েত নীতি ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৫ নভেম্বর তারিখে, কশাক লীগের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তাঁর আলোচনা সম্পর্কে লেনিনের একটি প্রতিবেদন শোনার পর গণ-কমিসার পরিষদ কশাকদের প্রতি একটি আবেদন প্রচার করার এবং কশাক জেলাগুলিতে প্রচারাভিযান-সংগঠকদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই আবেদনে গণ-কমিসার পরিষদ সোভিয়েত ক্ষমতা প্রথম যে ব্যবস্থাগুলি বলবৎ করেছে তার কথা লেখে এবং অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেলদের প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরে। ৩০ নভেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ শ্রমজীবী কশাকদের অধিকারের নিশ্চিতিবিধান করে আইন পাস করার জন্য সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কশাক বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ৯ ডিসেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ কশাকদের বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করার ব্যবস্থার বিলোপ ঘটায়, তাদের উর্দি ও সাজ-সরঞ্জাম এর পর থেকে রাষ্ট্র সরবরাহ করবে বলে স্থির হয় এবং তাদের গতিবিধির স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পুরোপুরি সামরিক ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও এই সমস্ত ব্যবস্থা কালেদিনের সৈন্যদের লড়াইয়ের ক্ষমতা অনেকখানি কমিয়ে দেয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে খবর কশাকদের কাছে পেঁছে যায় কশাক অঞ্চলগুলিতে পাঠানো অসংখ্য প্রচারাভিযান-সংগঠক মারফৎ এবং রণাঙ্গন থেকে স্বগৃহে প্রত্যাগত কশাকদের মারফৎ। যে সমস্ত ঘটনা ঘটছিল সে সম্পর্কে বলশেভিকদের প্রচারিত প্রকৃত তথ্য কশাক সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র করে তোলে এবং প্রতিবিপ্লবের সেই প্রধান অবলম্বনটিকে ভেঙে ফেলে।

অধিকন্তু, কালেদিনের সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে যে সমস্ত বলশেভিক সংগঠন আত্মগোপন করে কাজ করছিল, তারা দ্বিগুণ কর্মশক্তি নিয়ে কাজ চালাতে থাকে। তাদের কাজ পরিচালনা করে ভরোনেজে চলে-আসা দন সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এবং রস্তভে গঠিত গোপন বলশেভিক কমিটি। তাদের নেতৃত্বে দন অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণ কালেদিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। দন অঞ্চলে কশাকদের মধ্যে ও কৃষকদের মধ্যে বর্গ-বিভাজন ক্রমাগত তীব্র হয়ে ওঠে। যে সমস্ত কশাক ও কৃষককে প্রবঞ্চিত করে এই অভ্যুত্থানের মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল, তারা কালেদিনের প্রতি তাদের আনুগত্য ত্যাগ করতে শুরু করে। সোভিয়েত সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ কালেদিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তোলে এবং তার ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে।

অভ্যুত্থানের বেষ্টনীভুক্ত অঞ্চলগুলিকে ঘিরে ফেলার পর সোভিয়েত সৈন্যরা এক চূড়ান্ত নিয়ামক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। ৮,০০০-এর বেশি সৈন্যকে নামানো হয় কালেদিনের বিরুদ্ধে। তাদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল সাঁজোয়া ট্রেন, কামান ও মেশিন-গান। আক্রমণ চালানো হয় বিভিন্ন দিক থেকে। সোভিয়েত সৈন্যরা রস্তভ অভিমুখে যত অগ্রসর হতে থাকে, তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় দনবাসের শ্রমিকরা।

ইতিমধ্যে, জেনারেল কালেদিনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বিপ্লবী কশাক ইউনিটগুলির উদ্যোগে কামেন্স্কায়া স্তানিৎসায় রণাঙ্গনের কশাকদের একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জানুয়ারি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে কালেদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও দন অঞ্চলে সকল ক্ষমতা দখল

করার সিদ্ধান্ত গ্হীত হয়। সেখানে দন কশাক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নির্বাচিত হয়; এই কমিটি কালেদিনের কাছে এক চরমপত্র পাঠিয়ে দাবি করে যে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম বন্ধ করতে হবে। কালেদিন এই দাবি অগ্রাহ্য করেন। কংগ্রেস পেত্রগ্রাদে এক প্রতিনিধিদল পাঠায়, সেখানে লেনিনের সঙ্গে তারা দেখা করে এবং সোভিয়েতসম্হের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ করে।

কালেদিনের অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকে; তাঁর সৈন্যরা লিখায়া, জ্ভেরেভো ও কামেন্স্কায়া দখল করেছিল বটে, কিন্তু তারা আর অগ্রসর হতে অপারগ হয়। কালেদিনের অবস্থা হয় যাঁতাকলে আটকে পড়ার মতো: সোভিয়েত সৈন্যরা এগিয়ে আসছে সামনে থেকে, আর পিছনে দন অঞ্চলের শ্রমজীবী জনসাধারণ জেগে উঠেছে। কশাক ইউনিটগ্লি কালেদিনের আদেশ পালন করতে এবং বিপ্লবী সেনাদলগ্লির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করছিল।

১৫ জানুয়ারি সোভিয়েত সৈন্যরা মাতভেয়েভ কুরগান দখল করে তাগান্রগের কাছে এগিয়ে আসে। বলশেভিকদের গঠিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে শ্রমিকরা ১৭ জানুয়ারি অস্ত্রধারণ করে কালেদিনের সৈন্যদের শহর থেকে বিতাড়িত করে। জ্ভেরেভো, লিখায়া ও স্লিন মুক্ত হয় জানুয়ারি মাসের শেষে। ২৯ জানুয়ারি কালেদিন কশাক সরকারকে জানান: 'আমাদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক। জনসাধারণ যে শুধু আমাদের সমর্থন করছে না তাই নয়, বরং আমাদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন।' সর্বনাশ সমুপস্থিত বুঝতে পেরে কালেদিন নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

লেনিনের নির্দেশ পালন করে সোভিয়েত সৈন্যরা রস্তভ মুক্ত করে ২৪ ফেব্রুয়ারি, এবং তার পব দিন প্রবেশ করে নভোচের্কাস্কে। রুশ প্রতিবিপ্লবের অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয় এবং দন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ক্ষমতা।

দন অঞ্চলের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ কুবান স্তেপভূমি ককেশাস পর্বতের পাদদেশ ও কৃষ্ণ সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত। কুবান অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ২৯,৪০,০০০, তার মধ্যে ৪৭ শতাংশ ছিল কশাক। সামাজিক সম্পর্ক ছিল প্রায় দন অঞ্চলের সামাজিক সম্পর্কেরই অনুরূপ। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ ছিল বড় বড় শিল্পকেন্দ্রের অনুপস্থিতি এবং দন অঞ্চলের তুলনায় সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্রতর প্রলেতারিয়েত। পশ্চাদ্ভাগের গ্যারিসনগুলির সংখ্যাগত শক্তিও অনুরূপভাবে অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

অক্টোবর ১৯১৭-র মধ্যে কুবান ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে বলশেভিকরা অনেকগুলি সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, তাদের মধ্যে একটি হল ইয়েকাতেরিনদার সোভিয়েত। শহরগুলিতে ও স্তানিৎসাগুলিতে গঠিত হয়েছিল

লাল রক্ষী বাহিনী। বলশেভিকদের পিছনে সেই অঞ্চলের গ্যারিসনের বিপ্লবী সৈনিকদের সমর্থন ছিল।

কুবান অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল এক শক্তিশালী ও সুসংগঠিত প্রতিপক্ষ — কুবান কশাক রাদা; তা নির্ভর করত উঁচু-তলার কশাকদের উপরে এবং কশাকদের বড় বড় সেনাদলের উপরে। রাদা একটি 'কশাক সরকার' গঠন করে; কুবান কশাকদের আতামান কর্নেল আ. প. ফিলিমনোভের সমর্থন এই সরকারের পিছনে ছিল এবং এই সরকার কালেদিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছিল। দন অঞ্চলের মতো, কুবান অঞ্চলও প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের আকৃষ্ট করেছিল, তারা আশা করেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে এই অঞ্চলই হবে তাদের দুর্গ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংবাদ কুবান ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে এসে পেঁছয় ২৬ অক্টোবর। ইয়েকাতেরিনদার, নভোরসিইস্ক ও অন্য অনেকগুলি শহরের সোভিয়েত সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে তারা অপারগ হয়। 'কশাক সরকার' কুবান অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করে, ইয়েকাতেরিনদারে ডাক ও তার অফিস দখল করে নেয়, এক বিপ্লবী গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নকে নিরস্ত্র করে ফেলে এবং ইয়েকাতেরিনদার সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করে। বলশেভিকদের নেতৃত্বে ইয়েকাতেরিনদারের শ্রমিকরা প্রতিবাদ-ধর্মঘট করে এবং গ্যারিসনের সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে এক গণ-সমাবেশ সংগঠিত করে। কিন্তু কশাক ও ক্যাডেটরা সমাবেশের উপরে গুলি চালিয়ে সেটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

৫ নভেম্বর তারিখে ইয়েকাতেরিনদার সোভিয়েত 'এখনই কুবান অঞ্চলের পরিস্থিতি সমস্ত সোভিয়েতের গোচরে এনে উদ্ধত প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সাহায্যের অনুরোধ জানানোর' সিদ্ধান্ত নেয়। সোভিয়েতের চেয়ারম্যান ই. ই. ইয়ানকোভস্কি পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতকে ইয়েকাতেরিনদারের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন।

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ইয়েকাতেরিনদারে অনুষ্ঠিত ভিনদেশীদের ১ম কংগ্রেসে বলশেভিকদের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; তাতে বলা হয় যে কশাক আতামান ও 'কশাক সরকার' 'রাষ্ট্র-ক্ষমতা হিসেবে' স্বীকৃত নয় এবং তাদের 'এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মধ্যে কোনো কর্তৃত্ব নেই', এবং তাদের চাপানো সামরিক আইন বাতিল করার দাবি জানানো হয়। কিন্তু কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা নতুন এক দফা ভোটের ব্যবস্থা করিয়ে নেয়, তাতে বলশেভিক প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে, ভেঙে-দেওয়া সেনাদলের বিপ্লবী সৈনিকরা এবং কশাকরা কুবানে ফিরে আসতে শুরু করেছিল, শহর ও স্তানিৎসাগুলিতে তারা তাদের সঙ্গে করে

নিয়ে আসছিল সোভিয়েত সরকারের প্রথম নির্দেশনামাগুলির কথা এবং শ্রমজীবী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছিল সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে।

বলশেভিকদের আহূত কৃষ্ণ সাগর গুবের্নিয়ার সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের এক কংগ্রেস ২৩ নভেম্বর নভোরসিইস্কে শুরু হয়। এই কংগ্রেস অক্টোবর বিপ্লবকে ও লেনিনের নেতৃত্বে গণ-কমিসার পরিষদ গঠনকে স্বাগত জানায়, সমগ্র গুবের্নিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে এবং কৃষ্ণ সাগর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন করে।

রাশিয়ার সকল প্রান্ত থেকে এই অঞ্চলে পালিয়ে-আসা প্রতিবিপ্লবী অফিসাররাও নিজেদের সংগঠিত করছিল এবং খোলাখুলি সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করছিল। ৯ ডিসেম্বর কুবান রাদা ঘোষণা করে যে সোভিয়েত ক্ষমতাকে সে স্বীকার করে না এবং কশাকদের আহ্বান জানায় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতে। বলশেভিকদের আত্মগোপন করতে হয়। ইয়েকাতেরিনদার হয় রাদার রাজধানী।

কুবান রাদা ভেঙে দেওয়া এবং তার সশস্ত্র বাহিনীকে পরাস্ত করাই এখন কুবান অঞ্চল ও কৃষ্ণ সাগর এলাকার বলশেভিকদের মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত দুরূহ অবস্থায় ইয়োকাতেরিনদারের বলশেভিকদের গোপন সংগঠনটি লাল রক্ষী বাহিনী গঠন করে এবং তাদের সশস্ত্র করে। ১৯১৭-র ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ইয়েকাতেরিনদারের শ্রমিকদের হাতে ছিল প্রায় ৩,০০০ রাইফেল, ছটি মেশিন-গান ও দুটি কামান। অধিকন্তু, রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাগত ও সেই অঞ্চলে মোতায়েন সৈন্যদের একাংশের সমর্থন ছিল বলশেভিকদের পিছনে।

রাদাকে সংহত করার উদ্দেশ্যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ১২ ডিসেম্বর ইয়েকাতেরিনদারে ভিনদেশীদের ২য় কংগ্রেস আহ্বান করে; সেখানে রাদার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়, যাতে কশাক ও ভিনদেশীদের মধ্যে ঐক্যের একটা ধারণা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু বলশেভিকরা কংগ্রেসকে স্বপক্ষে টেনে আনতে সফল হয়। কশাকদের প্রতি গণ-কমিসার পরিষদের আবেদনটি তারা প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচার করে। কংগ্রেস এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে 'অন্যান্য অঞ্চলের মতো, কুবান অঞ্চলেও সকল ক্ষমতা আসতে হবে শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও কশাক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের হাতে'। কংগ্রেস রাদা ও 'দক্ষিণ-পূর্ব ইউনিয়নের' প্রতি অনাস্থাসূচক ভোট পাস করে, গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকৃতি দেয় এবং কুবানের শ্রমজীবী জনগণকে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াই করার আহ্বান জানায়। কংগ্রেসে নির্বাচিত হয় কুবান অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার একটি অস্থায়ী সংস্থা—জনগণের প্রতিনিধিদের কুবান আঞ্চলিক বিপ্লবী সোভিয়েত; তাকে ১৯১৮-র ২৫ জানুয়ারি তারিখে ইয়েকাতেরিনদারে কুবান অঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের ১ম কংগ্রেস আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবিপ্লবীদের শক্তি ছিল প্রবলতর, তারা সোভিয়েতের সদস্যদের ও কয়েকজন

বলশেভিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে, বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্রিকুবানস্কায়া প্রাভদার' দফতর তছনছ করে এবং শ্রমজীবী জনগণের উপরে দমন-পীড়ন চালাতে শুরু করে। রাদা সেই অঞ্চলে বিপ্লবী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করে ও বহু বলশেভিককে হত্যা করে। কিন্তু এই সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারণ শ্রমজীবী জনগণের দিক থেকে তা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল।

১৯১৮-র জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এই অঞ্চলের অধিকাংশ শহর ও স্তানিৎসায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইয়েকাতেরিনদার থেকে গিয়েছিল প্রতিবিপ্লবীদের হাতে। ঘটনাবলীর দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৭ জানুয়ারি ক্রিম্‌স্কায়া স্তানিৎসায় অনুষ্ঠিত কুবান অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন সেই অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে। সম্মেলনে কুবান-কৃষ্ণ সাগর সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয় এবং ইয়েকাতেরিনদার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে তা দখল করা যায়, কারণ সেই দিন কুবান অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির ১ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

কিন্তু আক্রমণের প্রস্তুতি ভালো ছিল না, নভোরসিইস্ক থেকে অগ্রসরমান লাল রক্ষীরা পরাজিত হয়, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাদের পশ্চাদ্‌পসরণ করতে হয়। প্রতিবিপ্লবী সৈন্যরা কতকগুলি স্তানিৎসা দখল করে এবং বহু লোককে হত্যা করে।

২৪ জানুয়ারি পার্টি সংগঠনগুলির ও লাল রক্ষীদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এক সভায় কৃষ্ণ সাগর প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি আক্রমণ বন্ধ করার এবং ইয়েকাতেরিনদারের উপরে একটা নতুন আঘাত হানার জন্য বিশদ প্রস্তুতির আদেশ দেয়। কৃষ্ণ সাগর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সামরিক বিভাগটিকে কুবান-কৃষ্ণ সাগর সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সমগ্র অঞ্চল জুড়ে লাল রক্ষী বাহিনীগুলিকে গঠন করা, সশস্ত্র করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। প্রচারাভিযান-সংগঠক এবং কেন্দ্রীয় পার্টি ও সরকারি সংস্থাগুলির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা কুবান অঞ্চলে এসে পেঁছিয়, সেখানে তারা স্থানীয় বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সাহায্য করে।

কুবান অঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের ১ম কংগ্রেস ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ তারিখে আর্মাভিরে শুরু হয়। ইয়েকাতেরিনদার এবং প্রতিবিপ্লবীরা তখনও যেখানে ক্ষমতায় ছিল এমন কয়েকটি স্তানিৎসা ছাড়া সমস্ত জেলার প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে ছিল। কংগ্রেসে কুবান আঞ্চলিক সোভিয়েত নির্বাচিত হয় এবং এই সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কশাক সরকার' ও রাদাকে বেআইনী ঘোষণা করে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে, কালেদিনের অভ্যুত্থান দমন করার পর, কুবান অঞ্চল

কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। ইয়েকাতেরিনদারের উপরে আরেকটি আক্রমণের প্রস্তুতি তার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অচিরেই আক্রমণ শুরু করা হয় এবং শহরটি দখল করা হয় ১৪ মার্চ। কুবান রাদা, 'কশাক সরকার' ও তাদের দুর্বৃত্ত অনুচরবর্গ ককেশাস পর্বতের পাদদেশে পালিয়ে যায়। সমগ্র কুবান অঞ্চলে ও কৃষ্ণ সাগর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ক্ষমতা।

সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম ককেশাসের পাদদেশ ও পার্বত্য এলাকাগুলিতেও চলেছিল জটিল পরিস্থিতির মধ্যে। এই সমস্ত এলাকায় বসবাস করত বহু জাতি-অধিজাতি, তারা প্রায়শই ছিল পরস্পরের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন এবং জড়িয়ে ছিল ধর্মীয় সংস্কার আর সামন্ততন্ত্রের জেরগুলির জালে। দাগেস্তানে ছিল ৩০টির বেশি অধিজাতি ও নৃজাতি-গোষ্ঠী, তাদের ছিল ৩২ রকম ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও উপভাষা। এই অঞ্চলের উঁচু মহলটি গঠিত ছিল তেরেক কশাক ও বসতি স্থাপনকারী কৃষকদের নিয়ে। তেরেক অঞ্চলে ও দাগেস্তানে শ্রমিক ছিল মাত্র ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০-এর মধ্যে, তারা ছিল জনসমষ্টির ৩ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি। তারা ছিল প্রধানত গ্রজ্নি তৈলক্ষেত্রে ও পোর্ট-পেত্রভ্স্কে (বর্তমানে মাখাচকালা)। খাঁটি স্থানীয় অধিজাতিগুলির নিজেদের কোনো শিল্প-প্রলেতারিয়েত ছিল না বললেই চলে। সবচেয়ে উর্বর জমির মালিক ছিল কশাকরা, বসতি স্থাপনকারী কুলাকরা এবং স্থানীয় সামন্ত সম্ভ্রান্ত-বংশীয়রা। জমির অভাব এবং জমির ক্ষুধা জনসমষ্টির বৃহদাংশের ভাগ্যে ডেকে এনেছিল অনাহার ও নিদারুণ দারিদ্র্য।

তেরেক অঞ্চল ও দাগেস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি নির্ভর করেছিল তেরেক কশাকদের সমৃদ্ধিশালী অংশগুলির উপরে এবং প্রভাবশালী যাজক সম্প্রদায়ের উপরে, এবং লোকাচার, সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে তারা এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে জাতিগত শত্রুতায় ইন্ধন যোগাবার সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করত।

অক্টোবর ১৯১৭-তে স্তাভরোপোল, তেরেক অঞ্চলে ও দাগেস্তানে কতকগুলি বলশেভিক সংগঠন ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে, শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এই অঞ্চলে মোতায়েন সামরিক ইউনিটগুলি। সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে ট্রান্স-ককেশিয়ার, বিশেষ করে বাকুর বলশেভিকরা শ্রমজীবী জনগণকে কার্যকরভাবে সাহায্য করেছিল।

বলশেভিকরা স্থানীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তাদের রণকৌশলকে মানিয়ে নিয়েছিল নমনীয়তার সঙ্গে, ট্রান্স-ককেশিয়ায় গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে টেনে এনেছিল নিজেদের দিকে। ভ্লাদিকাভকাজে তারা সহযোগিতা করেছিল 'কেরমেন' পার্টির সঙ্গে, সেই পার্টির সদস্যদের টেনে এনেছিল জাতিগত বিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে। দাগেস্তানে বলশেভিকরা সাফল্যের সঙ্গে দাগেস্তান সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে

সহযোগিতা করেছিল; এই গোষ্ঠী দাগেস্তানের কৃষকদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক স্বার্থের প্রবক্তা ছিল। দাগেস্তানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে এই গোষ্ঠী বিরাট অবদান রেখেছিল।

এই সংগ্রামে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত সরকারের লেনিনবাদী জাতি-সংক্রান্ত নীতি, যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাশিয়ায় বসবাসকারী সকল জাতির ক্ষেত্রেই উপযুক্তভাবে সুরক্ষিত থাকবে। সোভিয়েত সরকারের 'রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনতী মুসলমানের প্রতি' বার্তাটি দাগেস্তানে প্রচার করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল: 'আপনাদের জাতীয় জীবন অবাধে ও বিনা ব্যাঘাতে বিন্যস্ত করুন। এ অধিকার আপনাদের আছে। জেনে রাখুন যে আপনাদের অধিকার, রাশিয়ার অন্যান্য জাতির অধিকারের মতোই, বিপ্লব ও তার সংস্থাগুলিব -শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির পরাক্রমের দ্বারা সুরক্ষিত। এই বিপ্লব ও তার কর্তৃত্বপূর্ণ সবকারকে সমর্থন কবাব জন্য আপনাদের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই।'

সেপ্টেম্বব মাসের শেষে ভ্লাদিকাভকাজ সোভিয়েতে, এবং তার অল্পকাল পরেই গ্রজ্‌নি সোভিয়েতে বলশেভিকদেব সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। পোর্ট-পেত্রভ্‌স্ক, কিজলিয়াব ও অন্যান্য শহবে, এবং পার্বত্যাঞ্চলীয় জাতিগুলির মধ্যেও বলশেভিক প্রভাব বেড়েছিল।

পেত্রগ্রাদে অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে—এই খবর শুনে বহু শহরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে, সেখানে জনগণ সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে। ২৮ অক্টোবব ভ্লাদিকাভকাজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন করাব পক্ষে বায দেয; আব ৪ নভেম্বর তাবিখে, সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেস থেকে প্রত্যাগত বিশিষ্ট বলশেভিক স ম কিরভের কাছে একটি প্রতিবেদন শোনার পর এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে এই সোভিয়েত শ্রমিক ও কৃষকদের যে নতুন সরকার চার-বছরের খুনোখুনির অবসান ঘটাবার দায়িত্ব নিয়েছে, জমি যারা চাষ কবে তাদের অনুকূলে ভূমি সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করার, কৈবি বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে বিশৃঙ্খল উৎপাদনব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করার এবং নিপীড়িত জাতি-অধিজাতিগুলিকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে, তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছে। তিন দিন পরে পোর্ট-পেত্রভ্‌স্ক সোভিয়েতও গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে এক সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু, দাগেস্তানে প্রতিবিপ্লবীরা রণাঙ্গন থেকে তেরেক কশাকদের এবং 'বন্য ডিভিশনের' কতকগুলি ইউনিটকে তলব করে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনী সমবেত করা হয়েছিল বিপ্লবের টুঁটি টিপে মারার জন্য। অধিকন্তু, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের যেসব সোভিয়েতে প্রাধান্য ছিল এমন কিছু সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি তাদের বিরোধিতা ঘোষণা করেছিল।

১২ নভেম্বর ভ্ল্যাদিকাভকাজে অনুষ্ঠিত উঁচু-তলার কশাকদের এক কংগ্রেস ঘোষণা করে যে সোভিয়েত ক্ষমতাকে সে স্বীকার করে না। সামন্ত অভিজাতসমাজ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও মুসলিম যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তথাকথিত 'পার্বত্যাঞ্চল সরকার' এবং 'অস্থায়ী কশাক সরকার' প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 'অস্থায়ী তেরেক-দাগেস্তান সরকার' গঠিত হয় ১ ডিসেম্বর। ভ্ল্যাদিকাভকাজ ও গ্রজ্নি সোভিয়েত ভেঙে দেওয়া হয়, তার নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কশাক ও পার্বত্যাঞ্চলীয় জাতিগুলির মধ্যে, ইঙ্গুশ ও ওসেতিনদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে, দাগেস্তানকে ইমাম ন. গৎসিনস্কির অধীনে একটি রাজতন্ত্র রূপে ঘোষণা করার দিকে পদক্ষেপ হিসেবে দাগেস্তানের বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীরা তাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে নিয়ে আসছিল তিমুর-খাঁ-শুরায়।

যাই হোক, দাগেস্তান সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্তভাবে বলশেভিকরা শ্রমিক, সৈনিক ও পার্বত্যাঞ্চলের গরিবদের বাহিনী গঠন করে এবং গৎসিনস্কি ও তার দলবলকে পাহাড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু 'অস্থায়ী তেরেক-দাগেস্তান সরকার' তখনও থেকে গিয়েছিল, সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় বাধা দিচ্ছিল।

প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধে ইন্ধন যোগাতে থাকে, জুয়ার বাজি ফেলে স্থানীয় জাতিগুলির জাতিগত ভাবাবেগের উপরে এবং বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে রুশ জাতীয়দের বিরুদ্ধে, যাদের অনেকেই পার্বত্যাঞ্চলের জাতিগুলির মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সক্রিয় ছিল। পার্বত্যাঞ্চলের জনসমষ্টির ধনবান অংশটির মধ্যে স্বাজাত্যবাদ সংক্রামিত হয়েছিল, কিন্তু গরিব বর্গগুলির মধ্যে তার কোনো লক্ষণ ছিল না। জানুয়ারি ১৯১৮-র শেষে পিয়াতিগোর্স্কে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির ও পার্বত্য অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে এর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবে বলা হয় যে রুশ জনসাধারণের প্রতি কাবারদিনীয় জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব নেই; চেচেনিয়া ও ইঙ্গুশেতিয়া জুড়ে যে লুঠতরাজ, রাহাজানি ও জাতিগত তাণ্ডব চলেছে, কাবারদিনীয় জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের তা থেকে সংস্রবমুক্ত রাখছে এবং তারা কামনা করছে শুধু একটি জিনিস: যুক্ত শ্রম.., স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় করার আদর্শে সকল জাতির শান্তিপূর্ণভাবে মিলে-মিশে বসবাস, এবং যে রুশ বিপ্লব জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি ঘোষণা করেছে, সেই বিপ্লব সকল জাতির জন্য নিয়ে আসছে শান্তি ও স্বাধীনতা।

স্থানীয় বলশেভিকরা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এই অঞ্চলে সকল জাতি-অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করে। জানুয়ারির শেষে মজদকে অনুষ্ঠিত তেরেকের জাতিসমূহের ১ম কংগ্রেস এই অভীষ্ট অর্জনে অনেকখানি সাহায্য করে। এই কংগ্রেসে বলশেভিকরা গণতান্ত্রিক

শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে, একটি সমাজতান্ত্রিক জোট গঠন করে এবং তার পক্ষ থেকে, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, প্রস্তাব করে যে বিপ্লবের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ— জাতিগত বিবাদের অবসান ঘটানো হোক। কংগ্রেস মনে করে যে প্রথমত ও প্রধানত, তেরেক অঞ্চলের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম এবং ভূসম্পত্তিগত প্রভেদ বা জাতি নির্বিশেষে ব্যাপক জনসমষ্টির শ্রদ্ধাভাজন একটি ক্ষমতার সংস্থা তৈরি করা দরকার। তেরেক অঞ্চলের সমস্ত জাতি-অধিজাতি ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে গঠিত তেরেক জনগণের সোভিয়েত এইভাবে ক্ষমতার সংস্থায় পরিণত হয়।

মার্চ ১৯১৮-র গোড়ার দিকে পিয়াতিগোর্স্কে শুরু হয় তেরেকের জাতিসমূহের ২য় কংগ্রেস। তাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন স. ম. কিরভ। তেরেক অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে বলশেভিকরা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৭ মার্চ তারিখে, তেরেকের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ থেকে কংগ্রেস গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকার করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে লেনিনকে একটি তারবার্তা পাঠায়। তেরেক জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় রুশ ফেডারেশনের অংশ হিসেবে। বিপ্লবী বাহিনীগুলি শীঘ্রই প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে চূর্ণ করে এবং মার্চ মাসের শেষ দিকের মধ্যে সমগ্র তেরেক অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তেরেক-দাগেস্তান সরকার' তার অবশিষ্ট দলবল সহ পালিয়ে যায় তিমুর-খাঁ-শুরায়, এবং সেখান থেকে জর্জিয়ায়।

দাগেস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল বেশি দিন ধরে। মার্চ ১৯১৮-তে পোর্ট-পেত্রভ্স্কই ছিল দাগেস্তানে কার্যত একমাত্র শহর, যেটি ছিল একটি সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে। দাগেস্তানের বাকি অংশ ছিল মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের হাতে। পোর্ট-পেত্রভ্স্ক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সোভিয়েত ক্ষমতা সংহত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

দাগেস্তানের প্রতিবিপ্লবীরাও লোকবল জড়ো করতে শুরু করেছিল; অস্থায়ী সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল সেই সময়ে গঠিত দাগেস্তান আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটিকে কেন্দ্র করে তাদের সমাবেশ ঘটানো হচ্ছিল। গৎসিনস্কির বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী দলবল ও জেনারেল পলোভৎসেভের অশ্বারোহী বাহিনী সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র শহর রক্ষাকারী লাল রক্ষী ইউনিটগুলির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চূর্ণ করে ২৫ মার্চ পোর্ট-পেত্রভ্স্ক দখল করে নেয়। সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এবং সোভিয়েতের কর্মকর্তারা চলে আসে আস্ত্রাখানে। ইমাম গৎসিনস্কি পার্বত্যাঞ্চলবাসীদের বলশেভিকদের বিরুদ্ধে 'পবিত্র' যুদ্ধে যোগদান করার আহ্বান জানান। দাগেস্তানের জাতিগুলির মধ্যে তিনি সংঘর্ষ বাধিয়ে দেন, ফলে প্রচুর রক্তপাত ঘটে।

বাকু ও আস্ত্রাখানের শ্রমজীবী জনগণ এগিয়ে আসে তাদের সাহায্য করতে। ১৮ এপ্রিল তারিখে বাকু থেকে গান-বোটের প্রহরাধীনে কতকগুলি জাহাজ বিপ্লবী সৈন্যদের নিয়ে পোর্ট-পেত্রভ্স্ক অভিমুখে যাত্রা করে। পরের দিন একটি সেনাদল আস্ত্রাখান থেকে যাত্রা করে পোর্ট-পেত্রভ্স্কের দিকে; এই সেনাদলে পোর্ট-পেত্রভ্স্ক সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্যরাও ছিল।

১৯-২০ এপ্রিল রাতে বাকু থেকে একটি সেনাদল পোর্ট-পেত্রভ্স্কে নামে এবং লড়াই শুরু হয়। প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পলায়ন করে এবং শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্পকাল পরেই বিপ্লবী সেনাদলগুলি, আউলের (পার্বত্য গ্রাম) শ্রমজীবী জনগণের সমর্থন নিয়ে সমগ্র দাগেস্তান থেকে গৎসিনস্কির দলবলকে বিতাড়িত করে।

২ মে, ১৯১৮ তারিখে দাগেস্তান আঞ্চলিক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয় মুক্ত তিমুর-খাঁ-শুরায় এবং এই কমিটি সারা দাগেস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে।

* * *

উরাল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। উরাল অঞ্চল ছিল রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল, সেখানকার অজস্র কারখানায় নিযুক্ত ছিল ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক। উরালের পাশে ছিল ভিয়াৎকা গুবের্নিয়া, সেখানে ছিল ৩৮,০০০ শ্রমিক—প্রধানত গুবের্নিয়ার শিল্পকেন্দ্র ইজেভ্স্কে। উরাল অঞ্চলে অধিকাংশ শ্রমিকই নিযুক্ত ছিল খনি ও ধাতুবিদ্যাগত শিল্পে। রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতো উরালেরও বহু শ্রমিকের কৃষির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় ছিল। অধিকাংশ কারখানা ছিল মধ্য উরালে, তার কেন্দ্র ছিল ইয়েকাতেরিনবুর্গ (বর্তমান স্ভের্দলভ্স্ক) শহর, যদিও গুবের্নিয়ার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল পের্ম।

উরালের জনসমষ্টির গঠন ছিল এই রকম: রুশ (৭১ শতাংশ), বাশকির (১৩ শতাংশ), তাতার (৫ শতাংশ), উদমুর্ত (৪ শতাংশ), মারি (২ শতাংশ) এবং অন্যান্য অধিজাতি (প্রায় ৫ শতাংশ)। এই বহুবিধ জাতিগত গঠনবিন্যাস উরালের পার্শ্ববর্তী গুবের্নিয়াগুলিতেও লক্ষণীয় ছিল।

দক্ষিণ উরাল ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল, সেখানে কশাকদের বেশ বড় একটি বর্গ ছিল, তারা সংঘবদ্ধ ছিল ওরেন্বুর্গ কশাক সেনাবাহিনীতে। অন্যান্য কশাক অঞ্চলের মতোই, সুবিধাভোগী উঁচু-তলার কশাকরা ছিল প্রতিবিপ্লবের প্রধান সশস্ত্র অবলম্বন। উরালে প্রতিবিপ্লবের প্রধান শক্তিগুলি ছিল ওরেন্বুর্গ গুবের্নিয়ায়,

যেখানে জনসমষ্টির মাত্র ৭ শতাংশের বাস ছিল শহরে। ১৯১৭ সালে এই গ্রুবের্নিয়ায় শ্রমিক ছিল ৫,০০০-এরও কম। ৬০ লক্ষ দেসিয়াতিন কর্ষণযোগ্য জমির মধ্যে ৪০ লক্ষ দেসিয়াতিন জমির মালিক ছিল ওরেন্‌বুর্গের কশাকরা। গড়পড়তা কশাক খামারের ছিল ৬৭·৪ দেসিয়াতিন জমি, অন্য দিকে কৃষকদের জমির আয়তন ছিল গড়ে ৬·৬ দেসিয়াতিন। কিন্তু এই অঞ্চলেও কশাক জনপুঞ্জ অর্থনৈতিকভাবে কোনো মতেই সমধর্মী ছিল না: ৮·৫ শতাংশ কশাক পরিবার ছিল ১০০ থেকে ১,০০০ দেসিয়াতিন জমির মালিক, অথচ ১২·৯ শতাংশ কোনো ফসল বুনত না, তাদের কোনো ঘোড়াও ছিল না। গুবের্নিয়ার জনসমষ্টি ছিল বহুজাতিক: ৩০ শতাংশ ছিল কাজাখ, বাশকির, তাতার ও অন্যান্য অ-রুশ অধিজাতির লোক।

উরাল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঘটনাবলীর উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। উরালের পশ্চিম সীমান্তে ছিল মধ্য ভোলগা এলাকা, পুর্ব দিকে উবাল পর্বতমালা পেরিয়ে প্রসারিত ছিল সাইবেরিয়ার সীমাহীন বিস্তার, আর দক্ষিণে ছিল অসংখ্য জনসমষ্টিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলি; এই জনসমষ্টিব উপরে চলত দ্বিবিধ নিপীড়ন: শ্রেণীগত ও জাতিগত। ওরেন্‌বুর্গ অঞ্চলেব পাশেই ছিল কাজাখ এলাকাগুলি, যেখানে সক্রিয় ছিল জাতীয়তাবাদীরা।

১৯১৭-র শরৎকালের মধ্যে উরালের শহর ও কারখানার উপনগরীগুলিতে বলশেভিক সংগঠনগুলি তাদের কাজ বাড়িয়ে তুলেছিল। এই সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনটি ছিল উরাল পার্টির আঞ্চলিক কমিটির কেন্দ্র ইয়েকাতেরিনবুর্গে। ১৯১৭-র অক্টোবরে উরালের বলশেভিকরা ছটি সংবাদপত্র প্রকাশ করছিল।

শিল্পকেন্দ্রগুলি ও কারখানার উপনগবীগুলি ছিল উরাল অঞ্চলে বলশেভিকদের মজবুত ঘাঁটি। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে উরালের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রের সোভিয়েতগুলির নেতৃত্বে ছিল বলশেভিকরা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে তারা লাল রক্ষীদের ইউনিট গঠন করেছিল। দেশেব বাকি অংশের মতো তারাও স্থানীয় গ্যারিসনগুলির সমর্থন পেয়েছিল।

এইভাবে, উরালের অধিকাংশ এলাকাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে ছিল বিপুল সমর্থন। ওরেন্‌বুর্গ অঞ্চল ছাড়া, এই সমস্ত এলাকায় তা সম্পন্ন হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সহজে।

মধ্য উরাল অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে ইয়েকাতেরিনবুর্গ ও কারখানার উপনগরীগুলির বলশেভিক সোভিয়েতগুলি শান্তিপুর্ণভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯১৭-র অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের মধ্যে

সমগ্র উরাল অঞ্চলের অধিকাংশ শহরে ও কারখানার উপনগরীগুলিতে বিনা রক্তপাতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ উরালের অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্রে সোভিয়েতগুলি পেত্রগ্রাদে জয়যুক্ত বিপ্লবের সংবাদ পাওয়ার পর ঘোষণা করে যে তারাই একমাত্র ক্ষমতার সংস্থা। কিন্তু এই এলাকার কতকগুলি শহরে ও কারখানার উপনগরীতে (জ্লাতউস্ত, বেলোরেৎস্ক, ভের্খনে-উরালস্ক, সোৎকা, কুসা) সোভিয়েতগুলির নেতৃত্বে ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা; সুতরাং সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রায়শই লড়াই চলেছিল ইতস্তত।

এই সংগ্রাম বিশেষভাবে তীব্র হয়েছিল পের্মে; আগেই বলেছি, পের্ম ছিল উরাল অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ছিল পেরম্ সোভিয়েতের নেতৃপদে এবং গ্যারিসন ছিল তাদের প্রভাবাধীন। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের উরাল জেলা সোভিয়েতও ছিল পের্মে, এবং সেখানেও নেতৃস্থানে ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা। শেষোক্ত সোভিয়েত উরাল অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই যেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন সমস্ত এলাকা দিয়ে পের্ম ছিল পরিবেষ্টিত। পের্ম সোভিয়েতের নতুন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বলশেভিকরা।

এই সোভিয়েতের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলে গঠন করে 'গুবের্নিয়া প্রশাসনের জন্য সোভিয়েত'। উরালের বলশেভিকরা সোভিয়েতসমূহের এক গুবের্নিয়া কংগ্রেসের জন্য অভিযান চালায়, এই কংগ্রেস শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বর। ১৩৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১০৮ জন ছিল বলশেভিক, ২৭ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, দুজন নৈরাজ্যবাদী এবং দুজন নির্দলীয়। পের্ম গুবের্নিয়ার ৪,১৭,৩৩৫ শ্রমিক ও সৈনিক যার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ এমন বাষট্টিটি উরাল সোভিয়েতের প্রতিনিধিত্ব এই কংগ্রেসে ছিল; কংগ্রেস দেশে একমাত্র সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকৃতি জানায় এবং ঘোষণা করে যে পের্ম গুবের্নিয়ার প্রলেতারিয়েতের এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সমর্থন এই কর্তৃত্বের পিছনে রয়েছে। গুবের্নিয়ায় প্রশাসন চালাবার জন্য কংগ্রেসে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়।

উরাল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সংগঠনও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল, যেমন: 'ভোতিয়াকদের গ্লাজভ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সমিতি' এবং ইজেভ্স্ক, ভতকিন্স্ক ও গ্লাজভ জেলায় 'ভিনদেশী ব্যুরো', এবং উফা ও ওরেন্বুর্গ গুবের্নিয়ার বাশকির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে গঠিত 'বাশকির জাতীয় শুরো'।

বলশেভিকরা সোভিয়েত সরকারের জাতি-সংক্রান্ত নীতি ব্যাখ্যা করে এবং দেখায় যে জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি প্রতিবিপ্লবী লক্ষ্য অনুসরণ করছে। এই কাজের অনেকটাই করেছিল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উফা কমিটির গঠিত তাতার-বাশকির গোষ্ঠীটি। উরাল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে জনগণ ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সক্রিয় যোদ্ধা হয়ে ওঠে।

ক্ষমতার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছিল ওরেন্‌বুর্গ অঞ্চলে, রুশ প্রতিবিপ্লবের সবচেয়ে বিপজ্জনক কেন্দ্রগুলির একটি সেখানে গড়ে উঠেছিল জেনারেল দুতোভের অধীনে; তিনি একটি 'কশাক সরকার' গঠন করেছিলেন। ওরেন্‌বুর্গের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় ৭,০০০ অফিসার ও কশাকদের একটা বাহিনী জড়ো করে তিনি সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তৎপরতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ওরেন্‌বুর্গের বুর্জোয়ারা দুতোভের দলবলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০ লক্ষ রুবলের বেশি দান করেছিল। এদেব পিছনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদেরও সমর্থন ছিল। দুতোভ নিজে স্বীকার করেছিলেন· 'ফরাসী, ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং তারা আমাদেব সাহায্য করছে।'

পেত্রগ্রাদে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুতোভ ওরেন্‌বুর্গে ক্ষমতা দখল করে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কশাকদের আহ্বান জানান। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দুতোভের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং ওরেন্‌বুর্গে একটি 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি' গঠন কবে। দন অঞ্চল, নিম্ন ভোলগা অঞ্চল ও সাইবেরিয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির নেতাদেব সঙ্গে এবং বাশকিরিয়া ও কাজাখস্তানের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে দুতোভ যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি পরিকল্পনা করেন, উরাল অঞ্চলকে দখলে এনে সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়াকে রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ফেলবেন এবং ভোলগা অঞ্চলে কালেদিনের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিলিতভাবে রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে অভিযান চালাবেন। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দুতোভ দক্ষিণ উরালের শিল্পসমৃদ্ধ শহর ও উপনগরীগুলির উপরে আক্রমণ শুরু করেন। তার সহযোগী আতামান তোকারেভের হাতে ছিল কয়েক হাজার কশাক; ত্রোইৎস্ক ও ভের্খনে-উরাল্‌স্কের আশেপাশে তোকারেভ তাঁর শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন, এই শহরগুলি দখল করেন এবং চেলিয়াবিনস্কের দিকে অগ্রসর হন। সেই শহরের প্রতিবিপ্লবীদের তা সক্রিয় করে তোলে। কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা চেলিয়াবিনস্ক শহর দুমাকে কেন্দ্র করে একজোট হয়ে সোভিয়েত ক্ষমতার বিলুপ্তি দাবি করে। শ্বেত কশাকরা সোভিয়েতের কাছে একটি চরমপত্র পেশ করে দাবি করে যে শহর দুমার হাতে তাকে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। প্রতিবিপ্লবের এই সমস্ত সম্মিলিত শক্তির সামনে সোভিয়েত ২ নভেম্বর এই দাবি

মেনে নেয়, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামেব জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে। লাল বক্ষী ইউনিটগুলি দ্রুত গঠন করা হয়। ৮ নভেম্বব ওবেন্‌বুর্গের শ্রমিকবা সাধাবণ ধর্মঘট শুরু করে, শহব থেকে দুতোভেব দলবল বিতাডিত না-হওয়া পর্যন্ত সেই ধর্মঘট চলে। ১৪ নভেম্বব ওবেন্‌বুর্গে গঠিত হয একটি বলশেভিক সামবিক বিপ্লবী কমিটি। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিও ঘুমিয়ে ছিল না। সেই বাতেই তাবা সামবিক বিপ্লবী কমিটিকে গ্রেপ্তাব কবে এবং পার্টি সংগঠনকে গুপ্ত অবস্থায চলে যেতে হয।

দুতোভেব পিছনে ছিল বেশ বড সশস্ত্র সৈন্যবলেব সমর্থন এবং সংখ্যাব দিক দিযে তাদেব ছাপিয়ে যাওযা একান্ত প্রযোজন ছিল। ২৩ নভেম্বব তাবিখে ওবেন্‌বুর্গে একটি গুপ্ত লাল বক্ষী সদব দপ্তব তৈবি কবা হয, গঠন কবা হয লাল বক্ষী বাহিনী তাদেব সশস্ত্র কবা হয এবং প্রশিক্ষণ দেওযা হয গোপনে। উবাল ও ভোলগা অঞ্চলেব শ্রমিকবা ওবেন্‌বুর্গ অঞ্চলেব শ্রমজীবী জনগণকে সাহায্য কবতে এগিযে আসে। উফা সিজবান ও সামাবাব লাল বক্ষীদেব একটি সম্মিলিত বাহিনী ২০ নভেম্বব চেলিযাবিনস্কে এসে পৌঁছয, শহবে সোভিযেত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবে এবং একটি সামবিব বিপ্লবী কমিটি গঠন কবতে সাহায্য কবে।

দক্ষিণ উবাল অঞ্চলেব সোভিযেতসমূহেব এক আঞ্চলিক কংগ্রেস চেলিযাবিনস্কে শুরু হয ২৫ নভেম্বব। এই কংগ্রেস আঞ্চলিক সোভিযেতেব ব্যুবো নির্বাচিত কবে এবং দুতোভেব কাছে একটি চবমপত্র পাঠিযে তাঁব গ্রেপ্তাব কবা বলশেভিকদেব ও সোভিযেতেব সদস্যদেব মুক্তি দাবি কবে। ২ জানুযাবি ১৯১৮ তাবিখে আবব্ধ বুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টিব (বলশেভিক) ৩য উবাল আঞ্চলিক সম্মেলনে সোভিযেতসমূহেব দ্বাবা সাংগঠিত গবিব কৃষকদেব মধ্য থেকে গ্রামীণ লাল বক্ষী বাহিনী গঠন কবাব, ১৮ থেকে ৪০ বছব বযসেব মধ্যে সমস্ত শ্রমিককে সম্মিলিত লাল বক্ষী ব্যাটেলিযনে সমবেত কবাব কাজে অবিলম্বে অগ্রসব হওযাব এবং বুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টিব (বলশেভিক) অস্ত্রধাবণক্ষম সমস্ত সদস্যকে লাল বক্ষী বাহিনীব সৈনিক বলে গণ্য কবাব সিদ্ধান্ত নেওযা হয।

সমগ্র উবাল অঞ্চল জুড়ে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে দ্রুত সমবেত কবা হয। বড বড় সেনাদল গডে তোলা হয চেলিযাবিনস্ক, ইযেকাতেবিনবুর্গ, পেব্‌ম ও উফায। মধ্য এশিযায লাল বক্ষী ইউনিট গঠিত হয তাশখন্দ, সমবখন্দ ও চিমকেন্তে দুতোভেব কশাকদেব বিবুদ্ধে লড়াই কবাব জন্য। অধিকন্তু বলশেভিকবা শ্রমজীবী কৃষক ও কশাকদেব মধ্যে তাদেব প্রচাবান্দোলন তীব্র কবে তোলে, দুতোভেব প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তাদেব কাছে তা তুলে ধবে।

সংখ্যাগত শক্তিব আধিক্য থাকায দুতোভ ওবেন্‌বুর্গ গুবের্নিযাব অধিকতব অংশটিকেই তাঁব দখলে বেখে দেন। মধ্য বাশিযাকে সাইবেবিয়া ও মধ্য এশিযা

থেকে প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে সফল হন, উরাল ও ভোলগা অঞ্চলের শিল্পাঞ্চলগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

গণ-কমিসার পরিষদ ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি দুতোভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় পদ্ধতি নিয়ে বার বার আলোচনা করে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে প. আ. কবোজেভ ওরেন্‌বুর্গ গুবের্নিয়ার বিশেষ কমিসার ও তাশখন্দ রেলওয়ের প্রধান নিযুক্ত হন। গণ-কমিসার পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ওরেন্‌বুর্গ গুবের্নিয়ায় আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন, প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের নেতাদের আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ ও আপসহীন ব্যবস্থার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে দুতোভের অভ্যুত্থানের বিধ্বংসী পরিণতির হাত থেকে শ্রমজীবী কশাকদের যেখানেই সম্ভব রক্ষা করতে হবে।

২৬ নভেম্বর লেনিন ওরেন্‌বুর্গ রেলকর্মীদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধিদলটি গণ-কমিসার পরিষদের কাছে যে বার্তা নিয়ে এসেছিল তাতে ওরেন্‌বুর্গ অঞ্চলের পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া হয়েছিল এবং ওরেন্‌বুর্গ গুবের্নিয়ায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান দমনের দ্রুত ও দৃঢ়পণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ওরেন্‌বুর্গের ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ কবা হয়েছিল। দুতোভের কশাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য কবাব উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লেনিন প্রজাতন্ত্রের সামরিক কম্যান্ডকে নির্দেশ দেন। (১০৮) ইতিমধ্যেই যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছাড়াও অবিলম্বে নাবিকদের একটি বাহিনী গঠন করে নভেম্বরের শেষে পেত্রগ্রাদ থেকে পাঠানো হয় দুতোভের ফৌজের বিরুদ্ধে। নাবিকদের এই বাহিনীটি 'উত্তরাঞ্চলীয় ফ্লাইং স্কোয়াড্রন' নামে পরিচিত হয়। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বুজুলুকের কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল প্রায় ২,০০০ লাল রক্ষী: তারা এসেছিল সামারা, সিম্‌বির্স্ক, উফা, কাজান, ইজেভ্‌স্ক, ভৎকিনস্ক, ইয়েকাতেরিনবুর্গ, পের্‌ম ও অন্যান্য শহর থেকে। সেখানে ওরেন্‌বুর্গ রণাঙ্গনের সদর দপ্তর গঠিত হয় ১৬ ডিসেম্বর।

১৮ ডিসেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ আরেকবার ওবেন্‌বুর্গ গুবের্নিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে। দুতোভের অভ্যুত্থান দমন করার জন্য তাঁর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে গণ-কমিসার পরিষদের কাছে দৈনিক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য ন. ই. পদ্‌ভইস্কিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৫ ডিসেম্বর 'উত্তরাঞ্চলীয় ফ্লাইং স্কোয়াড্রনের' নেতৃত্বে চেলিয়াবিনস্ক-স্থিত মোট ২,৫০০-র বেশি লাল রক্ষী ত্রোইৎস্ক শহর থেকে দুতোভের কশাকদের বিতাড়িত করে। বুজুলুক থেকে ২,০০০ লাল রক্ষীর একটি বাহিনী ওরেন্‌বুর্গ দখল করতে অক্ষম হয়। অস্ত্রবলে বলীয়ান ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছ-হাজার কশাক

উপযুক্ত প্রশিক্ষণহীন ও যথোপযুক্ত অস্ত্রহীন লাল রক্ষীদের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করে।

২৪ ডিসেম্বর, ওরেনবুর্গের জন্য লড়াই চলাকালীন, গণ-কমিসার পরিষদ দুতোভের বিরুদ্ধে আরও অস্ত্রশস্ত্র ও লাল রক্ষী পাঠানোর আদেশ দেয়। জানুয়ারি ১৯১৮-র গোড়ায় দুতোভের কশাকদের বিরুদ্ধে জড়ো করা হয় ১০,০০০-এর বেশি সৈন্য।

ব্যাপক রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে সোভিয়েত সরকারের গৃহীত সামরিক ব্যবস্থাগুলি ফলপ্রসূ হয়। প্রবঞ্চনা ও প্ররোচনার সাহায্যে যে সমস্ত কশাককে অভ্যুত্থানের মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল, তারা দুতোভকে পরিত্যাগ করতে শুরু করে। অধিকন্তু, বাশকির, তাতার ও কাজাখরা তাঁকে সমর্থন করবে এই আশা করে দুতোভ হিসাবে ভুল করেছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে কার্যকর সাহায্য দিতে অপারগ হয়। শ্রমজীবী জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে লেনিনের জাতি-সংক্রান্ত নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং জাতিগত নিপীড়ন দূর করার জন্য ও কৃষি-সমস্যা সমাধানের জন্য সোভিয়েত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছিল তার কথা জানতে পারে। এই সমস্ত ঘটনাই দুতোভের অভ্যুত্থানের প্রতি শ্রমজীবী কাজাখদের ও অন্যান্য অধিজাতির মনোভাব পূর্ব-নির্ধারিত করে দেয়। দুতোভের সৈন্যদলের ভাঙন তীব্র হয়ে ওঠে: কাজাখ, তাতার ও বাশকিররা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সেবা করতে অস্বীকার করে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে যোগ দিয়ে সেনাদল গঠন করে, এই সব সেনাদল তাদের বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ধরে দুতোভের বিরুদ্ধে।

জানুয়ারি ১৯১৮-র গোড়ায় লাল রক্ষীরা ওরেনবুর্গের উপরে আরেক দফা আক্রমণ চালায়। ১৬ জানুয়ারি অস্ত্রধারণ করে ওরেনবুর্গের শ্রমিকরা। দুদিন পরে, এগিয়ে-আসা সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে মিলে তারা শহরটিকে মুক্ত করে। দুতোভ ও কিছু কশাক ভের্খনে-উরালস্কে পালিয়ে যায়। প্রায় সমগ্র ওরেনবুর্গ অঞ্চলে উত্তোলিত হয় সোভিয়েতসমূহের পতাকা।

* * *

সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্য অঞ্চলের বিপুল বিস্তার ছিল উরাল পর্বতমালার পূর্ব দিকে। সাইবেরিয়ায় জনবসতি ছিল অত্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, জনসংখ্যা ছিল মোট ১ কোটি, তার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ অ-রুশ অধিজাতির লোক। প্রায়শই এক জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে আরেক জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে

তফাৎ ছিল কয়েকশো কিলোমিটারের। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে সাইবেরিয়ার শিল্পে উৎপন্ন হত রাশিয়ার শিল্পজাত পণ্যের মাত্র ১·৮ শতাংশ আর কারখানাগুলিতে নিযুক্ত ছিল রাশিয়ার মোট শ্রমিকের ১ শতাংশের বেশি নয়। প্রলেতারিয়েত কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধানত সাইবেরীয় রেলওয়ে বরাবর, শহরগুলিতে এবং স্বর্ণক্ষেত্র ও খনিগুলিতে, এবং তার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩,২৫,০০০।

সাইবেরিয়ায় জনসমষ্টির প্রায় ৯০ শতাংশ নিযুক্ত ছিল কৃষিকাজে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উৎপন্ন করত বছরে ৭ কোটি পুদের কিছু বেশি বিপণনযোগ্য দানাশস্য এবং প্রায় ৪৫ লক্ষ পুদ মাখন।

সাইবেরিয়ার কৃষির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ভূসম্পত্তির প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং সহজলভ্য প্রচুর ফাঁকা জমি। একথা সত্যি, প্রায় ৬৮০ লক্ষ হেকটর জমির মালিক ছিলেন রাশিয়ার সর্ববৃহৎ ভূস্বামী --- জার। সাইবেরীয় কৃষকদের অধিকাংশই ছিল রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের তুলনায় বেশি সংগতিসম্পন্ন। তাদের জমির গড় আয়তন ছিল ১৭ দেসিয়াতিনের বেশি, রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের কৃষকদের জমির তুলনায় যা অনেক বেশি। কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলির এক-একটি পরিবারের তুলনায় সাইবেরীয় কৃষক খামারগুলির গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল দ্বিগুণেরও বেশি।

কিন্তু, ১৯১৭ সালের মধ্যে সাইবেরীয় কৃষকসমাজের মধ্যে শ্রেণীগত প্রভেদ রীতিমত প্রকট হয়ে উঠেছিল। গ্রামীণ জনসমষ্টির ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল কুলাক, ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ মধ্য কৃষক এবং ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ ছোট বা গরিব কৃষক। সাইবেরিয়ায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সুবিধাভোগী কশাকদের একটি বর্গ ছিল, সংখ্যায় প্রায় ৫,৫০,০০০। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাইবেরীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা কুলাক, কশাক ও গ্রামাঞ্চলের পেটি-বুর্জোয়াদের উপরে অনেকখানি ভরসা করেছিল।

সাইবেরিয়ায় প্রতিবিপ্লবের পিছনে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের জোরালো সমর্থন, এই অঞ্চলের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ তারাই শোষণ করছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনা গোল্ড কোম্পানির ৬০ শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিক ছিল ব্রিটিশ 'লেনা গোল্ডফিল্ডস' কোম্পানি। যুদ্ধের সময়ে সাইবেরিয়া ছেয়ে গিয়েছিল বিদেশী কূটনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক মিশনে, তারা চেয়েছিল সেই বিশাল অঞ্চলের প্রধান ধমনী ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলওয়ে নিজেদের হাতে নিয়ে সাইবেরিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে। শুধু সাইবেরীয় রেলওয়ে চালাবার কাজেই যোগ দিয়েছিল ৫০০-র বেশি মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ'। সাইবেরিয়ায় ও দূর প্রাচ্য অঞ্চলে বিপ্লব চূর্ণ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের কাজে সাহায্য করেছিল মার্কিন, জাপানী, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা।

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে দেখা দিয়েছিল এমন কতকগুলি অসুবিধা, সাইবেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবং ব্যাপক জনসাধারণের উপরে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির দীর্ঘ ও বিপুল প্রভাবকে যা পূর্বনির্ধারিত করেছিল।

অন্যান্য এলাকার মতোই. বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ও গরিব কৃষকরা ছিল প্রধান বিপ্লবী শক্তি। অগস্ট ১৯১৭-তে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় সাইবেরীয় আঞ্চলিক ব্যুরোতে ঐক্যবদ্ধ ছিল ৫.০০০ সদস্য। কিন্তু সাইবেরিয়ার অনেকগুলি শহরে, মেনশেভিকরা যার অন্তর্ভুক্ত এমন সংগঠনগুলিতে দীর্ঘকাল (১৯১৭-র হেমন্ত-শীত পর্যন্ত) ধরে থাকার মারাত্মক ভুল বলশেভিকরা করেছিল।

সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল সাইবেরীয় গ্যারিসনগুলির সৈনিকরা। ১৯১৭ সালে সেই অঞ্চলে ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য।

অক্টোবর ১৯১৭-র মধ্যে সাইবেরিয়ার শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বলশেভিক প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। শহর ও কারখানার উপনগরীগুলিতে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অক্টোবর ১৯১৭-তে কয়েকটি সাইবেরীয় শহরের সোভিয়েত বলশেভিকদের পক্ষভুক্ত হয় এবং সোভিয়েতসমূহের কাছে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি সমর্থন করে। এগুলি হল. অন্যান্যদের মধ্যে. বার্নাউল. ইরকুৎস্ক. কান্‌স্ক. তবোল্‌স্ক, তমস্ক ও ক্রাস্নয়ার্স্কের সোভিয়েত।

আগেই উল্লেখ করেছি. সাইবেরিয়ার সোভিয়েতসমূহের ১ম কংগ্রেস ইরকুৎস্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে. তাতে ৬৯টি সোভিয়েতের প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল। ১৮৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৬৪ জন ছিল বলশেভিক. ৩৫ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি. ৫০ জন দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি. ১১ জন মেনশেভিক, এবং ২৪ জন ছিল অন্যান্য পার্টির প্রতিনিধি অথবা কোনো বিশেষ পক্ষাবলম্বী নয় এমন ব্যক্তি। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং অ-পক্ষভুক্ত কয়েকজন প্রতিনিধি বলশেভিকদের পক্ষ অবলম্বন করে. ফলে কংগ্রেসে সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বলশেভিক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কংগ্রেসে সাইবেরিয়ার সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি (ত্‌সেনত্রোসিবির) গঠিত হয়; বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি হয়ে ওঠে সাইবেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার কেন্দ্র।

কিন্তু. সাইবেরিয়ার অধিকাংশ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, বিশেষত গ্রামাঞ্চল ছিল পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির, বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রভাবাধীন। ২৫ অক্টোবরের আগে ও পরে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারিরা কাদেতদের সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করেছিল। প্রতিবিপ্লব সোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে লড়েছিল সাইবেরিয়ার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে, যার প্রকৃত অর্থ বিপ্লবী রাশিয়া থেকে সাইবেরীয় শ্রমজীবী জনগণকে পৃথক করা। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অনুসৃত নীতির প্রতিবিপ্লবী তাৎপর্য এবং স্বায়ত্তশাসনের স্লোগানের অর্থ জনসাধারণের কাছে বলশেভিকদের ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল।

সর্বপ্রথম ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল ক্রাস্নয়ার্স্কের সোভিয়েত। ২৮-২৯ অক্টোবর রাতে লাল রক্ষী ও বিপ্লবী সৈনিকরা প্রধান প্রধান সরকারি ভবন দখল করে এবং পুরনো স্থানীয় প্রশাসন ভেঙে দেয়। ১৯১৭ সালের শেষে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র ইয়েনিসেই গুবের্নিয়ায়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমর্থনপুষ্ট কশাক আতামান সর্তানিকভ জানুয়ারি ১৯১৮-তে প্ররোচনা দিয়ে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বটে, কিন্তু তা অতি দ্রুত দমন করা হয়।

অন্য কতকগুলি সাইবেরীয় গুবের্নিয়ায় বলশেভিকরা অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করতে বাধ্য হয়। পশ্চিম সাইবেরিয়ার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ওমস্কে, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও ২৮ অক্টোবর তারিখে সেখানকার সোভিয়েত সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বলশেভিক প্রস্তাবটি পাশ করে। কিন্তু সেটা ছিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটা চাল। শহরে গঠিত প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা লীগ' একটি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়, বলশেভিক নেতৃত্বাধীন ৩,০০০ লাল রক্ষী সে বিদ্রোহ সহজেই দমন করে। নভেম্বর মাসের শেষার্ধে ওমস্ক সোভিয়েতের নতুন নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে বলশেভিকরা কার্যনির্বাহী কমিটির ১৬টি আসনের মধ্যে পায় ৯টি এবং এই কমিটি ৩০ নভেম্বর শহরে সোভিয়েতকে একমাত্র কর্তৃত্ব ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৬ ডিসেম্বর ওমস্ক সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ঘোষণা করে যে সোভিয়েত শহরে ও তার উপকণ্ঠগুলিতে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।

৩০টি সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ওমস্কে অনুষ্ঠিত পশ্চিম সাইবেরিয়ার সোভিয়েতসমূহের ৩য় আঞ্চলিক কংগ্রেসে গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং সমগ্র পশ্চিম সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে বলশেভিক প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি ১৮ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৪র্থ পশ্চিম-সাইবেরিয়া কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে। পশ্চিম সাইবেরিয়ার কয়েকটি স্থানে এই সিদ্ধান্তের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নভোনিকলায়েভস্ক সোভিয়েত রায় দেয় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। এই সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের। বলশেভিকরা

এক নতুন সোভিয়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, সেই সোভিয়েত ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা করে যে সমস্ত ক্ষমতা সে গ্রহণ করেছে।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তমস্ক গ্যুবের্নিয়ার বহু এলাকায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। খাশ তমস্কেই পরিস্থিতি ছিল অনেক বেশি জটিল। ৬ ডিসেম্বর তারিখে তমস্ক সোভিয়েত ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ১১ ডিসেম্বর নির্বাচিত করেছিল গ্যুবের্নিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি।' কিন্তু একটি প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্রও শহরে কাজ করছিল। মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুর্জোয়া পার্টিগুলির সমর্থন নিয়ে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের' এক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে। এই কংগ্রেস সাইবেরিয়ার জন্য এক 'স্বায়ত্তশাসনমূলক বন্দোবস্তের' জন্য লড়াই করবে বলে ঘোষণা করে এবং বুর্জোয়া ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে সাইবেরীয় আঞ্চলিক দুমা গঠন করে। ৭ ডিসেম্বর তারিখে দুমা তমস্কে 'আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের' এক জরুরী কংগ্রেস আহ্বান করে এবং একটি প্রস্তাব পাশ করে তাতে ঘোষণা করে যে সেই একমাত্র কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা। এইভাবে, দেখা দিয়েছিল দুটি বিরোধী কেন্দ্র, প্রতিটিই নিজেকে গণ্য করত ক্ষমতাসীন সংস্থা বলে।

১৬ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে সাইবেরিয়ার যে জনগণ প্রতিবিপ্লবী আঞ্চলিক দুমা ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল তাদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ত্সেনত্রোসিবির তমস্ক গ্যুবের্নিয়া কার্যনির্বাহী কমিটিকে দুমা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এ কাজ করা হয় ২৫-২৬ জানুয়ারি রাত্রে এবং দুমার নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্ব সাইবেরিয়ায় ইরকুৎস্ক ও অন্য অনেক শহরের সোভিয়েতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাধান্য ছিল। সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বলশেভিক প্রস্তাব তারা বাতিল করেছিল। এই পরিস্থিতি চলতে থাকে ডিসেম্বর ১৯১৭ পর্যন্ত। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ইরকুৎস্ক সোভিয়েতের নির্বাচনে যখন বলশেভিকরা অধিকাংশ আসন লাভ করে, তার অব্যবহিত পরেই, ৮ ডিসেম্বর তারিখে প্রতিবিপ্লবীরা এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়। চেরেমখোভো, কান্স্ক, ক্রাস্নয়ার্স্ক ও অন্যান্য সাইবেরীয় শহর থেকে লাল রক্ষীরা দ্রুত এগিয়ে আসে ইরকুৎস্কের সহায়তায়। ন'দিন লড়াইয়ের পর অভ্যুত্থান চূর্ণ করা হয় এবং ২২ ডিসেম্বর তারিখে ইরকুৎস্ক সোভিয়েত ঘোষণা করে যে শহরে ও গ্যুবের্নিয়ায় সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেছে ইরকুৎস্ক সোভিয়েত ও সোভিয়েতসমূহের জেলা ব্যুরো। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের তখনও এই ব্যুরোতে প্রাধান্য ছিল, তাই তাদের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে ২৬ ডিসেম্বর গঠিত হয় 'পূর্ব সাইবেরিয়ার সোভিয়েত সংগঠনসমূহের কমিটি', যার মধ্যে জেলা ব্যুরো ও তার নেতাদের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ পর্যন্ত ইরকুৎস্কে অনুষ্ঠিত পূর্ব সাইবেরিয়ার সোভিয়েতসমূহের ৩য় কংগ্রেসে

বলশেভিকদের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে বলা হয় যে এই কংগ্রেস শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও কশাক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসকে ও তার কার্যনির্বাহী কমিটিকে রুশ শ্রমিক-কৃষক প্রজাতন্ত্রের একমাত্র ক্ষমতার সংস্থা বলে স্বীকার করে।

ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-র মাঝামাঝি ইরকুৎস্কে আহূত সাইবেরিয়ার সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেসে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের ফলাফল পর্যালোচিত হয়। এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব ছিল ৭২টি সোভিয়েতের এবং চূড়ান্ত ভোটের অধিকারী ২০২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১২৩ জন ছিল বলশেভিক। কংগ্রেস ত্সেনত্রোসিবিরকে সাইবেরিয়ায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতারূপে নির্বাচিত করে।

ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলে বলশেভিকরা সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াই করে দুরূহ ও জটিল অবস্থার মধ্যে। সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র শ্রমিকশ্রেণী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল রেলপথ বরাবর, এবং স্বর্ণক্ষেত্র, কয়লা খনি ও আদিম কর্মশালাগুলিতে। জনসমষ্টির জাতিগত গঠনবিন্যাস ছিল বহুবিচিত্র। ট্রান্স-বাইকালের শ্রমিকদের মধ্যে ছিল চীনা, কোরীয়, বুরিয়াত ও এভেঙ্ক — এখানে কয়েকটি মাত্র অধিজাতির উল্লেখ করা হল। সুবিধাভোগী ট্রান্স-বাইকালের কশাকদের সংখ্যা ছিল ২,৬০,০০০।

গোটা ১৯১৭ সাল ধরে ট্রান্স-বাইকালের বলশেভিকরা মেনশেভিকদের সঙ্গে একই সংগঠনের সদস্য ছিল; এই সব সংগঠনের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করে ১৯১৮-র বসন্তকালের দিকে। ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের খবর সেই অঞ্চলে পেঁছিতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল; শেষ পর্যন্ত যখন সে খবর সেখানে গিয়ে পেঁছিয়, তখন অনেকগুলি শহরে ও উপনগরীতে লাল রক্ষী বাহিনী গঠিত হতে শুরু করে, শ্রমিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করতে থাকে খনিগুলিতে এবং কার্যে প্রযুক্ত হতে থাকে গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামাগুলি।

২২ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে চিতায় অনুষ্ঠিত ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলের গ্রামীণ জনসমষ্টির ২য় কংগ্রেসে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তথাকথিত 'গণ-সোভিয়েত' গঠন করে। এই 'সোভিয়েত' বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী বুরিয়াত জাতীয় কমিটি ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং লাল রক্ষীদের নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে, কশাক ক্যাপ্টেন গ. ম. সেমিওনভ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে কশাক সেনাদল গঠন করে; জানুয়ারি ১৯১৮-র মাঝামাঝি এই সেনাদলগুলি ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলে হানাদারি শুরু করে, সোভিয়েতগুলিকে ও শ্রমিকদের সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিতে থাকে এবং জনসাধারণকে হত্যা করতে থাকে। 'গণ-সোভিয়েত' কার্যত সেমিওনভকে মদত দেয়। তার দলবলের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ সংগঠিত করার পরিবর্তে এই 'সোভিয়েত' তার পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। তার জবাবে সেমিওনভ তার নির্যাতনে নিহত মাঞ্চুরিয়া স্টেশন সোভিয়েতের সদস্যদের মৃতদেহে ভর্তি একটি রেলের কামরা চিতায় পাঠিয়ে দেয়।

সাইবেরিয়ার বলশেভিকরা লাল রক্ষীদের সেনাদল ও প্রবীণ যুদ্ধ-ফেরৎ বিপ্লবী কশাকদের পাঠিয়ে ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বিপ্লবী সৈন্যরা সেমিওনভের হানাদারি স্তব্ধ করে। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ তারিখে ভের্খনেউদিনস্ক সোভিয়েত ঘোষণা করে যে সে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, এবং দু-সপ্তাহ বাদে ত্রোইৎস্কোসাভস্ক সোভিয়েতও অনুরূপ ঘোষণা করে। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় চিতা সোভিয়েত বলশেভিক-নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং সেই মাসেরই ১৬ তারিখে লাল রক্ষী ও বিপ্লবী কশাকদের সাহায্যে 'গণ-সোভিয়েত' ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক, কশাক ও বুরিয়াত প্রতিনিধিদের ৩য় কংগ্রেস চিতায় শুরু হয় ২৪ মার্চ, ১৯১৮ তারিখে। তাতে যোগ দেয় চূড়ান্ত ভোটের অধিকারী ৩৮৬ জন প্রতিনিধি এবং আলোচনাকালীন ভোটাধিকার সহ ৯৩ জন প্রতিনিধি। মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় বলশেভিকরা। কংগ্রেস থেকে ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করা হয় এবং আঞ্চলিক সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়।

দূর প্রাচ্য অঞ্চলেও সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের ছিল নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যার উৎস ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান। ১৯১৭ সালে এই অঞ্চলে ছিল প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক, অধিকাংশই নিযুক্ত ছিল পরিবহণ ক্ষেত্রে, জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এবং খনিতে। সবচেয়ে বড় শহর ছিল ভ্লাদিভস্তক, খাবারভ্স্ক ও ব্লাগভেশ্চেনস্ক। সাইবেরিয়ার মতোই মধ্য রাশিয়ার তুলনায় সেখানে সম্পন্ন কৃষক ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক এবং দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। ১৯১৭ সালে এই অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ২২ শতাংশ ছিল কুলাক, ৪৫ শতাংশ মধ্য কৃষক এবং ৩৩ শতাংশ গরিব কৃষক। প্রলেতারিয়েতের মিত্র — গরিব চাষী — এইভাবে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির তুলনায় ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

দূর প্রাচ্য অঞ্চলে বসবাস করত প্রায় ৪০টি অধিজাতির মানুষ। ১৯১৭ সালে আমুর অঞ্চলে ছিল ৩২,০০০-এর বেশি চীনা, কোরীয় ও জাপানী। অধিকাংশ বিদেশীই ছিল শ্রমিক, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল ব্যবসায়ীরা এবং সহজে অর্থোপার্জনের জন্য আসা ভাগ্যান্বেষীরা। অধিকন্তু, ছিল বহু বিদেশী মিশন, রেলওয়ের উপদেষ্টা, কণ্ট্রোল কমিশন ও বাণিজ্যিক সংস্থা।

১৯১৭ সালে জাপানী, ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দূর প্রাচ্য অঞ্চলে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, সেখানে তারা সাইবেরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করতে চেয়েছিল। সামরিক পরিস্থিতির দরুন ভ্লাদিভস্তক ছিল প্রায় একমাত্র বন্দর, যার মধ্য দিয়ে রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির কাছ থেকে মাল-সরবরাহ পেত; এই অবস্থাকে তারা কাজে লাগিয়েছিল।

দূর প্রাচ্য অঞ্চলে কোনো বড় গ্যারিসন ছিল না। জনসমষ্টির বাকি অংশের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাভোগী আমুর কশাকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০,০০০। অন্য সব জায়গার মতো, উঁচু-তলার কশাকরাই ছিল প্রতিবিপ্লবের প্রধান অবলম্বন। বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ছিল, প্রলেতারিয়েত ছাড়াও, ভ্লাদিভস্তক দুর্গের পদাতিক ইউনিটগুলি, সাইবেরীয় ও আমুর নৌবহরের নাবিকরা এবং কশাকদের ছোট ছোট সেনাদল।

এই দুরূহ পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা এই অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) দূর প্রাচ্য আঞ্চলিক ব্যুরোতে ছিল ৪,৭০০ জন বলশেভিক, তাদের বেশির ভাগই ছিল শহরে। মেনশেভিকরাও যেসব সংগঠনে ছিল, সেই সংগঠনগুলি বলশেভিকরা পরিত্যাগ করে মাত্র সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে। স্বতন্ত্র পার্টি সংগঠনগুলি গঠন করার পর তারা শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়।

অক্টোবর ১৯১৭-তে জনসমষ্টি তখনও মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দ্বারা, এমনকি বুর্জোয়া পার্টি ও সংগঠনগুলির দ্বারাও প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল। দূর প্রাচ্য অঞ্চলে অধিকাংশ সোভিয়েতের নেতৃত্বে ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। বিদেশের সমর্থনপুষ্ট বুর্জোয়া দুমাগুলি, জেমস্তভো পরিষদ ও জন-নিরাপত্তা কমিটিগুলি শহর ও গ্রামগুলিতে কাজ করছিল। আমুর অঞ্চলে 'কশাক সরকার' বিপ্লবের প্রতি প্রচণ্ড নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করে, তার হাতে ছিল এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী।

শ্রমিক, কৃষকদের দরিদ্রতম অংশ, যুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ কশাক, দূর প্রাচ্য নৌবহরের নাবিক ও গ্যারিসনগুলির সৈনিকদের সমর্থন ছিল বলশেভিকদের পিছনে। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের খবর জানতে পেরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। সোভিয়েতগুলিতে মেনশেভিক ও *সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সংখ্যাগরিষ্ঠ সোভিয়েতসমূহের* কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করে। ক্ষমতার প্রশ্নটি মীমাংসা করার পথ ছিল মাত্র দুটি: একটি হল সশস্ত্র সংগ্রাম এবং অপরটি — সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। বলশেভিকরা শেষোক্ত পথটি বেছে নেয়। তারা সোভিয়েতগুলিতে নতুন নির্বাচনের জন্য অভিযান চালাতে শুরু করে। ৫ নভেম্বর বলশেভিকদের উদ্যোগে ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েতের এক নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি

নির্বাচিত হয়; তাতে ছিল ১৮ জন বলশেভিক, ১১ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৩ জন মেনশেভিক এবং ৮ জন অ-পক্ষভুক্ত সদস্য, যারা বলশেভিকদের সমর্থন করেছিল। ১৮ নভেম্বর সোভিয়েত ঘোষণা করে যে গণ-কমিসার পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সে বলবৎ করবে। ভ্লাদিভস্তকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুচান, নিকোলস্ক-উসুরিইস্ক এবং অন্য কতকগুলি দূর প্রাচ্যের শহর ও উপনগরীর সোভিয়েতগুলি।

দূর প্রাচ্য অঞ্চলে অস্থায়ী সরকারের কমিসার, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ন. স. রুসানভ এবং আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান, মেনশেভিক ভাকুলিন সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ভ্লাদিভস্তক-স্থিত বাণিজ্যদূতবৃন্দ ঘোষণা করে যে তারা সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করে না এবং শুধু দুমা ও জেমস্তভো পরিষদগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করবে। সেই সময়ে ভ্লাদিভস্তক উপকূলে নঙ্গর করেছিল মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'ব্রুকলিন', তাতে ছিলেন এশিয়াটিক নৌবহরের কম্যান্ডার অ্যাডমিরাল অস্টিন. এম. নাইট। নাইট ও মার্কিন বাণিজ্যদূত জন কে. কল্ডওয়েলকে ভ্লাদিভস্তকের 'ব্যবসায়ী মহল' রাজকীয় সংবর্ধনা জানায় এবং ঘোষণা করে যে তারা যখন রাশিয়ার এই ঘনায়মান দুর্যোগের সময়ে তাদের পরিত্যাগ না করার জন্য তাদের মার্কিন বন্ধুদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে তখন তারা প্রগতিশীল রুশ সমাজের পক্ষ থেকেই কথা বলছে। মার্কিনরা ভ্লাদিভস্তকের বুর্জোয়াদের আশ্বাস দেয় যে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দেবে। সেই দিকে বাস্তব কাজ চালানোর জন্য গঠিত হয় 'রুশ-মার্কিন সমর শিল্প কমিটি'। দূর প্রাচ্য অঞ্চলে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সংগঠিত করতে সাহায্য করার কাজে এই কমিটি সক্রিয় ছিল।

বলশেভিকরা দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়: গঠিত হয় লাল রক্ষী ইউনিট এবং রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রমিক, সৈনিক এবং রুশ ও মার্কিন নাবিকদের সত্য কথা জানানোর উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান তীব্র করা হয়। যুদ্ধজাহাজ 'ব্রুকলিন' অচিরেই ভ্লাদিভস্তক ত্যাগ করে এবং নাবিকরা শহরের উদ্দেশে একটি রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে বলে: 'সর্ব প্রথম যাঁরা পুঁজিবাদকে পরাস্ত করেছেন এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র বাস্তবে পরিণত করেছেন, সেই রুশ প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।' এটি ছিল রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মার্কিন শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক সংহতির এক অভিব্যক্তি।

ভ্লাদিভস্তকে সোভিয়েত ক্ষমতার সংহতিসাধনের সঙ্গে চলে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম দূর প্রাচ্যের অন্যান্য শহরে, বিশেষত খাবারভ্স্কে। সমাবেশে ও সভায় খাবারভ্স্কের শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা সোভিয়েতের কাছে সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। সোভিয়েত সে দাবি অগ্রাহ্য করে, কারণ তার অধিকাংশ

সদস্যই ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। বলশেভিকরা নতুন নির্বাচনের আয়োজন করতে সক্ষম হয়, তাতে তারা সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু শহর দুমা, জেমস্তভো পরিষদগুলি এবং অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী সংস্থা কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

ব্লাগভেশ্চেনস্কে এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি দেখা দেয়। নভেম্বর মাসে ১,০০০ শ্রমিককে নিয়ে একটি লাল রক্ষী ইউনিট শহরে গঠিত হয়। শহর সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করে অজস্র সভা-সমাবেশ হতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েত ছিল প্রধানত মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নিয়ে তৈরি, ক্ষমতা গ্রহণ করতে সোভিয়েত অস্বীকার করে। আমুর কশাকদের আতামান ই. ম. গামভ এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ২১ নভেম্বর ঘোষণা করে যে কশাক সরকার সাময়িকভাবে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ১৮ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েত ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে শহরে সে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ ঘোষণা ছিল ফাঁকা কথা. কারণ এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার মতো বাহুবল সোভিয়েতের ছিল না। এক মাস পরে, নতুন নির্বাচনে বলশেভিকরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে. শুধু তখনই ব্লাগভেশ্চেনস্ক সোভিয়েত বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিতে ছিল ১৬ জন বলশেভিক, ৬ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও ৬ জন মেনশেভিক। স্ভবোদনি ও আমুর অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা গ্রহণ করে ডিসেম্বর ১৯১৭ থেকে জানুয়ারি ১৯১৮-র মধ্যবর্তী সময়ে।

দূর প্রাচ্য অঞ্চলে পরিস্থিতির জটিলতা সত্ত্বেও অধিকাংশ এলাকায় ক্ষমতা সোভিয়েতসমূহের কাছে হস্তান্তরিত হয় ডিসেম্বর ১৯১৭-র মধ্যে। সোভিয়েতসমূহের ৩য় দূর প্রাচ্য আঞ্চলিক কংগ্রেস খাবারভ্স্কে শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বর তারিখে, তাতে যোগ দেয় ৮৪ জন প্রতিনিধি: ৪৬ জন বলশেভিক, ২৭ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৯ জন মেনশেভিক ও ২ জন নির্দলীয়। সেখানে গণ-কমিসার পরিষদকে 'একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব' রূপে স্বীকার করে বলশেভিকদের প্রস্তাবিত একটি ঘোষণা গৃহীত হয়, সমগ্র দূর প্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয় এবং সোভিয়েতগুলিকে সরকারের, অর্থাৎ গণ-কমিসার পরিষদের সমস্ত নির্দেশনামা, প্রস্তাব ও নির্দেশ অবিচলভাবে ও অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কংগ্রেসে নির্বাচিত সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ সদস্য ছিল বলশেভিক।

দূর প্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। সমগ্র অঞ্চলে একদিকে ক্ষমতা যখন সোভিয়েতসমূহের হাতে চলে আসছিল. অন্য দিকে প্রতিবিপ্লব তখনও বিদ্যমান দুমা ও জেমস্তভো পরিষদগুলির উপরে এবং উঁচু-তলার কশাকদের উপরে নির্ভর করে সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানের আপ্রাণ প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল।

বলশেভিকদের উদ্যোগে আহূত শ্রমজীবী জনগণের ৪র্থ আঞ্চলিক কংগ্রেস ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে ব্লাগভেশ্চেনস্কে শুরু হয়; তাতে যোগদান করে চূড়ান্ত ভোটাধিকার সহ ৬০৫ জন প্রতিনিধি ও আলোচনাকালীন ভোটাধিকার সহ ১৯৩ জন প্রতিনিধি। প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ১৫ জন বলশেভিক থাকলেও তারাই কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনা করে। লেনিন সম্মানিত চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে 'শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও কশাক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকেই কেন্দ্রে তথা স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে একমাত্র কর্তৃত্ব রূপে স্বীকার করা হবে', লাল রক্ষীদের সংগঠিত করা এবং দুমা ও জেমস্তভো পরিষদগুলি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারী করা হয় এবং সমগ্র অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েতগুলির আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে বলশেভিকরা। কিন্তু, লাল রক্ষীদের সংগঠিত করা, দুমাগুলি, জেমস্তভো পরিষদগুলি ও 'কশাক সরকার' ভেঙে দেওয়া এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে নিরস্ত্র করার কাজে কার্যনির্বাহী কমিটি দেরী করে। আতামান গামভ তা কাজে লাগায়, ৬ মার্চ তারিখে সে ব্লাগভেশ্চেনস্কে এক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়। তার হাতে ছিল অস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কয়েক হাজার কশাক, অফিসার ও বুর্জোয়া মিলিশিয়া। শহরে বিপ্লবী বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল বড়-জোর ১,০০০, অস্ত্রবলে তারা তেমন বলীয়ান ছিল না। অধিকন্তু, গামভের পিছনে ছিল সেই শহরের বাসিন্দা জাপানীরা। প্রতিবিপ্লবীরা আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটিকে গ্রেপ্তার করে এবং ব্লাগভেশ্চেনস্কের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। সোভিয়েত সৈন্যরা ব্লাগভেশ্চেনস্কের নিকটবর্তী আস্ত্রাখানভ্‌কা গ্রামে সরে আসে, সেখানে আমুর নৌবহরের কয়েকটি গানবোট শীতকালের জন্য আটকে পড়েছিল।

এই অভ্যুত্থান সমগ্র দূর প্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতাকে বিপন্ন করে তোলে। ট্রান্স-বাইকাল অঞ্চলে সেমিওনভের সঙ্গে এবং মার্কিন ও জাপানী গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে গামভ যোগাযোগ স্থাপন করে, এবং সমস্ত সোভিয়েত-বিরোধী শক্তির সমর্থন পায়।

আস্ত্রাখানভ্‌কা হয়ে ওঠে গামভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার কেন্দ্র। এখানে এক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয় এবং অচিরেই শক্তিবৃদ্ধির জন্য লোকজন এসে পৌঁছয় — খাবারভ্‌স্ক থেকে শ্রমিক ও নাবিকদের সেনাদল, বচকারেভ, ভ্ল্যাদিভস্তক, নিকোলস্ক-উস্সুরিইস্ক ও চিতা থেকে রেলকর্মী ও লাল রক্ষী এবং আশপাশের গ্রামগুলি থেকে কৃষকরা। কয়েক দিনের মধ্যে আস্ত্রাখানভ্‌কায় সমবেত লোকবলের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২,০০০। সোভিয়েত কম্যান্ড রক্তপাত এড়ানোর ইচ্ছা নিয়ে প্রস্তাব করে যে গামভ অভ্যুত্থানের অবসান ঘটিয়ে তার সৈন্যদের নিরস্ত্র করুক। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। আমুর নৌবহরের গানবোটগুলির সাহায্য নিয়ে

সোভিয়েত সৈন্যরা ১২ মার্চ তাদের আক্রমণ শুরু করে এবং কয়েক দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর প্রতিবিপ্লবীদের চূর্ণ করে। ব্লাগভেশ্চেনস্কে সোভিয়েত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্চ ১৯১৮-র মধ্যে সমগ্র দূর প্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েতগুলি ক্ষমতায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়।

* * *

রাশিয়ায় জনসমষ্টির ৫৭ শতাংশ ছিল অ-রুশ অধিজাতির মানুষ, সেখানে অ-রুশ এলাকাগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে জরুরী ছিল।

ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, মোলদাভিয়া, বলটিক এলাকা, মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান ও ট্রান্স-ককেশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম ছিল দেশে বিপ্লবী প্রক্রিয়ারই অংশ। কিন্তু এই সংগ্রামের ছিল নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যার উৎস এই সমস্ত জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও শ্রেণী শক্তিগুলির বিন্যাস।

বহুজাতিক রাশিয়ার জাতিগুলি ছিল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে। ইউক্রেন ও বলটিক এলাকা ছাড়া, অ-রুশ অঞ্চলগুলি ছিল পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। সেগুলির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বৃহৎ ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সারা-রাশিয়া পার্টিগুলি (কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি) ছাড়াও ছিল বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি। ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-র পরে গঠিত সংগঠনগুলি — ইউক্রেনে কেন্দ্রীয় রাদা, বেলোরুশীয় রাদা, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে 'জাতীয় পরিষদগুলি' এবং মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানে 'শুরো-ই-ইসলামিয়া', 'উলেমা' ও 'আলাশ' — রাশিয়ার কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল।

মধ্য রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা জয়যুক্ত হওয়ায় অ-রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। অ-রুশ শ্রমজীবী জনগণকে বৈপ্লবিক ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তারা সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়। তাদের প্রচারাভিযানকে জোরালো করার জন্য তারা বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সহ জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বলশেভিক স্লোগানটি ব্যবহার করে: তাদের প্রচেষ্টা ছিল, অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকার তৈরি করা।

এতে এই সমস্ত অঞ্চলে বলশেভিকদের কাজ জটিল হয়ে পড়ে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম ব্যাহত হয়। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ছিল এই

যে বলশেভিকরা এক সঠিক জাতি-সংক্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছিল, অ-রুশ শ্রমজীবী জনগণকে তা টেনে এনেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে।

লেনিন লিখেছেন, 'কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্নের পরেই, রাশিয়ার রাষ্ট্রিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষ করে জনসমষ্টির পেটি-বুর্জোয়া জনপুঞ্জের পক্ষে।' (১০৯) বিপ্লবের গতিপথ ও ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করছিল রাশিয়ায় জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা কীভাবে হবে তার উপরে। জারতন্ত্রী কর্তৃপক্ষ অ-রুশ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে রুশ জনগণের প্রতি যে-অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলছিল, তা কাটিয়ে ওঠা ছিল পরম কর্তব্য।

লেনিন উপযুক্ত কারণেই ঘোষণা করেছিলেন যে 'জারতন্ত্র ও বৃহৎ রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের অত্যাচারের দরুন প্রতিবেশী জাতিগুলির মনে সাধারণভাবে বৃহৎ রুশদের প্রতি তিক্ততা ও অবিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছে, এবং এগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে **কাজ দিয়ে**, কথায় নয়।' (১১০)

বলশেভিক পার্টি বিবেচনা করে যে ক্ষমতা অধিকারের পর জাতি-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল সকল জাতিকে রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রদান।

২ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ 'রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করে এবং ২০ নভেম্বর তারিখে গ্রহণ করে 'রাশিয়া ও প্রাচ্যের সকল মেহনতী মুসলমানের প্রতি' বার্তা; তাতে ঘোষিত হয় রাশিয়ার জাতিসমূহের সমানাধিকার ও সার্বভৌমত্ব, তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা পর্যন্ত ও তৎসহ অবাধ স্ব-শাসনের অধিকার এবং সমস্ত জাতিগত ও ধর্মীয় বিশেষ সুবিধার বিলুপ্তি। আগেকার নিপীড়িত জাতিগুলির আচার-প্রথা ও পরম্পরার প্রতি পরম সম্মান দেখানো হয়। জারতন্ত্রী কর্তৃপক্ষের দখল করা জাতীয় পুরানিদর্শনগুলি তাদের ফেরৎ দেওয়া হয়। এই সমস্ত কাজ সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি, রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত ও বলশেভিক পার্টির প্রতি অ-রুশ জাতিগুলির বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার সঙ্গে সংগতি রেখে গণ-কমিসার পরিষদ ৩ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে ইউক্রেনীয় জনগণের জাতীয় অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করে; (১১১) এই কাজটি রুশ ও ইউক্রেনীয় শ্রমজীবী জনগণের মধ্যেকার মৈত্রীকে আরও দৃঢ়সংবদ্ধ করে। ১৮ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। ২৯ ডিসেম্বর তারিখে পরিষদ "তুর্কি আর্মেনিয়া' সম্পর্কে নির্দেশনামা' পাশ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়া-কর্তৃক অধিকৃত তুর্কি (পশ্চিম) আর্মেনিয়ায় শাসনকার্য চালাত রুশ কর্তৃপক্ষ। সোভিয়েত সরকার তুর্কি আর্মেনিয়ার আর্মেনীয়দের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পর্যন্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি তার

সমর্থন ঘোষণা করে। অধিকন্তু, চীন, ইরান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে জার সরকার যেসব অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তার সবগুলি বাতিল করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অস্ট্রীয় ও জার্মান ফৌজের অধিকৃত পোল্যান্ডকে নিজ ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার দিয়ে সোভিয়েত সরকার ২৯ অগস্ট, ১৯১৭ তারিখে একটি নির্দেশনামা পাশ করে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পর বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে প্রলেতারিয়েত জাতি-সংক্রান্ত সমস্যার মার্কসবাদী সমাধান শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর করার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রথম ব্যবস্থাগুলিই তার জাতি-সংক্রান্ত নীতির মৌলিক তাৎপর্য রাশিয়ার জাতিসমূহের কাছে বাঙ্ময়ভাবে তুলে ধরে।

* * *

বলটিক অঞ্চলে, বিশেষ করে লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ায় পুঁজিবাদ উপনীত হয়েছিল বিকাশের এক উচ্চ স্তরে। এটি ছিল রাশিয়ার অন্যতম প্রধান ইনজিনিয়ারিং, গাড়ি-নির্মাণ ও রবার-উৎপাদনকারী এলাকা। অধিকন্তু, পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করছিল কৃষিতে; মধ্য চাষীরা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল, পরিণত হচ্ছিল গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতে ও আধা-প্রলেতারিয়েতে। বলটিক গ্রামীণ জনসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি ছিল ভূমিহীন খেতমজুর কিংবা ছোট প্রজা। শ্রেণীগত বিরোধ জটিল হয়ে উঠছিল জাতিগত বিরোধে। গ্রামীণ জনসমষ্টির ভূমি-প্রত্যাশী ও ভূমিহীন অংশগুলিতে ছিল প্রধানত স্থানীয় অধিজাতিগুলির মানুষ, আর ভূম্যধিকারী (এদের বলা হত 'কালো' ব্যারন) ছিল জার্মান সম্ভ্রান্তবংশীয়রা।

লাতভিয়ায় ১৯১৭ সালে সবচেয়ে শক্তিশালী বুর্জোয়া পার্টি ছিল 'কৃষক ইউনিয়ন' (কুলাকদের কিংবা যে-নামে তারা অভিহিত হত, সেই 'ধূসর' ব্যারনদের পার্টি) এবং সাধারণতন্ত্রী বা রিপাবলিকান পার্টি (লাতভীয় শহুরে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন)। এই পার্টিগুলি জনগণকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং লাতভিয়াকে রাশিয়ার মধ্যে একটি বুর্জোয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য সংবিধান সভা আহ্বানের দাবি করেছিল। দুটি পার্টির মধ্যে ছিল প্রচন্ড বিরোধ। লাতভীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সেই অঞ্চল থেকে জার্মান ব্যারনদের অপসারিত করে মূল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানগুলি অধিকার করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়েছিল, অন্য দিকে জার্মান ব্যারনরা চেয়েছিল নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে।

লাতভীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে গঠিত 'জাতীয় পরিষদকে' কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাতে উপরোক্ত দুটি পার্টি ছাড়াও প্রতিনিধিত্ব ছিল লাতভীয় মেনশেভিকদের এবং অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ও গোষ্ঠীর।

এস্তোনিয়ায় শহুরে বুর্জোয়াশ্রেণীর ছিল এস্তোনীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, র‍্যাডিক্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ও অন্যান্য পার্টি। গুবের্নিয়া জেম্‌স্তভো পরিষদ ছিল এস্তোনিয়ায় প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র। লাতভীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মতোই, এস্তোনীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও অক্টোবর বিপ্লবের আগে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি, কারণ রাশিয়া ছিল তাদের পণ্যসামগ্রীর বিরাট বাজার। তারা রাশিয়ার মধ্যে এস্তোনিয়ার স্বায়ত্তশাসন দাবি করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

জনসমষ্টির জাতিগত ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে, রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদীদের মতো বলটিক অঞ্চলের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরাও কৃষক ও সৈনিকদের একাংশের সমর্থন অর্জন করেছিল। দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধকারী জার্মানদের প্রতি লাতভীয় জনগণের বহু পুরাতন ঘৃণাকে লাতভীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কাজে লাগিয়েছিল, যাতে যুদ্ধের অবস্থায় জাত্যভিমানে ইন্ধন যুগিয়ে স্থানীয় জার্মান অভিজাত সম্প্রদায় ও জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের অবস্থানকে তারা সুদৃঢ় করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই তারা গঠন করতে শুরু করেছিল জাতিগত সামরিক ইউনিট — লাতভীয় পদাতিক রেজিমেণ্ট। কিছুকাল তারা সৈন্যদের মধ্যে এই বিশ্বাস জীইয়ে রাখতে পেরেছিল যে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাতভীয় জনগণের বহুদিনের শত্রু — জার্মান ব্যারনদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। এস্তোনিয়াতেও বুর্জোয়াশ্রেণী জাতিগত ইউনিট গঠন করেছিল।

বলটিক অঞ্চলে বলশেভিক সংগঠনগুলির সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু সেগুলি ছিল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) দৃঢ়সংকল্প ও পোড়-খাওয়া যোদ্ধৃবাহিনী। ১৯১৭-র আগে এবং বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে লাতভিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, এস্তোনিয়ায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) এস্তল্যান্ড কমিটি এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির লিথুয়ানীয় অংশগুলির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় ব্যুরো শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে, বিশেষ করে সামরিক ইউনিটগুলিতে ব্যাপক কাজ চালিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর বলটিক অঞ্চলে বৈপ্লবিক ঘটনাবিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের পাশাপাশি লাতভিয়ায় ভূমিহীন প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এবং এস্তোনিয়ায় ভূমিহীনদের কমিটি গঠন।

এস্তোনিয়া এবং লাতভিয়ার অনধিকৃত অংশটি ছিল রণক্ষেত্রের এলাকায়, সেখানে বলটিক নৌবহর ও উত্তর রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির ঘাঁটি ছিল। লাতভিয়া

ও এস্তোনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একত্রে উত্তর রণাঙ্গনের সৈন্যরা, বিশেষ করে ১২শ সেনাবাহিনীর লাতভীয় পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি ও বলটিক নৌবহরের নাবিকরা লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

লেটিশ পদাতিক সৈন্যদের বলশেভিক সংগঠনটি ছিল লাতভিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী বলশেভিক সংগঠন; লাতভীয় পদাতিক রেজিমেণ্টগুলির সমর্থন এই সংগঠন পেয়েছিল। অস্থায়ী সরকার এই রেজিমেণ্টগুলিকে ভেঙে দেওয়াব ও নিরস্ত্র কবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পদাতিক সৈন্যরা ও ১২শ সেনাবাহিনীর অন্যান্য অধিকাংশ সৈনিক সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

১৯১৭-র শরৎকালের মধ্যে লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ার বড় বড় শহরের সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরা প্রাধান্য লাভ করেছিল। রেভেলে (বর্তমানে তাল্লিন) শুধু সোভিয়েতই নয়, শহব দুমা ও তাদেব নিয়ন্ত্রণে ছিল।

লাতভিয়ায় ১২শ সেনাবাহিনীর সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানাবি ও মেনশেভিক কার্যনির্বাহী কমিটি ছাড়া সবকটি সোভিয়েত অক্টোবর ১৯১৭-তে অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ এবং সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করছিল। লাতভিয়ার যেসব এলাকা জার্মানদের অধিকৃত ছিল না, সেই সব এলাকায সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাড়াতাড়ি এবং বিনা বক্তপাতে।

প্রতিবিপ্লবীবা ভাল্‌ক শহরে এক বিবাট সামবিক বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি' গঠন করেছিল; এই কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব ছিল লাতভীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ও অফিসারবাহিনীর। পেত্রগ্রাদ থেকে ভাল্‌কের অবস্থিতি বেশি দূরে নয়, সুতরাং সৈন্যদের এই জমায়েৎ বিপ্লবের পক্ষে বিপদস্ববূপ ছিল। লেটিশ পদাতিক সৈন্যরা এবং রুশ বিপ্লবী ইউনিটগুলি ভাল্‌কের শ্রমজীবী জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায় এবং ৭ নভেম্বর তারিখে সেই শহবে প্রবেশ করে। ভাল্‌ক অধিকৃত হওয়ায় লাতভিয়ার সমগ্র অনধিকৃত অংশটি চলে আসে সোভিয়েতসমূহের হাতে।

৮-৯ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে লাতভিয়ার সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি জেম্‌স্তভো পরিষদগুলি, শহর দুমাগুলি এবং স্বশাসনের অন্য সমস্ত স্থানীয় সংস্থা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শহর ও ভোলস্তগুলিতে শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকদের লাল রক্ষী ইউনিট গঠন করার জন্য সোভিয়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদুপরি, লাল রক্ষীদের পেত্রগ্রাদ ও অন্যান্য সদর দপ্তরের সঙ্গে ও পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা বলবৎ করার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়।

সোভিয়েত ক্ষমতাকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে লাতভিয়ার শ্রমিক, সৈনিক ও ভূমিহীন কৃষক প্রতিনিধিদের ২য় কংগ্রেস (১৬-১৮ ডিসেম্বর) বিরাট অবদান রেখেছিল। এই কংগ্রেসে লাতভিয়ার সোভিয়েত সরকার নির্বাচিত হয় এবং জমি জাতীয়করণ এবং আট-ঘণ্টার কর্মদিবস সম্পর্কে আইন পাস হয়।

রাশিয়ার অন্যান্য অ-রুশ অঞ্চলের বুর্জোয়াশ্রেণীর মতো লাতভীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শঙ্কিত হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে লাতভিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে 'জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের' অধিকারের স্লোগানটিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল।

লাতভিয়ার বলশেভিকরা শ্রমজীবী জনগণের কাছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের তথাকথিত স্বাধীনতার দাবির প্রতিবিপ্লবী সারমর্ম সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিল বটে, কিন্তু তারা জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা অর্জনের স্লোগানের জনপ্রিয়তা উপেক্ষা করে এই কথা বোঝাতে চেয়েছিল যে লাতভিয়াকে শুধু রুশ ফেডারেশনের ভিতবে স্বশাসনিক মর্যাদার অধিকার দেওয়া উচিত। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা একে কাজে লাগায়। তারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে। লাতভিযার অধিকৃত অংশে জার্মানরা একটি তাবেদার সবকাব — কুর্ল্যান্ড ডাচি — তৈবি করে। বিশ্বাসঘাতক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ও জার্মান ব্যারনরা লাতভিয়াব জনগণের মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার হিসেবে জার্মান কাইজারকে অনুরোধ কবে লাতভিয়াকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত কবে নেওযাব জন্য। লেটিশ অঞ্চলেব সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটি ও লাতভিযাব সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৭-ব এক ঘোষণায জার্মান ব্যারনদের ও মুষ্টিমেয় কিছু লাতভীয় বুর্জোয়াব লাতভীয় জনগণেব মুখপাত্র হিসেবে কাজ কবার প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং প্রতিবিপ্লবী 'জাতীয় পরিষদ' ভেঙে দেওযার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু এই অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতাব সংহতিসাধনের কাজে ছেদ পড়ে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-তে জার্মান আক্রমণ ও সমগ্র লাতভিয়া দখলের দরুন।

মধ্য রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের জয় অধিকৃত লিথুয়ানিয়ায় শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনা যোগায়। জার্মান হানাদার ও স্থানীয় শোষকদেব বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির লিথুয়ানীয় অংশগুলির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় ব্যুরো। অধিকৃত লিথুয়ানিয়ায় ব্যুরো গোপন বলশেভিক সংগঠন গঠন করে এবং রাশিয়া থেকে কমিউনিস্টদের এবং বলশেভিক রচনাদি পাঠায় লিথুয়ানিয়ায়। জার্মান আক্রমণের সামনে যাবা মধ্য রাশিয়ায় চলে গিয়েছিল, সেই লিথুয়ানীয় শ্রমজীবী জনগণ সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে যোগ দেয় রুশ শ্রমিকদের সঙ্গে।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় লিথুয়ানীয়

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের তৈরি সংগঠন 'তারিবা' লিথুয়ানিয়ায় প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সদর দপ্তর হয়ে ওঠে। এর সদস্য ছিল বৃহৎ ভূস্বামীরা, পুঁজিপতিরা ও যাজকরা। ১১ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে 'তারিবা' লিথুয়ানিয়ার স্বাধীনতার এক ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণাপত্রে জার্মান সাম্রাজ্যের সঙ্গে চিরন্তন মৈত্রীবন্ধনের কথা বলা হয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে, অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে লিথুয়ানিয়ার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়।

২৬ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে এস্তোনীয় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এস্তোনিয়ার শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের উদ্দেশে, সমগ্র জনসমষ্টির উদ্দেশে এক বার্তা প্রচার করে পেত্রগ্রাদে বিজয়ী বিপ্লব সম্পর্কে তাদের অবহিত করে এবং জানায় যে এস্তোনিয়ায় ক্ষমতা চলে এসেছে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির হাতে। সেই দিনই অসংখ্য সভা-সমাবেশে শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। এস্তোনীয় সামরিক-বিপ্লবী কমিটিব গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্থানীয় অঞ্চলগুলির সোভিয়েতসমূহ অস্থায়ী সবকাবের কমিসারদের অপসাবিত করে এবং সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে।

রেভেলের অব্যবহিত পরেই, বলটিক নৌবহরের নাবিক ও উত্তর রণাঙ্গনের সৈনিকদেব সঙ্গে মিলে এস্তোনিয়ার শ্রমজীবী জনগণ অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯১৭-র মধ্যে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে ইউরিয়েভ, নার্ভা, পিয়ার্নু ও এই অঞ্চলের অন্যান্য শহরে। এস্তোনিয়ার বলশেভিকরা জেনারেল ক্রাস্নভের প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের পেত্রগ্রাদে এগিয়ে আসার পথ রোধ করে এক অমূল্য অবদান রাখে। এস্তোনিয়ায় বিপ্লবী শক্তিগুলিকে প্রতিবিপ্লবীদের এক সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। নিজেদের যথোপযুক্ত শক্তি না-থাকায়, এস্তোনীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বলটিক অঞ্চলের জার্মান ব্যারনদের সঙ্গে এবং রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে জোট বেঁধেছিল এবং ইউরিয়েভ, ভিলিয়ান্দি, মেরিয়ামা ও অন্যান্য শহরে শ্বেত রক্ষী বাহিনী তৈরির চেষ্টা করেছিল। এস্তোনীয় লাল রক্ষীরা যখন এই সব প্রতিবিপ্লবী বাহিনীকে দ্রুত উৎখাত করে, বুর্জোয়ারা তখন অক্টোবর বিপ্লবের পরে ভেঙে-দেওয়া গুবের্নিয়া জেমস্তভো পরিষদকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে বলে স্থির করে। ১৫ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে তারা পরিষদের এক জরুরী সভা আহবান করে, পরিষদকে ঘোষণা করে এস্তোনিয়ায় একমাত্র সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বলে। রেভেলে শ্রমিক, নাবিক ও সৈনিকদের এক মিছিল এই প্রতিবিপ্লবী সমাবেশকে ভেঙে দেয়। ইউরিয়েভে প্রতিবিপ্লবীদের এক সোভিয়েত-বিরোধী মিছিল করা এবং জেমস্তভো পরিষদকে এস্তোনিয়ায় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা বলে ঘোষণা করার চেষ্টাও অনুরূপভাবে শেষ হয় ব্যর্থতার মধ্যে।

লাতভিয়ার মতো, এস্তোনিয়াকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পৃথক করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত উপায়ই ব্যবহার করেছিল। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের দাবি ও প্রচারান্দোলনের সার কথা ছিল এক 'স্বাধীন' এস্তোনীয় প্রজাতন্ত্র গঠন এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে তার বিচ্ছিন্নতা।

জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে এস্তোনীয় বলশেভিকরা লাতভিয়ার বলশেভিকদের মতো একই ভুল করেছিল। এস্তোনিয়াকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করাকে তারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেনি। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা তাদের প্রতিবিপ্লবী প্রচারে একে কাজে লাগায়। বড় বড় সমাজতান্ত্রিক খামার সংগঠিত করার দিকে জোর দিতে গিয়ে এস্তোনীয় বলশেভিকরা শ্রমজীবী কৃষকদের নিজেদের হাতে অবিলম্বে জমি হস্তান্তরের দাবিকে যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করেনি। এর ফলে, কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী সুদৃঢ় হতে পারেনি এবং কৃষকদের সোভিয়েত ক্ষমতার স্বপক্ষে টেনে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এস্তোনীয় প্রলেতারিয়েত, প্রধানত জার্মান হস্তক্ষেপের দরুন, সোভিয়েত ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেনি। শ্রমিক ও কৃষকদের বিরাট বিরাট অংশ সোভিয়েতসমূহের পক্ষে ছিল, কিন্তু জার্মান হানাদাররা বলটিক অঞ্চলের একটা বড় অংশে অস্ত্রবলে বিপ্লবের টুঁটি টিপে মেরেছিল।

বেলোরুশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর বিকাশ ঘটে প্রচণ্ড সংক্ষোভের মধ্যে। শিল্পের দিক দিয়ে, মধ্য রাশিয়া ও বলটিক অঞ্চলের চাইতে বেলোরুশিয়া অনেক পিছিয়ে ছিল। এটি ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ছিল বেলোরুশীয়. রুশ, ইউক্রেনীয়, পোল ও লিথুয়ানীয়। অধিকাংশ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল আদিম যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলিতে। বড় বড় উদ্যোগ ছিল সামান্যই। গ্রামাঞ্চলের প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় জনপুঞ্জের মধ্যে ছিল গ্রামীণ জনসমষ্টির ৭০ শতাংশ।

বেলোরুশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল দক্ষ শ্রমিকরা, যারা মস্কো, পেত্রগ্রাদ, উরাল. দনবাস ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র থেকে সশস্ত্র বাহিনীতে সমবেত হয়েছিল এবং কাজ করত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারক ও মেরামতির উদ্যোগগুলিতে। বেলোরুশিয়ায় ১৫ লক্ষের বেশি সৈন্য ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একত্রে তারা সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছিল।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি ছিল এই অঞ্চলে বলশেভিকদের কাজ পরিচালনার কেন্দ্র।

বেলোরুশিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী বলশেভিক সংগঠন ছিল মিন্স্কে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের মিন্স্ক সোভিয়েতের কাজ এই সংগঠন পরিচালনা করত। সেপ্টেম্বর মাসে মিন্স্ক সোভিয়েতের নির্বাচনে বলশেভিকরা ও তাদের দরদীরা লাভ করেছিল ৭০·৯ শতাংশ আসন।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে বলশেভিকদের পিছনে ছিল শ্রমিক, সৈনিক ও বেলোরুশীয় কৃষকদের দরিদ্রতম বর্গের এক বিরাট অংশের সমর্থন।

কিন্তু, প্রতিবিপ্লবীদের পিছনেও যথেষ্ট সমর্থন ছিল। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা একজোট হয়েছিল বেলোরুশীয় রাদায়, এই রাদা ছিল কুলাক, ভূস্বামী, বুর্জোয়া ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিসমাজের স্বার্থের প্রবক্তা। তার দাবি রাশিয়ার অংশ হিসেবে বেলোরুশিয়ার জন্য আঞ্চলিক-জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। রাদা কৃষক ও সৈনিকদের একাংশকে প্রভাবিত করেছিল এবং সমর্থন পেয়েছিল মগিলেভ-স্থিত সাধারণ সদর দপ্তরের এবং মিন্‌স্ক-স্থিত পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তরের।

মিন্‌স্কের শ্রমিকরা এবং স্থানীয় গ্যারিসন পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জয় এবং অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের খবর জানতে পারে ২৫ অক্টোবর। সেই দিনই মিন্‌স্ক সোভিয়েত ঘোষণা করে যে শহরে ও তার আশপাশে সে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনের উদ্দেশে আহ্বান জানায় স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

মিন্‌স্কে সোভিয়েত ক্ষমতার নির্ভরস্থল ছিল ১ম বিপ্লবী রেজিমেণ্ট এবং বলশেভিকদের গঠিত লাল রক্ষী ইউনিটগুলি। মিন্‌স্কের শ্রমিকদের এবং বলশেভিকদের পক্ষাবলম্বী সংরক্ষিত পদাতিক রেজিমেণ্টগুলির সৈনিকদের অস্ত্র দেওয়া হয় গোলাবারুদ ডিপো থেকে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে, ডাক ও তার অফিসে, রেলওয়েতে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের বিভিন্ন ইউনিটের সদর দপ্তরে মিন্‌স্ক সোভিয়েত কমিসার নিয়োগ করে। মিন্‌স্ক সোভিয়েত গঠিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ঘোষণা করে যে এই অঞ্চলে সমস্ত ক্ষমতা অবশ্যই সোভিয়েতসমূহের কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে। বেলোরুশিয়ায় লাল রক্ষী ইউনিট গঠন ও সেগুলির শক্তিবৃদ্ধির কাজ দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। ভিতেবস্কে লাল রক্ষী বাহিনীতে ছিল ৮০০ জন, মগিলেভে ৬০০ জন এবং গোমেলে প্রায় ১,০০০ জন।

শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা যাতে বেলোরুশিয়ার অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না-পারে প্রতিবিপ্লব সেই চেষ্টা করেছিল। মিন্‌স্কে ২৭ অক্টোবর তারিখে গঠিত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের 'বিপ্লব রক্ষা কমিটি' পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে শহরের রাস্তায়-রাস্তায় নিজেদের টহলদার সৈন্যদের মোতায়েন করে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক রণাঙ্গন কমিটির সাহায্যে অস্থায়ী সরকারের সমর্থক ইউনিটগুলিকে রণাঙ্গন থেকে শহরে তলব করে আনা হয়। এই ইউনিটগুলি এসে পৌঁছলে 'রক্ষা কমিটি' শহরে ও পশ্চিম রণাঙ্গনে সমস্ত ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তরিত করার দাবি জানিয়ে মিন্‌স্ক সোভিয়েতের কাছে এক চরমপত্র পাঠায়। সেই সময়ে সংখ্যাগত প্রাধান্য

প্রতিবিপ্লবীদের দিকে থাকায় মিন্‌স্ক সোভিয়েত 'রক্ষা কমিটির' কাছে তার প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করে। কমিটি কথা দেয় যে প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করার জন্য কোনো সৈন্য পাঠানো হবে না, কিন্তু জোর দিয়ে বলে যে পশ্চিম রণাঙ্গন অঞ্চলে সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে আসতে হবে। 'রক্ষা কমিটির' সঙ্গে চুক্তি করে মিন্‌স্কের বলশেভিকরা তাদের লোকবল সংহত করার সময় নিয়েছিল।

'রক্ষা কমিটি' তার অঙ্গীকার সত্ত্বেও, প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের নিয়ে পেত্রগ্রাদ ও মস্কো-অভিমুখী কতকগুলি ট্রেনকে মিন্‌স্কের ভিতর দিয়ে যেতে দেয়। কিন্তু এই ট্রেনগুলিকে অন্যান্য শহরে আটকানো হয়। মিন্‌স্ক সোভিয়েত 'রক্ষা কমিটি' থেকে তার প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনে এবং কমিটির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দেয়। ইতিমধ্যে বিপ্লবী ইউনিটগুলি রণাঙ্গন থেকে শহরে এসে পেঁৗছেছিল। মিন্‌স্ক সোভিয়েতকে সাহায্য করার জন্য ১-২ নভেম্বর রাতে একটি সাঁজোয়া ট্রেন মিন্‌স্কে এসে হাজির হয়। এর ফলে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন ঘটে এবং মিন্‌স্ক সোভিয়েতকে ক্ষমতা সংহত করতে তা সাহায্য করে। ৪ নভেম্বর তারিখে বেলোরুশিয়া ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক-বিপ্লবী কমিটি 'রক্ষা কমিটিকে' ভেঙে দেয়। ১২ নভেম্বর তারিখে লেনিনের কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁকে জানানো হয় যে মিন্‌স্কে বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়েছে। ১৯১৭-র অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের মধ্যে সোভিয়েতগুলি সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াই ক্ষমতা গ্রহণ করে ভিতেবস্ক, গোমেল, ওরশা, রোগাচেভ এবং বেলোরুশিয়ার অনধিকৃত অংশের অন্যান্য শহরে।

মগিলেভ সোভিয়েতের অধিকাংশ সদস্য ছিল মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুন্দপন্থীরা; বিপ্লবের বিজয়ের সংবাদকে এই সোভিয়েত গ্রহণ করেছিল বিরূপ মনোভাব নিয়ে। কিন্তু মগিলেভ গ্যারিসনের সৈনিকরা যখন বিপ্লবের পক্ষ অবলম্বন করে তখন মগিলেভ সোভিয়েতে পার্টিগত শক্তি পরিবর্তিত হয়। ১৮ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে এই সোভিয়েত ঘোষণা করে যে শহরে সে-ই একমাত্র কর্তৃত্ব। সেই অধিবেশনেই গঠিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং সাধারণ সদর দপ্তরকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। দুদিন পরে সোভিয়েত ইউনিটগুলি সাধারণ সদর দপ্তর দখল করে।

নভেম্বর মাসে এবং ডিসেম্বরের গোড়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র বেলোরুশিয়ায়, বাকি থাকে শুধু জার্মান ফৌজের অধিকৃত অঞ্চলগুলি। মিন্‌স্ক, মগিলেভ ও ভিতেবস্ক গুবের্নিয়ার শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস, মিন্‌স্ক ও ভিলনো গুবের্নিয়ার কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈনিক প্রতিনিধিদের কংগ্রেস গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকৃতি দেয় এবং বেলোরুশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে। এই সমস্ত কংগ্রেসে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিগুলি একসঙ্গে

মিশে গিয়ে ২৬ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে এই অঞ্চলে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পশ্চিম রণাঙ্গনের শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে। অধিকন্তু, গঠিত হয় এই অঞ্চল ও রণাঙ্গনের গণ-কমিসার পরিষদ।

বেলোরুশীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ইউক্রেনীয়, ইহুদি, লিথুয়ানীয় ও পোলিশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর তারিখে বেলোরুশীয় রাদা দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে বেলোরুশিয়ার ভাগ্য 'নির্ধারণের' জন্য আহ্বান করে এক তথাকথিত 'সারা-বেলোরুশিয়া' কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ছিল জেম্‌স্তভো পরিষদ, শহর দুমা, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের প্রতিভূ। অধিকন্তু, তাতে যোগ দিয়েছিল কৃষকদের প্রতিনিধিরা; বেলোরুশীয় রাদা যে প্রতিবিপ্লবী লক্ষ্য অনুসরণ করছে সে কথা তখনও পর্যন্ত বুঝতে না পারলেও তারা কথা বলেছিল সোভিয়েত ক্ষমতার সপক্ষে।

কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের অসুবিধাজনক অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু বেলোরুশিয়ায় স্থানীয় সোভিয়েতগুলির বিরোধিতা করে; তারা এমন একটি নতুন বেলোরুশীয় সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করে, যার উপরে ন্যস্ত থাকবে বেলোরুশিয়া ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সমস্ত ক্ষমতা। কৃষক প্রতিনিধিরা বেলোরুশীয় জাতীয়তাবাদীদের এই চাল বুঝতে পেরে কংগ্রেস ত্যাগ করে বেরিয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পশ্চিম রণাঙ্গনের গণ-কমিসার পরিষদ এই কংগ্রেসের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র হেতু কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার আদেশ দেয়।

বেলোরুশীয় বাদা ভেঙে দেওয়ার একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়, কিন্তু রাদা এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে গুপ্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। রুশ সেনাবাহিনীতে পোলিশ সৈন্যদের নিয়ে পোলিশ বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীরা জেনারেল গ র. দভবর-মুসনিৎসকির অধীনে যে প্রতিবিপ্লবী পোলিশ লীজন বা বাহিনী গঠন করেছিল, রাদা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে; ডিসেম্বর ১৯১৭-তে এই বাহিনীতে ছিল ১৫,০০০ সৈন্য ও ১,৫০৫ জন অফিসার। প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি এই বাহিনীকে কেন্দ্র করে সমবেত হতে শুরু করে। সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে দভবর-মুসনিৎসকি রোগাচেভ-ববরুইস্ক-স্লুৎস্ক এলাকায় এই বাহিনীকে মোতায়েন করে, সেখানে তারা যথেচ্ছ শাসন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে জনসমষ্টির মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ডার আ. ফ. মিয়াসনিকভ দভবর-মুসনিৎসকিকে সোভিয়েত কম্যান্ডের অধীনস্থ হওয়ার আদেশ দেন। দভবর-মুসনিৎসকি এই আদেশ অমান্য করে ১২ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখে এক

সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। ১৩ জানুয়ারি পোলিশ লীজন রোগাচেভ দখল করে নেয়, তার পরে দখল করে ববরুইস্ক, ওরশা ও অন্যান্য শহর। এই বিদ্রোহে মদত দিয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং পোলিশ ভূস্বামীরা, লীজনকে তারা অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠিয়েছিল।

পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ড একটি আদেশপত্র জারী করে, তাতে পোলিশ লীজন ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় এবং দভবর-মুসনিৎসকিকে আইন-বহির্ভূত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পশ্চিম রণাঙ্গনের গণ-কমিসার পরিষদের এক আবেদনে সাড়া দিয়ে বেলোরুশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামে। তাদের সাহায্য করে বিপ্লবী সৈন্যরা; ৩১ জানুয়ারি তারা রোগাচেভ, জ্লোবিন, স্মোলেন্স্ক ও দরোগোবুজ মুক্ত করে।

পোলিশ সৈনিকরা অচিরেই তাদের কম্যান্ডের আসল মতলব বুঝতে পারে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। তাদের অনেকে পোলিশ লীজন পরিত্যাগ করে চলে আসে এবং মিন্স্কে তাদের নিয়ে গঠন করা হয় ১ম পোলিশ বিপ্লবী ব্যাটেলিয়ন, সেটি মিন্স্ক সোভিয়েত বিপ্লবী রেজিমেন্টের অংশে পরিণত হয়। দভবর-মুসনিৎসকির বিদ্রোহ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-র মাঝামাঝি দমন করা হয়। বেলোরুশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের প্রথম আক্রমণকে এইভাবে প্রতিহত করা হয়।

* * *

ইউক্রেনে পরিস্থিতি ছিল আরও অনেক জটিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত অঞ্চল ইউক্রেনে ১৯১৩-১৯১৪ সালে উৎপন্ন হত রাশিয়ায় উৎপন্ন কয়লার ৭১ শতাংশ, লৌহপিণ্ডের ৬৮ শতাংশ, ইস্পাতের ৫৮ শতাংশ, রোল্ড স্টকের ৫৭ শতাংশ, এবং চিনির ৮০ শতাংশ। সেখানে ছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিক, তার মধ্যে ৮,১২,৫০০ ছিল শিল্প-শ্রমিক। কিন্তু শিল্পগুলির অবস্থিতি ছিল অসম-বণ্টিত। ভারী শিল্প ছিল প্রধানত দনবাস ও ক্রিভোয় রগ এলাকায়। অন্যান্য এলাকায় ছিল খাদ্য-প্রক্রিয়ণের উদ্যোগ। ইউক্রেনের অনেকটাই ছিল কৃষিপ্রধান এলাকা। অধিকাংশ জমির মালিক ছিল বড় বড় ভূস্বামীরা। কুলাকরা ছিল কৃষক জনসমষ্টির প্রায় ১৩ শতাংশ, কিন্তু কৃষকদের হাতের সমস্ত জমির অর্ধেকেরও বেশির মালিক ছিল তারা। গ্রামের গরিবদের মধ্যে অন্তত ৬৩ শতাংশ ছিল ইউক্রেনীয় কৃষককুল।

ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা ছিল ইউক্রেনে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির প্রধান সমাবেশ-কেন্দ্র। তার নীতির বনিয়াদ ছিল আঞ্চলিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

রাদার গঠিত সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী (জেনারেল সেক্রেটারিয়েট) ছিল এক আঞ্চলিক সরকারের ভূমিকার দাবিদার। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর কেন্দ্রীয় রাদার গঠিত গুবের্নিয়া, উয়েজদ ও ভোলস্ত রাদা, গ্রাম সমিতি, 'প্রসভিত' ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠন স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে কাজ করত। রাদা ইউক্রেনীয় জাতীয় সামরিক ইউনিট গঠন করেছিল এবং কুলাকদের টেনে এনেছিল 'স্বাধীন কশাক' ইউনিটগুলির মধ্যে, এই ইউনিটগুলি পরে গাইদামাক বলে পরিচিত হয়। এটি ছিল প্রবল এক সশস্ত্র বাহিনী। এছাড়াও, রাদার পিছনে ছিল মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির সমর্থন। কৃষক, সৈনিক ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের একটা বড় অংশের উপরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বেশ জোরালো প্রভাব ছিল।

কৃষকসমাজের বৃহদাংশ ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অনুগামী। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে খারকভ, কিয়েভ, ইয়েকাতেরিনস্লাভ, ওদেসা, নিকোলায়েভ অন্যান্য বড় বড় শহরের সোভিয়েতগুলিতে প্রাধান্য ছিল মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের। বলশেভিকরা এই সমস্ত শহরে বেশির ভাগ শ্রমিকের সমর্থন লাভ করলেও গ্যারিসনের সৈনিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন তখনও লাভ করতে পারেনি।

ইউক্রেনে বিপ্লবী সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিকরা। নভেম্বর ১৯১৭-তে ইউক্রেনে প্রায় ৭০,০০০ বলশেভিক ছিল বলে ধরা হয়। কিন্তু কোনো পার্টি কেন্দ্র ছিল না। দুটি আঞ্চলিক পার্টি সংগঠন ছিল: একটি দনেৎস্ক-ক্রিভোয় রগ অববাহিকায়, তার কেন্দ্র ছিল খারকভে এবং অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, তার কেন্দ্র ছিল কিয়েভে।

বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল লাল রক্ষীরা এবং পশ্চাদ্ভাগের গ্যারিসন ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈনিকদের বিপ্লবী অংশ। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে লাল রক্ষীদের সংখ্যা ছিল ইয়েকাতেরিনস্লাভে প্রায় ৬০০ জন, লুগানস্কে ৮০০ জন, কিয়েভে ৩,০০০ জন, খারকভে ৩,০০০ জনের বেশি, নিকোলায়েভে প্রায় ১,০০০ জন এবং ওদেসায় ৩,২০০ জন।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মহল্লাগুলিতে, বিশেষ করে দনবাসের এক বিরাট অংশে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। লুগানস্ক, গর্লভ্কা, ক্রামাতোর্স্ক, মাকেয়েভ্কা ও শেচর্বিনভ্কায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন অঞ্চলের কতকগুলি বসতি-এলাকায় ক্ষমতা সোভিয়েতসমূহের হাতে চলে আসে তাড়াতাড়ি ও শান্তিপূর্ণভাবে। দক্ষিণ রাশিয়া ও ইউক্রেনে সোভিয়েত ক্ষমতার দুর্গ দনবাস ছিল ইউক্রেনের প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির এবং দন কশাক অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গায়। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও ইউক্রেনীয় বলশেভিকরা দনবাসের উপরে যথেষ্ট

নজর দিয়েছিল। ইউক্রেনের এক বিরাট অংশে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অস্ত্রবলে, এবং এই প্রক্রিয়া চলেছিল জানুয়ারি ১৯১৮ পর্যন্ত।

কিয়েভের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। কিয়েভ সামরিক জেলা সদর দপ্তরের হাতে ছিল বিরাট সৈন্যবল, তার মধ্যে ছিল কশাক রেজিমেণ্টগুলি, বাছাই পিটুনী ফৌজ ও ক্যাডেট ইউনিটগুলি — সব মিলিয়ে প্রায় ১০,০০০ সৈন্য। কিয়েভে বিপ্লবের সৈন্যদলে ছিল প্রায় ৬,৬০০ সৈনিক ও লাল রক্ষী।

২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় কিয়েভে গ্যারিসন, ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিগুলির অংশগ্রহণে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের এক যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচিত হয় এক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি। সেই দিনই রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কিয়েভ কমিটি এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটি এই মর্মে একটি বার্তা প্রকাশ করে: 'কিয়েভের শ্রমিক ও সৈনিকবৃন্দ, যুদ্ধ, জীবনযাপনের অত্যধিক ব্যয় ও বেকারির জন্য যাঁরা কষ্টভোগ করছেন, যাঁরা নিপীড়িত, বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত ও শীতকাতর, তাঁদের সবাইকে এখন প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পেত্রগ্রাদের বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের সমর্থনে একজোট হতে হবে!' কিন্তু শত্রুরাও তাদের হাত গুটিয়ে বসে ছিল না।

২৬ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে, এই বার্তাটি প্রকাশিত হওয়ার আগের দিন, কিয়েভ শহর দুমা অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। রাদা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে; বস্তুতপক্ষে বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য রাদা গোপনে শক্তি সমাবেশ ঘটাচ্ছিল। তার হাতে ছিল বিরাট সংখ্যক ইউক্রেনীয় সৈন্য এবং সামরিক জেলা কম্যাণ্ডের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, বিপ্লবী শক্তিগুলির উপরে অতর্কিত আঘাত হানার পরিকল্পনা সে করেছিল। সেই সঙ্গে, অস্থায়ী সরকারের পতনকে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্ষমতা সংহত করার এবং একটি বুর্জোয়া ইউক্রেনীয় রাষ্ট্র গঠন করার ইচ্ছাও তার ছিল। যে বাড়িটিতে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির অফিস ছিল, কিয়েভ সামরিক জেলা সদর দপ্তরের পাঠানো ক্যাডেট ও কশাকরা সেই বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং তার প্রায় সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

২৯ অক্টোবর তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কিয়েভ কমিটি কারখানাগুলির ও সামরিক ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তভাবে এক নতুন বিপ্লবী কমিটি তৈরি করে। সেই দিনই কিয়েভের শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল 'আর্সেনাল' অস্ত্র-কারখানা (বর্তমানে লেনিন কারখানা) ও দক্ষিণ-রুশ কারখানাগুলির শ্রমিকরা এবং সেই সঙ্গে বিপ্লবী সৈনিকরাও। ৩০ অক্টোবর তারিখে

ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিগুলির ডাকে সাড়া দিয়ে কিয়েভের কারখানা শ্রমিক ও অফিস-কর্মীরা সাধারণ ধর্মঘট করে।

কিয়েভ সামরিক জেলা সদর দপ্তর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ জানায়। সেই রণাঙ্গন থেকে সৈন্য-বোঝাই সতেরোটি ট্রেন পাঠানো হয় কিয়েভে। কিন্তু বলশেভিকরা এই সৈন্যদের পথ রোধ করে। কিয়েভে ক্ষমতাচ্যুত অস্থায়ী সরকারের সমর্থক ইউনিটগুলি তিন দিনের লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হয়।

কিন্তু, শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকরা যখন কিয়েভের রাস্তায়-রাস্তায় প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত, সেই সময়ে কেন্দ্রীয় রাদা — ভণ্ডামি করে যে নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছিল — কিয়েভে জাতীয়তাবাদী সৈন্যদের নিয়ে আসে এবং ৩০ অক্টোবর-১ নভেম্বর রাতে ডাক ও তার অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য সরকারি অফিস দখল করে নেয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ে শ্রান্ত শ্রমিকরা রাদার সদ্য-আসা সৈন্যদের প্রতিহত করতে অক্ষম হয়। অধিকন্তু, কিয়েভ, ইয়েকাতেরিনস্লাভ, নিকোলায়েভ, ওদেসা ও অন্যান্য ইউক্রেনীয় শহরের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক-নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েতগুলি ইউক্রেনে সর্বোচ্চ আঞ্চলিক কর্তৃত্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় রাদাকে স্বীকৃতি জানায়। এতে বহু শ্রমিক ও সৈনিকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক ও আপসপন্থীদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছিল। ২৭ অক্টোবর শ্রমিক ও সৈনিকদের চাপে পড়ে ইয়েকাতেরিনস্লাভ সোভিয়েত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদকে স্বাগত জানানো হয় এবং পেত্রগ্রাদের প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তার সংহতি ঘোষণা করা হয়। শহরে ক্ষমতা দখলের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যনির্বাহী কমিটিতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠের জনগণের ইচ্ছা পূর্ণ করার কোনো অভিপ্রায়ই ছিল না, তাই ইয়েকাতেরিনস্লাভে পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

খারকভেও শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের নিয়ন্ত্রণে। শহরে ছিল এমন কতকগুলি সামরিক ইউনিট যারা অস্থায়ী সরকার ও কেন্দ্রীয় রাদার প্রতি তাদের আনুগত্য ত্যাগ করেনি, আর প্রতিবিপ্লবীরা ভরসা করছিল এদেরই উপরে। ২৬ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে, যেসব সোভিয়েতে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্য ছিল সেই শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের খারকভ শহর সোভিয়েত, কৃষক প্রতিনিধিদের গুবের্নিয়া সোভিয়েত এবং দনেৎস্ক-ক্রিভোয় রগ অববাহিকার আঞ্চলিক সোভিয়েতের এক যুক্ত অধিবেশন সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বলশেভিক প্রস্তাবটি বাতিল করে।

কঠিন সংগ্রামের পর বলশেভিকরা খারকভ সোভিয়েতের নতুন নির্বাচন আদায় করে নেয় এবং ১০ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে পক্ষে ১২০ ও বিপক্ষে ৭৫ ভোটে

সোভিয়েতের ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবে ক্ষমতার প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় নি। সশস্ত্র সৈন্যবলে প্রতিবিপ্লব ছিল অধিকতর বলীয়ান। পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের ও বল্টিক নৌবহরের নাবিকদের একটি দল এসে পেঁছনোর পর শহরের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় রাদা গাইদামাক ইউনিটগুলিকে খারকভে তলব করে, কিন্তু তার মধ্যে বলশেভিকরা সংখ্যাগত প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

৮ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে পেত্রগ্রাদ থেকে আসা শ্রমিক ও নাবিকদের সহায়তায় খারকভের লাল রক্ষীরা ডাক ও তার অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও দক্ষিণ রেলপথের অফিস দখল করে এবং ৮-৯ ডিসেম্বর রাতে রাদার প্রধান সৈন্যবলকে নিরস্ত্র করে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের বলশেভিক সোভিয়েত শহরে কর্তৃত্ব লাভ করে।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হওয়ার আগে ওদেসায় বলশেভিকদের পিছনে ছিল অধিকাংশ শ্রমিকের এবং কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের নাবিক ও ওদেসা গ্যারিসনের সৈনিকদের একাংশের সমর্থন। কিন্তু ওদেসার লাল রক্ষীদের হাতে ভালো অস্ত্র ছিল না এবং প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর তুলনায় শক্তির দিক দিয়ে তারা ছিল অনেক দুর্বল। ওদেসা ছিল রুমানীয় রণাঙ্গনের পশ্চাদ্‌ভাগে, এবং সেখানে ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের প্রাধান্যবিশিষ্ট সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং রুমানীয় রণাঙ্গন, কৃষ্ণ সাগর নৌবহর ও ওদেসা অঞ্চলের (রুমচেরদ) সামরিক কমিটিগুলি; গুবের্নিয়া রাদার মতো তারাও ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন। ক্ষমতার জন্য বলশেভিকদের সংগ্রামকে তা অনেকখানি জটিল করে তুলেছিল। রাজনৈতিক ও রণনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে ওদেসার গুরুত্বের দরুন, এবং শহরে প্রতিবিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে কেন্দ্রীয় রাদা সেখানে কেন্দ্রীভূত করেছিল অনেকগুলি গাইদামাক রেজিমেণ্টকে এবং একটি গোলন্দাজ স্কুল, একটি পদাতিক স্কুল ও একটি অশ্বারোহী স্কুলের ক্যাডেটদের; অফিসার ও সৈনিকদের সবাইকে মিলিয়ে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০, ০০০।

২৭ অক্টোবর শ্রমিক ও সৈনিকদের চাপে পড়ে শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও নাবিক প্রতিনিধিদের ওদেসা সোভিয়েত ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাস করে। কিন্তু প্রধানত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সেই প্রস্তাব মেনে চলার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। ক্ষমতা রাদার হাতেই থেকে যায়। অন্য কয়েকটি ইউক্রেনীয় শহরেও একই পরিস্থিতি দেখা যায়। সেই কারণে, সোভিয়েতগুলি শ্রমিক ও সৈনিকদের দাবি মেনে নিলেও এবং ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করলেও কেন্দ্রীয় রাদাই ক্ষমতাসীন সংস্থা থেকে যায়। সোভিয়েত ক্ষমতা

দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছিল শুধু দনবাসের কয়েকটি অংশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের নিকটতম এলাকায়।

ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা এই পরিস্থিতিকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগায়, কিছু ইউক্রেনীয় বলশেভিকের ভুলের সুযোগ গ্রহণ করে। ইউক্রেনের কিছু বলশেভিক মনে করেছিল যে জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্লোগানটি ইউক্রেনের পক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ইউক্রেনীয় শ্রমজীবী জনগণের একমাত্র স্বার্থরক্ষক বলে নিজেদের জাহির করে। ইউক্রেনীয় বলশেভিকরা এইভাবে জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে লঘু করে দেখার ফলে সংগ্রাম জটিল ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

৭ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় রাদা তার ৩য় 'ইউনিভার্সাল' প্রকাশ করে ইউক্রেনীয় গণ-প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে, আট-ঘণ্টার কর্মদিবস, শিল্পের উপরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি দেয়। ৩য় ইউনিভার্সালে মূল বিষয় ছিল জমির প্রশ্নটি। রাদা কৃষকদের আশ্বাস দেয় যে জমি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, কিন্তু এই প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করবে ইউক্রেনীয় সংবিধান সভা।

জমির এই প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্য ছিল সময় নেওয়া, কৃষকদের শান্ত করা এবং মুখ্যত, বাদাকে কৃষকদের স্বার্থবক্ষক হিসেবে চিত্রিত করা। রাদাব শ্রেণীগত মূলরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে কৃষকরা প্রাথমিকভাবে এই ইউনিভার্সালকে তার আপাতদৃশ্য রূপেই গ্রহণ করে, বিশেষত জমি-সংক্রান্ত প্রশ্ন মীমাংসা করার প্রতিশ্রুতিকে। ইউনিভার্সালে রাদা রাশিয়া থেকে ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করেনি। ইউক্রেনীয় জনগণকে সে আহ্বান জানিয়েছে, তার ভাষায়, 'নৈরাজ্যের' বিরুদ্ধে লড়াই কবার জন্য, 'নৈরাজ্য' বলতে সে বুঝিয়েছে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামকে। ৩য় ইউনিভার্সালে এইভাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতার ব্যবস্থা করা হয়, যদিও খোলাখুলি সে কথা বলা হয়নি। ইউনিভার্সালের এবং রাদার নীতির মূল সুর বুঝতে পেরেছিল ইউক্রেনীয় বলশেভিকরা। কালেদিনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদের ইউক্রেনেব ভিতর দিয়ে দন অঞ্চলে যেতে দেওয়ার অনুমতি রাদা দেয়নি, কিন্তু কশাক ইউনিটগুলিকে সেই দিকে যাওয়ার পথে বাধা দেয়নি। রুশ শ্রমিক এবং পশ্চিম ও উত্তর রণাঙ্গনের সৈন্যদের জন্য ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্যের চালান রাদা নিষিদ্ধ করেছিল। বলশেভিকরা রাদার এই নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং ইউক্রেনের শ্রমজীবী জনগণের কাছে তা ব্যাখ্যা করে। নভেম্বর ১৯১৭-তে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের খারকভ সোভিয়েতের এক অধিবেশনে আর্তিওমের (ফ. আ. সের্গেয়েভ) প্রদত্ত বক্তৃতাটি এদিক দিয়ে ইঙ্গিতবহ। তিনি বলেন, কাগজপত্রে এক গণতান্ত্রিক ইউক্রেনীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিলেও, যেসব সৈনিক যুদ্ধ

বাধার সময়ে ইউক্রেনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল তাদের গোটা এককেটি রেজিমেণ্টকে ভোটাধিকার দিতে রাদা অস্বীকার করছে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও রাদা বন্ধকী-দেনা পরিশোধকে স্বীকার করছে। শান্তির জন্য লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিলেও রাদা গণ-কমিসার পরিষদের সমস্ত উদ্যোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, তাকে স্বীকার করতে চাইছে না এবং সেই সঙ্গে, কথাবার্তা চালাচ্ছে কালেদিনের সঙ্গে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় রাদার প্রতি বলশেভিকদের মনোভাব ক্ষমতাচ্যুত কেরেনস্কি সরকারের প্রতি তাদের মনোভাবের মতোই।

মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে রাদাকে নির্ভরযোগ্য মিত্র বলে গণ্য করেছিল এবং তাকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়েছিল। আঁতাঁত-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাদার কাছে তাদের প্রতিনিধিদের এবং সামরিক উপদেষ্টাদের পাঠিয়েছিল। ফরাসী সরকার তাকে ঋণ দিয়েছিল ১৮ কোটি ফ্রাঁ।

নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার পর কেন্দ্রীয় রাদা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। ইউক্রেনে চালানো হয় এক পাশবিক সন্ত্রাসের রাজত্ব। সোভিয়েতসমূহ ও কারখানা কমিটিগুলি ভাঙা, শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের নিরস্ত্র করা এবং বলশেভিকদের খতম করার কাজে রাদা গাইদামাকদের ব্যবহার করে। সারা ইউক্রেন জুড়ে কুলাক, ভূস্বামী ও ক্যাডেটদের নিয়ে তৈরি পিটুনী বাহিনীগুলি বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের উপরে নির্মম হামলা চালায়। রাদার সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী তার সমর্থক অস্থায়ী সরকারের গুবের্নিয়া ও উয়েজদ কমিসারদের আদেশ দেয় গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে। রণাঙ্গন ও পশ্চাদ্ভাগের ইউনিটগুলির সেনাবাহিনী কমিটিগুলির কাছেও অনুরূপ আদেশ যায়।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, গণ-কমিসার পরিষদ ও ব্যক্তিগতভাবে লেনিন ইউক্রেনের পরিস্থিতিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯১৭ সালের শেষ পর্যন্ত কালপর্বে গণ-কমিসার পরিষদ এই পরিস্থিতি নিয়ে ২৯টি অধিবেশনে আলোচনা করে এবং ইউক্রেনীয় জনগণকে সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯১৭-তে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ৫০ জন শ্রমিক, পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সৈনিক ও বলটিক নৌবহরের নাবিককে ইউক্রেনে পাঠায় প্রচারাভিযানকারী হিসেবে।

কেন্দ্রীয় রাদার ৩য় ইউনিভার্সাল ও প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে গণ-কমিসার পরিষদ ৩ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে 'ইউক্রেনীয় জনগণের উদ্দেশে ইশতেহার' গ্রহণ করে; এটি লেখেন লেনিন। তাতে ইউক্রেনীয় জনগণের জাতীয় অধিকার ও স্বাধীনতার কথা পুনর্ঘোষণা করা হয় এবং 'জাতীয় বুলির পর্দার

আড়ালে দু-মুখো বুর্জোয়া নীতি চালানোর' অভিযোগে অভিযুক্ত করে রাদাকে ধিক্কার জানানো হয় প্রতিবিপ্লবী সংগঠন বলে। (১১২) রাদার কাছে পাঠানো এক চরমপত্রে গণ-কমিসার পরিষদ দাবি করে যে সোভিয়েত কম্যান্ডের সম্মতি ছাড়া কোনো সামরিক ইউনিটকে সে দন, উরাল বা অন্য কোনো জায়গায় যেতে দিতে পারবে না। আরও দাবি করা হয় যে ইউক্রেনে সোভিয়েত ফৌজ ও লাল রক্ষীদের নিরস্ত্র করার কাজ রাদাকে বন্ধ করতে হবে, তাদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র সে নিয়েছে তা ফেরৎ দিতে হবে এবং কালেদিনেরা কশাকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সৈন্যদের সাহায্য করতে হবে। (১১৩)

এই চরমপত্র প্রত্যাখ্যাত হয় এবং কেন্দ্রীয় রাদা এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থায় চলে যায়।

ইউক্রেনের শ্রমজীবী জনগণ সোভিয়েতসমূহের সারা-ইউক্রেন কংগ্রেস আহ্বান এবং তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপরে জোর দেয়। তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় তারা দেখতে পেয়েছিল যে কেন্দ্রীয় রাদা ভূস্বামী, কুলাক আর পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করছে। তাদের নিজেদের সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে সোভিয়েত সরকার সর্বপ্রকারে সমর্থন করেছিল। একটি ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন (তথা বলশেভিক পার্টির সারা-ইউক্রেন কংগ্রেস আহ্বান)-এর অনুকূলে মত প্রকাশ করে কিয়েভে অনুষ্ঠিত ইউক্রেনের বলশেভিক সংগঠনগুলির (প্রধানত নীপার নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের) এক সম্মেলন এবং খারকভে অনুষ্ঠিত (ডিসেম্বর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে) দনেৎস্ক-ক্রিভোয় রগ অঞ্চলের বলশেভিকদের এক সম্মেলন; এই সম্মেলনগুলি রাদাকে প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার বলে গণ্য করে এবং তাকে ইউক্রেনীয় ও রুশ জনগণের প্রজাতন্ত্রগুলির সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের শত্রু বলে ঘোষণা করে।

বলশেভিক সংগঠনগুলি সোভিয়েতসমূহের সারা-ইউক্রেন কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। কেন্দ্রীয় রাদা এই প্রস্তুতিতে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পেরে বিভিন্ন অঞ্চলে তার সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দেয় এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাতে, যাতে তাকে পঙ্গু করে ফেলা যায়।

৪ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে কিয়েভে শুরু হয় সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-ইউক্রেন কংগ্রেস। জাতীয়তাবাদীরা পরিচয়পত্র কমিশনের কার্যভার দখল করে নেয় এবং প্রতিনিধিত্বের কোটা লঙ্ঘন করে দায়িত্ব বণ্টন করে কুলাক 'গ্রামীণ সমিতি' ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠনের ভিতর থেকে তাদের আজ্ঞাবহ অনুচরদের। ২০০ প্রতিনিধির পরিবর্তে কংগ্রেসে দেখা যায় প্রায় ২,০০০ জনকে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের ২৯টি সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে আসে এবং স্থির করে, সেই সময়ে খারকভে অধিবেশনরত দনেৎস্ক-ক্রিভোয় রগ অববাহিকার সোভিয়েতসমূহের ৩য় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে

তারা যোগ দেবে। এই সম্মিলিত কংগ্রেসে কার্যত ইউক্রেনের সমস্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব ছিল, সুতরাং তাকেই সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-ইউক্রেন কংগ্রেস (১১-১২ ডিসেম্বর, ১৯১৭) বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কংগ্রেস গণ-কমিসার পরিষদের নীতি অনুমোদন করে এবং ইউক্রেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ফেডারেল-ধর্মী সম্পর্কের অনুকূলে রায় দেয়। ইউক্রেনকে একটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। রাদাকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করে তোলার আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেসে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসে ইউক্রেনের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়, তাতে থাকে ৪১ জন সদস্য: ৩৫ জন বলশেভিক এবং ছজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ইউক্রেনীয় বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ও মেনশেভিক-আন্তর্জাতিকতাবাদী। কৃষকদের প্রতিনিধিদের জন্য কুড়িটি আসন শূন্য রাখা হয়। জানুয়ারি, ১৯১৮-র মাঝামাঝি খারকভে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রতিনিধিদেব সারা-ইউক্রেন সম্মেলন সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-ইউক্রেন কংগ্রেসেব সিদ্ধান্তগুলি মেনে নেয় এবং ইউক্রেনের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তার প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে।

ইউক্রেনের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রথম ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকার গঠন করে; রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গণ-কমিসার পরিষদ তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে রুশ ফেডারেশনের গণ-কমিসার পরিষদ ইউক্রেনে তার বিশেষ কমিসার হিসেবে গ. ক. ওর্জনিকিদ্‌জেকে নিযুক্ত কবে এবং তাঁকে ইউক্রেনের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও সেখানকার পার্টি সংগঠনগুলিকে সাহায্য করার নির্দেশ দেয়।

ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠনকে ইউক্রেনীয় শ্রমজীবী জনগণ সোৎসাহে স্বাগত জানায়। অনুষ্ঠিত হয় সভা-সমাবেশ, তাতে কেন্দ্রীয় রাদার ক্ষমতাচ্যুতি দাবি করে এবং সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-ইউক্রেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমোদন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কৃষক ও সৈনিকদের কাছে একথা ক্রমেই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কেন্দ্রীয় রাদা প্রতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করছে। রাদা কৃষকদের যে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে-জমি তারা পায়নি এবং পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র যথাপূর্ব অক্ষত থেকে গেছে। কৃষকরা রাদার প্রতি তাদের আনুগত্য বিসর্জন দিতে শুরু করে এবং রাদার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে।

রাদা দ্রুত সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তার শক্তিকে সমবেত করে। জানুয়ারি ১৯১৮-তে প্রকাশিত তার ৪র্থ ইউনিভার্সালে সে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে

'ইউক্রেনীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের' বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং তার 'স্বাধীনতার' উপরে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হলে চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দেয়। ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীরা জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্লোগানটিকে ব্যাখ্যা করে অধিকার হিসেবে নয়, বরং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরম প্রয়োজনীয়তা হিসেবে। শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে লেনিনের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন ইউক্রেনীয় জাত্যভিমানীরা রটিয়েছিল যে লেনিন বিচ্ছিন্নতার সপক্ষে, অথচ ইউক্রেনে বলশেভিকরা বিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা করছে, এবং ফলত, লেনিনেরই বিরোধিতা করছে।

শ্রমজীবী জনগণের বৃহত্তর অংশগুলির সমর্থন লাভ করার জন্য বলশেভিকরা দিনের পর দিন প্রচার চালিয়ে যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৭-তে তারা ইয়েকাতেরিনস্লাভ, কিয়েভ, ওদেসা ও অন্যান্য শহরে ধাতু-শ্রমিকদের ও সীবন-শিল্প শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলির ও কারখানা কমিটিগুলির সমর্থন লাভ করে। শ্রমজীবী জনগণের রাদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও বলশেভিকদের পক্ষ অবলম্বনে এই প্রজাতন্ত্রে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। সোভিয়েতগুলির নতুন নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে বলশেভিকরা। ডিসেম্বর ১৯১৭-তে লেনিন যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন যে ইউক্রেনে শ্রেণী শক্তিগুলির ভারসাম্য বিপ্লবের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, 'সোভিয়েতসমূহের কাছে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইউক্রেনীয় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন খাশ ইউক্রেনেই ক্রমে বৃহত্তর পরিসর অর্জন করছে এবং ইউক্রেনীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে জয়লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।' (১১৪)

রাদার চূড়ান্ত পরাজয়ের অবস্থা গড়ে উঠেছিল। খারকভ হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্র। এই সংগ্রামের মধ্যে ছিল ইউক্রেনের সোভিয়েত সরকার এবং রাশিয়ার দক্ষিণে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে যুদ্ধরত বাহিনীর কম্যান্ডারের সদর দপ্তর। ইউক্রেনীয় বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদে প্রেরিত তাদের বার্তাগুলিতে কেন্দ্রীয় রাদার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।

মস্কো, পেত্রগ্রাদ এবং মধ্য রাশিয়ার অন্যান্য শহর থেকে লাল রক্ষীরা এবং বলটিক নৌবহরের নাবিকরা কালেদিনের অভ্যুত্থান দমন করতে যাওয়ার পথে খারকভে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। এই ইউনিটগুলিকে পাঠিয়েছিল রুশ ফেডারেশনের গণ-কমিসার পরিষদ। শহরে দনবাসের শ্রমিকদের নিয়ে সৈন্যদল তৈরি করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে ইউক্রেনের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি একটি আঞ্চলিক সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়; এই কমিটিকে ইউক্রেনে বিদ্যমান লাল রক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার এবং নতুন বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৬ ডিসেম্বর তারিখে ইয়েকাতেরিনস্লাভের শ্রমিকরা রাদার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করে, দুদিন ধরে লড়াই চলে। গাইদামাকরা ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয় এবং ইয়েকাতেরিনস্লাভে সোভিয়েত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দনবাসের লাল রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর তৈরি হয় জানুয়ারি, ১৯১৮-তে। দনবাসে লাল রক্ষীদের অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে মস্কো, পেত্রগ্রাদ, তুলা ও অন্যান্য শহরের শ্রমিকদের অবদান বিরাট। ডিসেম্বর ১৯১৭-জানুয়ারি ১৯১৮-তে সোভিয়েত ফৌজ কালেদিনের কশাকদের পর্যুদস্ত করে দনবাসকে মুক্ত করে। জানুয়ারিতে বিপ্লবী শক্তিগুলি ওদেসায় তাদের সক্রিয়তা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি তার অন্যতম সদস্য ভ. ভলোদারস্কিকে ওদেসায় পাঠায়, তাঁর সঙ্গে পাঠায় পেত্রগ্রাদের একদল বলশেভিককে, বলটিক নৌবহরের নাবিক এবং ভেঙে-দেওয়া সেনাবাহিনীর ইউক্রেনীয় ও মোলদাভীয় কিছু সৈনিককে। ইউক্রেনের জনসাধারণের মধ্যে এবং সৈনিকদের মধ্যেও এই দলটি ব্যাপক প্রচারকার্য চালায়। ফলে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক রুমচেরদ নিশ্চিহ্ন করার মতো অবস্থা দেখা দেয়; ৩ ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো এবং সাধারণ সদর দপ্তর-স্থিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটির স্বাক্ষরিত এক আদেশনামা অনুযায়ী তা ভেঙে দেওয়া হয়।

১০-২২ ডিসেম্বর ওদেসায় বলশেভিক-নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রুমচেরদের ২য় কংগ্রেস একমাত্র কর্তৃত্ব হিসেবে গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকার করে এবং এক নতুন, বলশেভিক রুমচেরদ নির্বাচিত করে কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে তাকে তার এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেয়।

১৪ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে ওদেসায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। রাস্তায়-রাস্তায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে তিন দিনেরও বেশি সময় ধরে। ১৮ জানুয়ারি গাইদামাক ও ক্যাডেটরা আত্মসমর্পণ করে এবং শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা জয়যুক্ত হয়। সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নিকোলায়েভ, চের্নিগভ, খেরসন ও আলেক্সান্দ্রভ্স্কে (বর্তমানে জাপরোজিয়ে)।

কিয়েভ তখনও রাদার হাতে ছিল। গাইদামাকরা জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল, চলছিল ব্যাপক নিপীড়ন-নির্যাতন। জানুয়ারি ১৯১৮-র গোড়ার দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে ইউক্রেনীয় লাল রক্ষীরা কিয়েভের উপরে আক্রমণ শুরু করে। জানুয়ারির মাঝামাঝি, কিয়েভের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে তারা কনস্তান্তিনোগ্রাদ, পল্‌তাভা, গ্রেবেন্‌কা, লোখভিৎসা ও অন্যান্য শহর মুক্ত করে।

বিপ্লবী বাহিনী এগিয়ে আসতে থাকায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কিয়েভ কমিটি সম্মিলিত আঘাত হেনে শত্রুর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে শহরে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের কিয়েভ সোভিয়েত এবং কারখানা কমিটিগুলির যুক্ত সভা শহরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সাধারণ ধর্মঘটের সপক্ষে রায় দেয়।

১৫-১৬ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখের রাত্রে অভ্যুত্থান শুরু হয়। ১৬ জানুয়ারি তারিখে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কিয়েভ কমিটি কেন্দ্রীয় রাদাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য শ্রমিক ও সৈনিকদের উদ্দেশে আহবান জানায়: 'কেন্দ্রীয় রাদা আপনাদের নিয়ে চলেছে জাতীয় মুক্তির দিকে নয়, বরং নতুন দাসত্বের দিকে,' বার্তায় একথা ঘোষণা করে বলা হয়. '...রাদা আর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী কী করছে তাকিয়ে দেখুন: কৃষকদের কি তারা জমি দিয়েছে? না। কারখানাগুলিতে তারা কি শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করেছে? না। তারা কি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছে? না। অথচ তারা সমস্ত ছোট ছোট জাতির নিপীড়নকারীদের — ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের — সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জোট গঠন করেছে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার চালানো সংগ্রামের যেটা লক্ষ্য সেই গণতান্ত্রিক শান্তির পথে বাধা দিচ্ছে।'

সেই দিনই কিয়েভে এক সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হয়।

ইউক্রেনীয় রাদা রণাঙ্গন থেকে জাতীয়তাবাদী ইউনিটগুলিকে তলব করে আনে: এই ইউনিটগুলির সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও শ্রমিকরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বগদান খমেলনিৎস্কি ও তারাস শেভচেঙ্কো রেজিমেণ্টের সৈনিকরা। প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দী যেসব আন্তর্জাতিকতাবাদী সেই সময়ে কিয়েভে ছিল, তারাও সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য কিয়েভের শ্রমিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। চেকোস্লোভাক শ্রমিকরা গঠন করে নিজেদের লাল রক্ষী বাহিনী।

সবচেয়ে ঘোরতর লড়াই চলে পেচেরা এলাকায়, 'আর্সেনাল' অস্ত্র কারখানায়; অক্টোবর বিপ্লবের সময়কার মতো সেটিই হয়ে ওঠে কিয়েভে অভ্যুত্থানের কেন্দ্র। জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা কারখানাটি দখল করে নেয় এবং শ্রমিকদের উপরে নৃশংস অত্যাচার চালায়।

২২ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে সোভিয়েত সৈন্যরা দারনিৎসা স্টেশন দখল করে এবং প্রতিবিপ্লবীদের 'আর্সেনাল' অস্ত্র কারখানা থেকে বিতাড়িত করে। কিয়েভের কেন্দ্রস্থলের উপরে আক্রমণ শুরু হয় তার পরের দিন। ২৬ জানুয়ারি কিয়েভ মুক্ত হয় এবং কিয়েভ হয় ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী।

ক্রিমিয়াতেও সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল দুরূহ অবস্থায়। জনসমষ্টির উপরে তাতার জাতীয়তাবাদীদের প্রবল প্রভাব ছিল। জুলাই ১৯১৭-তে গঠিত বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী 'মিল্লি-ফিরকা' (জাতীয় দল) 'ক্রিমিয়া

ক্রিমীয়দের জন্য' স্লোগানটি উপস্থিত করে। জাতীয়তাবাদী প্রচার চালিয়ে এই দল জনগণকে বিপথচালিত করতে চেষ্টা করেছিল, তার লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী রাশিয়া থেকে ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে তুরস্কের একটি আশ্রিত রাজ্য হিসেবে এক তাতার বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠন করা। মার্চ ১৯১৭-তে গঠিত বুর্জোয়া অস্থায়ী ক্রিমীয় মুসলিম কমিটি ক্রিমীয় তাতার সৈনিকদের নিয়ে নিজস্ব সামরিক ইউনিট তৈরি করে।

তাতার বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি ছাড়াও ক্রিমিয়াতে ছিল ইউক্রেনীয় কমিউন, ইহুদি জাত্যভিমানী সংগঠন ও আর্মেনীয় দাশনাক সংগঠন। ১৯১৭-র হেমন্তকালে ভূস্বামী, পুঁজিপতি, জেনারেল ও অফিসাররা মধ্য রাশিয়া থেকে পালিয়ে চলে এসেছিল ক্রিমিয়ায়, প্রধানত দক্ষিণ তটবর্তী অঞ্চলে।

ক্রিমিয়ায় বলশেভিক সংগঠনগুলির সংখ্যাগত শক্তি ছিল ক্ষুদ্র। বৃহত্তম সংগঠনটি ছিল সেভাস্তোপোলে। ক্রিমীয় বলশেভিকরা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল; কেন্দ্রীয় কমিটি প্রবীণ পার্টি-কর্মীদের ও বলশেভিক রচনাদি পাঠিয়েছিল দক্ষিণাঞ্চলে। ক্রিমিয়ায় প্রধান বিপ্লবী শক্তি ছিল কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের নাবিকরা, সেভাস্তোপোল, কের্চ, মেলিতোপোল ও ফেওদোসিয়ার শ্রমিকরা, রেলকর্মীরা এবং স্থানীয় গ্যারিসনগুলির সৈনিকরা।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েতগুলি সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু সেভাস্তোপোলে, শ্রমিক ও সৈনিকদের চাপে পড়ে ২৭ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটি ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও নিজের চারপাশে সে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলিকে জোটবদ্ধ করতে শুরু করে। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে সিমফেরোপোলে অনুষ্ঠিত তাভরিদা গুবের্নিয়ার সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে অক্টোবর বিপ্লবের নিন্দা করে একটি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডিসেম্বর ১৯১৭-তে একটি কুরুলতাই-তে (কংগ্রেসে) গঠিত ক্রিমীয় তাতার বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকারও অনুরূপভাবে ঘোষণা করে যে তার লক্ষ্য হল সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ক্রিমিয়ায় এক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র গঠন করা। কিছুকাল আগে গঠিত কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক 'গণ-প্রতিনিধি পরিষদ' ক্ষমতার এক আঞ্চলিক সংস্থার ভূমিকা দাবি করে। দুটি প্রতিবিপ্লবী সংস্থার মধ্যে কিছু কিছু মতানৈক্য সত্ত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় রাদার সঙ্গে একটি চুক্তি করে; সেই চুক্তিতে তারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি মিলিত করার শপথ নেয়। তাদের কাজকর্মের সমন্বয়সাধনের জন্য তারা এক ঐক্যবদ্ধ 'ক্রিমীয় সদর দপ্তর' তৈরি করে, তার

সশস্ত্র সৈন্যবল ছিল প্রধানত একটি মুসলিম ব্যাটেলিয়ন এবং ক্রিমীয় অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের স্কোয়াড্রনগুলি।

ক্রিমিয়ায় বলশেভিকরা সৈনিক ও নাবিকদের সমর্থন লাভ করার জন্য অধ্যবসায় সহকারে কাজ করে। এই কাজ ফলপ্রসূ হয়। কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের নাবিকরা এবং সৈনিকরা সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দাবি করতে শুরু করে।

১ম কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের কংগ্রেসে (৬-১৯ নভেম্বর, ১৯১৭) বলশেভিকরা সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে গৃহীত নির্দেশনামাগুলি অনুমোদন করাতে সক্ষম হয় এবং সেই কংগ্রেসে নির্বাচিত সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে 'ক্ষমতার একমাত্র উৎস' হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে সক্ষম হয়।

সিমফেরোপোল, সেভাস্তোপোল, ইয়েভপাতোরিয়া, ফেওদোসিয়া ও ইয়াল্‌তায় লাল রক্ষীদের ইউনিট গঠিত হয়। দন অঞ্চলে কালেদিনের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল, কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের সেই নাবিকরা এবং লাল রক্ষীরা সেভাস্তোপোলে ফিরে আসে ডিসেম্বর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে। এর ফলে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে বিপ্লবের অনুকূলে, এবং ১৩ ডিসেম্বর তারিখে বলশেভিক গোষ্ঠী সেভাস্তোপোল সোভিয়েত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নির্বাচন দাবি করে।

এই দাবি শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের সমর্থন পায়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক কার্যনির্বাহী কমিটিকে পদত্যাগ করতে হয় এবং কয়েক দিন পরে অনুষ্ঠিত নতুন নির্বাচনে বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সেভাস্তোপোল সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।

ডিসেম্বর ১৫-১৬, ১৯১৭-র রাত্রে গঠিত এক অস্থায়ী সামরিক-বিপ্লবী কমিটি সেভাস্তোপোলে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে। জানুয়ারি ১৯১৮-তে ফেওদোসিয়া, ইয়াল্‌তা, ইয়েভপাতোরিয়া ও ক্রিমিয়ার অন্যান্য শহরে পরিস্থিতি পুরোপুরি সোভিয়েতসমূহের আয়ত্তে চলে আসে। কিন্তু ক্রিমিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম এতেই শেষ হয়ে যায়নি।

রুশ ও ইউক্রেনীয় প্রতিবিপ্লবের সমর্থন নিয়ে তাতার জাতীয়তাবাদীরা সেভাস্তোপোলের উপরে আঘাত হানতে চেষ্টা করে। শহরের আশেপাশে উপস্থিত হয় তাতার অশ্বারোহীরা। কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের সমস্ত নাবিককে সামরিক-বিপ্লবী কমিটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়। ১০-১১ জানুয়ারি, ১৯১৮-র রাতে তাতার জাতীয়তাবাদীদের সেনাদলগুলি সেভাস্তোপোল দুর্গের নিকটবর্তী এলাকায় প্রবেশ করে, কিন্তু সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সৈন্যরা ১২-১৩ জানুয়ারি তাদের পর্যুদস্ত করে।

সেভাস্তোপোলে এই বিজয়ের খবর সিমফেরোপোলে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক বিপ্লবী কমিটি সশস্ত্র সংগ্রামের সংকেত দেয়। লাল রক্ষী ও নাবিকদের

বাহিনীগুলি সেভাস্তোপোল থেকে শহরে এসে পেঁছয়, এবং ১২-১৪ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখের মধ্যে তাতার জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। শহরে ক্ষমতা চলে আসে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সিমফেরোপোল সোভিয়েতের হাতে। জানুয়ারি, ১৯১৮-র শেষাশেষি সমগ্র ক্রিমিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে সেভাস্তোপোলে অনুষ্ঠিত তাভরিদা গুবের্নিয়ার সোভিয়েতগুলির বিশেষ কংগ্রেসে সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের নজন সদস্য-বিশিষ্ট (সাতজন বলশেভিক ও দুজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি) তাভরিদা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। বলশেভিক জ. আ. মিল্লের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ক্রিমীয় তাতার বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকার ও 'গণ-প্রতিনিধি পরিষদ' ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং 'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণার' ভিত্তিতে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে।

মোলদাভিয়ায়* সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে-অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল, তা ছিল ঠিক ইউক্রেন ও ক্রিমিয়ার মতোই দুরূহ। এটি ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল, সেখানে ছিল আদিম ও আধা-আদিম শিল্প এবং বহুজাতিক জনসমষ্টি (মোলদাভীয়, ইউক্রেনীয়, রুশ, ইহুদি, বুলগেরীয় ও জার্মান)। বলার মতো কোনো শিল্প প্রলেতারিয়েত ছিল না (১৯১৩ সালে ছোট ছোট আদিম ধরনের উদ্যোগে, নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে ও রেলওয়েতে নিযুক্ত ছিল প্রায় ৪,০০০ শ্রমিক, তাদের বেশির ভাগই ছিল মরশুমী শ্রমিক)। জনসমষ্টির প্রায় ৮০ শতাংশের বাস ছিল গ্রামে।

মোলদাভিয়ায় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির বিপুল প্রভাব ছিল, তাদের মধ্যে সর্ববৃহৎটি ছিল মোলদাভীয় জাতীয় পার্টি; এই পার্টি ছিল ভূস্বামী, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবিসমাজের স্বাজাত্যবাদী অংশের স্বার্থের প্রবক্তা। জাতীয়তাবাদীরা রাশিয়ার ভিতরে বেসারাবিয়ার বুর্জোয়া স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের একাংশের সম্পর্ক ছিল রুমানীয় সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল বেসারাবিয়াকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রুমানিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। মোলদাভীয়, ইউক্রেনীয়, ইহুদি ও অন্যান্য বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী জাতিগত বিবাদে ইন্ধন যোগাত।

মোলদাভীয় প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করেছিল রুমানিয়ার শাসক মহলগুলি, তারা চেয়েছিল বেসারাবিয়াকে রাশিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। মোলদাভিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ছিল রুমানীয় রণাঙ্গনের কম্যান্ড।

* এখনকার মোলদাভিয়ার বেশির ভাগটাই ছিল বেসারাবিয়া গুবের্নিয়ায়, আর তার পূর্বদিকের জেলাগুলি ছিল পদোলস্ক ও খেরসন গুবের্নিয়ায়।

বিপ্লবের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে মোলদাভীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় সামরিক ইউনিট ও আধা-সামরিক মিলিশিয়া গঠন করে। প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল অফিসার ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২০-২৭ অক্টোবর, ১৯১৭-তে অনুষ্ঠিত সামরিক-মোলদাভীয় কংগ্রেস বেসারাবিয়াকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে মোলদাভিয়ায় সোভিয়েতগুলি ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, মেনশেভিক ও বুন্দপন্থীদের প্রবল প্রভাবাধীন এবং জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামকে তা অনেকখানি ব্যাহত করেছিল। অক্টোবর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে কিশিনেভে বলশেভিকরা মেনশেভিক-প্রতিরক্ষাবাদী ও বুন্দপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং তারা সবাই যে সংগঠনের মধ্যে ছিল সেটি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে তারা এক ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গঠন করে। এটি ছিল একটি স্বাধীন বলশেভিক সংগঠন তৈরির দিকে একটি পদক্ষেপ। মোলদাভিয়ার অন্য কতকগুলি শহরে ও বড় বড় রেল-স্টেশনে অনুরূপ সংগঠন তৈরি করা হয়।

মোলদাভিয়া ছিল রণক্ষেত্রের সন্নিকটবর্তী অঞ্চল, তাই সেখানকার শহর ও গ্রামগুলিতে সামরিক ইউনিট মোতায়েন ছিল। কৃৎকুশলী ইউনিটগুলিতে — রেলপথ, ট্রাক ও পণ্টুন ব্যাটেলিয়নগুলিতে — ছিল পেত্রগ্রাদ, মস্কো, খারকভ, দনবাস ও উরাল অঞ্চলের শ্রমিকরা। এই সমস্ত ইউনিটে বলশেভিক প্রভাব ছিল প্রবল। বিপ্লবী সৈনিকরা মোলদাভিয়ার শ্রমিকদের লাল রক্ষী বাহিনী গঠন করতে সাহায্য করে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে এই রকম বাহিনী ছিল তিরাসপোল, বেন্দেরি, ব্রিচানি, উনগেনি ও অন্যান্য শহরে।

অক্টোবর মাসের শেষ ও নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে বেন্দেরি, বেল্‌ৎস ও তিরাসপোলে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে শ্রমজীবী জনগণ ও কতকগুলি ইউনিটের সৈনিকরা গণ-কমিসার পরিষদের প্রতি সমর্থনসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মোলদাভিয়ার, তথা রুমানীয় রণাঙ্গনের, বলশেভিকদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল পেত্রগ্রাদে প্রতিবিপ্লবী ইউনিটগুলিকে পাঠানো বন্ধ করা। লেনিনের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় রুমচেরদের বলশেভিক গোষ্ঠী জানায় যে রুমানীয় রণাঙ্গন থেকে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে একটিও সৈনিক পাঠানো হবে না। বেন্দেরি, তিরাসপোল ও রাজদেলনায়া রেল-স্টেশনে বলশেভিকরা প্রহরার ব্যবস্থা করে এবং লাল রক্ষী ইউনিটগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়।

মোলদাভিয়ায়, কিশিনেভ সোভিয়েত সহ কয়েকটি সোভিয়েত প্রথমে গণ-কমিসার পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি। কিন্তু, জমি ও শান্তি-সংক্রান্ত লেনিনীয় নির্দেশনামাগুলি জনগণের মধ্যে যে বিপ্লবী মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল, সোভিয়েতগুলিতে তা শক্তিসাম্যকে প্রভাবিত না-করে পারেনি। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৭-তে কিশিনেভ, তিরাসপোল ও অন্যান্য শহরের সোভিয়েত এবং বহু

সৈনিকদের কমিটি সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সপক্ষে রায় দেয়। ২২ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে সৈনিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের কিশিনেভ সোভিয়েতের এক সম্মেলন গণ-কমিসার পরিষদকে এবং সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং মোলদাভিয়ায় সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অধিকন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারে গণ-সমাজতন্ত্রী থেকে বলশেভিক পর্যন্ত সমস্ত সমাজতন্ত্রী পার্টির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি এই প্রস্তাবে দাবি করা হয়। সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে যাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল সেই ইয়ে. ম. ভেনেদিকতভের নেতৃত্বে কিশিনেভ সোভিয়েতের এক নতুন সভাপতিমণ্ডলী ২৯ নভেম্বর তারিখে নির্বাচিত হয়। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, মেনশেভিকরা ও বুন্দপন্থীরা তখনও পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটিতে এবং সোভিয়েতেও শক্তিশালী ছিল।

মোলদাভিয়ার বলশেভিকদের কার্যকরভাবে সাহায্য করে সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে আগত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা। গণ-কমিসার পরিষদ কর্তৃক রুমানীয় রণাঙ্গনের কমিসার হিসেবে নিযুক্ত স. গ. রোশাল ডিসেম্বর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে বলটিক নৌবহরের একদল নাবিককে নিয়ে কিশিনেভে এসে পৌছন। শ্রমিকদের প্রতিনিধিদল ও প্রচারাভিযানকারীরা কিশিনেভে আসে কিয়েভ, খারকভ, ওদেসা, লুগানস্ক ও নিকোলায়েভ থেকে।

সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য বিপ্লবী জনসাধারণের সংগ্রামে বিরাট অবদান রাখে ২৮-৩০ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে কিশিনেভে অনুষ্ঠিত রুমানীয় রণাঙ্গনের বলশেভিকদের এক সম্মেলন। এই সম্মেলনে সোভিয়েত ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য সমস্ত বলশেভিক সংগঠনকে তাদের প্রচেষ্টা বহুগুণ বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে মোলদাভিয়ায় এক স্বতন্ত্র বলশেভিক সংগঠন তৈরি করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত পালন করে কিশিনেভে বলশেভিকরা ডিসেম্বর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে এক স্বতন্ত্র পার্টি সংগঠন তৈরি করে।

এই অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে ২১ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে কিশিনেভে মোলদাভীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের গঠিত 'স্ফাতুল-ত্সেরী' (দেশের সোভিয়েত) সংগঠন। এই সংগঠনে ছিল ভূস্বামী, পুঁজিপতি, মোলদাভীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও মেনশেভিকরা। ২ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে এর নেতারা মোলদাভিয়াকে এক 'গণ-প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করেন এবং তৈরি করেন তার কার্যনির্বাহী সংস্থা — সাধারণ পরিচালক পরিষদ।

এই সংস্থাকে গণতান্ত্রিক চেহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদীরা সোভিয়েতগুলিকে তার মধ্যে তাদের প্রতিনিধিদের নিযুক্ত করার আমন্ত্রণ জানায়।

কিন্তু, প্রতিনিধি নিযুক্ত করে কয়েকটি মাত্র সোভিয়েত। এই সংস্থাটি যে-বিপদ ডেকে আনছিল, মোলদাভিয়ার বলশেভিকরা তা লঘু করে দেখেছিল। তারা মনে করেছিল এর গঠনবিন্যাস পরিবর্তন করে তারা একে সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে টেনে আনতে পারবে। এটা ছিল গুরুতর এক ভ্রান্তি। অধিকন্তু, সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের স্লোগান বলশেভিকরা তুলে ধরেনি, 'স্‌ফাতুল-ত্‌সেরী' তাকে কাজে লাগিয়ে মোলদাভিয়াকে 'গণ-প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেছিল।

'স্‌ফাতুল-ত্‌সেরীর' নেতারা সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বেসারাবিয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জমি তৈরি করতে শুরু করে। রুমানিয়ার কাছে তারা সামরিক সাহায্য চায় এবং দ্রুত প্রতিবিপ্লবী সেনাদল গঠন করে। তদুপরি তারা ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। 'স্‌ফাতুল-ত্‌সেরীর' সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক রুমচেরদও মোলদাভিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

ডিসেম্বর ১৯১৭-র প্রথমার্ধে, শ্বেত রক্ষী রুমানীয় রণাঙ্গনের কম্যান্ড, 'স্‌ফাতুল-ত্‌সেরী' ও ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদার সঙ্গে যোগসাজস করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সমর্থন নিয়ে রুমানীয় সরকার বেসারাবিয়ার উপরে সামরিক দখলদারি শুরু করে। ১৬ ডিসেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ এই হানাদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পেত্রগ্রাদ-স্থিত রুমানীয় দূতাবাসে একটি লিপি পাঠায়, কিন্তু তাতে রুমানীয় সৈন্যদের বেসারাবিয়া দখলে রাখা বন্ধ হয় না।

অতি দ্রুত বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন করা দরকার হয়ে পড়ে। ২৪ ডিসেম্বর তারিখে কিশিনেভ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিমণ্ডলী ও দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যুক্তভাবে গুবের্নিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি বেসারাবিয়ায় সোভিয়েত সৈন্যদের হাই কম্যান্ড হিসেবে কাজ করার জন্য বেসারাবিয়ায় সোভিয়েত সৈন্যদের এক বিপ্লবী সদর দপ্তর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। রুমচেরদ ইতিমধ্যে বলশেভিকদের হাতে চলে এসেছিল; রুমানিয়া থেকে রুশ সৈন্যদের সংগঠিত অপসারণের ব্যবস্থা করার জন্য রুমচেরদ একটি রণাঙ্গন দপ্তর গঠন করে। রণাঙ্গনে ও অব্যবহিত পশ্চাদ্‌ভাগে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে রণাঙ্গন দপ্তর এই অঞ্চলের বিপ্লবী সৈন্যদের সাহায্য করে। ওদেসা থেকে এই দপ্তর কিশিনেভে চলে আসে এবং ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে স্থানীয় বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে এই অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

৩১ ডিসেম্বর-১ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখের রাত্রে কিশিনেভের শ্রমজীবী জনগণ ও বিপ্লবী সৈনিকরা শহরের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত স্থান দখল করে নেয়। ১ জানুয়ারি তারিখে কিশিনেভে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিনই

রণাঙ্গন দপ্তর এক আদেশ জারী করে বলে যে সে সমস্ত ক্ষমতা এবং রুমানীয় রণাঙ্গন ও অব্যবহিত পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে সৈন্যদের কম্যান্ড হাতে নিয়েছে।

রণাঙ্গন দপ্তর ও সোভিয়েতসমূহের গুবের্নিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রতিনিধিদের পাঠায় উনগেনি, তিরাসপোল, বেন্দেরি, সরোকি, ওরগেয়েভ ও অন্যান্য শহরে। কার্যত প্রায় সমগ্র মোলদাভিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় জানুয়ারি ১৯১৮-র গোড়ার দিকে।

ইতিমধ্যে, রুমানীয় ফৌজ এবং রুশ, ইউক্রেনীয় ও মোলদাভীয় প্রতিবিপ্লবীদের সৈন্যদলগুলির সম্মিলিত বাহিনী বেসারাবিয়া দখল করতে শুরু করেছিল। সোভিয়েত ক্ষমতা রক্ষায় আত্মনিয়োগ করার জন্য বলশেভিকরা শ্রমজীবী জনগণ ও সৈনিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানায়। বিপ্লবী সৈন্যদল ও হানাদারদের মধ্যে লড়াই শুরু হয় ৬-৭ জানুয়ারি তারিখে। ১ম মোলদাভীয় সংরক্ষিত রেজিমেণ্ট শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে চলে আসে এবং রুমানীয় ফৌজ, 'স্ফাতুল-ত্সেরী' ও ইউক্রেনীয় রাদার সৈন্যদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। কিন্তু নতুন সৈন্যবল পেয়ে রুমানীয় ফৌজের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং ১৩ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখে কিশিনেভে প্রবেশ করে তারা মার্চ ১৯১৮-তে সমগ্র বেসারাবিয়া দখল করে নেয়।

ট্রান্স-ককেশাসে ছিল জাতিগত ও সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল পরস্পর-বিজড়িত অবস্থা, সেখানকার পরিস্থিতি ছিল দুরূহ। শিল্পের দিক দিয়ে ট্রান্স-ককেশাস ছিল রুশ সাম্রাজ্যের একটি পশ্চাৎপদ অঞ্চল। ব্যতিক্রম ছিল বাকু শহর ও বাকু গুবের্নিয়া, সেখানে তৈলক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত ছিল ৫৭,০০০ শ্রমিক। বাকি সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছিল ১৫,০০০-এর কিছু বেশি শ্রমিক। এই অঞ্চলে বাস করত অসংখ্য অধিজাতির মানুষ, এবং বিভেদের বীজ বপনের জারতন্ত্রী নীতির ফলে ছিল জাতিগত শত্রুতা ও বিরোধ, শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবিধানের পথে তা ছিল প্রতিবন্ধক। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ধর্মীয় সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে এবং শ্রমজীবী জনগণকে তাদের শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিপথচালিত করে চতুরভাবে ককেশাসে বসবাসকারী অধিজাতিগুলির মধ্যে বৈরিভাব জাগিয়ে তুলেছিল। জাতীয়তাবাদ ছিল তাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র এবং এই অঞ্চলে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের পথে প্রধান বাধা।

অক্টোবর ১৯১৭-তে ককেশাসে বলশেভিক সংগঠনগুলির ৮.৬২৬ জন সদস্য ছিল। বাকু সংগঠনটি ছিল বৃহত্তম ও সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তার সদস্য ছিল ২.২০০ জনের বেশি। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) বাকু কমিটিতে ছিলেন অসামান্য নেতৃবৃন্দ — স. গ. শাউমিয়ান, প. আ. জাপারিদ্জে, ন. ন. নারিমানভ, ম. আ. আজিজ্বেকভ, ই. ত. ফিওলেতভ ও ইয়া. দ. জেভিন। আজারবাইজানের জনসমষ্টির মধ্যে প্রচারান্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) বাকু কমিটির গঠিত 'গুম্মেত' (শক্তি) ছিল বাকু সংগঠনের অঙ্গ। শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জাগিয়ে তোলার কাজে তা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। অধিকন্তু. রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) বাকু কমিটি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সংগঠন 'আদালত' (ন্যায়বিচার)-এর কাজকর্ম পরিচালনা করত; এই সংগঠনটি ইরানীয় আজারবাইজানের শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়েছিল।

অক্টোবর ১৯১৭-তে ককেশাসের বলশেভিক সংগঠনগুলি তাদের ১ম আঞ্চলিক কংগ্রেসে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটি নির্বাচিত করে।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদ জেনে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটি ককেশাসের সমস্ত বলশেভিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি প্রচার করে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত কাজের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করে। বাকু, তিফলিস, বাতুম, এরিভান, আলেক্সান্দ্রপোল, কার্স, সারিকামিশ ও অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত সভায় ও সমাবেশে শ্রমিক ও সৈনিকরা অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানায় এবং সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করে।

অক্টোবর ১৯১৭-তে ট্রান্স-ককেশীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের — জর্জীয় মেনশেভিক. আর্মেনীয় দাশনাক ও আজারবাইজানীয় মুসাভাতপন্থীদের* — অবস্থান ছিল সুদৃঢ় এবং কৃষকদের মধ্যে ও শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ককেশীয় রণাঙ্গনের সৈনিকরা ছিলেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের প্রভাবাধীন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে মুসাভাতপন্থীরা আজারবাইজানকে

* 'দাশনাকৎসুতিউন' — আর্মেনীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টি গঠিত হয়েছিল ১৮৯০-এর প্রথম দিকে। 'মুসাভাত' — প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া-ভূস্বামী জাতীয়তাবাদী পার্টি — আজারবাইজানে গঠিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।

রাশিয়ার এক ফেডারেল-ধর্মী ইউনিট হিসেবে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার দিকে নজর দিয়েছিল। দাশনাকরা সংবিধান সভা যতদিন পর্যন্ত আহ্বান করা না-যায় ততদিন জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিল এবং ইতিমধ্যে সমর্থন করছিল অস্থায়ী সরকারকে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে গঠিত বিশেষ ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট ২৫ অক্টোবর ১৯১৭-র পরেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ট্রান্স-ককেশাসে অধিকাংশ সোভিয়েত তখনও ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের নিয়ন্ত্রণে। অক্টোবর ১৯১৭-র মাঝামাঝি সময়ে বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিল শুধু শ্রমিকদের ও সামরিক প্রতিনিধিদের বাকু সোভিয়েতে।

বাকু ছিল ট্রান্স-ককেশাসে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র। ২৬ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে বাকু সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, অন্যান্য গণ-সংগঠন ও সামরিক ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তভাবে ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি বাকুতে সমস্ত পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'জন-নিরাপত্তা কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

বলশেভিকরা এবং তাদের সমর্থনকারী বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘোষণা করে যে বাকুতে সোভিয়েতকেই ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হতে হবে এবং দাবি করে যে সোভিয়েতের এক বর্ধিত সভা আহ্বান করতে হবে। কিন্তু, ২৭ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলি বাকুতে সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বলশেভিক প্রস্তাবটি আবার পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। সোভিয়েতের এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) বাকু কমিটি সোভিয়েত-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বলশেভিক প্রস্তাবটিকে সমর্থন করার জন্য শ্রমিকদের উদ্দেশে আবেদন জানায়।

৩১ অক্টোবর তারিখে শ্রমিক ও সৈনিকদের চাপে বাকু সোভিয়েত ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২ নভেম্বর তারিখে বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অন্তর্ভুক্ত করে এক নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সোভিয়েত প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া সংস্থা — 'জন-নিরাপত্তা কমিটি' ও 'জন-সংগঠন কমিটি' ভেঙে দেয়। শ্রমজীবী জনগণের প্রতি বার্তায় সোভিয়েত জানায় যে সে 'জনসমষ্টির দরিদ্রতম অংশগুলির স্বার্থ রক্ষা করবে এবং ... শহরে বিপ্লবী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

কিন্তু, বাকু সোভিয়েত তবুও মনে করতে পারেনি যে শহরের পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মুসলিম ও আর্মেনীয় 'জাতীয় পরিষদগুলি' ও শহর দুমা কাজ করে চলছিল। সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক ও বুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতার বুর্জোয়া সংস্থাগুলিকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সোভিয়েতের সমস্ত উদ্যোগকে বানচাল করে এবং তার কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তগুলিকে অকার্যকর করে দেয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ শেষ করার জন্য বলশেভিকরা নতুন নির্বাচন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাব সোভিয়েতে গৃহীত হয় এবং ডিসেম্বর ১৯১৭-তে নির্বাচন হয়। নতুন সোভিয়েতে থাকে ৪৮ জন বলশেভিক, ৮৫ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি (বেশির ভাগই বামপন্থী), ৩৬ জন দাশনাক, ১৮ জন মুসাভাতপন্থী ও ১৩ জন মেনশেভিক। অনেক প্রশ্নেই বলশেভিকরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করে, ফলে সোভিয়েতে শক্তির পাল্লাটা ঝুঁকে পড়ে এই দুটি পার্টির অনুকূলে। তা সত্ত্বেও, বলশেভিকরা অনুভব করে যে সোভিয়েতে তাদের অবস্থা যথেষ্ট দৃঢ় নয়।

পরিস্থিতি ছিল বিপজ্জনক, কারণ তখনও পর্যন্ত সমগ্র আজারবাইজানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহু এলাকা তখনও ছিল মুসাভাতপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে। বাকুর বলশেভিকরা শহরে সোভিয়েত ক্ষমতা সংহত করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে। সোভিয়েত ক্রমে ক্রমে শহরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেয়। তৈলক্ষেত্র, কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, ডাক ও তার অফিস ও রেল-স্টেশনগুলিকে রক্ষা করার কাজ সোভিয়েত সংগঠিত করে। ১২ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির তৈরি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি অন্তর্ঘাত ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ রোধ করার কাজে এবং বাকুতে সোভিয়েত ক্ষমতা সংহত করার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি সক্রিয়ভাবে তাদের নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে থাকায়, বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী সংগঠিত করার প্রশ্নটি বাকুর বলশেভিকদের কাছে বিশেষ জরুরী হয়ে ওঠে। ১৯১৮-র গোড়ার দিকে শহরে ছিল ৩,৫০০ লাল রক্ষী, আর মার্চ মাস নাগাদ বাকু সোভিয়েত ৬,০০০ সৈন্যের উপরে নির্ভর করতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, সোভিয়েতের নির্দেশাধীনে ছিল কাস্পিয়ান নৌবহর।

ট্রান্স-ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চলে ঘটনাবলী ঘটে ভিন্নভাবে; সেই সব অঞ্চলে প্রলেতারীয় বর্গ বাকুর মতো ছিল না, ছিল অতি নগণ্য এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা ছিল অধিকতর সংগঠিত। আঞ্চলিক ও তিফলিস সোভিয়েত, ককেশীয় সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক সোভিয়েত এবং এরিভান, কুতাইসি ও অন্যান্য শহরের সোভিয়েত সহ ট্রান্স-ককেশাসের অধিকাংশ সোভিয়েতই অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে প্রচণ্ড বৈরিমনোভাব গ্রহণ করেছিল। বাকু যেখানে ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘাঁটি, সেখানে তিফলিস

হয়ে উঠেছিল ট্রান্স-ককেশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র। ট্রান্স-ককেশীয় বলশেভিকদের অত্যন্ত দুরূহ অবস্থায় কাজ করতে হয়েছিল এবং দেখাতে হয়েছিল অধ্যবসায় ও নমনীয়তা।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের তিফলিস সোভিয়েতের সামরিক বিভাগে এবং সমস্ত সৈনিকদের কমিটিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ককেশীয় ও তিফলিস কমিটির উদ্যোগে। ফলে, ককেশীয় সেনাবাহিনীর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক আঞ্চলিক সোভিয়েতের বিরোধিতায় তিফলিস গ্যারিসন এক বলশেভিক সোভিয়েত নির্বাচিত করে, তাতে ছিল সৈনিকরা এবং তার নাম হয় 'প্রতিনিধি পরিষদ'; এছাড়া একটি কমিশনও তারা নির্বাচিত করে এবং এই কমিশন অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

ট্রান্স-ককেশিয়ার বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলিও অনুরূপভাবে তাদের কার্যকলাপ তীব্র করে তোলে। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তারা 'জাতীয়' রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য এবং সেগুলির সীমানা 'সুনির্ধারিত করার' জন্য এক সংগ্রাম শুরু করে। অঞ্চলগত প্রশ্নে ট্রান্স-ককেশীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির মধ্যে মতানৈক্য ছিল, কিন্তু 'বলশেভিক বিপদ' তাদের ঐক্যবদ্ধ করে। তিফলিসে ১১ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে এই অঞ্চলের সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তির এক সম্মেলনে ট্রান্স-ককেশাসে এক আঞ্চলিক কর্তৃত্ব গড়ে তোলার প্রশ্নটি আলোচিত হয়। এই সম্মেলনে যোগ দেয় ককেশীয় রণাঙ্গনের কম্যান্ড, ককেশীয় রণাঙ্গনের সদর দপ্তরে ব্রিটিশ ও ফরাসী এজেন্ট এবং তিফলিস-স্থিত মার্কিন কনসাল।

এই সম্মেলনের পরে জর্জীয় মেনশেভিকরা, আর্মেনীয় দাশনাকরা এবং আজারবাইজানীয় মুসাভাতপন্থীরা বিশেষ ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটকে অপসারিত করে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য গঠন করে এক নতুন আঞ্চলিক কর্তৃত্ব — ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট।

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহল নতুন কমিসারিয়েটের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার করে। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব লানসিঙ-এর কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় তিফলিস-স্থিত মার্কিন কনসাল ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটকে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার অনুরোধ জানান। ইতিপূর্বে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে বাকু বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তিনি অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সেই শহরে সৈন্য পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরিক শক্তিগুলি সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছে। ককেশাস ও ইরানে আর্মেনীয় ও জর্জীয় সামরিক ইউনিটগুলি গঠন করার জন্য

বিদেশী শক্তিগুলি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের মোট ২ কোটি রুবল ঋণ দিয়েছিল।

সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলিকে সংহত করার উদ্দেশ্যে ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট তেরেক, কুবান ও দন অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী কশাক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল।

জাতীয় পরিষদগুলি (জর্জীয়, আর্মেনীয় ও মুসলিম) ছিল ভবিষ্যতের বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকারগুলির ভ্রূণস্বরূপ; ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের পাশাপাশি এগুলিও কাজ করছিল। জারতন্ত্রী জেনারেল ও অফিসারদের দলে টেনে এই পরিষদগুলি 'জাতীয়' সামরিক ইউনিট গঠন করেছিল। মেনশেভিকদের ('জাতীয় রক্ষী') এবং দাশনাকদের ('মসারবাদী') সেনাদলও গঠিত হয়েছিল।

২৯ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে মেনশেভিক 'রক্ষীরা' এবং জর্জীয় ও আর্মেনীয় জাতীয় ইউনিটগুলির সৈন্যরা তিফলিসের অস্ত্রাগার দখল করে। তিফলিস গ্যারিসনের বিপ্লবী শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা হয় এবং বলশেভিক সংবাদপত্রগুলির ছাপাখানা তছনছ করা হয়। সশস্ত্র তৎপরতার পাশাপাশি আশ্রয় নেওয়া হয় বাগাড়ম্বরের। ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে, তাতে জনগণের চাহিদা পূরণের ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কিন্তু, কমিসারিয়েট বেশিদিন শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রবঞ্চনা করতে পারেনি। ১৯১৭ সালের শেষে এবং ১৯১৮ সালের গোড়ায় আলেক্সান্দ্রপোল, সারিকামিশ, কার্স ও অন্যান্য শহরে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকরা গণ-কমিসার পরিষদের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দাবি করতে শুরু করে। পিতোয়েভ তৈলক্ষেত্রের শ্রমিকদের গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমাদের স্বার্থ আর রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ এক। একমাত্র সত্যিকার বিপ্লবী ক্ষমতা, কমরেড লেনিনের নেতৃত্বাধীন গণ-কমিসারদের কর্তৃত্বই আমরা মানি এবং সমর্থন করি। সেই কারণেই জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিরক্ষাবাদীরা যে তথাকথিত ট্রান্স-ককেশীয় 'কর্তৃত্ব' তৈরি করেছে, আমরা তার বিরোধী।'

অধিকন্তু, শ্রমিকরা ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটকে সোভিয়েত সরকারের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার এবং সরকারের সমস্ত নির্দেশনামা বলবৎ করার দাবি জানায়।

১০-২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ককেশীয় সেনাবাহিনীর ২য় আঞ্চলিক কংগ্রেস প্রতিবিপ্লবী ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটকে স্বীকার না-করার কথা ঘোষণা করে এবং সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয়, '...ককেশাসের সকল অধিজাতির প্রতিনিধিত্ব যার মধ্যে রয়েছে তাদের শ্রমজীবী ব্যক্তিদের মারফৎ, সেই সোভিয়েতগুলিই একমাত্র কর্তৃত্ব যারা যেকোনো ককেশীয় অধিজাতির জাতিগত-অঞ্চলগত দাবির ফলে বেধে যাওয়ার মতো সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ড ঠেকাতে পারে।'

প্রতিবিপ্লবও সংগ্রামের প্রস্তুতিতে তার শক্তি গড়ে তুলছিল। ডিসেম্বর ১৯১৭-তে ককেশীয় সেনাবাহিনীর ২য় কংগ্রেসের অধিবেশন যখন চলছিল, সেই সময়েই আপসপন্থী পার্টিগুলি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় আঞ্চলিক কংগ্রেস আহ্বান করে; এই কংগ্রেসে ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের প্রতি আস্থাসূচক ভোট গৃহীত হয় এবং সারা-রাশিয়া সংবিধান সভা আহ্বানের অনুকূলে মত প্রকাশ করা হয়। সোভিয়েতসমূহের নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্রটি প্রধানত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি ছিল। একই সময়ে অনুষ্ঠিত দুটি কংগ্রেস সোভিয়েত ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের মনোভাবের ব্যাপারে একেবারে বিপরীত দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিবিপ্লব লক্ষ না-করে পারেনি যে সেনাবাহিনীর সোভিয়েত তার পরিকল্পনাকে বিপন্ন করে তুলছে। প্রতিনিধিরা যখন তাদের বিভিন্ন ইউনিটে ফিরে যায় এবং সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক সোভিয়েতের অল্প কয়েকজন মাত্র সদস্য থেকে যায়, সেই সময়ে ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের সাহায্য নিয়ে মেনশেভিকরা সোভিয়েতের ভবন ও তহবিল দখল করে নেয় এবং সেনাবাহিনীর এক নতুন আঞ্চলিক সোভিয়েত গঠনের কথা ঘোষণা করে। শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ও মেনশেভিক আঞ্চলিক সোভিয়েত তড়িঘড়ি এই নতুন সোভিয়েতকে স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে ট্রান্স-ককেশাসে দেখা দেয় সেনাবাহিনীর দুটি আঞ্চলিক সোভিয়েত (বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী)।

এই দুশমনির মোকাবিলা করার জন্য ককেশীয় সেনাবাহিনীর বিপ্লবী আঞ্চলিক সোভিয়েত একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তৈরি করে। স্থানীয় সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয় ত্রাপেজুন্দ, সারিকামিশ, জুলফা, শাখতাখতা ও অন্যান্য স্থানে।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, গণ-কমিসার পরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে লেনিন ট্রান্স-ককেশাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রাত্যহিক রিপোর্ট পান, ককেশীয় আঞ্চলিক পার্টি কমিটিকে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেন এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে তাকে সাহায্য করেন।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে সোভিয়েত রাশিয়ার গণ-কমিসার পরিষদ ককেশাসের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আঞ্চলিক সোভিয়েত ক্ষমতা যতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না-হয় ততদিনের জন্য স. গ. শাউমিয়ানকে ককেশাস-বিষয়ক বিশেষ কমিসার নিযুক্ত করে। সেই অধিবেশনেই বাকু সোভিয়েতকে পাঁচ লক্ষ রুবল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ট্রান্স-ককেশাসে বলশেভিকরা ট্রান্স-ককেশীয় ও রুশ জনগণের মধ্যে এবং ট্রান্স-ককেশীয় জাতিগুলির নিজেদের মধ্যে মৈত্রীর বিকাশ ঘটায়। এই অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণকে তারা উদ্বুদ্ধ করে সোভিয়েত রাশিয়াকে সমর্থন করতে। রুশ

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির আঞ্চলিক ও তিফলিস কমিটি বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির বিরুদ্ধে ট্রান্স-ককেশাসের শ্রমিক ও কৃষকদের আহ্বান জানায়। ট্রান্স-ককেশীয় বলশেভিকরা যে রণকৌশল প্রয়োগ করে, তাতে শুধু ক্ষমতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কথাই ভাবা হয় নি, সোভিয়েতগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয় করা এবং সোভিয়েতগুলিকে ক্ষমতার প্রকৃত সংস্থায় রূপান্তরিত করার কথাও চিন্তা করা হয়েছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটির অধিকাংশ সদস্য মনে করতেন যে মধ্য রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি ট্রান্স-ককেশীয় সরকারকে বাধ্য করবে গণ-কমিসার পরিষদকে স্বীকার করতে। কিন্তু, ট্রান্স-ককেশীয় বলশেভিকরা এই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের আহ্বান জানায়নি, এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা একে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

ট্রান্স-ককেশাসে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জানুয়ারি ১৯১৮-তে তিফলিসে ছাপাখানার কর্মীরা ধর্মঘট করে। ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মঘট ঘোষণা করে পোতির ডক-শ্রমিকরা, ত্কভিবুলি খনির শ্রমিকরা এবং দজিরুলি কারখানার শ্রমিকরা। বাকু তৈলক্ষেত্রের শ্রমিকরা — রুশ, আর্মেনীয়, জর্জীয় ও আজারবাইজানীয় — ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের প্রতিবিপ্লবী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তা ভেঙে দেওয়ার এবং সোভিয়েতসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়।

শ্রমিকদের এই সব কাজ কৃষকদের প্রভাবিত করে। ১৯১৮-র গোড়ার দিকে সারা ট্রান্স-ককেশাস জুড়ে কৃষি-আন্দোলন দেখা দেয়। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটি প্রচারাভিযান-সংগঠকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠায়, সেখানে তারা কৃষকদের কাছে বলশেভিক পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করে, মেনশেভিক, মুসাভাতপন্থী ও দাশনাকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং কৃষকদের জমির জন্য লড়াই করার ডাক দেয়। কোনো কোনো এলাকায় কৃষকরা জমিদারদের জমি দখল করে, কাছারি-বাড়ি ধ্বংস করে, জমিদারদের বিতাড়িত করে এবং যারা নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত তাদের হত্যা করে। শামশাদিন জেলায় কতকগুলি গ্রামে কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েত এবং লাল রক্ষী বাহিনীও গঠিত হয়।

ককেশীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকরা ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের নীতির নিন্দা করে, 'জাতীয়' সামরিক ইউনিট গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং ট্রান্স-ককেশাসে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। জানুয়ারি ১৯১৮-তে এক সমাবেশে সারিকামিশ গ্যারিসনের ৩০,০০০ সৈনিক ট্রান্স-ককেশীয় কমিশারিয়েটের প্রতিবিপ্লবী নির্দেশ অগ্রাহ্য করার এবং নিজেদের সোভিয়েত সরকারের সেবক বলে গণ্য করার শপথ নেয়।

সোভিয়েত সরকার সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দেওয়ার যে কাজ শুরু করেছিল, তা ককেশীয় রণাঙ্গনেও শুরু হয়।

রণাঙ্গনের রুশ বিপ্লবী সৈনিকরা ট্রান্স-ককেশাসে বিপ্লবের শক্তিগুলির সঙ্গে মিলিত হবে এই আশংকা করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসাভাতপন্থীরা একটা জঘন্য অপরাধ করে। তিফলিস-স্থিত মার্কিন কনসাল এফ. স্মিথের অংশগ্রহণে তারা রণাঙ্গন থেকে স্বগৃহে প্রত্যাগত শ্রমিকদের ঢালাওভাবে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করে। শামখোর স্টেশনের কাছে সশস্ত্র মুসাভাতপন্থী ও মেনশেভিক দুর্বৃত্তরা নিঃসন্দিগ্ধ রুশ সৈনিকে বোঝাই ট্রেনগুলিকে আক্রমণ করে, হত্যা করে ২,০০০ জনের বেশি এবং আহত করে কয়েকশো জনকে। তারা দখল করে ১৫,০০০ রাইফেল, ৭০টি মেশিন-গান ও ২০টি কামান।

এই গণহত্যায় সর্বত্র ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ট্রান্স-ককেশিয়ায়। শ্রমিক ও সৈনিকরা অবিলম্বে ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট ভেঙে দেওয়ার এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দাবি জানায়। জাতীয়তাবাদীরা এর জবাব দেয় সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ট্রান্স-ককেশাসের বিচ্ছিন্নতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ট্রান্স-ককেশাস থেকে সংবিধান সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তারা ট্রান্স-ককেশীয় পার্লামেণ্ট তৈরি করে। ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েটের মতোই এই পার্লামেণ্ট হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতিয়ার।

পার্লামেণ্টকে একটা 'গণতান্ত্রিক' সংস্থার চেহারা দেওয়ার এবং তার প্রতিবিপ্লবী সারমর্ম ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট তাতে বলশেভিকদের অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ট্রান্স-ককেশীয় পার্লামেন্টের উদ্বোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রমিক ও সৈনিকদের একটি সমাবেশ ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে তিফলিসের আলেক্সান্দ্রভস্কি বাগ-এ (বর্তমানে কমিউনার্ড বাগ) অনুষ্ঠিত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে। মেনশেভিক 'জাতীয় রক্ষী' বাহিনী বাগান থেকে বেরোবার সমস্ত পথ বন্ধ করে সমাবেশের উপরে গুলি চালায়।

এর জবাবে তিফলিসের শ্রমিকরা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) শহর কমিটির ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণা করে। ট্রান্স-ককেশীয় পার্লামেণ্ট কোনো কোনো এলাকায় সামরিক আইন জারী করে, কৃষকদের বিরুদ্ধে পিটুনী বাহিনী পাঠায় এবং বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করার আদেশ দেয়। শুরু হয় দমন-পীড়ন। ট্রান্স-ককেশাসের (বাকু ছাড়া) বলশেভিক সংগঠনগুলিকে আত্মগোপন করতে হয়।

ট্রান্স-ককেশাসে সোভিয়েত ক্ষমতার দুর্গ বাকুর উপরে প্রতিবিপ্লব আঘাত হানার পরিকল্পনা করে। শহরটির উপরে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি ও তা সংগঠিত করার কাজে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা অংশগ্রহণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলকে 'তৎপরতার এলাকায়' ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। ককেশাস ও মধ্য এশিয়া ছিল ব্রিটিশ 'এলাকার' অংশ। কিন্তু ট্রান্স-ককেশাসে আঁতাঁত-ভুক্ত শক্তিগুলির এবং জার্মান শক্তিজোটের স্বার্থের সংঘাত বাধে। বাকুর তেল তাদের প্রলুব্ধ করেছিল। জার্মানির মিত্র হিসেবে তুরস্ক তার পক্ষপুটে এক নিখিল-তুর্কি রাষ্ট্র (ককেশাস, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আজারবাইজান) গঠনের পরিকল্পনা করেছিল।

যাই হোক, বাকুতে সোভিয়েত ক্ষমতা ধ্বংস করা এবং তা যাতে সমগ্র ট্রান্স-ককেশাসে ছড়িয়ে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করার অভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে গিয়েছিল। মার্চ ১৯১৮-তে মুস্‌সাভাতপন্থীদের প্ররোচিত এক সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থান দিয়ে বাকুর উপরে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়। লেঙ্কোরান ও শেমাখায় তারা লাল রক্ষী বাহিনীগুলির উপরে কতকগুলি সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠিত করে।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) বাকু কমিটি বাকু ও তার মহল্লাগুলির বিপ্লবী প্রতিরক্ষার জন্য এক কমিটি তৈরি করে। শহরে অবরোধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী প্রতিরক্ষা কমিটির আদেশে লাল ফৌজের ইউনিটগুলি (লাল ফৌজ সেই সময়ে গঠিত হচ্ছিল) লাল রক্ষী বাহিনীগুলি এবং কাস্পিয়ান নৌবহরের বিপ্লবী নাবিকরা আক্রমণাভিযান শুরু করে। ৩০ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল বাকুর রাস্তায়-রাস্তায় তুমুল লড়াই চলে, তাতে উভয় পক্ষ থেকে ২০,০০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণ করে। মুস্‌সাভাতপন্থীরা পর্যুদস্ত হয়, কিন্তু ট্রান্স-ককেশীয় পার্লামেন্টের সৈন্যরা তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এপ্রিল মাসের গোড়ায় প্রতিবিপ্লবের সম্মিলিত সৈন্যদল বাকুর উপরে আবার আঘাত হানে, ট্রান্স-ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু আরও একবার তারা প্রতিহত হয়।

প্রতিবিপ্লবী বাহিনীকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার পর বাকুর প্রলেতারিয়েত শহরে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম চালু করে এবং একই সঙ্গে, ট্রান্স-ককেশাসে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। শ্রমিক ও সেনাবাহিনী প্রতিনিধিদের বাকু সোভিয়েতের এক অধিবেশনে ২৫ এপ্রিল তারিখে স. গ. শাউমিয়ানের নেতৃত্বে বাকুর গণ-কমিসার পরিষদ (বাকু কমিউন নামে পরিচিত) গঠিত হয়।

ইতিমধ্যে, ক্ষমতার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চলে ট্রান্স-ককেশাসের আরেকটি অঞ্চলে — আব্‌খাজিয়ায়। ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-তে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের

সুখুম সোভিয়েতের নির্বাচনে বলশেভিক ইয়ে. এশবা সোভিয়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন মেনশেভিক ভ. চ্‌খিকভিশভিলিকে স্থানচ্যুত করে। সুখুমের বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। ইয়ে. এশবার নেতৃত্বে একটি অ্যাড হক কমিটি গঠিত হয়। সুখুম ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে শ্রমিকদের সেনাদল গঠিত হয় এবং একটি কৃষক সেনাদলের সঙ্গে একত্রে তারা ৭-৮ এপ্রিল রাতে শহরটি ঘিরে ফেলে। মেনশেভিকরা শহরটি সমর্পণ করে এবং ৮ এপ্রিল সকালে বিপ্লবী ইউনিটগুলি সুখুমে প্রবেশ করে সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে।

কিন্তু, আব্‌খাজিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। জর্জীয় জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যাগত প্রাধান্যসম্পন্ন সৈন্যদের চাপে বিপ্লবী ইউনিটগুলি ১৭ মে তারিখে সুখুম ছেড়ে পাহাড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

বাকুর বলশেভিকরা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও ব্যক্তিগতভাবে লেনিনকে ট্রান্স-ককেশাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখে এবং রুশ প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে সাহায্যের অনুরোধ জানায়।

১৪ মে, ১৯১৮ তারিখে লেনিন শাউমিয়ানকে লেখেন: 'আপনাদের অটল ও দৃঢ়পণ নীতিতে আমরা আনন্দিত। একে সতর্কতম কূটনীতির সঙ্গে মেলাতে সক্ষম হোন, বর্তমানের অতি দুরূহ পরিস্থিতিতে তা দরকার — তাহলেই আমরা জয়ী হব।' (১১৫) সৈন্য, খাদ্য ও অর্থ পাঠানো হয় বাকুতে। ২২ মে, ১৯১৮ তারিখে সোভিয়েত রাশিয়ার গণ-কমিসার পরিষদ বাকু থেকে তেল চালান দেওয়া এবং তৈলক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য ১০ কোটি রুবল বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থার ফলে, সেপ্টেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত কালপর্বে কাস্পিয়ান সাগর হয়ে রাশিয়ায় ১৪ লক্ষ টন তেল ও তৈলজাত পণ্য চালান দেওয়া সম্ভব হয়।

রাশিয়া থেকে বাকুর জনগণের জন্য রুটি পাঠানো হয় জুলাই, ১৯১৮-তে। বাকুর শ্রমিকরা জুন মাসে পেয়েছিল কতকগুলি সাঁজোয়া গাড়ি, বিমান এবং অন্যান্য অস্ত্র। ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন থেকে সামরিক ইউনিটগুলি শহরে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় সোভিয়েত সরকার বাকুতে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য যথাসময়ে পাঠাতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা সংহত ও প্রসারিত করার জন্য আভ্যন্তরিক সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগায়। কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর প্রচারাভিযান-সংগঠককে পাঠানো হয়, সেখানে গিয়ে তারা সোভিয়েত সরকারের নির্দেশনামাগুলি ব্যাখ্যা করে। আজারবাইজানের কোনো কোনো গ্রামে কৃষক সোভিয়েত গঠিত হয়।

কিন্তু, ট্রান্স-ককেশাসের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং স্থানীয় নৃপতিকুল, ধনী ভূস্বামী ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের প্রবল প্রভাবাধীন কৃষকদের অজ্ঞতা ও নিপীড়িত অবস্থা কৃষকদের মধ্যে বলশেভিকদের কাজকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) আঞ্চলিক কমিটি ট্রান্স-ককেশাসে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং এই অঞ্চলের সর্বত্র প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সংগ্রামে টেনে আনতে অপারগ হয়।

প্রতিবিপ্লবের ট্রান্স-ককেশীয় সংস্থাগুলি সোভিয়েত সরকারের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করে। যেমন, ট্রান্স-ককেশীয় কমিসারিয়েট ব্রেস্ত-লিতোভস্ক শান্তি চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। এই অজুহাতে জার্মান ও তুর্কি ফৌজ ট্রান্স-ককেশাসের উপর দখলদারি আরম্ভ করে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা 'বলশেভিক বিপদ' থেকে 'উদ্ধার' পেতে পারলে ট্রান্স-ককেশাসের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেও ইচ্ছুক ছিল। জাতীয়তাবাদী ইউনিটগুলির কাছ থেকে প্রায় কোনোই প্রতিরোধের সম্মুখীন না-হয়ে তুর্কি সৈন্যরা ১৯১৮-র বসন্তকালে এই অঞ্চলে হানা দিয়ে আর্দাগান, কার্স, আলেক্সান্দ্রপোল, এর্জেরুম ও সারিকামিশ শহর দখল করে নেয়, আর্মেনীয় জনসাধারণকে হত্যা করে এবং চুরি করে নেয় গবাদি পশু ও দানাশস্য। আর্মেনীয় জনগণকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৩ এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখে পররাষ্ট্র-বিষয়ক গণ-কমিসার গ. ভ. চিচেরিন তিফলিস-স্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে এক তারবার্তা পাঠান, তাতে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে 'অসামরিক জনসমষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করা থামানোর জন্য' তিনি তুর্কি কর্তৃপক্ষের উপরে তাঁর প্রভাব ব্যবহার করবেন।

২২ এপ্রিল তারিখে তুরস্ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে ট্রান্স-ককেশীয় পার্লামেণ্ট ট্রান্স-ককেশাসকে একটি 'স্বাধীন ফেডারেলধর্মী প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করে। এই 'প্রজাতন্ত্র' একমাসের সামান্য কিছু বেশি দিন টিকে ছিল। বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ ছিল, তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম কখনও কখনও প্রকৃত সংঘর্ষে ফেটে পড়ত। ফলে, পার্লামেণ্ট ভেঙে যায় এবং ২৬ মে তারিখে জর্জীয় মেনশেভিকরা জর্জিয়াকে 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়াও 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের উপরে নির্ভরশীল প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয় এই সমস্ত 'প্রজাতন্ত্রে'।

জর্জিয়ার মেনশেভিক সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে জার্মান ফৌজ জর্জিয়ায় প্রবেশ করে জুন ১৯১৮-র গোড়ার দিকে।

পৃথক পৃথক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে ট্রান্স-ককেশাস খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদেরই সুবিধা হয়, কারণ তাতে এই অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়।

২৯ জুলাই, ১৯১৮ তারিখে সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি, মস্কো সোভিয়েত, মস্কোর কারখানা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির এক যুক্ত অধিবেশনে লেনিন বলেন, 'আপনারা সকলেই জানেন যে জর্জিয়ার এই স্বাধীনতা নিছক ভাঁওতা হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ হল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা জর্জিয়া অধিকার ও সম্পূর্ণ দখলদারি, বলশেভিক শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে মেনশেভিক সরকারের সঙ্গে জার্মান বেঅনেটের মৈত্রী...' (১১৬)

১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে বাকুর উপরে বিপদ ঘনিয়ে আসে। মুস্‌সাভাতপন্থী দুর্বৃত্তরা এবং তুর্কি সৈন্যরা শহরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এই বাহিনী শহরের যত কাছাকাছি চলে আসে, আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়া ততই বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব ও বিদেশী হানাদারদের হাতে বাকুর পতন ঘটে ৩১ জুলাই ১৯১৮ তারিখে। এইভাবে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ট্রান্স-ককেশাসে ক্ষমতা দখল করে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে দেয়। এই অঞ্চল থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করার জন্য এবং তাদের অস্ত্রবলের মদত-পাওয়া প্রতিবিপ্লবী সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সময় দরকার হয়েছিল। ২৮ এপ্রিল, ১৯২০ তারিখে আজারবাইজানের শ্রমিক ও কৃষকরা অস্ত্রধারণ করে এবং লাল ফৌজের সহায়তায় এই অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ২৯ নভেম্বর, ১৯২০ তারিখে আর্মেনিয়ায় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ তারিখে জর্জিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষিত হয়। সমগ্র ট্রান্স-ককেশাসে কায়েম হয় সোভিয়েত ক্ষমতা।

* * *

মধ্য এশিয়া* ও কাজাখস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম জটিল হয়েছিল সেখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুন; সেখানকার জনসমষ্টি তখনও ছিল অর্থনৈতিক বিকাশের প্রারম্ভিক স্তরে। মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান

* মধ্য এশিয়ার বর্তমান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির (প্রাক্তন বুখারা আমিরশাহী ও খিভা খানশাহী ছাড়া) এবং কাজাখস্তানের দক্ষিণের অঞ্চলগুলির এলাকাটি ছিল সেই সময়ে তুর্কিস্তান অঞ্চল নামে পরিচিত অঞ্চলটিকে নিয়ে: তাতে ছিল পাঁচটি এলাকা — সেমিরেচিয়ে, সির-দরিয়া, ফরগানা, সমরখন্দ ও ট্রান্স-কাস্পিয়ান। কাজাখস্তানের অন্যান্য এলাকা ছিল তুরগাই, আক্‌মোলিনস্ক, সেমিপালাতিনস্ক ও উরাল অঞ্চলে এবং বুকেয়েভ ওরদায় (বুকেয়েভ ওরদা ছিল আস্ত্রাখান গুবের্নিয়ার অংশ, এবং অক্টোবর ১৯১৭-র পর তা উরাল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়)।

ছিল রুশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অঞ্চল। গোষ্ঠীপতি-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কেরই আধিপত্য ছিল। তুর্কিস্তানের জনসমষ্টির বহুজাতিক গঠনবিন্যাস, শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত দুর্বলতা, দেহ্‌কানদের (কৃষকদের) নিরক্ষরতা ও নিপীড়িত অবস্থা, এবং জারতন্ত্রের উপনিবেশবাদী নীতির ফলে স্থানীয় জনসমষ্টির সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশের যা-কিছু রুশী তার প্রতি অবিশ্বাস সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের পক্ষে বিরাট অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল।

বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির (তুর্কিস্তানে 'শুরো-ই-ইসলামিয়া' ও কাজাখস্তানে 'আলাশ') পিছনে মধ্য এশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের বেশ বড় একটা অংশের সমর্থন ছিল। এই সংগঠনগুলি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে মুসলমানদের মধ্যে কোনো শ্রেণী-সংগ্রাম হতে পারে না, ইসলাম তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেনি। জাতীয়তাবাদীদের আপ্রাণ প্রয়াস ছিল বুর্জোয়া রাশিয়ার মধ্যে আঞ্চলিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক মর্যাদা লাভ করা। তুর্কিস্তানের জাতীয়তাবাদীদের যোগাযোগ ছিল বিদেশের নিখিল-তুর্কি ও নিখিল-ইসলাম সংগঠনগুলির সঙ্গে।

এই সমস্ত অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি — সেনাবাহিনীর অফিসার, সামন্ত প্রভু, ধনী ভূস্বামী, রুশ ও স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, যাজক সম্প্রদায় ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি - সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় কাজ করেছিল।

পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিজয়ী হওয়ার আগে তুর্কিস্তানের বলশেভিকরা ও মেনশেভিকরা ছিল একই সংগঠনে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উপরে তার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল। ১৯১৭-র হেমন্তকালে তারা মেনশেভিকদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগসূত্র ছিন্ন করে। ১৯১৮ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত সেখানে একটিও বলশেভিক কেন্দ্র ছিল না, বিপ্লবী কাজকর্ম চালাত বলশেভিক গোষ্ঠীগুলি এবং এককভাবে কিছু কমিউনিস্ট।

তুর্কিস্তানে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রবাহিনী ছিল রুশ শ্রমিকরা, প্রধানত রেলকর্মীরা। স্থানীয় অধিজাতিগুলির যেসব ব্যক্তিকে যুদ্ধের সময়ে মধ্য রাশিয়ায় কাজ করার জন্য নেওয়া হয়েছিল, তারা ছিল তুর্কিস্তানে বলশেভিকদের প্রধান অবলম্বন। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ১ লক্ষ জন। রাশিয়ায় তারা বিপ্লবী ঘটনাবলীর একেবারে মধ্যস্থলে গিয়ে পড়েছিল এবং শোষকদের বিরুদ্ধে রুশ শ্রমিকদের সংগ্রামের ধরন ও পদ্ধতি আত্মস্থ করেছিল। ১৯১৭-র গ্রীষ্মকালে স্বগৃহে ফেরার পর তাদের অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল।

অগ্রসর স্থানীয় শ্রমিকরা এবং গরিবরা মুসলিম শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত তৈরি করে এবং জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে গণ-সংগঠন গঠন করে। যার মধ্যে

প্রধানত রুশ জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব ছিল সেই শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ এবং স্থানীয় শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েতসমূহ পরস্পর প্রতিনিধি বিনিময় করে এবং এর ফলে শেষ পর্যন্ত অখণ্ড বহুজাতিক সংগঠনগুলি গঠিত হয়!

মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাশখন্দ ও সমরখন্দ গ্যারিসনের সৈনিকরা এবং কুশকা, আসখাবাদ, ভেরনি (বর্তমানে আলমা-আতা) ও পিশপেক (বর্তমানে ফ্রুঞ্জে) দুর্গের সৈনিকরা। ১৯১৭-র হেমন্তকালের মধ্যে এই সমস্ত গ্যারিসনের অধিকাংশ সৈনিক বলশেভিকদের পক্ষে এবং অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামের পক্ষে যোগ দেয়।

অস্থায়ী সরকারের প্রধান কমিসার জেনারেল প. আ. করোভিচেঙ্কো বিপ্লবী ইউনিটগুলিকে, বিশেষ করে তাশখন্দ গ্যারিসনে, ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ১৩ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের তাশখন্দ সোভিয়েত এই প্রচেষ্টার জবাব দেয় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এই সিদ্ধান্তে বলা হয় যে সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মতি ছাড়া কোনো সামরিক ইউনিটকে অন্যত্র সরানো যাবে না বা ভেঙে দেওয়া যাবে না।

তিন দিন পরে, ১৬ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে বলশেভিকদের উদ্যোগে আহূত তাশখন্দ গ্যারিসনের রেজিমেণ্টাল, কোম্পানি ও কম্যাণ্ড কমিটিগুলির এক সম্মেলন তাশখন্দ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে সোভিয়েতকে সমর্থন করার জন্য গ্যারিসনের উদ্দেশে আহ্বান জানায়।

২৫ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে এক রুদ্ধদ্বার সভায় তাশখন্দ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বিবেচনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বলশেভিকদের সামরিক ইউনিটগুলিতে ও শহরের কারখানাগুলিতে পাঠানো হয়।

এই তৎপরতা ঠেকাবার জন্য জেনারেল করোভিচেঙ্কো তাশখন্দে সামরিক আইন জারী করেন, তাশখন্দ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন এবং ২য় সাইবেরীয় পদাতিক সংরক্ষিত রেজিমেণ্টের বিপ্লবী সৈনিকদের নিরস্ত্র করেন।

কিন্তু, তার মধ্যে শ্রমিকরা ১ম সাইবেরীয় পদাতিক সংরক্ষিত রেজিমেণ্টের অস্ত্রাগারগুলির অস্ত্র দখল করে নিয়ে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল।

তাশখন্দের শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের অভ্যুত্থান ২৮ অক্টোবর ভোরবেলা শুরু হয় বলশেভিকদের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে। মধ্য এশীয় রেলওয়ের প্রধান কর্মশালাগুলি হয় অভ্যুত্থানের কেন্দ্র। ১ম সাইবেরীয় রেজিমেণ্টের সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে জেনারেল করোভিচেঙ্কোর পাঠানো কশাক ও ক্যাডেটদের অভ্যর্থনা জানায় গুলিবৃষ্টি করে।

২৮ অক্টোবর গঠিত বিপ্লবী কমিটি প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে। বিপ্লবের দিকে ছিল শ্রমিকদের ২,৫০০ জনের একটি সেনাদল (তার মধ্যে ১,০০০ জন ছিল সশস্ত্র), ১ম ও ২য় সাইবেরীয় পদাতিক সংরক্ষিত রেজিমেন্টের সৈনিকরা ও তাদের সঙ্গে দুটি হাল্‌কা কামান এবং সেনাবাহিনীর অন্য কতকগুলি ইউনিট।

প্রতিবিপ্লবী তুর্কিস্তান কমিটি নির্ভর করেছিল একটি এনসাইন স্কুল, একটি সামরিক স্কুল, দুটি কশাক রেজিমেণ্ট, সেমিরেচিয়ে কশাকদের দুটি স্কোয়াড্রন এবং একটি মুসলিম ব্যাটেলিয়নের উপরে। এদের হাতে ছিল দুটি সাঁজোয়া গাড়ি এবং ১৮টি কামান।

সশস্ত্র সংগ্রাম যখন শুরু হয় তখন প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির দিকেই পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু বিপ্লবী সৈন্যরা অচিরেই নতুন সৈন্যবল পেতে শুরু করে। অন্যান্য শহরের অবস্থা শেষ পর্যন্ত তাশখন্দের সংগ্রামের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে, একথা বুঝতে পেরে কুশকা, কাত্তা-কুরগান, পেরভস্ক, চারজুই (বর্তমানে চারজোউ), ক্রাস্নভোদ্‌স্ক ও অন্যান্য শহরের সোভিয়েত সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা স্বীকার করার এবং তাশখন্দের শ্রমিক ও সৈনিকদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুশকা সোভিয়েত কামান সহ একটি সশস্ত্র সেনাদল পাঠায়, এবং ক্রাস্নভোদস্ক সোভিয়েত পাঠায় ৬০০ সৈন্য। কুশকা রেল-স্টেশনের শ্রমিকরা সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে তাশখন্দের শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে সমস্ত সোভিয়েতের কাছে এবং মধ্য এশীয় রেলওয়ের রেলওয়ে কমিটিগুলির কাছে একটি তারবার্তা পাঠায়।

তাশখন্দে লড়াই চলে চার দিন। উজবেক, তাজিক ও কাজাখরা রুশ শ্রমিক ও সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। স্থানীয় গরিবদের নিয়ে তৈরি হয় ৩০০ জনের এক জঙ্গী বাহিনী।

প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকরা ডাক ও তার অফিস এবং ব্যাঙ্ক দখল করে, এবং ১ নভেম্বর সকালে তারা দুর্গ অধিকার করে নেয়। জেনারেল করোভিচেঙ্কো আত্মসমর্পণ করেন। অস্থায়ী সরকারের তুর্কিস্তান কমিটির সদস্যদের ও অফিসারদের গ্রেপ্তার করা হয়, আর যেসব সৈনিককে ভুল-বুঝিয়ে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে লড়তে নামানো হয়েছিল তাদের নিরস্ত্র করা হয়। অঞ্চলের সমস্ত ক্ষমতা চলে আসে তাশখন্দ সোভিয়েতের হাতে, আর তার পিছনে ছিল অধিকাংশ স্থানীয় সোভিয়েতের সমর্থন।

আপসপন্থী আঞ্চলিক সোভিয়েত এক 'সমধর্মী সমাজতান্ত্রিক সরকার' গঠনের উপরে জোর দিতে থাকে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক প্রাধান্যবিশিষ্ট এক তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের সম্মেলন তাশখন্দে অনুষ্ঠিত হয় ২ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে; এই সম্মেলন গঠন করে ক্ষমতার এক

আঞ্চলিক সংস্থা — অস্থায়ী তুর্কিস্তান কার্যনির্বাহী কমিটি। এই কমিটি তাশখন্দ সোভিয়েতের বিপ্লবী ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করে।

স্থানীয় সোভিয়েতগুলির উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর তারিখে তাশখন্দে আহূত হয় শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় আঞ্চলিক কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে বলশেভিক এবং পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে সংগ্রাম বাধে। বলশেভিকরা সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন পার্টিগুলির অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এক অখন্ড আঞ্চলিক কর্তৃত্ব গঠনের দাবি জানায়। মেনশেভিকরা এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা চায় একটি কোয়ালিশন ক্ষমতা।

কংগ্রেস বলশেভিকদের পক্ষ অবলম্বন করে। কংগ্রেস ১৫ জন সদস্যকে (সাতজন বলশেভিক ও আটজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি) নিয়ে তুর্কিস্তান অঞ্চলের গণ-কমিসার পরিষদ গঠন করে এবং সারা তুর্কিস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে। ২৩ নভেম্বর তারিখে অঞ্চলের গণ-কমিসার পরিষদ লেনিনের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে তুর্কিস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কথা জানায় এবং জানায় যে সোভিয়েত তুর্কিস্তান সোভিয়েত সরকারের সমস্ত নির্দেশনামা বলবৎ করবে।

তুর্কিস্তানের অধিকাংশ শহরে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াই সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নভেম্বর ১৯১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-র মধ্যে।

কোনো কোনো জেলায়, যেখানে প্রতিবিপ্লবের জোরালো সৈন্যবল ছিল, সেখানে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটানো হয় অস্ত্রবলে। ১৯১৭-র শেষ দিকে, প্রতিক্রিয়াশীল উঁচু-তলার কশাকরা তাদের নিজস্ব 'কশাক সরকার' গঠন করেছিল — উরাল, ওরেনবুর্গ ও সেমিরেচিয়েতে। আলাশ-ওরদা সংগঠনের সঙ্গে মিলিতভাবে তারা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুদের যেসব কেন্দ্র ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তার একটি ছিল 'গোপন তুর্কিস্তান সামরিক সংগঠন', তার কর্তা ছিলেন প্রাক্তন জারতন্ত্রী জেনারেল ইয়ে. জুঙ্কোভস্কি। এর মধ্যে ছিল অফিসাররা, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা এবং বুর্জোয়া লোকজন, যাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল 'শুরো-ইসলাম' সংগঠন এবং মুসলিম যাজকীয় পার্টি 'উলেমের' সঙ্গে। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তুর্কিস্তানে প্রতিবিপ্লব স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল যাতে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে তাকে পৃথক করা যায়, স্থানীয় অধিজাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণকে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত, সোভিয়েত ক্ষমতা ধ্বংস করে শোষকদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। নিখিল-ইসলাম ও নিখিল-তুর্কি প্রচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কোখন্দ হয়ে ওঠে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। এই শহরটি বেছে নেওয়া হয়েছিল এই কারণেও

যে এটি কাশগরের কাছে অবস্থিত, ব্রিটিশ বাণিজ্য দূতাবাস সেখান থেকেই প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করছিল।

নভেম্বর ১৯১৭-র শেষ দিকে জাতীয়তাবাদীরা কোখন্দে ৪র্থ আঞ্চলিক মুসলিম কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেস তুর্কিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করে। তারা 'তুর্কিস্তান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের' অস্থায়ী সরকার গঠন করে, তাতে প্রতিনিধিত্ব ছিল রুশ ও স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, সামন্ত প্রভু ও যাজক সম্প্রদায়ের। 'সরকারের' নেতৃত্বে ছিল জাতীয়তাবাদীরা এবং তা অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ ও অর্থ পেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। এই সরকার রুশ প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে, খিভার খান ও বুখারার আমিরের সঙ্গে, এবং আজারবাইজানের মুসাভাতপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। কোখন্দে এই সরকার বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষামূলক আইনগুলি আবার চালু করে। এই 'সরকার' তাশখন্দের উপরে আক্রমণ চালাবার জন্য সশস্ত্র ইউনিট গঠন করতে শুরু করে এবং 'বাসমাচ' দুর্বৃত্তদের ব্যবহার করে দেহকানদের সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে।

বলশেভিকরা স্থানীয় জনসমষ্টির মধ্যে দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করে, প্রতিবিপ্লবের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। খাশ কোখন্দে বিপ্লবী কাজকর্ম চালায় বলশেভিক নেতৃত্বাধীন 'শ্রমজীবী মুসলমানদের লীগ', তার প্রধান ছিলেন ইউ. শামসউদ্দিনভ ও তি. উরাজবায়েভ। লীগ সভা ও সমাবেশ সংগঠিত করে, সেখানে সাধারণত বলশেভিক প্রস্তাবগুলিই গৃহীত হয়।

জানুয়ারি ১৯১৮-তে ইরান ও খিভা থেকে তুর্কিস্তানের ভিতর দিয়ে ফিরে আসার সময়ে শ্বেত কশাক ইউনিটগুলি চারজুই দখল করে সমরখন্দের দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিবিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল এই যে শ্বেত কশাক বিদ্রোহ কোখন্দ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষাবলম্বী ও দুতোভকে সাহায্য করবে এবং তাশখন্দে 'তুর্কিস্তান সামরিক সংগঠনকে' বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালাতে সাহায্য করবে। এতে প্রতিবিপ্লবের শক্তির রীতিমত প্রাধান্য ঘটে। সমরখন্দের লাল রক্ষীরা শহরটি রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে জিজাকের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। বলশেভিকদের এক আবেদনে সাড়া দিয়ে তাশখন্দ, ফরগানা ও অন্যান্য শহরের লাল রক্ষী ইউনিট সমরখন্দ অভিমুখে যাত্রা করে। সেই সঙ্গে সমরখন্দের শ্রমিকরা পিছন দিক দিয়ে শ্বেত কশাকদের আক্রমণ করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্বেত কশাকরা পরাজিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্ধে, কোখন্দের শ্রমিক ও ফরগানার দেহকানদের সহায়তায় তাশখন্দের লাল রক্ষীরা 'কোখন্দ স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে' ক্ষমতাচ্যুত করে। মধ্য এশিয়ায় আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবের ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান উর্বর ক্ষেত্রটিকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

আকমোলিনস্ক ও সেমিপালাতিনস্ক অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

পশ্চিম সাইবেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ২-১০ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে ওমস্কে অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের ৩য় পশ্চিম-সাইবেরিয়া কংগ্রেস সাইবেরিয়ায় এবং স্তেপ অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সেমিরেচিয়েতে* সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮-র বসন্তকালে। ভেরনিতে নভেম্বর ১৯১৭-তে কাজাখ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মিলে সেমিরেচিয়ে কশাকদের উঁচু-তলার অফিসার ও কুলাকরা সোভিয়েত ভেঙে দেয় এবং এক শ্বেত রক্ষী একনায়কতন্ত্র কায়েম করে। গঠিত হয় সেমিরেচিয়ে 'কশাক সরকার'। মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের বাকি অংশ থেকে বিতাড়িত প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে তা আকৃষ্ট করে। সেমিরেচিয়ের প্রতিবিপ্লবীরা কাশগর-স্থিত ব্রিটিশ কনসাল ডি. ম্যাক-কার্টনি এবং তাশখন্দ-স্থিত মার্কিন কনসাল আর ট্রেডওয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। গঠিত হয় শ্বেত রক্ষী সেনাদল এবং অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয় সীমান্ত এলাকাগুলিতে।

সেমিরেচিয়ের বলশেভিকরা আত্মগোপন করে এবং দুরূহ অবস্থার মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রস্তুত করতে থাকে। পিশপেকের শ্রমিকরাই সর্বপ্রথম তৎপরতা চালায় দক্ষিণ সেমিরেচিয়েতে। ১ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে শ্রমিক ও সৈনিকদের নিয়ে গঠিত 'গণ-বাহিনীর' উপরে নির্ভর করে সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের পিশপেক সোভিয়েত পেত্রগ্রাদ ও তাশখন্দের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ বিপ্লবী যোদ্ধারা এবং যুদ্ধের সময়ে মধ্য রাশিয়ায় কাজের জন্য যাদের নেওয়া হয়েছিল ও তখন যারা ভেরনিতে ফিরে এসেছিল সেই কাজাখরা 'কশাক সরকারকে' পরাস্ত করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। গোপন বলশেভিক কমিটি কশাকদের মধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ চালায়, ফলে নিচু-তলার সাধারণ কশাকরা ক্রমে ক্রমে উঁচু-তলার কশাকদের সংস্রব ত্যাগ করে।

জানুয়ারি ১৯১৮-তে, 'কশাক সরকারের' হুমকি সত্ত্বেও কৃষক প্রতিনিধিদের ২য় সেমিরেচিয়ে আঞ্চলিক কংগ্রেস সেমিরেচিয়েতে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অনুকূলে রায় দেয়। 'কশাক সরকার' ভেরনিতে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাই তাকে অস্ত্রবলে ভেঙে দেওয়ার দরকার দেখা দেয়। ২ মার্চ, ১৯১৮ তারিখে ২য় সেমিরেচিয়ে রেজিমেণ্টে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে বলশেভিকদের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তার পরেই একটি সামরিক-বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়।

* সেমিরেচিয়ে—বর্তমানে কাজাখস্তান ও কিরগিজিয়ার অংশ।

২-৩ মার্চ রাত্রে লাল রক্ষীরা (রুশ ও কাজাখ শ্রমিকরা ও যুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ সৈনিকরা) এবং ২য় সেমিরেচিয়ে রেজিমেণ্টের কশাকরা ভেরনিতে দুর্গ এবং ডাক ও তার অফিস দখল করে, এবং ক্যাডেট ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী ইউনিটকে নিরস্ত্র করে। 'কশাক সরকারের' প্রধান প্রধান ব্যক্তি পালিয়ে যায়; ভেরনিতে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের অবসান ঘটে।

মার্চ ও এপ্রিল ১৯১৮-র মধ্যে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র সেমিরেচিয়ে অঞ্চলে।

উরালস্কে ক্ষমতার জন্য তীব্র লড়াই চলে। জানুয়ারি ১৯১৮-তে শহরে কৃষকদের এক উরালস্ক আঞ্চলিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; এই কংগ্রেস অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষণা করে। কিন্তু মার্চ মাসের শেষ দিকে শ্বেত রক্ষীরা উরালস্কের সোভিয়েতগুলিকে বলপ্রয়োগ করে ভেঙে দেয়, তারা পার্টির ও স্থানীয় সোভিয়েত সরকারের কর্মকর্তাদের হত্যা করে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে সোভিয়েত ক্ষমতার পতন ঘটে এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় জানুয়ারি ১৯১৯-এ।

মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় ভূস্বামী ও যাজকদের প্রবল প্রভাব এবং দৃঢ়মূল গোষ্ঠীপতি-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দরুন সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অনেক মন্থর গতিতে।

তবে সমগ্র মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮-র বসন্তকালের মধ্যে; ব্যতিক্রম ছিল শুধু খিভা খানশাহী ও বুখারা আমিরশাহী, সেখানে সামন্ত প্রভু ও ভূস্বামীরা ক্ষমতায় ছিল ১৯২০ সাল পর্যন্ত।

সোভিয়েত ক্ষমতার জয় এবং এই জয়ের ফলস্বরূপ মধ্য এশিয়ার জাতিগুলির মুক্তি এই সমস্ত জাতির জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা সুনিশ্চিত করে। আগেকার সমস্ত নিপীড়িত জাতি নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের মূল নির্দেশক-নীতি বর্ণনা করে এবং সোভিয়েত ও বুর্জোয়া স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করে লেনিনের বক্তৃতা এবং 'কাজান, উফা, ওরেনবুর্গ ও ইয়েকাতেরিনবুর্গ সোভিয়েত, তুর্কিস্তান অঞ্চলের গণ-কমিসার পরিষদ ও অন্যান্যদের' সম্বোধন করে জাতি-অধিজাতি বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের অভিভাষণ তুর্কিস্তানের বলশেভিকদের তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র গঠনের ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করে।

২০ এপ্রিল থেকে ১ মে ১৯১৮ পর্যন্ত তাশখন্দে এই অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির ৫ম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তুর্কিস্তানে এটিই সর্বপ্রথম

কংগ্রেসে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছিল দুটি ভাষা (রুশ ও উজবেক) এবং প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ ছিল স্থানীয় অধিজাতিগুলির প্রতিভূ। কংগ্রেস রুশ ফেডারেশনের অঙ্গ হিসেবে তুর্কিস্তান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা ঘোষণা করে এবং প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ নির্বাচিত করে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের সমস্ত পদ বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মধ্যে সমানভাগে ভাগাভাগি করা হয়। তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রের সরকারের কয়েকজন সদস্য ছিলেন স্থানীয় অধিজাতির লোক এবং রাষ্ট্র প্রশাসনের কাজে স্থানীয় অধিজাতিগুলির ব্যাপক অন্তর্ভুক্তির সূত্রপাত হয় এখান থেকেই।

তুর্কিস্তানকে সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ফলে তুর্কিস্তান ও রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্রপূর্ণ মৈত্রী সুদৃঢ় হয় এবং স্থানীয় অধিজাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেড়ে ওঠে। তুর্কিস্তান হয় রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্রথম স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।

মার্চ ১৯১৮-র মধ্যে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় প্রায় সমগ্র দেশে। ১২ মার্চ, ১৯১৮ তারিখে মস্কো সোভিয়েতকে সম্বোধন করে লেনিন বলেন যে '...সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধু বড় বড় শহর আর কারখানা-এলাকাগুলিতেই নয়, দেশের সুদূরতম কোণেও।' (১১৭)

২৫ অক্টোবর ১৯১৭ থেকে মার্চ ১৯১৮ — এই সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশে সোভিয়েত ক্ষমতা জয়ী হয় আর বলশেভিকরা লাভ করে প্রলেতারিয়েতের এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন। লেনিনের ভাষায় বলা যায়, এই কালপর্বে প্রত্যক্ষ করা গেছে 'রুশ বিপ্লবের বিকাশের চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ বিন্দু' অর্জন। (১১৮)

শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যে যে-মৈত্রী বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলেছিল, সেই মৈত্রীই ছিল বিপ্লবের সাফল্যের মূল শর্ত। বিপ্লবের অনুপ্রেরণাদাতা ও সংগঠক লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি শান্তির জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জমির জন্য কৃষক আন্দোলন, জাতীয় সমানাধিকারের জন্য নিপীড়িত জাতিসমূহের আন্দোলন এবং বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে সোভিয়েতসমূহের ধরনে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকে দক্ষতার সঙ্গে একত্রে মিলিত করে পরিণত করেছিল একটিমাত্র বলিষ্ঠ বিপ্লবী প্রবাহে।

লেনিন লিখেছেন, রাজনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চমৎকারভাবে সফল হয়েছিল প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের একটি ধরন হিসেবে সোভিয়েতসমূহের অস্তিত্বের দরুন এবং '...আমাদের যেটুকু করতে হয়েছে তা হল কয়েকটি

নির্দেশনামা পাস করা, এবং বিপ্লবের প্রথম মাসগুলিতে সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা যে-ভ্রূণাবস্থায় ছিল সেই ক্ষমতাকে রুশ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত আইনগতভাবে স্বীকৃত ধরনে -- অর্থাৎ রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করা'। (১১৯)

সারা দেশ জুড়ে সোভিয়েত ক্ষমতার জয়যাত্রা একই সঙ্গে ছিল বলশেভিকবাদের জয়যাত্রা। এই জয় ছিল লেনিনবাদী পার্টির সনিষ্ঠ কাজের ফল, এই পার্টি 'জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত শ্রমজীবী জনগণের নিম্নতম বর্গগুলিকে উন্নীত করেছিল মুক্তি ও স্বাধীন জীবনে', বিপ্লবী কার্যকলাপে। (১২০) প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বলশেভিকরা আপসপন্থী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির বুর্জোয়া স্বরূপ এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় জনসাধারণের ইচ্ছা ও কর্মের ঐক্য অর্জন করে।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে পার্টির রণকৌশল স্থির করেছিল, কেন্দ্রীয় কমিটিই ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জঙ্গী সদর দপ্তর। কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যাপক প্রলেতারীয় জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সংগ্রামে সঠিক পথ দেখিয়েছিল, তাদের দিয়েছিল বিজয় সম্পর্কে প্রত্যয় এবং তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল বিপ্লবের পথের প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করার সাহস।

১৯১৭-১৯১৮ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির অবদান ছিল, তা এই যে কেন্দ্রীয় পার্টি ও সোভিয়েত সংস্থাগুলি নির্ভর করেছিল জনগণের উপরে, স্থানীয় কর্মীদের উদ্যোগের উপরে। জনগণের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের উপরে, স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে কর্তৃত্বের সংস্থা তৈরির কাজে শ্রমিক ও কৃষকদের নিজেদের অভিজ্ঞতার উপরে বলশেভিকরা বিরাট তাৎপর্য আরোপ করেছিল।

পরবর্তীকালে লেনিন বলেছেন যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল কয়েক মাসের মধ্যে, এমনকি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, কারণ পার্টি স্থানীয় শক্তিগুলিকে উদ্যোগের পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়ে তাদেরই উপরে পুরোপুরি নির্ভর করেছিল। তিনি বলেন, '...যে-উৎসাহ আমাদের বিপ্লবকে দ্রুত ও অজেয় করেছিল তার সন্ধান আমরা করেছিলাম স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে।' (১২১)

অপেক্ষাকৃত দ্রুত এই বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল এই যে সেই সময়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শকুনরা — ইঙ্গ-ফরাসী জোট ও জার্মান-নেতৃত্বাধীন মৈত্রীজোট, উভয়েই — রুশ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের ফৌজকে তেমন মূল্যবান সাহায্য দিতে পারেনি। রাশিয়ার শোষক শ্রেণীগুলি নিজেদের ক্ষমতায়

বিপ্লবী শক্তিগুলির বলিষ্ঠ আঘাত সহ্য করতে পারেনি। লেনিন বলেছেন, 'তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সামরিক তৎপরতা ততটা ছিল না যতটা ছিল প্রচারাভিযান; একের পর এক অংশ, একের পর এক জনপুঞ্জ, শ্রমজীবী কশাকরা পর্যন্ত, সোভিয়েত ক্ষমতা থেকে যারা তাদের অন্য দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল সেই শোষকদের পরিত্যাগ করে।' (১২২)

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জাতিসমূহ সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়নের নিগড় ছুঁড়ে ফেলে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে ওঠে।

তৃতীয় পর্ব

সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ। বৈপ্লবিক পরিবর্তন

অষ্টম অধ্যায়

সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ

১। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন

অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশগুলির অন্যতম, রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের এক প্রজাতন্ত্র রূপে, গণতন্ত্র নিয়ে আসে শ্রমজীবী জনগণের জন্য এবং তদ্দ্বারা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্য অর্জনের অপরিহার্য রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য কৃষকদের প্রধান অংশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রলেতারিয়েতকে প্রচণ্ড অসুবিধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাদের রাশিয়াতেই পুরনো দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতিরোধ চূর্ণ করতে হয়েছিল, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, অর্থনীতিতে চালু করতে হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম এবং অবসান ঘটাতে হয়েছিল মানুষের উপরে মানুষের সর্বপ্রকার শোষণের। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র ছাড়া এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করা যেত না।

বিপ্লবের ফলে ক্ষমতাচ্যুত শোষক শ্রেণীগুলি সোভিয়েত ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করেছিল নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীর মরীয়া মনোভাব নিয়ে। প্রতিবিপ্লবী অফিসার বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও প্রবঞ্চিত পেটি-বুর্জোয়াসমাজের উপরে নির্ভর করে তারা অন্তর্ঘাত থেকে সশস্ত্র তৎপরতা পর্যন্ত সংগ্রামের সম্ভাব্য সমস্ত উপায় ব্যবহার করেছিল। কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে এই প্রতিরোধ চূর্ণ করে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন চালু করতে হয়েছিল। এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল একমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতার পুরনো যন্ত্রটি ভেঙে এক নতুন যন্ত্র সৃষ্টি করেই। পুরনো যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছিল শাসক শ্রেণীগুলির — ভূস্বামী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য। শোষকদের বিরুদ্ধে যাদের উত্থান ঘটছিল সেই জনগণকে দমন করার জন্যই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তদুপযোগী করে নেওয়া হয়েছিল। সেখানকার কর্মীরা ছিল প্রধানত বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অথবা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী

লোকজন। একথা রীতিমত স্পষ্ট ছিল যে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র বিপ্লবের নির্ধারিত কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে পারবে না। তা ছিল বিপ্লবের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন।

বুর্জোয়াশ্রেণীর নির্মিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রলেতারিয়েত ব্যবহার করতে পারবে না, একথার উপরে জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেন যে তাকে ভাঙা বলতে তার সমস্ত উপাদানকে ধ্বংস করা বোঝায় না। যেসব উপাদানের কাজ ছিল জনগণকে দমন ও পীড়ন করা (সশস্ত্র বাহিনী, পুলিস ও বিচার বিভাগ) শুধু সেইগুলিকেই ধ্বংস করতে হবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে ছিল একটা পরিসংখ্যানগত ও অর্থনৈতিক যন্ত্র, আর এই যন্ত্রটিকেই নিজের আয়ত্তে এনে অর্থনীতির স্বাভাবিকীকরণের জন্য প্রলেতারিয়েতকে ব্যবহার করতে হবে।

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' ও অন্যান্য যেসব রচনায় লেনিন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় শিক্ষাকে সৃষ্টিশীলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তাতে তিনি বিধ্বস্ত যন্ত্রটির জায়গায় প্রলেতারিয়েতকে যে রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণ করতে হবে তার সংগঠন ও ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত মূল নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করেছেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল আমলাতান্ত্রিক, জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ও জনগণের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন; তার সঙ্গে ক্ষমতার নতুন যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য হবে এই যে তা তৈরি হবে শ্রমজীবী জনগণকে নিয়েই, জনসাধারণের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে জনগণের উদ্যোগকে উৎসাহ যোগাবে। লেনিন লিখেছেন, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে সক্ষম করে তোলার জন্য তাকে সংগঠিত করা দরকার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। তার অর্থ এই যে জনগণের এবং ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলির ব্যাপক উদ্যোগকে মেলাতে হবে ক্ষমতার উচ্চতর সংস্থাগুলির প্রতি কঠোর অনুবর্তিতার সঙ্গে, সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বাহিনীর, কমিউনিস্ট পার্টির স্থিরীকৃত এক অবিভাজ্য নীতি।

একটি পুরোপুরি নতুন, প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করাটা ছিল এক কঠিন কাজ। এধরনের একটি রাষ্ট্র নির্মাণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ছিল না। বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে এই কথা বলে ভয় দেখাতে চেয়েছিল যে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা যদি সে করে তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, রাষ্ট্র ভেঙে যাবে। তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে দেশ ধ্বংস হবে, এবং দাবি করেছিল যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাদ দিয়ে শ্রমজীবী জনগণ রাষ্ট্র প্রশাসনে অপারগ হবে।

২৫ অক্টোবর ১৯১৭-র পর শাসক পার্টিতে পরিণত কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত রাষ্ট্রের দিশারী শক্তি, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে ফেলে রাষ্ট্রক্ষমতার এক নতুন যন্ত্র নির্মাণে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির, অর্থাৎ জাতির ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাজে নেতৃত্ব দেয়।

অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের পরেই পুরনো মন্ত্রিসভাগুলি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থা বিলুপ্ত করা হয়। একই সময়ে গঠিত হয় সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাগুলি। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে গঠিত সরকার -- গণ-কমিসার পরিষদ ও সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি — সমগ্র দেশে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার সংগ্রামে বিরাট ভূমিকা পালন করে। যথেষ্ট যোগ্যতা ও সংগঠনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সোভিয়েত সরকারে গণ-কমিসার নিযুক্ত করা হয়।

গণ-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে ভ. ই. লেনিন হন ইতিহাসে একটি শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম নেতা। তাঁর অনাবিল তত্ত্বগত চিন্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয়েছিল সাংগঠনিক প্রতিভা, লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে।

গণ-কমিসার পরিষদের উপরেই প্রত্যক্ষভাবে ন্যস্ত হয়েছিল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণের দায়িত্ব, এবং পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব।

তাতে ছিলেন ১৫ জন গণ-কমিসার; রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিচালনার জন্য গঠিত ১৩টি কমিশনের (গণ-কমিসারিয়েট) এ'রা প্রধান ছিলেন। প্রথম দিকে তার দপ্তর ছিল পেত্রগ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে।

গণ-কমিসার পরিষদ যে-পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হয়, সেটি ছিল অত্যন্ত জটিল। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিসমাজ যে-অন্তর্ঘাত সংগঠিত করেছিল তার ফলে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, বেকারি ও খাদ্যাভাব গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুরা তাদের পরাজয় মেনে নিতে রাজী হয়নি এবং এ কথা বিশ্বাস করেনি যে পুরনো ব্যবস্থা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। যেসব উপায়ে তারা তাদের প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল অন্তর্ঘাত। প্রকাশ্য সংগ্রামে পরাভূত বুর্জোয়াশ্রেণী অন্তর্ঘাতের সাহায্যে বিপ্লবের টুঁটি টিপে মারার আশা করেছিল। সেটা তাদের উদ্ভাবনা নয়। ১৮৯১ সালে বিপ্লবী প্যারিসে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী একই উপায় অবলম্বন করেছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর মনে হয়েছিল যে আমলাতন্ত্র ও বুদ্ধিজীবিসমাজের অন্তর্ঘাত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় দেখাশোনা করার গোটা যন্ত্রটার অন্তর্ঘাত দেশকে অচল করে ফেলবে। তারা স্থিরনিশ্চিত ছিল যে পুরনো যন্ত্রটিকে বাদ দিয়ে প্রলেতারিয়েত কাজ চালাতে পারবে না, নিজস্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মিবাহিনী না-থাকায় প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না।

যেসব কেন্দ্র অন্তর্ঘাত পরিচালনা করছিল, সেগুলি হল কাদেত পার্টি, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি,

পেত্রগ্রাদের উঁচু-তলার আমলাতন্ত্র যার মধ্যে সংঘবদ্ধ ছিল সেই 'ইউনিয়নসমূহের সমিতি', 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি' এবং কেরেনস্কির যেসব মন্ত্রী গ্রেপ্তার হননি তাদের নিয়ে তৈরি গোপন 'অস্থায়ী সরকার'। প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রতি মারাত্মক ঘৃণায় এরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

অন্তর্ঘাতের জন্য অর্থের যোগান আসত এক বিশেষ তহবিল থেকে, সেখানে অর্থ আসত ককেশীয় ব্যাঙ্ক, তুলা কৃষি-ব্যাঙ্ক, মস্কো গণ-ব্যাঙ্ক এবং 'ইভান স্তাখেয়েভ অ্যান্ড কোম্পানি' (মস্কো) নামক সংস্থা থেকে। এই তহবিল শিল্পপতি রিয়াবুশিনস্কির (১২৩) কাছ থেকে পেয়েছিল ৫০ লক্ষ রুবল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী পদের অধিকারী, কাদেত কুতলেরের কাছ থেকে পেয়েছিল ১০ লক্ষ ২০ হাজার রুবল। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক দিয়েছিল ৪ কোটি রুবল। বিদেশী পুঁজিপতিরাও চাঁদা দিয়েছিল। অন্তর্ঘাতকারীদের কয়েক মাসের অগ্রিম অর্থ দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে তাদের কাজে হাজিরা দেওয়া চলবে না। প্রায় সমস্ত মন্ত্রিদপ্তরের কর্মীরা ধর্মঘট করেছিল। কেরানি সংক্রান্ত সমস্ত কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল, নষ্ট করা হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র। বুর্জোয়াশ্রেণী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও গণ্ডগোল পাকানোর সব রকম চেষ্টা করেছিল এবং শ্রমিকরা যাতে বেতন না-পায়, অক্ষমদেহীরা যাতে পেনশন ও ভাতা না-পায়, কারখানাগুলি যাতে কাঁচামাল না-পায় এবং শহরগুলিতে যাতে রুটি না-যায় সে চেষ্টাও তারা করেছিল। এই অন্তর্ঘাতের উদ্দেশ্য ছিল, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের যে-অংশটিকে সোভিয়েত ক্ষমতা রক্ষা করতে চেয়েছিল, প্রলেতারিয়েতকে সেই অংশটি ব্যবহার করার সুযোগ না-দেওয়া।

২৮ অক্টোবর তারিখে একটি মেনশেভিক সংবাদপত্র উল্লাসভরে লিখেছিল: 'বলশেভিকদের 'বিজয়ের' পর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা কেটেছে, কিন্তু নিয়তি ইতিমধ্যেই তাদের উপরে প্রতিহিংসা গ্রহণ করছে... তারা... সোজা কথায় রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারছে না। তা তাদের হাত গলে বেরিয়ে আসছে..., তারা প্রত্যেকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন — রাষ্ট্রের সমস্ত অসামরিক ও কৃৎকৌশলগত যন্ত্র তাদের সেবা করতে অস্বীকার করছে।'

কিন্তু, রাজধানীতে ও সারা দেশ জুড়ে জীবন বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টা একের পর এক ব্যর্থ হয়। নিচু-তলার কর্মচারীদের উপরে নির্ভর করে গণ-কমিসার পরিষদ মন্ত্রিদপ্তরগুলিতে শুদ্ধীকরণ অভিযান চালায়। মালিকদের অর্থযোগান দেওয়ার সমস্ত উৎস বন্ধ করা হয়।

রাজধানীতে অন্তর্ঘাত বন্ধ করার কাজে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী এই কমিটি খাদ্য সরবরাহের তত্ত্বাবধান করে, কাঁচামাল ও তৈরি পণ্য বণ্টন করে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজধানীতে বিপ্লবী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত

করে। ভ. ম. পুরিশকেভিচ নামক জনৈক ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীলের নেতৃত্বে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে গুরুতর এক রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র এই কমিটি আবিষ্কার করে এবং তাকে চূর্ণ করে। অধিকন্তু, পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি স্থানীয় সোভিয়েতগুলিকে ও তাদের সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলিকে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অতি দুরূহ এই কালপর্বে, দেশের প্রশাসন সংগঠিত করার প্রথম পদক্ষেপ যখন সবে গ্রহণ করা হচ্ছিল সেই সময়ে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের প্রাধান্যসম্পন্ন রেলকর্মী ইউনিয়নের সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি এক 'সমধর্মী সোভিয়েত সরকার' গঠন দাবি করে, বলশেভিক থেকে 'গণ-সমাজতন্ত্রী' (কাদেতদের সঙ্গে যাদের পার্থক্য ছিল শুধু নামে) পর্যন্ত সমস্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক সরকার গঠন করতে বলশেভিকরা রাজী না-হলে সাধারণ রেল-ধর্মঘট ডাকার হুমকি দিয়ে একটি চরমপত্র পাঠায়।

বলশেভিকরা কখনোই নীতিগতভাবে সোভিয়েত সরকারে অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টির অংশগ্রহণের বিরোধী ছিল না। কিন্তু তাদের বক্তব্য ছিল এই যে অন্যান্য পার্টি যদি সোভিয়েত সরকারের বিপ্লবী কর্মসূচি মেনে নেয় একমাত্র তাহলেই এরূপ অংশগ্রহণ সম্ভব।

রেলকর্মী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে আলোচনা হয় ২৯-৩১ অক্টোবর, যখন কেরেনস্কি ও ক্রাসনভের ফৌজ পেত্রগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। অনতিকালের মধ্যেই কেরেনস্কি-ক্রাসনভের জয়লাভের উপরে ভরসা করে প্রতিবিপ্লবীরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিলোপ দাবি করে। যেমন, মেনশেভিক দল সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করেন, এবং অধিকন্তু দাবি করেন যে সেই কংগ্রেস আদৌ কখনো ঘটেনি বলে গণ্য করা হোক। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা সমস্ত পার্টিকে নিয়ে, কিন্তু লেনিনকে বাদ দিয়ে, একটি সরকার গঠন এবং কেরেনস্কি-ক্রাসনভের ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ করার আহ্বান দেয়।

একথা রীতিমত স্পষ্ট যে বলশেভিক পার্টির পক্ষে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে সমঝোতা করা সম্ভব ছিল না, কারণ শেষোক্তদের ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল বিপ্লবের টুঁটি টিপে মারার। পুরোপুরি অগ্রহণীয় দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে, আলোচনার জন্য ভারপ্রাপ্ত কামেনেভ ও সকোলনিকভ প্রতিবিপ্লবীদের উপস্থাপিত শর্তগুলি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

১-২ নভেম্বর রাত্রে এক বর্ধিত সভায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি কামেনেভ ও তাঁর সমর্থক — মিলিউতিন, রিকভ ও জিনোভিয়েভের গৃহীত সুবিধাবাদী অবস্থানের নিন্দা করে। শেষোক্তরা

সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক অধিবেশনে একটি 'সমধর্মী সমাজতান্ত্রিক সরকার' গঠন সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে চেষ্টা করেন। প্রস্তাব করা হয় যে সরকারে অর্ধেক পদ মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দেওয়া হোক। বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের অ-সাংগঠনিক কার্যকলাপ বন্ধ করার এবং পার্টির শৃঙ্খলা মেনে চলার নির্দেশ দেয়। জবাবে, ৪ নভেম্বর তারিখে কামেনেভ, রিকভ, জিনোভিয়েভ, মিলিউতিন ও নগিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাঁদের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন, আর গণ-কমিসার নগিন, রিকভ, মিলিউতিন ও তেওদরোভিচ গণ-কমিসার পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা বলেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের নীতির সঙ্গে তাঁদের মতানৈক্যের দরুনই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। ৮ নভেম্বর তারিখে সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে কামেনেভকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হন ইয়া. ম. স্ভের্দলভ। পার্টির অন্যান্য পদস্থ কর্মীকে গণ-কমিসার পরিষদে মনোনীত করা হয়: গ. ই. পেত্রভস্কি হন আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসার এবং আ. গ. শ্লিখতের হন কৃষির গণ-কমিসার।

ডিসেম্বর ১৯১৭-তে রেলকর্মীদের সারা-রাশিয়া বিশেষ কংগ্রেস তাদের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতি অনাস্থাসূচক ভোট পাস করে এবং জানুয়ারি ১৯১৮-তে তা ভেঙে দেওয়া হয়।

নির্দেশনামাগুলির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সরকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মূল প্রশ্নগুলি সম্পর্কে জনগণকে পথনির্দেশ দেয়। প্রথম নির্দেশনামাগুলি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু অভীষ্ট অর্জনের আহ্বান। পরবর্তীকালে, মার্চ ১৯১৯-এ ৮ম পার্টি কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন: 'আমার মনে আছে, স্মোলনিতে আমরা একটি অধিবেশনে দশ-বারোটি নির্দেশনামা পাস করেছি। সেটা ছিল প্রলেতারীয় জনসাধারণের মধ্যে পরীক্ষা ও উদ্যোগের মনোভাব উদ্দীপিত করার জন্য আমাদের দৃঢ়পণ ও বাসনার এক অভিব্যক্তি।' (১২৪)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কর্মসূচিগত নির্দেশনামাগুলি লেখেন লেনিন। গণ-কমিসার পরিষদের প্রস্তাবগুলি তিনি খসড়া করেন এবং সিদ্ধান্তগুলি সম্পাদনা করেন এবং মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করার জন্য নিযুক্ত কমিশনগুলিরও তিনি সদস্য ছিলেন।

গণ-কমিসার পরিষদ ও সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনামাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জীবনের প্রধান দিকগুলি: প্রলেতারীয় রাষ্ট্র নির্মাণ, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম সম্পাদন। একই সঙ্গে সেগুলি ছিল বলশেভিক পার্টির নির্দেশাবলী। স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির কাছে

পাঠানো রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলারে বলা হয়েছিল: 'আপনারা যদি কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি জানতে চান তাহলে আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হচ্ছে গণ-কমিসার পরিষদের সমস্ত নির্দেশনামার প্রতি, সেগুলিই আমাদের পার্টির কর্মসূচিগত বিষয়গুলিকে বাস্তবে পরিণত করছে।'

গণ-কমিসার পরিষদ যখন একান্তভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তুলছিল, সেই সময়ে লেনিন গণ-কমিসারিয়েটগুলিতে কর্মী নির্বাচনের দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেন। বহু বলশেভিকেরই রাষ্ট্র প্রশাসনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তাদের ভয় ছিল যে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার পালন করতে পারবে না। লেনিন তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আস্থা যোগান। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে নাদেজদা ক্রুপস্কায়া লিখেছেন যে লেনিন ছিলেন এই সমস্ত কাজের মর্মস্থলে, তাকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন... তা এমনই কাজ ছিল যা তাঁর শক্তি ও স্নায়ুর উপরে চাপ দিয়েছিল চরম সীমা পর্যন্ত, প্রচুর অসুবিধা অতিক্রম করা দরকার হয়েছিল এবং দুঃসাধ্যতম সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল, প্রায়শই ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে।

বলশেভিক ভ. ই. নেভস্কিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল যোগাযোগ সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েটের কলেজিয়ামের সদস্য। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'কাজটা আমি চাইনি। আমি কোনো উঁচু পদ অধিকার করতে চাইনি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে অফিসে নয়, জনগণের মধ্যে কাজ করারই আমি উপযুক্ত। এই নিযুক্তি আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

'কিন্তু লেনিন আমাকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর যুক্তি আমি শুনলাম এবং কোনো প্রশ্ন না তুলে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম।'

শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে লেনিন গুণী সংগঠকদের আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাঁর পথনির্দেশে তারা হয়ে উঠেছিল বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিক। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতায় তাঁর সীমাহীন বিশ্বাস ছিল। তিনি লিখেছেন: 'অনুপযুক্ত প্রশিক্ষণের দরুন, শুরুতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক শাসনকর্মের যে বিদ্যা বুর্জোয়াশ্রেণী একচেটিয়াভাবে অধিকার করে রেখেছিল, তাকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে।' (১২৫)

সের্গেয়েভা নামী একজন শ্রমজীবী নারী গণ-কমিসার পরিষদের দপ্তরে একটি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে একটি ঘটনার কথা বলেছেন: একদল শ্রমিক লেনিনের সঙ্গে দেখা করে একটি গণ-কমিসারিয়েটে তারা যে-কাজ করছিল সেই কাজ থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। তারা বলে, 'কোনো কারখানায় কাজ করলে আমরা আরও বেশি করে বিপ্লবের কাজে লাগব।'

লেনিন তাদের সব কথা শোনেন, তার পর মৃদু স্বরে বলেন:

'আমিও এর আগে কোনো দেশের শাসনকার্য চালাইনি, কিন্তু পার্টি ও জনগণ আমাকে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে আর আমাকে জনগণের আস্থার যোগ্য হতেই হবে। আমি বলি কী, আপনারাও তাই করুন।'

গণ-কমিসারিয়েটগুলিতে কাজের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের কারখানার যৌথ সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টি সংগঠনগুলির সুপারিশ পেতে হত।

বিপ্লবে যারা নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এরকম শত শত বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিককে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্রে। শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রশাসনিক কাজের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, থাকাও সম্ভব ছিল না, কিন্তু বিপ্লবী উৎসাহ এবং বলশেভিক পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তারা অতি দ্রুত দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ করতে শেখে।

নভেম্বর ১৯১৭-র মাঝামাঝি অনেকগুলি গণ-কমিসারিয়েটেরই কলেজিয়াম তৈরি হয়ে যায় এবং তারা তাদের কার্যপরিচালন-যন্ত্র গঠন করতে এবং তাদের কাজকর্মের পরিধি প্রসারিত করতে শুরু করে। ১৫ নভেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ গণ-কমিসারিয়েটগুলিকে প্রাক্তন মন্ত্রিদপ্তরগুলির কার্যভার গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়।

গণ-কমিসার পরিষদ এবং এক-একটি গণ-কমিসারিয়েটের কাজে লেনিনের নেতৃত্বের ধরন সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয়। ডিসেম্বর মাসে গণ-কমিসার পরিষদ সরকারের অধিবেশনগুলিতে প্রশ্ন তোলার প্রণালী সম্পর্কে লেনিনের তৈরি নির্দেশাবলী অনুমোদন করে। সংশ্লিষ্ট গণ-কমিসারকে প্রশ্নের সারমর্মটি লিখিতভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করতে হবে বলে স্থির হয়।

যৌথ নেতৃত্বের নীতি লেনিন কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন। লোকের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং ভুল সংশোধন করার জন্য বোঝানোর পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। লেনিন চাইতেন গণ-কমিসার পরিষদের কর্মকর্তারা দেখাবে সুসংগঠন, অবিচল নিয়মানুবর্তিতা এবং তাদের সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ। বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারিক কাজগুলির দিকে একান্ততম মনোযোগের উপরে তিনি জোর দিতেন।

ম. ন. স্ক্রিপনিক সেই সময়ে গণ-কমিসার পরিষদে একজন সচিব ছিলেন; ডিসেম্বর ১৯১৭-র গোড়ার দিকে একটি অধিবেশনের বর্ণনায় তিনি এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি ছিল পেত্রগ্রাদের শিল্পকে অসামরিক উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়া। বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে জনৈক বক্তা পেত্রগ্রাদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে এক সাধারণ বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। লেনিন তাঁকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে বলেন যে 'কাজের এরকম

পদ্ধতি দিয়ে আমরা বেশি দূর যেতে পারব না, মনোমুগ্ধকর ও অসাধ্য সব পরিকল্পনার সময় এটা নয়। এই প্রশ্নে আমাদের দরকার মজবুত, বাস্তব কাজ। আপনাদের পেরেক, লাঙল, কাপড় কোথায়? কীভাবে এবং কী দিয়ে আপনারা গ্রামাঞ্চলের জন্য সেগুলি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন?..

লেনিনের নেতৃত্বাধীন গণ-কমিসার পরিষদ শুধু যে রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা ছিল তাই নয়, তা ছিল সরকারি কর্মী প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ শিক্ষায়তনও। গ. ই. পেত্রভস্কি লিখেছেন, সেই সময়ে এটিই ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে গণ-কমিসাররা শিখেছিল, কী করে শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতা গড়ে তুলতে হয়।

১৯১৭-র নভেম্বর মাসের শেষে ও ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকারের সাতজন সদস্য ছিলেন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি: বিচার (ই. জ. শ্তেইনবের্গ), ডাক ও তার (প. প. প্রশিয়ান), কৃষি (আ. ল. কলেগায়েভ), এবং নতুন সৃষ্ট কমিসারিয়েট — স্থানীয় প্রশাসনিক বিষয় (ভ. ইয়ে. ত্রুতোভস্কি) ও প্রজাতন্ত্রের প্রাসাদসমূহ (ভ. আ. কারেলিন)। দুজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ছিলেন দপ্তরহীন গণ-কমিসার।

সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে বলশেভিকরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের শুধু সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতেই নয়, সরকারেও পদ দিতে চেয়েছিল। ৫-৬ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে সমস্ত পার্টি সদস্য ও রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অভিভাষণে লেনিন লিখেছিলেন: 'আমাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের আমরা **আমন্ত্রণ জানিয়েছি** এবং জানিয়ে চলেছি। **তাঁরা যে রাজী হননি** সেটা আমাদের দোষ নয়। আমরাই আলোচনা শুরু করেছিলাম, এবং সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা চলে যাওয়ার পর, এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে আমরা সব ধরনের রেয়াত দিয়েছিলাম...' (১২৬)

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে সহযোগিতা করাবার জন্য, তাদের সঙ্গে 'সরকারি জোট' গঠন করার জন্য বলশেভিকরা চেষ্টা করেছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবী কৃষকদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মৈত্রীকে সুদৃঢ় করা। সরকারে প্রবেশ করার সময়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা গণ-কমিসার পরিষদের সাধারণ কর্মধারা অনুসরণের অঙ্গীকার করেছিল।

গণ-কমিসারিয়েটগুলি গঠিত হয় এবং কাজ করতে শুরু করে পুরনো মন্ত্রিদপ্তরগুলির পদস্থ কর্মচারীদের অন্তর্ঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। গণ-কমিসারিয়েটগুলির কর্মকর্তারা যখন মন্ত্রিদপ্তরগুলির অফিসের দখল নিতে আসে

তখন তারা পায় ফাঁকা ঘরগুলি এবং তালা বন্ধ বইয়ের আলমারি আর সিন্দুক। প্রাক্তন পদস্থ কর্মচারীরা সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসনের ভার তুলে দিতে অস্বীকার করে, শুধু নিচু-তলার কর্মচারীরা নিজেদের কাজ করতে থাকে। গণ-কমিসারিয়েটগুলির কাজ যাতে সংগঠিত করা যায় সে জন্য অন্তর্ঘাতের অবসান ঘটানো দরকার ছিল। অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিকরা বুঝিয়ে স্বমতে আনার সঙ্গে মিলিয়েছিল বাধ্যবাধকতাকে। প্রথম আঘাত হানা হয় অন্তর্ঘাত পরিচালন-কেন্দ্রগুলির উপরে। প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটি' ভেঙে দেওয়া হয়। ১৬ নভেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ পেত্রগ্রাদ শহর দুমা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশনামা জারী করে, এই শহর দুমাও ছিল প্রতিবিপ্লবীদের বাসা। নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ম. ই. কালিনিন হন নতুন দুমার প্রধান। ২০ নভেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ প্রাক্তন কেরেনস্কি সরকারের যেসমস্ত সদস্য তখনও নিজেদের 'অস্থায়ী সরকার' বলে জাহির করছিল তাদের সবাইকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়।

সেই সঙ্গে, গণ-কমিসাররা, গণ-কমিসারিয়েটগুলির কলেজিয়াম-সদস্যরা এবং সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সদস্যরা মন্ত্রিদপ্তরগুলির নিচু-তলার কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ চালায়। বুদ্ধিজীবিসমাজের অপেক্ষাকৃত কম বেতনপ্রাপ্ত অংশের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, এই কর্মচারীদের তা প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এক-একটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিস-কর্মীদের মধ্যে বর্গবিভাগ তীব্র হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যক কর্মচারী কাজে ফিরে আসে, অন্তর্ঘাতকদের দলের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে।

নভেম্বর মাসের শেষার্ধে দুষ্ট অন্তর্ঘাতকদের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২৫ নভেম্বর তারিখে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি অন্তর্ঘাতকদের জনগণের শত্রু ঘোষণা করে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু, গণ-কমিসারিয়েটগুলির কাজ সংগঠিত করার বিষয়টি অগ্রসর হয় ধীরে। নতুন কর্মকর্তারা পদে পদে অন্তর্ঘাতের পরিণতির সম্মুখীন হয়: সব কিছু ছিল লণ্ডভণ্ড অবস্থায় এবং বহু দলিলপত্র নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রিদপ্তরগুলির প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রায়শই লাল রক্ষীদের প্রহরাধীনে নিয়ে আসতে হত গণ-কমিসারিয়েটগুলিতে এবং বাধ্য করা হত চুরি-করা দলিলপত্র ফেরৎ দিতে এবং বিশেষ প্রায়োগিক কাজ করতে।

রাষ্ট্রযন্ত্রের নতুন কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতার দরুন বহু অসুবিধা দেখা দেয়। গ. ই. পেত্রভস্কি তখন ছিলেন আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসার। তিনি লিখেছেন: 'অনেক কিছুই আমরা জানতাম না... কোনো কোনো সময়ে এক-একটি প্রশ্নের সমাধানের দিকে যাব কী করে তাই আমরা জানতাম না। আমরা মস্কোয় চলে আসার পর, সিনেট, সিনড এবং বাবুসম্প্রদায়ের কিছু ভূসম্পত্তি-সংক্রান্ত

প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির একটা ব্যবস্থা করার খুব সহজ 'সিদ্ধান্ত' আমি গ্রহণ করলাম — এই সব প্রতিষ্ঠানের দরজায়-দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিলাম আমরা... লেনিন এই 'সিদ্ধান্তের' কথা জেনে খুব হাসেন, আমাকে বলেন যে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার আগে আমাদের উচিত ছিল সেগুলির কাজ অধ্যয়ন করা, সেখানে যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কে ভালো করে জানা, কাজ করতে ইচ্ছুক সৎ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া এবং প্রতিবিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা।'

গণ-কমিসারিয়েটগুলির কাজের সবচেয়ে উপযোগী ধরন ও পদ্ধতি এক দিনেই তৈরি হয়ে যায়নি। সেগুলির কাঠামোতে এবং কেরানি-সংক্রান্ত কাজের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। যাই হোক, বহু অসুবিধাই কাটিয়ে ওঠা হয় এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ ও তার সংহতিবিধানের কাজ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়।

সবচেয়ে প্রথমে যেসব গণ-কমিসারিয়েট গঠিত হয়েছিল ও কাজ করতে শুরু করেছিল, আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট তার অন্যতম। পুতিলভ কারখানার শ্রমিকদের একটা বড় দলকে তাতে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল। এই কমিসারিয়েটের কাজ ছিল স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা গড়ে তোলার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করা।

এই কমিসারিয়েট স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কাজ সমন্বিত করে, বিপ্লবী শৃঙ্খলা রক্ষা করে, মিলিশিয়াকে পরিচালনা করে এবং পৌর কৃত্যকগুলির তত্ত্বাবধান করে।

খাদ্য সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েট গঠন করা অত্যন্ত দুষ্কর কাজ হয়ে উঠেছিল। অস্থায়ী সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে, অক্টোবর ১৯১৭-তে দেশ এসে দাঁড়িয়েছিল দুর্ভিক্ষের কিনারায়। বিপ্লবের বিজয়ের পর, প্রতিবিপ্লবীরা সারা দেশ জুড়ে খাদ্য সংক্রান্ত সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের দিয়ে অন্তর্ঘাত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল, ভেবেছিল খাদ্য সমস্যাই বলশেভিকদের পরাস্ত করবে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে।

বিপ্লব সত্যিই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ২৭ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদে ময়দা ছিল মাত্র ৩০,০০০ পুদ: এমনকি অর্ধাহারে থাকার মতো রেশনের জন্যও (দিনে মাথা পিছু আধ পাউন্ড) দরকার ছিল দিনে ৪৮,০০০ পুদ ময়দা। মস্কোয় রুটির বরাদ্দ কমিয়ে করা হয় মাথা পিছু দিনে ১০০ গ্রাম। অন্তর্ঘাতকরা ময়দার মজুত-ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে কিংবা মুনাফাবাজদের কাছে বিক্রি করে খাদ্য সংক্রান্ত সংস্থাগুলির কাজকে সুপরিকল্পিতভাবে বানচাল করে দিয়েছিল। তখন দরকার পড়েছিল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

সামরিক-বিপ্লবী কমিটি ও খাদ্য সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েটের সমর্থন নিয়ে পেত্রগ্রাদের শ্রমিকরা মুনাফাবাজদের কাছ থেকে ময়দা আদায় করতে শুরু করে। কয়েক দিনের মধ্যে তারা ৫ লক্ষ পুদ ময়দা আদায় করে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা

দেয়। রাজধানীর জন্য দানাশস্য সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মিদলগুলিকে পাঠানো হয় দক্ষিণে, উরাল অঞ্চলে ও সাইবেরিয়ায়, কারণ সেখানে দানাশস্যের বিরাট মজুত ছিল। মুনাফাবাজ এবং যারা দুরভিসন্ধি নিয়ে রাজধানীতে খাদ্য চালান আটকে রাখার অপরাধে অপরাধী, স্থানীয় সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলির আদেশে তাদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হয়। নভেম্বর ১৯১৭-র শেষে, এই সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থার ফলে খাদ্য সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। বিপ্লবের সেবা করবে এমন একটা খাদ্য বিষয়ক যন্ত্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়। একদল প্রবীণ পার্টি-কর্মীকে খাদ্য কমিসারিয়েটে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়।

২০ নভেম্বর তারিখে খাদ্য কমিসারিয়েটের কলেজিয়ামের সদস্যরা যান আনিচকভ প্রাসাদে, যেখানে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ছিল; প্রাক্তন মন্ত্রিসভার কর্মকর্তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা কাজ করতে আরম্ভ করে। তাদের সাহায্য করে নিচু-তলার কর্মচারীরা। ডিসেম্বর মাসের শেষে, খাদ্য সংক্রান্ত সংস্থাগুলি সোভিয়েত-বিরোধী কর্মকর্তাদের হাতে ছিল বলে, খাদ্য সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েট খাদ্য বিষয়ক একটি নতুন যন্ত্রব্যবস্থা তৈরি করার জন্য স্থানীয় সোভিয়েতগুলিকে নির্দেশ দেয়।

অর্থ সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েট, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করতে শুরু করে নভেম্বর মাসে এবং ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির রূপায়ণ অনেকখানি নির্ভর করছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু কাজের উপরে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্তর্ঘাত প্রতিবিপ্লবের কাছে একটা শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে ওঠে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ঘাতকরা শুধু যে প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলিকে অর্থ যোগান দেয় তাই নয়, সরকারি প্রয়োজনে, শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য এবং সশস্ত্র বাহিনী ও রাজধানীর জন্য খাদ্য সরবরাহ বাবদ অর্থ দিতে অস্বীকার করে। প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করার জন্য এবং বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলার জন্য তারা চরম সীমায় যায়।

অর্থ মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে অন্তর্ঘাত বন্ধ করার জন্য গণ-কমিসার পরিষদ দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লেনিনের স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে অন্তর্ঘাতকদের সর্দারদের বরখাস্ত করা হয় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অর্থ সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েট ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মীরা ছিল বিপ্লবের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, তাদের পাঠানো হয়েছিল পেত্রগ্রাদের পার্টি সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে। তদুপরি, ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক টেনে এনেছিল সশস্ত্র বাহিনী থেকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তৈরি করা হয় বলশেভিক সেল এবং কমিউনিস্টদের বিভাগীয় প্রধান রূপে নিযুক্ত করা হয়।

বহুজাতিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল জাতি-অধিজাতি-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট, এটি ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পূর্ণ নতুন এক সংস্থা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ার সকল জাতির জন্য নিয়ে এসেছিল জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তি। সকল জাতি-অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণকে নতুন সমাজ নির্মাণের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে টেনে আনা দরকার ছিল। বহু অধিজাতির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুন এবং বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ও যাজকদের প্রভাবের দরুন এ কাজ সহজ ছিল না। বিভিন্ন অধিজাতির নিজেদের সোভিয়েত জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা গড়ে তোলার কাজ পরিচালনা করার জন্য দরকার হল এক নতুন সংস্থা। সেই সংস্থাটি হল জাতি-অধিজাতি বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট, তার প্রধান ছিলেন ই. ভ. স্তালিন।

অন্যান্য কমিসারিয়েট থেকে এর কাঠামো ভিন্নভাবে তৈরি করা হয়। তার বিভিন্ন বিভাগ ও কমিসারিয়েট গঠিত হয় জাতি সংক্রান্ত নীতি অনুযায়ী, কারণ প্রত্যেক অধিজাতির জীবনের রীতিনীতি ও অবস্থার জন্য দরকার ছিল পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি। জাতি-অধিজাতি বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটে পোলিশ, লিথুয়ানীয়, বেলোরুশীয়, আর্মেনীয়, ইহুদি ও অন্যান্য অধিজাতির জন্য কমিসারিয়েট গঠিত হয় নভেম্বর ১৯১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ পর্যন্ত।

এই উপবিভাগগুলির প্রধান হন পার্টির এমন সমস্ত কর্মকর্তা যারা সর্বাধিক মান্যতার অধিকারী ছিল এবং বিভিন্ন জাতির জীবন ও আচার-প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি-স্থিত লিথুয়ানীয় বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর সদস্য ভ. স. মিৎসকিয়াভিচুস-কাপসুকাস্ নিযুক্ত হন লিথুয়ানীয়-বিষয়ক কমিসার, ভ. আ. আভানেসভ হন আর্মেনীয়-বিষয়ক কমিসার এবং ম. ভাখিতভ হন মুসলিম-বিষয়ক কমিসার।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন কূটনৈতিক যন্ত্র তৈরি করা হয়। পুরনো বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা গণ-কমিসার পরিষদের পরিচালনাধীনে কাজ করতে অস্বীকার করে। পররাষ্ট্র বিষয়ক নতুন গণ-কমিসারিয়েটের দপ্তর প্রথমে ছিল স্মোলনি ইনস্টিটিউটে। ৪ নভেম্বর তারিখে তার কর্মকর্তারা বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের বাড়িটি দখল করে, এবং অনতিকাল পরেই ঘরগুলির, বইয়ের আলমারি ও সিন্দুকগুলির চাবি প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়।

'সীমেন্স-শুক্যার্ট' কারখানার (বর্তমানে 'ইলেকত্রোআপারাত' কারখানা) বলশেভিক শ্রমিক, সৈনিক ও বলটিক নৌবহরের নাবিকদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিসারিয়েটে কাজ দেওয়া হয়। এই কমিসারিয়েট সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নাবিক ন. গ. মারকিনের অবদান বিরাট, তিনি ছিলেন 'প্রাক্তন পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের মহাফেজখানা থেকে গোপন দলিলগুলি' প্রকাশের দপ্তরের প্রধান।

মার্চ ১৯১৮ পর্যন্ত সরকারিভাবে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিসারিয়েটের প্রধান ছিলেন ল. দ. ত্রৎস্কি। জানুয়ারি ১৯১৮-র পর থেকে বস্তুত এটি পরিচালনা করেন গ. ভ. চিচেরিন; বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর লেনিনের সুপারিশে তিনি সহকারী গণ-কমিসার নিযুক্ত হন। বিদেশে প্রথম সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ছিলেন ম. ম. লিতভিনভ (গ্রেট ব্রিটেনে) এবং ভ. ভ. ভরোভ্স্কি (স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলিতে)।

গণ-কমিসারিয়েটগুলি সংগঠিত হওয়ায় এবং তাদের উন্নত কাজকর্মের ফলে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাজের চাপ কমে যায়। তার কাজগুলি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট গণ-কমিসারিয়েট এবং সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বিভাগগুলি। শেষ পর্যন্ত, ৫ ডিসেম্বর তারিখে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি নিজের বিলুপ্তি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সোভিয়েতসমূহের দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিধানিক, প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা। তার উপরে ন্যস্ত ছিল আইন পাস করার অধিকার, সরকারকে অথবা সরকারের সদস্যবিশেষদের নিযুক্ত বা অপসারিত করার, সরকারের নির্দেশনামা ও সিদ্ধান্ত অনুমোদন, বাতিল কিংবা সংশোধন করার অধিকার।

সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটিতে অধিকাংশ সদস্য ছিল বলশেভিক (৬২ শতাংশ)। একেবারে শুরু থেকেই এটি হয়ে ওঠে বলশেভিক এবং অ-বলশেভিক গোষ্ঠীগুলির (তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা) মধ্যে তীব্র সংগ্রামের ক্ষেত্র। কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলশেভিক গোষ্ঠীভুক্ত বিরোধী-মতাবলম্বী সদস্যরা—কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রিয়াজানভ ও রিকভ—বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ৪ নভেম্বর তারিখে, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় গণ-কমিসার পরিষদের ২৭ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখের অধিবেশনে গৃহীত সংবাদপত্র-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনামা নিয়ে আলোচনা চলার সময়ে আবহাওয়া বিশেষভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয়ের পর সবকটি প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্র সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদের ডাক দিচ্ছিল, আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল এবং সোভিয়েত সরকারের কুৎসা করছিল। বিপ্লবের দ্বিতীয় দিনে, ২৬ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি 'রেচ', 'দেন', 'নোভোয়ে ভ্রেমিয়া' এবং অন্য যেসব প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্র সত্য ঘটনাকে বিকৃত করছিল, শ্রমিক-কৃষক সরকারকে প্রতিরোধ কিংবা অমান্য করার এবং অপরাধমূলক কাজ করার উস্কানি দিচ্ছিল, সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুরা এই সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে প্রচণ্ড সোরগোল

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস, পেত্রগ্রাদ,
জানুয়ারি ১৯১৮

লাল ফৌজের সৈন্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, পেত্রগ্রাদ, মার্চ ১৯১৮

মস্কোর লাল চকে লেনিন সামরিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন, ২৫ মে, ১৯১৮

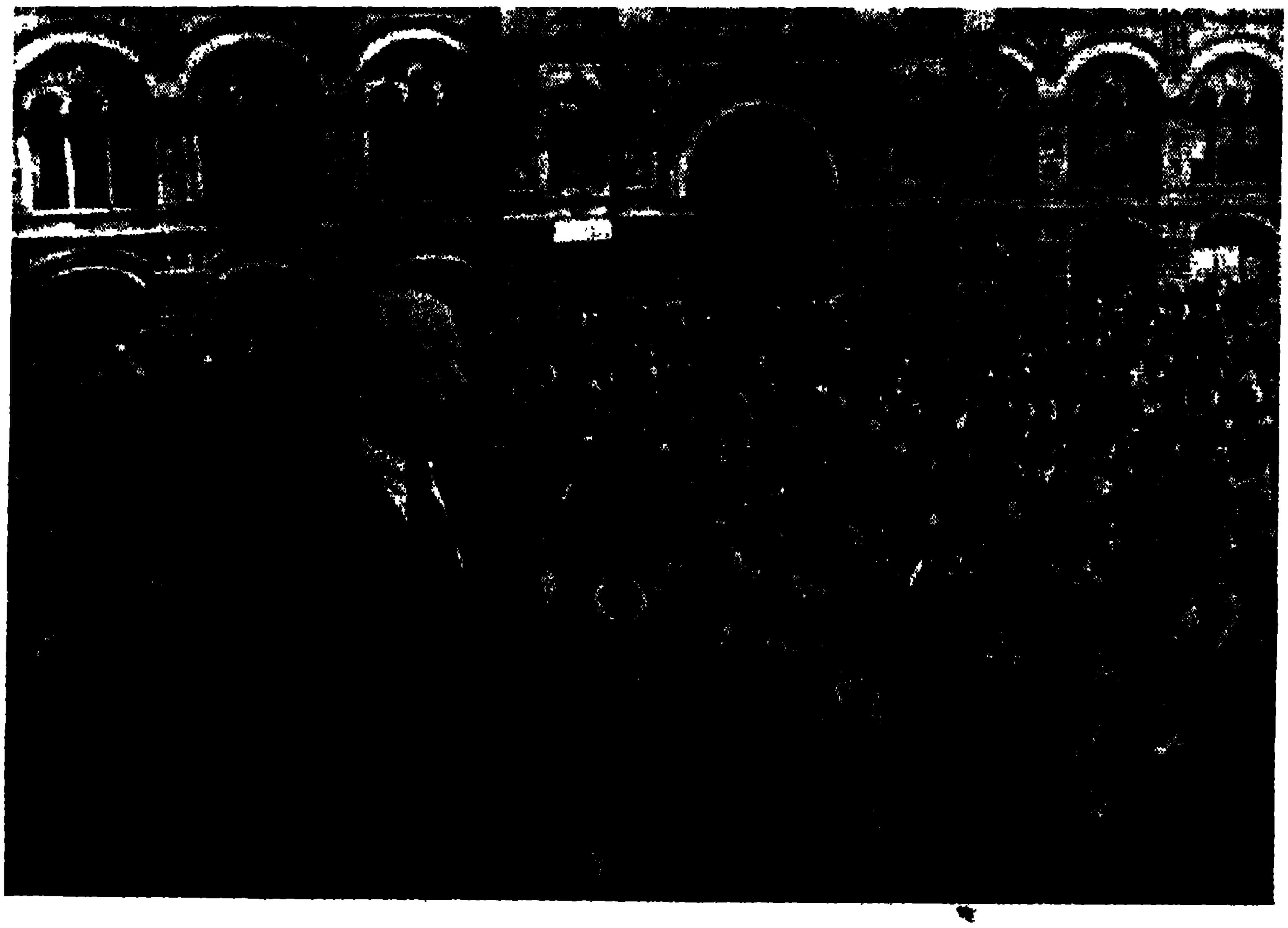

লাল ফৌজের প্রথম ইউনিটগুলির একটি — গ্রামের গরিবদের নিয়ে তৈরি রেজিমেণ্ট, ১৯১৮

লাল ফৌজের পদাতিক সৈন্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, ১৭ (৩০) মার্চ, ১৯১৮

এক আন্তর্জাতিক ইউনিটের একদল সদস্যের সঙ্গে অ্যালবার্ট রিস উইলিয়মস

মস্কোর ক্রেমলিনে লেনিন তাঁর অফিসে, মস্কো, ১৬ অক্টোবর, ১৯১৮

শিশুরা বিনামূল্যে দিনের খাবার পাচ্ছে, পেত্রগ্রাদ, ১৯১৮

উত্তরাঞ্চলের গরিব কৃষক কমিটিগুলির কংগ্রেসে একদল প্রতিনিধি, পেত্রগ্রাদ, নভেম্বর ১৯১৮

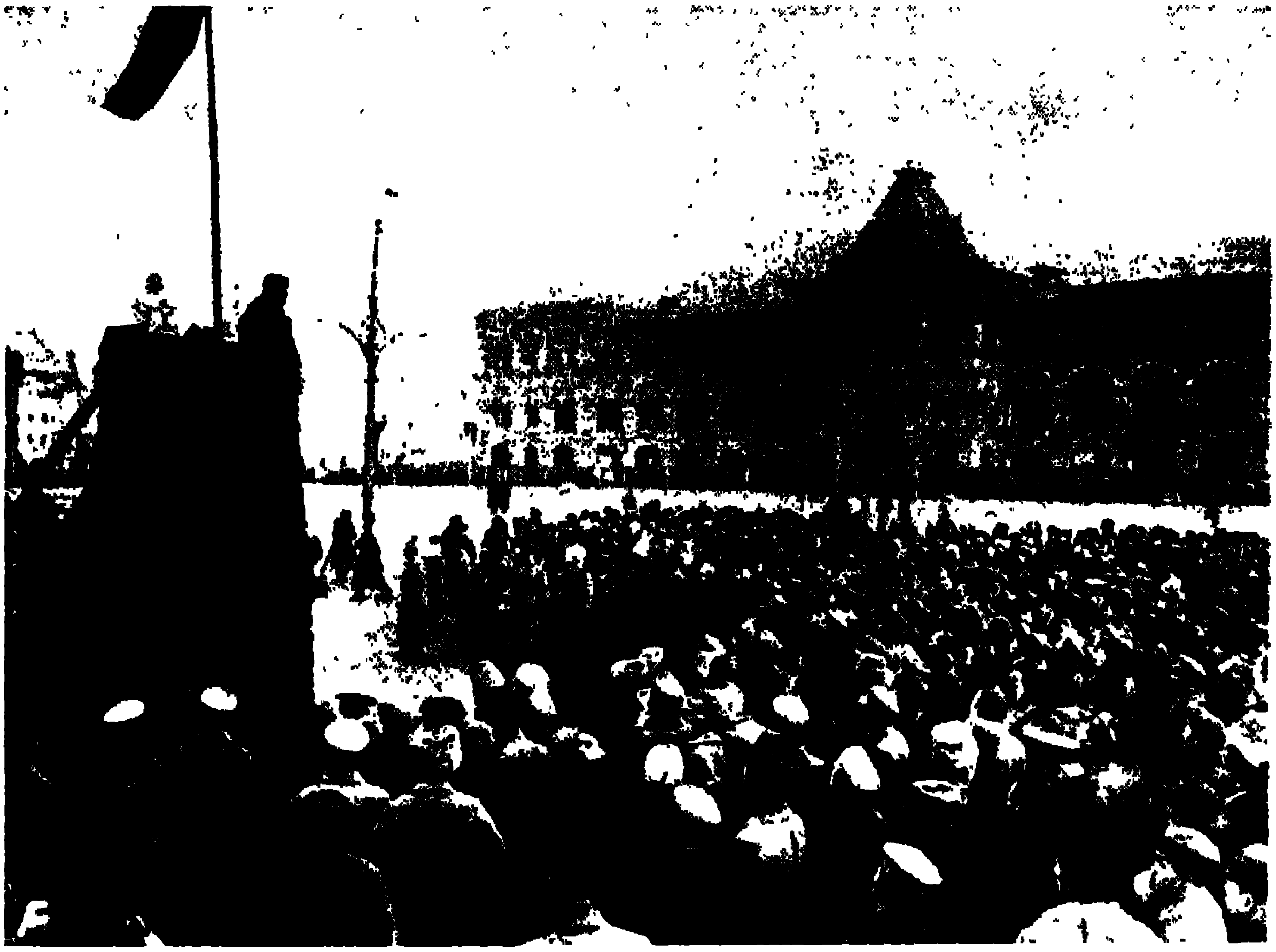

অক্টোবর মহাবিপ্লবের প্রথম বার্ষিকীতে মস্কোর লাল চকে লেনিন বক্তৃতা করছেন
মস্কো, ৭ নভেম্বর, ১৯১৮

জুড়ে দেয়। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাও সংবাদপত্র-সংক্রান্ত নির্দেশনামার বিরোধিতা করে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে তাদের সমর্থন করে বলশেভিক গোষ্ঠীভুক্ত বিরোধী মতাবলম্বী কয়েকজন সদস্য। এই বিষয়ে লেনিন তাঁর বক্তৃতায় আপসপন্থীরা ও বিরোধীপক্ষ যে বুর্জোয়া 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার' ওকালতি করছিল তার আপাত-মনোহর ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র তুলে ধরেন। লেনিন ঘোষণা করেন, 'ইতিপূর্বেই আমরা বলেছিলাম যে আমরা যদি ক্ষমতা গ্রহণ করি তাহলে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার অভিপ্রায় আমাদের আছে। এই সমস্ত পত্রিকার অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ আর সমাজতন্ত্রী না-থাকা... আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করার সুযোগ বুর্জোয়াদের আমরা দিতে পারি না..., কালেদিনের বোমাকে আমরা মিথ্যাচারের বোমা দিয়ে আরও শক্তিশালী করতে দিতে পারি না।' (১২৭)

লারিনের প্রস্তাবটি পরাস্ত হয়। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গণ-কমিসার পরিষদের কাজ অনুমোদন করে। প্রতিবাদে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ঘোষণা করে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তাদের প্রতিনিধিদের তারা প্রত্যাহার করে নেবে। ঠিক এই সময়েই এক দল বিরোধী-মতাবলম্বী গণ-কমিসার সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। এর পরে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা অভিযোগ তোলে যে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রথমে পেশ না করেই সরকার নির্দেশনামাগুলি প্রকাশ করেছে।

বিতর্কে লেনিনকে তিন বার বক্তৃতা দিতে উঠতে হয়। তিনি বলেন যে বিপ্লবের স্বার্থ যখন বিপন্ন, পরিস্থিতি যখন দৃঢ়পণ ও জরুরী ব্যবস্থা দাবি করছে, তখন সোভিয়েত সরকার তার কাজে আনুষ্ঠানিক সব রকম খুঁটিনাটি মেনে চলতে পারে না। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের তিনি সংসদীয় প্রতিবন্ধকতার সাফাই-গাইয়ে বলে অভিহিত করেন। (১২৮)

ভোটে দেওয়া হয় দুটি প্রস্তাব: বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের গণ-কমিসার পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, এবং ম. স. উরিৎস্কির— সোভিয়েত সরকারের কাজ অনুমোদন করে প্রস্তাব। শেষোক্ত প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়।

অধিকন্তু, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা পেত্রগ্রাদ শহর দুমা ভেঙে দেওয়ার বিরোধিতা করে, যে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিল তাদের গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করে এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বহু অধিবেশনেই তারা এমন সমস্ত প্রতিবাদ, চরমপত্র ও প্রশ্ন তোলে যা আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তোলে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারিদের সমস্ত প্রয়াস পরাস্ত হয়, কিন্তু তারা সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি ছেড়ে সরে আসতে ইতস্তত করতে থাকে। এই মনোভাব ব্যাখ্যা করে তাদের অন্যতম নেতা ভ. আ. আলগাসভ নভেম্বর ১৯১৭-তে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে বলেন যে স্মোল্নি থেকে চলে আসাটা হবে 'চরম বুদ্ধিহীনতার' কাজ। '...আমরা কেন বিপ্লব ছেড়ে চলে এলাম সে কথা আমরা জনগণকে বোঝাতে পারব না, বস্তুত পক্ষে, আমাদের দুটি বা তিনটি বুর্জোয়া সংবাদপত্র খোলার দাবি বলশেভিকরা প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই নয়।'

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজকে মেনশেভিকরা প্রকাশ্যভাবেই বানচাল করে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনগুলিতে যোগদান করার পর তাদের কেউ কেউ ছুটত প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটির' অধিবেশনে, অথবা সোভিয়েতসমূহের ১ম কংগ্রেসে নির্বাচিত যে কার্যনির্বাহী কমিটি সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কর্মভার ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল তার অধিবেশনে যোগ দিতে। সোভিয়েতসমূহের পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে প্রতিবিপ্লব ব্যবহার করেছিল সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে নির্বাচিত সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে। পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সোভিয়েত-বিরোধী সংবাদপত্র, ইস্তাহার ও আবেদন প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ছাপাখানাগুলি তা ছাপতে অস্বীকার করে। যেগুলি ছাপা হয়েছিল সেগুলি কল-কারখানায় ও সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলিতে গ্রহণ করা হয়নি। 'কারখানাগুলিতে ঢোকার চেষ্টা আমরা দুবার করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনতেই রাজী হল না,' পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জনৈক সদস্য সেই সংস্থার এক গোপন সভায় এই অনুযোগ করেন। আরেকজন সদস্য স্বীকার করেন, 'ক্ষমতা রয়েছে বলশেভিকদের হাতে। জনসাধারণও তাদের দিকে।' আরও একজন হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে, এখন আমরা আর কিছুই করতে পারি না।'

তা সত্ত্বেও, প্রতিবিপ্লবের কাছ থেকে উৎসাহ নিয়ে পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ৮ নভেম্বর তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি দাবি করে যে তিন দিনের মধ্যে তাকে তার কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে। এই দাবি মানা হয় না। ১৯ নভেম্বর সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিমণ্ডলী পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দখলীকৃত সম্পত্তি ও বিশেষ তহবিল ক্রোক করার এবং দলিলপত্র ও সমস্ত ফাইল ফেরৎ নেওয়ার আদেশ দেয়। দুদিন পরে গণ-কমিসার পরিষদ পুরনো কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকৃত সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশনামা জারী করে।

সোভিয়েত-বিরোধী উপদলগুলির অন্তর্ঘাত ও প্রতিবিপ্লবের হিংস্র প্রতিরোধ কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকরা সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ বিপ্লবী সংস্থা হিসেবে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছিল।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজের সমস্ত বোঝাটা পড়েছিল বলশেভিকদের কাঁধে, বিশেষ করে তার চেয়ারম্যান ইয়া. ম. স্ভের্দলভের উপরে — সোভিয়েত রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করার কাজে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও অদম্য কর্মোৎসাহ নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন গুণী সংগঠক, নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ও মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; পার্টিতে এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাভাজন।

স্ভের্দলভ সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন, তার সভাপতিমণ্ডলীর নেতৃত্ব দিতেন, আলোচ্যসূচি তৈরি করতেন, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের সর্বদা করণীয় কাজ বুঝিয়ে দিতেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য কর্মী নির্বাচনে সাহায্য করতেন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক হিসেবে তাঁর কর্তব্য পালন করতেন।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনগুলিতে বিবেচিত হত নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্ন: সরকারের গঠনবিন্যাস, তার আইনগত ক্ষমতা, সংবিধান সভা আহ্বান, প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, খাদ্য সমস্যা, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সরকারের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন গণ-কমিসারিয়েটের কাছ থেকে প্রতিবেদন শুনত, এবং নির্দেশনামা পাস ও অনুমোদন করত।

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নির্দেশনামা পাস করা হয়েছিল সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের নামে। তা ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তা শুধু আইন পাসই করত না, বলবৎ করতেও সাহায্য করত। তার সদস্যরা কাজ করত স্থানীয় সোভিয়েতগুলিতে, ট্রেড ইউনিয়ন ও সামরিক সংগঠনগুলিতে। স্থানীয় অঞ্চলগুলি থেকে আসা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকারী ভেঙে-দেওয়া সশস্ত্র বাহিনীর শত শত সৈনিকের সঙ্গে তাকে দেখা করতে হত, বিভিন্ন নির্দেশনামার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হত এবং সেগুলিকে কীভাবে কার্যকর করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে হত। এই কমিটি তার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের ও প্রচারাভিযান-সংগঠকদের পাঠাত বিভিন্ন শহরে, উয়েজদে ও ভলোস্তে, তাদের কাজ সংজ্ঞায়িত হত লেনিনের স্বাক্ষরিত বিশেষ নির্দেশাবলীতে।

সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং তার কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ক্ষমতার সংস্থাগুলি গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি বড় কাজ ছিল কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে নির্বাচিত সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মিলন।

মে ১৯১৭-তে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে নির্বাচিত ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি বিপ্লবের পরেও কৃষকদের নেতৃত্বের দাবি বজায় রেখে চলেছিল। কৃষকদের সোভিয়েতসমূহকে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে তা আহ্বান জানিয়েছিল সোভিয়েত ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করতে। বলশেভিকদের পক্ষে এই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির স্বরূপ কৃষকদের সামনে ও বিপ্লবের স্বার্থে উদ্ঘাটন করা এবং বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য, সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সঙ্গে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহকে একত্রে মেলানো দরকার হয়েছিল।

সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে বহু কৃষক সোভিয়েতেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল না, এই কথা বিবেচনা করে সেই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে স্থানীয় কৃষক সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের দিয়ে প্রসারিত করা যেতে পারে। তদনুযায়ী, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস থেকে যেসব সংগঠনের প্রতিনিধিরা বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের সদস্যদের নিয়ে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে প্রসারিত করা সম্ভব বলে মনে করে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই সিদ্ধান্ত থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে নির্বাচিত সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির গঠনবিন্যাস পরিবর্তন করা যাবে, এবং তদ্দ্বারা তার নীতি রদবদল করা যাবে, এই ভরসায় তারা কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে যান্ত্রিকভাবে অন্তর্ভুক্তি দাবি করে। তাদের হিসাবটা ছিল সোজা। কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি যেহেতু মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নিয়ে তৈরি ছিল, সেই হেতু সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে তারা অন্তর্ভুক্ত হলে বলশেভিকদের উপরে তারা প্রাধান্য অর্জন করতে পারবে। বলশেভিকরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এই যুক্তিতে যে কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া

সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি এখন আর কৃষকদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে না।

বলশেভিকরা বলে যে কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি একমাত্র নতুন নির্বাচনের পরেই, এবং কৃষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী তার গঠনবিন্যাসের পরিবর্তনের পরেই সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে একত্র হয়ে মিলে যেতে পারে। কিন্তু এ কাজ করতে পারে একমাত্র কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসই।

কৃষকদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের সময় নির্ধারিত ছিল অগস্ট ১৯১৭, কিন্তু জনগণ বামাভিমুখী হয়ে ওঠায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কংগ্রেস স্থগিত রাখে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তারপর অক্টোবর পর্যন্ত, এবং সব শেষে নভেম্বর ১৯১৭ পর্যন্ত। অক্টোবর বিপ্লবের পর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কবলিত কার্যনির্বাহী কমিটি প্রকাশ্যেই সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করে।

কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করে সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে নির্বাচিত সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি।

কংগ্রেস শুরু হয় ১০ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে। এটিকে বলা হয় বিশেষ কংগ্রেস, কারণ কংগ্রেস যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন খুব কম সংখ্যক প্রতিনিধি পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছেছিল। তবে, অধিবেশন চলাকালীন, ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছয়; ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাতে যোগদানকারী চূড়ান্ত ভোটাধিকারসম্পন্ন প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩০ জন: ১৯৫ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৬৫ জন দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মধ্যপন্থী এবং ৩৭ জন বলশেভিক।

কংগ্রেসের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন জন রীড: 'বিরাট হলটি ছিল লোকে ভর্তি, অবিশ্রান্ত কলরবে কাঁপছিল; গভীর দুর্দম তিক্ততা প্রতিনিধিদের ভাগ করে রেখেছিল কতকগুলি ক্রুদ্ধ গোষ্ঠীতে। ডান দিকে, ইতস্তত কিছু অফিসারদের তকমা এবং বয়োবৃদ্ধ, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষকদের গোষ্ঠীপতিসুলভ দাড়িভর্তি মুখ; মাঝখানে কিছু কৃষক, সনদহীন অফিসার এবং কিছু সৈনিক; আর বাঁ দিকে প্রায় সমস্ত প্রতিনিধির পরনেই সাধারণ সৈনিকের উর্দি। এই শেষের দলটি হল তরুণ সম্প্রদায়, যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করছিল... গ্যালারিগুলি ছিল শ্রমিকে ভর্তি।'

নিজেদের সংখ্যালঘু অবস্থা বুঝতে পেরে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমর্থন পাওয়ার উপরে নির্ভর করে। এ আশা করার কিছু কারণও ছিল, কারণ তাদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করার অভিপ্রায় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ছিল না।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, তাদের নিজেদের ভাষাতেই, চেয়েছিল বলশেভিকদের এবং 'সমগ্র গণতন্ত্রের' মধ্যে 'সেতু' হিসেবে কাজ করতে। যাই হোক, খোলাখুলি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করার সাহস তাদের হয়নি, ভয় ছিল কৃষকরা তাদের উপরে তখনও যেটুকু আস্থা রেখেছিল তাও নষ্ট হয়ে যাবে। কংগ্রেসকে ইচ্ছামতো পরিচালিত করা যাবে না বুঝতে পেয়ে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যায়।

অধিবেশনগুলি হয় তুমুল বাকবিতণ্ডাপূর্ণ, বিশেষভাবে তীব্র সংগ্রাম চলে ক্ষমতা ও জমির প্রশ্ন নিয়ে। কংগ্রেসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা গণ-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান রূপে ভ. ই. লেনিনের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন শুনতে অস্বীকার করে। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কলেগায়েভ বলেন, 'আমরা যদি এখন গণ-কমিসারদের বক্তৃতা করতে দিই, তাহলে ক্ষমতার প্রশ্নটি আগে থেকেই নির্ধারিত করে ফেলব আমরা।' লেনিন তাই বক্তৃতা করতে ওঠেন গণ-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান রূপে নয়, বলশেভিক গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি হিসেবে। তবে আসল কথা এই যে বলশেভিকদের কর্মসূচি ও নীতি সম্পর্কে কৃষকরা সত্যি কথা শুনতে পায় ব্যক্তিগতভাবে লেনিনের কাজ থেকে। বিপ্লবের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য প্রসঙ্গে লেনিন দেখান যে শ্রমজীবী কৃষকদের বহুযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্জিত হতে পারে একমাত্র যদি তারা প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তিনি দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিবিপ্লবী অভিসন্ধি আর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অসংগতি নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করেন।

কৃষক প্রতিনিধিদের বিশেষ কংগ্রেসে পরাজিত হওয়ার পরও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আশা করতে থাকে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে তারা তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে পারবে। ২৫ নভেম্বর তারিখে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক যুক্ত অধিবেশনে এই কংগ্রেস আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার কারণ, বিশেষ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য যারা উপস্থিত হতে পারেনি এমন বহু প্রতিনিধি পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছেছিল নভেম্বর মাসের শেষে। তারা ছিল প্রধানত কৃষক প্রতিনিধিদের গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধি, পুরনো দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের তাড়াহুড়ো করে তলব করে এনেছিল।

কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন চলে ২৬ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত, এবং তাতে যোগ দেয় বিশেষ

কংগ্রেসে যোগদানকারী সমস্ত প্রতিনিধি ও সদ্য আগত সমস্ত প্রতিনিধি। অধিকাংশ প্রতিনিধি ছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং বলশেভিক। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দলে টানার এবং তাদের প্রয়োজন মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে নেওয়ার সব চেষ্টাই করে। সংবিধান সভা সম্পর্কে মনোভাব এবং 'বিপ্লবের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের নেতাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে ও কাদেতদের জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে' গণ-কমিসার পরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনোভাব উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিপ্লবী ব্যবস্থাবলীর সারমর্মকে বিকৃত রূপে উপস্থিত করে এবং বলশেভিকদের নামে গৃহযুদ্ধ শুরু করার অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে।

বলশেভিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে লেনিন কংগ্রেসে ভাষণ দেন ২ ডিসেম্বর তারিখে। তাঁর পূর্ববর্তী বক্তা, জনৈক মেনশেভিক, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার চিরাচরিত কুৎসার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন যে সোভিয়েত ক্ষমতা দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র বেঅনেটের উপরে এবং বলশেভিকরা জার্মানদের কাছ থেকে অর্থ পাচ্ছে। এই আবোল-তাবোল শুনে লেনিন হেসে উঠেছিলেন। বক্তা তাঁর কথায় লেনিনকে অভিভূত করে ফেলেছেন ভেবে মুখ ঘুরিয়ে লেনিনের দিকে তাকান। কিন্তু লেনিন হাসছেন দেখে বলে ওঠেন: 'দেখুন, দেখুন! লোকটি কেমন হাসছে!' এতে সভাকক্ষে হাস্যরোল ওঠে এবং অসংলগ্ন কয়েকটি কথা বলার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেই মেনশেভিক মঞ্চ থেকে চলে যান।

লেনিন বলেন, 'আমি যখন এখানে এসে পৌঁছই তখন শেষ বক্তার বক্তৃতার একটা অংশ শুনতে পেয়েছি, তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে আপনাদের বলেছেন যে বেঅনেটের ডগায় আমি আপনাদের ছত্রভঙ্গ করতে চাই।' (১২৯)। লেনিন আরও বলেন, 'লোকে যখন আমাকে বলে যে বেঅনেটগুলি সোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে এবং বৈরিভাবাপন্ন সংবাদপত্রের স্তম্ভ থেকে সচীৎকারে তা বলা হয়, তখন আমি শুধু হাসি। বেঅনেটগুলি রয়েছে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের হাতে, এবং যতদিন পর্যন্ত তা থাকবে ততদিন সেগুলি কখনোই সোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে চালিত হবে না।' (১৩০)

সংবিধান সভার যে-প্রশ্নটিকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা নিশান করে তুলেছিল, সেই প্রশ্ন সম্পর্কে বক্তব্য প্রসঙ্গে লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেন যে ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতসমূহ যেকোনো সংবিধান সভার চাইতে উঁচু। কিন্তু, বলশেভিকরা তা আহবান করতে অস্বীকার করেনি। লেনিন বলেন, ৪০০ জন প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট সংখ্যার অন্তত অর্ধেক এসে পৌঁছলেই সংবিধান সভা শুরু হবে। এই উক্তি

দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের উপরে আঘাত হানে, কারণ তারা জনগণকে বোঝাচ্ছিল যে বলশেভিকরা সংবিধান সভা আহ্বানের বিরোধী।

সংবিধান সভার সদস্য—কাদেতদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে লেনিন বলেন যে সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের ইচ্ছার সঙ্গে তা সম্পূর্ণ রূপে সংগতিপূর্ণ। তিনি হুঁসিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যেসব লোক শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করছে, তারা যখন আরেক হাতে তাদের সংবিধান সভার পরিচয়পত্র দেখায়, তখন আমরা তাতে ভয় পেয়ে নিবৃত্ত হব না।' (১৩১)

একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে বলা হয় যে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস মনে করে সংবিধান সভা অবিলম্বে আহ্বান করা উচিত এবং সংবিধান সভার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত শান্তি, জমি এবং উৎপাদন ও উপভোগ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলিকে। কংগ্রেস অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতার সংহতিসাধন দাবি করে। ক্ষমতার বিপ্লবী সংস্থা কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সঙ্গে সংবিধান সভার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টাকে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলির উপরে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করবে এবং সে কাজে তার দৃঢ় বিরোধিতা করবে।

কংগ্রেস গণ-কমিসার পরিষদের কাজ অনুমোদন করে এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের এক নতুন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে: এই নতুন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। কৃষকদের উদ্দেশে এক আবেদন গ্রহণ করে কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়।

এই সংযুক্তির পর, সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে বলশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ বলশেভিক বিপ্লবী কর্মসূচিকে সুসংগতভাবে বাস্তবে রূপায়িত করে।

২। বলপ্রয়োগের বুর্জোয়া সংস্থাগুলির বিলোপ। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র রক্ষার ব্যবস্থা সৃষ্টি

লেনিন বলেছেন, 'কোনো বিপ্লবেরই কোনো মূল্য নেই যদি না তা নিজেকে রক্ষা করতে পারে'... (১৩২) 'প্রাচীনের ভেঙে-পড়ার আশঙ্কা এবং নতুনের জন্য লড়াই' শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদী শিক্ষার

বিকাশ ঘটিয়ে তিনি লিখেছেন যে 'এক বিশেষ রাষ্ট্র... বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবর্তী উত্তরণকালের উপযুক্ত হয়, যথা, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র।' প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রে 'এক সংক্ষুব্ধ যুদ্ধের রাষ্ট্র, প্রলেতারীয় ক্ষমতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামরিক ব্যবস্থার রাষ্ট্র' পূর্বানুমিত। (১৩৩)

বিজয়ী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত শোষক শ্রেণীগুলি যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তাতে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের এই নীতিটির—প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা দমন---দৃঢ়পণ রূপায়ণ দরকার হয়ে পড়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদের প্রধান অবলম্বন—পুরনো মিলিশিয়া (পুলিস), বিচার বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনীর বিলোপসাধনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল। সেই সঙ্গে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য এবং সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শোষক শ্রেণীগুলিকে দমন করার জন্য সংস্থাসমূহ গঠন করাও দরকার ছিল।

প্রতিবিপ্লবীরা শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল, শহরগুলির জন্য খাদ্য সরবরাহ বানচাল করেছিল এবং সংগঠিত করেছিল সামরিক ষড়যন্ত্র ও সোভিয়েত নেতাদের পরিকল্পিত হত্যা। জনসমষ্টির পশ্চাৎপদ অংশকে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য তারা জঘন্যতম প্ররোচনা দিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭-র নভেম্বরের মাঝামাঝি পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও অন্যান্য শহরে সংগঠিত করা হয়েছিল পানমত্ত দুর্বৃত্তদের হামলা এবং দোকানপাট ঘরবাড়ি লুঠপাট ও তার সঙ্গে অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড।

প্রতিবিপ্লবী, দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী ও উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে পেত্রগ্রাদ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি দৃঢ়পণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শহরে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গঠিত হয় শ্রমিক-লাল রক্ষী ও নাবিকদের ইউনিট। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি অরাজকতা রোধ করার জন্য এক বিশেষ কমিটি গঠন করে। কিন্তু আইন বলবৎ করার জন্য শ্রমিক ও বিপ্লবী নাবিকদের সেনাদলগুলি সংখ্যাগতভাবে এত ছোট ছিল যে তা কার্যকর হতে পারেনি।

বিপ্লবী আইন-শৃঙ্খলা কার্যকরভাবে রক্ষা করতে সক্ষম এক স্থায়ী ও সুসংগঠিত শ্রমিকদের মিলিশিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের দরকার হয়েছিল। ২৮ অক্টোবর তারিখে আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট শ্রমিকদের মিলিশিয়া সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই সিদ্ধান্ত শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সমস্ত সোভিয়েতের পক্ষে অবশ্যপালনীয় করা হয়। পুরনো মিলিশিয়ার বিলোপ ঘটানো হয় এবং তার শ্রেষ্ঠতম, গণতান্ত্রিক লোকেদের গ্রহণ করা হয় নতুন মিলিশিয়ায়।

জনগণের বিচার বিভাগের উপরেও অনুরূপভাবে বিপ্লবী শৃঙ্খলা ও সমাজতান্ত্রিক আইনানুগতা রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গণ-উদ্যোগে তৈরি হয়

বিপ্লবী আদালত, গণ-কমিসার পরিষদ প্রনো বুর্জোয়া বিচার বিভাগ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশনামা জারী করার আগে। ডাকাতি, মুনাফাবাজী, গুণ্ডামি ও পানমত্ততার মোকাবিলা করার জন্য পেত্রগ্রাদের ভিবর্গ মহল্লার শ্রমিকরা গঠন করে অন্যতম প্রথম প্রলেতারীয় আদালত। এই আদালতে ছিল জেলা সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের জেলা ব্যুরো, কারখানা কমিটি ও ভারাটিয়া কমিটিগুলির প্রতিনিধিরা। এই অসাধারণ আদালতে প্রথম শুনানি হয় নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে এবং এই আদালত যেসব দণ্ডাদেশ দেয় সেগুলি বিপ্লবী শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষার ঐকান্তিক বাসনাসঞ্জাত। পুরনো ফৌজদারি আইনকানুন বর্জন করে গণ-আদালতগুলি চালিত হয় বিপ্লবী সচেতনতা ও বিবেক দিয়ে। পুরনো আইনগুলি প্রযুক্ত হয় সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে না।

পুরনো বিচার বিভাগ ও অভিশংসকের দপ্তর বিলুপ্ত করে গণ-কমিসার পরিষদ ২২ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে যে নির্দেশনামা জারী করে তাতে গণ-উদ্যোগে গঠিত গণ-আদালতগুলির অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করা হয়।

নতুন বিচার বিভাগ গঠিত হয় ও কাজ চালায় বিচার সংক্রান্ত গণ-কমিসারিয়েটের সামগ্রিক পরিচালনাধীনে। নতুন নির্দেশনামা অনুযায়ী বিচারকরা নির্বাচিত হয় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার থাকে তাদের ফিরিয়ে আনার; বিচার হয় জনসমক্ষে, সেখানে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকে এবং বিচারের রায় দেওয়া হয় আইন সম্পর্কে জনগণের বোধের ভিত্তিতে।

ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম আদালতগুলি শুধু দণ্ডদানের সংস্থা নয়, শিক্ষার সংস্থাও হয়ে ওঠে। অপরাধ অনুযায়ী আদালতগুলি শাস্তির মাত্রা স্থির করে, যেমন বাধ্যতামূলক সামাজিক শ্রম, প্রকাশ্য তিরস্কার, প্রভৃতি, যার উদ্দেশ্য হল শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনঃশিক্ষিত করা। গণ-আদালতগুলি প্রধানত ফৌজদারি মামলার বিচার করে।

প্রতিবিপ্লবীদের এবং অন্তর্ঘাতকদের বিচারের জন্য গঠিত হয় বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত। প্রথম দিকে এই ট্রাইব্যুনালগুলি অত্যন্ত লঘু দণ্ড দিত। কাউণ্টেস স. ভ. পানিনার বিচারই এর পরিচায়ক। ইনি অস্থায়ী সরকারে নিজের উ'চু পদকে কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ তছরূপ করেছিলেন এবং সেই অর্থ প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাতের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। বুর্জোয়া সংবাদপত্রে এই মামলা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। পানিনাকে অভিহিত করা হয়েছিল 'শহীদ' বলে এবং 'বলশেভিকদের শিকার' বলে। বিচারকক্ষে তিলধারণের স্থান ছিল না। বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল পানিনাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করে এবং তাকে তছরূপ করা অর্থ ফেরৎ দেওয়ার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়।

বলশেভিকরা 'নিষ্ঠুর'—বুর্জোয়াদের এই অভিযোগের কোনোই ভিত্তি ছিল

না। সেই সময়ে লেনিন লিখেছিলেন: 'আমাদের একমাত্র দোষ—যদি কোনো দোষ থাকে—এই যে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আমরা ছিলাম বড় বেশি কোমলপ্রাণ, বড় বেশি সদয়।' (১৩৪)

প্রতিবিপ্লবীদের অপরাধ যত জঘন্য হয়, তাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের অস্ত্র তত বেশি শাণিত হয়ে ওঠে। সংগ্রামের অভিজ্ঞতা গণ-আদালত ও বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালগুলিকে শেখায় শত্রুদের নির্দয়ভাবে শাস্তি দিতে।

কিন্তু, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও শাস্তি দেওয়ার পক্ষে শুধু বিচার বিভাগই যথেষ্ট ছিল না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন নিয়ে আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব প্রকাশ্য সশস্ত্র তৎপরতার প্রস্তুতিতে তার সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল। বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য দরকার ছিল এমন সমস্ত সংস্থা তৈরি করা যেগুলি সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে কাজ করতে সচেষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে। গণ-কমিসার পরিষদ ৭ ডিসেম্বর তারিখে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিবেদনটি পাঠ করেন ফ. এ. দ্জের্জিন্স্কি। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে 'প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতকদের মোকাবিলা করা সম্পর্কে' লেনিন একটি নির্দেশনামার খসড়া সহ তাঁকে একটি নোট পাঠান, (১৩৫) তাতে তিনি লেখেন যে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে: 'বুর্জোয়াশ্রেণী, ভূস্বামীরা ও সমস্ত ধনিক শ্রেণী মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে বিপ্লবকে নষ্ট করতে, যে বিপ্লবের লক্ষ্য হল শ্রমিকদের, শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা।

'বুর্জোয়াশ্রেণী জঘন্যতম অপরাধ করতে প্রস্তুত; সমাজচ্যুত ও সমাজের অধঃপতিত লোকজনকে তারা ঘুষ দিচ্ছে এবং মদ্যপান করাচ্ছে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাদের ব্যবহার করার জন্য। বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থকরা, বিশেষ করে উচ্চতর পদের কেরানিকুল, ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা, প্রভৃতিরা তাদের কাজ বানচাল করছে এবং সরকারের সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম রূপায়ণের ব্যবস্থাকে নষ্ট করার জন্য ধর্মঘট সংগঠিত করছে। তারা এতদূর পর্যন্ত গেছে যে খাদ্য সরবরাহ বানচাল করছে, তার দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে নিয়ে আসছে দুর্ভিক্ষের বিপদ।' (১৩৬)

লেনিনের নোট অবলম্বনে তৈরি দ্জের্জিন্স্কির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণ-কমিসার পরিষদ 'প্রতিবিপ্লব ও অন্তর্ঘাত দমনের জন্য সারা-রাশিয়া বিশেষ কমিশন' (চেকা) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নতুন সংস্থাটির কাজ হয়: ১) সারা রাশিয়ায় সমস্ত প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতমূলক প্রচেষ্টা ও তৎপরতা—তার উৎস যাই হোক না কেন—খতম ও দমন করা; ২) সমস্ত অন্তর্ঘাতক ও প্রতিবিপ্লবীকে এক বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা এবং তাদের মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থা স্থির করা।

চেকাকে প্রত্যক্ষভাবে গণ-কমিসার পরিষদের অধীনে রাখা হয়। প্রশ্ন ওঠে, এর নেতৃত্ব করবে কে? 'এর জন্য আমাদের একজন ভালো জ্যাকোবিন খুঁজে পেতে হবে,'

লেনিন একথা বলেছিলেন ফরাসী বিপ্লবীদের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীর কথা মনে রেখে: শত্রুদের প্রতি আপসহীন মনোভাব, সাহস, অনভিযোগ্য সততা ও দৃঢ়পণ। আর এই রকম মানুষ ছিলেন ফ. এ. দ্জের্জিন্স্কি — নিষ্ঠাবান ও বীর বিপ্লবী এবং লেনিনের শিষ্য ও সহযোগী। গণ-কমিসার পরিষদ তাঁকে চেকার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। বুর্জোয়াশ্রেণী অচিরেই লড়াইয়ে-পোড়-খাওয়া এই লেনিনবাদীর কড়া হাতের পরিচয় পায়। জনগণ তাঁকে অভিহিত করে 'বুর্জোয়াশ্রেণীর আতঙ্ক' বলে। ই. স. উনশ্লিখ্ট, ইয়া. খ. পেতের্স, ও ই. ক. ক্সেনোফন্তভ* সহ একদল পরীক্ষিত, অবিচল বলশেভিককে নতুন সংস্থার নানা পদে বসানো হয়। পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি চেকার কেন্দ্রীয় সংগঠনযন্ত্রে কাজ করার জন্য লোকহিতকর মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রমিক ও সৈনিকদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়।

অধিকন্তু, গণ-কমিসার পরিষদের সিদ্ধান্তে অপরাধীদের চেকা কতখানি শাস্তি দিতে পারবে তার মাত্রা নির্ধারিত হয়: '...সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, উচ্ছেদ, রেশন কার্ড থেকে বঞ্চিত করা, জনগণের শত্রুদের তালিকা প্রকাশ করা, ইত্যাদি।' কিন্তু ঘটনা প্রবাহে এই সিদ্ধান্ত সংশোধন করা দরকার হয়। প্রতিবিপ্লব তার অপরাধমূলক কাজকর্মের পরিধি বাড়িয়ে তোলে, তাই বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

চেকা সজাগ-সতর্কভাবে প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষা করে। সেটি হয়ে ওঠে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালক কেন্দ্রীয় সংস্থা। গুবের্নিয়া ও উয়েজদগুলিতে গঠিত হয় স্থানীয় বিশেষ কমিশন।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে প্রকাশিত 'সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েতের প্রতি' অভিভাষণে চেকা বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের আহ্বান জানায়। শ্রমজীবী জনগণের সহায়তায় চেকা অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করে সজাগ প্রহরায়।

সোভিয়েত-বিরোধী অন্তর্ঘাত পরিচালনার এক প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্র 'ধর্মঘট কমিটিসমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদ' এবং প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি উদ্ধার লীগ'-কে চেকা নির্মূল করে। পেত্রগ্রাদে চেকা অফিসারদের একটি সংগঠন খুঁজে বার করে সেটিকে নির্মূল করে, এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদ করে কালেদিনের নেতৃত্বে এক সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করা; 'সংবিধান সভা রক্ষা ইউনিয়নের' আড়ালে যেসব সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্ত করা হচ্ছিল, সেগুলিকে চেকা চূর্ণ করে। ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে বিদেশী দূতাবাসগুলির, বিশেষ করে কালেদিনের অফিসারদের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যে যোগাযোগ ছিল তা চেকা

* কয়েকজন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি চেকার পদ পেয়েছিল তাদের পার্টির সঙ্গে একটি চুক্তি হওয়ার পর।

আবিষ্কার করে। পেত্রগ্রাদ-স্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড আর. ফ্রান্সিস এবং মার্কিন রেড ক্রস মিশনের কর্নেল জি. অ্যান্ডারসন দন অঞ্চলে কালেদিনকে ৮০টি মোটর গাড়ি ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামে বোঝাই ৩৫টি ওয়াগনের একটি ট্রেন পাঠাতে চেষ্টা করেছিলেন। চেকার কর্মীরা ট্রেনটি আটক করে।

২১ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে এক অধিবেশনে গণ-কমিসার পরিষদ ফরাসী মিশনের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করার কৌশল ও ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করে। বিদেশী গুপ্তচর এবং নাছোড়বান্দা অন্তর্ঘাতক ও মুনাফাবাজদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের চক্রান্ত ফাঁস করা হয়।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের একটি সংস্থা হিসেবে চেকার সাফল্যের রহস্য এইখানে যে শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে এবং পার্টি ও স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। দুবছর বাদে, সোভিয়েতসমূহের ৭ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯১৯) লেনিন বলেছিলেন: '...সোভিয়েত সরকার যখন এক দুরূহ কালপর্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং বুর্জোয়া শক্তিগুলি যখন চক্রান্ত করছে এবং এক চরম মুহূর্তে আমরা যখন এই সব চক্রান্ত উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হই— তারা কি তখন ভাবে যে এগুলি আন্দাজে আবিষ্কৃত হয়? না, আন্দাজে নয়। এগুলি আবিষ্কৃত হয়, কারণ চক্রান্তকারীরা বাস করে জনসাধারণের মধ্যে, কারণ শ্রমিক ও কৃষকদের বাদ দিয়ে তারা তাদের চক্রান্তে সফলকাম হতে পারে না আর সেইখানেই, শেষ পর্যন্ত তারা গিয়ে পড়ে এমন সব লোকের মধ্যে যারা... চেকার কাছে গিয়ে বলে যে শোষকরা অমুক জায়গায় জড়ো হয়েছে।' (১৩৭) লেনিন বলেন, চেকা হল '...আমাদের চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী লোকেরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও অসংখ্য আক্রমণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে আমাদের কার্যকর অস্ত্র'।

বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাবার সঙ্গে সঙ্গে, বলশেভিক পার্টি, সমাজতান্ত্রিক আইনানুগতা পালন ও অপব্যবহার দমন করারও আহ্বান জানিয়েছিল। নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী হিসেবে চেকার কর্মীরা শত্রুর উপরে অপ্রতিরোধ্যভাবে আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আইনানুগতা ক পালন করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী গড়ার একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। শান্তির জন্য সোভিয়েত সরকারের অক্লান্ত সংগ্রাম সত্ত্বেও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মোট ১৫৮টি জার্মান ও অস্ট্রীয় ডিভিশন ছিল রুশ রণাঙ্গনে। শোষকদের তৈরি পুরনো সশস্ত্র বাহিনীকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। এই সশস্ত্র বাহিনী সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার কাজে সাহায্য করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার

ক্ষমতা তার ছিল না। যুদ্ধে শ্রান্ত, শান্তির জন্য উন্মুখ এই সৈন্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল। আর লাল রক্ষীদের কথা বলতে গেলে, তাদের বাহিনীগুলি শত্রুর নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে পারত না।

একটি নতুন, শ্রমিক ও কৃষকদের সেনাবাহিনী গঠন করা দরকার ছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলতে থাকার ফলে কাজটি ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

দরকার ছিল নতুন সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা এবং একই সঙ্গে, যেসব সৈন্য আছে তাদের দিয়ে রণক্ষেত্রে ঘাঁটি আগলানো এবং তাদের গণতন্ত্রীকরণ ও ক্রমে ক্রমে সেনাদল থেকে ছেড়ে দেওয়া।

সেনাবাহিনী ও নৌ-বিভাগীয় মন্ত্রিদপ্তরের পরিচালনাভার গ্রহণ করার জন্য গণ-কমিসার পরিষদ ব্যবস্থা নেয়। এই মন্ত্রিদপ্তরগুলি তখনই বিলুপ্ত করা সম্ভব ছিল না; তাদের হাতে ছিল বিশাল সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমগ্র রেজিস্ট্রেশন ও সরবরাহ ব্যবস্থার ভার। বলশেভিকদের পরিচালনাধীনে খুঁটিনাটি কাজ চালানোর জন্য এই মন্ত্রিদপ্তরগুলির উপযুক্ত যন্ত্র তৈরি করা দরকার ছিল।

সেনাবাহিনী মন্ত্রিদপ্তরের নেতৃত্বভার দেওয়া হয় সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে নির্বাচিত সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বিষয়ক কমিটিকে (ভ. আ. আন্তোনভ-ওভসেয়েঙ্কো, ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো ও প. ইয়ে. দিবেঙ্কো)। বিপ্লবের প্রতি ঘোরতর শত্রু ভাবাপন্ন এক হাজারের বেশি বিশেষজ্ঞকে মন্ত্রিদপ্তর থেকে বরখাস্ত করা হয়, তাদের স্থান গ্রহণ করে সৈনিকরা, সনদহীন অফিসাররা এবং সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি অনুগত অফিসাররা।

সামরিক যন্ত্র ও তার প্রধান প্রধান সংস্থায় পরিবর্তন ঘটে। সদ্য-আরব্ধ গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের দরুন তার আরও উন্নতিবিধান দরকার হয়। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বিষয়ক কমিটির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে তাকে পরিণত করা হয় সামরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটে। ৭ নভেম্বর তারিখে ন. ই. পদ্‌ভইস্কিকে সামরিক বিষয়ক গণ-কমিসার নিযুক্ত করা হয়, প. ইয়ে. দিবেঙ্কোকে করা হয় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর গণ-কমিসার এবং এনসাইন ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো হন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক।

পুরনো সশস্ত্র বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ করা হয়। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমস্ত ইউনিট থেকে প্রতিবিপ্লবী অফিসার ও জেনারেলদের বহিষ্কার করা হয়। ডিসেম্বর ১৯১৭-র মধ্যভাগ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ চলেছিল নিচু থেকে, তার পরে তা প্রণালীবদ্ধ ও ত্বরান্বিত করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ 'সশস্ত্র বাহিনীতে নির্বাচনের নীতি ও ক্ষমতার সংগঠন প্রসঙ্গে' এবং 'সকল সৈনিকের সমানাধিকার প্রসঙ্গে' নির্দেশনামা জারী করে। এই নির্দেশনামায় সশস্ত্র বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে গণ-কমিসার পরিষদের অধীনে

আনা হয়। প্রত্যেকটি সামরিক ইউনিটে কর্তৃত্ব থাকে সৈনিকদের কমিটির হাতে। রেজিমেণ্টাল পদ পর্যন্ত সমস্ত কম্যাণ্ডার সৈনিকদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত হয়; রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার পদের উপরের ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয় সৈনিকদের কমিটিগুলির কংগ্রেসে। কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করা হয়, কিন্তু সেটা কুচকাওয়াজ আর ডাণ্ডার শৃঙ্খলা ছিল না। তার ভিত্তি ছিল কমরেডসুলভ প্রভাব, সৈনিকদের কমিটিগুলির প্রাপ্ত মর্যাদা এবং সৈনিকদের বিপ্লবী চেতনা। সকল সৈনিকের সমানাধিকার ছিল। কর্পোরাল থেকে শুরু করে জেনারেল পর্যন্ত পুরনো সশস্ত্র বাহিনীর পদ ও উপাধিগুলি বিলুপ্ত করা হয়, তুলে দেওয়া হয় বৈশিষ্ট্যসূচক তকমা আর খেতাব। সেনাবাহিনীতে কর্মরত সকলকে অভিহিত করা হয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সৈনিক বলে।

বলশেভিক পার্টি ও সরকার পুরনো সশস্ত্র বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণের পাশাপাশি তাদের ভেঙে দেওয়ার কাজও চালায়। ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি করা হয়। ভেঙে দেওয়ার কাজ পরিচালনা করার জন্য বলশেভিক ম. স. কেদ্রভকে 'সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দেওয়ার বিভাগের সামরিক বিষয়ক' সহকারী গণ-কমিসার নিযুক্ত করা হয়। (১৩৮) ভেঙে দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন আলোচিত হয় সেনাবাহিনীর ও রণাঙ্গনের কংগ্রেসগুলিতে। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৭ থেকে ৩ জানুয়ারি, ১৯১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর এক কংগ্রেসে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি হয়।

পুরনো সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুতি চলে নতুন, সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টির। রণাঙ্গনে ও পশ্চাদ্ভাগের গ্যারিসনগুলিতে স্বেচ্ছাব্রতীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। পেত্রগ্রাদের শ্রমিকরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তাদের গঠিত সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর বিরাট একটি ইউনিট ১ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখেই রণক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করে। এই সেনাদলকে বিদায় জানাতে গিয়ে লেনিন সৈনিকদের এবং তাদের মধ্য দিয়ে 'পরাক্রান্ত এক বিপ্লবী সেনাবাহিনী যাঁরা গড়ে তুলবেন, সেই সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর প্রথম বীর স্বেচ্ছাব্রতীদের' অভিনন্দন জানান। (১৩৯)

নতুন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার ধরন ও পদ্ধতি স্থির করা হয় এবং এই কাজের ফলে তাদের চরিত্র ও তাদের সংগঠনের অন্তর্নিহিত নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

১৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ লাল ফৌজ গঠন সম্পর্কে নির্দেশনামা গ্রহণ করে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রমিক ও কৃষকদের লাল নৌবহর সংগঠিত করার নির্দেশনামা গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে, নতুন সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয় স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে। বিপ্লবের প্রতি সনিষ্ঠ শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের এবং পার্টি সংগঠন ও স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলির সুপারিশ-প্রাপ্ত পুরনো সেনাবাহিনীর

সৈনিকদের তাতে নেওয়া হয়। অধিনায়কত্বমূলক পদগুলি গ্রহণ করে শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা এবং সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি অনুগত পুরনো সেনাবাহিনীর অফিসাররাও। নতুন সশস্ত্র বাহিনী তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের অস্ত্র হিসেবে। শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের নিয়ে তৈরি এই সশস্ত্র বাহিনীতে মূর্ত রূপ লাভ করে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন।

৩। স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থা নির্মাণ ও তাদের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ

ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থা, সোভিয়েতসমূহ নির্মাণ ও তাদের অক্লান্ত কাজ বিপ্লবের একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকেই শুরু হয়।

স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে ক্ষমতার সংস্থা নির্মাণের কাজ পরিচালনা করে পার্টি কমিটিগুলি। পার্টির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পাঠানো হয় স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলিতে। বহু অঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম সংস্থাগুলির প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল লোকহিতকর মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রমিকরা। স্থানীয় সোভিয়েতসমূহ, প্রধানত গ্রামের ও ভোলস্ত সোভিয়েতসমূহ গঠনে ও তাদের কাজে এবং পুরনো জেমস্তভো পরিষদ ও দুমাগুলি বিলুপ্ত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে ভেঙে-দেওয়া সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকরা। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় বলশেভিকদের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে, ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবৃন্দ, সংবাদপত্র ও চিঠিপত্র মারফৎ তাদের পরামর্শ দেয়। স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির কাছে প্রেরিত ব্যবহারিক কাজ সংক্রান্ত নির্দেশে বলা হয় যে নতুন, বিপ্লবী ক্ষমতাকে যেসব জায়গায় সোভিয়েত সমর্থন করে না সেই সব জায়গায় নতুন নির্বাচন করতে হবে। সোভিয়েতগুলিকে সমস্ত অস্ত্রাগার প্রহরা দিতে, লাল রক্ষীদের সংগঠিত ও সশস্ত্র করতে, স্থানীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ করতে এবং কর্মকর্তাদের অন্তর্ঘাতের মোকাবিলা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটও সোভিয়েতসমূহ নির্মাণের কাজ পরিচালনা করে; এই গণ-কমিসারিয়েট সোভিয়েতসমূহের অধিকার ও কর্তব্য এবং তাদের কর্মপরিচালন-যন্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে নির্দেশ পাঠায়। এই সমস্ত নির্দেশে বলা হয় যে ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতসমূহ স্থানীয় বিষয়ে পুরোপুরি স্বাধীন, কিন্তু তাদের কাজ করতে হবে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামা এবং উচ্চতর সোভিয়েতগুলির সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী। তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার, প্রতিবিপ্লবী পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার, সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা বাজেয়াপ্ত করার এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী করার অধিকার ছিল। তাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্দেশনামা ও সিদ্ধান্ত রূপায়িত করা। অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময়ে গঠিত সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। সোভিয়েতগুলিকে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিভাগ, একটি অর্থনৈতিক পরিষদ, এবং জমি, শ্রম, শিক্ষা, বিচার, চিকিৎসা ও অন্য কতকগুলি বিভাগ গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে জাতি-অধিজাতি বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের কাছ থেকে সোভিয়েতগুলি প্রচুর বাস্তব সাহায্য পেয়েছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি ভালোবাসা অর্জন করার জন্য তাদের প্রয়োজন ও পরম্পরার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল, এবং তাদের আচার-প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বিচক্ষণতার সঙ্গে আচরণ করা দরকার ছিল। এই উদ্দেশ্যে অ-রুশ জনসমষ্টিবিশিষ্ট স্থানীয় অঞ্চলগুলির সোভিয়েত জাতিগত বিভাগ ও কমিসারিয়েট তৈরি করেছিল।

সোভিয়েতগুলিতে ছিল সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জাতি-অধিজাতির প্রতিনিধি।

সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির পথনির্দেশে স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে ক্ষমতা সংগঠিত করা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। নতুন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক যন্ত্র কীভাবে গঠন করা হবে? তার কাঠামো হবে কী রকম? এই সব প্রশ্ন এবং আরও অনেক প্রশ্নের জবাব তখন দেওয়া যায়নি। সোভিয়েতগুলি সংগঠিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সন্ধান করা দরকার ছিল, এবং সোভিয়েতগুলির নিজেদের মধ্যে ও সোভিয়েতসমূহ ও কেন্দ্রের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল। অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো এই বিষয়েও বলশেভিক পার্টি নির্ভর করেছিল জনগণের উদ্যোগের উপরে।

কেন্দ্রে ও স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়ে বলশেভিকরা স্থির করে যে এই কাজে জনগণকেও টেনে আনতে হবে। শুধু 'উচ্চতর শ্রেণীগুলিই' দেশ শাসন করতে পারে — এই বুর্জোয়া সংস্কার কাটিয়ে ওঠা দরকার ছিল। জনগণের সৃষ্টি-শক্তি সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির ছিল অসীম বিশ্বাস। লেনিন লিখেছেন, 'জয় হবে একমাত্র তাদেরই, জনগণের উপরে যাদের বিশ্বাস আছে, গণ-সৃষ্টিশীলতার প্রাণদায়িণী নির্ঝরিণীতে যারা নিমগ্ন।' (১৪০)

সোভিয়েত সরকার প্রথমে সোভিয়েতসমূহ গড়ে তোলা সম্পর্কে শুধু সাধারণ নির্দেশ দেয় এবং সেই সঙ্গে, জনগণের নিজেদের প্রয়োগধারা সমনোযোগে অধ্যয়ন করে। তার পরে ইতিবাচক অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ ঘটিয়ে আইনে পরিণত করা হয়। জনগণের ব্যাপক সৃষ্টিশীল উদ্যোগকে এইভাবে কেন্দ্রীকৃত নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্দেশ দেশের সমস্ত অঞ্চলে সঙ্গে

সঙ্গেই পৌঁছে যায়নি এবং সেসব নির্দেশ সব সময়ে পালিতও হয়নি। যানবাহন চলাচলে মাঝে মাঝেই ছেদ পড়ছিল এবং অনেক জায়গায় ডাক ও তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল অন্তর্ঘাতকরা। প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম তখনও কোনো কোনো অঞ্চলে চলছিল, আবার কতকগুলি উয়েজদ কেন্দ্র ও গুবের্নিয়ায় এমন কিছু সোভিয়েত ছিল যেগুলি তখনও পুনর্নির্বাচিত হয়নি এবং সেগুলির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা ক্ষমতার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে স্বীকার করতে এবং তাদের নির্দেশ পালন করতে রাজী হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলির গঠনের কাজে ভুলভ্রান্তি সম্ভব ছিল।

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কতকগুলি গুবের্নিয়া (মস্কো, ভ্লাদিমির, স্মোলেনস্ক, সিম্বির্স্ক, উফা) ও উয়েজদে কার্যনির্বাহী কমিটির পাশাপাশি গণ-কমিসার পরিষদ গঠিত হয়। ওরিওল গুবের্নিয়ার ইয়েলেৎস উয়েজদ গণ-কমিসার পরিষদের স্বাস্থ্য বিষয়ক গণ-কমিসার ছিলেন আ. খ. ব্রভকিন; তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন কিভাবে মে ১৯১৮-তে ইয়েলেৎস গণ-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান ই. ন. গর্শকভ স্বাক্ষরিত পরিচয়পত্র সহ তাঁকে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল। পরিচয়পত্র পড়ে ইয়া. ম. স্ভের্দলভ পরিহাস করার ইচ্ছা দমন করতে না-পেরে মন্তব্য করেন: 'বোঝা দুষ্কর আমাদের দেশে সরকারের প্রধান কে: লেনিন হলেন গণ-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান, আবার গর্শকভও গণ-কমিসার পরিষদের চেয়ারম্যান।' ব্রভকিনের কাছে ইয়েলেৎস গণ-কমিসার পরিষদের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে লেনিন হেসে বলেন: 'আপনাদের একটা গণ-কমিসার পরিষদ কী জন্য দরকার? আপনাদের স্থানীয় কর্তৃত্বের নাম দিন প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, যেমন অন্য সব জায়গায় নাম দেওয়া হয়েছে।' এর পরে ইয়েলেৎস-এ গণ-কমিসার পরিষদ তুলে দেওয়া হয়।

'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটির ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে করা হয় যে এর অর্থ হল স্থানীয় কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে স্বাধীন। বিকেন্দ্রীকরণ ও সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে। কিছু কিছু গুবের্নিয়া (কালুগা, কাজান, কুর্স্ক, ত্ভের, আলতাই), উয়েজদ, এমনকি ভলোস্তও নিজেদের 'প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করে। এক-একটি সোভিয়েতের ইচ্ছা মতো কাজের ঘটনাও ঘটে। যেমন, সারাতভ গুবের্নিয়ার পকরোভস্ক উয়েজদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি গুবের্নিয়া সোভিয়েতের কর্তৃত্ব মানেনি এবং সারাতভের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য চালানোর অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। গুবের্নিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিলে উয়েজদ কার্যনির্বাহী কমিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পকরোভস্ক প্রজাতন্ত্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। রেলপথে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যেসব মাল, বিশেষ করে খাদ্য যাচ্ছিল, কতকগুলি সোভিয়েত মাঝ পথে তা নিয়ে নেয়। এ সবই হয়েছিল বহু সোভিয়েতের নেতৃত্বের রাজনৈতিক

অপরিপক্কতার দরুন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এই সব কাজ ছিল সোভিয়েতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট বৈরি শক্তিগুলির ক্ষতিকর প্রভাবের ফল।

ভোলস্ত ও গ্রাম সোভিয়েতগুলিকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, এই সোভিয়েতগুলি তৈরি হয়েছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেতৃত্বাধীন কুলাকদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্যে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-তে কপোরিয়ে গ্রামে (পেত্রগ্রাদ গুবের্নিয়া) কৃষকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যোগদান করে প্রায় ২.০০০ কৃষক; ভোলস্তের গ্রামগুলি থেকে এরা এসেছিল স্থানীয় ক্ষমতার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করতে। কোনোমতে-তৈরি এক মঞ্চ থেকে বক্তারা সমাবেশে বক্তৃতা করে। জেমস্তভো পরিষদের পিছনে প্রধানত কুলাকদের সমর্থন ছিল। যুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ সৈনিকরা ও গরিব কৃষকরা সোভিয়েতসমূহের অনুকূলে কথা বলে। দীর্ঘ বিতর্কের পর ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উঁচু-করে-তোলা হাতগুলি যখন গোনা হয় তখন চারিদিক ভরে যায় কান-ফাটানো চীৎকারে। প্রত্যেক পক্ষই দাবি করে যে সে বেশি ভোট পেয়েছে। তখন স্থির হয়, যারা যে-পক্ষে ভোট দিয়েছে, তারা সেই-সেই দিকে গিয়ে দাঁড়াবে। গণনার ফলে দেখা যায় যে সোভিয়েতগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছে। ব্যাপারটা প্রায় হাতাহাতি লড়াই পর্যন্ত গড়ায়। কয়েকদিন পরে গ্রামগুলির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ভোলস্ত সোভিয়েত নির্বাচিত করে।

ভোলস্ত ও গ্রামগুলিতে সোভিয়েতসমূহ নির্বাচিত হয় শহরগুলি থেকে অনেকখানি পৃথক পদ্ধতিতে। শহর সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে কারখানা অথবা ট্রেড ইউনিয়নগুলি, সমস্ত মানুষ নয়। এতে অপেক্ষাকৃত সমধর্মী শ্রেণীগত গঠনবিন্যাস সুনিশ্চিত হয়। গ্রাম ও অনেকগুলি ভোলস্ত সোভিয়েতের নির্বাচন হয় ১৮ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে সমস্ত মানুষের সভায়। এই পদ্ধতির ফলে প্রায়শই সোভিয়েতগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী লোকজন ঢুকে পড়তে পেরেছিল। তাই, বহু ভোলস্ত ও গ্রাম সোভিয়েতের নেতৃত্ব যে কুলাকদের হাতে এসে গিয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রথমে সোভিয়েতগুলির গুবের্নিয়া ও উয়েজদ কংগ্রেস ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হত, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। নির্বাচনে এবং কংগ্রেসগুলির কাজে অংশগ্রহণ করে হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষক রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতে শেখে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ক্রমে ক্রমে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সঙ্গে মিশে যায়।

সোভিয়েতগুলির সংযুক্তিকরণ সারা দেশ জুড়ে মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় ১৯১৮-র বসন্তকালের মধ্যে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় স্তরে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের

মৈত্রীবন্ধন আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকা বৃদ্ধি লাভ করে এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা পায় মারাত্মক আঘাত।

উপর থেকে তলা পর্যন্ত সোভিয়েতগুলি নির্মাণ ও সেগুলির সংহতিসাধনের কাজ অগ্রসর হয় স্বশাসনের বুর্জোয়া সংস্থাগুলি—শহর দুমা ও জেমস্তভো পরিষদগুলি বিলোপসাধনের পাশাপাশি। প্রথম দিকে, সোভিয়েত ক্ষমতার প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক যন্ত্র অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ছিল না বলে শহর দুমা ও জেমস্তভো পরিষদগুলিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, অস্থায়ী সরকারের তৈরি পুরনো যন্ত্রের অন্যান্য অংশের মতো এই সংস্থাগুলিতেও ছিল প্রধানত কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং এই সংস্থাগুলিও ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন এবং হয়ে উঠেছিল প্রতিবিপ্লবের, গোপন ও প্রকাশ্য সোভিয়েত-বিরোধী অন্তর্ঘাতের কেন্দ্র। দুমা ও জেমস্তভো পরিষদগুলির সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপের মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় সোভিয়েতগুলিকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট তার ২৪ জানুয়োরি, ১৯১৮ তারিখের নির্দেশ প্রচার করার পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি দুমাগুলি এবং জেমস্তভো পরিষদগুলি ভেঙে দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত হয়; এই নির্দেশে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েতগুলি আত্মপ্রকাশ করায় জেমস্তভো ও শহরের স্বশাসন সংস্থাগুলিকে আর কাজ চালাতে দেওয়া যেতে পারে না। সর্বত্র শহর দুমা ও জেমস্তভো পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি। স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে ক্ষমতার একমাত্র সংস্থা হিসেবে তা সোভিয়েতগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

জনগণের নিজেদের অভিজ্ঞতাই বলিষ্ঠ কেন্দ্রীকৃত সোভিয়েত রাষ্ট্রসত্তার প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে তুলে ধরে। মে ১৮, ১৯১৮ তারিখে লেনিন বলেন, ‘কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা এখন জনসাধারণের চেতনায় গিয়ে পেঁছিচ্ছে; তা ঘটছে ধীরে এবং সেই কারণেই তা হবে আরও বিস্তীর্ণ ও আরও গভীর।’ (১৪১) ১৯১৮-র এপ্রিল ও মে মাসে স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে ‘প্রজাতন্ত্র’, ‘গণ-কমিসার পরিষদ’, প্রভৃতি গঠিত হওয়ার আর কোনো ঘটনা বলতে গেলে ঘটেনি।

২১ নভেম্বর, ১৯২১ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ‘প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার’ সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি সোভিয়েতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি বড় অবদান। লেনিনের লেখা এই নির্দেশনামাটি ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার গণতান্ত্রিক চরিত্রের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি। তাতে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসগুলিকে সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেকের বেশি দাবি করলে সোভিয়েতগুলিকে নতুন নির্বাচন করতে হয়। ১৯১৮-র বসন্তকালে অনেকগুলি গুবের্নিয়া ও উয়েজদ সোভিয়েতে

নতুন নির্বাচন হয়, এবং সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরা হয়ে ওঠে নিয়ামক শক্তি।

পার্টি সংগঠনগুলির পথনির্দেশে গুবের্নিয়া, উয়েজদ ও বহু ভোলস্ত সোভিয়েত নির্মাণপর্বের অসুবিধাগুলি সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামা অনুযায়ী সোভিয়েতগুলি আদালত, মিলিশিয়া ও লাল রক্ষী বাহিনী গঠন করে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে মুনাফাবাজ, লুঠেরা, গুন্ডা ও বিপ্লবী শৃঙ্খলাভঙ্গকারী অন্যান্যদের মোকাবিলা করে।

সোভিয়েতগুলি কল-কারখানা ও বাজেয়াপ্ত-করা ভূসম্পত্তি প্রহরা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা রূপায়ণের কাজ পরিচালনা করে, অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংগঠিত করে এবং জনসমষ্টির জন্য খাদ্য-সরবরাহের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করে। শ্রমজীবী জনগণের আবাসন উন্নত করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোয় ২০,০০০ শ্রমিককে নিচু আবাস-স্থল ও বস্তি থেকে তুলে আনা হয় আরামপ্রদ বাড়িতে, আগে যেসব বাড়ির মালিক ছিল শোষকরা।

সোভিয়েতগুলির কাজে অংশগ্রহণ করে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ, সেগুলিকে তারা শক্তিশালী করে এবং সোভিয়েত নীতিকে কাজে পরিণত করে। ইতিহাসে শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতার সর্বপ্রথম সংস্থা, সোভিয়েতগুলির বিপুল প্রাণবত্তা নিহিত ছিল এখানেই।

এইভাবে, অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রক্ষমতার পুরনো যন্ত্রটিকে অপসারিত করে তার স্থান গ্রহণ করে এক নতুন, সত্যিকার জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্র। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী প্যারিস কমিউনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করেনি--প্যারিসের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত সে-সময়ে থেমে গিয়েছিল মাঝ পথে, রাষ্ট্রের যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে ফেলেনি। এরই ফলে কমিউন পরাজিত হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারেনি। রাষ্ট্র ক্ষমতার নব-সৃষ্ট যন্ত্রটি হয়ে ওঠে বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের এক ক্ষমতাশালী অস্ত্র।

নবম অধ্যায়

প্রথম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারকর্ম

১। শিল্পে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী প্রবর্তন

যেকোনো বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আরও জটিল ও দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া। সাধারণত ক্ষমতা দখলেই বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি শেষ হয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ক্ষমতা জয় করা দিয়ে শুরু হয় মাত্র; তার লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মালিকানা এবং জনগণের শোষণ ও নিপীড়নের উপরে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটানো। ভাষান্তরে, ক্ষমতা জয় করার পর শ্রমিকশ্রেণী অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম রূপায়িত করার এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি গড়ে তোলার কর্তব্যের সম্মুখীন হয়। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' (১৮৪৮) মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন: 'বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে একটু-একটু করে সমস্ত পুঁজি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে রাষ্ট্রের হাতে অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংঘবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের হাতে কেন্দ্রীভূত করার জন্য; এবং মোট উৎপাদিকা শক্তিকে যথাসম্ভব দ্রুত বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক প্রাধান্যকে ব্যবহার করবে।' (১৪২)

মার্কস ও এঙ্গেলস এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে এই কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে শুরু করতে হবে উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিকীকরণ দিয়ে, মুখ্যত বৃহদায়তন পুঁজিবাদী শিল্পের জাতীয়করণ দিয়ে। অর্থনীতিতে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন অবস্থানগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে জয় করে নিয়ে প্রলেতারিয়েত সেগুলিকে ব্যবহার করে সমগ্র অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের কাজে। তার অর্থ এই নয় যে প্রলেতারিয়েত সঙ্গে সঙ্গে, বিপ্লবের পরের দিনই শিল্প জাতীয়করণ করে নিতে পারে। অর্থনীতিকে মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক ধারায় পুনর্বিন্যস্ত করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। শুরুতে, প্রলেতারিয়েতের না থাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা, না থাকে অর্থনীতিকে

পরিচালিত করার মতো যন্ত্র। তা ছাড়া, বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত শোষক শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে মরীয়া প্রতিরোধ চালায়।

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পুঁজিবাদী শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথের নিশানা দিতে শুরু করেছিল। সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম রূপায়িত করতে গিয়ে যেসব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছিল রাশিয়ার কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুন এবং জনসমষ্টির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া কৃষক জনসাধারণের প্রাধান্যের দরুন। অধিকন্তু, যে-বিশ্বযুদ্ধ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল, তা চলছিল তখনও। সবশেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেই সময়ে জয়ী হয়েছিল একমাত্র রাশিয়ায়, একটি মাত্র দেশে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ছিল একটি দ্বীপ, এবং সেটি বড় হলেও ছিল অজস্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মহাসাগরের মধ্যে একটি মাত্র দ্বীপ।

জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের কাজে ব্রতী হওয়ার সময়ে বলশেভিক পার্টি চালিত হয়েছিল বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিনের রচিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে। পেত্রগ্রাদে বিজয়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই তথাকথিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ছিল ওবুখভ, বলটিক, ইজোরা এবং অন্যান্য বড় বড় উদ্যোগ এবং সেই সঙ্গে, রেলওয়ের একটা বড় অংশও। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি ও কোম্পানির মালিকানাধীন অধিকাংশ কারখানা ও খনি কিছু কাল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই থেকে গিয়েছিল।

শিল্পের জাতীয়করণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সৃষ্টির দিকে প্রথম পদক্ষেপ ছিল ব্যক্তি-মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করা। সেই সঙ্গে, তা ছিল পুঁজিপতিদের রাশ টেনে ধরার একটা কার্যকর উপায়: বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় হিসেবে তারা অন্তর্ঘাতের আশ্রয় নিচ্ছিল। তারা সাজ-সরঞ্জাম নষ্ট করেছিল, লুঠ করেছিল তৈরি পণ্যসামগ্রী। উপযুক্ত নির্দেশনামা পাস হবার অনেক আগেই শ্রমিকরা উদ্যোগপতিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। প্রাক-অক্টোবর কালপর্বে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এখন শ্রমিকদের কাজে লাগল।

'শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিধান' প্রকাশিত হয় ১৬ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে।

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যেখানে কাজে নিযুক্ত কিংবা যেখানে বছরে ১০,০০০ রুবলের বেশি খাটে সেরকম সমস্ত শিল্পোদ্যোগে, বাণিজ্যিক, ব্যাঙ্কিং, কৃষি ও অন্যান্য উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করা হয়। এই 'বিধানে' অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে শ্রমিক ও কর্মচারীদের নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিদের অনুমতি ছাড়া কোনো উদ্যোগ তার কাজ বন্ধ করতে পারবে না। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত উদ্যোগপতিদের অবশ্যপালনীয় ছিল। উৎপাদন

অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আইনে কারখানা মালিকদের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলিকে কঠোর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কাছে দায়ী করা হয়। বাণিজ্যিক গোপনীয়তার বিলোপ ঘটানো হয়। 'বিধানে' বলা হয় যে মালিকদের সমস্ত খাতা-পত্র ও হিসাব শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাগুলির অধিগম্য করতে হবে। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করার জন্য মোটামুটি দক্ষ একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। সেটি তৈরি হয় উদ্যোগগুলিতে কারখানা কমিটি, স্টুয়ার্ডদের পরিষদ, নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শহরগুলিতে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে নিয়ে। পেত্রগ্রাদে গঠিত হয় সারা-রাশিয়া শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সারমর্মের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে: তা অর্জন করে এক সমাজতান্ত্রিক চরিত্র, কারণ কারখানা কমিটিগুলি ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলি এবং সর্বোচ্চ সংস্থাগুলিও (শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ) এখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পন্ন করতে থাকে। নিয়ন্ত্রণ ছিল শিল্পের জাতীয়করণে, তাকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত করায় উত্তরণের একটি পর্যায়।

নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি শ্রমিকরা সারা দেশ জুড়ে বলবৎ করতে শুরু করে। পেত্রগ্রাদে কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক আইনটির রূপায়ণ সম্পর্কে নির্দেশ প্রণয়ন করে এবং উদ্যোগগুলিতে এই নিয়ন্ত্রণ কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে-সম্পর্কে শ্রমিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সেটি প্রচার করে। (১৪৩)

শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে উদ্যোগপতিরা, নিয়ন্ত্রণ-পরিদর্শকদের প্রবঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করার জন্য তারা সবরকম চেষ্টা করে।

কারখানা মালিকদের অনেকগুলি সমিতি শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে অস্বীকার করে। ১৯১৭-র নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উরাল, দনবাস ও রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির উদ্যোগপতিদের বৃহত্তম সংগঠনগুলি শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করার এবং গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামা অমান্য করার ডাক দেয়। উরালের খনি-মালিকরা একটি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয় যে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করা হলে তারা তাদের উদ্যোগগুলি বন্ধ করে দেবে এবং তাদের অর্থ প্রেরণ ও মালপত্র পরিবহণ বন্ধ রাখবে। নিজেদের শক্তির উপরে ভরসা করতে না-পেরে পুঁজিপতিরা একান্তভাবেই সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আশা করেছিল। ২১ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে 'ভেস্তনিক পেত্রগ্রাদস্কোভো অব্শেচেস্তভা জাভোদচিকভ ই ফাব্রিকান্তভ' পত্রিকা লিখেছিল: 'অর্থনৈতিক জীবন পুনরুদ্ধার করার জন্য বিদেশী পুঁজির কাছে সাহায্যের আবেদন অবশ্যম্ভাবী, আর তখন, নতজানু হতে বাধ্য রুশ শ্রমিক, চীনা কুলির মতোই একটা অবস্থায় গিয়ে পড়বে।'

রাশিয়ায় যাদের শিল্পোদ্যোগ ছিল, এ ধরনের বিদেশী পংজিপতিরাও অনুরূপভাবে কাজ করে। নভেম্বর ১৯১৭-তে মার্কিন ও সুইডিশ কনসাল শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মস্কো সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাছে প্রতিবাদ জানান। মস্কোর একটি যন্ত্র-সংক্রান্ত কারখানার ব্রিটিশ মালিকরা লন্ডন থেকে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করতে দিতে তাদের সুস্পষ্ট আপত্তি জানায়। কিন্তু শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই বিষয়টা সীমাবদ্ধ থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিজনি নভগরদে জাহাজ-মালিকরা তুলো-ভর্তি গুদামগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে, লোহা-বোঝাই একটি বজরা ডুবিয়ে দেয় এবং জাহাজ-নির্মাণ কারখানার প্রয়োজনীয় মালপত্র লুকিয়ে ফেলে অথবা লুঠ করে নেয়।

শ্রমিকরা ইঞ্জিনিয়ার, কৃৎকুশলী ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির কাজে অংশগ্রহণ করাতে চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে কেউ, কেউ সাড়া দেয়, কিন্তু অন্যরা উৎপাদন স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে গৃহীত সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল করে চলে।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল; শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নির্দেশনামা বলবৎ করার কাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এখন সেগুলির উদ্দেশ্য আর প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য পংজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা নয়, বরং নতুন সমাজ গঠনের কাজ সংগঠিত করা। সেগুলি হয়ে উঠছিল শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষার পাঠশালা। তাদের কাজ ছিল উৎপাদন সংগঠিত করা ও ব্যবস্থাপনার কাজে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণের মধ্যে শ্রমজীবী জনগণকে টেনে আনা।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সংগঠিত করা হয় উৎপাদনের নীতির ভিত্তিতে, তার ফলে দেশব্যাপী পরিসরে ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বলশেভিক প্রভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি ১৯১৮-তে, তাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ২৬ লক্ষ সদস্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল। চূড়ান্ত ভোটাধিকারসম্পন্ন ৪১৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৭৩ জন ছিল বলশেভিক।

সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি নিঃশর্ত সমর্থনের অঙ্গীকার করে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, নতুন অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক কাজে মনোনিবেশ করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য সংগ্রামে কারখানা কমিটিগুলির বিশিষ্ট কাজকে কংগ্রেস স্বীকৃতি দেয় এবং সেগুলিকে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়; এখন সেগুলি পরিণত হয় কারখানার প্রাথমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে। এর ফলে কারখানা কমিটি

ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটে এবং শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের পরে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পের প্রতিটি শাখার ট্রেড ইউনিয়নগুলির কংগ্রেস, তাতে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ রূপায়ণে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারিত হয়। এই কংগ্রেসগুলির অধিকাংশতেই পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি বলশেভিকদের প্রচন্ড বিরোধিতা করে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বলশেভিক পার্টির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের ধারণাকে হেয় করতে চেষ্টা করে। তারা জোর দিয়ে বলে যে সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিরপেক্ষ থাকা উচিত এবং চেষ্টা করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিপ্রতীপে স্থাপন করতে, প্রলেতারিয়েত যে বিপ্লবী সংস্কারকর্ম রূপায়িত করছিল তার সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক ছিন্ন করতে। বুর্জোয়াশ্রেণী নির্ভর করেছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংস্কারবাদী শক্তিগুলির উপরে, মনে করেছিল যে কারখানা মালিকের অধিকারের উপরে বিপ্লবী আক্রমণ থেকে শ্রমিকদের তারা আটকে রাখতে পারবে।

সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের পর ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে উৎপাদন সংগঠিত করা এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সংস্থা তৈরি করার কাজে সোভিয়েতগুলির সঙ্গে যোগ দেয়। সুতাকল-মালিকরা যখন সোভিয়েত সরকারের নির্দেশনামাগুলি মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং কলগুলিতে অর্থ লগ্নি করা বন্ধ করে দেয়, তখন মস্কো জেলার সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন এই কলগুলিতে অর্থ যোগানের এবং তাদের পণ্য বিপণনের দায়িত্ব নেয়। কলগুলি কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থের এক অংশ ব্যয় হয় ট্রেড ইউনিয়নের দেওয়া ঋণ পরিশোধে, এবং বাকিটা ব্যবহৃত হয় কারখানাগুলিকে অব্যাহতভাবে চালু রাখার ব্যবস্থা করার জন্য।

উরালে শ্রমিকরা নিয়াজেপেত্রভস্কি কারখানা আবার খোলার সিদ্ধান্ত নেয়; কারখানাটি অক্টোবর বিপ্লবের আগে মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছিল। উরালের কারখানাগুলির শ্রমিকদের সংগঠনের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে দান নিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েত ২,৫০,০০০ রুবল এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে এবং মাসের পর মাস অচল হয়ে পড়ে-থাকা কারখানাটি আবার কাজ শুরু করে। শ্রমিকদের যাতে অব্যাহতভাবে মজুরি দেওয়া যায় তা নিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েতগুলি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে: যেমন, ইয়েকাতেরিনবুর্গের বলশেভিকদের উদ্যোগে সোভিয়েতে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে দোকানদারদের প্রতিদিনের প্রাপ্ত অর্থ সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য

ও শিল্প অফিস কর্মচারী ইউনিয়ন দোকানদারদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের এবং তারা যাতে সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত মেনে চলে তা দেখার দায়িত্ব নেয়।

কল-কারখানার শ্রমিক কমিশন প্রচুর সৃষ্টিশীল কাজ চালায়। নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা ছাড়াও, শ্রমিকদের কমিশনগুলি কারখানাগুলির কাজ উন্নত করার এবং দেশের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদন নিশ্চিত করার চেষ্টা করে।

১৯১৮-র গোড়ার দিক নাগাদই উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সারা দেশ জুড়ে চালু হয়ে যায়। অবশ্য, এই নতুন ও দুরূহ উদ্যোগে, যেখানে নিয়ন্ত্রণের কোনো অভিজ্ঞতাই শ্রমিকদের ছিল না, সেখানে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলি ব্যবহারিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে চেয়েছে তাদের কারখানার স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। একই শহরে কারখানাগুলির যৌথ সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ ছিল সামান্যই। এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে শ্রমিকরা একটি কারখানাকে সেই নির্দিষ্ট যৌথ সংস্থার সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ সেটা ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার নীতির ঘোরতর বিরোধী।

যাই হোক, শ্রমিকরা ক্রমে ক্রমে শেখে, এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি অনুপ্রবেশ করে কারখানার কাজের সকল দিকে: উৎপাদন, অর্থ যোগান, বিক্রি, প্রভৃতি। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির অনেক সদস্য পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে চলে-আসা উদ্যোগগুলির প্রধান হয়, পরিণত হয় সমাজতান্ত্রিক শিল্পের গুণী সংগঠকে।

নভেম্বর ১৯১৮-তে অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করতে গিয়ে লেনিন বলেন: 'সুতরাং প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক, শ্রমিকদের সরকারকে প্রথম যে মৌলিক পদক্ষেপটি করতে হবে, তা হল শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ।' (১৪৪)

কিন্তু, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কারখানাগুলির কাজে অসংবদ্ধতার অবসান ঘটাতে পারেনি। জীবনই সামগ্রিকভাবে শিল্পের ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত করাকে অবশ্যকর্তব্য করে তুলছিল। এর ফলে গঠিত হয় সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ। সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে লেনিন বলেন, 'শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে আমরা চলে এলাম এক সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ সৃষ্টির দিকে।' (১৪৫) শিল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক পরিষদ গঠিত হয়।

সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ সৃষ্টি অনুমোদন করে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ ২ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে এক নির্দেশনামা পাস করে। তাতে বলা হয় যে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নিয়ন্ত্রণমূলক সংগঠনগুলিকে, অর্থাৎ সারা-রাশিয়া শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদের* নেতৃত্বাধীন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির কাজ সমন্বিত ও একীভূত

* অল্পকাল পরেই সারা-রাশিয়া শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

করে, এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলির অর্থনৈতিক বিভাগের কাজ পরিচালনা করে। সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের মধ্যে ছিলেন বলশেভিক ধাতু-শ্রমিকরা: কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সারা-রাশিয়া ধাতু-শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রধান পদাধিকারী ভ. ইয়া. চুবার, সারা-রাশিয়া সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়া. এ. রুদজুতাক, পেত্রগ্রাদ ধাতু-শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য গ. দ. ভেইনবের্গ, আ. ভ. শতমান এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের সহ সভাপতি আ. লমোভ (গ. ই. ওপ্পোকভ)।

সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের গঠনবিন্যাসে এইভাবে প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদের সাহায্য নিয়ে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ 'জেলা, আঞ্চলিক ও স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিষদ সম্পর্কে বিধিনিয়ম' প্রণয়ন করে।

শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের নেতৃত্বে সর্বত্র অর্থনৈতিক পরিষদ গঠন বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণের ভিত্তি প্রস্তুত করে। কতকগুলি ব্যক্তি-মালিকানাধীন উদ্যোগ সেই নভেম্বর ১৯১৭-তেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল; সেই সঙ্গে, তেল, চিনি ও অন্যান্য সংঘবদ্ধ শিল্পের জাতীয়করণের প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু, ১৯১৮-র বসন্তকালের আগে জাতীয়করণের আওতায় পড়েছিল কয়েকটি মাত্র উদ্যোগ, প্রধানত যেগুলির মালিকরা সোভিয়েত সরকারের নির্দেশনামা ও সিদ্ধান্তগুলি বানচাল করছিল অথবা কেন্দ্রে ও স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রের পক্ষে যেগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, শুধু সেইগুলি।

বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণ একটা বিষয়গত অবশ্যকরণীয় কাজ ছিল, তা না করা হলে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস অসম্ভব হত। তবে, শিল্প জাতীয়করণের উপায় ছিল অনেকগুলি। প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল উদ্যোগগুলি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ক্ষতিপূরণের কিছু ব্যবস্থা। গণ-কমিসার পরিষদের ১৮ এপ্রিল তারিখের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল, যেসব কারখানা-মালিক যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের শেয়ার ও অন্যান্য জামানত রেজিস্ট্রিভুক্ত করাবে তারা তাদের উদ্যোগগুলি জাতীয়করণ করা হলে আনুপাতিক হারে এবং জাতীয়করণ-সংক্রান্ত আইনে স্থিরীকৃত শর্ত অনুযায়ী পারিশ্রমিকের অধিকার লাভ করবে। ভাষান্তরে, সোভিয়েত সরকার উৎপাদনের উপায়সমূহের একটা অংশের জন্য মূল্য প্রদান করতে প্রস্তুত ছিল।

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ মিশ্র রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত উদ্যোগ তৈরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েতগুলির প্রতি শত্রুতা এবং অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রলেতারিয়েতকে বাধ্য করেছিল

পুঁজির উপরে 'লাল রক্ষী'-সুলভ আক্রমণের পদ্ধতি গ্রহণ করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করতে। সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধের হিংস্র প্রচণ্ডতা সমঝোতা বা আপসের কোনো অবকাশ রাখেনি। শিল্প জাতীয়করণে শ্রমিকদের উদ্যোগ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। শ্রমিকরা কোনো না কোনো কারখানা জাতীয়করণের প্রশ্ন সোভিয়েতগুলির সামনে তোলে। প্রথম যে উদ্যোগগুলি জাতীয়করণ করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিল ভ্লাদিমির গুবের্নিয়ার লিকিনো সুতাকল। এই সুতাকলের মালিক আ. ভ. স্মির্নোভ ছিলেন অস্থায়ী সরকারের একজন সদস্য; তিনি ৪,০০০ শ্রমিককে বরখাস্ত করে সেই সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তেই কলটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অগস্ট ১৯১৭ থেকে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়নি। এই সুতাকলটিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হোক —এই মর্মে মস্কো সোভিয়েত ও সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রস্তাব আলোচনা করার পর গণ-কমিসার পরিষদ ১৫ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাতে বলা হয়: 'অন্তর্ঘাতে-বন্ধ কল-কারখানাগুলি বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কে পুরোপুরি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি নির্দেশনামা জারী করা হবে।' মনে করা হয় যে লিকিনো সুতাকল বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কে নির্দেশনামাটি অন্তর্ঘাতে লিপ্ত অন্যান্য পুঁজিপতির কাছে হুঁসিয়ারির কাজ করবে।

কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয়কৃত লিকিনো সুতাকল মজুরি বাবদ তার ঋণ পরিশোধ করে এবং মুনাফা দেখাতে শুরু করে। এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় এই সুতাকলে, সেখানে তারা এটির ব্যবস্থাপনার সংগঠন অধ্যয়ন করে এবং উপলব্ধি করে যে তাদের নিজেদের কল-কারখানাতেও তারা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে।

শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের প্রতিবাদে উরাল অঞ্চলের বগোস্লোভস্ক পাহাড়ী জেলার উদ্যোগগুলির পরিচালকবর্গ সেই সব উদ্যোগে অর্থ যোগান বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকরা অনাহারের সম্মুখীন হয়। এর মোকাবিলা করার জন্য উদ্যোগগুলির জাতীয়করণের অনুরোধ জানিয়ে শ্রমিকরা তাদের প্রতিনিধিদের পাঠায় গণ-কমিসার পরিষদের কাছে; এই প্রতিনিধিরা ছিলেন—মিখাইল আন্দ্রেয়েভ নামে একজন ফিটার এবং বগোস্লোভস্ক জেলার কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলেক্সেই কুরলিনিন, দুজনেই ছিলেন বলশেভিক এবং নাদেজদিনস্ক সোভিয়েতের প্রতিনিধি। উরালের প্রলেতারিয়েতের পক্ষ থেকে তাঁরা লেনিনকে আশ্বাস দেন যে উদ্যোগগুলি জাতীয়করণ করা হলে শ্রমিকরা শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়াবে, নিয়মানুবর্তিতা ও শ্রম-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে এবং জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করবে। লেনিন তাদের আবেদন সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। ৭ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গণ-কমিসার

পরিষদ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নির্দেশনামা মানতে পরিচালকবর্গের অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বগোস্লোভস্ক জেলার উদ্যোগগুলি প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তান্তরিত করে এক নির্দেশনামা জারী করে। ৯ ডিসেম্বর তারিখে শ্রমিকদের অনুরোধক্রমে গণ-কমিসার পরিষদ সিমস্ক পাহাড়ী জেলার কারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করে নির্দেশনামা জারী করে।

উরালের কারখানাগুলিতে পুঁজিপতিদের অন্তর্ঘাত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সোভিয়েত সরকার তাই ডিসেম্বর ১৯১৭-র শেষে সেরগিনস্ক-উফালেই, কিশতিম ও নেভিয়ানস্ক-এর জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নির্দেশনামা জারী করে। জুন ১৯১৮-র মধ্যে উরালের শিল্পের ৮৫ শতাংশ জাতীয়করণের আওতায় এসে যায়। উরাল, পেত্রগ্রাদ, কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল ও ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলিতে ১৯১৮-র বসন্তকালের আগে যেসব উদ্যোগ জাতীয়করণ করা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল খনি, ধাতুবিদ্যাগত ও প্রধানত ধাতু-প্রক্রিয়ণ উদ্যোগ। সেই কালপর্বে লঘু শিল্পের কারখানাগুলির জাতীয়করণ হয়েছিল মুখ্যত মস্কো ও পেত্রগ্রাদ অঞ্চলে।

১৯১৮-র গোড়ার দিকে বেলোরুশিয়া, লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ায় অনেক কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। মার্চ ১৯১৮-তে তুর্কিস্তান অঞ্চলের গণ-কমিসার পরিষদ তুলো, খনি ও জ্বালানি-প্রক্রিয়ণ শিল্পগুলির জাতীয়করণ ঘোষণা করে।

ব্যক্তি-মালিকানাধীন রেলপথগুলি জাতীয়করণ করা হয় সেপ্টেম্বর ১৯১৮-তে।

গণ-কমিসার পরিষদ শিল্প জাতীয়করণ করেছিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে লেনিন একাধিকবার বলেছেন যে সোভিয়েত ক্ষমতায় একটি কারখানার ব্যবস্থাপনা সংগঠিত করার চাইতে সেটি বাজেয়াপ্ত করা অনেক সহজ-সরল ছিল। এপ্রিল ১৯১৮-তে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক অধিবেশনে লেনিন একদল শ্রমিকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছিলেন; সেই শ্রমিকরা একটি কারখানা বাজেয়াপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছিল, যাতে উৎপাদন বন্ধ না-হয়। তিনি তাদের বলেছিলেন যে সেটি খুবই তাড়াতাড়ি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া যায়। 'কিন্তু আমাদের বলুন: আপনারা উৎপাদনের কাজ হাতে নিতে শিখেছেন, আপনারা কী উৎপাদন করবেন তা কি হিসাব করেছেন? আপনারা যা উৎপাদন করছেন তার সঙ্গে রুশ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সম্পর্ক আপনারা জানেন কি? তখন দেখা যায় যে তাঁরা এখনও তা শেখেননি।' (১৪৬)

গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোদ্যোগগুলির জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ক্ষমতা আঘাত হানে অর্থনীতিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর আরেকটি প্রধান অবস্থানের উপরে—ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপরে। ব্যাঙ্ক এবং অর্থ সঞ্চলন ও ঋণের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত ব্যবস্থা অর্থনীতির সমস্ত শাখার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থনীতিতে সোভিয়েত সরকারের ব্যবস্থাগুলির রূপায়ণ ব্যাঙ্কগুলির অব্যাহত কাজকর্মের উপরে

অনেকখানি নির্ভর করছিল। ব্যাঙ্কগুলি ছিল এমন হাতিয়ার যা দিয়ে ব্রিটিশ, মার্কিন, জার্মান ও অন্য পুঁজিপতিরা রাশিয়ার অর্থনীতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১ জানুয়ারি, ১৯১৭ তারিখে বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে ছিল রাশিয়ার ৮টি বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির স্থায়ী মূলধনের ৪৭ শতাংশ।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাত বন্ধ করা হয়, ফলে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম আবার শুরু হয়। ১৭ নভেম্বর তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ রুবল পায়। এটাই ছিল প্রথম রাজস্ব যা দিয়ে তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বাজেট। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক অন্য সমস্ত ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক-নোট দিত, সেই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ককে হাতে এনে সোভিয়েত সরকার ব্যক্তি-মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলিকে আর্থিক নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এসেছিল।

এই ব্যবস্থার তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে একথা মনে রাখতে হবে যে অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই ব্যক্তি-মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলি চলতি হিসাব (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) বন্ধ করে দিয়েছিল। কারখানা কমিটিগুলি ও ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ মজুরি দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য জরুরী খরচের জন্য কোনো অর্থ পায়নি। অন্তর্ঘাত চলতে থাকলে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকদের ও পর্ষৎ সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হবে—গণ-কমিসার পরিষদ এই মর্মে হুঁসিয়ারি দেওয়ার পরেই ব্যাঙ্কগুলি, মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও, অর্থ দিতে শুরু করে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিতে অর্থাগম হচ্ছিল না বলে তাদের সঞ্চয় দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ব্যাঙ্কারদের অচিরেই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণের জন্য গণ-কমিসার পরিষদকে অনুরোধ জানাতে হয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক তখন রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তি-মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়; রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ দেয় এই শর্তে যে তাদের সঞ্চিত অর্থের দৈনন্দিন হিসাব দিতে হবে। কিন্তু, এই সব চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়। ব্যক্তি-মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রকৃত অবস্থা সোভিয়েত ক্ষমতার কাছে গোপন করে রাখে এবং অন্তর্ঘাতকদের মদত দিয়ে চলে, সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্ত ও বিদ্রোহের পিছনে অর্থ যোগান দিতে থাকে। তারা 'তাদের লোকেদের' পুরনো, অচল চেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দেয়। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জানতে পারে যে জয়েন্ট-স্টক ব্যাঙ্কগুলির কমিটি প্রায় ১০০ কোটি স্বর্ণ রুবল জাল মুদ্রা বাজারে ছাড়ার জন্য রুশ ব্যাঙ্কগুলির একটি ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করেছে। তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতির উপরে এই আঘাতের পরিকল্পনা করার সময়ে ব্যাঙ্কাররা তার অসহায়তা ও অনভিজ্ঞতার উপরেই ভরসা করেছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এই চক্রান্ত ফাঁস করতে সাহায্য করে।

এই চক্রান্ত সম্পর্কে বক্তব্য প্রসঙ্গে লেনিন বলেন যে, 'ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে

এমন লোকও আছেন যাঁরা জনগণের স্বার্থকে হৃদয়ে স্থান দেন, তাঁরাই আমাদের বলেন: 'ওরা আপনাদের প্রবঞ্চিত করছে, তাড়াতাড়ি করুন, আপনাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর তাদের অপরাধীসুলভ কার্যকলাপ থামান।' তাই আমরা তাড়াতাড়ি করেছি।' (১৪৭)

পেত্রগ্রাদের শ্রমিক মহল্লাগুলি থেকে এবং স্মোলনি ইনস্টিটিউট থেকে লাল রক্ষীরা গিয়ে ১৪ ডিসেম্বর ভোরবেলা ব্যাঙ্কগুলি দখল করে। দুপুরের মধ্যে গোটা তৎপরতা শেষ হয়ে যায়: সশস্ত্র শ্রমিক ও নাবিকরা ব্যাঙ্কগুলি দখল করে নেয়, চক্রান্ত চূর্ণ করা হয় এবং তার নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সিন্দুক ও ভল্টগুলির চাবি সোভিয়েত কমিসাররা নিয়ে নেয় এবং সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ সম্পর্কে এক নির্দেশনামা জারী করে। সোভিয়েত ক্ষমতা প্যারিস কমিউনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করেনি; প্যারিস কমিউন ব্যাঙ্কগুলিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই ছেড়ে রেখেছিল।

ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ঘোষণা করা হয়। ব্যক্তি-মালিকানাধীন সমস্ত ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তদুপরি, ব্যক্তি-মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলির সিন্দুক পরিদর্শন সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা জারী করা হয়: সোনাকে বাজেয়াপ্ত-সাপেক্ষ করা হয় এবং অর্থকে করা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে স্থানান্তরসাপেক্ষ। অন্য সমস্ত শহরেও লাল রক্ষীরা ব্যাঙ্কগুলি দখল করে নেয়, তারা কাজ করে সোভিয়েত ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্দেশ অনুযায়ী। ব্যাঙ্কগুলির 'সর্বশক্তিমত্তা' ভাঙা হয়। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের বাজেয়াপ্ত করা ব্যাঙ্কগুলির প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করা হয় প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজনে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ শুধু আভ্যন্তরিকভাবেই নয় আন্তর্জাতিক দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল: বিদেশী পুঁজির উপরে রাশিয়ার নির্ভরশীলতার তা অবসান ঘটিয়েছিল, প্রতিবিপ্লবের দুরভিসন্ধির উপরে আঘাত হেনেছিল এবং শিল্পকে অব্যাহতভাবে চালু রেখেছিল।

রাষ্ট্রীয় ঋণ বাতিল করে এবং বাণিজ্য জাতীয়করণ করে সোভিয়েত সরকারের জারী নির্দেশনামাগুলি ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের দিকে বড় পদক্ষেপ। ২১ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির গৃহীত নির্দেশনামায় বলা হয় যে ভূস্বামী ও রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সরকারগুলি যত রাষ্ট্রীয় ঋণ নিয়েছিল সে সব বাতিল করা হল। ছোট শেয়ার-হোল্ডারদের সম্পর্কে কিছুটা বিবেচনা করা হয়, তাদের স্বার্থ কোনো-না-কোনো ভাবে পূরণ করা হয়। প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন ও নিউ-ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের নজরানা দেওয়ার হাত থেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণ মুক্তি পায়।

ঋণ বাতিল করার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের সব প্রতিবাদ গণ-কমিসার পরিষদ প্রত্যাখ্যান করে।

সোভিয়েত সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যও অধিগ্রহণ করে; সরকারের ২২ এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখের নির্দেশনামায় বলা হয় যে 'আমদানি ও রপ্তানির সমস্ত লেনদেন এখন থেকে একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির মারফতই চালানো হবে।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এবং শহরের জনসমষ্টির জন্য খাদ্য সরবরাহ ও গ্রামীণ জনসমষ্টির জন্য তৈরি পণ্য ও যন্ত্র সরবরাহ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে খামারের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ এবং সুতিবস্ত্র উৎপাদনকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই সব পণ্যের বিদ্যমান মজুত রাষ্ট্র নিয়ে নেয়।

এইভাবে প্রলেতারিয়েত অর্থনীতিকে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে স্থাপিত করে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার এবং অর্থনীতিতে প্রথম সংস্কারকর্মগুলি শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এক শোষিত শ্রেণী থেকে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত পরিণত হয় সমাজের কাজকর্ম পরিচালনাকারী শাসক শ্রেণীতে। সোভিয়েত সরকারের একেবারে প্রথম নির্দেশনামাগুলিরই লক্ষ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা উন্নত করা। ২৯ অক্টোবর তারিখে সরকার আট-ঘণ্টার কর্মদিবস ও ৪৮ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা জারী করেছিল, অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্থির করা হয়েছিল ছ-ঘণ্টার কর্মদিবস। নির্দেশনামায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ও মেয়েদের জন্য রাত্রিকালীন কাজ, মাটির নিচে কাজ বা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ নিষিদ্ধ করা হয়।

কাজের অবস্থা উন্নত করার পক্ষে 'অসুস্থতা বীমা সম্পর্কে' সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখের নির্দেশনামাটি এক বলিষ্ঠ উদ্দীপনা যোগায়। 'শ্রমের সকল শাখায় নিযুক্ত, স্ত্রী-পুরুষ-বয়স-ধর্মবিশ্বাস-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে...' এই নির্দেশনামার আওতায় আনা হয়। এই নির্দেশনামা অনুযায়ী অসুস্থ-কল্যাণ তহবিলগুলিকে একত্র মেলানো হয়; কারখানা তহবিলগুলির স্থান নেয় শহর ও জেলা তহবিল, এবং এই সমস্ত তহবিলে অর্থ প্রদান করা থেকে শ্রমিকদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। শ্রমজীবী জনগণের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় বিনা মূল্যে এবং অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রমজীবী জনগণ ভাতা পেতে থাকে। মেয়েদের সন্তান-প্রসবের আট সপ্তাহ আগে থেকে আট সপ্তাহ পরে পর্যন্ত সবেতন ছুটি দেওয়া হয়।

শোষকদের উৎকৃষ্টতম বাড়িগুলিকে পরিণত করা হয় ক্লাব, কিণ্ডারগার্টেন ও ক্রেশ, গ্রন্থাগার এবং ছুটি কাটানোর আবাস ও স্বাস্থ্যাবাসে। যারা কাজ করত না, তাদের রেশন কার্ড দেওয়া হয়নি। 'যে কাজ করে না, সে খেতেও পাবে না'— সোভিয়েত ক্ষমতার একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকে এটাই হয়ে দাঁড়ায় আইন।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম চার মাসকে (২৫ অক্টোবর, ১৯১৭ থেকে

ফেব্রুয়ারি ১৯১৮) লেনিন অভিহিত করেছেন 'পংজির উপরে লাল রক্ষীসংলভ আক্রমণের' এক কালপর্ব বলে। সেই কালপর্বে, প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ দমন করে এক 'অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণের' সাহায্যে দেশের জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি অধিকার করে। জাতীয়কৃত শিল্প, ব্যাঙ্ক ও পরিবহণ অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ হয়ে ওঠে। অর্থনীতিতে মূল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি নিজের হাতে থাকায় সোভিয়েত রাষ্ট্র সক্ষম হয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নতুন করে গড়ার কাজ শুরু করতে।

২। জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা রূপায়ণ

শহবগুলি থেকে বিপ্লবী ঝড বযে যায় গ্রামাঞ্চলের উপব দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাব চলার পথে সম্পন্ন কবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবেব অসমাপ্ত কাজ; তা বিলুপ্ত কবে ভূমিদাস সম্পর্কের জেরগুলিকে. যাব অন্যতম ছিল ভূসম্পত্তিব মালিকানা; ভূস্বামীর অত্যাচাব থেকে তা কৃষকদেব মুক্তি দেয়। কৃষকবা তৎক্ষণাৎ সোভিয়েতসমূহেব ২য সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে গৃহীত জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা কাজে পরিণত করতে শুরু করে।

ভূসম্পত্তিব মালিকানা বিলোপেব কাজ পবিচালনা কবে ভোলস্ত জমি কমিটিগুলি এবং কৃষক প্রতিনিধিদেব উয়েজদ সোভিযেতসমূহ। কিন্তু অস্থায়ী সবকারের অধীনে গঠিত জমি কমিটিগুলির প্রধান প্রধান সংস্থায় ছিল প্রধানত বুর্জোয়াশ্রেণীব ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতিনিধিবা; এই সংস্থাগুলি জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা কার্যকব হতে না-দেওয়াব অথবা বাধা দেওয়াব চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয জমি কমিটি সোভিয়েত ক্ষমতাব প্রতি স্পষ্টতই এক বৈরি মনোভাব গ্রহণ করে। সমস্ত গুবেনির্যা ও উয়েজদে পাঠানো তারবার্তায় এই কমিটি স্থানীয় জমি কমিটিগুলিকে সোভিয়েতসমূহের ২য় কংগ্রেসে গৃহীত নির্দেশনামা অগ্রাহ্য করার নির্দেশ দেয়। এই সমস্ত নির্দেশ অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তির পরিবেশ সৃষ্টি কবে। কৃষকরা স্থির কবতে পারে না, এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের মাঝখানে তারা কী করবে। দেশের সকল প্রান্ত থেকে তাবা সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদেব কাছে পরামর্শ চেয়ে তারবার্তা পাঠায়। অধিকন্তু, নতুন ক্ষমতা সম্পর্কে এবং ভূসম্পত্তিগুলি কীভাবে দখল করতে হবে সে সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে লেনিনের কাছ থেকে শোনার উদ্দেশ্যে তারা স্মোলনি ইনস্টিটিউটে নিজেদের বার্তাবহদের পাঠায়। যত কাজের চাপের মধ্যেই থাকুন না কেন, লেনিন সব সময়ে তাদের সঙ্গে দেখা করার ও কথা বলার সময় করে নিতেন।

গণ-কমিসার পরিষদের অন্যতম সচিব ন. প. গর্বুনোভ লিখেছেন, 'লেনিনের সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিটি আমার স্পষ্ট মনে আছে — লেনিন একজন কৃষকের এত কাছে বসতেন যে তাঁদের হাঁটুতে-হাঁটুতে ছোঁওয়া লাগত, প্রসন্নভাবে হাসতেন তিনি, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়তেন যেন আরও ভালো করে শোনার জন্য, চটপট প্রশ্ন করতেন, তার জবাব চাইতেন এবং পরামর্শ দিতেন।

'লেনিনের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পব কৃষকরা সবকার সম্বন্ধে সপ্রশংসভাবে কথা বলত, আস্থার সঙ্গে বলত যে সরকার কৃষকদেব স্বার্থেব কথাই বলে।'

জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামার সারমর্ম কৃষকদের কাছে ব্যাখ্যা করে লেনিন তাদেব বলেন যে তাদের এলাকায় সমস্ত ক্ষমতা তাদের গ্রহণ করতে হবে, ভূসম্পত্তিগুলি কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলিকে কঠোবভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত কবতে হবে, ভূস্বামীর সম্পত্তির মালিক এখন জনগণ এবং জনগণকে নিজেদেরই তাব দেখাশোনা করতে হবে।

সোভিয়েত ক্ষমতাব প্রতি মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-বেভলিউশানারিদের শত্রুতাব ফলে গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতির জটিলতার পবিপ্রেক্ষিতে সাবা-বাশিযা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত প্রচুব শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিককে গ্রামাঞ্চলে পাঠায় প্রচাবাভিযান-সংগঠক হিসেবে। পেত্রগ্রাদ, মস্কো, সারাতভ, স্মোলেনস্ক, ভরোনেজ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ, খাবকভ, ইভানভো-ভজনেসেনস্ক ও অন্যান্য শহরেব পার্টি সংগঠনগুলিও প্রচারাভিযান-সংগঠকদের পাঠায়। সোভিয়েত সবকারেব নির্দেশনামাগুলিকে কৃষকবা সহর্ষে স্বাগত জানায়। সারাতভ গুবের্নিয়ার সের্দোভস্ক উয়েজদেব বর্কি গ্রামের কৃষকবা জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা সম্পর্কে লেখে, 'আমাদের কাছে এটি একটি পবিত্র নির্দেশনামা, কারণ মেহনতি মানুষকে তা অন্তহীন সুপ্রাচীন নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে, এই নির্দেশনামা যাঁরা পাস করেছেন, আমরা মেহনতি চাষীরা তাঁদের প্রতি আমাদেব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁদের সম্মান ও গৌরব কামনা করছি।'

সমস্ত কৃষকই ভূসম্পত্তির উচ্ছেদ চেয়েছিল, কিন্তু ভূস্বামীদের বিরোধিতা তাবা করেছিল বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিযে: গরিব কৃষকরা আশা করেছিল জমি পাবে এবং এইভাবে অনাহার থেকে উদ্ধার পাবে, কুলাকবা আশা করেছিল ভূসম্পত্তিগুলির বিনিময়ে তাদের নিজেদের দখলের পরিমাণ বাড়াতে পারবে। সেই কালপর্বে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, লেনিনের ভাষায়, 'ঐক্যবদ্ধ করেছিল সেই গরিব কৃষকদের যাঁরা অপরের শ্রম শোষণ করে বেঁচে থাকেন না। কিন্তু তা ঐক্যবদ্ধ করেছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ও এমনকি সম্পদশালী কৃষকদেরও, যারা ভাড়াটে শ্রম ছাড়া চলতে পারে না।' (১৪৮)

জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় জমি কমিটি ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির নির্দেশ সত্ত্বেও, বহু

ভোলস্ত সোভিয়েত ও জমি কমিটি ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেন্দ্রীয় জমি কমিটির পরামর্শের জবাবে ভের্খনে-উফালেই জমি কমিটির এই ছিল বক্তব্য: '...স্থানীয় ভলোস্ত জেমস্তভো পরিষদের জমি কমিটির এ ধরনের প্রতিবিপ্লবী পরামর্শের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই আরও বেশি করে এই কারণে যে তা আসছে অনধিকারী সংগঠনগুলির কাছ থেকে। আমরা শ্রমিক-কৃষক সরকারকে স্বীকার করি এবং শুধু তারই সিদ্ধান্ত পালন করি।' তা সত্ত্বেও, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতৃত্বাধীন বেশ কতকগুলি স্থানীয় জমি কমিটি জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা রূপায়ণে বাধা দেয়। জমি কমিটিগুলির গঠনবিন্যাস যথাসম্ভব শীঘ্র পরিবর্তিত করে জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা বলবৎ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে ওঠে, কারণ সোভিয়েত রাষ্ট্র ও বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে কৃষকদের মনোভাব অনেকখানি নির্ভর করছিল এই সমস্যার সমাধানের উপরে।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ এক নতুন 'জমি কমিটিগুলি সম্পর্কে সংবিধি' এবং 'জমি কমিটিগুলির দ্বারা জমি ও কৃষি সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্দেশাবলী' প্রকাশ করে। কৃষি বিষয়ক আইনগুলি কাজে পরিণত করতে জমি কমিটিগুলির সাহায্য সোভিয়েত সরকার প্রত্যাখ্যান করেনি, কিন্তু সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালটে নতুন জমি কমিটি নির্বাচিত করা দরকার ছিল। এই কমিটিগুলিতে সোভিয়েতসমূহের প্রতিনিধিদের থাকা দরকার ছিল। গণ-কমিসার পরিষদ তাই কেন্দ্রীয় জমি কমিটি ভেঙে দেওয়াব নির্দেশ জারী করে।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিরূপতা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও, কৃষকরা নতুন জমি কমিটি নির্বাচিত করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা এই সব কমিটি ভেঙে দিয়ে সোভিয়েতগুলিতেই জমি বিভাগ গঠন করে।

ভূসম্পত্তিগুলি ও সেখানকার উপকরণগুলি বাজেয়াপ্ত ও বণ্টন করার কার্যপ্রণালী কতকগুলি বিশেষ নির্দেশে বর্ণিত হয়। এই সমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী সোভিয়েত ও জমি কমিটিগুলি প্রতিটি ভূসম্পত্তির বর্ণনামূলক তালিকা তৈরি করে, তারপর জমি কমিটি বা সোভিয়েত সেই জমির দখল নেয়। গবাদি পশু ও উপকরণগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং, সাধারণত, কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করা হয় যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে অথবা বিনামূল্যে। যন্ত্রপাতি ও ভালো জাতের গবাদি পশু রেখে দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয় বা যৌথ খামারের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে অথবা তুলে দেওয়া হয় সোভিয়েতগুলির তৈরি ভাড়া-খাটার কেন্দ্রগুলির হাতে।

কৃষকরা জমির সমস্যার সমাধান করে নানান উপায়ে, তবে তার সবগুলিই চালিত ছিল জমির মালিকানার দ্রুততম বিলুপ্তির দিকে। ভূস্বামীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা গবাদি পশু ও উপকরণ যৎসামান্য মূল্যে অথবা বিনামূল্যে গরিব কৃষকদের হাতে চলে যায়, অগ্রাধিকার পায় রণাঙ্গনে নিহত সৈনিকদের পরিবারগুলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুর্স্ক গুবের্নিয়ায় শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের লগোভ

উয়েজদ সোভিয়েত ও উয়েজদ জমি কমিটি একটি ঘোড়ার জন্য যুদ্ধ-বিধবাদের কাছ থেকে নিয়েছিল ২০ রুবল এবং যুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ সৈনিকদেব কাছ থেকে নিয়েছিল ৪০ রুবল। সেই উয়েজদেই কুলাক মুনাফাখোররা এক-একটা ঘোড়ার দাম চাইছিল ১,000 রুবল করে। মগিলেভ গুবের্নিয়ার ক্লিমোভিচি উয়েজদে একটা ঘোড়ার জন্য গরিব কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল ২৫ রুবল আর সমৃদ্ধ কৃষকদেব কাছ থেকে ১২০ রুবল পর্যন্ত, কোনো গরিব কৃষক সঙ্গে সঙ্গে দাম দিতে অক্ষম হলে তাকে দুবছর ধবে কিস্তিতে দাম শোধ করার সুযোগ দেওযা হয়েছিল। বহু ভলোস্তে গরিব কৃষকদের গবাদি পশু দেওয়া হয়েছিল বিনামূল্যে।

রাশিয়ার কতকগুলি গুবের্নিযায় ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে কুলাকদেব কাছ থেকে উদ্বৃত্ত গবাদি পশু ও উপকরণ বাজেযাপ্ত করার কাজও চলে।

১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে সর্বত্র যে সমস্ত ভলোস্ত ও গ্রাম সোভিয়েত তৈরি করা হয়েছিল, ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্তকবণ ছিল তাদেব প্রথম কাজ। ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-র মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয, এবং বাকিটা করা হয় ১৯১৮-ব বসন্ত ও গ্রীষ্মকালেব মধ্যে।*

ভলোস্ত সোভিয়েতগুলি গঠিত হওযার আগে এবং অক্টোবর বিপ্লবেব প্রাক্কালে কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলের গুবের্নিযাগুলিতে বহু ভূসম্পত্তি লুঠপাট হয়েছিল, বিশেষ করে ১৯১৭ সালেব শেষ দিকে। কৃষকবা ১৯১৭-র শেষ দিকে ওরিওল গুবের্নিয়ায় ১৫৮টি তালুক ধ্বংস করেছিল এবং রিয়াজান গুবের্নিয়ায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯১৭-তে ধ্বংস কবেছিল ৯৯টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবেব পিছনে ছিল কুলাকদের উস্কানি। গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতা সংহত হওয়াব পব ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কবার কাজ আরও সংগঠিতভাবে চালানো হয় এবং কৃষকদের বাধ্য করা হয় যথেচ্ছভাবে দখল কবা উপকরণ ফিরিয়ে দিতে।

সোভিয়েত সরকার তালুকগুলির সম্পত্তি সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তালুকগুলির বিলোপসাধনেব পব বাজেযাপ্ত করা মূল্যবান জিনিসপত্র কী করা হবে, ভরোনেজ গুবের্নিয়ার ওস্ত্রোগোজস্ক উয়েজদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যানের এই জিজ্ঞাসার জবাবে লেনিন তারবার্তা পাঠান: 'মূল্যবান জিনিসপত্রের যথাযথ তালিকা তৈরি করুন, সেগুলিকে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখুন, সেগুলির নিরাপত্তার জন্য আপনারা দায়ী। তালুকগুলি জনগণের সম্পত্তি। লুঠপাটের জন্য আদালতে অভিযুক্ত করুন। আদালতের দণ্ডাদেশের কথা আমাদের জানান।' (১৪৯)

উয়েজদ সোভিয়েতগুলি এবং কতকগুলি ভলোস্ত সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী

* হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের দরুন কোনো কোনো এলাকায (ভোলগা অঞ্চল, উরাল ও ইউক্রেন) এই প্রক্রিয়া চলেছিল ১৯১৯ সালের শেষ দিক পর্যন্ত।

থেকে ছাড়া-পাওয়া সৈনিকদের নিয়ে যে লাল রক্ষী বাহিনী তৈরি করেছিল, সেই লাল রক্ষীরা তালুকগুলির ধ্বংস ও লুঠপাট বন্ধ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। মস্কো, কালুগা, নভগরদ, মগিলেভ, চেৰ্নিগভ, প্স্কভ, ভরোনেজ, সারাতভ, নিজনি নভগরদ ও অন্যান্য গুবের্নিয়ার বহু ভলোস্তে লাল রক্ষীদের ইউনিট গঠিত হয়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে মধ্যযুগের এক কুৎসিত অবশেষ, ভূসম্পত্তির মালিকানা, এইভাবে রাশিয়ায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

বাজেয়াপ্তকরণের পরেই তালুকগুলি বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়, কারণ বীজ বপনের সময় হয়ে আসছিল। জমি বণ্টনের ব্যাপারে কৃষকরা ও তাদের সংগঠনগুলি প্রধান প্রধান যে দলিল দ্বারা চালিত হয়েছিল, তা হল জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা এবং জমির সামাজিকীকরণ-সংক্রান্ত আইন; এই আইনটির খসড়া জানুয়ারি ১৯১৮-তে সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে মোটামুটি অনুমোদিত হয় এবং সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সেটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে ২৭ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে। এই আইনে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ আইনসিদ্ধ করা হয় এবং স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়।

জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আইনে ব্যক্তিগত কৃষক খামারের তুলনায় যৌথ খামারকে--কমিউন ও সমবায়কে—অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু, সেই সময়ে যৌথ খামার ছিল সামান্যই। তখনও পর্যন্ত যৌথ খামার ব্যবস্থার সুফল দেখাবার মতো কোনো অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠেনি। কৃষকদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই সুফলগুলিব কথা বুঝত। তাদের অধিকাংশই জমির সমতাবাদী বণ্টন দাবি করেছিল। আইনে এই নীতিই স্থিরীকৃত হয়েছিল। বলশেভিক পার্টি সমতাবাদী বণ্টন মেনে নিলেও তা অনুমোদন করেনি, কারণ গরিব কৃষকদের দারিদ্র্যের হাত থেকে তাতে রক্ষা করা যেত না এবং কৃষকদের গরিব ও গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে বর্গ-বিভাজন রোধ করা যেত না। লেনিন বিবেচনা করেছিলেন যে কৃষকরা কালক্রমে নিজেরাই সমতাবাদী বণ্টনের অনুপযোগিতা বুঝতে পারবে এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে জমি চাষ করতে হবে যৌথভাবে।

জমির সামাজিকীকরণ-সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছিল যে জমি ব্যবহার করতে পারবে একমাত্র তারাই, যারা নিজেরা জমি চাষ করে। জমি দেওয়া হয়, প্রথমত ও মুখ্যত, জমিহীন কৃষক ও খেত মজুরদের। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করা ছাড়াও এই আইন মধ্য কৃষককে টেনে এনেছিল প্রলেতারিয়েতের পক্ষে। এই আইনটির উপরে লেনিন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সোভিয়েতসমূহের ৩য় কংগ্রেসে তিনি বলেন, 'জমির সামাজিকীকরণ-সংক্রান্ত আইনটি পড়ে শোনানো হল, আপনারা এখনই তা শুনলেন। এটি কি

শ্রমিক ও কৃষকদের অটুট ঐক্যের অঙ্গীকার নয়, এটি কি এই নিশ্চীত দেয় না যে আমরা এই ঐক্য দিয়েই সমাজতন্ত্রের পথে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হব?' (১৫০)

ভূসম্পত্তিগুলি যে-পরিস্থিতিতে বণ্টন করা হয়, সেটি চিহ্নিত ছিল গ্রামের গরিব ও কুলাকদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম দিয়ে। কুলাকরা চেয়েছিল যে নতুন করে জমির ভাগাভাগির মধ্যে সমস্ত জমি থাকবে না, থাকবে শুধু ভূসম্পত্তিগুলি এবং জমি-বরাদ্দ করার নির্দিষ্ট পবিমাণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি গৃহস্থের গবাদি পশু ও উপকরণের সংখ্যার উপরে নির্ভরশীল হবে। এই শর্তে ধনী কুলাকরা শুধু যে তাদের সমস্ত জমি হাতে রাখতে পারত তাই নয়, নতুন জমিও হস্তগত করতে পারত। গবিব কৃষকবা বণ্টনের এই পদ্ধতি সম্পর্কে আপত্তি তোলে এবং পরিবারের আয়তন অনুযায়ী জমি ভাগাভাগির দাবি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৬-১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তাম্‌বভ গুবের্নিয়ার উসমান উয়েজদের কৃষকদের ৫ম কংগ্রেস ভলোস্ত সোভিয়েতগুলিকে পরিবাবেব আয়তন অনুযায়ী সমস্ত জমি বণ্টনের জন্য প্রস্তুত হতে বাধ্য কবে। কংগ্রেসেব প্রস্তাবে বলা হয়: নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সমস্ত জমি বাজেযাপ্ত কবা হবে

জমি ভাগাভাগির প্রশ্ন নিয়ে যেখানে তর্কবিতর্ক হয়েছে, কৃষকদের এমন বহু সভায় সংঘর্ষ বেধে গেছে এবং পরিণত হয়েছে লড়াইতে।

বলশেভিক পার্টি স্বভাবতই গরিব কৃষকদের সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিযেছিল। জানুয়ারি ১৯১৮-র শেষে গ্রামাঞ্চল-গামী প্রচারাভিযান-সংগঠকদের সম্বোধন কবে লেনিন বলেন যে, '...পুঁথিগত সাহায্যের দরকার গরিবদের নেই, তাঁদের দরকাব সংগ্রামে অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত অংশগ্রহণ। ধনী কৃষক আর কুলাকদের জমি নিতে দেওযা হবে বলে আমরা ভূস্বামীদের জমি কেড়ে নিইনি...

গ্রামে-গ্রামে জনগণকে আপনাদের বোঝাতে হবে যে কুলাক ও অর্থশোষকদের বাশ অবশ্যই টেনে ধরতে হবে।' (১৫১)

গ্রামীণ বুর্জোয়া—কুলাকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের একটা শ্রেণী-সংগ্রামের নির্দেশ জারী করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লেনিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনেব প্রচেষ্টার অর্থ ঘটনাবিকাশকে পূর্বেই পণ্ড করা, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা অধিকার করার পর গ্রামাঞ্চলে যে বাস্তব অবস্থা রূপ পরিগ্রহ করেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। অক্টোবর বিপ্লবের গতি-প্রকৃতির বিকৃত বিবরণের জন্য কার্ল কাউটস্কির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে কৃষকদের বর্গ-বিভাজনের জন্য অপেক্ষা না-করে এবং তাদের প্রস্তুত না-করে বলশেভিকরা যদি ১৯১৭-র অক্টোবর ও নভেম্বর মাসেই গ্রামাঞ্চলে 'সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের' চেষ্টা করত, তাহলে তারা মার্কসবাদ-বিরোধী কাজই করত। কৃষকরা শ্রমিকদের ঠিক মতো বুঝতে পারত না এবং তাতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীবন্ধন দুর্বল হয়ে যেতে পারত।

'...সেটা হত সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরে **সংখ্যালঘুর** নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা; তা হত একটা তত্ত্বগত উদ্ভটতা, তাতে একথা বোঝার ব্যর্থতাই প্রকাশ পেত যে একটা সাধারণ কৃষক বিপ্লব **এখনও পর্যন্ত** এক বুর্জোয়া বিপ্লব, এবং **পর পর কতকগুলি উত্তরণ, কতকগুলি উত্তরণকালীন স্তর** ছাড়া, একটি পশ্চাৎপদ দেশে তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করা যায় না।' (১৫২)

লেনিন বলেন, বিপ্লবের সাধারণ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পর্যায় একটা পাথরের দেয়াল দিয়ে পৃথক করা নেই, তার একটি থেকে অপরটি পৃথক শুধু প্রলেতারিয়েতের প্রস্তুতাবস্থার মাত্রা দিয়ে, গ্রামীণ গরিবদের সঙ্গে তার ঐক্যের পরিসর দিয়ে, তার বেশি কিছু নয়। (১৫৩) সেই কারণেই, গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম রূপায়িত করতে গিয়ে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করতে গিয়ে বলশেভিক পার্টি গরিবদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা, শ্রমিকশ্রেণীর চার পাশে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার পন্থা গ্রহণ করে।

যুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ সৈনিকরা গ্রামাঞ্চলে বলশেভিক পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। ডিসেম্বর ১৯১৭-তে সারাতভ গুবের্নিয়ার সের্দভস্ক উয়েজদের ইয়াকভলেভকা গ্রামে রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাগত জনৈক সৈনিক ভূস্বামী ও কুলাকদের কাছ থেকে জমি ও দানাশস্য বাজেয়াপ্ত করার কাজে গরিব কৃষকদের সংগঠিত করেন। ১৯১৮-র বসন্তকালে তুলা গুবের্নিয়ার ভেনেভ উয়েজদের কতকগুলি গ্রামে কুলাকদের বিরুদ্ধে গরিব 'কৃষকদের ইউনিয়ন' সংগঠিত করা হয়।

যাই হোক, ১৯১৮ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত গরিব কৃষকদের সংগঠনগুলি বহুবিস্তৃত ছিল না। সাধারণত, গরিব কৃষকদের মধ্যে ঐক্য ছিল না এবং কুলাকদের মোকাবিলা করার মতো, তাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালাবার মতো নিজেদের কোনো সংগঠন ছিল না। কিন্তু, ১৯১৮-র বসন্তকালে ভূসম্পত্তিগুলি বণ্টনের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, গরিব কৃষক ও কুলাকদের মধ্যেকার সংগ্রাম বিপ্লবের বিকাশ ও গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে থাকে।

১৯১৮-র বসন্তকালে কুলাকদের জমি ভাগ করার ঘটনা ঘটেছিল সামান্যই। তা ঘটেছিল মুখ্যত সেই সব গুবের্নিয়ায় যেখানে কোনো ভূস্বামী ছিল না এবং বেশির ভাগ জমি ছিল কুলাকদের হাতে। ১৯১৮-র প্রথমার্ধে বহু গ্রাম ও ভলোস্ত সোভিয়েতের নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকারী ছিল সমৃদ্ধ কৃষকরা।

সেই সময়কার অসংখ্য দলিলে গ্রামাঞ্চলের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পালেৎস ভলোস্তের গ্রিদনা গ্রামের গরিব কৃষকরা নিজনি নভগরদ উয়েজদ সোভিয়েতকে লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে তাদের গ্রামের কুলাকরা সোভিয়েত সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করছে, 'বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং ঘুষ ও দানাশস্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোভিয়েতগুলিতে বসাতে চেষ্টা করছে' তাদের নিজেদের

লোকজনকে, যারা স্পষ্টতই নতুন ব্যবস্থার ও নতুন, সোভিয়েত ক্ষমতার বিরোধী। আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের কাছে প্রেরিত নিজনি নভগরদ গ্রুবের্নিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির প্রাদেশিক বিভাগের এক বার্তায় বলা হয়েছিল যে ১৯১৮-র বসন্তকালে গ্রুবের্নিয়ায় এক দফা নতুন নির্বাচন ভলোস্ত সোভিয়েতগুলিতে কুলাকদের আনুপাতিক হার বাড়িয়ে তুলেছে। ১৯১৮-র মধ্যভাগে ভলোস্ত সোভিয়েতগুলির সদস্যদের ৫৮ শতাংশ ছিল অ-পক্ষভুক্ত, সাধারণত কুলাকরা যে-আবরণটি ব্যবহার করত, ২৩ শতাংশ ছিল দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির লোক, এবং মাত্র ১৯ শতাংশ ছিল বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। ভলোস্ত সোভিয়েতগুলির শ্রেণীগত গঠনবিন্যাসের দিক দিয়ে নিজনি নভগরদ গুবের্নিয়া কোনো ব্যতিক্রম ছিল না।

ভূস্বামী শ্রেণীর বিলোপের ফলে কুলাকরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; এই পরিস্থিতিতে তারা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং নজব দিয়েছিল সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদের দিকে। দানাশস্যেব উপরে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বানচাল করে, নির্দিষ্ট দরে রাষ্ট্রকে দানাশস্য বিক্রি করতে অস্বীকাব করে, গবাদি পশুকে দানাশস্য খাইয়ে অথবা তা দিয়ে মদ চোলাই করে অনাহারের সাহায্যে তারা প্রলেতারীয বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল। কুলাকরা ছিল প্রতিবিপ্লবের মিত্র ও নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি। তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টি উপলব্ধি করেছিল যে তাকে পর পর কতকগুলি উত্তরণকালীন ব্যবস্থা কার্যকব করতে হবে এবং কৃষকসমাজের শ্রেণী-বিভাজন পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে, কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক প্রচারাভিযান চালিয়ে তাদের দেখাতে হবে যে তাদের স্বার্থ আব কুলাকদেব স্বার্থ একেবারে বিপরীত।

অধিকাংশ এলাকায় শুধু ভূস্বামীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত-করা জমিই ছিল বণ্টন-সাপেক্ষ এবং সাধারণত তা বণ্টন কবা হয় পরিবারেব আয়তন অনুযায়ী। জমির সামাজিকীকরণ-সংক্রান্ত আইন রূপায়ণের জন্য উত্তরণকালীন ব্যবস্থা সম্পর্কে এপ্রিল ১৯১৮-তে কৃষি বিষয়ক গণ-কমিসার যে সাময়িক নির্দেশ প্রচার করে এই নীতি তাতে আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। কৃষক জনসমষ্টির মাথা-পিছু বণ্টন-করা জমির আয়তন ছিল কোনো কোনো অঞ্চলে ১ ৫ দেসিয়াতিন, এবং অন্যান্য অঞ্চলে এক দেসিয়াতিনেরও অনেক কম।

সর্বাধিক সংখ্যক ভূসম্পত্তি-বিশিষ্ট ১৮টি গুবের্নিয়ার ৮৬৩টি ভলোস্তের সোভিয়েতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে ১৯১৮-র মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়েছিল নিম্নরূপ: ৫৯৭টি ভলোস্তে পরিবারের আয়তন অনুযায়ী; ১৬৩টি ভলোস্তে—জমিহীন ও জমি-প্রত্যাশী চাষীদের; ৬৯টি ভলোস্তে—শ্রমের একটি মান অনুযায়ী; ৩৪টি ভলোস্তে—'প্রত্যেক কৃষক যতখানি বপন করতে পারবে' সেই পরিমাণ

অনুযায়ী সকল কৃষকের মধ্যে। এইভাবে, এই সমস্ত ভলোস্তের ৮৬ শতাংশতেই বণ্টনের ব্যাপারে গরিব কৃষকদের দাবিকে গণ্য করা হয়েছিল। ১৯১৮ র বসন্তকালে, ৩৫ শতাংশ ভলোস্ত নানান কারণে তখনও পর্যন্ত ভূসম্পত্তিগুলির বণ্টন শুরু করেনি।

সোভিয়েত কৃষি-সংক্রান্ত আইন অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে বিভিন্নভাবে বলবৎ করা হয়। যেমন, বলটিক অঞ্চলে বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণ তালুকগুলি বাজেয়াপ্ত করে দ্রুত এবং সংগঠিতভাবে। কৃষকরা ভূস্বামীদের যেসব খাজনা ও কর দিত তা তুলে দেওয়া হয়। লাতভিয়ায় গঠিত হয় খেত মজুর ও জমিহীন কৃষকদের ইউনিয়ন, সেখানে বিপুল সংখ্যক খেত মজুর তালুকগুলিতে নিযুক্ত ছিল। জানুয়ারি ১৯১৮-তে এই ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০-এর মধ্যে। ভূস্বামীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত-করা জমি ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়নি; তার পরিবর্তে সেখানে তৈরি করা হয় বড় বড় সমাজতান্ত্রিক খামার। এই সব খামার গঠনের ব্যাপারে এই তাড়াহুড়ো শ্রমজীবী কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে সাহায্য করেনি।

মধ্য এশিয়ার ছিল নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও অসুবিধা। তুর্কিস্তানে জমি ও জল, দুয়েরই মালিক ছিল সামন্ত প্রভুরা; শুধু জমি নয়, জল ব্যবহার করার অধিকারও কৃষকরা পেতে চেয়েছিল। কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে গঠিত হয় জমি ও জল কমিটি। জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা তুর্কিস্তানে তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা যায়নি, সেখানে রাজনৈতিকভাবে অশিক্ষিত কৃষক জনসমষ্টি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের উপরে নির্ভরশীল ধনী ভূস্বামী, কুলাক ও যাজকদের প্রবল প্রভাবাধীন ছিল। সেই কারণেই কৃষি সংস্কার মধ্য এশিয়ায় চালানো হয় ক্রমে ক্রমে। ১৯১৮ সালে ধনী ভূস্বামীদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল কোনো বিশেষ এক-একটি ক্ষেত্রে।

ডিসেম্বর ১৯১৭-তে তুর্কিস্তান গণ-কমিসার পরিষদ নির্দেশ জারী করে যে, জমির মালিকরা নিজেরা যে জমি চাষ করে না এমন সমস্ত জমি অবিলম্বে রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে হবে। তালুক, বাণিজ্যিক ফল-বাগিচা ও অন্যান্য বড় বড় খামারের জাতীয়করণ শুরু করা হয় ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-তে। জমি কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু, তুর্কিস্তানে কৃষি বিপ্লব সামগ্রিকভাবে তখনও অসমাপ্ত থাকে।

অধিকাংশ কিশলাকে (গ্রামে) জমি ও জলের প্রাক-বিপ্লব সম্পর্কই বজায় ছিল। জমি ও জল সংক্রান্ত যে সংস্কারকর্ম সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে দূরীভূত করেছিল, তা তুর্কিস্তানে শুরু হয় মাত্র ১৯২৪ সালে। তা সত্ত্বেও, শ্রমজীবী জনগণের জীবন উন্নত করার ব্যবস্থার সূত্রপাত করা হয়েছিল সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। তুর্কিস্তান সরকার শ্রমজীবী কৃষকদের ঋণ দিয়েছিল এবং সরবরাহ করেছিল উপকরণ, সার ও বীজ। রুশ ফেডারেশনের গণ-কমিসার

পরিষদ তুর্কিস্তানের শ্রমজীবী জনগণকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল খাদ্য ও অর্থ দিয়ে।

সোভিয়েত কৃষি আইন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। লক্ষ লক্ষ জমিহীন কৃষক প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে বিনামূল্যে পেয়েছিল জমি, উপকরণ ও গবাদি পশু।

ভূস্বামী, রাজশক্তি ও মঠগুলি যে বিপুলায়তন জমির (১,৫২০ লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত) মালিক ছিল, অক্টোবর বিপ্লবের ফলে সেই জমি তুলে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে।

রাশিয়ার শুধু ইউরোপীয় অংশেই কৃষকরা পায় ভূস্বামী, বণিক ও রাজস্ব বিভাগের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা প্রায় ১০ কোটি দেসিয়াতিন জমি। অধিকন্তু, শ্রমজীবী কৃষকরা ভূস্বামীদের খাজনা দেওয়ার হাত থেকে এবং জমি কেনা বাবদ যে ব্যয় থেকে মুক্তি পায় তার আর্থিক মূল্য ৭০ কোটি স্বর্ণ রুবলেরও বেশি। কৃষকদের কৃষি ব্যাঙ্কের কাছে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ১ জানুয়ারি, ১৯১৪ তারিখে ছিল ১৩০ কোটি রুবলের বেশি, তা বাতিল করা হয়। কৃষকরা পায় ভূস্বামীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা ৩০ কোটি রুবল মূল্যের উপকরণ।

অক্টোবর ১৯১৯-এ লেনিন লিখেছিলেন, 'এই কৃষক-প্রধান দেশে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র থেকে সামগ্রিকভাবে কৃষকসমাজই সর্বপ্রথম লাভবান হয়েছে, সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হয়েছে... প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রে কৃষক **এই সর্বপ্রথম** কাজ করছে তার নিজের জন্য এবং **নগরবাসীর চাইতে ভালো আহার করছে।** এই সর্বপ্রথম কৃষক দেখতে পেয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতা — নিজের রুটি খাওয়ার স্বাধীনতা, অনাহার থেকে মুক্তি।' (১৫৪)

কিন্তু, সম্পত্তিগত অসাম্য এবং গবাদি পশু ও উপকরণের অভাব চলতে থাকায় কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলিকে জমি বণ্টনও তাদের ধ্বংসের হাত থেকে এবং কুলাকদের কাছে বন্ধনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েতের পক্ষে শহরের প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে একত্রে ও তার নেতৃত্বাধীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া দারিদ্র্য ও অভাব থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ ছিলও না, থাকাও সম্ভব ছিল না।

৩। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রথম সংস্কারকর্ম

প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতায় আরোহণ সংস্কৃতিতে এক বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। রাশিয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক জনসমষ্টির ৭৩ শতাংশ ছিল নিরক্ষর, (১৫৫) আর অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে নিরক্ষরতা ছিল সার্বিক।

রাজতন্ত্রী সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ প্রথা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য, গির্জার আধিপত্য, নারীর অসাম্য, ঔপনিবেশিক নীতি, দেশে বসবাসকারী অসংখ্য জাতির মধ্যে দারিদ্র্য ও বর্বরতা ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রবল বাধা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অতীতের এই লজ্জাজনক জেরগুলিকে নির্মূল করে। সকল অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণকে তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনা দান করে।

১২ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ 'সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ ও অসামরিক পদমর্যাদা বিলুপ্ত করে এক নির্দেশনামা' প্রকাশ করে। নাগরিকদের সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ (সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, যাজক, বণিক, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভৃতি) বাতিল করা হয এবং সম্পত্তিগত সুযোগসুবিধা ও বিধিনিষেধ, অসামবিক পদমর্যাদা ও খেতাব এবং উঁচু তলার আমলাতন্ত্রের সুযোগসুবিধা বিলুপ্ত করা হয়। সোভিয়েত ক্ষমতা নাবীকে পুরুষের সঙ্গে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সমানাধিকাব দেয়। নাবীর মুক্তি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন থেকে, জনসমষ্টির যাবা অর্ধাংশ, সেই নারীসমাজ সৃষ্টিশীল কাজে পুরুষদেব মতোই সমানভাবে অংশগ্রহণ করাব সুযোগ পায। মার্চ ১৯২০-তে লেনিন লিখেছিলেন, 'বলা হযে থাকে যে সাংস্কৃতিক স্তবেব শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল নারীর আইনগত স্থান। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির মধ্যে রয়েছে গভীর সত্যের বীজ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রই সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক স্তর অর্জন করতে পারে, যেমনটি সে করেছে।' (১৫৬)

২০ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে গণ-কমিসাব পরিষদ বাষ্ট্র থেকে গির্জাকে এবং গির্জা থেকে স্কুলকে পৃথক কবে নির্দেশনামা জাবী কবে। গির্জাব হাত থেকে সমস্ত দেওয়ানি আইনের অধিকার সরিয়ে নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার সংস্থাগুলির হাতে অর্পণ করা হয়।

ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয় ধর্মবিশ্বাসেব পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, প্রতিটি নাগরিক যেকোনো ধর্ম শুধু বিশ্বাস করাই নয়, ধর্ম থেকে মুক্ত থাকারও অধিকার লাভ করে। রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে এবং গির্জা থেকে স্কুলকে পৃথক করে নির্দেশনামাটি জনগণকে মুক্ত করে ধর্মের নিগড় থেকে, যে নিগড় যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতিকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র প্রশাসনের মধ্যে, মৌল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মীমাংসার কাজের মধ্যে শ্রমজীবী জনসাধারণকে, শ্রমিক ও কৃষকদের টেনে আনা। কিন্তু এর জন্য জনগণের জ্ঞান থাকা দরকার, প্রাথমিক শিক্ষার কথা তো বলাই বাহুল্য। তা নিজে থেকে আসতে পারত না। অক্টোবর বিপ্লবের কয়েকদিন পরে লেনিন একটি প্রবন্ধ শুরু করেন

বিখ্যাত এই কথাগুলি দিয়ে: 'বুদ্ধিমত্তা, উদ্দেশ্য ও সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হলে জ্ঞান থাকা দরকার।' (১৫৭)

অক্টোবর বিপ্লব জনশিক্ষার পুরনো রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটিকে ধ্বংস করে; এই জনশিক্ষা ব্যবস্থা, লেনিনের যথার্থ উক্তিটি ব্যবহার করে বলা যায়, 'জনগণের মনকে হতবুদ্ধি করার' উদ্দেশ্য সাধন করত। (১৫৮) দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ পরিচালনা করার জন্য এক নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তৈরি করা হয়। সেটি হল আ. ভ. লুনাচারস্কির নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট; লুনাচারস্কি ছিলেন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সাহিত্য ও শিল্পকলার রসবেত্তা। নতুন কমিসারিয়েটে পদগুলি অধিকার করেন অন্যতম প্রথম মার্কসবাদী শিক্ষাবিজ্ঞানী ন. ক. ক্রুপস্কায়া, মার্কসবাদী ইতিহাসবেত্তা ম. ন. পক্রভস্কি, এবং ল. র. মেনজিনস্কায়া, ভ. র. মেনজিনস্কায়া, ভ. ম. পজনের, ভ. ম. বণ্ড-ব্রুয়েভিচ (ভেলিচকিনা) ও অন্যান্য প্রবীণ, সুশিক্ষিত বলশেভিক।

শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ শুরু করে। ন. ক. ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে কীভাবে আমরা শিক্ষা মন্ত্রকে 'ক্ষমতা গ্রহণ' করেছিলাম। আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি ও অল্প কয়েকজন বলশেভিক মন্ত্রিদপ্তরে যান... তার কাছে ছিল একটি চৌকি, তাতে পাহারা দিচ্ছিল অন্তর্ঘাতকরা... খাশ মন্ত্রিদপ্তরে বার্তাবহ ও ঠিকা কাজের পরিচারিকারা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমরা হেঁটে গেলাম খালি ঘরগুলির ভিতর দিয়ে—টেবিলগুলো ছিল টুকরো কাগজে ভর্তি; এর পরে আমরা গেলাম একটি অফিস-ঘরে এবং তখনই সেখানে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের কলেজিয়ামের প্রথম সভা।' অন্যান্য মন্ত্রিদপ্তরের মতো শিক্ষা মন্ত্রকের অধিকাংশ কর্মকর্তাই সোভিয়েত ক্ষমতার সিদ্ধান্তগুলি বানচাল করছিল। কোনো কোনো শহরে বুর্জোয়ারা ও আপসপন্থী পার্টিগুলি শিক্ষকদের ধর্মঘট সংগঠিত করেছিল; স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এই ধর্মঘটগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট হয়েছিল মস্কোয়, সেখানে তা চলেছিল তিন মাসেরও বেশি।

শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট 'জনশিক্ষা প্রসঙ্গে' অভিভাষণটি প্রকাশ করে, তাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সোভিয়েত কর্মনীতির অন্তর্নিহিত মূলনীতি বিবৃত করা হয়। অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের উপরে। বলা হয় যে সর্বত্র একরূপ সোভিয়েত স্কুল সংগঠিত করতে হবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সব ধরনের স্কুল তৈরি করতে হবে। সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত সৎ শিক্ষকের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয়।

শুরু হয় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাস। জনসাধারণ যাতে আরও সহজে রুশ ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখতে পারে, সে জন্য ২৩ ডিসেম্বর,

১৯১৭ তারিখে এক নতুন বানান-প্রণালী তৈরি ও প্রবর্তন করা হয়। স্কুলগুলিতে শিক্ষাদান অবৈতনিক করা হয়। স্কুলগুলিতে ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন নিষিদ্ধ হয়। সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়। পলিটেকনিকাল শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ নীতি রচিত ও প্রবর্তিত হতে শুরু করে। স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বয়সের সমস্ত শিশুর শিক্ষাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত করা হয়।

অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম সত্ত্বেও সোভিয়েত সরকার স্কুল নির্মাণ, পাঠ্য বই প্রকাশ ও শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার অর্থ যোগাড় করতে সমর্থ হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের সন্তানরা যাতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লেখাপড়া করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়।

লুনাচারস্কির সঙ্গে এক আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন যে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনসাধারণের, মুখ্যত তরুণ শ্রমিকদের আরও বেশি অধিগম্য করে তোলার জন্য সব কিছু করতে হবে।

২ অগস্ট, ১৯১৮ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ 'উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হওয়ার নিয়মাবলী সম্পর্কে' একটি নির্দেশনামা জারী করে। এই নিয়মাবলীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয় এবং শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের ব্যক্তিদের পক্ষে শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়।

১৯১৮ সালে উচ্চতর শিক্ষার নতুন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান খোলা হয়, তার মধ্যে ছিল নিজনি নভগরদ, ইয়েকাতেরিনস্লাভ, ইরকুৎস্ক, ভরোনেজ ও স্মোলেনস্কের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, মস্কো খনিবিদ্যা আকাদমি, ওদেসা কৃষি ইনস্টিটিউট এবং ওম্‌স্কে সাইবেরীয় কৃষি ও শিল্প ইনস্টিটিউট।

ডিসেম্বর ১৯১৮-তে গণ-কমিসার পরিষদ 'নিরক্ষর জনগণকে সমবেত করা এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার কথা প্রচার করা সম্পর্কে' এক নির্দেশনামা গ্রহণ করে। এই নির্দেশনামায় বলা হয় যে সমস্ত সাক্ষর ব্যক্তিকে নিরক্ষর লোকেদের কাছে নির্দেশনামা, ইস্তাহার ও সংবাদপত্র পড়ে শোনাতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এবং লাল ফৌজের মধ্যে। কারখানা ও ক্লাবগুলিতে তৈরি হয় স্ব-শিক্ষা চক্র ও নিরক্ষরতা-দূরীকরণ পাঠশালা। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্কুল ও পাঠক্রম এবং জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র তৈরি হতে থাকে এবং সেখানে যোগ দেয় শ্রমিক, কৃষক ও লাল ফৌজের সৈনিকরা; রুশ ভাষা ও পাটীগণিত ছাড়াও তারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করে। কল-কারখানায়, ক্লাবে ও সামরিক ইউনিটগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়। ক্লাবগুলি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র।

শহর ও গ্রামগুলিতে গ্রন্থাগার খোলা হয়। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বড় বড় ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহ জাতীয়করণ করে সেগুলি গ্রন্থাগারগুলিকে অর্পণ করলেও বইয়ের অভাব ছিল। লুনাচারস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন, তাঁর সঙ্গে এক

কথোপকথন প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন: 'গ্রন্থাগারের উপরে আমি বিরাট গুরুত্ব আরোপ করি... বই একটা বিরাট শক্তি। বিপ্লবের ফলে তার (বইয়ের) আকর্ষণ অনেক বেড়ে যাবে। পাঠকদের জন্য অবশ্যই বড় বড় পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বইগুলি হবে চলমান, সেগুলি নিজেই গিয়ে পেঁছবে পাঠকদের কাছে।' সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২৯ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে 'রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা প্রসঙ্গে' নির্দেশনামা জারী করে, তাতে শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের পক্ষে বিপুল পরিসরে বইয়ের প্রকাশনা, বিশেষ করে চিরায়ত রুশ সাহিত্য ও পাঠ্য বইয়ের প্রকাশনার কাজ শুরু করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯১৮ সালের মধ্যেই বিরাট মুদ্রণসংখ্যায় প্রকাশিত হয় রুশ সাহিত্যের ধ্রুপদী লেখকদের বই: আ স পুশকিন, ন. আ. নেক্রাসভ, ল. ন. তলস্তয়, আ. প. চেখভ, ন. ভ. গোগল, আ. ভ. কল্‌ৎসোভ, ই. স. নিকিতিন, ম. ইয়ে. সালতিকভ-শ্চেদ্রিন, ই. আ. ক্রিলোভ, ভ. আ. জুকোভস্কি, ই. আ গনচারভ, ই স তুর্গেনেভ ও আ. ন. ওস্ত্রোভস্কির বচিত বই। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে বনিয়াদি রচনা ও পুস্তিকা প্রকাশনার কাজ শুরু হয়।

শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক কাজের প্রসার ঘটানো হয়। ভূস্বামীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা চমৎকাব কতকগুলি বাসভবনকে গ্রন্থাগার ও ক্লাবে পরিণত কবা হয়।

বলশেভিক সংবাদপত্র ছিল জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার একটি বড় বাহন। নতুন নতুন পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশ করা শুরু হয়, সেগুলিতে ছাপা হয় সোভিয়েত সরকারের নির্দেশনামাগুলি, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে খবরাখবর এবং নতুন জীবন গড়ার ক্ষেত্রে নিজেদেব কাজ সম্পর্কে শ্রমজীবী জনগণের লেখা অসংখ্য চিঠিপত্র। 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া' সংবাদপত্র দুটি ছিল সর্বাধিক প্রচারিত। এগুলিতে প্রায়শই প্রকাশিত হত লেনিনেব লেখা প্রবন্ধ। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী প্রথম ছ'মাসে এই সংবাদপত্র দুটিতে ছাপা হয়েছিল লেনিনের ৩০০টির বেশি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পার্টি নেতা ও রাষ্ট্রনীতিকের বহু রচনা।

অক্টোবর বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত ও ফলপ্রসূ বিকাশের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে লেনিন বলেন, 'আগেকার দিনে মানব-প্রতিভা, মানুষের মস্তিষ্ক সৃষ্টি করত শুধু কিছু লোককে প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির সুফলগুলি দেওয়ার জন্য, এবং অন্যদের ন্যূনতম প্রয়োজন—শিক্ষা ও বিকাশ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য। এখন থেকে বিজ্ঞানের সমস্ত বিস্ময় এবং সংস্কৃতির অর্জিত সম্পদ সামগ্রিকভাবে জাতির সম্পত্তি, এবং আর কখনও মানুষের মস্তিষ্ক ও মানব-প্রতিভা নিপীড়ন ও শোষণের জন্য ব্যবহৃত হবে না।' (১৫৯)

বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের চাইতে আর কোনো শ্রেণী এত বেশি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ কামনা করেনি। বলশেভিকরা এবিষয়ে সচেতন ছিল যে পুঁজিবাদেব তুলনায় অধিকতর শ্রম-উৎপাদনশীলতা অর্জন করা যেতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিকতম কৃতিত্বগুলিকে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েই। বিজ্ঞানকে তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে দেওয়া হয় এক সম্মানেব আসন।

১৯১৭-র শেষ দিকে এবং ১৯১৮-ব শুরুতে কিছু কিছু বিজ্ঞানী সোভিয়েত ক্ষমতাকে সমর্থন করার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে বিরাট অবদান ছিল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক আ তিমিরিয়াজেভের দৃষ্টান্ত, তিনি একেবারে গোড়া থেকেই বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৯১৮-র গোড়াব দিকে, সোভিয়েত সরকারের নির্ধারিত দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য সহায়তা পাওয়া সম্পর্কে রুশ বিজ্ঞান আকাদমির সঙ্গে আলোচনা হয়। আকাদমি সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। মার্চ ১৯১৮-ব গোড়ার দিকে শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিসার আ. ভ লুনাচারস্কি বিজ্ঞান আকাদমির কাছে একটি চিঠি লেখেন, তাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানেব জন্য সমস্ত বিজ্ঞানকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। বিজ্ঞান আকাদমির সভাপতি আ প কার্পিনস্কি তাঁর জবাবে বলেন যে নীতিগতভাবে তিনি এই প্রস্তাবেব সঙ্গে একমত। ক্রমে ক্রমে, বিজ্ঞানীবা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সোভিযেত ক্ষমতার প্রতি তাঁদের সমর্থন ঘোষণা করেন এবং সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে আসা দাযিত্ব অনুযায়ী কাজ কবাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এপ্রিল ১৯১৮-তে লেনিন তাঁব 'বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল কাজের সম্পর্কে খসডা পরিকল্পনা' লেখেন, তাতে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি বিজ্ঞান আকাদমিকে 'রাশিয়ার শিল্পের পুনর্বিন্যাস ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিব জন্য সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নেব উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করার' দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন। (১৬০) লেনিন লেখেন, এই পরিকল্পনায় শিল্পের যুক্তিসংগত বণ্টন ও সামগ্রিক উন্নতির ব্যবস্থা, দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উপাদান ও তৈরি পণ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে; জোর দেওয়া হয় 'শিল্প ও পরিবহণের বৈদ্যুতীকরণ এবং খামারের কাজে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগের' উপরে। (১৬১) এই অসামান্য দলিলটি বহু বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী কর্মসূচি ছিল।

১৯১৮ সালেই সংগঠিত হয় নতুন নতুন গবেষণা কেন্দ্র—রুশ কৃষিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় এরোহাইড্রোডাইনামিক ইনস্টিটিউট (এর প্রধান ছিলেন ন. ইয়ে. জুকোভস্কি), রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষদ, প্রভৃতি।

নতুন, সোভিয়েত নাগরিক গড়ে তোলার কাজে সমাজ বিজ্ঞানের যথেষ্ট

অবদান ছিল। ২৫ জুন, ১৯১৮ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদে যার সংবিধি গৃহীত হয়েছিল, সেই সমাজ বিজ্ঞানের সমাজতান্ত্রিক আকাদমি হয়ে উঠেছিল কর্মী প্রশিক্ষণ এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের জরুরী প্রশ্ন নিয়ে কাজ করার কেন্দ্র।

প্রগতিশীল লেখকরা অক্টোবর বিপ্লবের সপক্ষে চলে আসেন। মাক্সিম গোর্কি, ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি, আলেক্সান্দর ব্লক, ভালেরি ব্রিউসভ, অলেক্সান্দর সেরাফিমোভিচ ও দেমিয়ান বেদনি তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন বিপ্লবের সেবায়। মায়াকভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'অক্টোবর বিপ্লব স্বীকার করে নেবো, কি নেবো না? আমার কাছে সে প্রশ্ন ছিল না... তা ছিল আমার বিপ্লব। আমি স্মোলনি ইনস্টিটিউটে চলে গেলাম। আমি কাজ করেছি এবং আমার যা করণীয় ছিল তা করেছি।' সেরাফিমোভিচ বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন ১৯১৮ সালে; তিনি বলেছেন, 'অক্টোবর বিপ্লবে আমি যোগ দিয়েছি জীবনের অর্ধ শতাব্দী পরে, কিন্তু আমি আমার বয়স গুনি বিপ্লবের শুরু থেকে।' কবি ব্রিউসভ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, '১৯১৮-র বিপ্লব আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবেই ছিল প্রগাঢ়তম বিপ্লব...'

রুশ নাট্যমঞ্চের ইতিহাসেও বিপ্লব এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরে নাট্যমঞ্চের নির্ভরশীলতার অবসান ঘটিয়ে তা শ্রমজীবী জনগণের কাছে তার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। নাট্যগৃহে আসে এক নতুন শ্রোতৃমণ্ডলী। এরা হল শ্রমিক, কৃষক ও লাল ফৌজের সৈনিক, তারা অভিনয় দেখে মহান অভিনেতাদের, যেমন— ক. স. স্তানিস্লাভস্কি, ভ. ই. কাচালভ, ই. ম. মস্কভিন, আ. ই. ইউজিন, ম. ন. ইয়েৰ্মোলভা, আ. ভ. নেজদানোভা, ই. ভ. ইয়েশোভ ও ল. ভ. সোবিনভ।

সোভিয়েত সরকার পেত্রগ্রাদ ও তার উপকণ্ঠের প্রাসাদগুলিকে সেখানকার সমস্ত শিল্পসম্পদ সহ জাতীয়করণ করে। বিশ্ববিখ্যাত ত্রেতিয়াকভ আর্ট গ্যালারি জাতীয়করণ করা হয় গণ-কমিসার পরিষদের ৩ জুন, ১৯১৮ তারিখে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। সেই একই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেত্রগ্রাদের হার্মিটেজের সম্পদ জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকরা ছবির গ্যালারি ও সংগ্রহশালাগুলি দেখতে যেতে শুরু করে। পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও অন্যান্য শহরে পুরনো সংগ্রহশালাগুলিকে পরিবর্ধিত করা হয় এবং নতুন নতুন সংগ্রহশালা খোলা হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ছিল ৩০টি সংগ্রহশালা; ১৯১৮ সালে তার সংখ্যা বেড়ে হয় ৮৭।

জনসাধারণের সাহায্যে সোভিয়েত সরকার শিল্পসম্পদ ও ঐতিহাসিক স্মারক নিদর্শনগুলি রেজিস্ট্রিভুক্ত করে এবং সেগুলির সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। সাংস্কৃতিক সম্পদগুলিকে সুরক্ষিত করে এবং সেগুলি বিদেশে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করে

নির্দেশনামা জারী করা হয় এবং শিল্পসম্পদগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ক্রেমলিনের গির্জাগুলির ও গম্বুজগুলির পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয় লেনিনের ব্যক্তিগত পরামর্শে। দ্মিত্রভ ও জ্ভেনিগরোদ গির্জায় এবং কিরিলো-বেলোজেরস্ক ও ত্রইৎসে-সের্গিয়েভ মঠে প্রাচীন রুশ চিত্রকলা পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক কিছুই করা হয়।

১৯১৭-র হেমন্তকালে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি এই গুজব রটানোর কাজে গলা মেলায় যে ইয়াসনায়া পলিয়ানায় তলস্তয়ের তালুকটি কৃষকরা ধ্বংস করে ফেলেছে। এটা ছিল বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা। ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ইয়াসনায়া পলিয়ানার কৃষকবা একটি সভা করে তাতে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে 'ইয়াসনায়া পলিয়ানার সমাজের সকল মানুষ তাঁর স্মৃতিকে পবিত্র বলে মনে করে... জনগণের মহান বন্ধু সেই লেভ তলস্তয় যেখানে বাস করেছেন এবং কাজ করেছেন সেই বাড়ি ও সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে।' ৩০ মার্চ, ১৯১৮ তাবিখে গণ-কমিসাব পরিষদ তলস্তয়ের বিধবা পত্নী স. আ তলস্তায়াকে পেনশন মঞ্জুর করে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন লেখকেব জমিজমা তাঁকে ব্যবহার করতে দিয়ে কৃষকরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা অনুমোদন করে। ১৯১৮ সালে লাল ফৌজের বাশকির ব্রিগেডের সৈনিকরা স্থানীয় কৃষকদের সাহায্যে মিখাইলোভস্কোয়ে গ্রামে আ. স. পুশকিনের নার্সের অগ্নিকাণ্ড-বিধ্বস্ত বাড়িটি মেরামত করে এবং বাড়িটি পাহারা দেওয়ার জন্য স্থায়ী একটি চৌকি স্থাপন করে।

জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত রুশ স্থাপত্য ও শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনগুলি রক্ষিত হয় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির ও সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাগুলির সযত্ন মনোভাবের দরুন; তাদের সাহায্য করে শ্রমজীবী জনগণই।

গণ-কমিসার পরিষদ ১২ এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখে স্মারক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে এক নির্দেশনামা গ্রহণ করে। জার ও তার ভৃত্যদের উদ্দেশে তৈরি যেসব স্মৃতিস্তম্ভের 'ঐতিহাসিক বা শিল্পগত কোনো মূল্য নেই', সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। বিপ্লবীদের উদ্দেশে ও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিল্পীদেব উদ্দেশে স্মারক নিদর্শন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নির্দেশনামার মূল কথা ছিল এই যে শিল্প হল জনচিত্ত আলোড়িত করার একটি উপায় এবং নতুন শিল্পকর্মেব উচিত রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান দিনগুলিকে উপযুক্তভাবে চিত্রিত করা।

কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের হাতে-নেওয়া ক্ষমতাকে এইভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টিশীলভাবে ঢেলে সাজাবার কাজে ব্যবহার করেছিল। সেই কাজ করতে করতে জনগণ অর্জন করেছিল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের অভিজ্ঞতা, যে-অভিজ্ঞতা থেকে অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সোভিয়েত ক্ষমতার নেওয়া একেবারে প্রথম ব্যবস্থাগুলিই নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গভীর গণতান্ত্রিক চরিত্র বাঙ্ময়ভাবে প্রকাশ করেছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত লড়াই করেছিল এবং ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদনের মূল উপায়সমূহ জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। শ্রমজীবী কৃষকবা কষ্ট ভোগ করছিল জমির অভাবের দরুন; সোভিয়েত ক্ষমতা জমির মালিকানা বিলুপ্ত করে তা তুলে দিয়েছে কৃষকদের হাতে। জারতন্ত্রী রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহ অধিকারহীনতার কষ্ট ভোগ করছিল; সোভিয়েত ক্ষমতা জাতিসমূহের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিই হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত ক্ষমতার লক্ষ্য, আর বিপ্লবের সুমহান মানবিকবাদের তাৎপর্য নিহিত এইখানেই।

দশম অধ্যায়

সংবিধান সভা ভঙ্গ। সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

১। প্রতিবিপ্লবী সংবিধান সভা ভঙ্গ

সোভিয়েত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার সংগ্রামের একটি বড় উপাদান ছিল সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণ সংবিধান সভা আহ্বানের দাবি করেছিল, যাতে রাশিয়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করা যায়। এই দাবিটি ছিল বলশেভিক পার্টির এক জঙ্গি স্লোগান। স্বৈরতন্ত্র যখন উৎখাত হল তখন নতুন কর্তৃত্ব, বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার, সংবিধান সভা আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু নানান অজুহাতে সেই প্রতিশ্রুতি পালন স্থগিত রেখেছিল। অস্থায়ী সরকারের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে বলশেভিক পার্টি বিশেষ করে দেখিয়েছিল যে সংবিধান সভা আহ্বানের প্রশ্নে সেই সরকার জনগণকে প্রবঞ্চিত করছে। কিন্তু, বলশেভিক পার্টির কাছে সংবিধান সভার স্লোগানটি তার আগেকার তাৎপর্য হারিয়েছিল। পার্টি এখন লড়ছিল সোভিয়েতসমূহের এক প্রজাতন্ত্রের জন্য। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস রাষ্ট্র ক্ষমতার নতুন ধরনটি আইনগতভাবে ঘোষণা করেছিল।

আগে যারা সংবিধান সভা আহ্বানের বিরোধী ছিল এখন নতুন পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত শক্তি তার একান্ত সমর্থক হয়ে দাঁড়াল। সমগ্র প্রতিবিপ্লব, সমস্ত বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টি যথা শীঘ্র সম্ভব সংবিধান সভা আহ্বানের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের জাহির করতে শুরু করল। বিপ্লবের শত্রুদের ভরসা ছিল তারা সংবিধান সভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে খতম করার জন্য তাকে ব্যবহার করতে পারবে। তাদের পরিকল্পনার বনিয়াদ কী ছিল? অগস্ট ১৯১৭-তে অস্থায়ী সরকার সংবিধান সভার নির্বাচনের জন্য যে সারা-রাশিয়া কমিশন তৈরি করেছিল, সেটি গঠিত ছিল প্রধানত কাদেত ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নিয়ে। ভোটের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের আগে। সেই সময়ে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আনুষ্ঠানিকভাবে

একই পার্টির মধ্যে ছিল এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রাপ্ত ভোটকে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতৃত্ব নিজেদের কাজে লাগাতে পারত। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর যে স্বল্পকাল অতিবাহিত হয়েছিল তাতে শ্রমজীবী জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষকরা তখনও তার সমগ্র তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত হতে পারেনি, সে-তাৎপর্য অনুভব করতে পারেনি। সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুরা এই পরিস্থিতিকে তাদের হিসাবের মধ্যে ধরেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে সংবিধান সভার স্লোগানটি যদিও অর্থহীন হয়ে পড়েছিল এবং বিপ্লবের কাছে নিষ্ফলা হয়ে পড়েছিল, তবুও বলশেভিক পার্টি সেই সভা আহবান করতে অস্বীকার করেনি। তাকে এই বিষয়টি গণ্য করতে হয়েছিল যে বহু কৃষক এবং শ্রমিকদের একাংশ সংবিধান সভার উপরে আস্থাশীল ছিল এবং তা আহবান করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তাই, বলশেভিক পার্টি ক্ষমতায় আসার পরেও, নির্বাচন করতে এবং সংবিধান সভা আহবান করতে সম্মত হয়; পার্টি ভেবে দেখেছিল যে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংবিধান সভা সম্বন্ধে তাদের মোহ থেকে নিজেদেরই মুক্ত করতে হবে এবং এই পরিষদ কাদেব স্বার্থ প্রকাশ কবে সেটা তাদের নিজেদেরই দেখা দরকার।

আড়াই বছর বাদে, ইউরোপীয় দেশগুলির 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক বিতর্কে লেনিন লিখেছিলেন: 'সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯১৭-তে আমাদের, রুশ বলশেভিকদের কি যেকোনো পশ্চিমি কমিউনিস্টদের চাইতে একথা বিবেচনা করার **বেশি** অধিকাব ছিল না যে সংসদীয় প্রথা রাশিয়ায় রাজনৈতিকভাবে সেকেলে? অবশ্যই আমরা তা বিবেচনা করেছিলাম. . তা সত্ত্বেও বলশেভিকরা সংবিধান সভা বয়কট করেনি, বরং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার আগে **এবং পরেও।**' (১৬২) বলশেভিকদের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, একথা বিবেচনা করেই লেনিন ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ২য় কংগ্রেসে এই অভিমতকে আরও পবিবর্ধিত করেছিলেন।

বিপ্লবের পরে তৃতীয় দিনে (২৭ অক্টোবর) গণ-কমিসার পরিষদ সংবিধান সভা আরম্ভ করার দিন হিসেবে ২৮ নভেম্বর তারিখটি নির্দিষ্ট করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। নির্বাচনের তারিখ স্থির করা হয় ১২ নভেম্বর। সেই সময়ে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলগুলিতে। কৃষিপ্রধান গুবের্নিয়াগুলির গ্রামে ও ভলোস্তে তখনও ক্ষমতায় ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক জেমস্তভো পরিষদগুলি। নির্বাচন কমিশনগুলিও ছিল কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের নিয়ে তৈরি, এই সব কমিশনে তারা অস্থায়ী সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল। স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে এই নির্বাচন কমিশনগুলি নির্বাচনে জাল-জুয়াচুরি করেছিল। এমন বহু ঘটনা ঘটেছিল যেখানে ভোটদাতাদের

তালিকায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও কাদেতরা যাদের অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছে, গ্রামের সেই সব ব্যক্তির, শ্রমিক ও কৃষকদের নাম ছিল না; প্রায়শই ভোটদাতাদের হাতে বলশেভিকদের প্রার্থী তালিকা দেওয়া হয়নি। বহু কৃষক নির্বাচনের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, অজস্র প্রার্থী তালিকার মধ্যে তারা প্রভেদ নির্ণয় করতে পারেনি। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও অন্যান্য পার্টি একে কাজে লাগিয়ে বলশেভিক প্রার্থী তালিকার জায়গায় কৃষকদের হাতে দেয় নিজেদের প্রার্থী তালিকা। স্বভাবতই এতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে: তারা পায় ৫৮ শতাংশ ভোট, এবং মেনশেভিকদের সঙ্গে একত্রে, ৬২ শতাংশ ভোট। বলশেভিকরা পায় ২৫ শতাংশ ভোট এবং কাদেতরা ও বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের অন্যান্য পার্টি পায় ১৩ শতাংশ ভোট। (১৬৩) সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বেশির ভাগ ভোট পেয়েছিল সুদূরবর্তী এলাকাগুলিতে এবং কৃষিপ্রধান গুবের্নিয়াগুলিতে, সেখানে কৃষকদের মধ্যে তখনও তাদের বিপুল প্রভাব ছিল। কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলিতে, শিল্পাঞ্চলগুলিতে বলশেভিকরা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের চাইতে বেশি ভোট পেয়েছিল।

শুধু পেত্রগ্রাদ ও মস্কোতেই নয়, ভ্লাদিমির, ত্ভের, কস্ত্রোমা, ইভানভো-ভজ্নেসেনস্ক, ইয়ারোস্লাভল, ভিতেবস্ক, প্স্কভ, খারকভ, ওদেসা, স্মোলেনস্ক, রেভেল, সামারা, সারাতভ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ, পের্ম, ওরেনবুর্গ ও তমস্কেও বলশেভিকরা সংখ্যাগরিঠ ভোট পেয়েছিল। মোটের উপরে, ৬৭টি গুবের্নিয়া কেন্দ্রে বলশেভিকরা পেয়েছিল মোট ভোটের ৩৬·৫ শতাংশ, কাদেতরা — ২৩·৯ শতাংশ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা — মাত্র ১৪·৫ শতাংশ; পশ্চিম ও উত্তর রণাঙ্গনের এবং বহু বড় বড় শহরের গ্যারিসনগুলিরও অধিকাংশ সৈনিকের ভোট পেয়েছিল বলশেভিকরা। আগেই বলেছি, সংবিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলির অধিকারে থাকলেও বলশেভিকরা সিদ্ধান্ত নেয় যে সংবিধান সভা আহ্বান করা উচিত; তাদের প্রস্থান-বিন্দুটি ছিল এই যে সংবিধান সভা যদি সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা ও সোভিয়েত সরকারের সমস্ত নির্দেশনামা স্বীকার করে নেয় তাহলে তা প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বিপদস্বরূপ থাকবে না, আর যদি তা সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করতে এবং শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা অনুমোদন করতে অসম্মত হয় এবং তদ্দ্বারা খোলাখুলি শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে সহজেই সেটি ভেঙে দেওয়া যাবে। বলশেভিকরা চালিত হয়েছিল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ দিয়ে এবং স্বভাবতই, বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিক ‘গণতন্ত্র’ তাদের সেই স্বার্থ রক্ষা করা থেকে বিরত করতে পারত না, অথবা সংবিধান সভা জনগণের বিরুদ্ধে চলে গেলে তাকে ভেঙে দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারত না।

ডিসেম্বর ১৯১৭-র শেষ দিকে প্রকাশিত ‘সন্ত্রাস প্রসঙ্গে প্লেখানভ’ শীর্ষক এক

প্রবন্ধে লেনিন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের তীব্র ভাষায় উপহাস করেন; মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বাগাড়ম্বর করে বলশেভিকদের নামে 'গণতন্ত্রের নীতি' লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেছিল। লেনিন লেখেন যে ১৯০৩ সালে, প্লেখানভ যখন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তা ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন: **'প্রতিটি নির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক নীতিকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত বিমূর্তভাবে তার নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে নয়, বরং যাকে বলা যেতে পারে গণতন্ত্রের মূল নীতি তার উপরে, যথা, যে-নীতিতে বলা হয়:** *salus populi suprema lex*. (জনগণের কল্যাণ — সর্বোচ্চ আইন। — সম্পাঃ) সেই নীতির উপরে তার প্রভাবের দিক দিয়ে।' লেনিন লেখেন, সেই সময়ে প্লেখানভ মনে করতেন যে 'সমাজতন্ত্রের শত্রুদের কিছুকালের জন্য শুধু ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয়তার অধিকার থেকেই নয়, শুধু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থেকেই নয়, বরং সর্বজনীন ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা যেতে পারে। একটা মন্দ সংসদকে দুসপ্তাহে 'বরখাস্ত' করা উচিত। বিপ্লবের মঙ্গল, শ্রমিকের মঙ্গলই সর্বোচ্চ আইন। প্লেখানভ এইভাবে কথা বলতেন, যখন তিনি সোশ্যালিস্ট ছিলেন। আজকের মেনশেভিকদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও এইভাবে কথা বলতেন...' (১৬৪) কিন্তু সময় বদলে গেছে, কিংবা বরং 'প্রাক্তন সোশ্যালিস্টরা' তাদের নীতি পালন না করে সরে এসেছে।

নির্বাচনের ফল সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুদের উৎসাহিত করে তুলেছিল; তারা মনে মনে সেই শুভক্ষণটির কথা কল্পনা করতে শুরু করছিল যখন সংবিধান সভা অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সমস্ত সাফল্যকে নাকচ করে দেবে এবং পুরনো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনবে। 'সংবিধান সভার হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' এই স্লোগানটি ব্যবহার করে প্রতিবিপ্লবীরা সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারাভিযানে প্রবৃত্ত হয়। পেত্রগ্রাদে কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা প্রতিবিপ্লবী 'সারা-রাশিয়া সংবিধান সভা রক্ষা লীগ' তৈরি করে, সেই লীগের শাখা বহু শহরে সংগঠিত করা হয়। লীগ হয়ে ওঠে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি পরিচালনার কেন্দ্র। কাদেত পার্টি গ্রহণ করে প্রতিবিপ্লবের রাজনৈতিক সদরদপ্তরের ভূমিকা।

সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। সংবিধান সভা আহূত হওয়ার আগে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জর্জ ব্যুকানান ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটেন তাকে রাশিয়ায় কর্তৃত্ব হিসেবে স্বীকার করতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড আর. ফ্রান্সিস প্রস্তাব করেছিলেন যে সংবিধান সভাকে আরও মর্যাদা দেওয়ার জন্য এবং তার অবস্থান জোরদার করার জন্য সমস্ত আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধির উচিত তার অধিবেশনে যোগ দেওয়া।

সংবিধান সভায় সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের হাতে ছিল একটি জোরালো অস্ত্র; সেটি হল সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২১ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখের 'প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে

আনার অধিকার প্রসঙ্গে' নির্দেশনামাটি। কতকগুলি সোভিয়েত সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্ত্র কাজে লাগিয়েছিল এবং সংবিধান সভা থেকে কিছু কিছু সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

২৮ নভেম্বর তারিখে মাত্র ১৭২ জন প্রতিনিধি নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করে। কম সংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়েই পরিষদের কাজ শুরু করতে চেয়েছিল প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলি, কিন্তু সোভিয়েত সরকার তাতে বাদ সাধে। দুদিন আগে, ২৬ নভেম্বর তারিখে সরকার 'সংবিধান সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে' একটি নির্দেশনামা গ্রহণ করেছিল, তদনুযায়ী অন্তত ৪০০ জন প্রতিনিধি, অর্থাৎ মোট সংখ্যার অন্তত অর্ধেক পেত্রগ্রাদে এসে পেঁাছলে পরই পরিষদের কাজ শুরু করা যেতে পারত।

কাদেত ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যথেচ্ছভাবে পরিষদ চালু করবে বলে স্থির করে; সেই দিনই একটি সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল হওয়ার কথা ছিল, তারা সময়টা মিলিয়েছিল তার সঙ্গে। ২৮ নভেম্বর তারিখে কয়েক হাজার সশস্ত্র অফিসার, ক্যাডেট ও পদস্থ সরকারি কর্মচারী তাউবিদা প্রাসাদ দখল করে, সেখানে একদল প্রতিনিধি সংবিধান সভার কাজ শুরু করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল।

বিপ্লবী সৈনিক ও লাল রক্ষীরা তাদের নিরস্ত্র করে। আ. ই শিঙ্গারিওভ, ফ ফ. ককোশকিন এবং কাদেত কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারি এক ঘোষণায় জনগণকে কাদেত পার্টি-পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা জানানো হয়। কাদেতদের জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়। একটি রাজনৈতিক পার্টিকে নিষিদ্ধ করে এটিই ছিল প্রথম সোভিয়েত আইন। গৃহযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে এবং প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে (কালেদিন, দুতোভ, প্রভৃতি) কাদেতদের নেতৃভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে গণ-কমিসার পরিষদ লেনিনের প্রস্তাবিত 'বিপ্লবের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের নেতাদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে' নির্দেশনামা অনুমোদন করে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা শ্রমজীবী জনগণের ক্রোধের উদ্রেক করে। সেই দিনই মস্কোর ভারী ও অবরোধকালীন কামান তৈরি কারখানার ২,০০০ শ্রমিক এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে: 'আমরা সংবিধান সভায় প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেছিলাম জনগণের ইচ্ছা পালন করার জন্য, তাদের পাঠিয়েছিলাম শুধু দরিদ্রতম কৃষকদের, শ্রমিকদের ও সৈনিকদের দাবি পূরণ করার জন্য এবং গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামাগুলি জোরদার করার জন্য। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বিপরীত: ৬০ জন লোকের একটি গোষ্ঠী একত্র হয়ে নিজেদের ঘোষণা করেছে রাশিয়ার প্রভু বলে — কিশকিন, বুরিশকিন, আভক্সেন্তিয়েভ আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা, সবাই বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি।

'আমরা ঘোষণা করছি এই দলটাকে তাদের লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ

চালিয়ে যেতে আমরা দেব না। হঠকারী ও অত্যাচারীরা নিপাত যাক! তোমরা জনগণের শত্রু, আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার উপরে তোমাদের আঘাত হানতে দেব না...'

সোভিয়েত সরকারের গৃহীত দৃঢ় ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণের অনুমোদন ও সমর্থন লাভ করে। কিন্তু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই প্রশ্নে বলশেভিকদের অবস্থানের সঙ্গে একমত হতে পারে না। ১ ডিসেম্বর তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক অধিবেশনে তারা বলে যে সংবিধান সভার কাদেত প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করে বলশেভিকরা 'গণতন্ত্র' লঙ্ঘন করেছে। এর জবাবে লেনিন বলেন, 'আনুষ্ঠানিক স্লোগান দিয়ে আমরা আমাদের প্রবঞ্চিত হতে দেব না। বুর্জোয়ারা চায় তারা সংবিধান সভায়ও বসবে, আবার একই সঙ্গে গৃহযুদ্ধ সংগঠিত করবে.. কাদেতরা 'সংবিধান সভার হাতে সকল ক্ষমতা চাই' বলে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা যেটা বোঝাতে চাইছে তা হল 'কালেদিনেব হাতে সকল ক্ষমতা চাই'। জনগণকে অবশ্যই একথা জানাতে হবে, এবং জনগণ আমাদের কাজ অনুমোদন করবেন।' (১৬৫)

সংবিধান সভার প্রশ্নে লেনিনের লাইনের বিরোধিতা করেন কামেনেভ, রিকভ, লারিন, রিয়াজানভ, মিলিউতিন এবং সংবিধান সভায় বলশেভিক গোষ্ঠীর অস্থায়ী ব্যুরোব অন্যান্য সদস্য। তাঁরা এই বলে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে সংবিধান সভা আরম্ভ করার ব্যাপারে গণ-কমিসার পরিষদ তার তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করুক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা বন্ধ করুক। বলশেভিক গোষ্ঠীর অস্থায়ী ব্যুরোর গৃহীত দক্ষিণপন্থী-সুবিধাবাদী লাইনের প্রশ্নটি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ১১ ডিসেম্বর তারিখে বিবেচনা করে। লেনিনের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গোষ্ঠীর এক নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করে এবং সংবিধান সভা সম্পর্কে বক্তব্য লেখার জন্য লেনিনকে দায়িত্ব দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরের দিন বলশেভিক গোষ্ঠী লেনিনের উপস্থাপিত থিসিস সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে।

এই সমস্ত থিসিসে লেনিন লিখেছিলেন যে একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে সংবিধান সভা ছিল গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ এবং সেই হেতু সংবিধান সভা আহ্বানের স্লোগানটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের আগে প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে রীতিমত ন্যায়সংগত ছিল; কিন্তু, একটি সংবিধান সভা সহ সাধারণ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের গণতন্ত্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয় নয়, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় রূপ; সেটি গণতন্ত্রের এক উচ্চতর ধরন। প্রতিবিপ্লব গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করে বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্যগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এক গণতান্ত্রিক, সংসদীয় উপায়ে সম্পন্ন করার সমস্ত সম্ভাবনা অপসারিত করেছে; ঘটনা প্রবাহ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ 'সংবিধান সভার

হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগানটিকে পরিণত করেছে সোভিয়েতগুলিকে উচ্ছেদ করার রণধ্বনিতে, এবং সেই কারণেই এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একটিই মাত্র পথ আছে, তা হল, জনগণের নতুন নির্বাচন করার অধিকারের দ্রুত রূপায়ণ এবং সংবিধান সভা-কর্তৃক সোভিয়েত ক্ষমতা ও তার নীতির স্বীকৃতি।

এই থিসিসগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পার্টি সংগঠনগুলি জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে সংবিধান সভা সম্পর্কে মোহ যেখানে তখনও পর্যন্ত দৃঢ়মূল ছিল সেই গ্রামাঞ্চলে তাদের কাজ বাড়িয়ে তোলে। সংবিধান সভার উপরে বহু শ্রমজীবী কৃষকের সরল বিশ্বাস আর বুর্জোয়াশ্রেণীর মতলববাজির মধ্যে কোনো মিল ছিল না। এমনকি সংবিধান সভার সমর্থনে প্রস্তাবগুলিতেও জনগণ এমন সমস্ত দাবি করছিল যাতে সংবিধান সভায় প্রতিবিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল: তারা দাবি করছিল সোভিয়েত ক্ষমতা এবং শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামার স্বীকৃতি।

ডিসেম্বর মাসে কৃষক ও সৈনিকদের গৃহীত—শ্রমিকদের কথা তো বলাই বাহুল্য—প্রস্তাবগুলির অধিকাংশতেই সোভিয়েত ক্ষমতার বিরোধী হলে সংবিধান সভাকে খতম করার জন্য জনগণের অটল ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিজনি নভগরদ গুবের্নিয়ার ভাসিলসুর্স্ক উয়েজদের গ্রইৎস্ক ভলোস্তের কৃষকরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এই মর্মে:

'আমরা কৃষকরা অক্টোবর বিপ্লবের ফলে গঠিত আমাদের সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করি... আমরা দাবি করি যে কালেদিন, মিলিউকভ ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী লোকজনকে দৃঢ় প্রত্যুত্তর দেওয়া হোক এবং সংবিধান সভার প্রতিনিধিদের তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হোক; তাদের জায়গা পিটার ও পল দুর্গে, সংবিধান সভায় নয়।' ৩২তম পৃথক রণক্ষেত্রের গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিকদের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়: 'বুর্জোয়া সংবাদপত্রকে এই চেঁচামেচি বন্ধ করতে হবে যে জনগণের ক্ষমতা সংবিধান সভাকে বিপন্ন করছে। একে সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা তাদের বন্ধ করতে হবে। সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষকদের সংবিধান সভাকে আমরা রক্ষা করব, আর বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লবী সংবিধান সভা কেরেনস্কির সরকারের মতোই বিদূরিত হবে।'

শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছা ছিল এই যে সংবিধান সভাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে অনুমোদন করতে হবে এবং নিঃশর্তভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে, একমাত্র তাহলেই তার টিকে থাকার অধিকার থাকবে।

২০ ডিসেম্বর গণ-কমিসার পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে সংবিধান সভা উদ্বোধন করা হবে ৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে। সেই সঙ্গে, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি স্থির করে যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস এবং তার পরে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের

৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বান করা হবে। প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবটিতে বলা হয়: কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মনে করে যে সোভিয়েতসমূহের সমগ্র সংগঠিত শক্তির উচিত সংবিধান সভার দক্ষিণপন্থী, বুর্জোয়া ও আপসপন্থী অর্ধাংশের বিরুদ্ধে বামপন্থী অর্ধাংশকে সমর্থন করা এবং এই উদ্দেশ্যে ৮ জানুয়ারি তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ও ১২ জানুয়ারি তারিখে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বানের সিদ্ধান্ত করছে।

সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আহ্বানের সিদ্ধান্ত কাদেত, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের অত্যন্ত শঙ্কিত করে তোলে; তারা জানত যে জনসাধারণ কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করবে, সংবিধান সভার পক্ষ নয়। কংগ্রেস আহ্বানের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীরা প্রচণ্ড অভিযান শুরু করে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার উপরে আক্রমণ বাড়িয়ে তোলে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বলশেভিক পার্টির 'শিরশ্চেদ' করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক গোপন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তৈরি করে; তাদের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল লেনিনকে হত্যা করা। এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কিছু সদস্য স্মোলনি ইনস্টিটিউটে অনুপ্রবেশ করে এবং বিপ্লবের নেতার উপরে নজর রাখে।

১ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে পেত্রগ্রাদের মিখাইলভস্কি অশ্বারোহণ শিক্ষালয়ে লাল রক্ষীদের এক সমাবেশে লেনিন ভাষণ দেন। সমাবেশের পর, হর্ষধ্বনিমুখর শ্রমিকদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠেন; গাড়িটি চলতে শুরু করতেই নিকটবর্তী একটি গলিতে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষমান সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায়। গুলিতে গাড়ির জানালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু লেনিনের গায়ে আঘাত লাগেনি। লেনিনের পাশে বসেছিলেন সুইডিশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ফ্রিৎস প্ল্যাটেন, তিনি আহত হন।

দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, কাদেত ও মেনশেভিকরা ৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে সংঘটিতব্য এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে এবং জঙ্গি ইউনিট গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ৬০ থেকে ৮০ জন মাত্র লোককে যোগাড় করতে পেরেছিল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে তাদের শক্তি গণনা করে দেখতে পায় যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা বিভিন্ন ইউনিটের ৩৩,৮৬৩ জন সৈন্যর মধ্যে তাদের পার্টির সদস্য মাত্র ৭১৫ জন।

একটি দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জানুয়ারির গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত হয়। পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে একটি সামরিক সদরদপ্তর গঠিত হয় ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, ন. ই. পদ্‌ভইস্কি, ম. স. উরিৎস্কি, ভ. দ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ প্রমুখকে নিয়ে। যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' ও 'রেসপুবলিকার' নাবিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাউরিদা প্রাসাদ পাহারা দেওয়ার এবং আশপাশের

এলাকায় টহল দেওয়ার। স্মোলনি ইনস্টিটিউট এলাকা এবং পেত্রগ্রাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাড়িও শ্রমিকরা পাহারা দেয়।

সংবিধান সভা সম্পর্কে প্রতিবিপ্লবের পরিকল্পনার উপরে একটি বলিষ্ঠ আঘাত হেনেছিল সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির ৩ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখের সিদ্ধান্ত; এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতার কাজ জবরদখল করার' যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিবিপ্লবী কাজ বলে গণ্য করা হয়।

প্রতিবিপ্লবের হাতে বিদ্রোহ ঘটাবার মতো লোকবল তেমন ছিল না, তাই দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র তৎপরতা প্রত্যাহার করে একটা সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৫ জানুয়ারি সকালে কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক, পুরনো আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও ছাত্রদের কতকগুলি দঙ্গল 'সংবিধান সভার হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' লেখা ব্যানার নিয়ে পেত্রগ্রাদের কয়েকটি রাস্তায় ভীড় জমায়। সংগঠিত করা হয় প্ররোচনা: লাল রক্ষী ও নাবিকদের লক্ষ্য করে কতকগুলি বাড়ির জানালা থেকে গুলি চালানো হয়, কয়েকটি বোমাও নিক্ষেপ করা হয়। শোভাযাত্রীরা তাউরিদা প্রাসাদ ও স্মোলনি ইনস্টিটিউটে জোর করে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রহরারত নাবিকরা তাদের ঢুকতে দেয় না।

এই মিছিলের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে অন্তত পাঁচ লক্ষ শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগান-সংবলিত ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামে। বুর্জোয়া মিছিলকারীদের শেষ ব্যক্তিটি পথ থেকে অন্তর্হিত হয় দুপুরবেলায়। প্রতিবিপ্লবী মিছিল কিছুই লাভ করতে পারেনি। মস্কো ও অন্য কতকগুলি শহরেও অনুরূপ ব্যর্থ সোভিয়েত-বিরোধী তৎপরতা ঘটে। এই ঘটনা আরও বেশি করে প্রমাণ করে যে প্রতিবিপ্লব জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, তার প্রতি জনগণের সমর্থন নেই, থাকবেও না।

৫ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে বিকেল ৪টায় সংবিধান সভা উদ্বোধন হয়। সংবিধান সভার উপরে সোভিয়েত ক্ষমতার অগ্রাধিকার জোর দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ইয়া. ম. স্ভের্দলভের উদ্বোধন করার কথা ছিল। উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবিপ্লবী প্রতিনিধিরা নিজেরাই সংবিধান সভা উদ্বোধন করার চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করে প্রবীণ দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি স. প. শ্ভেৎসভকে। শ্ভেৎসভ যখন মঞ্চে আবির্ভূত হন, বলশেভিক প্রতিনিধিরা এবং দর্শকদের আসনে বসা শ্রমিক ও সৈনিকরা তখন তুমুল চীৎকার করতে থাকে; তিনি অসহায়ভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে সেই চীৎকারের মধ্যে কিছু বলার চেষ্টা করে ক্ষান্ত হন।

ইয়া. ম. স্ভের্দলভ শীঘ্রই চেয়ারম্যানের আসন গ্রহণ করেন, শ্ভেৎকভকে হঠিয়ে

দিয়ে ঘণ্টা বাজান। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তিনি সংবিধান সভা উদ্বোধন করেন এবং 'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণাপত্র' গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এই ঘোষণাপত্রটি লিখেছিলেন ভ. ই. লেনিন এবং ৩ জানুয়ারি তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সেটি অনুমোদন করেছিল।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়: রাশিয়াকে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের এক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হচ্ছে। কেন্দ্রে ও স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী এই সোভিয়েতগুলি... জমির সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ করে জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করা হচ্ছে এবং জমিকে জনগণের সম্পত্তি ঘোষণা করা হচ্ছে এবং তা জমির সমান স্বত্বের ভিত্তিতে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই শ্রমজীবী জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শেষ কথাগুলি ছিল এই যে সংবিধান সভায় আলোচনাদির মূলে থাকবে এই ঘোষণাপত্র।

যা আশা করা গিয়েছিল তাই ঘটল—প্রতিবিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘোষণাপত্রটি আলোচনা পর্যন্ত করতে অস্বীকার করল, এবং তদ্বারা প্রকাশ্যভাবেই বিরোধিতা করল সোভিয়েত ক্ষমতার, শান্তি ও জমি-সংক্রান্ত নির্দেশনামার এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্ত অর্জিত সাফল্যের। সংবিধান সভার জনবিরোধী চরিত্র কৃষকরা সমেত প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'আরেক জগতের মানুষ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন সেই অধিবেশন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। 'ইতিহাস যেন দুর্ঘটনাবশে, কিংবা ভুল করে তার ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আর জানুয়ারি ১৯১৮ এক দিনের জন্য পরিণত হয়েছিল মে কিংবা জুন ১৯১৭-তে!

'...তাউরিদা প্রাসাদের সৌষ্ঠবপূর্ণ ঘরগুলিতে সেই দিনটা ছিল কষ্টকর, ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর, সেখানকার চেহারাটাই স্মোলনির চেহারা থেকে পৃথক, অনেকটা যেমন সৌষ্ঠবপূর্ণ অথচ মরণোন্মুখ বুর্জোয়া সংসদীয় প্রথা সাদাসিধে, প্রলেতারীয় সোভিয়েত যন্ত্রটি থেকে পৃথক, তেমনি; সোভিয়েত যন্ত্রটি নানান দিক দিয়েই এখনও বিশৃঙ্খল ও ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু জীবন্ত ও প্রাণবান।' (১৬৬)

ঘোষণাপত্রটি আলোচনা করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অস্বীকৃতির দরুন বলশেভিক গোষ্ঠী সভাকক্ষ ত্যাগ করে একটি কক্ষে সম্মেলন করার জন্য সমবেত হয়। ম. ক. ভেতোশকিন স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'আমরা আমাদের দলীয় কক্ষে সমবেত হলাম, আমাদের অনেকেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলেন না কী করা উচিত।' কেউ কেউ এখনই পরিষদ ভেঙে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, অন্যরা প্রস্তাব করে সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস পর্যন্ত তাতে থাকার। এই সমস্ত তর্কবিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন কক্ষে প্রবেশ করেন ভ. ই. লেনিন। এই সম্মেলনে তাঁর

বক্তৃতাটি আজ নেই, কিন্তু তার সারমর্ম দেওয়া হয়েছে প. মস্তোভেঙ্কোর স্মৃতিকথায়। লেনিন বলেন যে মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কিছুই করতে পারবে না, তাদের বক্তৃতাবাজি বিপজ্জনক নয়। কেন্দ্রীয় কমিটি পরিস্থিতি আলোচনা করেছে এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের 'নিজেদের মনের ভার হালকা করার' এই সুযোগ ব্যবহার করার সমস্ত সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের উপস্থিতি দিয়ে তাদের আবোল-তাবোল কথাকে জোরদার করার কিংবা, ধরুন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কারণও আমাদের নেই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, আমরা শুধু ভুল করে এই সব অবজ্ঞেয় বাচালদের কোনো কোনো মহলে 'শহীদের' অথবা 'নিজেদের চিন্তার জন্য কষ্টভোগী' নাগরিক নেতার মর্যাদা দেব। সুতরাং, ওদের কথা বলতে দিন। কেন্দ্রীয় কমিটি অধিবেশনে আমাদের ঘোষণাপত্র পড়ার জন্য একজন কমরেডকে দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য... এবং পরিষদে তার অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্য বলশেভিক গোষ্ঠীকে নির্দেশ দিচ্ছে। এর পরে লেনিন তাঁর রচিত ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, সংবিধান সভায় প্রতিবিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠ 'অক্টোবর মহাবিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে, জমি, শান্তি ও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সোভিয়েত নির্দেশনামাগুলিকে এবং সর্বোপরি, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ক্ষমতা স্বীকার করতে' অসম্মত হয়ে সমগ্র শ্রমজীবী রাশিয়ার প্রতি দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। বিপ্লবের অতীতকালের প্রতিনিধিত্বকারী সংবিধান সভা 'শ্রমিক ও কৃষকদের গতিপথে প্রতিবন্ধ খাড়া করার চেষ্টা করছে'। তার দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কেরেনস্কির আমলের মতো, জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে।

'জনগণের শত্রুদের অপরাধ এক মুহূর্তের জন্য চেপে রাখতে অস্বীকার করে আমরা সংবিধান সভা থেকে আমাদের সরে আসার এই ঘোষণা করছি, সংবিধান সভার প্রতিবিপ্লবী অংশের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিচ্ছি সোভিয়েত ক্ষমতার হাতে।' (১৬৭) সম্মেলন স্থির করে যে বলশেভিক গোষ্ঠী পরিষদে ফিরে যাবে না এবং অধিবেশন সমাপ্ত হলে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হবে।

বলশেভিকরা বেরিয়ে আসার পর, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সংবিধান সভার প্রতিবিপ্লবী অংশের সঙ্গে একটা মতৈক্যে উপনীত হতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার পরে তারাও সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে।

সেই রাত্রে প. ইয়ে. দিবেঙ্কো রক্ষী বাহিনীর কম্যান্ডার নাবিক আ. গ. জেলেজনিয়াকভকে সংবিধান সভার প্রতিবিপ্লবী অংশটিকে বিতাড়িত করার আদেশ দেন। এই আদেশের কথা জানতে পেরে লেনিন তা বাতিল করে 'সংবিধান

সভার প্রতিবিপ্লবী অংশের প্রতি কোনো হিংসাত্মক আচরণ হতে না-দেওয়ার এবং সকলকে অবাধে তাউরিদা প্রাসাদ থেকে চলে যেতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ আদেশ ছাড়া কাউকে ভিতরে ঢুকতে না-দেওয়ার' নির্দেশ দেন। (১৬৮)

ভোর হয়ে আসছিল, অথচ সংবিধান সভার প্রতিবিপ্লবী সদস্যদের অধিবেশন শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ৬ জানুয়ারি ভোর ৪টার পর জেলেজনিয়াকভ অধিবেশনেব সভাপতি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি চের্নোভের কাছে গিয়ে বলেন যে রক্ষীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন অধিবেশন সমাপ্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং প্রতিনিধিরা একে একে চলে যায়।

৬-৭ জানুয়ারি রাত্রে, লেনিনের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন শোনার পর, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সংবিধান সভা ভেঙে দিয়ে এক নির্দেশনামা গ্রহণ করে। লেনিন বলেন, 'জনগণ চেয়েছিলেন সংবিধান সভা ডাকা হোক, আমরা তা ডেকেছিলাম। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন এই বিখ্যাত সংবিধান সভা আসলে কী। তাই এখন আমরা জনগণের ইচ্ছা পালন করেছি, তা হল — সোভিয়েতসমূহের হাতে সকল ক্ষমতা চাই।' (১৬৯)

শ্রমিক ও শ্রমজীবী কৃষকরা সংবিধান সভার প্রতিবিপ্লবী চরিত্র নিজেরাই দেখতে পায় এবং তা ভেঙে দেওয়ার ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। কৃষকরা সংবিধান সভাকে রক্ষা করবে বলে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যে আশা করেছিল সে আশা পূর্ণ হয়নি।

২। সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

১০ য়ারি, ১৯১৮ তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আরম্ভ হয় তাউরিদা প্রাসাদে, এবং তিন দিন পরে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের কাজ শুরু হয় স্মোলনি ইনস্টিটিউটে। ইয়া. ম. স্ভের্দলভ যখন দুটি কংগ্রেসকে একত্রে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন তখন কৃষক প্রতিনিধিবা হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাউরিদা প্রাসাদে যায়, সেখানে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাদের আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানায়। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান ঐক্যের স্বাক্ষ্যবহ এই কাজটি শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহ এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটায়।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া

'কংগ্রেস ভেঙে-দেওয়া সংবিধান সভার মতো ছিল না, এই কংগ্রেস ছিল জনগণের নির্বাচিত ও তাদের অকৃত্রিম স্বার্থের প্রবক্তা সত্যিকার উচ্চতর সংস্থা।

১৯০৫ সালে, 'জনগণের সংবিধান' সভার অর্থ সংজ্ঞায়িত করে লেনিন লিখেছিলেন: 'এটি এমন এক সভা, যা প্রথমত, জনগণের ইচ্ছাকে বস্তুতই প্রকাশ করে; এটি এমন এক সভা, যার... দ্বিতীয়ত, জনগণের সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার মতো এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'উদ্বোধন করার' ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বস্তুতপক্ষেই আছে।' (১৭০) শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ছিল ঠিক এই রকমের এক জনগণের সভা।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল ৩৭০টি স্থানীয় সোভিয়েত এবং ১১৬টি বাহিনী, কোর, ডিভিশনাল ও রেজিমেণ্টাল কমিটি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল ৩৪০টির বেশি সোভিয়েত এবং ১২৯টি বাহিনী, কোর, ডিভিশনাল ও রেজিমেণ্টাল কমিটি। সব মিলিয়ে, চূড়ান্ত ভোটাধিকারসম্পন্ন ১,৬০০ প্রতিনিধি শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আড়াই মাসের মধ্যে যে অগ্রগতি হয়েছে, প্রতিনিধিদের গঠনবিন্যাস, আলোচনা ও সিদ্ধান্তে তার প্রতিফলন ঘটে। কংগ্রেস দেখায় যে বলশেভিক প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে (অক্টোবর, ১৯১৭) প্রতিনিধিদের ৫১ শতাংশ ছিল বলশেভিক, আর শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের ৬০ শতাংশের বেশি ছিল বলশেভিক। কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের গঠনবিন্যাস ছিল: বলশেভিক প্রায় ১২ শতাংশ, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ৪৪ শতাংশ, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ৩৯ শতাংশ; কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের ৪৫ শতাংশ ছিল বলশেভিক, প্রায় ৪০ শতাংশ ছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং ১ শতাংশেরও কম দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। জানুয়ারি ১৯১৮-র মধ্যে স্থানীয় সোভিয়েতগুলিতে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট রেভলিউশানারিদের প্রভাব কমে গিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছিল।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কংগ্রেস সোভিয়েত সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক নীতি অনুমোদন করে। কৃষকদের কংগ্রেসের যে ৩৯৫ জন প্রতিনিধি প্রশ্নপত্র পূরণ করেছিল, তাদের মধ্যে ৩৮৫ জন সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে, ৩২২ জন সংবিধান সভা থেকে বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সরে-আসা অনুমোদন করে, এবং মাত্র ১৭ জন

এই কাজের বিরোধিতা করে। প্রশ্নপত্রে ৩৬৭ জন প্রতিনিধি লিখেছিল যে তাদের সোভিয়েতগুলি গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামাগুলি সাফল্যের সঙ্গে বলবৎ করছে, এবং মাত্র ১৬ জন বলেছিল যে এই নির্দেশনামাগুলি তাদের এলাকায় রূপায়িত হচ্ছে না। জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের শান্তি-আলোচনা ৩২৫ জন প্রতিনিধি অনুমোদন করে; ১০ জন প্রতিনিধি এই আলোচনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে।

প্রতিনিধিদের প্রতি নির্বাচকদের নির্দেশ ছিল, সোভিয়েত সরকারের নীতি ও তার গৃহীত সমস্ত ব্যবস্থাকে তাদের অনুমোদন ও সমর্থন করতে হবে, এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে সংহত করা ও বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে। তাম্বভ গুবের্নিয়ার মর্শানস্কের শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'গণ-কমিসার পরিষদকে যথাসাধ্য সমর্থন দিন'। প্স্কভ গুবের্নিয়ার কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ভেলিকিয়ে লুকি উয়েজদ কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছিল: 'সংবিধান সভার... অস্তিত্ব আর থাকা চলবে না'; দাবি করেছিল যে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসকে গণ-কমিসার পরিষদের গৃহীত নির্দেশনামাগুলি অনুমোদন করতে হবে; সকল ক্ষেত্রে গণ-কমিসার পরিষদকে সমর্থন করতে হবে। ৫ম সেনাবাহিনীর ২৭তম আর্মি কোরের সৈনিকরা তাদের প্রতিনিধিকে সোভিয়েত সরকারের সমস্ত ব্যবস্থা সমর্থনের নির্দেশ দিয়েছিল। খারকভ গুবের্নিয়ার শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের লেবেদিন সোভিয়েতের নির্দেশে বলা হয়েছিল: 'আমরা সোভিয়েতসমূহের রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করি এবং তার দ্বারা রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় স্থানেই একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতাকেই স্বীকার করি..., রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় স্থানেই আমরা জনগণের সরকারের গৃহীত নির্দেশনামাগুলি স্বীকার করি ও সেগুলির সঙ্গে একমত পোষণ করি।'

সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের কংগ্রেস স্বাগত জানায়। বাইরের দেশগুলির শ্রমিকদের এই সমস্ত প্রতিনিধি রাশিয়ায় গিয়ে ইতিহাসের প্রথম বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রচুর অসুবিধা ও বিপদ অতিক্রম করেন। রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের বীরত্বের প্রতি তাঁদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের শ্রদ্ধা এবং তাঁদের সঙ্গে সংহতির কথা তাঁরা জানান এবং অনেকগুলি দেশে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তা বর্ণনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সাংবাদিক জন রীডকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং অক্লান্তভাবে সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতিতেই আদালতে মামলা শুরু করেছিল। তাঁর মাথার উপরে ঝুলছিল দীর্ঘকাল কারাবাসের

বিপদ। কংগ্রেসে তিনি বলেন, 'সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশগ‍ুলির একটিতে প্রলেতারিয়েতের বিজয় আর স্বপ্ন নেই, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে' এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে বিপ্লবী রাশিয়ায় যাকিছু ঘটছে সে সম্পর্কে মার্কিন প্রলেতারিয়েতকে তিনি জানাবেন।

পেত্রগ্রাদের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ থেকে রাজধানীর শ্রদ্ধেয় নেতা ম. ই. কালিনিন এবং বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিকদের পক্ষ থেকে নাবিক আ. গ. জেলেজনিয়াকভ কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানান। দেশের সকল প্রান্ত থেকে পাওয়া অভিনন্দনবার্তা পড়ে শোনানো হয়।

১১ জানুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় অধিবেশনে ইয়া. ম. স্ভের্দলভ সারা-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদন শেষ করেন এই প্রস্তাব দিয়ে যে 'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণাপত্রটি' এক সপ্তাহ আগে সংবিধান সভা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেটি কংগ্রেসে আলোচিত হোক। এই ঐতিহাসিক দলিলটি পাঠ করার সময়ে প্রতিনিধিরা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে থাকে।

এটি ছিল বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ঘোষিত প্রথমতম 'ঘোষণাপত্র'। এর আগে, ইতিহাসে শুধু অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া 'অধিকারের ঘোষণাপত্রই' দেখা গেছে। কোনোটিতেই 'গণতন্ত্র', 'সাম্য', 'স্বাধীনতা' ও 'মানবাধিকার' সংক্রান্ত কথার অভাব ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা শ্রমজীবী জনগণের জন্য ছিল না, ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য। ১৭৮৯ সালে সামন্ত প্রভুদের পরাস্ত করে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করেছিল। সেই সময়ে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাতে সামন্ততান্ত্রিক সুযোগসুবিধা ও সম্পত্তি বিলুপ্ত করার আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, 'মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে এবং তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সমান হয়ে'। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি বিলুপ্ত করলেও তা বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পত্তিকে পবিত্রতা দান করেছিল। তাতে নথীবদ্ধ অধিকারগুলি শ্রমজীবী জনগণের কাছে গিয়ে পেঁছয়নি। প্রকৃতপক্ষে শোষক আর শোষিতের মধ্যে কোনো সাম্য ছিল না, থাকতেও পারত না। অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ঘোষণাপত্রগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির শ্রেণী-চরিত্রকে মুখোশ পরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের গোপন করার কিছু ছিল না। সে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিল যে ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে শোষকদের বিরুদ্ধে, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে, জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে।

ঘোষণাপত্রে বর্ণনা করা হয় সোভিয়েত ক্ষমতার মূল ঐতিহাসিক কর্তব্যগুলি· মানুষের উপরে মানুষের সমস্ত শোষণের বিলুপ্তি; শোষকদের নির্দয় দমন; শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ বিলুপ্ত করা; সমাজতন্ত্র নির্মাণ। ঘোষণাপত্রে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্তি সম্পর্কে, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক

পরিষদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবর্তন সম্পর্কে এবং শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজ সৃষ্টি সম্পর্কে নির্দেশনামাগুলি পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হয়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শান্তিকামী বৈদেশিক নীতি, ছোট ছোট জাতির উপরে নিপীড়নের নীতি থেকে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ এবং সকল জাতির সমানাধিকারের লেনিনবাদী নীতি তাতে ঘোষিত হয়।

'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণাপত্রে' একটি ফেডারেশনকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের একটি মাত্র বহুজাতিক দেশে রাষ্ট্রীয় একীকরণের ধরন বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা ঘোষণা করে। ফেডারেল ব্যবস্থা রাশিয়ায় বসবাসকারী সকল জাতির স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল এবং তা সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে তাদের ঐক্য গড়ে তুলেছিল।

ঘোষণাপত্র সোভিয়েত রাষ্ট্রের মূল নীতিগুলি সূত্রায়িত করে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রলেতারীয় বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে বিধানগতভাবে রূপ দেয়। তা সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ, অর্থনৈতিক সংস্কারকর্ম ও বৈদেশিক নীতির সাংবিধানিক নীতি যোগায়। ঘোষণাপত্রটি ১২ জানুয়ারি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়।

গণ-কমিসার পরিষদের কাজ সম্পর্কে প্রতিবেদনটি পেশ করেন ভ. ই. লেনিন। প্রতিবেদনটি তিনি শুরু করেন সোভিয়েত ক্ষমতা আর প্যারিস কমিউনের মধ্যে তুলনা করে। লেনিন বলেন, প্যারিসের শ্রমিকরা ক্ষমতা দখলে রেখেছিল দুমাস দশ দিন; শত্রুরা বিপ্লবকে চূর্ণ করেছিল; তার পরাজয়ের একটি কারণ ছিল এই যে ফরাসী কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমিকদের সমর্থন করেনি, কারণ তারা প্রলেতারীয় ক্ষমতার অর্থ ও লক্ষ্য বুঝতে পারেনি। পক্ষান্তরে, বিরাট অসুবিধা ও অসাধারণ জটিল অবস্থা সত্ত্বেও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অপরাজেয়, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর পিছনে রয়েছে শ্রমজীবী কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের একনিষ্ঠ সমর্থন। (১৭১) শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্রতম কৃষকদের মৈত্রীবন্ধন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃহত্তম চালিকাশক্তি।

লেনিন একথা স্পষ্ট করেই বলেন যে সমাজতন্ত্র বলপ্রয়োগ করে কৃষকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং একটি প্রাগ্রসর দৃষ্টান্তই নির্ভুল পথ গ্রহণ করতে তাদের সাহায্য করবে। শোষকদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম, সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং আড়াই মাসে কার্যকর করা প্রথম অর্থনৈতিক সংস্কারকর্মের কথা কংগ্রেসকে বলতে গিয়ে লেনিন বলেন: 'পুঁজিপতিদের শাসনকে দুর্বল করে আমরা বহু ব্যবস্থারই সূত্রপাত করেছি। আমরা জানি যে আমাদের ক্ষমতাকে আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ঐক্যবদ্ধ

করতে হবে একটি মাত্র নীতি দিয়ে আর সে নীতি আমরা ব্যক্ত করি এই কথায়: 'রাশিয়া সোভিয়েতসমূহের এক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হল।' (১৭২) 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি দিয়ে এই বিষয়টির উপরেই জোর দেওয়া হয় যে দেশ সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে যাত্রা করেছে এবং এইভাবে, সোভিয়েত ক্ষমতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নেতার সমাপ্তিসূচক কথাগুলিতে ছিল সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে অবিচল প্রত্যয় এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে গর্ববোধ: 'আমাদের সোভিয়েতসমূহের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নিরাপদ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের আলোকবর্তিকা হিসেবে এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের কাছে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে। ওই দিকে রয়েছে — বিরোধ, যুদ্ধ, রক্তপাত, লক্ষ লক্ষ মানুষের বলিদান, পুঁজিবাদী শোষণ; এখানে — এক অকৃত্রিম শান্তির নীতি এবং সোভিয়েতসমূহের এক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।' (১৭৩)

প্রতিবেদনটির পর উত্তপ্ত বিতর্ক চলে। মেনশেভিক নেতারা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অনাবশ্যক 'পাশবিকতার' অভিযোগ তোলে। মেনশেভিক মার্তভের বক্তৃতায় প্রতিনিধিদের ক্রুদ্ধ চীৎকারে বার বার বাধা পড়ে। তিনি যখন বলশেভিক 'সন্ত্রাসের' কথা বলেন তখন জনৈক প্রতিনিধি তাঁকে প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি ও বিপ্লব রক্ষা কমিটির' কথা, এই কমিটি যে মেনশেভিকদের অংশগ্রহণে ক্যাডেটদের এক বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মেনশেভিক ব. ভ. আভিলভ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ঘোষণা করেন যে তাঁর হাতে রয়েছে কতকগুলি কারখানার তালিকা, সেসব কারখানার শ্রমিকরা নাকি গণ-কমিসার পরিষদের নীতির বিরোধী। এই তালিকায় পেত্রগ্রাদের ওবুখোভ ও পাত্রোন্নি কারখানার নামও ছিল; আভিলভ যেই তালিকাটি পড়তে শুরু করেন, প্রতিনিধি ও অতিথি হিসেবে কংগ্রেসে উপস্থিত উক্ত কারখানা দুটির শ্রমিকরা উঠে এই মিথ্যা ফাঁস করে দেয়, দেখায় যে এটা একটা প্ররোচনা।

লেনিন তাঁর সমাপ্তি ভাষণে কঠোর ভাষায় মেনশেভিকদের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'আমার প্রতিবেদনে যাঁরা আপত্তি তুলেছেন, আজ দক্ষিণের সেই বক্তাদের বক্তৃতা শুনে অবাক হয়ে ভাবছি যে তাঁরা এখনও কিছুই শেখেননি এবং যাকে তাঁরা বৃথাই 'মার্কসবাদ' বলেন, তার সব কথাও তাঁরা ভুলে গেছেন।' তিনি বলেন যে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেনশেভিকদের বক্তৃতাগুলি 'পুরনো, একেবারে বাজে জঞ্জাল' এবং মেনশেভিকরা নিজেরাই সোশ্যালিস্ট নয়, বরং বুর্জোয়াশ্রেণীর গলগ্রহ, তাদের উচ্ছিষ্টলেহী। (১৭৪) '... যেখানে শ্রমজীবী জনগণ আছেন সেদিকে তাকিয়ে দেখুন, জনসাধারণের মধ্যে দেখুন, দেখতে পাবেন পুরোদমে সাংগঠনিক, সৃষ্টিশীল কাজ চলছে, দেখতে পাবেন বিপ্লব যাকে নতুন করে গড়ছে এবং পবিত্র করে তুলছে, সেই জীবনের আলোড়ন।' (১৭৫)

কংগ্রেস সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ সম্পর্কে আস্থাসূচক ভোট পাস করে, সোভিয়েত সরকারের শান্তির নীতি অনুমোদন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য তার উপরে ন্যস্ত করে ব্যাপকতম ক্ষমতা।

সোভিয়েত ক্ষমতার জাতি-অধিজাতি সংক্রান্ত নীতি অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব এবং 'রুশ প্রজাতন্ত্রের ফেডারেল প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসঙ্গে' একটি প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়: দ্বিতীয়োক্ত প্রস্তাবে 'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণাপত্রে' সাধারণভাবে ঘোষিত সোভিয়েত ফেডারেশনের মূল নীতিগুলি বর্ণিত হয়।

'সোভিয়েত বিধান থেকে সংবিধান সভার প্রসঙ্গ অপসারিত করা সম্পর্কে" একটি সিদ্ধান্ত ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৮ জানুয়ারি তারিখে গৃহীত হয়।

'অস্থায়ী শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার' নাম থেকে 'অস্থায়ী' শব্দটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এছাড়াও, কংগ্রেস নীতিগতভাবে জমির সামাজিকীকরণ সম্পর্কে খসড়া আইনটি অনুমোদন করে এবং ৩০৬ জন সদস্য-বিশিষ্ট এক নতুন সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে। নির্বাচন করা হয় প্রত্যেক দলীয় গোষ্ঠীতে প্রতিনিধিদের সংখ্যার আনুপাতিক হারে: ১৬০ জন বলশেভিক, ১২৫ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ২ জন মেনশেভিক-আন্তর্জাতিকতাবাদী, ৩ জন নৈরাজ্যবাদী, ৭ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি-ম্যাক্সিমালিস্ট, ৭ জন দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও ২ জন মেনশেভিক-প্রতিরক্ষাবাদী নির্বাচিত হয়।

সোভিয়েতসমূহের ৩য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের ফলাফল পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেন যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তা ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'এই কংগ্রেস অক্টোবর বিপ্লবের সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্র ক্ষমতার সংগঠনকে সংহত করেছে এবং সারা পৃথিবীর জন্য, সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের জন্য ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের ধারা তুলে ধরেছে...' (১৭৬)

একাদশ অধ্যায়

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ থেকে সরে-আসার সংগ্রাম। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি

১। যুদ্ধের অবসানকল্পে সোভিয়েত

ক্ষমতার প্রথম পদক্ষেপ

সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে গৃহীত শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির সাধারণ নির্দেশক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল শান্তির স্লোগন নিয়ে। নতুন ক্ষমতার, শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক শ্রমে আগ্রহী শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতার অন্তঃসারই এই স্লোগানের উৎস। পুঁজিবাদকে অবশ্যম্ভাবী রূপে স্থানান্তরিত করে সমাজতন্ত্র আসবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করে মার্কস লিখেছেন: 'অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা ও রাজনৈতিক বিকার সহ পুরনো সমাজের বিপরীতে আবির্ভূত হচ্ছে এক নতুন সমাজ, যার আন্তর্জাতিক শাসনবিধি হবে **শান্তি,** কারণ তার জাতীয় শাসক সর্বত্রই হবে এক—**শ্রম!**' (১৭৭)

শান্তির জন্য সংগ্রাম বলশেভিকদের কৌশলগত চাল ছিল না। তা হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির সারাংশ ও প্রধান অন্তর্বস্তু। জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি অর্জন করাই তাদের লক্ষ্য, এই কথা ঘোষণা করে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতা ভ. ই. লেনিন ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা-সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শান্তির লেনিনবাদী বৈদেশিক নীতি অনুযায়ী, সোভিয়েত সরকার অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা শুরু করে। সোভিয়েত রাশিয়া সহ সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের প্রয়োজন ছিল শান্তি। সোভিয়েতসমূহের ২য় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, সারবিয়া ও বেলজিয়ামের সরকারের কাছে এই কথা জানিয়ে লিপি পাঠায় যে শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাকে সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতির ও অবিলম্বে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব বলে গণ্য করা উচিত। কিন্তু এই সব লিপির কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। পেত্রগ্রাদে, ২৬ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখেই আঁতাঁত-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রদূতরা এক সম্মেলন করেছিল, তাতে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না-করা এবং শান্তির সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শাসক

চক্রগুলি স্থিরনিশ্চিত ছিল যে বলশেভিকরা বেশিদিন ক্ষমতা দখলে রাখতে পারবে না এবং শান্তি অর্জন করতে পারবে না। ঘটনাবিকাশ সাম্রাজ্যবাদীদের হিসাবের গরমিল করে দেয়। মগিলেভ-স্থিত প্রতিবিপ্লবী সাধারণ সদরদপ্তর রুশ-জার্মান রণাঙ্গনে আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করছিল, এই সাধারণ সদরদপ্তর তুলে দেওয়া হল। শত্রুর সঙ্গে নিজেরাই শান্তি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য সৈনিকদের উদ্দেশে লেনিন আহ্বান জানান। এটি ছিল অত্যন্ত সাহসিক পদক্ষেপ, জনগণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে এমন এক সরকারই শুধু এধরনের পদক্ষেপ করতে পারে।

সমস্ত রেজিমেণ্টাল, ডিভিশনাল, কোর ও বাহিনী কমিটিগুলির কাছে এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কাছে ১১ নভেম্বরের বার্তায় গণ-কমিসার পরিষদ বলে: 'সৈনিকগণ, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যান। আলোচনার জন্য আপনাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুন। আপনাদের সর্বাধিনায়ক এনসাইন ক্রিলেঙ্কো যুদ্ধবিরতির সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য আজ রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রা করছেন।' ডিভিশন ও রেজিমেণ্টগুলিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে সামরিক-বিপ্লবী কমিটিগুলি। রণাঙ্গনের এক-একটি ক্ষেত্রে জার্মান ও অস্ট্রীয় ফৌজের সঙ্গে তারা যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে।

এর পরে আলোচনা চলে এক-একটি সেনাবাহিনী ও একসঙ্গে কতগুলি করে সেনাবাহিনীর স্তরে। সেই সঙ্গে, সমগ্র রুশ-জার্মান রণাঙ্গন বরাবর যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার জন্য সোভিয়েত সরকার তার প্রথম প্রয়াস শুরু করে। ১৩ নভেম্বর তারিখে জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালানোর জন্য দূতদের পাঠানো হয়। জার্মান সর্বাধিনায়কের জবাব পাওয়া যায় এই মর্মে: 'জার্মান পূর্ব রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক রুশ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে প্রস্তুত।'

১৫ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখের এক নতুন বার্তায় সোভিয়েত সরকার ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, সারবিয়া, রুমানিয়া, জাপান ও চীনের সরকারকে তারা শান্তি আলোচনা চালাতে ইচ্ছুক কি না তা জানাতে অনুরোধ করে। বার্তায় বলা হয়, 'তাদের নিজেদের জনগণের সামনে, সারা দুনিয়ার সামনে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করছি: তারা কি শান্তি আলোচনায়... আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী আছে?' সেই বার্তাতেই বিশ্বব্যাপী এক গণতান্ত্রিক শান্তি সম্পাদনের অভিযান চালানোর জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বার্তায় হুঁসিয়ারি দিয়ে বলা হয় যে আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলি যদি সোভিয়েত শান্তি প্রস্তাবগুলি উপেক্ষা করে চলে তাহলে সোভিয়েত সরকার পৃথক-পৃথক আলোচনা শুরু করতে বাধ্য হবে এবং তার সমস্ত পরিণামের দায়িত্ব বর্তাবে আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরে।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করতে তাদের সম্মতির কথা সরকারিভাবে জানায়।

অবশ্য, সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি জার্মানির শাসক মহলের কোনো দরদ ছিল না; বরং তারা ছিল তার ঘোরতর শত্রু। একমাত্র জার্মানির নৈরাশ্যজনক সামরিক পরিস্থিতি ও অসুবিধাজনক আভ্যন্তরিক পরিস্থিতিই তাকে আলোচনায় সম্মত হতে বাধ্য করেছিল। ১৯১৭-র শেষ দিকে আঁতাঁতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের চতুঃশক্তি-জোট গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করছিল। অধিকন্তু, এই সমস্ত দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটছিল, বেড়ে উঠছিল যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব। বার্লিন, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট ও অন্যান্য শহরে শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছিল নৈত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

জার্মানির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নেমেছিল এপ্রিল ১৯১৭-তে, এবং সেই বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তার সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠানোর কাজ শেষ করতে পারেনি। জার্মানি তাই মার্কিন ফৌজ এসে পেঁছিবার আগেই পশ্চিমে তার তৎপরতা বাড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি করছিল। জার্মানির শাসকদের মধ্যে দুটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করে পশ্চিমে শক্তি কেন্দ্রীভূত করার অনুকূলে অভিমত পোষণকারীদের সংখ্যা বাড়ছিল। তারা বিবেচনা করেছিল যে শান্তি সম্পাদন (এমনকি বলশেভিকদের সঙ্গেও) আঁতাঁতের উপরে যুগপৎ সামরিক ও নৈতিক আঘাতস্বরূপ হবে। তদুপরি, জার্মানির আশা ছিল যে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আরও বেশি সহজবশ্য করে তুলবে এবং হয়তো রাশিয়ার স্বার্থের বিনিময়ে তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতাও সম্ভব করে তুলবে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে রাজী হওয়ার পিছনে এটাই ছিল জার্মানির উদ্দেশ্য, এবং তা কোনো মতেই জার্মান জোটের দ্বারা সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতির দ্যোতক নয়।

আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলি সোভিয়েত শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল; রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে আসুক এ তারা চায়নি, কারণ রুশ রণাঙ্গন জার্মান ফৌজকে পশ্চিম থেকে অন্য দিকে চালিত করছিল এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী ফৌজের অবস্থানকে সহজ করছিল। সেই সঙ্গে, তারা মনে করেছিল যে জার্মান ফৌজকে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

আঁতাঁতের সাম্রাজ্যবাদী মহল ভরসা করেছিল রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির উপরে, নিকট ভবিষ্যতে সোভিয়েত ক্ষমতার উচ্ছেদের জন্য তাদের ব্যবহার করবে বলে। নিজেদের মধ্যে তারা এবিষয়ে একমত হয়েছিল যে তারা রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করবে একমাত্র তখনই, যখন সেখানে একটা 'স্থিতিশীল সরকার' হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতারা সোভিয়েতে সরকারের সঙ্গে

যোগাযোগের বিরুদ্ধে ছিল এবং বিশেষ করে চেষ্টা করেছিল যাতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে না-পারে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্ল অব বালফোর ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিনরা যদি নিরপেক্ষ শক্তিগুলির দ্বারা বলশেভিক সরকারের স্বীকৃতি ঠেকানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে ব্রিটেন সেই ব্যবস্থা সমর্থন করতে প্রস্তুত থাকবে।

এইভাবে, প্রতিবিপ্লবের আভ্যন্তরিক ও বহির্দেশীয় শক্তিগুলি হাত মিলিয়েছিল সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে, যে-সরকার বিশ্বব্যাপী শান্তি সম্পাদনের জন্য এক কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছিল।

আঁতাঁত আলোচনা শুরু করতে অস্বীকার করায়, বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মান-অস্ট্রীয় জোটের সঙ্গে পৃথক আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিল বলশেভিকরা ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং তার নেতা ছিলেন বলশেভিক আ. আ. ইওফ্‌ফে। তার মধ্যে ছিলেন শ্রমজীবী জনগণের সকল বর্গের প্রতিনিধি: শ্রমিক ন. আ. ওবুখভ, কৃষক র. ন. স্তাশকভ, নাবিক ফ. ভ. ওলিচ, সৈনিক ন. ক. বেলিয়াকভ প্রমুখ। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক রীতিতে এধরনের লোকেদের নিয়ে প্রতিনিধিদল ছিল অভূতপূর্ব; তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল রাশিয়ায় নতুন ব্যবস্থার সারমর্ম, একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সোভিয়েত ক্ষমতা জনগণের স্বার্থে মূলগতভাবে নতুন এক বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের নিজেদেরই যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন একদল সামরিক বিশেষজ্ঞ, সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষাবলম্বী পুরনো সেনাবাহিনীর অফিসাররা।

পূর্ব রণাঙ্গনের জার্মান কম্যান্ডের সদরদপ্তর ছিল ব্রেস্ত-লিতোভ্‌স্কে; সোভিয়েত প্রতিনিধিদল ব্রেস্ত-লিতোভ্‌স্কে এসে পৌঁছয় ২০ নভেম্বর তারিখে এবং সমগ্র রুশ-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে। জার্মান ফৌজের পূর্ব থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে স্থানান্তরের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরামর্শ দেয় তারা এবং প্রস্তাব করে যে জার্মান ফৌজ মুনসান্দ দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে চলে যাক।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে জার্মান ফৌজের স্থানান্তর নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবের উৎস ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামগ্রিক নীতি, সেই নীতির কাম্য ছিল বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং যুদ্ধবিরতি; এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে অপর এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিনিময়ে শক্তিশালী করে তুলবে, এ তার অভিপ্রেত ছিল না। মুনসান্দ দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার দাবির পিছনে কারণ ছিল এই যে এই দ্বীপগুলিতে জার্মানদের উপস্থিতি পেত্রগ্রাদের পক্ষে বিপদস্বরূপ ছিল, এই দ্বীপগুলি থেকে জার্মানরা দ্রুত আক্রমণ শুরু করতে পারত।

জার্মান-অস্ট্রীয় জোট সোভিয়েত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, বিশেষ করে আপত্তি

তোলে ফৌজ স্থানান্তর নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে। আলোচনা এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে। আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েত সরকার আরও একবার আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু সোভিয়েত লিপির কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

৩০ নভেম্বর তারিখে ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে আলোচনা আবার শুরু হয়। সোভিয়েত সরকারের অধ্যবসায় এবং জার্মানির পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতির ইচ্ছার ফলে জার্মানি ফৌজ স্থানান্তর নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সহ সোভিয়েত শর্ত মেনে নেয়। ২ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে একদিকে রাশিয়া, এবং অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক। স্থির হয়, যুদ্ধবিরতি চলবে ২৮ দিন এবং সমগ্র রুশ-জার্মান, রুশ-তুর্কি ও অন্যান্য রণাঙ্গনের স্থল, সমুদ্র ও বিমান বাহিনী তার আওতার মধ্যে আসবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার তারিখের সাত দিন আগে তাদের যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটানোর নোটিস দেবে, অন্যথায় যুদ্ধবিরতি স্বতই প্রলম্বিত বলে ধরে নেওয়া হবে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর যুদ্ধ থেকে রাশিয়ার সরে-আসার সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটায়।

২। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি

৯ ডিসেম্বর তারিখে ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার এই স্তরে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন আ. আ. ইওফ্ফে। জার্মান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন বৈদেশিক মন্ত্রী রিচার্ড ফন কুলমান, পূর্ব রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক্স হফ্মান ও অস্ট্রীয় বৈদেশিক মন্ত্রী কাউন্ট অটোকার ফন চেরনিন।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদল আলোচনার ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রস্তাব করে:

১। যুদ্ধের সময়ে অধিকৃত ভূখণ্ড জোর করে গ্রাস করা চলবে না। এধরনের ভূখণ্ড দখলকারী ফৌজকে যথা শীঘ্র সম্ভব সরিয়ে নিতে হবে।

২। যুদ্ধের সময়ে জাতিসমূহ যে-রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

৩। যেসব নৃগোষ্ঠী যুদ্ধের আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করত না, গণভোটের সাহায্যে তাদের এক বা অপর দেশে সংযুক্তি অথবা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটি অবাধে স্থির করার সুযোগের নিশ্চিতি দিতে হবে।

৪। যেসব অঞ্চলে বহু জাতি-অধিজাতি বসবাস করে, সেখানে সংখ্যালঘুদের

সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বাধীনতা, এবং যেখানে সম্ভব, প্রশাসনিক স্বশাসনের নিশ্চিতিমূলক বিশেষ আইনের দ্বারা তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে।

৫। ক্ষতিপূরণের দাবি পরিত্যাগ করতে হবে।

৬। ১, ২, ৩ ও ৪ নং বিষয়ে কথিত নীতি অনুযায়ী ঔপনিবেশিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির এই মূলনীতিগুলি সব দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। এই মূলনীতিগুলি বাতিল করলে সারা পৃথিবীর সামনে সাম্রাজ্যবাদী নীতির আগ্রাসী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ত। সেই জন্য চতুঃশক্তি-জোটের পক্ষ থেকে জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রী কুলমানকে ঘোষণা করতে হল যে রুশ প্রতিনিধিদলের উত্থাপিত শর্তগুলি শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু একই নিঃশ্বাসে তিনি আরও বলেন যে রুশ প্রতিনিধিদলের প্রস্তাব কাজে পরিণত করা যেতে পারে, একমাত্র যদি যুদ্ধে জড়িত সব শক্তি... সকল জাতির পক্ষে অভিন্ন শর্তগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এই আপাত-নিরীহ 'যদিটি' কুলমানের পূর্ববর্তী বক্তব্যকে নাকচ করে দেয়। সারগতভাবে, একথার অর্থ আলোচনার ভিত্তি হিসেবে রুশ ঘোষণাকে বাতিল করা: জার্মানরা স্থিরনিশ্চিত ছিল যে সোভিয়েত শান্তির শর্তের সঙ্গে আঁতাঁত একমত হবে না।

অধিকন্তু, কুলমান জার্মান-অস্ট্রীয় জোটের ভূখণ্ডগত দাবি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একমাত্র শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই এবং রুশ সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পরেই জার্মানি রুশ ভূখণ্ড থেকে চলে যাবে। জার্মান-অধিকৃত পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়া ও লাতভিয়ার একাংশে তৈরি তাঁবেদার সরকারগুলিকে এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের প্রতিভূ হিসেবে উপস্থিত করে জার্মান প্রতিনিধিদল দাবি করে যে সোভিয়েত রাশিয়াকে এই সরকারগুলিকে স্বীকার করতে হবে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে বল্টিক অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়ার মতলব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে।

উভয় পক্ষ নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করার পর আলোচনা ১০ দিন মুলতুবি থাকে।

শান্তি আলোচনা যখন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একথা ক্রমেই বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছে না। তিন বছরের যুদ্ধে পরিশ্রান্ত লক্ষ লক্ষ রুশ সৈনিক যথাশীঘ্র সম্ভব স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। সৈন্যদলের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন বিরাট আকার ধারণ করে, রণাঙ্গন কার্যত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। লাল ফৌজ-গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার হয়ে পড়ে। এই সমস্যাটির প্রতি লেনিন সবিশেষ মনোযোগ দেন। বিপ্লবের একেবারে প্রথম

দিনগুলি থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষাবলম্বী অন্যতম রুশ জেনারেল ম. দ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে সামরিক বিষয়ে সুদক্ষ লেনিন লাল ফৌজ গঠনের কাজ ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর গণ-কমিসার পরিষদ জার্মানির সঙ্গে শান্তি আলোচনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে; এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং টেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলোচনা প্রলম্বিত করার কৌশল নেওয়া হয় যাতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারকর্মের জন্য এবং লাল ফৌজ গঠনের জন্য সময় পাওয়া যায়। আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য সোভিয়েত সরকার আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলির কাছে আরেকবার প্রস্তাব করে, কিন্তু এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়। এই দেশগুলির সরকার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস ও খণ্ড-বিখণ্ড করার আশায় থাকে।

১০ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে প্যারিসে আঁতাঁত-শক্তিজোটের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ট্র বিষয়ক সহকারী সচিব লর্ড রবার্ট সিসিল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব লর্ড আলফ্রেড মিলনার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দূত কর্নেল এডওয়ার্ড হাউস এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী জর্জেস ক্লেমাঁসো ও বৈদেশিক মন্ত্রী স্তেফাঁ পিশোঁ। তাঁরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত শক্তিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি স্মারকপত্র গ্রহণ করেন।

তদুপরি, তাঁরা একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন; এই চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার অনেকটাই ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়: ককেশাস, কুবান ও দন অঞ্চল ব্রিটিশ ক্ষেত্র হিসেবে, এবং বেসারাবিয়া, ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া ফরাসী ক্ষেত্র হিসেবে। পরে স্থির হয় যে রুশ দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়া হবে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রভাবাধীন ক্ষেত্র। বলাই বাহুল্য, এই সব আগ্রাসী লক্ষ্যকে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শাসক মহলের শান্তিকামী বিবৃতি দিয়ে। ৮ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এক ১৪-দফা বৈদেশিক নীতিগত 'কর্মসূচি' ঘোষণা করেন। উইলসন এই কথা গোপন করেননি যে তাঁর ১৪-দফা কর্মসূচি তিনি উপস্থিত করছেন সোভিয়েত শান্তির কর্মসূচির বিপ্রতীপে।

রাশিয়া সংক্রান্ত দফা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয় যে রাশিয়ার সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সমর্থন করতে হবে, এবং ককেশাসকে তুরস্কের হাতে তুলে দেওয়া, মধ্য এশিয়াকে রাশিয়া থেকে পৃথক করা এবং সাইবেরিয়া ও মহা রাশিয়ায় 'সরকার' তৈরি করাই বাঞ্ছনীয় হবে। এইভাবে, এই কর্মসূচিটি রাশিয়াকে তার জাতীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা এবং সেখানকার

জাতিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বন্ধনদশায় এনে ফেলার কর্মসূচি ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে ২৭ ডিসেম্বর তারিখে শান্তি-আলোচনা আবার শুরু হয় এমন এক পরিস্থিতিতে, যেখানে জার্মান জোট ও আঁতাঁত, উভয়েই রাশিয়ার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাব দেখাচ্ছিল। এবারে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন ত্রৎস্কি।

জার্মানিতে রাজনৈতিক বিরোধ প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। সামরিক বাহিনী প্রাধান্য লাভ করছিল এবং জার্মান প্রতিনিধিদলের মনোভাব তদনুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছিল। সমস্ত আনুষ্ঠানিক রীতি বিসর্জন দিয়ে জেনারেল হফমান জার্মানির ভূখণ্ডগত দাবি পেশ করেন, সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সামনে এমন একটি মানচিত্র উপস্থিত করেন যাতে ১,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা রাশিয়া থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে! পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়ার একাংশ এবং ইউক্রেনীয় ও বেলোরুশীয় অধিবাসীবিশিষ্ট একটা বিরাট অঞ্চল। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এই সমস্ত দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং দাবি করে যে জার্মানিকে প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের কোনো অংশ গ্রাস করার সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করতে হবে। জার্মান প্রতিনিধিদল তা প্রত্যাখ্যান করে এবং জেনারেল হফমান বলেন যে জার্মানি তার খুশিমতো শর্ত দেবে, 'কারণ বিজয়ী জার্মান ফৌজ রয়েছে রুশ ভূখণ্ডে'। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল ১০ দিনের জন্য আলোচনা মুলতুবি রাখতে চায়।

ইতিমধ্যে, চতুঃশক্তি-জোট প্রতিবিপ্লবী ইউক্রেনীয় রাদার সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করেছিল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আশা ছিল, ইউক্রেনকে রাশিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জার্মান প্রভাবাধীনে আনতে ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা তাদের সাহায্য করবে। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের পক্ষে আলোচনা প্রলম্বিত করে যাওয়া ক্রমেই বেশি কঠিন হয়ে পড়েছিল। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জার্মানরা তাদের লুঠেরা দুরভিসন্ধি হাসিল করার জন্য ছটফট করছে।

আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উপরে জার্মানির চাপ থেকে ফয়দা ওঠাবার জন্য দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠে। কাদেত, মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা তাদের সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদের পরিকল্পনাকে যুক্ত করে জার্মান আক্রমণাভিযানের সঙ্গে।

একটা বাড়তি জটিলতা ছিল সোভিয়েত সরকারের ভিতরকার বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের দিক থেকে, খাশ বলশেভিক পার্টিরই ভিতরকার 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের (ন. বুখারিন, ক. রাদেক, আ. লমোভ, ন. ওসিনস্কি ও ইয়ে. প্রেওব্রাজেনস্কি) এবং ল. ত্রৎস্কির দিক থেকে জার্মানির সঙ্গে শান্তির বিরোধিতা।

'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী যুদ্ধ চেয়েছিল, পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থানের সম্ভাবনা বাতিল করেছিল এবং এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি বিশ্ব প্রলেতারিয়েতকে দুর্বল করবে।

বিশ্ববিপ্লবের দুর্গ হিসেবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার গুরুত্ব তারা খাটো করে দেখেছিল, বাড়িয়ে দেখেছিল পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লবী জোয়ারকে। তারা যুক্তি তুলেছিল যে বিপ্লবকে পশ্চিমে ঠেলে নিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু তারা এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছিল যে বিপ্লব উদ্ভূত হয় আভ্যন্তরিক বিষয়গত উপাদানসমূহ থেকে এবং বিপ্লবকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার নীতি স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের পরিপন্থী।

'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম সাফল্যগুলি থেকে উৎসারিত 'অতি-বিপ্লবী' মনোভাবই প্রকাশ করেছিল। এই মনোভাব শ্রমিকশ্রেণীর একাংশকেও গ্রাস করতে পারে, এমন বিপদও ছিল। এই মোহ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে সোভিয়েত ক্ষমতা সহজেই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে পারে। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের মতামতে প্রতিফলিত হয়েছিল পেটি-বুর্জোয়া শক্তিগুলির প্রাবল্য, যারা ছিল অ-স্থির এবং এক চরম প্রান্ত থেকে আরেক চরম প্রান্তে দোদুল্যমান। ত্রৎস্কির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি। তাঁর স্লোগান ছিল, 'শান্তিও নয়, যুদ্ধও নয়'। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে জার্মান প্রলেতারিয়েত কখনোই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে দেবে না। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের মতোই, তিনিও মনে করতেন না যে পশ্চিম ইউরোপে বিপ্লবের সমর্থন ছাড়া সোভিয়েত ক্ষমতা টিকে থাকতে পারবে।

'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের ও ত্রৎস্কির সর্বনাশা রণকৌশলকে লেনিন দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করেন; এদের চোখে পড়েনি যে অর্থনীতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর (শান্তি ছাড়া সৈন্যদের অন্য কোনো চিন্তা ছিল না) সামগ্রিক বিশৃঙ্খলার দরুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যুদ্ধ করতে পারত না। ৭ জানুয়ারি তারিখে লেনিন তাঁর 'এক পৃথক ও রাজ্যাধিকারমূলক শান্তি অবিলম্বে সম্পাদনের প্রশ্ন সম্পর্কে থিসিস' লেখেন; তাতে তিনি প্রত্যয়জনকভাবে দেখান যে প্রজাতন্ত্রের একটা সাময়িক বিরাম দরকার, যে-সময়ে আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবকে পরাস্ত করা যায় এবং যুদ্ধ ও পুঁজিবাদী শাসনে বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করা যায়। ফলত, একের পর এক, তিনি 'বিপ্লবী' যুদ্ধের প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেন। তিনি লেখেন, বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার এবং যথাসাধ্য শক্তিশালী করার দাবি জানায়। বিপ্লবী যুদ্ধের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ রুশ সেনাবাহিনী জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম। লেনিন

দেখান যে 'বিপ্লবী' যুদ্ধের প্রবক্তারা প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধ, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তারা ঠেলে দিচ্ছে একটা বিপজ্জনক জুয়ার মধ্যে। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য এমনকি জার্মানির উত্থাপিত কষ্টদায়ক শর্তেও শান্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। তিনি হুঁসিয়ারি দিয়ে বলেন, যে-ক্ষেত্রেই হোক, শান্তি স্বাক্ষর করতে হবেই, শুধু আগামীকাল সেই শান্তি হবে আরও কষ্টদায়ক এবং সম্ভবত, তা সোভিয়েত ক্ষমতাকে রক্ষা করবে না। (১৭৮)

১১ জানুয়ারি তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি শান্তিচুক্তির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। দুবার বক্তৃতা করতে উঠেও লেনিন শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে অপারগ হন; সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করে, কিন্তু আলোচনা প্রলম্বিত করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার, এই মর্মে লেনিনের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব করার সময়ে লেনিন এই বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন যে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিতে প্রসারমান বিপ্লবী তৎপরতা সোভিয়েত রাশিয়াকে কিছু কালের জন্য আলোচনা টেনে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল এবং তিনি শান্তিচুক্তির বিরোধীদের এই কথা বোঝাবার আশা করেছিলেন যে জার্মান-অস্ট্রীয় জোটের সঙ্গে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষর করা একান্ত আবশ্যক।

ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে আলোচনা আবার শুরু হয় ১৭ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে।

পরদিন জার্মান প্রতিনিধিদল কার্যত এক চরমপত্র পেশ করে, তাতে দাবি করা হয় যে সোভিয়েত রাশিয়াকে লুণ্ঠনমূলক শান্তির শর্ত মেনে নিতে হবে। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা ত্রৎস্কি লেনিনের কাছ থেকে এই নির্দেশই পেয়েছিলেন যে জার্মানি যদি একটা চরমপত্র পেশ করে এবং আলোচনা টেনে চলার আর কোনো সম্ভাবনা না-থাকে তাহলে যেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়। লেনিন বলেছেন, '...আমাদের মধ্যে স্থির হয়েছিল যে জার্মানরা একটা চরমপত্র পেশ করা পর্যন্ত আমরা ঠেকিয়ে যাব, তার পরে আমরা নতি স্বীকার করব... আমি রীতিমত নির্দিষ্টভাবেই প্রস্তাব করেছিলাম যে শান্তি সম্পাদন করা হোক।' (১৭৯) কিন্তু ত্রৎস্কি এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন, এবং ২৮ জানুয়ারি তারিখে এই মর্মে বিবৃতি দেন যে সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে আসছে এবং তার সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিচ্ছে, কিন্তু শান্তিচুক্তিতে সে স্বাক্ষর করবে না। এর অর্থ ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ না-করা। পেত্রগ্রাদকে আলোচনা শেষ হওয়ার খবর জানিয়ে তিনি লেখেন যে জার্মানি ও তার মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থা অবিলম্বে শেষ করা এবং সকল রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার আদেশ দেওয়া দরকার। অধিকন্তু, গণ-কমিসার পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ না-করেই তিনি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার আদেশ জারী করার দাবি জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। সেই সময়ে সাধারণ সদরদপ্তরে চীফ-অব-

স্টাফ ছিলেন ম. দ. বণ্ড-ব্রুয়েভিচ, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন যে লেনিন এই তারবার্তার কথা জানতে পেরেই সেই আদেশ নাকচ করে দেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী লেনিনের পূর্বানুমিত ধারাতেই ঘটে। ১৮ জানুয়ারি তারিখে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী সমগ্র রুশ-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে লড়াই চালায় এবং জার্মান ফৌজ আক্রমণ শুরু করে যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করে। পরের দিন সন্ধ্যায়, জার্মান ফৌজ যখন পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন পররাষ্ট্র-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের জিজ্ঞাসার জবাবে জার্মান সরকার ঘোষণা করে যে সে যুদ্ধবিরতি বাতিল বলে মনে করে এবং তাই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার বৈরি-তৎপরতা শুরু করছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই জার্মান ফৌজ লাতভিয়া, এস্তোনিয়া এবং ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়ার বেশ বড় অংশের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শত্রু বিপন্ন করে তোলে পেত্রগ্রাদকে। সোভিয়েত ক্ষমতার পতনের বিপদ বাস্তব হয়ে দেখা দেয়।

১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে। লেনিন এবং অন্যান্য শান্তির প্রবক্তারা শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ ভাঙেন। অকাট্য যুক্তি এবং যে প্রকৃত পরিস্থিতি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল তার চাপের সামনে শান্তিচুক্তির বিরোধীদের শিবিরে ভাঙন ধরে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শান্তিচুক্তির অনুকূলে মত প্রকাশ করে। ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রে গণ-কমিসার পরিষদের পক্ষ থেকে লেনিন জার্মানির শর্তে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার সম্মতি জানিয়ে জার্মান সরকারের কাছে এক রেডিওগ্রাম পাঠান। (১৮০) এই রেডিওগ্রামের কোনো জবাব পাওয়া যায় না, জার্মান ফৌজ তাদের আক্রমণাভিযান চালিয়ে যায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ দেশের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার প্রশ্নটি বিবেচনা করে।

২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণকে সম্বোধন করে এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করে: 'গণ-কমিসার পরিষদ সশস্ত্র বাহিনীকে পুনর্গঠিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা চালাবার জন্য সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েত ও সেনা সংগঠনগুলিকে আহ্বান জানাচ্ছে... শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকগণ! আমাদের বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরিক শত্রুরা জানুক যে বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করার জন্য আমরা প্রস্তুত।'

২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়া. ম. স্ভের্দলভের নেতৃত্বে পেত্রগ্রাদে বিপ্লবী প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। শহরে ঘোষণা করা হয় আপৎকালীন অবস্থা।

২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেনিনের লেখা ও গণ-কমিসার পরিষদের জারী করা 'সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি বিপন্ন!' শীর্ষক এক নির্দেশনামায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হয়। (১৮১) বলশেভিক পার্টির আবেদনে সাড়া

দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক ও গরিব কৃষক হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেয়। জার্মান অগ্রগতির সামনে লাল ফৌজ গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। লাল ফৌজের ইউনিট সর্বত্র গঠিত হয়: ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে এই ইউনিটগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় পেত্রগ্রাদের ২২,০০০ শ্রমিক। মস্কোয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যোগ দেয় ২০,০০০ জনের বেশি, এবং কুর্স্ক গুবের্নিয়ায় ৪০,০০০।

গণ-কমিসার পরিষদের রেডিওগ্রামের জবাব জার্মান সরকারের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। জার্মানি এবারে শান্তির কঠোরতর শর্ত উপস্থিত করে, শুধু পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও বেলোরুশিয়ার একাংশই নয়, সমগ্র লাতভিয়া ও এস্তোনিয়াও দাবি করে বসে। তদুপরি, দাবি করা হয় যে সোভিয়েত রাশিয়াকে ইউক্রেন ও ফিনল্যান্ড থেকে সৈন্যাপসরণ করতে হবে, প্রতিবিপ্লবী ইউক্রেনীয় রাদার সঙ্গে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং কার্স, আর্দাগান ও বাতুম কার্যত তুরস্কের হাতে তুলে দিতে হবে; রাশিয়াকে তার সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দিতে হবে, জার্মানির সঙ্গে এক গুরুভার অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং ৬০০ কোটি রুবল ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।* এই সব শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। শত্রুর দাবি মেনে নেওয়া না-হলে সে কঠোরতর শর্ত দেবে—লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন সত্যে পরিণত হল।

জার্মান ফৌজ পেত্রগ্রাদের আরও কাছাকাছি চলে আসতে থাকে, দখল করে নেয় একের পর এক শহর ও জেলা। জার্মান চরমপত্রের উত্তর দিতে কোনোরূপ বিলম্ব বিপ্লবকে ধ্বংস করার এবং দেশকে সর্বনাশের মধ্যে নিমজ্জিত করার বিপদ ডেকে আনছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে চরমপত্র সম্পর্কে আলোচনা করে। লেনিন বলেন যে বিপ্লবী যুদ্ধের আহ্বান সাম্রাজ্যবাদীদের হাতকেই মজবুত করছে, আর কঠোর শর্তে হলেও শান্তি সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নিশ্বাস নেওয়ার অবকাশ দেবে। এই অভিমত কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন লাভ করে।

২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে, লেনিনের একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি জার্মানির শর্তে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রস্তাব গ্রহণ করে (পক্ষে ১১৬ ভোট, বিপক্ষে ৮৫ ভোট, ভোটদানে বিরত ২৬ জন)।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি শর্ত মেনে নিয়ে তারবার্তা পাঠানো সত্ত্বেও এবং আলোচনা আবার শুরু করার জন্য সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সীমান্তে গিয়ে পৌঁছনো সত্ত্বেও জার্মানরা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্স্কভের পতন হয়। শত্রু এসে পৌঁছয় রেভেলে।

---

* এই ক্ষতিপূরণ কীভাবে দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করে এক বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় অগস্ট ১৯১৮-তে।

অতি দ্রুত গঠিত লাল ফৌজের ইউনিটগুলিকে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। পুরনো সেনাবাহিনীর অনেকগুলি ইউনিট সোভিয়েত সরকারের আবেদনে সাড়া দেয়। সেই সময়কার বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ভ. দ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ তাঁর স্মৃতিকথায়। একটি সৈন্য-ডিভিশন রেল-স্টেশন থেকে স্মোলনি ইনস্টিটিউটে আসছিল তার অস্ত্রশস্ত্র, দলিলপত্র ও তহবিল ফিরিয়ে দিয়ে যার-যার মতো ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ার জন্য। ডিভিশনের পুরোভাগের ইউনিটের কাছে একটি গাড়ি এসে থামে, গাড়ি থেকে একজন তরুণ শ্রমিক লাফিয়ে নামে এবং সৈনিকদের উদ্দেশে আবেদন-সংবলিত এক গোছা ইস্তাহার হাতে নিয়ে সৈন্যদের দিকে দৌড়ে যায়।

'লেনিনের একটা আবেদন,' সে চীৎকার করে বলে। 'জার্মানরা পেত্রগ্রাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি বিপন্ন!' এই কথা বলে সে ইস্তাহারগুলি বিলি করতে শুরু করে।

সেনা-ডিভিশনটি থমকে দাঁড়ায়। তার কমিসার একটি ইস্তাহার নিয়ে জোরে-জোরে পড়ে শোনান। সৈন্যরা মন দিয়ে শোনে।

তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, কমরেডগণ, আমরা কি যে-যার মতো এদিক-ওদিক চলে যাওয়ার জন্য স্মোলনি ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি?'

'রণক্ষেত্রে যাচ্ছি!' হাজার কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায়।

সামরিক আদেশ ধ্বনিত হয়। ডিভিশনটি সামরিক বিন্যাসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং কদম মিলিয়ে ফিরে চলে রণাঙ্গনে, ট্রেঞ্চে। শ্রমিকরা, লাল রক্ষীরা ও লাল ফৌজ শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

মার্চ ১৯১৮-তে, স্বতঃপ্রণোদিত শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত লাল ফৌজের শক্তি গিয়ে পেঁছয় ১,৫০,০০০ সৈন্যে।

লাল ফৌজ ও লাল রক্ষীদের প্রতিরোধ এবং পূর্ব রণাঙ্গনে আটকে পড়ার আশঙ্কা জার্মান শাসক মহলকে স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে শান্তি আলোচনা আবার শুরু হয় ১ মার্চ তারিখে, এবং শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩ মার্চ। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা—অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া পার্টির কথা তো বলাই বাহুল্য—শান্তিচুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলশেভিক পার্টির কর্মনীতির উপরে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যায়। তারা আসন্ন সোভিয়েতসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদনে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা করে।

শান্তির প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে কেন্দ্রীয় কমিটি ৭ম পার্টি কংগ্রেস আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেয়।

৭ মার্চ তারিখে লেনিন যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে এক প্রতিবেদন পেশ করেন।

তিনি রাশিয়ায় অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরবর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি দেখান এবং একটি শান্তিচুক্তি ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য সাময়িক একটা বিরামের প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণ করেন।

প্রচণ্ডভাবে অস্ত্রসজ্জিত আন্তর্জাতিক শকুন, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক 'বিপ্লবী' যুদ্ধের দাবি যারা করছিল সেই 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের তিনি তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেন। তিনি এক নমনীয় বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন: সাম্রাজ্যবাদের উন্নততর শক্তির আক্রমণের সামনে কৌশলনিপুণতা, সাময়িকভাবে পশ্চাৎপসরণ করা দরকার। প্রধান জিনিস হল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে সুরক্ষিত করা। লেনিন বলেন, সাময়িক একটা বিরাম সোভিয়েত রাষ্ট্রকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করতে, সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করতে সক্ষম করে তুলবে।

ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনুমোদন করে এবং বলশেভিক পার্টিকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার সোৎসাহ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে লেনিনের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়।

গণ-কমিসার পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে রাজধানী পেত্রগ্রাদ থেকে মস্কোয় সরিয়ে আনার প্রস্তুতি শুরু হয় মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। পেত্রগ্রাদ ছিল সীমান্তের কাছে, এবং শান্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অবস্থান নিরাপদ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা — জার্মান জোটের ও আঁতাঁত-গোষ্ঠীর — যেকোনো সময়ে আবার আক্রমণ করতে পারত। দেশের কেন্দ্রস্থলে মস্কোর রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অবস্থান অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল; রেলওয়ের একটা বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা তাকে দেশের সকল প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ১১ মার্চ সন্ধ্যায় সরকারি ট্রেনটি মস্কোয় এসে পেঁছয়। ১২ মার্চ তারিখে ক্রেমলিনে সোভিয়েত সরকারের ভবনের উপরে রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। মস্কো হয় শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের রাজধানী।

ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত রূপে অনুমোদন করার জন্য আহূত সোভিয়েতসমূহের ৪র্থ সারা-রাশিয়া বিশেষ কংগ্রেস মস্কোয় আরম্ভ হয় ১৪ মার্চ, ১৯১৮ তারিখে। তাতে যোগদান করে ১,২৩২ জন প্রতিনিধি, তার মধ্যে ৭৯৫ জন বলশেভিক ও ২৮৩ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি; অন্যান্য প্রতিনিধিদের রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয় কোনো বিশেষ পক্ষাবলম্বী নয় বলে অথবা নৈরাজ্যবাদী, ম্যাক্সিম্যালিস্ট ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া পার্টির লোক বলে। প্রতিনিধিরা ছিল মধ্য রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, উরাল, সাইবেরিয়া ও বলটিক এলাকার উত্তরাঞ্চলের প্রায় সমস্ত গুবের্নিয়া ও উয়েজদের প্রতিভূ। কংগ্রেসে তাই বিপ্লবী

রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

প্রথম অধিবেশনে পররাষ্ট্র-বিষয়ক সহকারী গণ-কমিসার গ. ভ. চিচেরিন ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির শর্ত সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পর্কে প্রতিবেদনটি পেশ করেন লেনিন; তিনি বিপ্লবের পরে দেশের পরিস্থিতির কথা বলেন, অর্থনীতি ও সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থা, যে-অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না তা বর্ণনা করেন এবং চুক্তিটি চূড়ান্ত রূপে অনুমোদন করার আহ্বান জানান। বিতর্কে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সহ সবকটি পেটি-বুর্জোয়া পার্টির প্রতিনিধিরা চুক্তির বিরোধিতা করে। কিন্তু, প্রতিনিধিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লেনিনের পাশে এসে শামিল হয়। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও সেটি চূড়ান্ত রূপে অনুমোদন করিয়ে লেনিন তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেন অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের হাত থেকে।

১৫ মার্চ তারিখে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা গণ-কমিসার পরিষদ পরিত্যাগ করে সরে আসে।

শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকরা চুক্তি স্বাক্ষর ও তার চূড়ান্ত অনুমোদনকে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করে। সোভিয়েতসমূহের যেসব উয়েজদ কংগ্রেস, গুবের্নিয়া ও আঞ্চলিক কংগ্রেস সারা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কারখানায় ও গ্রামে-গ্রামে সমাবেশগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে এবং যুদ্ধ যারা চালিয়ে যেতে চাইছিল সেই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের ধিক্কার দেয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ নির্মাণ

জার্মানির সঙ্গে শান্তি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে প্রবৃত্ত হওয়ার এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম আরম্ভ করার সুযোগ দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের পথের দিশা দেখানো দরকার হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ কার্যকর করার মূল উপায়গুলির রূপরেখা উপস্থিত করেছিলেন। মার্কসবাদীরা জানত এই পথের সাধারণ দিশা ও প্রধান প্রধান শ্রেণী-শক্তির কথা, কিন্তু নির্মাণকর্মের মূর্ত পথ ও উপায় তারা জানতে পারেনি। একথা পরিষ্কার ছিল এই সমস্ত পথ ও উপায় অনেকখানি নির্ভর করবে বিদ্যমান অবস্থার উপরে, বিশেষ-বিশেষ দেশে বিকাশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপরে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির উপরে। ১৯১৭ সালে লেনিন বলেছিলেন, 'আমরা দাবি করি না যে সর্বশেষতম অনুপুঙ্খ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পথ মার্কস জানতেন অথবা মার্কসবাদীরা জানেন। এধরনের কিছু দাবি করাটা হবে অর্থহীন। আমরা যেটা জানি তা হল এই পথের গতিমুখ এবং সেই পথের অনুসারী শ্রেণী-শক্তিগুলিকে; সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক অনুপুঙ্খগুলি প্রকট হয়ে উঠবে একমাত্র **লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিজ্ঞতার** মধ্য দিয়েই তারা যখন সব কিছু নিজেদের হাতে নেবে।' (১৮২)

এখন যখন সেটি আশু ব্যবহারিক কাজ হয়ে দাঁড়াল, তখন জনসাধারণকে তৎপরতার এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি দেওয়া দরকার। রাশিয়ার অবস্থাকে যথাযথভাবে গণ্য করে এই ধরনের এক বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচি লেনিন সূত্রায়িত করেন ১৯১৮-র বসন্তকালে, তাঁর 'সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য' রচনায়। তিনি সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটি পরিকল্পনা ছকে দেন, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের অর্থনৈতিক কর্মনীতির মূলনীতি প্রণয়ন করেন এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সৃষ্টিশীল ভূমিকা বিশদভাবে দেখান। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব পরিসরে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করা দরকার ছিল: অর্থনীতির

ব্যবস্থাপনা সংগঠিত করা, জাতিব্যাপী স্তরে শ্রমের পরিকল্পনা করা, শ্রম ও উপভোগের পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করা, উৎপাদনী শক্তিগুলির প্রসার ঘটানো, জনগণের সাংস্কৃতিক স্তর উন্নীত করা, এবং তার ভিত্তিতে, পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় শ্রম উৎপাদনশীলতার উচ্চতর স্তর অর্জন করা।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামনের নতুন কর্তব্যগুলির চারিত্র্যনির্ণয় করতে গিয়ে লেনিন বলশেভিক পার্টির অতিক্রান্ত ঐতিহাসিক পথ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমরা, বলশেভিক পার্টি, রাশিয়াকে **প্রত্যয়জনকভাবে বুঝিয়েছি।** রাশিয়াকে আমরা **জয় করে নিয়েছি** ধনীর কাছ থেকে গরিবের জন্য, শোষকদের কাছ থেকে শ্রমজীবী জনগণের জন্য। এখন আমাদের রাশিয়াকে **প্রশাসন করতে** হবে। আর বর্তমান পরিস্থিতির সমগ্র বৈশিষ্ট্য, সমগ্র দুরূহতা, নিহিত রয়েছে জনগণকে বোঝানোর এবং অস্ত্রবলে শোষকদের দমন করার প্রধান কাজ থেকে **প্রশাসনের** প্রধান কাজে **উত্তরণের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি** বোঝার মধ্যে।' (১৮৩)

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যগুলি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পদ্ধতি পরিবর্তিত করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল। 'লাল রক্ষী আক্রমণের' কালপর্বটি, মোটের উপরে, শেষ হয়েছিল। প্রলেতারিয়েত যে শুধু পুঁজিপতিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ চূর্ণ করেছিল এবং বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রের অন্তর্ঘাতের অবসান ঘটিয়েছিল তাই নয়, প্রশাসনের কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিল। এখন লক্ষ্য ছিল 'পুঁজিপতিদের আরও দখলচ্যুত করার অতি সহজ কাজটি থেকে যে-অবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণীর টিকে থাকা অথবা এক নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে সেই অবস্থা সৃষ্টির আরও অনেক জটিল ও দুরূহ কাজে উত্তরণ' ঘটানো। (১৮৪) অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও বর্ধিত শ্রম উৎপাদনশীলতা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টনের হিসাব রাখা ও তা নিয়ন্ত্রণ করার উপরে লেনিন বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন। শ্রমের মাত্রার এবং উপভোগের মাত্রার হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল পেটি-বুর্জোয়া উপাদানের বিরুদ্ধে, অপরের শ্রম উপযোজন, মুনাফাবাজ, অলস কর্মবিমুখ ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান উপায়।

সেই সময়ে রাশিয়ায় ছিল পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান: ১) পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ অনেকাংশে প্রাকৃতিক কৃষক অর্থনীতি; ২) ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদন, প্রধানত বাজারের জন্য উৎপাদনকারী কৃষক খামার; ৩) ব্যক্তিগত-অর্থনীতিপ্রধান পুঁজিবাদ — পুঁজিবাদী উদ্যোগসমূহ ও কুলাকদের খামার; ৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ — রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী উদ্যোগসমূহ; ৫) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা — রাষ্ট্রের মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহ এবং উদীয়মান

যৌথ খামারগুলি। ক্ষুদ্র-পণ্য অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল এবং তা মুনাফাবাজী ও উৎপাদনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করত: এই ক্ষুদ্র-পণ্য অর্থনীতিরই প্রাধান্য ছিল। সেই সময়ে, গ্রামাঞ্চলে কুলাকরা যার পৃষ্ঠপোষক ছিল সেই পেটি-বুর্জোয়া উপাদানই ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে প্রধান বিপদ।

জাতিব্যাপী হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, শ্রম উৎপাদনশীলতার প্রসার এবং পেটি-বুর্জোয়া উপাদানটি খর্ব করাকে লেনিন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিভিন্ন ধরনকে (অর্থাৎ, কতকগুলি শর্তে প্রলেতারীয় ক্ষমতা যে পুঁজিবাদকে থাকতে দেয়) ব্যবহার করার প্রশ্নটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত করে বিচার করতেন। তিনি মনে করতেন যে এক-একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসার ঘটানোর জন্য ব্যক্তিগত পুঁজি আকৃষ্ট করতে দেওয়া যেতে পারে, মিশ্র (রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত) উদ্যোগ ও ট্রাস্ট তৈরি করা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে প্রস্তুত পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ জনগণের ক্ষমতার পক্ষে বিপদস্বরূপ ছিল না। সেই সঙ্গে, লেনিন মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ পেটি-বুর্জোয়া উপাদানটির বিরুদ্ধে লড়াই সহজতর করে তুলবে, রাষ্ট্রকে উৎপন্ন সামগ্রীর একটা অংশ দেবে এবং দেশের উৎপাদনী শক্তিগুলিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের এবং জনগণের জীবনমান উন্নীত করার একটি বড় শর্ত হল শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। তিনি একে যুক্ত করেছিলেন দেশের শিল্পায়ন ও বৈদ্যুতীকরণের সঙ্গে, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বের সদ্ব্যবহারের সঙ্গে, জনগণের উচ্চতর সাধারণ শিক্ষাগত ও কৃৎকৌশলগত মান অর্জনের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন: 'শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথমেই দরকার এই যে বৃহদায়তন শিল্পের বৈষয়িক ভিত্তি সুনিশ্চিত করা হবে, যথা, জ্বালানি, লোহা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদনের বিকাশসাধন।' (১৮৫)

অক্টোবর বিপ্লব ও উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের ফলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রই হয়ে উঠেছিল ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক বিকাশ পরিকল্পিত করার সুযোগ যে পেয়েছিল।

ইঙ্গিতবহ বিষয়টি এই যে বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও কাঁচা মাল ও জ্বালানির অভাব সত্ত্বেও সোভিয়েত সরকার ১৯১৮ সালেই অর্থনীতির বৈদ্যুতীকরণ এবং উৎপাদনী শক্তিগুলির প্রসারের পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিল। সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ-গঠিত রাশিয়ায় শক্তির উৎস সন্ধানের জন্য কমিশন ১৯১৮-র গোড়ার দিকে তার কাজ শুরু করেছিল। বৈদ্যুতীকরণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল পেত্রগ্রাদে, কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলের বৈদ্যুতীকরণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল মস্কোয় এবং আরেকটি কমিটি গঠিত হয়েছিল দনবাসের

বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা করার জন্য। বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে লাগানো হয়েছিল শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের। জুলাই ১৯১৮-তে, লেনিনের এক সুপারিশ অনুযায়ী, গণ-কমিসার পরিষদ ভলখভ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রটির প্রথম ডিজাইনটি তৈরি করেছিলেন বিশিষ্ট বিদ্যুৎশক্তি ইঞ্জিনিয়ার গ. ও. গ্রাফতিও, ১৯১১ সালে। কিন্তু, বিপ্লবের আগে তা কাজে পরিণত করা হয়নি। সোভিয়েত সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে এবং প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। এছাড়াও, গণ-কমিসার পরিষদ মস্কোর কাছে শাতুরায় একটি বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। দুটি বড় বড় অঞ্চলের একটি অখণ্ড অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে উরাল-কুজনেৎস্ক সমাহারের বিকাশসাধন, রেলপথ নির্মাণ এবং তুর্কিস্তানে সেচ ব্যবস্থা সৃষ্টির এক কর্মসূচি তৈরি করা হয়।

লেনিন বলেন, বলশেভিক পার্টির একটি আশু লক্ষ্য হল শ্রমজীবী জনগণকে সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলার চেতনায় শিক্ষিত করে তোলা। বিপ্লবের পর, শ্রমিকরা কাজ করতে শুরু করেছিল শোষকদের জন্য নয়, নিজেদের জন্য; শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক অবস্থা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের শক্তি এখন নির্ভর করছিল তাদের শ্রমের উপরে, উৎপাদনের সম্প্রসারণের উপরে। কিন্তু, বহু শ্রমিকই একথা বুঝতে পারেনি যে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোটা এখন তাদেরই কাজ। অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম কয়েক মাসে রাশিয়ার কিছু কিছু কারখানার পরিস্থিতি স্মরণ করে ন. ক. ক্রুপস্কায়া লিখেছেন যে একদিন একজন নারী শ্রমিক শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বলে: 'আমাদের কারখানায় আজ কেউ কাজ করছে না। গতকাল আমরা একটা সাধারণ সভা করেছি, তাতে সবাই বলেছে যে বাড়িতে প্রচুর কাজ জমে গেছে। আমরা স্থির করেছি আজ কাজ করব না। এখন তো আমরাই কর্তা।' দেশের ভাগ্যের জন্য, উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের নিজেদেরই উপরে যে বিরাট দায়িত্ব বর্তেছে, সেকথা ধৈর্যসহকারে ব্যাখ্যা করে অর্থনৈতিক নির্মাণকর্মের একেবারে শুরু থেকেই এই ধরনের মনোভাব দূর করা দরকার ছিল। কারখানাগুলিতে সচেতন শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে শ্রম শৃঙ্খলাবোধ সঞ্চারিত করতে হবে বুঝিয়ে, কিন্তু যারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তাদের ক্ষেত্রে, অলস কর্মবিমুখ, পরগাছাদের ক্ষেত্রে, যারা 'যত পার নিয়ে নাও, কিন্তু কোনো জিনিসের জন্য দিও না কিছুই', এই পেটি-বুর্জোয়া নীতি অনুযায়ী বেঁচে থাকে তাদের সকলের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করতে হবে।

লেনিন লিখেছিলেন, পার্টি ও সরকারের একটা ছাপিয়ে যাওয়ার আন্দোলন সংগঠিত করা উচিত, এটা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের উপরে মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে এবং শ্রমজীবী জনগণকে উৎপাদনের উপায়সমূহের প্রভু করে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব জনগণকে সৃষ্টিশীল উদ্যোগের এক সীমাহীন সুযোগ দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা-অর্জনাভিযানকে লেনিন শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলার, সচেতন শৃঙ্খলাবোধ সঞ্চারিত করার এবং জনগণকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে টেনে আনার এক নতুন পদ্ধতি বলে গণ্য করতেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে নতুনের অঙ্কুরগুলির দিকে পার্টিকে নিরন্তর মনোযোগ দিতে হবে, অগ্রসর কারিগরি জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাকে সমস্ত মানুষের অধিগম্য করে তুলতে হবে; তিনি লিখেছিলেন যে '...দৃষ্টান্তবলই সর্বপ্রথম জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম'। (১৮৬)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুদক্ষ ধরন ও পদ্ধতি বার করার উপরে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাধারণ রীতি ছিল, উদ্যোগগুলিতে এক যৌথ ব্যবস্থাপনা তৈরি করা: শ্রমিকরা তাদের নির্বাচনভিত্তিক সংগঠনগুলির মারফৎ এবং জন-সমাবেশ ও সভায় সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত। এর কারণ ছিল সেই সময়কার বিদ্যমান অবস্থা, যখন ব্যবস্থাপনার পুঁজিবাদী ধরনগুলি পরিত্যক্ত হচ্ছিল এবং শ্রমিকদের নিজস্ব কোনো উৎপাদন সংগঠক ছিল না। কিন্তু, যৌথ ব্যবস্থাপনার ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, তার একটি হল এই যে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য কারও কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল না।

১৯১৮-র বসন্তকালে আরব্ধ নির্মাণকর্মের নতুন পর্যায়ে, শ্রম প্রক্রিয়ার সঠিক সংগঠনের মূল শর্ত হিসেবে এক জনের ব্যবস্থাপনা চালু করার প্রশ্নটি লেনিন তোলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ব্যক্তিদের এবং ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষদের কাজের উপরে শ্রমজীবী জনগণের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মেলাতে হবে এক জনের ব্যবস্থাপনাকে। তিনি একে সম্ভাব্য আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত গ্যারাণ্টি বলে মনে করেন। তিনি দেখান, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার অন্তর্নিহিত মূলনীতিটি হতে হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি, ভাষান্তরে, স্থানীয় সংস্থাগুলির উদ্যোগ ও শ্রমজীবী জনসাধারণের সৃষ্টিশীল কাজকর্মের প্রসারের সঙ্গে কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মিলন।

তিনি লেখেন, সমাজতন্ত্রের জন্য দরকার শিল্পে ও কৃষিতে বৃহদায়তন সামাজিক উৎপাদন। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ছাড়া, বিশেষজ্ঞদের ছাড়া বৃহদায়তন যন্ত্র-শিল্প সংগঠিত করা যায় না। বৃহদায়তন শিল্প পরিচালনা করতে পারে এমন লোকদেরই অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য দরকার। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ এমন লোক খুবই সামান্য, এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করার জন্য সময় দরকার। নতুন, সৃষ্টিশীল কাজে পুরনো বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করা উচিত কি না, এই নিয়ে সেই সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে যুক্তি-তর্ক চলত। এইসব বিশেষজ্ঞের অধিকাংশেরই যোগসূত্র ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে, তারা এসেছিল বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে। সোভিয়েত ক্ষমতাকে তারা স্বীকার করেনি এবং

অংশগ্রহণ করেছিল অন্তর্ঘাতে। লেনিন বলশেভিক পার্টিকে হ‍ুঁসিয়ার করে দেন যে এই বিশেষজ্ঞরা এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য অন‍ুধাবন করতে পারবে না, ধৈর্যসহকারে তাদের প‍ুনঃশিক্ষিত করতে হবে। ব‍ৃহদায়তন এক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করার জন্য ব‍ুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করা, তাদের সঙ্গে বিচক্ষণতা ও মনোযোগ সহকারে আচরণ করা এবং তাদের একটা বৈষয়িক প্রণোদনা দেওয়া দরকার ছিল। জনৈক প্রয‍ুক্তিবিদ প. আ. কোজমিন পরবর্তীকালে লেনিনের সঙ্গে তাঁর এক কথোপকথন স্মরণ করেছেন: 'কমরেড কোজমিন, ইঞ্জিনিয়ারদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আস‍ুন, কারণ বিশেষজ্ঞদের না পেলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব... যাঁরা কাজ করতে আসবেন তাঁরা প‍ুঁজিপতিদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেতেন তার চাইতে ভালো ব্যবহার পাবেন। পরে তাঁরা ব‍ুঝতে পারবেন যে তাঁরা এক মহৎ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছেন।'

প্রলেতারিয়েতের প‍ুঁজিবাদী উৎপাদনের সংগঠকদেরও ব্যবহার করা দরকার ছিল। ট্রাস্ট, সিন্ডিকেট ও ব্যাঙ্কগ‍ুলির ডিরেক্টরদের সঙ্গে সোভিয়েত সরকার আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিল। সরকার তাদের বলেছিল: 'রাষ্ট্রীয় নিয়ম মেনে নিন, রাষ্ট্র ক্ষমতাকে মেনে নিন; জনসমষ্টির প‍ুরনো স্বার্থ, অভ্যাস ও দ‍ৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত অবস্থার পরিপ‍ূর্ণ বিল‍ুপ্তির পরিবর্তে, আপনারা পাবেন রাষ্ট্রীয় নিয়মের দ্বারা এই সবের ক্রমান্বিত পরিবর্তন...' (১৮৭)

রাষ্ট্রীয় প‍ুঁজিবাদের উপাদানগ‍ুলিকে কাজে লাগানোর প্রথম চেষ্টা সোভিয়েত ক্ষমতা করে ১৯১৭ সালের শেষ দিকে, যখন গণ-কমিসার পরিষদের প্রতিনিধিরা শীর্ষস্থানীয় জনৈক শিল্পপতি ও ইঞ্জিনিয়ার আ. প. মেশ্চেরস্কির নেতৃত্বাধীন একদল প‍ুঁজিপতির সঙ্গে আলোচনা চালায়। এই আলোচনার বিষয় ছিল সরমভো-কলোমনা শিল্প-অর্থলগ্নি গোষ্ঠীর ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রীয়-প‍ুঁজিবাদী ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, যার আওতায় থাকবে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের ৮৮ শতাংশ, রেলগাড়ি শিল্পের ৫০ শতাংশ, কিছ‍ু খনি এলাকা ও ধাতুবিদ্যাগত কারখানা। কিন্তু, মেশ্চেরস্কি গোষ্ঠী অগ্রহণীয় শর্ত উপস্থিত করে। নভেম্বর ১৯১৭ থেকে এপ্রিল ১৯১৮ পর্যন্ত আলোচনা চলে কিন্তু কোনো মতৈক্যে উপনীত হওয়া যায় না। ইতিমধ্যে, সোভিয়েত অর্থনৈতিক সংস্থাগ‍ুলি এবং শ্রমিকদের সংগঠনগ‍ুলি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা জাতীয়করণ ও সেগ‍ুলির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনের উপযোগী অবস্থা স‍ৃষ্টি করে।

২৬ ফেব্র‍ুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে কলোমনা কারখানার সংগঠনগ‍ুলি স্থানীয় সোভিয়েত ও ধাতুশ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেশ্চেরস্কির নেতৃত্বাধীন পরিচালক পর্ষতের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এই মত পোষণ করে যে এই সমস্ত কার্যকলাপ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সংগঠনগ‍ুলিকে ও গণ-কমিসার পরিষদকে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির কাছ থেকে

কলোমনা কারখানা গ্রহণ করে সেটিকে রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য অবিলম্বে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চর্মশিল্প ও সুতাকলগুলির মালিকরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। এই শাখাগুলির ব্যবস্থাপক কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি প্রধানত শ্রমিকদের নিয়েই গঠিত ছিল, তারা পুঁজিবাদী শিল্পের সংগঠকদের জ্ঞানকে কাজে লাগায়। পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সুতাকল শ্রমিকদের শিল্প ব্যবস্থাপনা শেখার প্রয়াসের প্রশংসা করেন লেনিন।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের জন্য লেনিনের পরিকল্পনাটি প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের সমস্ত শত্রুর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরাও সেটিকে আক্রমণ করে। রাষ্ট্রীয় হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, শ্রম শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলা, একজনের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তারা আপত্তি তোলে বুর্জোয়া রীতিতে ফিরে যাওয়ার সামিল বলে। কিন্তু, লেনিনের পরিকল্পনা রূপায়ণে বাধা দেওয়ার জন্য 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টার কোনো ফল হয়নি। সেরা শ্রমিক ও কমিউনিস্টরা শ্রম শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করা ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য অর্জন করে সেই ১৯১৮ সালের বসন্তকালেই।

এই সাফল্যগুলির অন্যতম সহায়ক বিষয়টি ছিল সশস্ত্র বাহিনী থেকে দক্ষ শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তন। সেই সঙ্গে, যুদ্ধের সময়ে কৃষি থেকে যাদের শিল্পে ঢোকানো হয়েছিল, শহর থেকে সেই শ্রমিকদের বহির্গমন ঘটেছিল। এইভাবে, কারখানাগুলি মুক্ত হয়েছিল পেটি-বুর্জোয়া বর্গ থেকে, যে-বর্গের চেষ্টা ছিল 'নিজেদের জন্য আরো বেশি দখল করে নেওয়া'।

শ্রম শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টায় দেখা যায় যে শিক্ষা ও বাধ্যবাধকতা দুয়েরই আশ্রয় নেওয়া দরকার। ১৯১৮-র বসন্তকালে বহু কারখানায় গঠিত হয় সহকর্মী শ্রমিকদের আদালত। শ্রম শৃঙ্খলা ভাঙার জন্য এই সব আদালত যে-দণ্ডাদেশ দিত তা হল তিরস্কার, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার অথবা কাজ থেকে বরখাস্ত করা।

শ্রম শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় বলশেভিক শ্রমিকরা, তারা অন্যের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১৯১৭-র শেষে ও ১৯১৮-র গোড়ার দিকে সর্বাগ্রগণ্য শ্রমিক সংঘগুলি তাদের কারখানায় কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯১৮-র বসন্তকালে তা হয়ে ওঠে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন। ব্রিয়ানস্ক কারখানার শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত জাতিব্যাপী প্রচার লাভ করে। ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-তে, পুঁজিপতিদের অন্তর্ঘাতের দরুন, এই কারখানাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটির জাতীয়করণের পর শ্রমিকরা উৎপাদন সংগঠিত করার দায়িত্ব নেয়, যদিও কাজটা ছিল কঠিন। কারখানাটি উৎপন্ন করত শুধু সমরোপকরণ, কিন্তু এখন শ্রমিকরা এটিকে অসামরিক উৎপাদনের জন্য তৈরি করে। ৯ মে তারিখে কারখানা

কমিটি ও শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ 'অস্থায়ী আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী' প্রণয়ন করে, তাতে কঠোর শ্রম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা হয়। কাজের সময়ে সভা নিষিদ্ধ করা হয়, শ্রমিকরা প্রকৃতই যেটুকু কাজ সম্পূর্ণ করেছে শুধু তার জন্যই পারিশ্রমিক পায়, এবং শ্রম শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

এই দলিলটির মূল কথা ছিল এই যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একজনের ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। তাতে বলা হয়েছিল: উৎপাদনের জন্য যারা দায়ী তারা ছাড়া, অর্থাৎ কারখানার ম্যানেজার এবং কর্মশালা ও বিভাগগুলির প্রধানরা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নির্দেশ পালন করা চলবে না। লেনিন 'ব্রিয়ানস্ক নিয়মাবলীর' উচ্চ প্রশংসা করেন এবং অন্যান্য কারখানায় তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। (১৮৮)

ব্রিয়ানস্ক কারখানার শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসাগত সাহায্য সংগঠিত করা হয়। তাদের আবাসনের উন্নতিবিধান করা হয়। কারখানায় গঠিত হয় এক জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক শ্রম শৃঙ্খলার অভিযানে শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। ফলে, উৎপাদনের পরিকল্পনা রূপায়িত হয় এবং রেলগাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে শ্রম উৎপাদনশীলতা গিয়ে পেঁছয় ১৯১৩ সালের স্তরে।

শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার ফলে অন্যান্য কারখানাতেও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। পেত্রগ্রাদের ওয়েস্টিংহাউস ব্রেক কারখানায় উৎপাদন বাড়ে পাঁচ গুণ; ধাতু কারখানা, বল্টিক জাহাজনির্মাণ কারখানা ও অন্যান্য উদ্যোগে ১৯১৮-র প্রথম ক-মাসে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ে ৫০-১০০ শতাংশ; কুজবাস অঞ্চলের সুদজেন্‌কা খনিতে ডিসেম্বর ১৯১৭-র তুলনায় ১৯১৮-র বসন্তকালে কয়লার উৎপাদন বাড়ে তিন গুণ।

জনগণের দ্বারা উৎপাদনের হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, শিল্পে ও পরিবহণে কঠোরতর শ্রম শৃঙ্খলা ও শ্রম উৎপাদনশীলতার উচ্চতর স্তরের জন্য প্রয়াসের পাশাপাশি সোভিয়েত ক্ষমতা অন্তর্ঘাত, মুনাফাবাজি ও চুরির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করে তোলে। জনগণের সাহায্যে চেকা খাদ্য ও বিভিন্ন সামগ্রীর গোপন মজুত-ভাণ্ডার আবিষ্কার করে এবং মুনাফাবাজদের গ্রেপ্তার করে। দেশের অর্থনীতিকে যে-মুনাফাবাজি দুর্বল করছিল, তাতে সক্রিয় বহু বিদেশী চরের স্বরূপ চেকা উদ্ঘাটন করে। ব্রেস্ত চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির উপস্থিত করা সমস্ত সম্পত্তির নিদর্শনপত্রের বিনিময়ে অর্থ দিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দায়মুক্ত হবার কথা ছিল। বেশ কিছু মুনাফাবাজ কতকগুলি খনির শেয়ার জার্মানদের কাছে বিক্রি করতে চেষ্টা করছিল, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। জার্মান কূটনীতিকরা মূল্যবান জিনিসপত্র কিনে নিয়ে সেগুলি জার্মানিতে পাঠাতেন 'কূটনৈতিক মালপত্রের' ছদ্মবেশে। তা আবিষ্কৃত হয় এইভাবে। মস্কোর এক রেল-স্টেশনে একজন মালবাহী 'সমর মন্ত্রক, বার্লিন' লেখা একটি বাক্স ফেলে দেয়। বাক্স থেকে

বেরিয়ে পড়ে সোনা ও রূপোর জিনিসপত্র, রুশ ঋণপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তির নিদর্শনপত্র। চেকা এই লুঠ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অর্থনীতির সংগঠন-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি মীমাংসা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল অর্থনৈতিক পরিষদগুলির ১ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস; পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এই কংগ্রেস আহূত হয় ২৬ মে, ১৯১৮ তারিখে। এই কংগ্রেসে লেনিন বলেন যে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কাজে অনেক কিছুই 'ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও অসংগঠিত', কিন্তু এতে আশঙ্কার উদ্রেক হওয়া উচিত নয়; সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ঢেলে সাজার সুবিশাল কাজে অসংখ্য প্রারম্ভিক উপকরণ নিয়ে এগোনোর সম্ভাবনা নেই।

কেন্দ্র ও স্থানীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে এবং কারখানাগুলির এক-ব্যক্তিক ও যৌথ ব্যবস্থাপনার মধ্যেকার সম্পর্ক কংগ্রেসে আলোচিত হয়। সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয় যে শিল্পের ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীকৃত করতে হবে, উদ্যোগগুলিকে অর্থনৈতিক পরিষদগুলির অধীনস্থ করতে হবে। প্রশ্নটির এই সূত্রায়ণের বিরোধিতা করে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা, তারা যুক্তি তোলে যে কেন্দ্রের কাজ ব্যবস্থাপনা করা নয়, নিয়ন্ত্রণ করা। শিল্পের কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাপনার জন্য লেনিনের পরিকল্পনার সঙ্গে এই বিকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিকোণের কোনো মিলই থাকা সম্ভব ছিল না।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় যে সোভিয়েত ক্ষমতার চালু করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ফলে গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ব্যবস্থাপনা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর অপসারণ ঘটেছে। ঘোষণা করা হয় যে মূল গুরুত্বসম্পন্ন শিল্পগুলির জাতীয়করণ সম্পূর্ণ করতে হবে।

এই কংগ্রেসের পর সমস্ত শিল্পের জাতীয়করণ ত্বরান্বিত করে তোলা হয়। এপ্রিল ১৯১৮-তেই বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট বাণিজ্যিক ও শিল্পোদ্যোগগুলির ক্রয়-বিক্রয় অথবা এই সমস্ত উদ্যোগ-সংক্রান্ত লেনদেন নিষিদ্ধ করে, আর গণ-কমিসার পরিষদ সমস্ত শেয়ার ও বণ্ডের রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করে এক নির্দেশনামা জারী করে। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে, জাতীয়কৃত হওয়ার আগেই উদ্যোগগুলির মূল্যবান জিনিসপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি গোপন বা অপসারিত করা শিল্পপতিদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে।

তেল শিল্পের সঙ্গে চিনি শিল্প ছিল সবচেয়ে সংঘবদ্ধ শাখাগুলির একটি; প্রথমে যেসব শিল্প জাতীয়করণ করা হয়, চিনি শিল্প ছিল তার অন্যতম (২ মে, ১৯১৮)।

১৮ জুন তারিখে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ সরমভো-কলোমনা গোষ্ঠীর

কারখানাগুলিকে জাতীয়করণ করে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর, গণ-কমিসার পরিষদ ২০ জুন তারিখে সমগ্র তেল শিল্পের জাতীয়করণের নির্দেশনামা জারী করে।

ক্ষমতার কেন্দ্রীয় তথা স্থানীয় সংস্থাগুলি কারখানাগুলি জাতীয়করণ করেছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি — গণ-কমিসার পরিষদ ও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ — জাতীয়করণ করেছিল প্রধানত বড় উদ্যোগগুলিকে; স্থানীয় সংস্থাগুলি জাতীয়করণ করেছিল মুখ্যত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোগগুলিকে। রুটিকল, ময়দাকল, তুষ-ছাড়ানোর কল ও চামড়া-কারখানাগুলি জাতীয়করণ করা হয়েছিল সর্বপ্রথমে, কারণ সেগুলির কাজে কোনো ছেদ পড়লে খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটত। জুলাই ১৯১৮-র শেষ দিক পর্যন্ত জাতীয়করণ করা হয়েছিল মোট ২,০৫৮টি বড়, মাঝারি ও ছোট কারখানা।

কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সাফল্যের সঙ্গে চালু হওয়া এবং লেনিনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক নির্মাণকর্মের প্রথম অভিজ্ঞতার ফলে, ডিসেম্বর ১৯১৭-তে লেনিনের রচিত বৃহদায়তন শিল্পের মূল শাখাগুলির জাতীয়করণের কর্মসূচি কার্যকর করা সম্ভব হয়।

২৮ জুন, ১৯১৮ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির মালিকানাধীন বড় বড় উদ্যোগগুলি জাতীয়করণ করে ঐতিহাসিক নির্দেশনামাটি জারী করে; এই শিল্পগুলি হল: খনি, ধাতুবিদ্যাগত, ধাতুকর্ম, সুতিবস্ত্র, বৈদ্যুতিক, গাছ-কাটা ও কাঠের কাজ, তামাক, রবার, প্রভৃতি। এই নির্দেশনামায় প্রায় ১৫০০টি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানির পরিচালিত কারখানাগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করায় কারখানাগুলির প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া দরকার ছিল। প্রলেতারিয়েতের কাছে কারখানাগুলির আরও সংগঠিত হস্তান্তরের অবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ২৮ জুন, ১৯১৮ তারিখের নির্দেশনামায় বলা হয় যে প্রাক্তন মালিকরা থাকবে সাময়িক ইজারাদার হিসেবে। এই ব্যবস্থা জাতিব্যাপী স্তরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত উত্তরণ নিশ্চিত করে। উদ্যোগগুলি যখন অধিগ্রহণ করা হয়, তখন সাজ-সরঞ্জাম, কাঁচামাল ও জ্বালানির মজুত এবং অর্থ তহবিল মিলিয়ে দেখা হয়।

কারখানাগুলির জাতীয়করণে এবং সেগুলি জাতীয়করণের পর তাদের কাজ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ৩০ জুলাই, ১৯১৮ তারিখে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের সভাপতিমণ্ডলী 'শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কিত নির্দেশনামা কাজে পরিণত করার রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে কারখানা কমিটি, নিয়ন্ত্রণ কমিশন, সোভিয়েতসমূহ ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনগুলির জন্য' নির্দেশাবলী প্রচার করে।

ডিসেম্বর ১৯১৮-তে অর্থনৈতিক পরিষদগুলির ২য় কংগ্রেস এই কথা নথীবদ্ধ করে যে শিল্পের জাতীয়করণ মোটের উপর সম্পূর্ণ হয়েছে।

বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণ করে সোভিয়েত ক্ষমতা রুশ ও বিদেশী পুঁজির উপরে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল, তাদের বঞ্চিত করেছিল সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়বার অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে। উপরন্তু, বৃহদায়তন শিল্পের জাতীয়করণ ছিল সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টির দিকে এবং গোটা জাতীয় অর্থনীতি ঢেলে-সাজার দিকে নিয়ামক পদক্ষেপ।

সোভিয়েত কর্মনীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুরা জোর গলায় বলেছিল যে জাতীয়করণ অবিবেচনাপ্রসূত এবং তা চালানো হয়েছে কোনো প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা ছাড়াই, তা ছিল 'জবরদখলের নৈরাজ্যবাদী প্রক্রিয়া'। বস্তুতপক্ষে, তা চালানো হয়েছিল রাশিয়ায় প্রকৃতই বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলশেভিক পার্টির তৈরি এক কর্মসূচি অনুযায়ী।

১৯১৮-র গ্রীষ্মকালের মধ্যে সোভিয়েত ক্ষমতা সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তার প্রথম আস্থাপূর্ণ পদক্ষেপ করেছিল। সেই সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা ছিল যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ।

লেনিন বলেছেন, 'একটা দেশ যখন গভীর পরিবর্তনের পথ গ্রহণ করেছে, তখন সেই দেশের এবং সে দেশে যে বিজয় অর্জন করেছে সেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পক্ষে এটা কৃতিত্বের কথা যে আগে যেসব কাজ বিমূর্তভাবে, তত্ত্বগতভাবে তুলে ধরা হত সেই কাজে তারা ব্যবহারিকভাবে হাত দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা কখনোই বিস্মৃত হবার নয়... ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্য বলে, আর ভবিষ্যতের বিশ্ববিপ্লব তারই উপরে গড়ে তুলবে তার সমাজতান্ত্রিক সৌধটিকে।' (১৮৯)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদীদের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আক্রমণ। সোভিয়েতসমূহের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

১। বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা এই আশা পোষণ করেছিল যে 'বলশেভিক এক্সপেরিমেণ্ট'—তারা অক্টোবর বিপ্লবকে এই নামেই অভিহিত করত—ভেঙে পড়বে। এই উদ্দেশ্যে তারা রুশ প্রতিবিপ্লবের সোভিয়েত-বিরোধী সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য তাদের সাধ্যমতো সবকিছুই করেছিল, তাকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, সোভিয়েত পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে অন্তর্ঘাত চালিয়েছিল এবং সংগঠিত করেছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধ। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে গেল, সাম্রাজ্যবাদীদের আশা পূর্ণ হল না। সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একের পর এক বিজয় অর্জন করে এগিয়ে যেতে লাগল।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বকে সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে বিপদ বলে মনে করেছিল। তাছাড়া, রাশিয়ার জাতিগুলিকে শোষণ করে এবং সেখানকার সম্পদ লুঠ করে তারা যে প্রচুর রাজস্ব পেয়ে আসছিল, সেই রাজস্বহানি মেনে নেওয়ার কোনো বাসনা তাদের ছিল না। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অবস্থান সংহত হয়েছিল এবং সব দেশে শান্তির প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল; এই চুক্তি আঁতাঁত-গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রোধোন্মত্ত করে তোলে, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের শান্তিকামিতার মুখোশ খসিয়ে ফেলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করার এবং আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদ করা, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের শাসন ফিরিয়ে আনা এবং রাশিয়াকে তাদের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা।

হস্তক্ষেপ শুরু হয় যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের জনগণের কাছে গোপন রেখে। আঁতাঁত-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রদূতেরা পেত্রগ্রাদ থেকে চলে আসেন ভলোগদায়, সেখান থেকে সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্তের সুতো-টানা আরও বেশি সুবিধাজনক ছিল। প্রথম ব্রিটিশ ও ফরাসী ফৌজ মুর্মানস্কে

অবতরণ করে মার্চ ১৯১৮-তে। মে মাসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় একটি মার্কিন পদাতিক বাহিনী। হস্তক্ষেপকারীদের সাহায্য করেছিলেন মুর্মানস্ক সোভিয়েতের প্রধান, বিশ্বাসঘাতক আ. ম. ইউরিয়েভ (আলেক্সেয়েভ)। গণ-কমিসার পরিষদের সম্মতি কিংবা অবগতি ছাড়াই তিনি হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে এক 'মৌখিক সমঝোতা' করে আপাতদৃষ্টিতে জার্মানদের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চল রক্ষা করার জন্য তাদের ফৌজ নামানোর আমন্ত্রণ জানান।

উত্তর দিকে হস্তক্ষেপ ১৯১৮-র বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে আর্খাঙ্গেলস্ক অধিকৃত হয; সেই শহরে, হস্তক্ষেপকারীদের সঙিনের ছত্রছায়ায়, শ্বেত রক্ষীরা 'গণ-সমাজতন্ত্রী' ন ভ চাইকভস্কির নেতৃত্বে এক প্রতিবিপ্লবী 'সরকার' গঠন করে।

জাপানী ও তার পরে ব্রিটিশ ফৌজ ভ্লাদিভস্তকে অবতরণ করে এপ্রিলের গোড়ায়। তাবা প্রিমোরিয়ে অঞ্চল দখল করে নেয়। মার্কিন ফৌজ হাজির হয় জুন মাসের শেষে।

গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ শুরু করে আন্তর্জাতিক ও রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক ও কৃষকদের আবেকবার অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করে।

সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় বড় সৈন্যদল পাঠানোর মতো অবস্থা আঁতাঁত-ভুক্ত দেশগুলির ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি এবং তাদের ফৌজ জড়িত ছিল জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে। সেই জন্যই তারা নির্ভর করেছিল রুশ প্রতিবিপ্লবেব উপরে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পর পর বিদ্রোহ সংগঠিত করার কথা ছিল তারই।

কথা ছিল, চেকোস্লোভাক কোরের সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহই হবে আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবের চূড়ান্ত তৎপরতার সংকেত। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনীর যেসব চেক ও স্লোভাক সৈন্য বন্দী হয়েছিল অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিয়েছিল তাদের নিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের আগে এই কোর গঠিত হয়েছিল, এতে ছিল অস্ত্রে সুসজ্জিত ৬০,০০০ সৈন্য। জার্মানির বিরুদ্ধে ফরাসী সামরিক তৎপরতার ক্ষেত্রে এই কোরকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সোভিয়েত সরকার চেকোস্লোভাকদের দূর প্রাচ্যে যাওয়ার অনুমতি দেয়, সেখানে তাদের ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করার কথা ছিল। ১৯১৮ সালের বসন্তকালে এই সমস্ত সৈন্যবাহী ট্রেনগুলি ভোলগা থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত সার-বেঁধে চলেছিল।

বিদ্রোহের পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কোরটির প্রতিক্রিয়াশীল কম্যান্ডের সঙ্গে এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স বরাদ্দ করেছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ রুবলের বেশি, তা তুলে দেওয়া হয়েছিল জেনারেল পিয়ের জান্যার হাতে। ব্রিটেন দিয়েছিল প্রায় ৯০,০০০ পাউন্ড। মার্কিন প্রেসিডেন্ট

উইলসন প্রেসিডেন্টের তহবিল থেকে বরাদ্দ করেছিলেন প্রায় ৮০ লক্ষ ডলার। চেকোস্লোভাকদের প্ররোচিত করার জন্য তাদের বলা হয়েছিল যে গণ-কমিসার পরিষদ তাদের অস্ট্রো-হাঙ্গেরির হাতে তুলে দেওয়ার মতলব করছে এবং তা ঠেকাবার জন্য তাদের সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য চেকোস্লোভাকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাদের দেশ 'স্বাধীন' হবে। প্রবঞ্চিত সৈন্যরা এক সোভিয়েত-বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহ শুরু হয় ২৫ মে।

কিন্তু, সমস্ত চেকোস্লোভাকই যে সোভিয়েত-বিরোধী ও স্বাজাত্যবাদী প্রচারের শিকার হয়েছিল তা নয়। প্রায় ১২,০০০ চেক ও স্লোভাক সৈন্য রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করে লাল ফৌজে যোগ দেয়।

সেই সময়কার পক্ষে চেকোস্লোভাক কোর ছিল এক প্রবল শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তারই হাতে; লাল ফৌজ তখনও সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র ছিল। ভোলগা অঞ্চল ও সাইবেরিয়ায় কুলাকরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জুন মাসে তারা চেলিয়াবিনস্ক, ইয়েকাতেরিনবুর্গ, সিজরান, সামারা, ওমস্ক, পেনজা, তমস্ক ও অন্য কতকগুলি শহর দখল করে নেয়।

অধিকৃত অঞ্চলে তারা সোভিয়েতগুলিকে ভেঙে দিয়ে গঠন করে প্রতিবিপ্লবী 'সরকার'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুন ১৯১৮-তে প্রধানত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, প্রতিবিপ্লবী সংবিধান সভার প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে একটি 'সরকার' গঠিত হয়েছিল সামারায়। এই 'সরকার' নিজের নাম দিয়েছিল 'সংবিধান সভার সদস্যবৃন্দের কমিটি'। হস্তক্ষেপকারীদের সঙিনের উপরে নির্ভর করে প্রতিবিপ্লবীরা অধিকৃত অঞ্চলে বুর্জোয়া-ভূস্বামী রীতিনীতি ফিরিয়ে এনেছিল এবং কমিউনিস্ট, সোভিয়েতসমূহের কর্মকর্তা এবং অগ্রসর শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি পাশবিক আচরণ করেছিল।

মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় ওমস্কে গঠিত হয়েছিল এক প্রতিবিপ্লবী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সাইবেরীয় 'সরকার' এবং ইয়েকাতেরিনবুর্গে কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'উরালের আঞ্চলিক সরকার'।

ইতিমধ্যে জার্মানি, বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি পদদলিত করে বলটিক অঞ্চল, বেলোরুশিয়া ও ইউক্রেন অধিকার করে নিয়েছিল। বেলোরুশিয়ায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী বেলোরুশীয় রাদার সদস্যদের নিয়ে এক তাঁবেদার 'সরকার' গঠন করেছিল, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়ায় তারা স্থানীয় বুর্জোয়া ও বলটিক জার্মান ব্যারনদের নিয়ে 'সরকার' গঠন করেছিল, আর ইউক্রেনে কেন্দ্রীয় রাদাকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু, জার্মান কর্তৃপক্ষ অচিরেই রাদা ভেঙে দিয়ে এক নির্বাচনের মারফৎ তাদের বিশ্বস্ত লোক,

ইউক্রেনের বৃহত্তম ভূস্বামীদের একজন ও প্রাক্তন জারতন্ত্রী জেনারেল প. প. স্করোপাদস্কিকে ইউক্রেনের 'হেটমান' (প্রধান) করে দেয়। তাঁর সাহায্যে জার্মান হানাদাররা প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও তৈরি পণ্য ইউক্রেনের বাইরে পাচার করে।

রাশিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মতো, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া ও বলটিক অঞ্চলের জনগণ হানাদারদের বিরুদ্ধে ও আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। এই সংগ্রাম ইউক্রেনে বিশেষভাবে এক বিরাট পরিসর লাভ করে। ইউক্রেনের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রজাতন্ত্র ও বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য এক বিশেষ কমিটি গঠন করে। ইউক্রেনের অনেকগুলি শহরে হানাদারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে এবং জার্মান ফৌজের অধিকৃত অঞ্চলে শুরু হয় পার্টিজান যুদ্ধ। লাল রক্ষীরা সংখ্যাগতভাবে শ্রেয়তব সৈন্যবাহিনীর চাপে পশ্চাদপসরণ করতে-করতেও তুমুল লড়াই করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

সেই সময়েই প্রতিবিপ্লব তার কার্যকলাপ বাড়িয়ে তোলে ট্রান্স-ককেশাসে। জর্জীয় মেনশেভিকরা এবং আর্মেনীয় ও আজারবাইজানীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করে এবং জার্মান ও তুর্কি কম্যাণ্ডের সঙ্গে এক গোপন সমঝোতা কবে। ফলে জার্মান ও তুর্কি ফৌজ জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া দখল কবে নেয়।

১৯১৮-র মধ্য ভাগে জার্মান ফৌজ দন অঞ্চলে হানা দেয়। হানাদারদের সাহায্য নিয়ে জেনারেল ক্রাসনভ এক প্রতিবিপ্লবী কশাক সেনাবাহিনী গঠন করেন; ভোলগার জলপথ বিচ্ছিন্ন করা এবং চেকোস্লোভাক কোব ও আতামান দুতোভের কশাকদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই সেনাবাহিনী ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে ত্সারিৎসিনের দিকে এগিয়ে আসে।

উত্তর ককেশাসে দেনিকিনের শ্বেত রক্ষী বাহিনী গঠনের জন্য আঁতাত-গোষ্ঠীর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছিল। বাকু ও তুর্কিস্তানে, ব্রিটিশ গুপ্তচরদের পরামর্শে, মেনশেভিকরা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিল, যাতে ব্রিটিশ ফৌজেব পথ পরিষ্কার করা যায়। এই তেলসমৃদ্ধ শহরটি শুধু ব্রিটিশ ফৌজেরই নয়, জার্মান অফিসারদের অধিনায়কত্বাধীন তুর্কি ফৌজেরও লক্ষ্যবস্তু ছিল। বাকুর অসুবিধাজনক অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে তেরেক কশাকদের একটি খণ্ডবাহিনীর কম্যাণ্ডার, কর্নেল ল. বিচেরাখভ তাঁর কশাকদের তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়ে সুকৌশলে বাকু সোভিয়েতের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। জুলাই ১৯১৮-র শেষে, সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, সেই সময়ে বিচেরাখভ বাকু সোভিয়েতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুর্কিদের সামনে পথ উন্মুক্ত করে দেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্রিটিশরা কপটতা করে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বাকু সোভিয়েতকে 'সাহায্য' করার প্রস্তাব করে। বাকুর বলশেভিকরা এই প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করে তুর্কি ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু, বাকু সোভিয়েতের আপসপন্থীরা ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা রফা করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ব্রিটিশ ফৌজকে বাকুতে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব নেওয়া হয়। বাকুতে সোভিয়েত ক্ষমতার পতন ঘটে ৩১ জুলাই, ১৯১৮ তারিখে, এবং এর কয়েক দিন পরে জেনারেল লাওনেল ডানস্টারভিলের অধীনে ব্রিটিশ ফৌজ শহরে প্রবেশ করে।

নগ্ন ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ শুরু হয় তুর্কিস্তানেও। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা রুশ শ্বেত রক্ষী ও তুর্কমেনীয় জাতীয়তাবাদীদের এক অভ্যুত্থান ঘটায়; এই শ্বেত রক্ষী ও তুর্কমেনীয় জাতীয়তাবাদীরা জুলাই মাসের মাঝামাঝি আসখাবাদ দখল করে নেয় এবং ট্রান্স-কাস্পিয়ানের প্রতিবিপ্লবী 'সরকার' গঠন করে। জুলাই মাসের শেষে সমগ্র ট্রান্স-কাস্পিয়ান অঞ্চল তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অচিরেই ব্রিটিশ ফৌজ এসে পেঁছয় এবং রক্তাক্ত ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে।

অধিকৃত সোভিয়েত ভূখণ্ডে হানাদাররা ও তাদের অনুচররা অভূতপূর্ব তাণ্ডব চালায়। হস্তক্ষেপকারীরা যাদের জঘন্যভাবে হত্যা করেছিল, স. শাউমিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাকুর সেই ২৬ জনকমিসার এবং প. পল্তোরাৎস্কির নেতৃত্বাধীন তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের কথা সোভিয়েত জনগণ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। উত্তরাঞ্চলে, ভোলগা এলাকায় ও অন্যান্য অঞ্চলে হাজার হাজার কমিউনিস্ট, নির্দলীয় শ্রমিক ও কৃষকের উপরে অত্যাচার চালানো হয় এবং তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ে। সামরিক-রণনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লেনিন ২৯ জুলাই, ১৯১৮ তারিখে লেখেন: 'উত্তরে মুর্মানস্ক, পূর্বে চেকোস্লোভাক রণাঙ্গন, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তুর্কিস্তান, বাকু ও আস্ত্রাখান— আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের তৈরি শিকলটির প্রায় সবকটি গ্রন্থিই জোড়া হয়েছে।' (১৯০)

আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এইভাবে ১৯১৮-র প্রথমার্ধেই হাত মিলিয়েছিল। হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও খাদ্য-উৎপাদক অঞ্চল থেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে বঞ্চিত করেছিল: খাদ্যাভাব বাড়তে শুরু করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের একেবারে প্রাণকেন্দ্রের উপরে আঘাত হানার জন্য চেকোস্লোভাক ফৌজকে ব্যবহার করার মতলব এঁটেছিল। নিজেদের সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব হেতু এই সৈন্যরা ও শ্বেত রক্ষীরা ইয়েকাতেরিনবুর্গ নিয়ে নেয়, এবং ২২ জুলাই তারিখে বিরাট কার্তুজ কারখানা ও সমরোপকরণ ভাণ্ডার সহ সিমবির্স্ক দখল করে। ৭ অগস্ট তারা ঢুকে পড়ে কাজানে, সেখানে মজুত ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বর্ণসঞ্চয়। এর পর তারা মস্কোর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। পূর্ব রণাঙ্গন হয়ে ওঠে সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র। বলশেভিক পার্টি ও

শ্রমিকশ্রেণীকে এক বিশাল লাল ফৌজ ও এক শক্তিশালী পশ্চাদ্বর্তী এলাকা গঠন করার আহ্বান জানিয়ে লেনিন বলেন, '২৫ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখ থেকে আমরা প্রতিরক্ষাবাদী হয়ে গেছি... আমরা সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির রক্ষক।' (১৯১) ২৯ মার্চ, ১৯১৮ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি 'শ্রমিক ও কৃষকদের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান সম্পর্কে' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণ-কমিসার পরিষদ শত্রুকে প্রতিহত করার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মে ১৯১৮-তে লাল ফৌজের ছিল ২,৬০,০০০-এর বেশি সমরোপযোগী সৈন্য, কিন্তু ১৯১৮-র বসন্তকালে সেই শক্তি বেড়ে হয় ৮ লক্ষ। সামরিক কমিসারদের পদ প্রবর্তন করা হয়। জুন মাসে গঠিত হয় প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ। কমিউনিস্ট পার্টি ম. ভ. ফ্রুঞ্জে, ভ. ভ. কুইবিশেভ, আ. ফ মিয়াসনিকভ, স. ই. গুসেভ, প. ক. শ্তের্নবের্গ ও পার্টির অন্যান্য প্রবীণ পদস্থ ব্যক্তিদের লাল ফৌজে দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। পূর্ব রণাঙ্গনের জন্য কমিউনিস্টদের ঢালাওভাবে সমবেত কবা হয়। ১৯১৮ সালের শেষ দিকে সেই রণাঙ্গনে ছিল প্রায় ২৫,০০০ কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা ও কমসোমলের সদস্যরা সাধারণ সোভিয়েত সৈনিকদের দৃঢ়সংবদ্ধ কবে এবং যুদ্ধে বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন কবে। একটি সেনাবাহিনীর বাজনৈতিক বিভাগেব স্মারকপত্রে বলা হয়েছিল, 'কমিউনিস্ট নামটি অনেক দায়িত্ব চাপায়, কিন্তু দেয় শুধু একটি বিশেষ সুবিধা, যথা বিপ্লবের জন্য সর্বপ্রথমে লড়াই করার বিশেষ সুবিধা।' দু-তিন মাসেব মধ্যে সোভিয়েত সরকাব ভোলগা এলাকা ও উরালে পাঁচটি সেনাবাহিনী এবং ভোলগা নৌ-বহর গঠন করে।

চেকোস্লোভাক কোরের বিদ্রোহ এবং প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্র অভিমুখে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেত বক্ষীদের আক্রমণাভিযান মদত পেয়েছিল সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায কুলাক অভ্যুত্থানের ফলে। ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, মেনশেভিক, নৈরাজ্যবাদী, কাদেত ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী পার্টি সারা দেশ জুড়ে কুলাক অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিল। প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা রক্ষা লীগের' নেতৃত্বে একটি চক্রান্ত করা হয়েছিল মস্কোয়।

সমস্ত সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানই দমন করা খুবই সহজ হত, যদি না সেগুলি বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সমর্থন পেত; সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির দূতাবাস ও মিশনগুলি হয়ে উঠেছিল প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলিকে একজোট করার এবং অন্তর্ঘাত ও গুপ্তচরবৃত্তি সংগঠিত করার কেন্দ্র। ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও গুপ্তচর ব্রুস লকহার্ট, ব্রিটিশ সামরিক অ্যাটাশে হিল ও গুপ্তচর বিভাগীয় অফিসার সিডনি রেলি, ফরাসী কূটনৈতিক প্রতিনিধি জোসেফ ন্যুলেনস ও ফরাসী কনসাল-জেনারেল কর্নেল এম. গ্রেনার, মার্কিন কনসাল-জেনারেল ডিউইট সি. পুল, প্রভৃতিরা চক্রান্ত সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন এবং রাজতন্ত্রী থেকে শুরু করে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পর্যন্ত

সমস্ত প্রতিবিপ্লবী পার্টিকে একজোট করেছিলেন। সোভিয়েত-বিরোধী গুপ্ত সংগঠন 'মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা রক্ষা লীগ', 'দক্ষিণ কেন্দ্র', 'পুনর্যৌবন লীগ' ও 'জাতীয় কেন্দ্র' ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে গজিয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বিশেষভাবে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল প্রতিবিপ্লবী 'মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা রক্ষা লীগ', যার নেতৃত্বে ছিলেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ব. সাভিনকভ এবং যার অর্থ যোগাত সাম্রাজ্যবাদীরা। মে ১৯১৮-তে চেকা সেই সংগঠনের মস্কো ও কাজান শাখাকে আবিষ্কার করে উৎখাত করে দেয়। সাভিনকভ আশ্রয় পান ব্রিটিশ দূতাবাসে এবং লীগ তার কাজকর্ম চালিয়ে যায়, মস্কো ও পেত্রগ্রাদকে বেষ্টন করে এক প্রতিবিপ্লবী বলয় গঠন করার উদ্দেশ্যে ২৩টি শহরে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে ন্যুলেনস সাভিনকভকে পরামর্শ দেন যাতে আঁতাঁত-গোষ্ঠীর আরও সৈন্য আর্খাঙ্গেলস্কে নামার সঙ্গে সময়টা মিলিযে, অর্থাৎ জুলাইয়ের গোড়ার দিকে এই তৎপরতা শুরু করা হয়। উত্তর দিকে হস্তক্ষেপকাবীদের অগ্রগতি এবং পূর্ব দিকে চেকোস্লোভাকদের অগ্রগতির সঙ্গে এই অভ্যুত্থানগুলিকে যুক্ত করা এবং একটা অবিচ্ছিন্ন প্রতিবিপ্লবী রণাঙ্গন গঠন করার কথা ছিল।

কিন্তু বিরাটভাবে ফাঁদা এই পরিকল্পনাটিকে সোভিয়েত সরকার ব্যর্থ করে দেয়। প্রতিবিপ্লবীরা একটি অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে সমর্থ হয় শুধু ইয়ারোস্লাভলে এবং টিকে থাকতে পারে দুসপ্তাহ (৬ থেকে ২১ জুলাই)। রিবিনস্ক ও মুরমে অভ্যুত্থান অংকুরেই নষ্ট করা হয়; অন্যান্য শহরে কোনো তৎপবতা দেখা যায়নি। এই সোভিয়েত-বিরোধী পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ এই যে প্রতিবিপ্লব জনসাধারণের মধ্যে কোনো সমর্থন পায়নি। শ্রমিক ও কৃষকরা চক্রান্ত ও অভ্যুত্থানের কথা ফাঁস কবে দিয়েছিল এবং চেকাকে তা ঠেকাতে সাহায্য করেছিল।

কমিউনিস্টদের কর্মনীতিতে বিরক্ত বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাও সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থান সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের সংহতি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশ দেখায় যে বলশেভিকরা দেশকে আস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে নিয়ে চলেছে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার কর্মনীতি পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সামনে ছিল দুটি বিকল্প: হয় শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং বলশেভিকদের সঙ্গে জোট বেঁধে সামনে এগিয়ে চলা, না হয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করা।

ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব্র কুৎসা অভিযান চালিয়েছিল। দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকার, খাদ্যের উপরে একনায়কতন্ত্র, ও গরিব কৃষকদের কমিটির তারা বিরোধিতা করেছিল। ফলে, আগে তারা যাদের উপরে নির্ভর করত,

সেই কৃষকদের আস্থা তারা হারায়। সামাজিক ভিত্তিচ্যুত হয়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের শিবিরে গিয়ে ভেড়ে এবং সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে চক্রান্তের পথ গ্রহণ করে। ২৪ জুন তারিখে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোয় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেসের উদ্বোধনের সঙ্গে সময় মিলিয়ে এই অভ্যুত্থানের সংকেত হওয়ার কথা ছিল জার্মান রাষ্ট্রদূত ভিলহেল্ম মির্বাখের প্রাণনাশ। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা মনে করেছিল যে এই প্ররোচনা ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি বানচাল করতে, জার্মান আক্রমণ বাধিয়ে দিতে এবং দেশে ক্ষমতা দখল করতে তাদের সক্ষম করে তুলবে। তাদের আক্রমণ-বাহিনীতে ছিল ৬০০ জন লোক, তাদের অধিনায়ক বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পপোভ।

পরিকল্পিত অভ্যুত্থান বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ছিল সোভিয়েত যন্ত্রের মধ্যে, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে, এমনকি চেকা ও লাল ফৌজেও; এবং তাদের কেউ কেউ ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদে।

সামরিক জুয়ার আশ্রয় নেওয়া ছাড়াও, আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নেতাদের বিরুদ্ধে, এবং স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে পার্টি ও সরকারের বিশিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে শ্বেত সন্ত্রাস শুরু করে। ১৯১৮ সালে এই সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম কোন মাত্রায় গিয়ে পেণছেছিল তা অনুমান করা যেতে পারে এই ঘটনা থেকে যে রুশ ফেডারেশনের ২২টি গুবের্নিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার পদস্থ কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ঘটনা ঘটেছিল ৪১৪। হাজার হাজার অগ্রণী শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করা হয়েছিল। পেত্রগ্রাদ পার্টি সংগঠনের অন্যতম নেতা ভ. ভলোদার্স্কিকে ২০ জুন তারিখে পেত্রগ্রাদে হত্যা করা হয়েছিল। ৩০ অগস্ট তারিখে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির একজন সদস্য পেত্রগ্রাদ চেকার চেয়ারম্যান ম. স উরিৎস্কিকে হত্যা করে। সেই দিনই মস্কোয় লেনিনের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। একটি কারখানায় শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কাপলানের ছোঁড়া দুটি বিষাক্ত গুলিতে তিনি ভীষণ আহত হন।

বিপ্লবের নেতার প্রাণনাশের চেষ্টায় সারা দেশ জুড়ে ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে। সভায়-সমাবেশে শ্রমিক, কৃষক ও লাল ফৌজের সৈনিকরা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে নির্মম ব্যবস্থা দাবি করে। ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে, শ্বেত সন্ত্রাসের জবাবে, গণ-কমিসার পরিষদ প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক লাল সন্ত্রাসের নির্দেশ দেয়। চেকা গোপন সংগঠনগুলির অজস্র ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং গ্রেপ্তার করে শত শত বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর ও নাশকতাকারীকে। ১৯১৮-র অগস্ট ও সেপ্টেম্বরে

চেকা ব্রিটিশ গ্নপ্তচর ব্র্স লকহার্ট-সংগঠিত এক সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। ব্রিটিশ দ্তাবাসে এবং বিদেশী গ্নপ্তচরদের বাড়িতে তল্লাসি চালানোর সময়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গ্নলিবার্দ এবং প্রতিবিপ্লবী দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।

লেনিনের অস্স্থতার সময়ে প্র্ব রণাঙ্গনের সৈন্যরা কাজান ও সিম্‌বিস্ক' ম্ক্ত করে। ১ম সেনাবাহিনীর সৈনিকরা লেখে, 'প্রিয় ভ্লাদিমির ইলিচ, আপনার নিজের শহর দখল করে নেওয়াটা আপনার একটি ক্ষতের জবাব, আর দ্বিতীয় ক্ষতটির জবাব হবে সামারা দখল।' লেনিন তার জবাব দেন: 'আমার নিজের শহর সিম্‌বিস্ক' অধিকার চমৎকার এক বলবর্ধক ওষ্ধ, আমার ক্ষতগ্নলির সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা। তাঁদের বিজয়ের জন্য লাল ফৌজের সৈনিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ থেকে, তাঁদের আত্মত্যাগের জন্য জানাচ্ছি ধন্যবাদ।' (১৯২)

বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরিক শত্র্র বির্দ্ধে য্দ্ধে তর্ণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র পরিপক্কতা লাভ করে এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে।

২। সোভিয়েতসম্হের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালের দ্বশ্চিন্তাময় দিনগ্নলিতে দেশ প্রস্তুত হয় সোভিয়েতসম্হের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের জন্য। নতুন জীবন গড়ার এবং সোভিয়েত সরকারের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক কর্মনীতির সবচেয়ে জর্রী প্রশনগ্নলি বিবেচনা করার জন্য অন্ষ্ঠিত হয় সোভিয়েতসম্হের গ্নবের্নিয়া ও উয়েজদ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসগ্নলি থেকে সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয় এবং তাদের সমস্ত বিষয়ে কমিউনিস্টদের সমর্থন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করে, এই ইচ্ছাই রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা সোভিয়েতসম্হের সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের নির্দেশক-নীতি হয়ে উঠেছিল।

প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় আসার পরে অতিবাহিত কালপর্বে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। জনগণের সম্পাদিত বিপ্লবী কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং নতুন কর্তব্য স্থির করা দরকার হয়েছিল।

৪ জ্লাই তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে ইয়া. ম. স্ভের্দলভ কংগ্রেস উদ্বোধন করেন। মস্কোর বলশয় থিয়েটারের বিশাল

প্রেক্ষাগৃহটি কানায়-কানায় পূর্ণ ছিল। বহু অতিথি ছিল—শ্রমিক, কৃষক ও লাল ফৌজের সৈনিকরা।

চূড়ান্ত ভোটাধিকারসম্পন্ন প্রতিনিধি ছিল ১,১৬৪ জন: ৭৭৩ জন, অথবা দুই-তৃতীয়াংশ ছিল কমিউনিস্টরা। কিন্তু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠীটিও ছিল বিরাট — ৩৫৩ জন প্রতিনিধি। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আশা করেছিল যে তারা 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের দলে টেনে নিয়ে কংগ্রেসে ভাগাভাগি সৃষ্টি করতে পারবে।

ব্রিটিশ শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধি কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেসে পঠিত ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রস্তাবে বলা হয় যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত শ্রমিক ও কৃষকদের রাশিয়ার ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে এবং নরওয়ের কৃষকদের কাছ থেকেও অভিনন্দনবার্তা আসে। যে সময়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বৈরি তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে, সেই সময়ে এই অভিনন্দনবার্তাগুলি ছিল বিশেষভাবে উৎসাহদায়ক। এগুলি ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রমাণ, আন্তর্জাতিক সংহতির প্রমাণ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বোম্বেটেসুলভ আক্রমণের সামনে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যে নিঃসঙ্গ নয় তার প্রমাণ।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণের কাছ থেকে এবং সামরিক ইউনিটগুলির কাছ থেকে কংগ্রেস অসংখ্য অভিনন্দনবার্তা পায়। শ্রমিক ও কৃষকরা এই আস্থা প্রকাশ করে যে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করবে, এবং তারা বলে যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ তারা সমর্থন করবে।

কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করে ইয়া. ম. স্ভের্দলভ প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি পড়ে শোনান. ১। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিব এবং গণ-কমিসার পরিষদের প্রতিবেদন। ২। খাদ্য সমস্যা। ৩। সমাজতান্ত্রিক লাল ফৌজ সংগঠন। ৪। রুশ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান। ৫। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন।

আলোচ্যসূচি সংক্রান্ত বিতর্কে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সোভিয়েত নির্দেশনামাগুলির বিষয়ে মনোভাব সম্পর্কে স্থানীয় অঞ্চলগুলির কাছ থেকে প্রতিবেদন শোনার প্রস্তাব করে। তারা আশা করেছিল, স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত যন্ত্রের কাজে বিশেষ-বিশেষ ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করে তারা সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কংগ্রেস এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তখন সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুদের জন্য মৃত্যুদণ্ড-

সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি বাতিল করার দাবি জানায়। এই দাবিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। কমিউনিস্টদের একটি প্রস্তাবে সোভিয়েত সরকারকে 'লাল ফৌজের সমস্ত ইউনিট থেকে উস্কানিদাতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচরদের বহিষ্কৃত করার' নির্দেশ দেওয়া হয়, এই প্রস্তাবটির উপরে ভোটগ্রহণের সময়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে।

৫ জুলাই তারিখে, দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেস ইয়া. ম. স্ভের্দলভ ও লেনিনের কাছ থেকে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং গণ-কমিসার পরিষদের কাজ সম্পর্কে প্রতিবেদন শোনে।

ইয়া. ম. স্ভের্দলভ বলেন, 'সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ গণ-কমিসার পরিষদের কাজের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে অপরটিকে বাদ দিয়ে একটি প্রতিবেদন কল্পনা করা অসম্ভব।' সোভিয়েতসমূহের ৪র্থ কংগ্রেসের পরবর্তী কালপর্বে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিশৃঙ্খলামূলক কার্যকলাপের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, 'সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির আলোচ্যসূচিতে বড় বড় সমস্ত বিষয়ই গৃহীত হয়েছে আমাদের ভোটে, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের ভোটের বিরুদ্ধে।' তিনি দেখান যে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের সঙ্গে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কোনোই পার্থক্য নেই; বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ঘৃণা বিশেষভাবে জেগেছে সোভিয়েত সরকারের খাদ্য নীতির দরুন, যে-নীতির লক্ষ্য হল লাল ফৌজ, শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের অনাহার থেকে রক্ষা করা। দেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য আছে, কিন্তু কুলাকরা তা নির্দিষ্ট দরে রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করতে অস্বীকার করছে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ তাই গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন এবং গরিব কৃষকদের কমিটি ও শ্রমিকদের খাদ্য-সংগ্রহকারী দল সৃষ্টি সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশনামা জারী করতে বাধ্য হয়েছে।

গরিব কৃষকদের কমিটি ও খাদ্য-সংগ্রহকারী দলের প্রশ্নটি নিয়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কংগ্রেসে লড়াই চালাবে বলে স্থির করে। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কৃষক অংশের কাজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেত্রী ম. আ. স্পিরিদোনভা। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও কুৎসায় পূর্ণ তাঁর প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষিপ্ত করে তোলা।

গণ-কমিসার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিবেদনে এবং সমাপ্তি ভাষণে ভ. ই. লেনিন গণ-কমিসার পরিষদের সম্পাদিত কাজের বিশ্লেষণ করেন। শ্রমিক

ও কৃষকদের যেসব অসুবিধা অতিক্রম করতে হয়েছে তিনি তার কথা বলেন। তিনি বলেন, 'এধরনের কাজের ও এধরনের অভিজ্ঞতার প্রতিটি মাস আমাদের ইতিহাসের, কুড়ি না-হোক, দশ বছরের সমান।' (১৯৩) তিনি শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, সে-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে একেবারে নতুন নীতির উপরে; তা হতে হবে কমরেডসুলভ শৃঙ্খলা, স্বাধীনতার এবং সংগ্রামে উদ্যোগের শৃঙ্খলা। (১৯৪) সোভিয়েত-বিরোধী কর্মনীতির জন্য তিনি বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের নিন্দা করেন এবং দেখান যে শ্রমিক ও কৃষকরা কমিউনিস্টদের কর্মনীতি অনুমোদন করে এবং তারা যুদ্ধবাজদের বিরোধী।

তিনি বলেন যে সোভিয়েত সরকার খাদ্য সমস্যার দিকে অনেকখানি নজর দিয়েছে, কুলাকদের অন্তর্ঘাত বন্ধ করার জন্য এবং দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটানোর জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গরিব কৃষকদের কমিটি গঠন শ্রমজীবী কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূচক—এই অভিযোগ তুলে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা শ্বেত রক্ষীদের কথারই প্রতিধ্বনি করছে। এই অভিযোগ খণ্ডন করে লেনিন বলেন. 'এটা কৃষকসমাজের বিরুদ্ধে একটা লড়াই, একথা বলাটা মিথ্যাভাষণ!. একথা যে বলে সে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দুষ্কৃতকারী . না, আমরা এমনকি মধ্য কৃষকদের বিরুদ্ধেও লড়াই করছি না, গরিব কৃষকদের কথা তো দূরস্থান।' (১৯৫) তিনি গর্বের সঙ্গে দেখান যে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে এবং তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে সমাজতন্ত্র চলে এসেছে জীবন্ত বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে।

তুমুল বিতর্কের পর, কমিউনিস্ট অংশের উত্থাপিত প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, '...সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেস সোভিয়েত সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক নীতি নিঃশর্তভাবে অনুমোদন করছে। বিশেষ করে অনুমোদন করছে খাদ্য ও গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাবলীকে।'

ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি বাতিল করার আহ্বান জানিয়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের প্রস্তাবটি কংগ্রেস ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য করে এবং জার্মান ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা প্রচারকারী সমস্ত ব্যক্তির উপরে নজর রাখা, যুদ্ধকালীন আইন অনুযায়ী তাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার জন্য রণক্ষেত্র এলাকার সমস্ত সৈন্যকে নির্দেশ দেয়।

৬ জুলাই তারিখে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করে। চেকার একজন কর্মকর্তা, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ইয়া. গ. ব্লিউমকিন তাঁর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী জাল পরিচয়পত্র নিয়ে জার্মান দূতাবাসে প্রবেশ করে রাষ্ট্রদূত মিরবাখকে হত্যা করেন। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পপোভের অধিনায়কত্বাধীন এক সেনাদলের

মধ্যে এই সন্ত্রাসবাদী নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ক্রেমলিনের উপরে গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেসের গোটা কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে বলশয় থিয়েটারে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল, সোভিয়েত সরকারকে অস্ত্রবলে ক্ষমতাচ্যুত করা, এবং তার পরে, সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা যে ক্ষমতা তাদের হাতে চলে এসেছে।

অভ্যুত্থান দমনের জন্য সোভিয়েত সরকার দৃঢ়পণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লেনিন ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাঁর নিকটতম সহকারী ছিলেন ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, ন. ই. পদভইস্কি ও গ. ই. পেত্রভস্কি।

প্রতিবিপ্লবীদের হাতে ছিল প্রায় ১,৮০০ সৈন্য, ৮০ জন অশ্বারোহীর একটি খণ্ডবাহিনী, ৬-৮টি কামান, ৪টি সাঁজোয়া গাড়ি ও ৪৮টি মেশিন-গান। তাদের মতলব ছিল, লাল ফৌজের কিছু সৈন্যকে ভাঁওতা দিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করবে, কিন্তু সে-মতলব হাসিল হয়নি। কিন্তু, এই অভ্যুত্থান ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। মস্কোয় এই অভ্যুত্থান ছিল অনেকগুলি অঞ্চলে পরিকল্পিত বহু অভ্যুত্থানের একটি। প্রতিবিপ্লবীরা যদি এমনকি আংশিকভাবেও সফল হতে পারত, তাহলে তাদের সঙ্গে যোগ দিত অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী শক্তি। তাছাড়া, মস্কোয় সোভিয়েত ফৌজ ছিল খুবই কম। মস্কো গ্যারিসনের অধিকাংশকেই ৫-৬ জুলাই তারিখে পাঠানো হয়েছিল তামবভ ও ইয়ারোস্লাভলে, যেখানে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিল; ফৌজের একটা অংশ ছিল মস্কো থেকে বহু দূরের ছাউনিগুলিতে।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি অভ্যুত্থান দমনে অতি বিরাট ভূমিকা পালন করে মস্কোর প্রলেতারিয়েত। মস্কোর শ্রমিকরা এক দিনের মধ্যে সশস্ত্র সেনাদল গঠন করে ফেলে, সেগুলিতে ছিল প্রায় ১০,০০০ যোদ্ধা। সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেসের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের ৪০-৫০ জনের এক-একটি দলকে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় এবং তারা এই সমস্ত সেনাদল গঠনে পার্টি কমিটি ও সোভিয়েতগুলিকে সাহায্য করে। বিভিন্ন মহল্লায় পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা করে শ্রমিকরা ও লাল ফৌজের সৈনিকেরা; বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রহরার ব্যবস্থা করে যুবলীগের সদস্যরা; ক্রেমলিন ও বলশয় থিয়েটারে প্রহরার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়; সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেসে স্পিরিদোনভার নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি গোষ্ঠীকে এবং অন্য কয়েকজন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতাকে গ্রেপ্তার করে প্রহরাধীনে রাখা হয়। অভ্যুত্থান নেতৃহীন হয়ে পড়ে। ৭ জুলাই ভোর ৪টায় শ্রমিকরা ও লাল ফৌজের সৈনিকরা ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থানকারীদের ঘাঁটিগুলি ঘিরে ফেলতে শুরু করে।

পূর্ব রণাঙ্গন সেই সময়ে ছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মুরাভিওভের অধিনায়কত্বাধীনে; বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা পূর্ব রণাঙ্গনে এক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করে। ই. ম. ভারেইকিসের নেতৃত্বে সিম্বির্স্কের কমিউনিস্টরা দ্রুত এই বিশ্বাসঘাতকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে জনসাধারণের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মুরাভিওভ গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, ফলে গুলি-বিনিময়ের দরুন নিহত হন। মুরাভিওভের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব রণাঙ্গনে বাড়তি অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল।

সভায়-সমাবেশে শ্রমিক, কৃষক ও লাল ফৌজের সৈনিকরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কার জানায়।

তিন দিন ছেদ পড়ার পর, ৯ জুলাই তারিখে সোভিয়েতসমূহের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন আবার শুরু হয়। যে-সমস্ত বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল না, তাদের যোগদান করতে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের কাজ এগিয়ে চলে শান্ত ও গঠনমূলক পরিবেশে।

৬ ও ৭ জুলাইয়ের ঘটনাবলীর বিবরণ শোনার পর প্রতিনিধিরা একবাক্যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দুর্বৃত্তসুলভ হঠকারিতার নিন্দা করে এবং রুশ প্রতিবিপ্লব ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জোট-বাঁধা এই চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের কর্মতৎপর ব্যবস্থা অনুমোদন করে।

খাদ্য সমস্যার দিকে অনেকখানি নজর দেওয়া হয়। খাদ্য বিষয়ক গণ-কমিসার আ. দ. ত্সিউরুপা এই সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, হস্তক্ষেপ ও কুলাকদের অন্তর্ঘাতজনিত দুরূহ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। দেশের সামনে উপস্থিত হয়েছিল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। যেকোনোভাবেই হোক আরও ছ' থেকে আট সপ্তাহ, যতদিন নতুন ফসল তোলা না-হচ্ছে ততদিন, চালাতেই হবে। দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকার, খাদ্যের উপরে একনায়কতন্ত্র, খাদ্য-সংগ্রহকারী দল ও গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের অর্ধেক রেশনে হলেও, আহার্য যোগাতে সোভিয়েত ক্ষমতাকে সক্ষম করে তুলেছিল। সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেস সোভিয়েত সরকারের খাদ্য নীতি অনুমোদন করে, দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তা, দানাশস্যের নির্ধারিত দর এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবদের সংগঠিত করার নীতি সমর্থন করে।

১০ জুলাই তারিখে সোভিয়েতসমূহের ৫ম কংগ্রেস লাল ফৌজের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এক পরাক্রান্ত নিয়মিত শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজ সৃষ্টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে জীবন-মরণ ব্যাপার ছিল। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের ভিত্তিতে লাল ফৌজ গঠনকে বানচাল করার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের শত্রুরা যে সবরকম চেষ্টা করেছিল, সেটা কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারিরা কমিউনিস্ট পার্টির নামে এই বলে কুৎসা করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি পুরনো সেনাবাহিনীকেই আবার ফিরিয়ে আনছে; তারা একটা নিয়মিত সুশৃংখল সেনাবাহিনীর পরিবর্তে পার্টিজান বাহিনী গঠনের দাবি জানিয়েছিল। কংগ্রেস 'লাল ফৌজ সংগঠন সম্পর্কে' প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে লাল ফৌজের কাঠামো ও তার শ্রেণী-চরিত্র সংক্রান্ত মূল নীতি নির্ধারিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, এই ফৌজকে হতে হবে কেন্দ্রীকৃত, সু-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুসজ্জিত এবং লৌহদৃঢ় শৃংখলায় একীভূত; তার শিক্ষার কাজ পরিচালনা করতে হবে নিষ্কলংক, নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদের মধ্য থেকে আসা সামরিক কমিসারদের। প্রস্তাবে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক কাজ অনুমোদন করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে 'বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রথম ডাকেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা' সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের পবিত্র কর্তব্য ও সম্মানজনক অধিকার।

সেই দিনই, কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে সোভিয়েত সংবিধান — রুশ সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মৌলিক আইন — এবং নির্বাচিত করে এক নতুন সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি। সংবিধানের খসড়া করে ইয়া. ম. স্ভের্দলভের নেতৃত্বে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক বিশেষ কমিশন, এবং পরে ভ. ই. লেনিন খসড়ায় কতকগুলি সংযোজন করেন, সেগুলি সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও তার অন্তর্নিহিত জনগণের ক্ষমতার ধ্যানধারণাকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরে।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতীকের খসড়া করা হয় লেনিনের অংশগ্রহণে। রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় পঞ্জার প্রাথমিক ডিজাইনে যে প্রতীকটি আঁকা হয়েছিল তাতে আড়াআড়িভাবে রাখা কাস্তে ও হাতুড়ি ছাড়াও ছিল একটি তরোয়াল। ভ. দ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ বিবৃত করেছেন, খসড়া ডিজাইনটি পেয়ে লেনিন ভালো করে সেটি দেখেন।

''বেশ হয়েছে...' লেনিন বলেন। 'ভাবটা রয়েছে, কিন্তু তরোয়ালটা এখানে কী করছে?...আমাদের কোনো দেশ-জয়ের তো দরকার নেই। দেশ-জয়ের নীতি আমাদের পক্ষে পুরোপুরি বেমানান; আমরা আক্রমণ করছি না, আমরা ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের প্রতিহত করছি; আমরা লড়ছি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, তাই তরোয়াল আমাদের প্রতীকচিহ্ন নয়... সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতীক থেকে তরোয়ালটা আমাদের সরাতেই হবে...' এই কথা বলে তিনি একটি তীক্ষ্মশিষ পেন্সিল নিয়ে সেটি কেটে দিলেন।

''বাদবাকি দিক দিযে এটি চমৎকার প্রতীক...' একথা বলে তিনি আঁকা খসড়াটির তলায় স্বাক্ষর করলেন।' সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতীকচিহ্নে শ্রম ও শান্তিকে প্রতীকায়িত করা হয়।

সংবিধানের প্রতিটি অধ্যায় ও প্রতিটি ধারা যাতে চরম স্বচ্ছতায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের শ্রেণী-মর্ম, শান্তিকামিতা ও গণতান্ত্রিক চরিত্রকে প্রকাশ করে, লেনিন তাই চেয়েছিলেন।

সংবিধানে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্তব্য সংজ্ঞায়িত করা হয় 'বুর্জোয়াশ্রেণীর দমন, মানুষের উপরে মানুষের শোষণের বিলুপ্তি ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য এক পরাক্রান্ত সারা-রাশিয়া সোভিয়েত ক্ষমতার রূপে শহর ও গ্রামের প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির একনায়কতন্ত্র...' প্রতিষ্ঠা বলে।

উৎপাদনের মূল উপায়সমূহকে জনগণের মালিকানায় হস্তান্তরিত করা এবং উৎপাদনের উপায় ও উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তিকে সংবিধানে আইনগত রূপ দেওয়া হয় এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত সরকারের চালু করা সমস্ত ব্যবস্থাকে বিধিবদ্ধ করা হয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ সম্পর্কে, দেশে বসবাসকারী সকল জাতি অধিজাতির অবাধ মৈত্রীবন্ধনের ভিত্তিতে সোভিয়েত ফেডারেশন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল নীতি সংবিধানে সুপ্রতিষ্ঠ হয়; জাতি-অধিজাতি ও বর্ণগুলিব সমানাধিকার সম্পর্কে, এক জাতির তুলনায় আরেক জাতির বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ ববদাস্ত না-করা সম্পর্কে এবং সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীগুলির উপরে অত্যাচাব অথবা তাদের অধিকার খর্ব করতে না-দেওয়া সম্পর্কে সোভিয়েত আইনগুলিব অলঙ্ঘনীয়তা তাতে বিধিবদ্ধ হয়। ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংঘের স্বাধীনতাকে সংবিধানে আইনগত রূপ দেওয়া হয়।

বুর্জোয়া সংবিধানগুলিতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার শুধু ঘোষণাই করা হয়, কিন্তু শ্রমজীবী জনগণ যাতে এই সব অধিকার ভোগ কবতে পারে সেরকম অবস্থার নিশ্চিতিবিধান তাতে করা হয় না। সোভিয়েত সংবিধানে জোর দেওয়া হয় শ্রমজীবী জনগণের অধিকারের নিশ্চিতিবিধানের উপরে, এই সমস্ত অধিকার প্রকৃতই ভোগ করার সম্ভাবনার উপরে: অধিকার সংক্রান্ত প্রতিটি ধারায় এই সমস্ত অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা হবে তার ধরন ও উপায় বিবৃত করা হয়: দৃষ্টান্তস্বরূপ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয় পুঁজির উপরে সংবাদপত্রের নির্ভরশীলতা দূর করে, প্রয়োজনীয় সমস্ত কৃৎকৌশলগত ও বৈষয়িক উপায় শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সর্বাত্মক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে তার অন্যতম লক্ষ্য বলে নির্ধারিত করে।

লেনিন বলেছেন, 'সোভিয়েত সংবিধান আমাদের যা দেয়, অন্য কোনো রাষ্ট্র দুশো বছরে আমাদের তা দিতে পারেনি।' (১৯৬)

অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান জনগণের কর্তব্যও

নির্ধারণ করে। সংবিধান এই স্লোগানটি ঘোষণা করে: 'যে কাজ করে না, সে খেতেও পাবে না'। শ্রমকে সকল নাগরিকের মুখ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা করা হয় যে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা শ্রমজীবী জনগণের সম্মানজনক কর্তব্য।

১৯১৮-র সংবিধানে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে, অর্থাৎ, ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হওয়ার কালপর্ব পর্যন্ত, সোভিয়েত রাষ্ট্রে চালু নির্বাচন ব্যবস্থা ও ভোটাধিকারের অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলি বিবৃত হয়েছিল। ১৯১৮-র সংবিধান অনুযায়ী, যাদের ১৮ বছর বয়স হয়েছে এবং যারা অপরের শ্রম শোষণ করে না, স্ত্রী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এমন সমস্ত মেহনতি মানুষেরই সোভিয়েতসমূহে নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ছিল। শোষকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সোভিয়েত রূপটির মধ্যে শুধু যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রতিফলিত হয়েছিল তা নয়, প্রতিফলিত হয়েছিল সাধারণ অভিন্ন নিয়মগুলিও: শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকার নীতি রূপায়ণ; কৃষকদের বৃহদাংশের সঙ্গে ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য বর্গের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন; নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলির সার্বভৌমত্ব; সমগ্র যন্ত্রটির কাজ শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ; রাষ্ট্র প্রশাসনের কাজে শ্রমজীবী জনগণের প্রসারমান অংশগ্রহণ; গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির সুসংগত প্রয়োগ। যে মূলনীতিগুলির উপরে প্রলেতারীয় ক্ষমতার রুশ ধরনটি প্রতিষ্ঠিত ছিল ও কাজ করেছিল, সেগুলি আন্তর্জাতিক চরিত্রের।

বুর্জোয়াশ্রেণী তখনও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল এবং তাদের পিছনে ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন; বুর্জোয়াশ্রেণীর হিংস্র প্রতিরোধ প্রলেতারিয়েতকে বাধ্য করেছিল শোষকদের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার জন্য বিশেষ পদ্ধতিব আশ্রয় গ্রহণ করতে। লেনিন লিখেছেন যে 'ভোটাধিকার খর্বিত করার প্রশ্নটি একটি জাতীয় বিশিষ্টতা, একনায়কতন্ত্রের সাধারণ প্রশ্ন নয়। ভোটাধিকার খর্বিত করার প্রশ্নটি বিচার করতে হবে রুশ বিপ্লবের **বিশেষ অবস্থা** এবং তার বিকাশের **বিশেষ পথ** অধ্যয়ন করে।' (১৯৭) এই ব্যবস্থা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা।

বুর্জোয়া সংবিধানগুলি নানা অজুহাতে শ্রমজীবী জনসাধারণের একটা বড় অংশকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে থাকে। সোভিয়েত সংবিধান শ্রমজীবী জনগণের উপরে কোনো বিধিনিষেধ চাপায়নি, নির্বাচন থেকে বাদ দিয়েছিল শুধু সংখ্যাগতভাবে অকিঞ্চিৎকর বুর্জোয়াশ্রেণীর কতকগুলি গোষ্ঠীকে ও তাদের পক্ষাবলম্বীদের, যারা শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জিত বিরাট বিরাট সাফল্যের সামান্যীকরণ ঘটিয়ে সংবিধানে সেগুলিকে এক অখণ্ড মৌলিক আইনে বৈধানিক রূপ দেওয়া হয়।

এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের একটি রাষ্ট্রের, সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান। বুর্জোয়া দেশগুলির সংবিধানের সঙ্গে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের, সংখ্যাগরিষ্ঠের (শ্রমজীবী জনসাধারণের) উপরে সংখ্যালঘিষ্ঠের (শোষকদের) শোষণের ধারক সংবিধানগুলির সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য ছিল। সোভিয়েত সংবিধান ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতাকে, তাদের শ্রেণী স্বার্থকে, জনগণের যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বুর্জোয়া দেশগুলিতে আইনের চোখে সমান হলেও প্রকৃতপক্ষে হাজার উপায়ে ও কৌশলে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের স্বার্থকে। সেই জন্যই, ১৯১৮-র সংবিধানের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের উল্লেখ করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে সারা পৃথিবীর প্রলেতারিয়েতের আদর্শ তাতে প্রতিফলিত। (১৯৮)

বস্তুতই, সোভিয়েত সংবিধান সকল দেশের শ্রমিকদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করে। নভেম্বর ১৯১৯-এ লেনিন বলেন, ''সোভিয়েত' শব্দটি এখন প্রত্যেকেই বোঝেন, আর সোভিয়েত সংবিধান অনূদিত হয়েছে সমস্ত ভাষায় এবং প্রতিটি শ্রমিকেরই তা পরিচিত।' (১৯৯)

* * *

আগেই উল্লেখ করেছি, ডিসেম্বর ১৯১৭-তে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সরকারে ঢুকেছিল। কিন্তু মার্চ ১৯১৮-তে তারা ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সরকার থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ক্ষমতার অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংস্থার মধ্যে থেকে যায়। ১৯১৮-র গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বহু সোভিয়েতেই তাদের দলীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ছিল ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে।

মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও অন্য কতকগুলি 'সমাজতন্ত্রী' পার্টি, যারা অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করেছিল, তাদের কথা বলতে গেলে, তারা গোড়া থেকেই ছিল প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে ব্যারিকেডের একই দিকে, যদিও তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল বৈধভাবে এবং তাদের নিজস্ব মুখপত্র সংবাদপত্র ছিল। অধিকন্তু, তাদের প্রতিনিধিরা ছিল সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলিতে। কিন্তু এই

পার্টিগুলি তাদের বৈধ অবস্থা এবং সোভিয়েত গণতন্ত্রের দেওয়া সুযোগ ব্যবহার করেছিল সোভিয়েত ক্ষমতাকে দুর্বল করার জন্য। কাদেত ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী শক্তির সঙ্গে তারা জোট গঠন করেছিল এবং অংশগ্রহণ করেছিল গৃহযুদ্ধে। তারা উরালে ও সাইবেরিয়ায় সংগঠিত করেছিল প্রতিবিপ্লবী 'সরকার'। ফলে, ১৪ জুন, ১৯১৮ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তার নিজস্ব সংস্থা থেকে ও অন্য সমস্ত সোভিয়েত থেকে দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের এবং মেনশেভিকদের বহিষ্কৃত করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়, '১) সোভিয়েত ক্ষমতা অসাধারণ এক দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তাকে যুগপৎ সহ্য করতে হচ্ছে সমস্ত রণাঙ্গনে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চাপ এবং রুশ প্রজাতন্ত্রে তাদের যে মিত্ররা শ্রমিক-কৃষক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নগ্ন কুৎসা থেকে শুরু করে চক্রান্ত ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান পর্যন্ত সমস্ত উপায়কে ব্যবহার করতে পরাঙ্মুখ হয় না তাদের চাপ; ২) যেসব পার্টি স্পষ্টতই সোভিয়েত ক্ষমতাকে হেয় ও উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট তাদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সংগঠনগুলির মধ্যে উপস্থিতি বরদাস্ত করা চলে না; ৩) ইতিপূর্বে প্রকাশিত দলিলে এবং বর্তমান অধিবেশনে পঠিত দলিলপত্রেও পরিষ্কার দেখা যায় যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি (দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী) ও মেনশেভিক পার্টির নেতৃবৃন্দ সহ সদস্যারা নগ্ন প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে — দন অঞ্চলে কালেদিন ও কর্নিলভের সঙ্গে, উরালে দুতোভের সঙ্গে, সাইবেরিয়ায় সেমিওনভ, খোরভাত ও কলচাকের সঙ্গে, এবং সম্প্রতি, তাদের সঙ্গে যোগদানকারী চেকোস্লোভাক ও কৃষ্ণশতকদের সঙ্গে — জোট বেঁধে শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠিত করার অপরাধে অপরাধী, এই কথা বিবেচনা করে...' এই প্রস্তাব অনুযায়ী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের (দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী) শেষ ক'জন প্রতিনিধিকে ১৯১৮-র শেষার্ধে সোভিয়েতসমূহ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পথ গ্রহণ করে। ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে, সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর, সোভিয়েতসমূহের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস অভ্যুত্থানে জড়িত সমস্ত বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিকে সোভিয়েতসমূহ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। তদনুযায়ী, আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসার সমস্ত কার্যনির্বাহী পদ থেকে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অপসারিত করার জন্য স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কাছে এক নির্দেশ পাঠান। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিবিপ্লবের শিবিরে চলে যাওয়ার ফলে তাদের পার্টির বিপর্যয় ঘটে। তা দ্রুত ভেঙে যেতে শুরু করে। নিচু তলার অধিকাংশ

সাধারণ সদস্য সে-পার্টি ত্যাগ করে এবং একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ম্যাক্সিমালিস্ট, আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট এবং অন্যান্য ছোট ছোট গোষ্ঠীর কোনোকালেই জনসাধারণের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কোনো ওজন কিংবা প্রভাব ছিল না। তাদের নিরন্তর দোদুল্যমানতা এবং সোভিয়েত সরকারের চালু করা ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ তাদের জনগণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

নাগরিক ও গ্রামীণ জনসমষ্টির ব্যাপক বর্গ কমিউনিস্টদের মধ্যে দেখতে পায় তাদের স্বার্থের একমাত্র রক্ষককে।

এইভাবে, প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি জোট বাঁধার ফলে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে রূপ পরিগ্রহ করে এক-পার্টি ব্যবস্থা। সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতার আশ্রয় নিয়ে, পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি শ্রমিক ও কৃষকদের বৈরভাবাপন্ন করে তোলে এবং দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেদের মুছে ফেলে।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শত্রুরা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের উপরে কুৎসামূলক আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে সোভিয়েত গণতন্ত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণকে (শোষক শ্রেণীগুলিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা) ব্যবহার করে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র' নামক পুস্তিকায় কার্ল কাউটস্কি যুক্তি তোলেন যে গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র খাপ খায় না। এই সমস্ত যুক্তিকে লেনিন ছিন্নভিন্ন করেন। 'প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং বেইমান কাউট্স্কি' রচনায় তিনি লেখেন যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার্থ-নিরূপণের জন্য একটা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। 'পরম', 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র কখনও ছিল না, কখনও হবেও না। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে গণতন্ত্র শাসক শ্রেণীগুলিরই ইচ্ছা ও স্বার্থকে প্রকাশ করেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সারগতভাবে বলতে গেলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর, জাতির সংখ্যালঘিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র। প্রতি পদক্ষেপে, হাজার কৌশলে তারা শ্রমজীবী জনগণকে বঞ্চিত করেছে প্রাথমিক অধিকারগুলি ভোগ করার সম্ভাবনা থেকে।

অন্য দিকে, সোভিয়েত ক্ষমতা শ্রমজীবী জনগণকে, জনসমষ্টির বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠকে দিয়েছে এমন সব অধিকার ও স্বাধীনতা যা তারা কোথাও কখনও পায়নি। তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে তো আসেইনি, বরং গণতন্ত্রের বিকাশকে নিশ্চিত করেছে।

সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় বুর্জোয়াশ্রেণীর বড় বড় পান্ডারা বলে থাকে যে এক-পার্টি ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথাবলম্বী প্রতিটি দেশে এই প্রশ্নের

মীমাংসা হয় সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী। অনেকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে বহু-পার্টি ব্যবস্থা আছে, আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্য দেশগুলিতে রয়েছে এক-পার্টি ব্যবস্থা।

পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির পতন তাদের জনবিরোধী নীতিরই যুক্তিসংগত পরিণতি। জনগণের মধ্যে সমস্ত সমর্থন হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিপ্লবী রাশিয়ার ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার

১। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই

উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘোষণা করে ১৯১৮-র সংবিধান ব্যাংক, রেলওয়ে ও বৃহদায়তন শিল্পের জাতীয়করণকে আইনগত রূপ দিয়েছিল। তাতেই স্থাপিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। শ্রমিকশ্রেণীর বৃহদাংশ কাজ করতে শুরু করেছিল অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক, সামাজিকীকৃত ক্ষেত্রে।

কৃষিতে পরিস্থিতি ছিল আরও জটিল। বিপ্লব সেখানে বিলুপ্ত করেছিল শুধু ভূসম্পত্তিকে, গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর (কুলাকদের) সম্পত্তিতে হাতই দেওয়া হয়নি বলা চলে। ছোট ও মধ্য কৃষকদের এক-একটি ব্যক্তিগত খামার থেকেই গিয়েছিল। বিপ্লবের আগে এবং পরেও কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেছিল যে কৃষকদের নিজেদেরই সমাজতন্ত্রের সুফলগুলি দেখা দরকার, তাই কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকর্ম ত্বরান্বিত করার কর্তব্য পার্টি তুলে ধরেনি।

পার্টি সেই সময়ে গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পত্তির দখলচ্যুতিকে আশু কর্তব্য বলে নির্ধারিত করেনি, অথচ বড় শহুরে বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পত্তির ক্ষেত্রে তা করা হয়েছিল।

সেই কালপর্বে, গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের নীতি ছিল তাদের দিয়ে তার নির্দেশনামাগুলি, প্রধানত দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকার-সংক্রান্ত আইন পালন করানো।

কিন্তু, খাদ্যের বিরাট সঞ্চয়ভান্ডারের অধিকারী কুলাকরা রাষ্ট্রের কাছে এই মজুত বিক্রি করতে অস্বীকার করে এবং দানাশস্য দিতে তাদের বাধ্য করার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের চেষ্টার জবাবে তারা সশস্ত্র সংগ্রাম এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা ও খাদ্য-সংগ্রহকারী দলগুলির সদস্যদের হত্যা সংগঠিত করে। তারা ভেবে নিয়েছিল যে দুর্ভিক্ষ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলবে। একাজে তাদের সাহায্য করেছিল, খাদ্য সংস্থাগুলির সোভিয়েত-বিরোধী কর্মকর্তারা। দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকার কার্যকর করার পরিবর্তে এই কর্মকর্তারা কুলাকদের

স্বার্থে দানাশস্যের সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল, খাদ্যসামগ্রী ব্যবহারের কোটা বাড়িয়ে দেখিয়েছিল এবং খাদ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত আদেশগুলি রূপায়ণে বাধা দেওয়ার জন্য নানা অজুহাত ব্যবহার করেছিল। সরকারের খাদ্য নীতি বানচাল করার কাজ গিয়ে পৌঁছেছিল এমন একটা মাত্রায় যে কুবানের মতো দানাশস্য-সমৃদ্ধ অঞ্চল পর্যন্ত মার্চ ১৯১৮-র আগে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এবং অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলির জন্য এক পুদও দানাশস্য পাঠায়নি। এই একই সময়ে, মুনাফাবাজরা প্রায় ২০ লক্ষ পুদ দানাশস্য কুবানের বাইরে চালান দিয়েছিল।

এদিকে, দেশে খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় করাল মূর্তিতে। হস্তক্ষেপকারীদের অধিকৃত ইউক্রেন ও অন্যান্য অঞ্চল বাদ দিয়ে, শস্য-উৎপাদনকারী গুবের্নিয়াগুলিতে দানাশস্যের মজুতের মোট পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি পুদ। নতুন ফসল না-ওঠা পর্যন্ত খাদ্য-উপভোক্তা অঞ্চলগুলির প্রয়োজন ছিল ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ পুদ। সুতরাং, খাতাপত্রে দেখানো মজুতও জনসমষ্টির আহার্য যোগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তা হাতে পাওয়ার আগে কুলাকদের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করা, অন্তর্ঘাতের অবসান ঘটানো এবং খাদ্য-সংস্থাগুলি থেকে বৈরি লোকজনকে বহিষ্কৃত করা দরকার ছিল।

জটিল খাদ্য পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছিল জার্মানদের ইউক্রেন দখলের দরুন। সেই দখলদারির সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত রক্ষী বাহিনীগুলি কুবান ও উত্তর ককেশাসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলির যোগসূত্রমূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দিয়েছিল। এই সব গুরুত্বপূর্ণ দানাশস্য-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি হাতছাড়া হওয়ার ফলে জনগণের কাছে খাদ্য সরবরাহের বিপর্যয়কর অবনতি ঘটেছিল।

দানাশস্য সংগ্রহ মাসের পর মাস কমে যেতে থাকে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উপভোক্তা অঞ্চলগুলি পায় দানাশস্যের পরিকল্পিত পরিমাণের মাত্র ১২·৩ শতাংশ। পেত্রগ্রাদ ও মস্কো পায় এপ্রিলের জন্য পরিকল্পিত দানাশস্যের মাত্র ৬·১ শতাংশ এবং মে মাসে পায় পরিকল্পিত সরবরাহের ৫·৭ শতাংশ। পেত্রগ্রাদের শ্বেতসার ও পুনরায় সেঁকা রুটিখণ্ডের শেষ মজুতটুকু মে মাসের গোড়ার দিকে রেশন করে দিয়ে দেওয়া হয়। শিল্প কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ রুটি পায়নি। টাইফয়েড, কলেরা ও স্প্যানিশ ফ্লু-র মহামারীতে মারা যায় হাজার হাজার লোক।

৯ মে, ১৯১৮ তারিখে গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলি, খাদ্য কমিটিগুলি এবং রেলওয়ের জনসংগঠনগুলি লেনিন ও খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসার আ. দ. ত্সিউরুপার স্বাক্ষরিত ভীতিজনক এক তারবার্তা পায়: 'পেত্রগ্রাদের পরিস্থিতি অভূতপূর্বভাবে বিপর্যয়কর। রুটি নেই... লাল রাজধানী অনাহারে ধ্বংস হওয়ার মুখে। প্রতিবিপ্লব মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে, ক্ষুধার্ত জনসাধারণের অসন্তোষকে চালিত

করছে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে... সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নামে আমরা পেত্রগ্রাদের জন্য অবিলম্বে সাহায্য দাবি করছি।'

যেসব কারখানার উৎপন্ন সামগ্রী দেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির তীব্র অভাবের ফলে সেগুলি বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে। পেত্রগ্রাদে ৭৯৯টি কারখানার মধ্যে ২৬৫টি বন্ধ হয়ে যায় ১৯১৮-র প্রথমার্ধে। শ্রমিকরা সপরিবারে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে থাকে। মোট ১৫ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবার পেত্রগ্রাদ ও মস্কো ছেড়ে চলে যায়, আর দেশের বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা কমে যায় অর্ধেকেরও বেশি। প্রলেতারিয়েতের এই সংখ্যাগত শক্তি-হ্রাস এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কৃষক জনসমষ্টির পেটি-বুর্জোয়া অংশের সঙ্গে মিশে যাওয়া, বিপ্লবের পক্ষে ভয়ানক বিপদ নিয়ে আসে, কারণ তা কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিকদের নেতৃভূমিকাকে দুর্বল করে এবং বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে বিপন্ন করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে দানাশস্যের জন্য লড়াইটা ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই, অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার লড়াই।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ়পণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কুলাক ও মুনাফাবাজদের খাদ্যের মজুত দখল করে নেওয়া হয়, দানাশস্যের কঠোর রেজিস্ট্রিকরণ চালু করা হয় এবং দানাশস্য বণ্টন করা হয় এই নীতি অনুযায়ী: 'যে কাজ করে না, সে খেতেও পাবে না।' শহরে রুটি বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় শিশুরা। মস্কোয় ও অন্য কয়েকটি শহরে সরকারি খাদ্য বণ্টন কেন্দ্র সংগঠিত করা হয়। সেই সময়ে ক্যান্টিনগুলির সাধারণ ভোজ্য ছিল পাতলা একটা স্যুপ এবং ভুট্টার পরিজ, কিন্তু এই নৈশভোজও প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা যেত না।

খাদ্যাভাব লাঘব করার জন্য সোভিয়েত সরকার, সীমাবদ্ধ সম্ভাবনা সত্ত্বেও, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পণ্যসামগ্রী বিনিময় সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২ এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখে সরকার খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের হাতে তুলে দেয় কৃষি যন্ত্রপাতি, ৪০ কোটি আরশিন* কাপড়, ২০ লক্ষ জোড়া রবারের জুতোর উপরাংশ, ১৭০ লক্ষ পুদ চিনি ও অন্যান্য সামগ্রী। এই সমস্ত সামগ্রী অন্তত ১২ কোটি পুদ দানাশস্যের বিনিময়ে দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী কুলাকরা ও খাদ্য সংস্থাগুলির ভিতরকার সোভিয়েত-বিরোধী লোকজন এই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়।

মে ১৯১৮-র গোড়ায়, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র সুদৃঢ় করার জন্য লেনিন পর-পর কতকগুলি জরুরী

* ১ আরশিন=২৮ ইঞ্চি। — অনুবাদক

ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এই ব্যবস্থাগুলিতে নিহিত ছিল নিম্নলিখিত সংস্থানগুলি: ক) শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের ব্যাপক অংশের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে একটি কেন্দ্রীকৃত খাদ্য সংস্থা সৃষ্টি; খ) কুলাকদের কাছ থেকে দানাশস্য রেজিস্ট্রিভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য শ্রমিকদের খাদ্য কর্মিদল গঠন; গ) পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবদের সংগঠিত করা, তাদের শিক্ষা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের ঐক্য সংগঠিত করা।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের নির্দেশনামায় এই সংস্থানগুলিকে আইনগত রূপ দেওয়া হয় এবং সেগুলি হয়ে ওঠে পার্টি সংগঠন ও সোভিয়েতগুলির সংগ্রামী কর্মসূচি।

'দানাশস্য যারা লুকিয়ে রেখেছে কিংবা তা নিয়ে মুনাফাবাজি করছে, সেই গ্রামীণ বুর্জোয়াদের মোকাবিলা করার জন্য খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে' সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি একটি নির্দেশনামা জারী করে। এই নির্দেশনামায় দানাশস্যের উপরে একচেটিয়া অধিকার ও নির্ধারিত দরের অলঙ্ঘনীয়তা আবার জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয় এবং কুলাক ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে নির্দয় সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়। দানাশস্যের মজুত যাদের আছে তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত উদ্বৃত্ত মজুত নির্ধারিত দরে রাষ্ট্রের কাছে দিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ যারা পালন করবে না এবং যারা মদ চোলাই ও মুনাফাবাজিতে লিপ্ত, তাদের জনগণের শত্রু ও বিপ্লবী আদালতে বিচারসাপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়।

নির্দেশনামায় সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে, মুখ্যত গ্রামের গরিবদের অবিলম্বে কুলাকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, কুলাক ও মুনাফাবাজদের কাছ থেকে দানাশস্য বাজেয়াপ্ত করতে খাদ্য সংগঠনগুলিকে সাহায্য করার আহ্বান জানানো হয়।

ক্ষমতার সমস্ত সংস্থার পক্ষে খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের দেশের জন্য খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশ নিঃশর্তভাবে পালন করা বাধ্যতামূলক করা হয়। খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট যাতে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা দমন করতে পারে সেজন্য তার হাতে শ্রমিকদের কিছু সশস্ত্র সেনাদলকে দেওয়া হয়। কুলাকদের প্রতিরোধ নির্দয়ভাবে চূর্ণ করার জন্য চালু করা হয় খাদ্য-সম্পর্কিত একনায়কতন্ত্র।

অধিকন্তু, ৯ মে তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শ্রমিকদের সমাবেশ ঘটানোর নির্দেশনামা জারী করে। শ্রম-বিষয়ক কমিসারিয়েটকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে একমত হয়ে, 'কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গ্রামের গরিবদের সাহায্য করার জন্য এবং দানাশস্য নিয়ে মুনাফাবাজী ও দানাশস্যের একচেটিয়া অধিকার লঙ্ঘন করার প্রচেষ্টা নির্দয়ভাবে দমন করার জন্য সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক লোকহিতকর

মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সংগঠিত ও শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের সমাবেশ ঘটাতে'। (২০০)

এর পরে, গ্রামের গরিবদের বিশেষ সংগঠন গড়ে তোলার প্রশ্নটি তোলা হয়। ২০ মে তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক অধিবেশনে ইয়া. ম. স্ভের্দলভ বলেন যে গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীকে দমন করতে সক্ষম গরিব কৃষকদের সংগঠনগুলি এখনই প্রয়োজন। সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে স্ভের্দলভের প্রস্তাবের বিরোধী মেনশেভিক এবং বিশেষ করে, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা অবিলম্বে দরকার। সোভিয়েতগুলিকে গরিব কৃষকদের একথা বোঝানোর পরামর্শ দেওয়া হয় যে তাদের স্বার্থ আর কুলাকদের স্বার্থের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর উপরে বিরাটভাবে নির্ভর করেছিলেন, কারণ গ্রামের গরিবদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীই দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটাতে পারত এবং এইভাবে সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারত। তিনি জানতেন যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও সহায়তা ছাড়া গ্রামের গরিবরা সাফল্যের সঙ্গে কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। আবার পক্ষান্তরে, শ্রমিকশ্রেণীরও প্রয়োজন ছিল গ্রামের গরিবদের সংগঠিত শক্তির, কারণ তাদের সাহায্য ছাড়া কুলাকদের প্রতিরোধ ভাঙা এবং তাদের লুকোনো দানাশস্য খুঁজে বার করে বাজেয়াপ্ত করা অসম্ভব।

২২ মে তারিখে, গ্রামের গরিবদের অবিলম্বে সংগঠিত করা সম্পর্কে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, লেনিন পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের উদ্দেশে 'দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে' শিরোনামায় একটি চিঠি লেখেন।

তাতে তিনি লেখেন: 'হয় অগ্রসর ও শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকরা জয়যুক্ত হোন এবং তাঁদের চারপাশে গরিব কৃষকসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করুন, কঠোর শৃঙ্খলা, নির্দয় কঠোর শাসন, খাঁটি প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন — হয় তাঁরা কুলাকদের নতিস্বীকার করতে বাধ্য করুন, এবং জাতীয় স্তরে খাদ্য ও জ্বালানির যথাযথ বণ্টন চালু করুন;

'— না হয়, কুলাকদের সাহায্য নিয়ে এবং মেরুদণ্ডহীন ও জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের (নৈরাজ্যবাদী ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের) পরোক্ষ সমর্থনে বুর্জোয়াশ্রেণী সোভিয়েত ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করবে...

'হয় — না হয়।

'কোনো মধ্য পন্থা নেই।' (২০১)

পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের তিনি দানাশস্যের মুনাফাবাজ, কুলাক, ঘুষ-খোর ও সুদখোরদের বিরুদ্ধে জেহাদ সংগঠিত করার আহ্বান জানান।

'আমাদের দরকার হাজার হাজার অগ্রসর ও পোড়-খাওয়া প্রলেতারীয়, যাঁরা

লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষককে সবকিছু বোঝানোর মতো... এই লক্ষ লক্ষ কৃষকের নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য, সোভিয়েত ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্য জেহাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট সংগঠিতভাবে সহ্য করা ও তাকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট শ্রেণী-সচেতন...' (২০২)

২৭ মে তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট ও স্থানীয় খাদ্য সংস্থাগুলির পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনামা জারী করে। এই নির্দেশনামার মূল অংশটি ছিল পার্টি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন অথবা সোভিয়েতগুলির সুপারিশ করা লোকহিতকর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রমিকদের নিয়ে বিশেষ দল গঠনের ব্যবস্থা; শিল্পকেন্দ্রগুলিতে গঠিত এই দলগুলিকে প্রধানত দানাশস্য-উৎপাদনকারী গুবের্নিয়াগুলিতে পাঠানো হয়। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে গণ-কমিসার পরিষদ ১ জুন তারিখে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে দানাশস্য সংগ্রহ করতে নিষেধ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সেই সঙ্গে, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদ গ্রামের গরিবদের সাহায্য করার জন্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করে দেশের জন্য দানাশস্য সুনিশ্চিত করার জন্য জনসমষ্টির কাছে আবেদন জানায়।

১৯১৮-র মে-জুন মাসে উত্তেজনা চরম বিস্ফোরণের মুখে এসে পেঁছয়। চেকোস্লোভাক কোরের বিদ্রোহের পরেই সারা দেশ জুড়ে হয় কুলাক অভ্যুত্থান; স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কর্মকর্তা এবং গ্রামের কর্মীদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা চলে। এই পরিস্থিতিতে গরিব কৃষকদের বিশেষ সংগঠন সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার হয়ে পড়ে। শ্রমিকশ্রেণী কুলাকদের উপরে চরম আঘাত হানতে পারত একমাত্র গ্রামের গরিবদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েই, এবং গরিব কৃষকদের সংগঠন তৈরির বিষয়গত অবস্থা ১৯১৮-র মাঝামাঝিই সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামের গরিবদের সংগঠিত করা এবং তাদের দানাশস্য, অত্যাবশ্যক সামগ্রী ও খামারের উপকরণ সরবরাহ করা সম্পর্কে ১১ জুন, ১৯১৮ তারিখে গৃহীত সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনামায় গরিব কৃষকদের সংগঠনের আশু প্রয়োজনীয়তারই অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

এই নির্দেশনামা অনুযায়ী সারা দেশের গ্রামে-গ্রামে ও ভোলস্ত কেন্দ্রগুলিতে গরিব কৃষকদের কমিটি গঠিত হয় গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের মজবুত ঘাঁটি হিসেবে। কুলাক ও ধনী কৃষকরা বাদে সব কৃষকই গরিব কৃষকদের কমিটি নির্বাচিত করতে এবং তাতে নির্বাচিত হতে পারত, যার অর্থ এই যে মধ্য কৃষকরা এই সব কমিটি গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল।

নির্দেশনামায় গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির কাজ নির্ধারিত হয়: দানাশস্য, অত্যাবশ্যক সামগ্রী ও খামারের উপকরণ বণ্টন, এবং কুলাক ও ধনী কৃষকদের

কাছ থেকে উদ্বৃত্ত দানাশস্য বাজেয়াপ্ত করার কাজে স্থানীয় খাদ্য সংস্থাগুলিকে সাহায্য করা।

সোভিয়েতগুলির উপরে খাদ্য সংস্থাগুলির সহায়তায় এই কমিটি তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সামগ্রিক পরিচালনা-ভার ছিল সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণ-কমিসার পরিষদের হাতে।

গরিব কৃষকদের কমিটি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটিকে লেনিন গণ্য করেছিলেন বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ একটি পদক্ষেপ বলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা মোড়-ফেরা বলে। তিনি বলেন, 'এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর বুর্জোয়া বিপ্লবের বিভাজক সীমান্তটি অতিক্রম করেছি। শহরগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত কারখানা হস্তান্তরই একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ সৃষ্টি ও সংহত করার পক্ষে যথেষ্ট হত না, যদি আমরা গ্রামাঞ্চলে সাধারণ একটি কৃষক-আলম্বন নয়, বরং প্রকৃতই এক প্রলেতারীয়-আলম্বন আমাদের জন্য সৃষ্টি না-করতাম।' (২০৩)

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে, গুবের্নিয়া, উয়েজদ, ভোলস্ত ও গ্রাম সোভিয়েতগুলিতে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা গরিব কৃষকদের কমিটি গঠন ও সোভিয়েত সরকারের খাদ্য নীতির বিরোধিতা করে। তারা কার্যনির্বাহী কমিটিতে, সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসগুলিতে এবং কৃষকদের সমাবেশে বক্তৃতা করে, এবং সমর্থন পায় কুলাকদের এবং সোভিয়েত ক্ষমতার উচ্ছেদকামী পার্টি ও গোষ্ঠীগুলির। গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের কাছে দানাশস্য বিক্রি করতে কুলাকদের বাধ্য করা। দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য গঠিত শ্রমিকদের দলগুলি এই সব কমিটির সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় মস্কো ও পেত্রগ্রাদের শ্রমিকরা।

জুন মাসে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মস্কোয় শ্রমিকদের সভা ও সমাবেশ হয়। প্রতিবেদন পেশ করেন ভ. ই. লেনিন, ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, গ. ই. পেত্রভস্কি, আ. ভ. লুনাচারস্কি, ন. ক. ক্রুপস্কায়া, ই. ফ. আর্মান্দ ও অন্যান্যরা।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি খাদ্য কর্মিদল গঠনে সাহায্য করে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদ শ্রমিকদের দল সংগঠিত করার জন্য এবং নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের খাদ্য সংস্থায় টেনে আনার জন্য একটি সামরিক খাদ্য কমিশন তৈরি করে।

গ্রামাঞ্চলে প্রেরিতব্য শ্রমিকদের সঠিক বাছাইয়ের উপরে লেনিন বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই বিষয়টির উপরে জোর দেন যে খাদ্য দলগুলিতে যেসব কারখানা প্রতিনিধি পাঠাবে তাদের প্রত্যেককে সেই প্রতিনিধিদের সুবিবেকী সততা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে নিশ্চিত দিতে হবে। তিনি এমন সব শ্রমিককে বাছাই করার সুপারিশ করেন যারা পরে কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য

এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রামাঞ্চলগামী লোকেদের নামকে কলঙ্কিত করবে না। (২০৪)

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের দলগুলি কুলাকদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। 'প্রাভদা' সংবাদপত্র খবর দেয় যে খাদ্য-দলগুলিকে সশস্ত্র কুলাকদের শতাধিক আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছে, এই সব কুলাকের দল গ্রামাঞ্চলে পার্টির ও স্থানীয় সরকারের হাজার হাজার কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। সেই সময়ে লেনিন লেখেন: '...সর্বশেষ ও সর্বাধিক সংখ্যাবহুল শোষক শ্রেণী আমাদের দেশে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।' (২০৫) 'তা সত্ত্বেও, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিপ্লবের এই 'স্বাভাবিক' (১৭৯৪ ও ১৮৪৯-এর মতো) ধারা আমরা এড়িয়ে যেতে পারব, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হব।' (২০৬)

যাই হোক, ধীরে ধীরে খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়। নতুন-তোলা ফসল পর্যাপ্ত পরিমাণে না-হলেও রাষ্ট্রীয় শস্যভাণ্ডারে এসে পেঁছচ্ছিল। ২ অগস্ট তারিখে, খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ এবং কৃষি, অর্থ ও বাণিজ্য, ও শিল্প বিষয়ক কমিসারিয়েটের কাছে লেনিন তাঁর 'খাদ্য-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে থিসিস' পাঠান; তাতে তিনি গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের বিনিময়ে সব ধরনের সামগ্রী পাঠানোর, দানাশস্যের সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানোর এবং সাময়িকভাবে শ্রমিকদের গ্রামাঞ্চল থেকে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ময়দা আনতে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

শ্রমিকরা — তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল কমিউনিস্ট — গ্রামাঞ্চলে যায় কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গ্রামের গরিবদের সংগঠক, বন্ধু ও নেতা হিসেবে। শহরগুলিতে গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতির কথা তারা কৃষকদের বলে, সোভিয়েত ক্ষমতার নীতি নিয়ে আলোচনা করে এবং গরিব কৃষকদের কমিটি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা ও গণ-কমিসার পরিষদের অন্যান্য নির্দেশনামার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। প্রবীণ বলশেভিক আ. ইয়ে. বাদায়েভ ছিলেন শ্রমিকদের একটি দলের নেতা, পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন যে দলের প্রত্যেক সদস্য প্রত্যহ একটি করে কৃষকদের সভায় বক্তৃতা দিতেন... সদ্য কাজের জায়গা থেকে উঠে-আসা শ্রমিকরা হয়ে উঠেছিলেন রীতিমত বাগ্মী, বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁরা বক্তৃতা করতেন। প্রায়শই, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার পর, কৃষকরা অবিলম্বে শহরে দানাশস্য চালান দেওয়া সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করত।

খাদ্য দলগুলির কাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক ছিল এই যে তারা গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েত শক্তিগুলিকে আলাদা করে বেছে নিয়েছিল এবং তাদের সমবেত করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর চার পাশে। শ্রমিকরা কৃষকদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে; গ্রামের গরিবরা তাদের গণ্য করে শোষকদের

বিরুদ্ধে, কুলাকদের বিরুদ্ধে তাদের নেতা ও রক্ষক বলে। কৃষকদের সভাগুলিতে গৃহীত নিম্নলিখিত ধরনের প্রস্তাব এদিক দিয়ে ইঙ্গিতবহ: 'মস্কোর শ্রমিকদের প্রতিনিধি, কমরেড লিসভের প্রতিবেদন শোনার পর, গরিব কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ আরম্ভ করা জরুরী বিষয় বলে মনে করি, কারণ একমাত্র তাঁরাই উদ্বৃত্ত দানাশস্য রেজিস্ট্রিভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত করতে এবং তা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকাগুলিতে পাঠাতে সক্ষম।'

১০ জুলাই তারিখে, মিলনিৎসি গ্রামের (সার্খাতিস ভলোস্ত, সুজদাল উয়েজদ, ভ্লাদিমির গুবের্নিয়া) কৃষকদের এক সভায় গরিব কৃষকদের কমিটি-সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি পঠিত ও আলোচিত হওয়ার পর, স্থানীয় কুলাক, বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্তর্ঘাতকদের বিরুদ্ধে নির্দয় সংগ্রামের জন্য অবিলম্বে একটি গরিব কৃষকদের কমিটি সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়।

অগস্ট মাসের শেষ দিকে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে ভরনেজ গুবের্নিয়ার উয়েজদগুলিতে: যেসব উয়েজদ আগে এক পাউণ্ড দানাশস্যও দেয়নি তারা শত শত রেলওয়ে ওয়াগন-ভর্তি দানাশস্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের স্থানীয় কর্মকর্তারা জানায় যে কেন্দ্র থেকে পাঠানো শ্রমিকদের খাদ্য দলগুলি কাজ করছে ত্রুটিহীনভাবে, সততার সঙ্গে এবং প্রশংসনীয় সচেতনতার সঙ্গে... অস্ত্রবলের চাইতে প্রচারাভিযানের সাহায্যেই বেশি... তাদের অক্লান্ত, নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় গরিব কৃষকদের কমিটি প্রায় সর্বত্র তৈরি হয়েছে এবং উয়েজদের খাদ্য সংস্থাগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করানো হয়েছে। শ্রমিকদের দলগুলি অন্যান্য গুবের্নিয়াতেও অনুরূপভাবে কাজ করে। সারল্য, সততা ও বিনয় ছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিভূদের বৈশিষ্ট্য। নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকলেও, তাদের সংগ্রহ করা দানাশস্যের একটি কণাও তারা নিজেদের ভোগে লাগাতে দেয়নি। এই দানাশস্য নিজের জন্য নেওয়ার চাইতে জঘন্যতর অপরাধ আর কিছু ছিল না। শ্রমিক এবং গ্রামের গরিবদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল গ্রামের গরিবদের শ্রদ্ধা ও সীমাহীন আস্থা দিয়ে, শ্রমিকদের তারা মেনে নিয়েছিল নিজেদের নেতা বলে।

গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি সংগঠিত করার কাজে প্রথম দিকে ভুলভ্রান্তি হয়েছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুলটি ছিল মধ্য কৃষকের প্রতি ভ্রান্ত মনোভাব। ১১ জুন, ১৯১৮ তারিখের নির্দেশনামা অনুযায়ী, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি ছিল শ্রমজীবী কৃষকসমাজের সংগঠন। তার অর্থ এই যে মধ্য কৃষকদের তা থেকে বাদ দেওয়া হবে না। সাধারণত, কমিটিগুলি নির্বাচিত হয় কোনো গ্রাম বা ভলোস্তের গরিব কৃষকদের সভায়, সে-সব সভায় মধ্য কৃষকরাও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, কোনো কোনো এলাকায় মধ্য কৃষকদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। কখনও কখনও মধ্য চাষীদের উপরে অকারণ নিপীড়ন চালানো হয়েছে। লেনিন লিখেছেন

যে 'আমাদের সোভিয়েত কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতার দরুন এবং সমস্যাগুলির দুরূহতার দরুন, কুলাকদের উদ্দেশ্যে হানা আঘাতগুলি প্রায়শই এসে পড়েছে মধ্য কৃষকদের উপরে।' (২০৭)

১৬ অগস্ট তারিখে লেনিন শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রীবন্ধন সম্পর্কে সমস্ত সোভিয়েতের কাছে একটি তারবার্তার খসড়া লেখেন, তাতে তিনি মধ্য কৃষকদের সম্পর্কে ভ্রান্ত মনোভাবের কঠোর নিন্দা করেন, কারণ এই মনোভাব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের হাতকেই মজবুত করছিল। (২০৮) পর দিন, ভ. ই. লেনিন ও গণ-কমিসার আ. দ. ত্সিউরুপা তারবার্তাটি গুবের্নিয়া সোভিয়েতসমূহ ও খাদ্য কমিটিগুলির কাছে পাঠিয়ে তাদের নির্দেশ দেন 'গ্রামের গরিব ও মধ্য কৃষকদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে'।

কমিউনিস্টদের প্রভাবে, গ্রামের পদদলিত গরিব মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, তৈরি করে তাদের শ্রেণী-সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠনগুলি।

গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের কাজ এবং গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি সংগঠিত হওয়ার কল্যাণে কুলাকদের রাশ টেনে ধরা যায়, আর মধ্য কৃষকরা ক্রমেই বেশি করে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের দিকে ঝোঁকে।

৩-৫ নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত উত্তরাঞ্চলের গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির কংগ্রেস সোভিয়েত ক্ষমতার চারপাশে গরিব কৃষকদের ঐক্যকে জাজ্বল্যমানভাবে তুলে ধরে। এই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য এসে পেঁছয় কৃষকদের কুড়ি হাজার প্রতিনিধি, সামগ্রিকভাবে দেশের জীবনে এটি ছিল একটি বড় ঘটনা। লেনিন বলেন, এই কংগ্রেস দেখিয়েছে যে 'গরিব কৃষকরা কুলাক, ধনী ও পরগাছাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং একসঙ্গে লড়াই করছে'। (২০৯)

১৯১৮ সালের শেষ দিকে প্রায় সর্বত্রই গরিব কৃষকদের কমিটি তৈরি হয়ে যায়। এগুলি সংগঠিত হওয়ার তাৎপর্য এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুদূরতম গ্রামে গিয়ে পেঁছল। লেনিন লিখেছেন, 'সামগ্রিকভাবে কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার পর রুশ প্রলেতারিয়েত শেষ পর্যন্ত চলে এল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, যখন তারা সফল হল গ্রামীণ জনসমষ্টিকে বিভক্ত করতে, গ্রামীণ প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়দের নিজেদের দিকে টেনে আনতে, এবং কৃষক বুর্জোয়াশ্রেণী সহ, কুলাক ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে।' (২১০)

গ্রামের গরিবদের সংগঠিত হওয়ার মূল্যায়ন লেনিন করেছেন 'গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' বলে। (২১১)

২। গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির কাজ

কমিউনিস্ট ও লোকহিতব্রতী শ্রমিকদের নেতৃত্বে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার সামনেকার মূল কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে শুরু করে। খাদ্য সমস্যার সমাধান করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সোভিয়েতসমূহ থেকে কুলাকদের বিদূরিত করে এবং সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনে সোভিয়েত সংবিধানের সংস্থানগুলি যাতে কঠোরভাবে পালিত হয় সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে।

গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যত এগিয়ে যেতে থাকে এবং প্রলেতারিয়েত যত বেশি করে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, গ্রামের গরিবদের চেতনা ও সংগঠন তত বেড়ে চলে; কুলাকদের 'গ্রামগুলিকে শাসন করার' প্রচেষ্টা দৃঢ়তার সঙ্গে খর্ব করা হয়। যেসব প্রতিনিধি তাদের উপরে ন্যস্ত আস্থার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি এবং কুলাকদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল, কৃষকরা সোভিয়েতসমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে এনে তাদের জায়গায় কমিউনিস্টদের নির্বাচিত করতে শুরু করে। সোভিয়েতসমূহে অনুপ্রবেশ করা কুলাক ও তাদের সহচরদের গরিব কৃষকদের কমিটি গ্রেপ্তার করেছে, এমন ঘটনা বহু ঘটেছে।

যেসব কুলাক ক্ষমতার সংস্থাগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি বহু ক্ষেত্রেই সোভিয়েতগুলিকে ভেঙে দেয় এবং সেগুলির কার্যভার গ্রহণ করে। যেসব ক্ষেত্রে সোভিয়েতগুলি ভেঙে দেওয়া হয়, সেখানে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি নতুন নির্বাচন সংগঠিত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে ভলোস্ত ও গ্রাম সোভিয়েতগুলিকে তুলে দিয়ে গরিব কৃষকদের কমিটিকে দিয়ে সেগুলি স্থানান্তরিত করার প্রবণতা দেখা দেয়। এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যেখানে উয়েজদ, এবং কখনও কখনও গুবের্নিয়া সোভিয়েত ও পার্টি সংগঠনগুলির নির্দেশক্রমে গরিব কৃষকদের কমিটি সোভিয়েতগুলিকে ভেঙে দেয়। অগস্ট ১৯১৮-র শেষ দিকে নভগরদ গুবের্নিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি গরিব কৃষকদের কমিটি সংগঠিত করা সম্পর্কে নির্দেশাবলী রচনা করে, তাতে বলা হয় যে সোভিয়েতগুলিকে তাদের সমস্ত কাজের ভার তুলে দিতে হবে এই কমিটিগুলির হাতে।

গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত নির্মাণপর্বে চরম ব্যবস্থা ও বিকৃতিগুলির উৎস ছিল তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি ছিল স্থানীয় পার্টি সংগঠন ও সোভিয়েতগুলির কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতার ফল।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ তারিখে আভ্যন্তরিক বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটের কলেজিয়াম গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত নির্মাণকর্মের প্রশ্নটি বিবেচনা করে। সোভিয়েত-সমূহ ও গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির সম্পর্ক স্থির করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেটি স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে পাঠানো হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে

সোভিয়েতগুলির কার্যভার গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে একমাত্র সাময়িক একটা ব্যবস্থা হিসেবেই, যতদিন পর্যন্ত কোনো-না-কোনো কারণে কুলাকদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো সোভিয়েতে নতুন নির্বাচন না-হচ্ছে; ভলোস্ত সোভিয়েতগুলিকে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং তাদের প্রত্যক্ষ কর্তব্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ পাওয়ার পর স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে যে-সব ভুলভ্রান্তি করা হয়েছিল, গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলি সেগুলি সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তুলে-দেওয়া ভলোস্ত ও গ্রাম সোভিয়েতগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

উদ্বৃত্ত দানাশস্য রেজিস্ট্রিভুক্ত করা এবং খাদ্যের লুকনো মজুত বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি বিরাট কাজ করে। তাদের সাহায্য নিয়ে খাদ্য-দলগুলি নদীপথে মাল নামানোর ঘাটগুলি এবং রেল-স্টেশনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯১৮ সালে এক মাসের মধ্যে, ভিয়াৎকা গুবের্নিয়ার রেল-স্টেশনগুলিতে ও মাল নামানোর ঘাটগুলিতে নিয়ন্ত্রণ চৌকিগুলি কুলাক ও মুনাফাবাজদের কাছ থেকে ৫ লক্ষাধিক পুদ দানাশস্য বাজেয়াপ্ত করে। এই গুবের্নিয়ায় গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির সহায়তায় খাদ্য-দলগুলি সব মিলিয়ে কুড়ি লক্ষাধিক পুদ দানাশস্য সংগ্রহ করেছিল এবং শহরে পাঠিয়েছিল জুলাই ১৯১৮-র শেষ দিকে।

শহরগুলিতে দানাশস্য চালান দেওয়ার ব্যাপারে প্রচুর অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল। ২৩ জুলাই, ১৯১৮ তারিখে 'প্রাভদা' 'এক টুকরো রুটির কাহিনী' শিরোনামে মস্কোর একজন শ্রমিকের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে; তিনি তাতে বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে মস্কোর ৬০ জন শ্রমিকের একটি দল খামারের উপকরণে বোঝাই ২৩টি রেলওয়ে ওয়াগন প্রহরাধীনে ত্সারিৎসিনে নিয়ে যায়, এই সব উপকরণ দানাশস্যের বিনিময়ে দেওয়ার কথা ছিল। প্রভোরিনো স্টেশন থেকে ত্সারিৎসিন যাওয়ার পথে তাদের শ্বেত কশাকদের অনেকগুলি আক্রমণ প্রতিহত করতে হয় এবং গুলিবর্ষণের মধ্যে মেরামত করতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত রেল-লাইন। ৩০ ওয়াগন বোঝাই খাদ্য নিয়ে মস্কো ফিরে আসার পথে তারা ফিলোনভো স্টেশনে শ্বেত কশাকদের হাতে আক্রান্ত হয়। সারা রাত লড়াই চলে। তিন ভার্স্ট* রেল-লাইন নষ্ট করে দেওয়ার পর কশাকরা সকালবেলা পিছিয়ে যায়। আবার যাত্রা শুরু করার জন্য এবং মস্কোর অনাহারক্লিষ্ট জনসমষ্টির জন্য দানাশস্য নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাইফেল হাতে তাদের রেল-লাইন মেরামত করতে হয়। এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছিল।

কুলাকদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা দানাশস্য খাদ্যাভাব কিছু পরিমাণে লাঘব করেছিল। কিন্তু একথা স্পষ্ট ছিল যে শুধু জবরদস্তিতেই শিল্পকেন্দ্রগুলিকে

* দূরত্ব পরিমাপের পুরনো রুশ মাত্রা, ১·০৬৭ কিলোমিটারের সমান। — সম্পাদক

ও লাল ফৌজকে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে, লেনিনের উদ্যোগে দানাশস্যের সংগ্রহ-মূল্য অনেক বাড়ানো হয় এবং দানাশস্যের বিনিময়ে গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত তৈরি পণ্যের পরিমাণ বাড়ানো হয়। ১৯১৮ সালের শেষার্ধে মোট ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ পুদ দানাশস্য সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে ২ কোটি পুদ সংগ্রহের অঞ্চলেই থেকে যায় পরিবহণের বিশৃঙ্খলার দরুন। (২১২) এই পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিল না। শহরের এবং অনুৎপাদনশীল গুবের্নিয়াগুলির জনসমষ্টি তাদের প্রয়োজনীয় দানাশস্যের অর্ধেক পেয়েছিল। বাকিটা কিনতে হয়েছিল ব্যক্তিগত উৎস থেকে কালোবাজারের দরে। যাই হোক, গ্রামের গরিবদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল; বিপ্লবের শত্রুরা বিপ্লবকে অনাহারের অস্ত্রে ঘায়েল করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির কাজের মধ্যে ছিল জমির পুনর্বণ্টন এবং ভূসম্পত্তি ও কুলাক খামারগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত করা খামারের উপকরণ ও গবাদি পশু গ্রামের গরিবদের হাতে তুলে দেওয়া।

১৯১৮-র শেষ দিক নাগাদ গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি ওরিওল, তাম্বভ, ভরনেজ, ভিতেবস্ক, তুলা, ত্ভের, সিমবির্স্ক, ভিয়াৎকা ও রাশিয়ার অন্য অনেক গুবের্নিয়ায় কুলাকদের কাছ থেকে উপকরণ ও জমির বেশ বড় অংশ বাজেয়াপ্ত করেছিল।

বাজেয়াপ্ত করা উপকরণগুলি সাধারণত তুলে দেওয়া হয় ভাড়া-দেওয়ার কেন্দ্রগুলির হাতে অথবা গ্রামের গরিবদের কাছে বিক্রি করা হয় কম দামে। প্রতিটি নির্দিষ্ট এলাকায় খামার-পিছু গবাদি পশু ও উপকরণের কোটা নির্ধারণ করা হয় গ্রামের গরিবদের সভায়।

কুলাকদের কাছ থেকে ৫ কোটি হেকটর জমি বাজেয়াপ্ত করে গরিব ও মধ্য কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যার ফলে কুলাক খামারগুলির সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পায়; অক্টোবর ১৯১৭-র আগে যেখানে তাদের জোতজমির আয়তন ছিল ৮ কোটি হেকটর সেখানে ১৯১৮-র শেষে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি হেকটরে। কুলাকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট এলাকায় নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপকরণ ও জমি বাজেয়াপ্ত করায় কুলাকদের অর্থনীতি প্রচণ্ড ঘা' খায় এবং তাদের রাজনৈতিক অবস্থান টলোমলো হয়ে পড়ে।

গ্রামাঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক ছকটি বদলে যায়। গ্রামীণ জনসমষ্টির অনুপাতে গরিব কৃষকদের সংখ্যা ১৯১৭ সালে যেখানে ছিল ৬৫ শতাংশ, ১৯১৮ সালের শেষে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৩৫ শতাংশ, মধ্য কৃষকদের সংখ্যা ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ৬০ শতাংশ, এবং কুলাকদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ থেকে কমে হয় ৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে মধ্য কৃষকই হয়ে ওঠে প্রধান চরিত্র।

রাষ্ট্রীয় সহায়তা — জমি, গবাদি পশু ও উপকরণ বরাদ্দ করা, এবং গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীর আংশিক দখলচ্যুতি — কৃষকসাধারণের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পণ্যভিত্তিক সম্পর্ক বজায় থাকায় কৃষক খামারগুলির বর্গ-বিভাজন বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি তাই কৃষকদের দেখায় যে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল বড় বড় সম্প্রদায়গত অর্থব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। জমির জাতীয়করণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের সমিতিবদ্ধতার অবস্থা দেখা দিতে শুরু করে।

লেনিন লেখেন, 'ক্ষুদ্রায়তন খামারব্যবস্থার অসুবিধাগুলি থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ রয়েছে কমিউন, আর্তেল অথবা কৃষক সমিতিগুলির মধ্যে। কৃষির উন্নতিবিধান, শক্তিসমূহের মিতব্যয় এবং কুলাক, পরগাছা ও শোষকদের মোকাবিলা করার সেটাই পথ।' (২১৩) কিন্তু, সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম কয়েক মাসে যৌথ খামার সংগঠিত হয়েছিল অল্পই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নভেম্বর ১৯১৭-তে পেত্রগ্রাদ গুবের্নিয়ায় ছিল ৩৩টি যৌথ খামার, মস্কোর কাছে ১২টি এবং তামবভ গুবের্নিয়ায় ১০টি।

বাজেয়াপ্ত করা ভূসম্পত্তিগুলি রাষ্ট্রীয় খামারে পরিণত করা শুরু হয়। ১৯১৮-র গ্রীষ্ম ও হেমন্তকালে, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলি সংগঠিত করার কাজ বিরাট আকারে অগ্রসর হতে থাকে। যৌথ খামারগুলিকে দেওয়া হয় সবচেয়ে ভালো জমি এবং সরবরাহ করা হয় গবাদি পশু, বীজ ও উপকরণ। ২ নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে গণ-কমিসার পরিষদ যৌথ খামারগুলিকে ঋণ দেওয়ার জন্য ১০০ কোটি রুবল বরাদ্দ করে নির্দেশনামা জারী করে।

১৯১৮ সালের শেষে কৃষি-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েটে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় মোট ৩,১০০ রাষ্ট্রীয় খামার, ৯৭৫ কমিউন ও ৬০০-র বেশি আর্তেল, যার মধ্যে সংঘবদ্ধ হয় হাজার হাজার গরিব কৃষক। সেই সময়ে সংগঠিত সমস্ত যৌথ খামারই যে অসংখ্য অসুবিধা সহ্য করতে পেরেছিল, তা নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকগুলিই কাজের উপযুক্ত সাংগঠনিক ধরন ও পদ্ধতি তখনই বার করতে পারেনি, কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই খামারগুলির আত্মপ্রকাশ কৃষিতে পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল।

খাদ্য-দলগুলি ও গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কৃত্যক সংগঠিত করতে অনেক সাহায্য করেছিল। ১৯১৮ সালে গ্রন্থাগার, পাঠ-কক্ষ ও জনগণের সংস্কৃতি-ভবনের এক বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। গ্রামীণ বুদ্ধিজীবিসমাজকে টেনে আনা হয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে।

গরিব কৃষকদের কমিটি ও খাদ্য-দলগুলিকে কাজ করতে হয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন দেখা দিয়েছিল এক তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম। সোভিয়েত ক্ষমতার চালু করা ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে কুলাকদের প্রতিরোধ প্রায়শই ফেটে পড়েছিল

বিরাট আকারের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার নেতৃত্ব দিয়েছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরে, রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের ২০টি গুবের্নিয়ায় ঘটেছিল ২৪৫টি কুলাক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানগুলির অধিকাংশই ঘটেছিল ১৯১৮ সালের শেষার্ধে। ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে বৃহত্তম অভ্যুত্থানগুলি ঘটেছিল তুলা, ইয়ারোস্লাভল, তাম্বভ, ওরিওল, নিজনি নভগরদ, রিয়াজান, কুর্স্ক, পেনজা ও ভিয়াৎকা গুবের্নিয়ায়।

কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামের গরিবরা তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককেই হারিয়েছিল। জুলাই ১৯১৮-তে নিহত হয়েছিল ৪,০০০-এর বেশি স্থানীয় সোভিয়েত ও পার্টির কর্মকর্তা এবং গ্রামের কর্মী, অগস্ট মাসে প্রায় ৩৪০ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৬,০০০ জনের বেশি। অধিকন্তু কুলাকদের অভ্যুত্থানগুলি দমন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল বিশেষ কমিশন ও চেকা ইউনিটগুলির ৫,০০০ জন কর্মীকে এবং খাদ্য-দলগুলির প্রায় ৪,৫০০ সদস্যকে — শ্বেত-রক্ষীদের অধিকৃত এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসের রাজত্বের বলি হতাহতদের সংখ্যা তো অগণিত। শুধু ১৯১৮-র শেষার্ধেই কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ হারিয়েছিল ২০,০০০ জনের বেশি শ্রমিক ও কৃষক।

লেনিন বারবার এঙ্গেলসের প্রসঙ্গোল্লেখ করেছেন: এঙ্গেলস আশা করেছিলেন যে সম্পদশালী কৃষকের, অর্থাৎ কুলাকের নিপীড়ন, দমন ও দখলচ্যুতি এড়ানো যেতে পারে। লেনিন বলেন, রাশিয়ায় পরিস্থিতির কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দরুন 'এই অনুমান ঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি; আমরা কুলাকদের সঙ্গে প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধের একটা অবস্থায় ছিলাম, আছি, এবং থাকব। এ অবশ্যম্ভাবী'। (২১৪)

সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাজক-সম্প্রদায়ও সক্রিয় ছিল। যেসমস্ত ধর্মবিশ্বাসী সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, প্যাট্রিয়ার্ক তিখন তাদের সকলকে ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করেন। কতকগুলি মঠ হয়ে ওঠে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতার কেন্দ্র এবং সেগুলি ব্যবহৃত হয় অস্ত্রশস্ত্র ও সোভিয়েত-বিরোধী রচনাদির গুদাম হিসেবে। কৃষকদের ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে যাজক-সম্প্রদায় তাদের সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে।

কুলাকদের অভ্যুত্থানগুলির বিপদ বিশেষভাবে তুলে ধরে ভ. ই. লেনিন বলেন যে ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে কুলাকরা রাজতন্ত্রকে এবং শোষক ও ধনীদের ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অগস্ট ১৯১৮-তে তিনি লেখেন, 'হয় কুলাকরা বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে হত্যা করবে, না হয় শ্রমজীবী জনগণের সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের লুঠেরা কুলাক সংখ্যালঘিষ্ঠের বিদ্রোহ শ্রমিকরা নির্দয়ভাবে দমন করবেন। মাঝামাঝি কোনো পন্থা হতে পারে না। শান্তির প্রশ্নই ওঠে না: এমনকি তারা যদি নিজেরা ঝগড়াও করে থাকে, তাহলে

কুলাকরা সহজেই ভূস্বামী, জার ও যাজকের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কখনোই না।' (২১৫)

সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাগুলি অভ্যুত্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে পীড়নমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়েছিল শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ ও রাজনৈতিক শিক্ষাকে। কুলাকদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গ্রামের গরিবদের ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত করার জন্য লেনিন বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করার পরামর্শ দেন: তাদের সশস্ত্র করা এবং সংবাদপত্র, ইস্তাহার, আবেদন ও মৌখিক প্রচারের মারফৎ কুলাকদের উদ্দেশ্য এবং তাদের অভ্যুত্থানের পরিণাম ব্যাখ্যা করা।

১৯১৮-র হেমন্তকালে মধ্য কৃষকরা কুলাকদের বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবদের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করে। শ্বেত রক্ষী ও হস্তক্ষেপকারীদের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তাদের শাসনই মধ্য কৃষকদের পক্ষে গুরুতর শিক্ষাস্বরূপ হয়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে গঠিত সোশ্যালিস্ট--রেভলিউশানারি-মেনশেভিক 'সরকারগুলি' বুর্জোয়া-ভূস্বামী রীতিনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে কৃষকরা যে জমি পেয়েছিল তা তাদের কাছ থেকে নিয়ে ভূস্বামীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শহর ও গ্রামগুলিতে চলেছিল শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্ব। হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষক মারা গিয়েছিল গুলিবিদ্ধ হয়ে অথবা অত্যাচার কিংবা অনাহারে। সাইবেরিয়া, উরাল, ভোলগা অঞ্চল এবং উত্তর ও দক্ষিণ রাশিয়ার কৃষকসাধারণ হানাদারদের এবং তাদের সহযোগী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নিয়ে আসা 'স্বাধীনতা' ও 'গণতন্ত্রের' অর্থ নিজেরাই দেখতে পেয়েছিল।

সংবাদপত্র ও হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত লাল ফৌজের সৈনিকদের চিঠিপত্র থেকে এবং শ্বেত রক্ষীদের বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে কৃষকরা অধিকৃত অঞ্চলে কীরকম 'শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা শীঘ্রই জানতে পারে। তা শুধু গ্রামের গরিবদেরই নয়, মধ্য কৃষকদেরও দেখায় যে সোভিয়েত ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট কুলাক আর শ্বেত রক্ষীদের সঙ্গে তাদের দুস্তর ব্যবধান রয়েছে।

প্রত্যেক দিনই কমিউনিস্ট পার্টির বিচক্ষণ কর্মনীতি, জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির নতুন নতুন প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্বেত রক্ষী ও হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাল ফৌজ একের পর এক বিজয় অর্জন করে। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে লাল ফৌজ ভোলগা অঞ্চল মুক্ত করে, চেকোস্লোভাক ও শ্বেত রক্ষীদের বিতাড়িত করে উরাল পর্যন্ত, জেনারেল ক্রাসনভের কশাকদের চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং তাদের অবশিষ্ট অংশকে ঠেলে নিয়ে যায় দন অঞ্চলের ওপারে। হেমন্তকালে বিপ্লব হয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে। ১৩ নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি বাতিল করে। শুরু হয় জার্মান-অধিকৃত ভূখণ্ড — ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া ও বল্টিক অঞ্চল — মুক্ত করার কাজ। ১৯১৯

সালের গোড়ার দিকে ইউক্রেনের বেশির ভাগ এলাকাতেই সোভিয়েত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। জানুয়ারি ১৯১৯-এ মিন্‌স্কে অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েতসমূহের ১ম বেলোরুশীয় কংগ্রেস, এই কংগ্রেস বেলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা ঘোষণা করে। বলটিক অঞ্চলেও সোভিয়েত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।* গঠিত হয় লিথুয়ানীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি রিগায় সোভিয়েতসমূহের ১ম লাতভীয় কংগ্রেস লাতভীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে।

কুলাকদের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাক্রম দেখায় যে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি তাদের কর্তব্য পালন করেছে এবং সোভিয়েতসমূহের পাশাপাশি গ্রাম ও ভলোস্তগুলিতে এই বিশেষ কমিটিগুলির আর কোনো প্রয়োজন নেই। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি বিলুপ্ত করার প্রশ্নটি সোভিয়েতসমূহের ৬ষ্ঠ সারা-রাশিয়া বিশেষ কংগ্রেসের আলোচ্য-সূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়; এই কংগ্রেসের উদ্বোধন হয় ৬ নভেম্বর তারিখে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রথম বার্ষিকীর আগের দিন। কংগ্রেসের উদ্বোধন করতে গিয়ে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ইয়া. ম. স্ভের্দলভ অতিক্রান্ত বছরটির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপরে জোর দিয়ে বলেন: '...আমরা এখন যথেষ্ট আস্থার সঙ্গেই বলতে পারি যে সোভিয়েত ক্ষমতা সমগ্র রাশিয়ায় দৃঢ়ভাবে ও অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।'

সোভিয়েত ক্ষমতার সংহতি এবং কৃষকদের শ্রমিকশ্রেণীর দিকে মুখ ফেরানোর প্রতিফলন ঘটে কংগ্রেসের পার্টিগত গঠনবিন্যাসে। ১,২৩১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১,১৯৯ জন ছিল কমিউনিস্ট অথবা দরদী; বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ছিল মাত্র সাতজন (সোভিয়েতসমূহের ৫ম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ছিল ৩৫৫ জন — প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যার ৩০ শতাংশ)। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার শিকার হয়, কৃষকদের উপরে তার অবশিষ্ট প্রভাবটুকুও হারায় এবং গড়িয়ে যায় প্রতিবিপ্লবের শিবিরে। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল চারজন নৈরাজ্যবাদী, ১১ জন বিপ্লবী কমিউনিস্ট, চারজন গণ-কমিউনিস্ট,** দুজন ম্যাক্সিমালিস্ট ও

* ১৯১৯ সালের শেষে ও ১৯২০ সালের শুরুতে বলটিক অঞ্চলের বুর্জোয়াশ্রেণী আঁতাত গোষ্ঠী ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে আবার ক্ষমতা লাভ করেছিল এবং ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সেই অঞ্চলে শাসন চালিয়েছিল।

** বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির ভাঙনের ফলে শেষোক্ত পার্টি দুটি গঠিত হয়েছিল ১৯১৮-র অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে।

একজন মেনশেভিক। তদ্পরি, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের প্রথম বছরে দেশে যেসমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল, ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টিগত গঠনবিন্যাসের মধ্যে তারও প্রতিফলন ঘটে।

ভ. ই. লেনিন একটি প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে তিনি অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক নির্মাণকর্মে এবং দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ক্ষমতার সম্পাদিত কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করেন। প্রায় সমগ্র বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণ করা হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ছিল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, ব্যাঙ্ক, পরিবহণ ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ। এটিই ছিল 'সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে মূল পদক্ষেপ'। (২১৬)

গ্রামের গরিবদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান ও সংগঠিত করার দিকে গ্রামীণ শ্রমিকদের নিয়ামক অবদানের কথা ভ. ই. লেনিন বলেছেন। '...আর এখন আমরা গিয়ে পেৌঁছেছি এমন এক জায়গায় যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে শুরু হয়েছে...

'আর তাই গ্রামাঞ্চল, গ্রামের গরিবরা, তাঁদের নেতা শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবে এখনই আমাদের প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের এক সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তি যোগাচ্ছেন।' (২১৭)

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কংগ্রেস সোভিয়েতসমূহের নতুন নির্বাচন সম্পর্কে এবং গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির বিলুপ্তি সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সোভিয়েতসমূহের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস এই ঘটনারই বাঙ্ময় সাক্ষ্য তুলে ধরে যে সোভিয়েত ক্ষমতার পিছনে রয়েছে শ্রমজীবী জনসাধারণের দৃঢ় সমর্থন। (২১৮)

পঞ্চদশ অধ্যায়

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

মানবজাতি তার ইতিহাসের ধারায় অনেক বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু, তার কোনোটিই অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় নয়; সকল দেশ ও সকল জাতির উপরে তার অভিঘাতের প্রবলতার দিক দিয়ে, জাতিসমূহের ভবিতব্যের ক্ষেত্রে তা যে বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে সে দিক দিয়ে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকেই এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। পৃথিবীতে তা পুঁজিবাদের অবিসংবাদিত শাসনের অবসান ঘটিয়েছে এবং নিয়ে এসেছে কমিউনিজমের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠার যুগ। অক্টোবর বিপ্লবের ফলে, পৃথিবী বিভক্ত হয়ে গেছে দুটি সমাজ-ব্যবস্থায় — সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদে। এই বিপ্লব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার যথার্থতা প্রতিপাদন করেছে, সে শিক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে অভিজ্ঞতার পরীক্ষায়।

অক্টোবর বিপ্লবের জয়, একটি শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং রাশিয়ায় বৈপ্লবিক রূপান্তর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বাস্তবে রূপায়ণেরই ফল। মানবজাতি যে-পথে চিরতরে পুঁজিবাদের অবসান ঘটাবে, পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণের জীবনে পুঁজিবাদ যে দুঃখদুর্দশা ডেকে আনে তার অবসান ঘটাবে, অক্টোবর বিপ্লব সেই পথ দেখিয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণকে দেখিয়েছে যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই পৃথিবীর জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থানুগ মৌলিক বিপ্লবী সংস্কারকর্মের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। শান্তি, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রবর্তন, জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার রূপায়ণ, কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর এবং উৎপাদনের মূল উপায়গুলির জাতীয়করণ সকল দেশ ও মহাদেশের শ্রমজীবী জনগণেরই একান্ত কাম্য।

সেই কারণেই, আজও সব দেশের শ্রমজীবী জনগণ মনে করে যে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সমর্থন দেওয়া তাদের কর্তব্য। অক্টোবর বিপ্লব প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক সংহতির শক্তি ও প্রাণবত্তা প্রকাশ করেছে, সেই সংহতির মূলে নিহিত রয়েছে সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের

শ্রেণী-স্বার্থ। এই সংহতির এক বাঙ্ময় বহিঃপ্রকাশ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও সংহতিসাধনের সংগ্রামে হাজার হাজার জার্মান, হাঙ্গেরীয়, চেকোস্লোভাক, বুলগেরীয় ও অস্ট্রীয় যুদ্ধবন্দী এবং ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যেসব পোলিশ, রুমানীয়, সারবীয় ও অন্যান্য জাতির সাধারণ সৈনিক ছিলেন তাঁদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

এই সব ব্যক্তি তাঁরা যে-দেশে ছিলেন সেখানকার ভাষা বা রীতিনীতি কিছুই জানতেন না। তাঁরা সবার উপরে চেয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদের স্বগৃহে ও পরিবারের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু প্রলেতারীয় সংহতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের জন্য সক্রিয় যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন।

পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময়ে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধবন্দীরা রাস্তার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়েছিলেন। সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনগুলির অসংখ্য দলিলে রাশিয়ার পুঁজিবাদ উচ্ছেদকারী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রলেতারীয় সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে পেত্রগ্রাদে এক সমাবেশে প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল: 'জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের সাঙ্গাত রুশ বুর্জোয়ারা জেনে রাখুক যে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত নিঃসঙ্গ থাকবে না! চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা নিশ্চিতভাবেই বহু, বহু সহস্র যুদ্ধবন্দীর সমর্থন পাবে। বুর্জোয়া দুর্বৃত্তরা একমাত্র প্রলেতারীয়দের মৃতদেহের উপর দিয়েই রুশ বিপ্লবের লাল দুর্গগুলি দখল করতে যেতে পারবে।'

লাল ফৌজের আন্তর্জাতিক ইউনিট গঠিত হয়েছিল ৮৫টি শহরে, তার মধ্যে ছিল মস্কো, সামারা, সারাতভ, পের্ম, ওরিওল, ইরকুৎস্ক ও ইয়ারোস্লাভল। এগুলির নেতা ছিলেন হাঙ্গেরীয় তিবর সামুয়েলি, বেলা কুন, ফেরেনৎস মুন্নিখ ও মাতে জালকা, চেক জারোস্লাভ হাসেক, সার্ব ওলেকো দুন্দিচ ও অন্যান্য বিপ্লবী। এই ইউনিটগুলি শ্বেত রক্ষী ও হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল নির্ভীকভাবে। অগস্ট ১৯১৮-তে ওয়ারশ আন্তর্জাতিক রেজিমেণ্টটি যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে অনুষ্ঠিত লাল ফৌজের এক সমাবেশে সোভিয়েত সরকারের প্রধান ভ. ই. লেনিন বলেছিলেন: 'অস্ত্র হাতে নিয়ে পবিত্র ধ্যানধারণাগুলিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং আপনাদের গতকালের যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রু — জার্মান, অস্ট্রীয় ও ম্যাগিয়ারদের সঙ্গে একত্রে লড়াই করে জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বকে বাস্তবে পরিণত করার বিরাট সুযোগ আপনারা পেয়েছেন।' (২১৯)

অক্টোবর বিপ্লব শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারে, সে-সম্পর্কে সচেতন থেকে বুর্জোয়া দেশগুলির শাসক মহল বিপ্লবকে হেয় প্রতিপন্ন

করার জন্য প্রচারের সম্ভাব্য প্রত্যেকটি বাহনকেই ব্যবহার করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি ও অন্যান্য দেশের সংবাদপত্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে, বলশেভিকদের সংঘটিত 'ভয়ঙ্কর কাণ্ড' সম্পর্কে উদ্ভট কাহিনীতে ভর্তি থাকত। ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কুৎসামূলক আষাঢ়ে গল্পে ভর্তি একটি 'শ্বেত গ্রন্থ' প্রকাশ করেছিল।

১৯২০-র গ্রীষ্মকালে মার্কিন সাংবাদিক-নিবন্ধকার ওয়ালটার লিপম্যান ও চার্লস মের্জ — পরে এ'রা 'The New York Times' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন — একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন; তাতে তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে নভেম্বর ১৯১৭ এবং নভেম্বর ১৯১৯-এর মধ্যে পূর্বোক্ত সংবাদপত্রটি সোভিয়েত ক্ষমতা ভেঙে পড়ার খবর দিয়েছিল ৯১ বার।

সেই সঙ্গে, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে যারা সত্য কথা বলেছিল, তাদের ভাগ্যে জুটেছিল পুলিসি নির্যাতন আর বিচার-বিভাগীয় নিগ্রহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন সেনেট অক্টোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শীদের, যারা রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের বিজয় সম্পর্কে সত্য কথা বলেছিল তাদের বিচার করার জন্য এক বিশেষ কমিশন তৈরি করেছিল। এই কমিশন বিচার করেছিল সাংবাদিক জন রীড ও অ্যালবার্ট রীস উইলিয়ামসের, রাশিয়ায় মার্কিন রেড ক্রসের প্রধান, কর্নেল রেমণ্ড রবিনসের, এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র থেকে ম্যার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাগত অন্যান্য আমেরিকানের।

ফরাসী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জাক সাদুল সততা ও সাহসিকতার সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে সত্যকে তুলে ধরেছিলেন, ফরাসী সরকার তাঁর অনুপস্থিত অবস্থাতে তাঁকে তিনবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে তিনি রাশিয়ায় এসেছিলেন ফরাসী সামরিক মিশনের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে। ভ. ই. লেনিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং দেশের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিপ্লবের টুঁটি টিপে মারার দুরভিসন্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্ষা করার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'শ্রমিক ও কৃষকদের রাশিয়ার ব্যাপারে মিত্রপক্ষীয় দস্যু ও তাদের অনুচরদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে কোনো অবস্থাতেই ফরাসী ও রুশ জনগণের মধ্যে যুদ্ধ বলে অভিহিত করা যায় না। এ হল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর, শোষিতদের বিরুদ্ধে শোষকদের যুদ্ধ। এই শ্রেণী-সংগ্রামে প্রতিটি অকৃত্রিম সমাজতন্ত্রীর স্থান, এবং ফলতঃ আমার স্থান বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় বাহিনীর মধ্যে। আমি লাল ফৌজে যোগদান করছি।'

রম্যাঁ রলাঁ, আঁরি বারবুস ও ফ্রান্সের অন্যান্য রাজনৈতিক বিশিষ্টজনের কাছে লেখা সাদুলের চিঠিগুলিতে মহান ঘটনাবলীর সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল।

পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক মহলের গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, সত্য সমস্ত বাধা ভেঙে স্বপ্রকাশ হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ফরাসী কমিউনিস্টদের নেতা মরিস

তোরেজ লিখেছেন: 'বল্‌গাহীন মিথ্যা আর কুৎসার অভিযান ফ্রান্সের শ্রমিকদের উপরে সামান্যই প্রভাব ফেলেছিল। এমনকি তাঁদের মধ্যে যারা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ তাঁরাও অস্পষ্টভাবে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে রাশিয়ায় নির্মিত হচ্ছে **তাঁদের** প্রজাতন্ত্র, রুশ শ্রমিকরা যে-আদর্শের জন্য বীরের মতো লড়ছেন এবং মরছেন, তা তাঁদেরই আদর্শ, সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের অভিন্ন আদর্শ।'

যুধ্যমান দেশগুলির, শুধু সেই দেশগুলিরই বা কেন, অন্যান্য দেশেরও, জনগণ লেনিনের শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা, এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য সোভিয়েত সরকারের দৃঢ়পণ ও সংগতিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে সোৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল যে চিরতরে সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব। অক্টোবর বিপ্লবের অভিঘাতে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছিল অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করার জন্য গণ-আন্দোলন। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাবিত শর্তে শান্তির চুক্তি সম্পাদন দাবি করে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক মিছিল ও ধর্মঘট হয়েছিল বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, লণ্ডন ও বুদাপেস্টে। শুধু জানুয়ারি ১৯১৮-তেই প্রায় দশ লক্ষ জার্মান শ্রমিক যুদ্ধের অবসান দাবি করে এক রাজনৈতিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল।

যুদ্ধ-বিরোধী সমাবেশ ও মিছিলের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে, সেখানকার জনগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তার সমস্ত ভয়াবহতার আঁচ পায়নি। মার্কিন শ্রমিকদের নেতা ইউজিন ভি. ডেব্‌স এক সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে বলেন: 'এখানে, এই সজাগ ও অনুপ্রেরণাদায়ক সমাবেশে আমাদের হৃদয় রয়েছে রাশিয়ার বলশেভিকদের সঙ্গে। সেই বীর নর-নারীরা, সেই অজেয় কমরেডরা তাঁদের অতুলনীয় শৌর্য ও আত্মত্যাগে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের খ্যাতিতে যোগ করেছেন নতুন দীপ্তি... বিজয়ী রুশ বিপ্লবের প্রথমতম কাজটিই ছিল সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে শান্তির অবস্থা ঘোষণা করা, তার সঙ্গে যোগ করা এক ঐকান্তিক নৈতিক আবেদন — রাজাদের প্রতি নয়, সম্রাট, শাসক বা কূটনীতিকদের প্রতি নয়, সকল জাতির **জনগণের** প্রতি।'

কোনো কোনো পুঁজিবাদী দেশে, রাশিয়ার ঘটনাবলীতে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য এক সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করেছিল।

সোভিয়েত সরকার ফিনল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান করেছিল; সেই ফিনল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদ করে জানুয়ারি ১৯১৮-র শেষ দিকে ফিনল্যাণ্ড সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু জার্মান ফৌজের সাহায্য নিয়ে ফিনল্যাণ্ডের বুর্জোয়াশ্রেণী সেই বিপ্লবকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।

জার্মানিতে, ১৯১৮-র হেমন্তকালে এক বিপ্লব রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল। বহু শহরে গঠিত হয়েছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। জানুয়ারি ১৯১৯-এ

শ্রমিকদের বিশাল বিশাল মিছিল হয়েছিল বার্লিন, ব্রেমেন, ড্যুসেলডর্ফ, স্টুটগার্ট ও লাইপৎসিগে এবং মিছিলগুলি ফেটে পড়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামে। এপ্রিল ১৯১৯-এ ব্যাভেরিয়া ঘোষিত হয়েছিল এক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বলে। কিন্তু, শ্রমজীবী জনগণের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক নেতাদের সহায়তায় জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯১৮-র হেমন্তকালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি জুড়ে বয়ে গিয়েছিল এক বিপ্লবের জোয়ার এবং তা রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল। সেখানে বসবাসকারী জাতিগুলির কয়েদখানা, সেই জোড়াতালি-দেওয়া সাম্রাজ্যটি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল, আর তার ধ্বংসস্তূপের উপরে আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন নতুন রাষ্ট্র: হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া।

অক্টোবর ১৯১৮-র শেষ দিকে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে এক বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হাঙ্গেরিতে জয়যুক্ত হয়েছিল। মার্চ ১৯১৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বুদাপেস্টের শ্রমিক ও সৈনিকরা ক্ষমতা গ্রহণ করে হাঙ্গেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছিল। এই প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয়েছিল মাত্র চার মাস: বিদেশী ফৌজের সাহায্যে বুর্জোয়াশ্রেণী তাকে ধ্বংস করেছিল।

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি *La Victoire* পত্রিকা খবর দিয়েছিল যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার সংগঠিত শ্রমিকের পক্ষ থেকে প্যারিসে ধাতু-শ্রমিকদের এক সভা রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সংহতির একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিল। সেই বছরেরই মে মাসে প্যারিসের সামরিক কারখানাগুলির ২ লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল এই স্লোগান দিয়ে: 'এই অভিশপ্ত যুদ্ধ আর নয়!' এবং 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।!'

সোভিয়েত রাশিয়ায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ফ্রান্সে মিছিল হয়েছিল ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে। অক্টোবর মাসের গোড়ায় ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির এক কংগ্রেসে ধ্বনিত হয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' স্লোগান। সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশে অভিনন্দনবার্তা গৃহীত হয়েছিল শ্রমিকদের সমাবেশগুলিতে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবিসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা — বিশিষ্ট লেখক, বিজ্ঞানী ও জননেতারা। এঁদের মধ্যে ছিলেন আনাতোল ফ্রাঁস, আঁরি বারবুস, রম্যাঁ রলাঁ, মার্সেল কাশ্যাঁ, পল লাঞ্জভাঁ, পল ভাইয়াঁ-কুতুরিয়ে এবং জাঁ-রিশার ব্লক। এই সময়কার কথা লিখতে গিয়ে লেনিন বলেছেন: 'যাঁরা সবচেয়ে অভিজ্ঞ, সবচেয়ে রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন, সবচেয়ে সক্রিয় ও সংবেদনশীল, ফরাসী জনগণ সম্ভবত তাঁদের অন্যতম।' (২২০)

বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েত উৎকীর্ণ করেছিল

অনেকগুলি উজ্জ্বল অধ্যায়। ব্রিটেনে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যরা এবং কারখানা তত্ত্বাবধায়ক কমিটির সদস্যরা— উইলিয়াম গালাচার, হ্যারি পলিট, টমাস বেল, আর্থার ম্যাক-ম্যানুস প্রমুখ। সারা ব্রিটেন জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশাল বিশাল সমাবেশ, শ্রমিকরা সেখানে 'রুশ শান্তি-সূত্রের' সঙ্গে তাদের সংহতি প্রকাশ করেছিল এবং দাবি করেছিল যে ব্রিটেনকে রাশিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

ফ্রান্সের মতো ব্রিটেনেও শ্রমিক আন্দোলনের স্লোগান ছিল: 'রাশিয়া থেকে সৈন্য সরাও!' এবং 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে সে দুর্বৃত্ত!' (২২১) ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে ১,১৬৫টি ধর্মঘট হয়েছিল, তাতে জড়িত ছিল ১১ লক্ষ ১৬ হাজার শ্রমিক।

অক্টোবর বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিল ইতালির শ্রমজীবী জনগণ। জনসাধারণের সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন আন্তনিও গ্রামশি ও পামিরো তোলিয়াত্তি। ইতালীয় জনগণের জঙ্গী স্লোগান ছিল 'রাশিয়ায় যেমনটি হয়েছে তেমন কর!' সেদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় নামটি ছিল — লেনিন। 'লেনিন দীর্ঘজীবী হোন!' আর 'রাশিয়া দীর্ঘজীবী হোক!' কথাগুলি কয়লা, চকখড়ি, রঙ ও পেনসিল দিয়ে লেখা হয়েছিল সারা ইতালির বাড়িতে, গাছে, গির্জায় ও সামরিক ব্যারাকগুলিতে। ইতালীয় শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের সক্রিয় যোদ্ধা জোভান্নি গেরমানেত্তো লিখেছেন: 'লেনিন! ইতালির রাস্তায় আর চকে নামটি উচ্চারিত হয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি হুঁসিয়ারি হিসেবে এবং মেহনতি মানুষের আশার সংকেতবাণী হিসেবে। লোকে বলত, 'লেনিন এখানেও আসবেন!' জনপ্রিয় গানগুলিতে নতুন করে কথা বসানো হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লব ও তার খ্যাতকীর্তি নেতার সম্মানে। আর মিছিলের সময়ে জনতা বিপ্লবী *Bandiera Rossa* গান গাওয়া শেষ করত 'লেনিন দীর্ঘজীবী হোন! রাজা নিপাত যাক!' ধ্বনি দিয়ে।' নেপলসে ৩০ জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে অবরোধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল; বহু সামরিক কারখানা কাজ বন্ধ করেছিল। ২৯ ডিসেম্বর তারিখে জনগণের চাপে সমাজতন্ত্রী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়গুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদের অপসারণ দাবি করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অক্টোবর বিপ্লব পশ্চিম গোলার্ধে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামে বলিষ্ঠ উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত দেখা দিয়েছিল কতকগুলি মার্কিন শহরে। সিয়াট্লে শ্রমিকদের সোভিয়েত কতকগুলি সমাবেশ সংগঠিত করেছিল, তাতে দাবি করা হয়েছিল যে মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং রুশ জনগণের বিরুদ্ধে সমস্ত হস্তক্ষেপমূলক

কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। পিট্‌সবুর্গের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত পিট্‌সবুর্গ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরিক বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ধর্মঘট করার আহ্বান জানিয়েছিল। 'রাশিয়া থেকে হাত সরাও!' নামে সংগঠন গঠিত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সভায় ও সমাবেশে দান সংগৃহীত হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য।

মার্কিন শ্রমিকরা গঠন করেছিল উদ্যোগ কমিটি; রাশিয়ায় গিয়ে বিপ্লবের বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাব্রতীদের এই কমিটিগুলি অঙ্গীকারবদ্ধ করেছিল। মার্চ ১৯১৮-তে পররাষ্ট্র-বিষয়ক গণ-কমিসারিয়েট মার্কিন 'আন্তর্জাতিক বিপ্লবী গোষ্ঠী-র' কাছ থেকে এই মর্মে একটি তারবার্তা পেয়েছিল যে আমেরিকা থেকে একটি আন্তর্জাতিক, বিপ্লবী সেনাবাহিনী সংগঠিত করে রাশিয়ায় পাঠাতে প্রস্তুত। শুধু সিয়াট্‌লেই রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছিল ৫০০ জন, কিন্তু তাদের বহির্গমনের ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,২৮৫টির বেশি ধর্মঘট হয়েছিল, তাতে ১২ লক্ষের বেশি শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। মার্চ ১৯১৯-এ লেনিন লিখেছিলেন: 'সবচেয়ে শক্তিশালী ও তরুণতম পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকায় সোভিয়েতসমূহের প্রতি শ্রমিকদের প্রচণ্ড সহানুভূতি রয়েছে।' (২২২)

লাতিন আমেরিকার বহু শহরে বিপ্লবী রাশিয়ার সঙ্গে সংহতিসূচক বিরাট বিরাট মিছিল ও সমাবেশ হয়েছিল।

প্রাচ্যের জাতিগুলির সঙ্গে জারতন্ত্রী সরকারের সম্পাদিত অসম চুক্তিগুলি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাতিল করে দেওয়ায় জনসাধারণের মনে তা গভীর রেখাপাত করেছিল। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জনগণ সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল নির্ভরযোগ্য এক বন্ধু ও রক্ষককে।

প্রাচ্যে, প্রগতিশীল শক্তিগুলি জাতীয় সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে বুঝতে শুরু করেছিল যে শ্রমজীবী জনগণের অভিন্ন শত্রু আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি সংগ্রাম আর পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লবী শক্তিগুলির সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে।

চীনের উপরে অক্টোবর বিপ্লব প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। চীনা বুদ্ধিজীবিসমাজের প্রগতিশীল অংশ ও শ্রমিকশ্রেণী তাকে ইতিহাসে মহত্তম ঘটনা বলে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। লেনিনের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় অসামান্য চীনা বিপ্লবী সুন ইয়াৎ-সেন কমিউনিস্ট পার্টির কঠিন, মহৎ সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে চীন ও রাশিয়ার বিপ্লবী পার্টিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত এক সংগ্রাম চালাবে।

চীনা প্রতিনিধিরা ১৯১৮-র শেষ দিকে মস্কো সফরে যান এবং ভ. ই. লেনিন

তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। সোভিয়েত সরকারের প্রধানকে তাঁরা চীনের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেন, দক্ষিণ চীনের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর কথা তাঁকে বলেন এবং ঘোষণা করেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব সমগ্র প্রাচ্যের পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর খবর ভারতেও গিয়ে পেঁছেছিল, সেখানে তা জনমতকে আলোড়িত করেছিল। এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেছেন যে 'ভারতে আমরা স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামের এক নতুন পর্যায় শুরু করলাম... লেনিন আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তে আমরা প্রভাবিত হয়েছিলাম।' দিল্লিতে মুসলিম ন্যাশনাল লীগ সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশে ভারতের জাতিগুলির এক বার্তা গ্রহণ করেছিল। এই মর্মস্পর্শী দলিলটি জানুয়ারি ১৯১৮-তে মুদ্রিত হয়েছিল ভারতের গোপন সংবাদপত্রগুলিতে। ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা তাঁদের জীবন বিপন্ন করে তা ভারতের বাইরে পাচার করে সেই বছরেরই নভেম্বর মাসে মস্কোয় নিয়ে এসেছিলেন।

তাতে বলা হয়েছিল: 'রুশ বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ! সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের স্বার্থে আপনারা যে বিরাট জয় লাভ করেছেন, ভারত তার জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।' ২৩ নভেম্বর তারিখে ভারতীয় প্রতিনিধিদলটি লেনিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। (২২৩)

মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহের উপরে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব যে বিপুল, সেকথা অনস্বীকার্য। সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে তুরস্কের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়েছিল। তুরস্কের স্বার্থের বিরুদ্ধে জারতন্ত্রী রাশিয়া যেসব চুক্তি সম্পাদন করেছিল সোভিয়েত সরকার সে সমস্ত বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাতা রুশ জনগণের প্রতি এবং রুশ বিপ্লব ও বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের নেতা লেনিনের প্রতি তুর্কি শ্রমজীবী জনগণ তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল। তার একটি পরিচয় এই যে ১৯১৮ সালে কনস্তানতিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ভোট দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছিল যে লেনিনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।

আরব প্রাচ্যের জাতিসমূহও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অনুরূপ ভালোবাসা প্রকাশ করেছিল। সিরিয়ায় গঠিত 'আরব ঐক্য কমিটির' একটি দলিলে বলা হয়েছিল: লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের সরকারকে এবং ইউরোপীয় অত্যাচারীদের জোয়াল থেকে প্রাচ্যের মুক্তির জন্য তাঁদের আরব্ধ মহাবিপ্লবকে আরবরা শ্রদ্ধা করেন তাঁদের সুখ ও সমৃদ্ধিদানে সক্ষম এক বিরাট শক্তি হিসেবে। সারা পৃথিবীর সুখ ও প্রশান্তি নির্ভর করে আরব ও বলশেভিকদের মধ্যেকার মৈত্রীবন্ধনের উপরে।

মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও লেবাননে মুক্তি-সংগ্রামকে অক্টোবর বিপ্লব এক বলিষ্ঠ উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।

সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রথম কাজ ছিল ইরানের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চালিত সমস্ত চুক্তি বাতিল করা, এবং সেই কারণেই সে-দেশের শ্রমজীবী জনগণ লেনিনকে গণ্য করেছিল রুশ জারতন্ত্র ও ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ থেকে তাদের মুক্তিদাতা বলে। ইরানে যেসব সমাবেশ ও মিছিল হয়েছিল, সেগুলি ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লব প্রাচ্যের সমস্ত জাতির ইতিহাসে আরম্ভ করেছিল এক নতুন অধ্যায়। তা সূত্রপাত করেছিল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে নিয়ে এসেছিল জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের যুগ। এই সমস্ত দেশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন গিয়ে পেঁাছেছিল এক অভূতপূর্ব পরিসরে।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে বিপ্লবী শক্তিগুলি সেই সময়ে জয়লাভ করতে পারেনি অনেকগুলি কারণে (বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সেই সামাজিক-সংস্কারবাদী পার্টিগুলির প্রবল প্রভাব, প্রকৃত বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির অভাব, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাগাভাগি, ইত্যাদি)। কিন্তু, জনসাধারণের পক্ষে, অক্টোবর বিপ্লবের অভিঘাতে যে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রসার ঘটেছিল, সে-সংগ্রাম তার চিহ্ন না-রেখে যায়নি। পৃথিবীর জনগণ রাজনৈতিক, শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সুসংগত ও সনিষ্ঠ যোদ্ধারা যার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সেই কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করেছিল বহু দেশে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সের সাধারণ শ্রমিক সংঘের সদস্যসংখ্যা ১৯১৭ সালে ছিল ১,৭০,০০০, এই সংখ্যা ১৯২০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২০,৪৮,০০০। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ, কিন্তু ১৯২১ সালে সেগুলির সদস্যসংখ্যা গিয়ে পেঁাছেছিল প্রায় ৬৫ লক্ষে। ইতালিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯১৮ ও ১৯২০ সালের মধ্যে ২,৪৯,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৩,২০,০০০।

অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য পৃথিবীর জাতিসমূহের বিপ্লবী আন্দোলনের উপরে তার প্রত্যক্ষ অভিঘাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানেও যে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথাবলম্বী প্রত্যেক দেশে তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তার বুনিয়াদী নিয়মগুলির অবশ্যম্ভাবী পুনরাবৃত্তি তা প্রদর্শন করেছে।

১৯২০ সালে লেনিন লিখেছিলেন যে '...রুশ মডেলই সমস্ত দেশের কাছে

তাদের নিকট ও অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের কিছু-কিছু — এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু — প্রকাশ করে।' (২২৪)

অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে শ্রমজীবী জনগণের উপরে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা যায় না। তা দেখিয়েছে যে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতকে ইতিহাসই দিয়েছে সব ধরনের শোষণের বিলুপ্তির জন্য জনসাধারণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার মহান ব্রত উদ্যাপনের ভার।

এই অভিজ্ঞতা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে একটি সংগঠিত বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর, একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির অস্তিত্ব শোষণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করার এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সংগ্রামের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত। অক্টোবর ১৯১৭-র পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে পশ্চিম ইউরোপে বিপ্লবগুলির পরাজয়ের প্রাথমিক কারণ হল কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতি।

অধিকন্তু, অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতায় আরোহণ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ শোষক শ্রেণীগুলির দিক থেকে হিংস্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে; ১৯১৭ সালের পর পৃথিবীর ঘটনাবিকাশে সেকথা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অন্তর্হিত হয় না। লেনিন লিখেছেন, 'প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর, ক্ষমতাচ্যুত শোষকরা — যারা তাদের ক্ষমতাচ্যুতি প্রত্যাশা করেনি, সে চিন্তাও মনে আনেনি — দশগুণ বর্ধিত কর্মশক্তি নিয়ে, শতগুণ বর্ধিত প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়ে 'স্বর্গ' পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' (২২৫) ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ বিশেষভাবেই বিপজ্জনক, কারণ তাদের আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সহায়তার উপরে নির্ভর করার সম্ভাবনা থাকে; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে দেশে জয়যুক্ত হয় সে দেশ আক্রমণ করতে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিবেকে বাধে না (যেমন ঘটেছিল রাশিয়ার ক্ষেত্রে)। আভ্যন্তরিক ও বহির্দেশীয় শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান নিয়ম।

অক্টোবর বিপ্লবে যে নিয়মগুলি পুরোভাগে এসে উপস্থিত হয়েছে সেগুলি হল: উৎপাদনের মূল উপায়সমূহের উপরে পুঁজিবাদী মালিকানার বিলুপ্তি; কৃষির ক্রমান্বিত সমাজতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস; জনগণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ, মতাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন।

অক্টোবর বিপ্লব ও তার প্রতি বিদেশের শ্রমজীবী জনগণের মনোভাব প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সকল জাতির সংগ্রামের তা অন্যতম বিরাট অস্ত্র।

অক্টোবর বিপ্লব জাতি-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের, জাতিগত নিপীড়ন বিলুপ্ত

করার এবং জাতিতে-জাতিতে সাম্য ও সৌভ্রাত্রপূর্ণ মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছে। অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে লেনিনবাদী জাতি-সংক্রান্ত নীতি রূপায়ণের ফলে জাতিসমূহের মধ্যে বৈরভাব ও অবিশ্বাস দূর হয়। অধিকন্তু, বিভিন্ন জাতির শ্রমজীবী জনগণ একসঙ্গে এক নতুন জীবন গড়ার জন্য ঐক্যের কামনা করতে শুরু করে। বিপ্লবের ফলে মুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ার প্রাক্তন নিপীড়িত জাতিগুলি সম্মিলিতভাবে নতুন সমাজ গড়ার জন্য এবং সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করার জন্য এক অখণ্ড বহুজাতিক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধতার প্রয়াসী হয়েছিল। ১৯১৭-র শেষ দিকে ঘোষিত ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডাবেশনের সঙ্গে ফেডারেলধর্মী সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ১৯১৮-র শেষ দিকে এবং ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে গঠিত বেলোরুশীয়, লিথুয়ানীয়, লাতভীয় ও এস্তোনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করেছিল। পরে, এক অভিন্ন অভীষ্টের জন্য সম্মিলিত সংগ্রামে দেশের জাতিসমূহের মধ্যেকার সর্বাত্মক সহযোগিতা, সৌভ্রাত্রপূর্ণ পারস্পরিক সহায়তা ও ক্রমবর্ধমান মৈত্রীর ফলস্বরূপ গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সৃষ্টি অক্টোবর মহাবিপ্লবেরই প্রত্যক্ষ অনুবর্তন।

সোভিযেত ইউনিয়ন গঠন ও তার সফল বিকাশ, বিরাট আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং মানবজাতির সমাজ-প্রগতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক। বহুজাতিক এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করার, আমাদেব সমস্ত জাতিব সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়াব এবং জাতি-সংক্রস্ত প্রশ্ন সমাধানেব সোভিয়েত অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির সমস্ত যোদ্ধাকে তা অমূল্য সাহায্য দিচ্ছে।

অক্টোবর বিপ্লবের সৃষ্ট সোভিয়েত রাষ্ট্রেব সমাজতান্ত্রিক চরিত্রই তার শান্তির নীতি নির্ধাবণ কবেছে। সোভিয়েত ক্ষমতার বৈদেশিক নীতি-সংক্রান্ত প্রথম দলিল শান্তি-সংক্রান্ত নির্দেশনামা থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিব ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত শান্তির কর্মসূচি পর্যন্ত, সোভিয়েত রাষ্ট্র সুসংগতভাবে জাতিসমূহের শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নীতি সকল জাতির কাঙ্ক্ষিততম অভিলাষকে পূর্ণ করে, এবং সেই জন্যই, সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের সর্বান্তঃকরণ সমর্থন তা লাভ করেছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত নীতি পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণের উপরে বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের সাহায্য করেছে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। বুর্জোয়াশ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ-প্রগতির বিষয়টি গণ্য করতে বাধ্য হয়েছে এবং বিপ্লবের ভয়ে, কতকগুলি ক্ষেত্রে, শ্রমিকশ্রেণীকে কিছু কিছু সুবিধা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের আগে সামাজিক বীমা, ৪০-

ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ প্রভৃতি সাধারণত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অজানা ছিল। মার্কিন লেখক থিওডোর ড্রেইজার লিখেছেন যে ৪০-ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ, ন্যূনতম মজুরির স্তর, রাষ্ট্রীয় বেকার বীমা এবং শ্রমজীবী জনগণের উপকারার্থ অন্যান্য সংস্কারকর্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু হয়েছে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার অভিঘাতে। তিনি আরও বলেছেন যে এটা হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের দরুন এবং এসবের জন্যই মার্কস ও লাল রাশিয়াকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণ মানুষের মনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার আর মানুষের কাজ করার, শিক্ষালাভের, বিশ্রাম ও অবসরভোগের অধিকার এবং নিরাপদ বার্ধক্য সংক্রান্ত আজকের ধ্যানধারণাগুলি গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যগুলির প্রভাবে।

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করেছে 'মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র', তাতে ঘোষিত হয়েছে কাজ, বিশ্রাম ও অবসর, শিক্ষা ও সামাজিক বীমার অধিকার — যে-অধিকারগুলি ইতিপূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে লিপিবদ্ধ।

সোভিয়েত জনগণের অতিক্রান্ত পথটি মসৃণ ছিল না। সেই পথে শুধুই বিরাট বিরাট, আনন্দজনক বিজয় আর কৃতিত্বই ছিল না; আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রচুর আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল, বিরাট বিরাট অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল এবং ঘটেছিল সাময়িক বিপর্যয় ও ভুলভ্রান্তি। কিন্তু, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, সোভিয়েত জনগণ সমস্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। নিয়ত বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রমাণ করেছে তার অজেয়তা।

একটি পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশ থেকে এক বিরাট শিল্প ও কৃষিসমৃদ্ধ শক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপান্তর, তার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং তার জনগণের বৈষয়িক কল্যাণের অব্যাহত বৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরাট সুকৃতিগুলিরই ফল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং তার অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাক্রম ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি সর্বত্র শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যোদ্ধাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুলছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণ গভীরভাবে প্রভাবিত করছে আধুনিক সমাজের বিকাশকে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন লিখেছিলেন, 'সব জাতিই সমাজতন্ত্রে এসে পৌঁছবে — তা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সবাই ঠিক একইভাবে পৌঁছবে না, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কিছু অবদান রাখবে কোনো ধরনের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের কোনো প্রকারভেদের ক্ষেত্রে।' (২২৬) ইতিহাস এই কথাগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করছে।

কতকগুলি ইউরোপীয় ও এশীয় দেশে এবং আমেরিকা মহাদেশে — কিউবায় —

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন অক্টোবর মহাবিপ্লবের আরব্ধ অপরিবর্তনীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই অনুবৃত্তি।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পথের একটা মোড় দেখা দিয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক জাতি যে স্বাধীন, অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পথে পা বাড়িয়েছে, সেই ঘটনাটি অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচ্যের জাতিগুলির প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুমুখী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা তাদের স্বাধীনতাকে সংহত করা এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিবিধানের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছে। অক্টোবর ১৯১৭-তে যেখানে বিদেশে বিপ্লবীদের কিছু ছোট ছোট গোষ্ঠী ছিল, সেখানে আজ ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ওশিয়ানিয়ায় এমন একটিও দেশ আছে কিনা সন্দেহ, যেখানে কমিউনিস্ট বা শ্রমিক পার্টি নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেসে লেওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ বলেছিলেন যে 'আজ, সব মহাদেশে ৮৮টি কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।' (২২৭) তদুপবি, কোটি কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ বয়েছে প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে এবং গণতান্ত্রিক নাবী ও যুব সংগঠনগুলিতে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ সমাজে বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি।

'মানবজাতিব বিকাশেব প্রধান গতিপথ নির্ধারিত হয় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী, সমস্ত বিপ্লবী শক্তির দ্বাবা', ১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সভায় গৃহীত প্রধান দলিলে একথা বলা হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং সোভিযেত জনগণেব অভিজ্ঞতা আজ পরিপুষ্ট হচ্ছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেব ও বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যান্য বাহিনীর অভিজ্ঞতা দিয়ে। এই অভিজ্ঞতা বাব বাব প্রমাণ করছে লেনিনের এই বক্তব্য যে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণ কবাব জন্য সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সাধারণ নিয়মগুলি থেকে অগ্রসব হওয়া এবং প্রতিটি দেশেব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য গণ্য করা দরকার। (২২৮)

পৃথিবীর জাতিসমূহের উপরে অক্টোবর বিপ্লবেব অভিঘাতের ভয়ে ভীত হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর তত্ত্ববাগীশরা একথা অস্বীকার করার চেষ্টা করছে যে এ-বিপ্লব আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ। একথা স্বীকার করার অর্থ হবে অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নেওয়া। সেই কারণে তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে রাশিয়ায় বিপ্লবের বিজয় একটা 'ইতিহাসের খেয়াল', 'এক ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা' এবং, আর যাই হোক না কেন 'বিশুদ্ধ রুশ' ব্যাপার তো

বটেই। কিন্তু, অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অস্বীকার করার প্রচেষ্টার বাতুলতা ও অবৈজ্ঞানিক চরিত্র জীবনই দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই বিপ্লব যে-পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, বহু জাতি এখন সেই পথ গ্রহণ করেছে, এবং কোটি কোটি মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থাপিত দৃষ্টান্তের ইতিবাচক শক্তি অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা উন্মুক্ত পথে মানবজাতির প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যাবে। মানবজাতি তার বিকাশের ক্ষেত্রে করবে বিরাট বিরাট পদক্ষেপ। যে-যুগে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ছিল, যখন মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি শ্রমজীবী জনগণকে এবং গোটা এক-একটি জাতিকে লুঠ করত এবং বাধিয়ে দিত বিধ্বংসী যুদ্ধ, পৃথিবীর জাতিসমূহের কাছে সে-যুগ হবে সুদূর অতীতের ব্যাপার। উত্তরপুরুষেরা 'পুঁজিপতি', 'ভূস্বামী' ও 'যুদ্ধ' শব্দগুলি জানবে বই থেকে, কিন্তু ২৫ অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখটি, বিশ্ব ইতিহাসে মোড় ফেড়ার দিনটির কথা মানবজাতি কখনোই বিস্মৃত হবে না। সেই তারিখটির পাশাপাশি উৎকীর্ণ থাকবে বিপ্লবের সংগঠক ও নেতা, পৃথিবীর প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্রষ্টা লেনিনের নাম।

টীকা

(১) ভ ই লেনিন, বচনা সংকলন, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩৭৫
(২) ঐ, খণ্ড ২৩, পৃঃ ২৯৮
(৩) ঐ, খণ্ড ১৩, পৃঃ ২২৫
(৪) ঐ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪২৬
(৫) ঐ।
(৬) ঐ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩৫৯
(৭) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৭৪
(৮) ঐ।
(৯) ঐ, পৃঃ ২৫৮
(১০) ঐ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৪০৩-৪০৪
(১১) ঐ, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৯১
(১২) ঐ, খণ্ড ১০, পৃঃ ২১
(১৩) ঐ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪৮
(১৪) ঐ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ২৩১
(১৫) ঐ, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৩১৬
(১৬) ঐ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৬১
(১৭) ঐ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৬২
(১৮) ঐ, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ২৯৮
(১৯) ঐ, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৩৩১
(২০) ঐ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৬৪-৬৫
(২১) ঐ, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৭৯
(২২) ঐ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৪১৫
(২৩) ঐ, খণ্ড ৪৬, পৃঃ ৪২৬
(২৪) ঐ, খণ্ড ৪১, পৃঃ ৩৯৭
(২৫) ঐ, পৃঃ ৩৯৬
(২৬) ঐ, খণ্ড ৩৭, পৃঃ ৫৩৯
(২৭) ঐ. খণ্ড ২৪, পৃঃ ২২

(২৮) ঐ, পৃঃ ৪০
(২৯) ঐ, পৃঃ ৫২
(৩০) ঐ, পৃঃ ৪০
(৩১) ঐ, পৃঃ ৮৮
(৩২) ঐ, পৃঃ ৬৩
(৩৩) ঐ।
(৩৪) ঐ, পৃঃ ৩১৩
(৩৫) ঐ, পৃঃ ২১০
(৩৬) ঐ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ১০০
(৩৭) ঐ, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৮১
(৩৮) ঐ, পৃঃ ২৫১
(৩৯) ঐ, পৃঃ ৪৯২
(৪০) ঐ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩৩
(৪১) ঐ, পৃঃ ২৩৬
(৪২) ঐ, পৃঃ ১০৯
(৪৩) ঐ, পৃঃ ১১৩
(৪৪) ঐ, পৃঃ ২৪৯-৫০
(৪৫) ঐ, পৃঃ ২৮৬
(৪৬) ঐ, পৃঃ ৩০৫-০৭
(৪৭) ঐ, পৃঃ ৫৭
(৪৮) ঐ, পৃঃ ৩৫৮
(৪৯) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ২২৮
(৫০) ঐ, পৃঃ ৭৯
(৫১) ঐ, পৃঃ ১৩৭-৩৮
(৫২) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৬২
(৫৩) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৭০
(৫৪) ঐ, পৃঃ ৯৮
(৫৫) ঐ, পৃঃ ১৮৫
(৫৬) ঐ।
(৫৭) ঐ, পৃঃ ৫৭
(৫৮) ঐ, খণ্ড ৩১, পৃঃ ৮৪-৮৫
(৫৯) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৮২
(৬০) ঐ, পৃঃ ২২-২৩
(৬১) ঐ, পৃঃ ১৪১
(৬২) দ্রষ্টব্য: ভ. ই. লেনিন, রচনা সংকলন, খণ্ড ২০, পৃঃ ১৮০
(৬৩) ভ. ই. লেনিন, রচনা সংকলন, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৯
(৬৪) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩০৫
(৬৫) ঐ, পৃঃ ১৮৮-৮৯
(৬৬) ঐ, পৃঃ ১৪৫

(৬৭) ঐ, পৃঃ ৮১
(৬৮) ঐ, পৃঃ ৭০
(৬৯) ঐ, পৃঃ ৭২
(৭০) ঐ, পৃঃ ২০৫
(৭১) ঐ, পৃঃ ১৭৯
(৭২) ঐ, পৃঃ ৭১
(৭৩) ঐ, পৃঃ ২৩৪-৩৫
(৭৪) ঐ ,পৃঃ ২৩৬
(৭৫) ঐ, পৃঃ ২৩৯
(৭৬) ঐ।
(৭৭) ঐ, পৃঃ ২৪১
(৭৮) ঐ, পৃঃ ২৪৭-৪৮
(৭৯) ঐ, পৃঃ ২৫০
(৮০) ঐ।
(৮১) ঐ, পৃঃ ২৫৬
(৮২) ঐ, পৃঃ ২৫৫
(৮৩) ঐ, পৃঃ ২৫৭
(৮৪) ঐ, পৃঃ ২৫৯
(৮৫) ঐ, পৃঃ ২৬২
(৮৬) ল. ই. ব্রেজনেভ, 'লেনিনের পথ ধরে', মস্কো, ১৯৭২, পৃঃ ১৷
(৮৭) ভ. ই. লেনিন, রচনা সংকলন, খণ্ড ২৬, পৃঃ ২১
(৮৮) ঐ, পৃঃ ২০
(৮৯) ঐ।
(৯০) ঐ, পৃঃ ২৬৯
(৯১) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৬০
(৯২) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৭৯-৮০
(৯৩) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৫৯-৬০
(৯৪) ঐ, পৃঃ ২৬১-৬২
(৯৫) ঐ, পৃঃ ২৬২
(৯৬) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩১১
(৯৭) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ১৬৬
(৯৮) ঐ, পৃঃ ৮৯
(৯৯) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৫৫-৫৬
(১০০) ঐ, পৃঃ ২৫৫
(১০১) ঐ, পৃঃ ২৭০
(১০২) ঐ, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৩০৩
(১০৩) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৫৫
(১০৪) ঐ, পৃঃ ২৬৫
(১০৫) ঐ. খণ্ড ২৬. পৃঃ ২৭৬

(১০৬) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩০১
(১০৭) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪০২
(১০৮) ঐ, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৪৫৫
(১০৯) ঐ, খণ্ড ২৬ পৃঃ ৭৯
(১১০) ঐ, পৃঃ ১৭৬
(১১১) ঐ, পৃঃ ৩৬১
(১১২) ঐ, পৃঃ ৩৬১
(১১৩) ঐ, পৃঃ ৩৬২
(১১৪) ঐ, পৃঃ ৪১৮
(১১৫) ঐ, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ৩৩২-৩৩
(১১৬) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২২
(১১৭) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ২৬৬
(১১৮) ঐ পৃঃ ১৭৫
(১১৯) ঐ, পঃ ৯০
(১২০) ঐ, পৃঃ ১৬০
(১২১) ঐ, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৩৯৪
(১২২) ঐ, খণ্ড ২৭ পৃঃ ১৭৪
(১২৩) ঐ খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৯৮-৯৯
(১২৪) ঐ, খণ্ড ২৯, পৃঃ ১৫৫
(১২৫) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩৪২
(১২৬) ঐ, পৃঃ ৩০৬
(১২৭) ঐ, পৃঃ ২৮৫
(১২৮) ঐ, পৃঃ ২৮৯
(১২৯) ঐ পৃঃ ৩৫৭
(১৩০) ঐ, পঃ ৩৫৮
(১৩১) ঐ, পৃঃ ৩৫৯
(১৩২) ঐ, খণ্ড ২৮ পৃঃ ১২৪
(১৩৩) ঐ, খণ্ড ২৬ পৃঃ ৪০১
(১৩৪) ঐ, পৃঃ ৪৭৬
(১৩৫) ঐ, পৃঃ ৩৭৪
(১৩৬) ঐ।
(১৩৭) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৩৫
(১৩৮) ঐ, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ১৭৫
(১৩৯) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪২০
(১৪০) ঐ, পৃঃ ২৯২
(১৪১) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৮৪
(১৪২) কার্ল মার্কস ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, নির্বাচিত বচনাবলি, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭৩ পৃঃ ১২৬
(১৪৩) ভ ই লেনিন, বচনা সংকলন, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৫৫৫
(১৪৪) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ১৩৯

(১৪৫) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৬৮
(১৪৬) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ২৯৭
(১৪৭) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩৯৯
(১৪৮) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩৩৯
(১৪৯) ঐ, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ৩২৭
(১৫০) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৮১
(১৫১) ঐ, পৃঃ ৫১৫
(১৫২) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩০৪
(১৫৩) ঐ, পৃঃ ৩০০
(১৫৪) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ১১২
(১৫৫) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৫৪৩-৪৪
(১৫৬) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৪০৮
(১৫৭) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩৫২
(১৫৮) ঐ, খণ্ড ১৯, পৃঃ ১০৭
(১৫৯) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৮১-৮২
(১৬০) ঐ,খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩২০
(১৬১) ঐ।
(১৬২) ঐ, খণ্ড ৩১, পৃঃ ৫৯-৬০
(১৬৩) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৫৪
(১৬৪) ঐ, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪৭-৪৮
(১৬৫) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩৫৫
(১৬৬) ঐ, পৃঃ ৪৩১-৩২
(১৬৭) ঐ, পৃঃ ৪২৯-৩০
(১৬৮) ঐ খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৫৩-৫৪
(১৬৯) ঐ, পৃঃ ৪৪০
(১৭০) ঐ, খণ্ড ৮, পৃঃ ৫১৫
(১৭১) ঐ, পৃঃ ২৫৫-৫৬
(১৭২) ঐ, পৃঃ ৪৬৫
(১৭৩) ঐ, পৃঃ ৪৭২
(১৭৪) ঐ, পৃঃ ৪৭৩-৭৪
(১৭৫) ঐ, পৃঃ ৪৭৬
(১৭৬) ঐ, পৃঃ ৪৭৯
(১৭৭) কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলি, তিন খণ্ডে, খণ্ড ২, মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ১৯৩
(১৭৮) ভ ই. লেনিন, রচনা সংকলন, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৪৪৬-৪৯
(১৭৯) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ১১৩
(১৮০) ঐ, খণ্ড ২৬, পৃঃ ৫২৫
(১৮১) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩০-৩৩
(১৮২) ঐ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ২৮১

(১৮৩) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ২৪২
(১৮৪) ঐ, পৃঃ ২৪৪-৪৫
(১৮৫) ঐ, পৃঃ ২৫৭
(১৮৬) ঐ, পৃঃ ২৬১
(১৮৭) ঐ, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৯০
(১৮৮) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৮৮
(১৮৯) ঐ, পৃঃ ৪১৩
(১৯০) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৩
(১৯১) ঐ, পৃঃ ২৩-২৪
(১৯২) ঐ, পৃঃ ৯৯
(১৯৩) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৫১৫
(১৯৪) ঐ।
(১৯৫) ঐ পৃঃ ৫২২-২৩
(১৯৬) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৫১১
(১৯৭) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৫৫-৫৬
(১৯৮) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৫৫১
(১৯৯) ঐ, খণ্ড ৩০, পৃঃ ১৫৭
(২০০) ঐ, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৯৩
(২০১) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৯৪
(২০২) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৯৬
(২০৩) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৩৯১
(২০৪) ঐ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৪৫৫
(২০৫) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৫৬
(২০৬) ঐ, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ৩৪৩
(২০৭) ঐ, খণ্ড ২৯, পৃঃ ১৫৯
(২০৮) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ৫৯
(২০৯) ঐ, পৃঃ ১৭৬
(২১০) ঐ, পৃঃ ৩০৩-০৪
(২১১) ঐ, পৃঃ ১৪৩
(২১২) ঐ, পৃঃ ৪০৩
(২১৩) ঐ, পৃঃ ১৭৫
(২১৪) ঐ, খণ্ড ২৯, পৃঃ ১৫৯
(২১৫) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ১৫৬
(২১৬) ঐ, পৃঃ ১৪০
(২১৭) ঐ, পৃঃ ১৪৪
(২১৮) ঐ, পৃঃ ১৯১-৯২
(২১৯) ঐ, পৃঃ ৪০
(২২০) ঐ, পৃঃ ৪৮৩
(২২১) ঐ, পৃঃ ৩৫৬

(২২২) ঐ, পৃঃ ৪৭৯
(২২৩) ঐ, পৃঃ ৫৪৩
(২২৪) ঐ, খণ্ড ৩১, পৃঃ ২২
(২২৫) ঐ, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৫৪
(২২৬) ঐ, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৬৯-৭০